বেদগ্রন্থমালা

প্রথম খণ্ড

ঋগ্বেদ

ঋগ্বেদ-সংহিতা

প্রথম ভাগ

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার

বেদগ্রন্থমালা

(বাংলা অনুবাদ)

প্রথম খণ্ড

ঋগ্বেদ

ঋগ্বেদ-সংহিতা

প্রথম ভাগ

অনুবাদ

অধ্যাপিকা নীলাঞ্জনা সিকদারদত্ত

সম্পাদনা

অধ্যাপক পরশুরাম চক্রবর্তী

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার

গোলপার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০২৯

Scanned with CamScanner

বেদগ্রন্থমালা (বাংলা অনুবাদ)

ঋগ্বেদ	সংহিতা	*ঋগ্বেদ-সংহিতা*	প্রথম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
সামবেদ	সংহিতা	*সামবেদ-সংহিতা*	দ্বিতীয় খণ্ড	
শুক্লযজুর্বেদ	সংহিতা	*মাধ্যন্দিন-সংহিতা*	তৃতীয় খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
কৃষ্ণযজুর্বেদ	সংহিতা	*তৈত্তিরীয়-সংহিতা*	চতুর্থ খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
		মৈত্রায়ণী-সংহিতা	পঞ্চম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
		কাঠক-সংহিতা	ষষ্ঠ খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
অথর্ববেদ	সংহিতা	*অথর্ববেদ-সংহিতা*	সপ্তম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
ঋগ্বেদ	ব্রাহ্মণ	*ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*	অষ্টম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
সামবেদ	ব্রাহ্মণ	*আর্ষেয় ব্রাহ্মণ*	নবম খণ্ড	
		জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ	দশম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
		পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ	একাদশ খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
		ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ	দ্বাদশ খণ্ড	
শুক্লযজুর্বেদ	ব্রাহ্মণ	*শতপথ ব্রাহ্মণ*	ত্রয়োদশ খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
কৃষ্ণযজুর্বেদ	ব্রাহ্মণ	*তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ*	চতুর্দশ খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
অথর্ববেদ	ব্রাহ্মণ	*গোপথ ব্রাহ্মণ*	পঞ্চদশ খণ্ড	
ঋগ্বেদ	আরণ্যক	*ঐতরেয় আরণ্যক*	ষোড়শ খণ্ড	
কৃষ্ণযজুর্বেদ	আরণ্যক	*তৈত্তিরীয় আরণ্যক*	সপ্তদশ খণ্ড	
		মৈত্রায়ণী আরণ্যক	অষ্টাদশ খণ্ড	
প্রধান উপনিষৎসমূহ			ঊনবিংশ খণ্ড	
অপ্রধান উপনিষৎসমূহ			বিংশ খণ্ড	

উপদেষ্টামণ্ডলী :

অধ্যাপক সমীরণচন্দ্র চক্রবর্তী

অধ্যাপক ভাস্করনাথ ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

স্বামী তত্ত্ববিদানন্দ

স্বামী সুপর্ণানন্দ

স্বামী চিদ্‌রূপানন্দ

স্বামী যাদবেন্দ্রানন্দ

প্রকাশক
স্বামী সুপর্ণানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার
গোলপার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০২৯

প্রথম সংস্করণ :
পয়লা বৈশাখ ১৪২৩ (১৪ এপ্রিল ২০১৬)

R M I C Cataloguing-in-Publication Data

বেদ

বেদগ্রন্থমালা। কলকাতা : রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১৬ খ্রিঃ।

খণ্ড।　　সেমি।

টীকা : বেদ বঙ্গানুবাদ

১ম খণ্ড, ঋগ্বেদ : ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম ভাগ

নীলাঞ্জনা সিকদারদত্ত অনূদিত ও পরশুরাম চক্রবর্তী সম্পাদিত।

ISBN 978-93-81325-78-0 (VOL. I, PART-1)

ISBN 978-93-81325-67-4 (SET)

১। বেদ　　২। ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম ভাগ

294.5921 — dc 23

মূল্য : তিনশো টাকা

This book is being published with financial assistance from the Department of Higher Education, Government of West Bengal.

মুদ্রক
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০০৯

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দ বেদের প্রচার চেয়েছিলেন; চেয়েছিলেন তাঁর গুরুভায়েরাও। এছাড়া অন্য কোনও উপায়ে নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষকে শক্তিশালী দেশে পরিণত করা যাবে না। জীবনমুখী ভাবনায় উপনিষদগুলি সমৃদ্ধ; অথচ বেদ-উপনিষৎ পঠন-পাঠনের অভাবে আমরা জনসাধারণের মধ্যে সে ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে পারিনি। স্বামীজীর ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য বেদের অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। বড়ই পরিতাপের বিষয়, সমগ্র বেদের বাংলা অনুবাদ এখনও হয়নি। আমরা সে-কাজে ব্রতী হয়েছি দেখে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাহায্যের হাত প্রসারিত করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। এই কাজটি করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কৃতবিদ্য বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের আর পাওয়া যাচ্ছে না। বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। যাঁদের পেয়েছি তাঁদের অনেকের বয়েস বেশি। ফলে, অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে। তবু আমাদের সংকল্প দৃঢ়; আমাদের পাথেয় শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ—এই চারটি ভাগে ঋক্, সাম, যজুর্বেদ বিভক্ত। অনেকের ধারণা, সমগ্র বেদের অনুবাদ হয়ে গিয়েছে। আসল সত্য, বেদের কিছু কিছু অংশ যেমন সংহিতার অনুবাদ মাত্র হয়েছে। কেবল অথর্ববেদেরই উপনিষৎ ভাগ নেই। সুতরাং সমগ্র বেদের অনুবাদ করতে হলে প্রায় ৬০টি খণ্ড প্রকাশ করতে হবে। বিপুল আয়তন, অথচ সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সময় মাত্র পাঁচ বছর। শুভ কাজে বিঘ্ন অনেক। তবু আমাদের পণ্ডিতবর্গ এবং এই প্রতিষ্ঠানের সাধু, কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় নির্দিষ্ট সময়েই কাজটি শেষ হবে বলে বিশ্বাস করি।

এখন, ঋগ্বেদের সংহিতা খণ্ডের মধ্যে ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম ভাগ) চলিত ভাষায় অনুবাদ করে সংকলিত করা হল। এই সমগ্র খণ্ডের অনুবাদের কাজে সাহায্য করেছেন—**অধ্যাপিকা নীলাঞ্জনা সিকদারদত্ত** এবং সমগ্র খণ্ডটি সম্পাদনা করেছেন **অধ্যাপক পরশুরাম চক্রবর্তী**। এই মহৎ কাজ সফল করার জন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ।

আমাদের এই উদ্যোগের জন্য শ্রীমৎ স্বামী প্রভানন্দজী (সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন), শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী (সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন) আনন্দ প্রকাশ করে আশীর্বাদ জানিয়েছেন। তাঁদের শ্রীচরণে প্রণাম জানাই। শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাই পণ্ডিতবর্গকে যাঁরা এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, প্রীতি জানাই প্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসীদের এবং সেবকবৃন্দকে।

সবশেষে বলি—যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব (যা শুভ চিন্তা, তা আমাদের কাছে আসুক)।

স্বামী সুপর্ণানন্দ

অনুবাদকমণ্ডলী

শ্রী সমীরণচন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রী অমর কুমার চ্যাটার্জী
শ্রী ভাস্করনাথ ভট্টাচার্য্য
শ্রী নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত
শ্রীমতী সোমা বসু
শ্রীমতী রত্না বসু
শ্রীমতী ইন্দ্রাণী কর
শ্রীমতী গার্গী ভট্টাচার্য্য
শ্রী সত্যজিৎ লায়েক
শ্রী শশীভূষণ মিশ্র
শ্রী ধনঞ্জয় চক্রবর্তী

শ্রী ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য
শ্রীমতী শান্তি ব্যানার্জী
শ্রী তারকনাথ অধিকারী
শ্রীমতী নীলাঞ্জনা সিকদারদত্ত
শ্রীমতী তৃষ্ণা চ্যাটার্জী
শ্রীমতী মৌ দাশগুপ্ত
শ্রীমতী তৃপ্তি সাহা
শ্রীমতী দীধিতি বিশ্বাস
শ্রীমতী রীতা ভট্টাচার্য্য
শ্রীমতী স্বাতীলেখা পোদ্দার
শ্রীমতী চিরশ্রী ব্যানার্জী
শ্রী পরশুরাম চক্রবর্তী

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় আবিরাবীর্ম এধি ।।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ।।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ।।
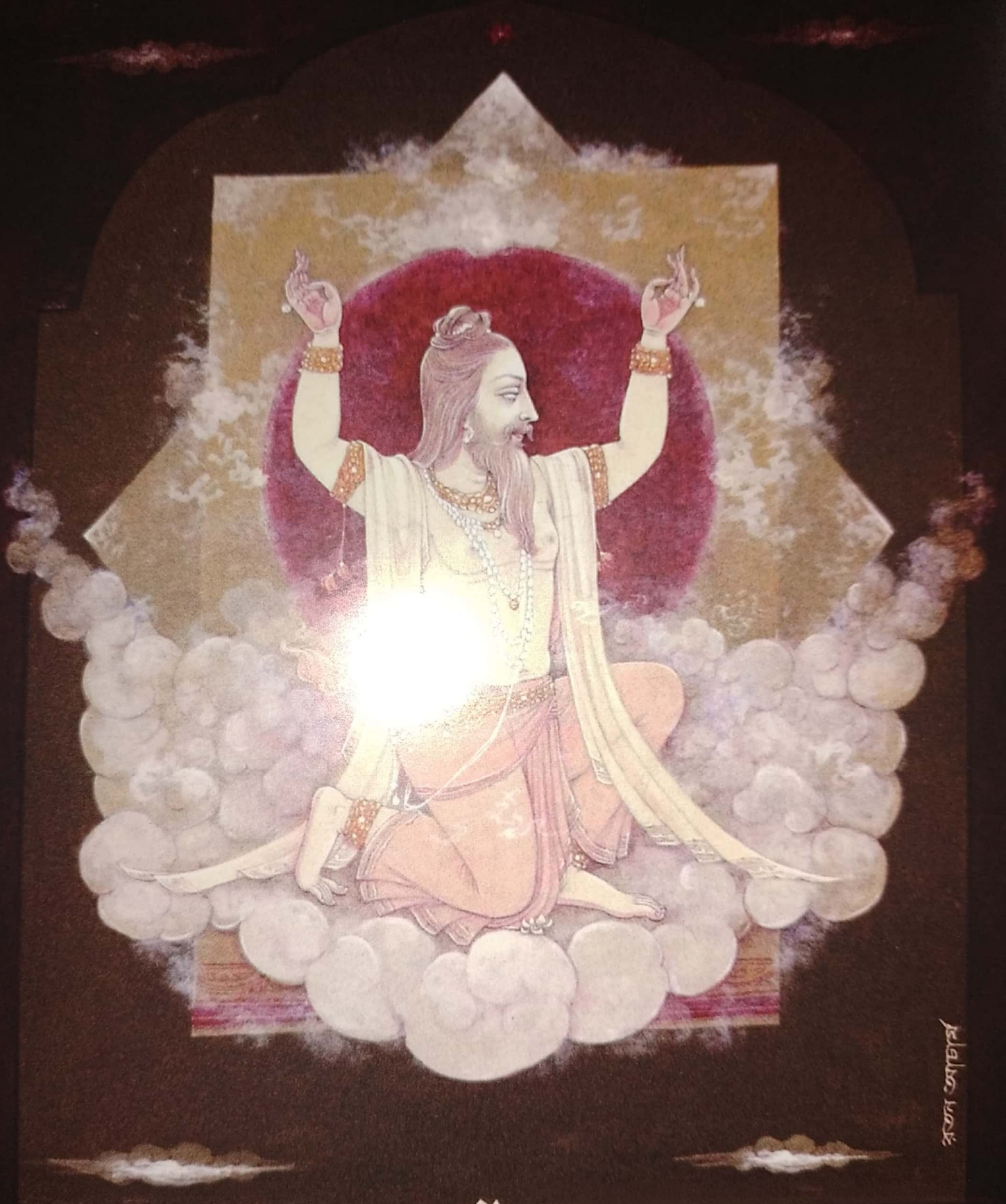
ঋগ্বেদ-সংহিতা

প্রথম মণ্ডল

প্রথম অষ্টক

অনুবাক-১

(সূক্ত-১)

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

অগ্নিমীলে[১] পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্ ॥১॥

অগ্নিকে বন্দনা করি। অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত (স্বরূপ), দীপ্তিমান, (তিনি যজ্ঞের) ঋত্বিক, (তিনিই) (সেই অগ্নি) শ্রেষ্ঠ রত্নের অধিকারী ॥১॥

১. অগ্নিমীলে— মন্ত্র দিয়ে ঋগ্বেদের শুরু। এই ঋকটির সংখ্যা—১।১।১, অর্থাৎ প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋক। অগ্নিদেবতার স্তুতি দিয়ে ঋগ্বেদ শুরু।

পুরোহিত— বিভিন্ন মানব পুরোহিতের কর্তব্য একত্রে অগ্নির উপরে আরোপিত হয়েছে। তাই তিনি পুরোহিত।

ঋত্বিক— যিনি যথাকলে (ঋতুতে) যজ্ঞ সম্পাদন করেন, যাজক।

হোতা— যিনি যজ্ঞকালে আহুতি দ্রব্য উপভোগের জন্য দেবগণকে আহ্বান করেন অথবা অগ্নিতে দ্রব্য আহুতি দেন।

অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥২॥

অগ্নি পূর্বাচার্যগণের দ্বারা বন্দনীয়, (পরবর্তী) বর্তমান (নূতন) ঋষিগণের দ্বারাও তিনি দেবতাদের এইখানে (যজ্ঞস্থলে) বহন করে আনবেন ॥২॥

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে। যশসং বীরবত্তমম্ ॥৩॥

অগ্নির আনুকূল্যে ধনলাভ করেন (যজমান)। দিনেদিনে (সেই ধন) যশোমণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ বীরসমন্বিত (হয়ে) বর্ধিত হয়ে থাকে ॥৩॥

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং[১] বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্ দেবেষু গচ্ছতি ॥৪॥

হে অগ্নি! যে যজ্ঞকে (তুমি) সর্ব দিকে পরিবৃত করে থাক, সেই শত্রুগণের হিংসারহিত যজ্ঞ নিশ্চিত ভাবেই দেবতাদের নিকট উপনীত হয়ে থাকে ॥৪॥

১. অধ্বরম্— হিংসারহিত যজ্ঞ।

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ[১] সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরা গমৎ ॥৫॥

অগ্নি হোতৃ (স্বরূপ), তিনি সর্বজ্ঞ, (সর্ব কর্মের) অনুষ্ঠাতা, তিনি সত্যস্বরূপ— অবশ্য ফলপ্রদানকারী, বিচিত্র যশের শ্রেষ্ঠ অধিকারী। সেই দেবতা, অপর দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে এই (যজ্ঞে) আগমন করুন ॥৫॥

১. কবিক্রতু— অপ্রতিহত প্রজ্ঞা বা কর্মশক্তির অধিকারী।

যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেৎ তৎ সত্যমঙ্গিরঃ ॥৬॥

হে অগ্নি! তুমি (আহুতি) প্রদানকারীর (যজমানের) উদ্দেশ্যে যে মঙ্গল সাধন করবে, হে অঙ্গিরা সে তোমারই (দেওয়া) যথার্থ (কল্যাণ) ॥৬॥

উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া[১] বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি ॥৭॥

হে অগ্নি! প্রতিদিন দিবারাত্রে মেধার প্রার্থনার দ্বারা আমরা তোমাকে প্রণাম জানাতে, তোমার নিকটে উপস্থিত হই ॥৭॥

১. দোষাবস্ত— এই শব্দটির অর্থ অনেকেই মনে করেন 'তমোনাশক'।
ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজের মতে, এখানে জ্ঞানে কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় হয়েছে। 'উপ এমসি' অর্থ অভিমুখে গমন। এখানে কর্মের কথা ব্যক্ত হয়েছে। 'ধিয়া' অর্থাৎ জ্ঞান সহযোগে এই অর্থ এবং নমো ভরন্ত অর্থাৎ ভক্তিভাবযুক্ত।

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্। বর্ধমানং স্বে দমে ॥৮॥*

হে অগ্নি! তুমি (শত্রুর) হিংসারহিত যজ্ঞের রক্ষাকর্তা, চিরন্তন সত্যের প্রকাশক। সর্বদা প্রদীপ্ত, তুমি নিজের গৃহে (যজ্ঞস্থলে) বৃদ্ধি পেতে থাক ॥৮॥

* ঋত— বেদে উল্লিখিত সত্যধর্মের প্রতিশব্দ।
দম— গৃহ।

স নঃ পিতেব সূনবে ঽগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥৯॥

হে অগ্নি! তুমি আমাদের প্রতি অনায়াস উপলভ্য রূপ ধারণ কর, যেমন (হয়ে থাকেন) পিতা তাঁর পুত্রের প্রতি। কল্যাণের জন্য আমাদের সঙ্গে বিরাজিত হও ॥৯॥

(সূক্ত-২)

বায়ু প্রভৃতি দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

বায়বা যাহি দর্শতেমে[১] সোমা অরংকৃতাঃ। তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্॥১॥

ওহে দর্শনযোগ্য (শোভন) বায়ু! আগমন কর, এই সকল সোমরস (পান করার জন্য) প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই রস পান কর। আবাহন শ্রবণ কর ॥১॥

১. দর্শত— দর্শনীয়। যাজ্ঞিকগণ বলেন যে, রূপহীন বায়ুতেও অভিমানিনী দেবতা কল্পনা করে তাঁর বিগ্রহবত্ব স্বীকার করা যায়। অপরপক্ষে মীমাংসকগণ শব্দময়ী দেবতা স্বীকার করেন। বায়ু-স্পর্শ দ্বারা অনুভবযোগ্য এবং শ্রবণে বায়ুর স্বনন শোনা যায়। অতএব বায়ুর রূপও প্রত্যক্ষযোগ্য।
প্রস্তুত করা— শোধন করা/ পানযোগ্য করা।
অরংকৃত— অলংকৃত— সায়ণ-মতে, সোমরসের নানারূপ শোধন কার্য বা সংস্কারকে অলংকার বলা হয়েছে।

বায় উক্‌থেভির্জরন্তে ত্বামচ্ছা জরিতারঃ। সুতসোমা অহর্বিদঃ[১]॥২॥

হে বায়ু! (যজ্ঞ) দিবস বিষয়ে অভিজ্ঞ (যাগানুষ্ঠানের জন্য প্রাতঃকালের সময় অভিজ্ঞ) স্তোতৃবৃন্দ সোমরস অভিষবন (প্রস্তুত) করেছেন, তোমার উদ্দেশে তাঁরা উক্‌থের (স্তুতি বিশেষ) মাধ্যমে স্তব করছেন ॥২॥

১. অহর্বিদঃ— সায়ণের মতে, বেদে অহঃ শব্দ একদিবস সাধ্য অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সেই অহঃ বিষয়ে যাঁরা জানেন।

বায়ো তব প্রপৃঞ্চতী ধেনা জিগাতি দাশুষে। উরূচী সোমপীতয়ে ॥৩॥

হে বায়ু! তোমার প্রবাহ (বাক্যাবলী) (যা সোমরসের) গুণ বর্ণনা করে, যা বহুবিস্তারিত উপস্থিত হয় যজমানের কাছে, সোমরস পান করার জন্য ॥৩॥

ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরা[১] গতম্। ইন্দবো বামুশন্তি হি ॥৪॥

হে ইন্দ্র ও বায়ু! এই (সোমরস) সমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে, অন্ন অথবা আনন্দ নিয়ে উপস্থিত হও। আমাদের আহূত অন্নের প্রতি আগমন কর, সোমরস তোমাদের ॥৪॥

১. প্রয়ঃ— প্রীত করে এই অর্থে প্রয়ঃ-অন্ন—সায়ণ, অথবা আনন্দ কামনা করছে।

বায়বিন্দ্রশ্চ চেতথঃ সুতানাং বাজিনীবসূ[১]। তাবা যাতমুপ দ্রবৎ ॥৫॥

হে বায়ু ও ইন্দ্র! সবনের (মাধ্যমে) প্রস্তুত সোমরসের (বৈশিষ্ট্য) তোমরা উভয়ে অবগত, তোমরা অন্নের (হবির) অধিপতি, তোমরা দ্রুত গতিতে এই অভিমুখে উপস্থিত হও ॥৫॥

১. বাজিনীবসূ— সায়ণের মতে, বাজ অর্থাৎ অন্ন যেখানে থাকে অর্থাৎ হবিঃ। সেই হবিতে যাঁরা বাস/অধিষ্ঠান করছেন তাঁরা বাজিনীবসূ। দ্বিবচনান্ত। অথবা বাজিনী দ্রুতগতি অশ্বীর অধিপতিদ্বয়। বেদে বাজ শব্দের অর্থ অন্ন/শক্তি।

বায়বিন্দ্রশ্চ সুন্বত আ যাতমুপ নিষ্কৃতম্। মক্ষিত্থা ধিয়া নরা ॥৬॥

হে বায়ু ও ইন্দ্র! সবনকারী (যজমানের) প্রস্তুত করা (সোমের) নিকটে আগমন কর। হে নরশ্রেষ্ঠ/বীরদ্বয়! এইভাবে শীঘ্র যথার্থ ভাবে প্রার্থনার দ্বারা অবশ্যই (আগমন কর) ॥৬॥

মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসম্। ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা ॥৭॥

পবিত্র বলশালী মিত্রকে এবং শত্রুর বিনাশকারী বরুণকে আহ্বান করি, (তাঁরা) ঘৃতাহুতি রূপ কর্ম সম্পাদন করেন (অর্থাৎ ঘৃতরূপ জলধারা ভূমিতে নিষিক্ত করেন) ॥৭॥

ঋতেন[১] মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা। ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে ॥৮॥

হে মিত্র ও বরুণ! সত্যধর্মের দ্বারা তোমরাই সত্যকে বর্ধিত করো, সত্যকে স্পর্শ করো, (তোমরা) উভয়ে বিস্তৃত মহৎকর্মকে ব্যাপ্ত করে থাক ॥৮॥

১. 'ঋত' শব্দের অর্থ যাস্কের নিরুক্তে— উদক বা জল। আবার সত্য বা যজ্ঞ অর্থেও ঋত শব্দের ব্যবহার—'সত্যং বা যজ্ঞং বা'(নি—৪।১৯)। এখানে সত্য বা যজ্ঞের অবশ্যম্ভাবী ফল অর্থে ঋত শব্দ নেওয়া যেতে পারে।

কবী নো মিত্রাবরুণা [১]তুবিজাতা উরুক্ষয়া। দক্ষং দধাতে অপসম্ ॥৯॥

হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা উভয়ে মেধাবী অথবা ক্রান্তদর্শী, বহু (জনের) হিতে সমুৎপন্ন, বহুজনের আশ্রয়স্থল? (তোমরা) আমাদের শক্তিকে অথবা কর্মকে পরিপুষ্ট অথবা নিপুণ কর ॥৯॥

১. নিঘণ্টুতে উরু এবং তুবি শব্দ 'বহু' অর্থে পঠিত হয়েছে।

(সূক্ত-৩)

অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১২।

অশ্বিনা যজ্বরীরিষো [১]দ্রবৎপাণী শুভস্পতী। [২]পুরুভুজা [৩]চনস্যতম্ ॥১॥

হে অশ্বিনদ্বয়! তোমরা যজ্ঞ সম্পাদক, শোভন দীপ্তির ও কর্মের অধিকারী। ক্ষিপ্র প্রসারিত হস্তবিশিষ্ট। তোমাদের হস্তদ্বয় বিস্তৃত। (তোমরা) (এই) অন্ন উপভোগ কর ॥১॥

১. দ্রবৎপাণী — যাঁরা দুজন ক্ষিপ্র ভাবে হস্ত প্রসার করেন।
২. পুরু— বিস্তৃত।
৩. চনঃ— হবিঃ

অশ্বিনা পুরুদংসসা নরা শবীরয়া ধিয়া। ধিষ্ণ্যা বনতং গিরঃ॥২॥

হে অশ্বিনদ্বয়! তোমরা বহু কর্মের অনুষ্ঠাতা, নেতা, ধীমান (তোমরা উভয়ে) স্তুতির যোগ্য আমাদের এই স্তবকে অবাধপ্রসারিত চিন্তার সঙ্গে স্বীকার কর। ॥২॥

[১]দস্রা যুবাকবঃ সুতা [২]নাসত্যা [৩]বৃক্তবর্হিষঃ। আ যাতং [৪]রুদ্রবর্তনী ॥৩॥

হে— শত্রুক্ষয়কারি ও রোগবিনাশক (অশ্বিদ্বয়)! তোমাদের জন্য (উপকরণ সহ) মিশ্রিত সোমরস ছিন্নকুশের (আসনে) স্থাপিত। তোমরা আগমন কর। অসত্য বর্জিত এবং (শত্রুর) রোদনের কারণ হয়ে বিচরণ কর। অথবা রুদ্র (মরুৎ) গণের পথে বিচরণ কর ॥৩॥

১. দস্র— ক্ষয়কারী—শত্রু অথবা রোগ। কারণ অশ্বিনদ্বয় চিকিৎসক।
২. নাসত্যঃ— অশ্বিদ্বয়ের বিশেষণ- অসত্য বর্জিত। ভাষ্যে বলা হয় একজন অশ্বিনের নাম নাসত্য অপর জন দস্র।
৩. বৃক্ত বর্হিষঃ— ছিন্নমূল কুশঘাস যা সোমরসের আস্তরণ—সায়ণভাষ্য।
৪. রুদ্রবর্তনী— শত্রুদের রোদন কারক বীরগণের বিচরণ পথে যাঁরা অধিষ্ঠান করেন অথবা যাঁরা শত্রুর রোদনের কারণ হয়ে থাকেন। কারণ, রুদ্র শব্দ রোদনাত্মক ধাতু থেকে উৎপন্ন—শ্রুতিতে বলা হয়েছে।

ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ। অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥৪॥

হে ইন্দ্র! বিচিত্র দ্যুতিমান আগমন কর। (ঋত্বিকগণের) সূক্ষ্ম অঙ্গুলির সাহায্যে সর্বদা শুদ্ধ (ভাবে) অভিষবন করা এই পবিত্র সোমরস তোমার অপেক্ষায় আছে ॥৪॥

ইন্দ্রা যাহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ। উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ॥৫॥

হে ইন্দ্র! আমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে প্রার্থিত হয়ে, জ্ঞানী কবিগণের আহ্বান (শুনে) অভিষবকারী ঋত্বিকগণের স্তোত্রের প্রতি আগমন কর ॥৫॥

ইন্দ্রা যাহি তূতুজান উপ [১]ব্রহ্মাণি [২]হরিবঃ। সুতে দধিষ্ব [৩]নশ্চনঃ॥৬॥

হে ইন্দ্র! অশ্ববান্ ত্বরা করে স্তোত্রের প্রতি আগমন কর। আমাদের এই সোমাভিষবযুক্ত যজ্ঞে অন্ন ও আনন্দ গ্রহণ কর ॥৬॥

১. ব্রহ্মাণি— বেদস্বরূপ স্তোত্রসমূহ।
২. হরিবঃ— ইন্দ্র দুটি লালচে বাদামী রঙের অশ্বের অধিকারী। তাঁকে বলা হয়েছে হরিবান্/হর্য্যশ্ব।
৩. সায়ণভাষ্যে চনঃ— হবিঃ। কিন্তু griffth বা Jamison বলেছেন— আনন্দ।

ওমাসশ্চর্ষণী[১]ধৃতো বিশ্বে দেবাস আ গত। দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতম্ ॥৭॥

তোমরাই রক্ষাকর্তা, মনুষ্যগণের পালনকর্তা। তোমরা আগমন কর, হে বিশ্বদেবগণ! (তোমরাই) ফল প্রদান কর। যজমানের (প্রদত্ত) অভিষুত (সোম) গ্রহণ কর ॥৭॥

১. চর্ষণী শব্দটি নিঘণ্টুতে মনুষ্যবাচক শব্দ, অর্থ— মানুষ।

বিশ্বে দেবাসো অপ্তুরঃ সুতমা গন্ত তূর্ণয়ঃ। উস্রা ইব স্বসরাণি ॥৮॥

জল অতিক্রম করে, বৃষ্টিদানকারী বিশ্বদেবগণ দ্রুত এই অভিষুত (সোমরসের) প্রতি আগমন করুন; যেমন করে দিবাভাগে (সূর্যের) আলো নেমে আসে অথবা যেমন করে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল (গাভীগুলি) নিজ চারণ ভূমিতে যায় ॥৮॥

বিশ্বে দেবাসো অস্রিধ এহিমায়াসো অদ্রুহঃ। মেধং জুষন্ত বহ্নয়ঃ ॥৯॥

বিশ্বদেবগণ ক্ষয়রহিত, বিরূপভাবরহিত বা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সর্বত্র ব্যাপী প্রজ্ঞাবান, (অথবা 'যেওনা, এস' এই কথা বলে) তাঁরা (সম্পদের) বাহক (প্রদানকারী) এই যজ্ঞীয় হবিঃ যেন গ্রহণ করেন ॥৯॥

পাবকা নঃ সরস্বতী[১] বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥১০॥

দেবী সরস্বতী, আমাদের (কর্ম) শুদ্ধিকারিণী। অন্নপ্রাচুর্যের দ্বারা সমৃদ্ধি দাও, (তুমি) কর্ম/বুদ্ধি দ্বারা ধন (প্রাপ্তির) কারণ, এই যজ্ঞকে (যেন) কামনা কর ॥১০॥

১. সরস্বতী— দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহদ্দেবতা নদীরূপা চ। (নিরুক্ত—২।২৩) সরস্বতীর দুইরূপ— বিগ্রহযুক্তা আর নদীরূপা।

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্। যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥১১॥

সরস্বতী দেবী শোভন ও সত্যস্তুতির প্রেরণাদাত্রী, মানবের শোভন চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেন; তিনি যজ্ঞকে গ্রহণ করেছেন ॥১১॥

মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতযতি কেতুনা। ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি ॥১২॥

প্রবাহবেগের অথবা দীপ্তির দ্বারা সরস্বতী বিশাল জলরাশিকে উদ্দীপিত করেছেন, সর্বজ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন ॥১২॥

অনুবাক-২

(সূক্ত-৪)

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে। জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥১॥

শোভনকর্মের অনুষ্ঠাতা ইন্দ্রকে সাহায্যের (প্রার্থনা করে) আমরা প্রতিদিন আহ্বান করি, যেমন করে সুদুগ্ধবতী গাভীকে দুগ্ধ দোহনের জন্য আহ্বান করা হয় ॥১॥

উপ নঃ সবনা[১] গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব। গোদা[২] ইদ্ রেবতো মদঃ॥২॥

আমাদের সোমসবন অনুষ্ঠানের নিকটে এসো, হে সোমপানকারী ইন্দ্র! সোমরস পান কর। তুমি সম্পদের অধিকারী, তোমার প্রসন্নতা গোধন দান করে ॥২॥

১. সবন শব্দটির অর্থ— সোমবল্লীর রস নিষ্কাশনের অনুষ্ঠান। সবন তিন প্রকার (ক) প্রাতঃসবন, (খ) মাধ্যন্দিনসবন ও (গ) সায়ংসবন।
২. গোদা— গাভী দান করেন যিনি।

অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্। মা নো অতি খ্য আ গহি ॥৩॥

(আমরা) যেন তোমার নিকটবর্তী শোভনবুদ্ধিসম্পন্ন জনের মধ্যে গণ্য হতে পারি, (নিজেকে) অথবা যেন তোমার আনুকূল্য ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতে পারি। আমাদের অতিরিক্ত (অপরের নিকট) প্রকাশ কোর না, (এখানে) আগমন কর ॥৩॥

পরেহি বিগ্রমস্তৃতমিন্দ্রং পৃচ্ছা বিপশ্চিতম্। যস্তে সখিভ্য আ বরম্ ॥৪॥

যে ইন্দ্র অজেয়, মেধাসম্পন্ন, প্রাজ্ঞ তাঁর সমীপে যাও, তাঁকে জ্ঞানী (হোতার) কথা জিজ্ঞাসা কর— যে ইন্দ্র তোমার মিত্রগণকে শ্রেষ্ঠ ধন দিয়েছেন অথবা যে ইন্দ্র তোমার মিত্রগণের অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

অন্য অনুবাদে (Jamison) (সূক্ত দর্শনের) অনুগ্রহ দায়ক ইন্দ্রকে প্রশ্ন কর তোমার মিত্রগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ (তোমার কাছে)? ॥৪॥

উত ব্রুবন্তু নো নিদো নিরন্যতশ্চিদারত। দধানা ইন্দ্র ইদ্ দুবঃ॥৫॥

আমাদের ঋত্বিকগণ ইন্দ্রের স্তুতি করুন। নিন্দাকারিগণ এই স্থান থেকে অন্য স্থানে অপসৃত হোক। (ঋত্বিকগণ) কেবল ইন্দ্রের পরিচর্যায় রত থাকুন। অথবা (Jamison) নিন্দুকেরা আমাদের বলতে পারে কেবল মাত্র ইন্দ্রেরই পরিচর্যা করে তোমরা অপর (দেবগণকে) নিরাকৃত করেছ ॥৫॥

উত নঃ সুভগাঁ অরির্বোচেয়ুর্দস্ম কৃষ্টয়ঃ[১]। স্যামেদিন্দ্রস্য শর্মণি ॥৬॥

হে শত্রুনাশক, অদ্ভুত কর্মা! শত্রুও যেন আমাদের সৌভাগ্যবান অথবা সুসম্পদের অধিকারী বলে। (মিত্র) জনেরা (তো বলবেই)। অথবা হে অপূর্ব (কর্মকারিন্)! কোন নূতন ব্যক্তিও, (এমনকী) সকল মানুষই বলবে আমরা শোভন সম্পদের অধিকারী। কেবল আমরাই ইন্দ্রের প্রযত্নে বাস করব ॥৬॥

১. কৃষ্টয়ঃ— মনুষ্যগণ

এমাশুমাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনম্। পতয়ন্ মন্দয়ৎসখম্ ॥৭॥

এই সোমরস (তিন সবনেই) ব্যাপ্ত এবং শীঘ্রগতি, যজ্ঞের সমৃদ্ধি বর্ধক, মানুষের হর্ষোৎপাদন করে, (কর্মে) সঞ্চরণশীল (আমাদের) মিত্র (ইন্দ্রের) আনন্দবর্ধক। (সোমরসকে) শীঘ্রগতি (ইন্দ্রের জন্য) আহরণ কর ॥৭॥

অস্য পীত্বা শতক্রতো[১] ঘনো বৃত্রাণামভবঃ। প্রাবো বাজেষু বাজিনম্ ॥৮॥

হে শতক্রতু (ইন্দ্রের অপর নাম)! এই সোমরস পান করে তুমি বৃত্রপ্রমুখ শত্রুগণকে হনন করেছিলে। যুদ্ধকালে (অনুগত) যোদ্ধাদের প্রকৃষ্টভাবে রক্ষা করেছিলে ॥৮॥

১. শতক্রতু— শত অর্থাৎ বহু কর্মে যুক্ত অথবা বহু প্রজ্ঞান যুক্ত।—সায়ণভাষ্য

তং ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়ামঃ শতক্রতো। ধনানামিন্দ্র সাতয়ে ॥৯॥

হে শতক্রতু ইন্দ্র! যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্রমশালী সেই তোমাকে সম্পদলাভের জন্য অন্ন নিবেদন করি, অধিক বলযুক্ত করি ॥৯॥

যো রায়োঽবনির্মহান্ত্সুপারঃ সুন্বতঃ সখা। তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥১০॥

যিনি ধনরক্ষা করেন, যিনি মহান গুণবান, যিনি শোভনকর্মের পূরণকারী, যিনি সোমসবনকারীর কাছে বন্ধুর মত প্রিয়, সেই ইন্দ্রের জন্য (স্তোত্র) গান কর।

অথবা যিনি সম্পদের প্রবল ধারার ন্যায়, সহজেই (যাঁকে) উত্তরণ করা যায়, যিনি সোমসবনকারীর মিত্র সেই ইন্দ্রের প্রতি স্তোত্র গান কর ॥১০॥

(সূক্ত-৫)

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

আ ত্বেতা নি ষীদতেন্দ্রমভি প্র গায়ত। সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ[১] ॥১॥

ওহে স্তবগানকারী বন্ধুগণ। এই দিকে শীঘ্র এস। আসন গ্রহণ কর। ইন্দ্রের প্রতি প্রকর্ষের সঙ্গে (স্তব) গাও ॥১॥

১. স্তোমবাহসঃ— ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশা ইত্যাদি প্রকার বিশেষ স্তোমগান যাঁরা এই যজ্ঞ কর্মে সম্পাদন করেন।

পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্যাণাম্। ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ॥২॥

(হে ঋত্বিকগণ) (সকলের) সাহায্যে অথবা সঙ্গে সোমরসের সবনকার্য সম্পন্ন হলে, বহু (শত্রুর) যিনি বিনাশক, বহুজনের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, বরণীয় সম্পদ সমূহের অধীশ্বর (সেই) ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে (গান কর) ॥২॥

স ঘা নো যোগ আ ভুবৎ স রায়ে স পুরংধ্যাম্[১]। গমদ্বাজেভিরা স নঃ ॥৩॥

সেই (ইন্দ্র) নিশ্চিতভাবে আমাদের (প্রয়োজন) সাধনের জন্য বিদ্যমান থাকুন, তিনি সম্পদ প্রাপ্তির জন্য, স্ত্রী লাভের জন্য (বিদ্যমান থাকুন)। অথবা বহুপ্রকার বুদ্ধি লাভের জন্য বিদ্যমান থাকুন। তিনি অন্ন বল সহ আমাদের কাছে আগমন করুন। Jamison অথবা তিনি কি জয়ের পুরস্কার সহ আমাদের প্রতি আগমন করবেন? ॥৩॥

১. পুরন্ধিঃ— স্ত্রী/বিবিধ বুদ্ধি (নিরুক্ত ৬,১৩)

যস্য সংস্থে ন বৃণ্বতে হরী[১] সমৎসু শত্রবঃ। তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥৪॥

যুদ্ধস্থলে শত্রুরা যার রথে যুক্ত হরী নামক অশ্বদ্বয়ের সম্মুখীন হয় না সেই ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে (স্তব) গান কর ॥৪॥

১. হরী— ইন্দ্রের দুটি পিঙ্গল অশ্ব

সুতপাব্নে সুতা ইমে শুচয়ো যন্তি বীতয়ে। সোমাসো দধ্যাশিরঃ[১] ॥৫॥

এই পবিত্র অভিষুত সোমরস, যা দধির সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়েছে, তা সোমপানকারী (ইন্দ্রের) পান করার জন্য তার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে ॥৫॥

১. দধ্যাশিরঃ— যে সোমরসের সঙ্গে দধিমিশ্রণ করলে আশীর্দোষ বিনষ্ট হয় সেই রস দধ্যাশিরঃ।

ত্বং সুতস্য পীতয়ে সদ্যো বৃদ্ধো অজায়থাঃ। ইন্দ্র জৈষ্ঠ্যায় সুক্রতো ॥৬॥

হে ইন্দ্র, হে শোভন কর্মের/প্রজ্ঞার অধিপতি! (এই) অভিষুত সোমরস পান করার জন্য, (এবং দেবতাদের মধ্যে) অগ্রগণ্যতার জন্য জন্ম ক্ষণেই (শক্তিতে) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তুমি উৎসাহযুক্ত হয়েছ ॥৬॥

আ ত্বা বিশন্ত্বাশবঃ সোমাস ইন্দ্র গির্বণঃ[১]। শং তে সন্তু প্রচেতসে ॥৭॥

হে স্তবভাজন ইন্দ্র! শীঘ্র ব্যাপনশীল (মত্ততা বর্ধক) সোমরসসমূহ তোমাতে প্রবেশ করুক। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী তোমার কল্যাণ (বর্ধিত) হোক ॥৭॥

১. গির্বণঃ— স্তব যার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছে।

ত্বাং স্তোমা অবীবৃধন্ ত্বামুক্থা শতক্রতো। ত্বাং বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥৮॥

হে শতক্রতু (ইন্দ্র)! তোমাকে স্তোম গান সমূহ বর্ধিত করেছে (বন্দনা করেছে), উক্থ (নামে) শাস্ত্রসমূহ বর্ধিত (বন্দনা করেছে), আমাদের (কৃত) এই স্তবও তোমাকে বর্ধিত করুক ॥৮॥

অক্ষিতোতিঃ সনেদিমং বাজমিন্দ্রঃ সহস্রিণম্। যস্মিন্ বিশ্বানি পৌংস্যা ॥৯॥

রক্ষাকার্যে অবিচল ইন্দ্র এই সহস্রসংখ্যক অন্ন গ্রহণ করুন। (তিনি) অথবা এই অন্ন সমগ্র পৌরুষের আধার ॥৯॥

টীকা— সায়ণাচার্য—সমস্ত প্রকৃতি ও বিকৃতিতে বিদ্যমান, তাই এই অন্নকে সহস্রসংখ্যক বলেছেন।

মা নো মর্তা অভি দ্রুহন্ তনূনামিন্দ্র গির্বণঃ। ঈশানো যবয়া বধম্ ॥১০॥

হে স্তবগ্রাহী ইন্দ্র! (বিরোধী) মনুষ্যগণ যেন আমাদের শরীরকে আঘাত না করে, আমাদের হত্যাকে নিবারণ কর। (তুমি এই কার্যে) সক্ষম ॥১০॥

(সূক্ত-৬)

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি ॥১॥

সেই উজ্জ্বল, রক্তিম আভাযুক্ত (সূর্য), যিনি স্থিরভাবে বিরাজমান (সকলের) চতুর্দিকে বিচরণ করেন তাকে যুক্ত করা হচ্ছে। আকাশে উদ্ভাসক (নক্ষত্রসমূহ) আলোক বিকীর্ণ করছে ॥১॥

যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে। শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা ॥২॥

এই (ইন্দ্রের) রথে রক্তিমবর্ণ, তেজস্বী এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষকে (ইন্দ্রকে) বহনকারী হরি নামে আকাঙ্ক্ষার যোগ্য অশ্বদুটিকে (রথের) দুই পাশে (সারথিরা) যোজনা করে থাকে ॥২॥

কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥৩॥

ওহে মরণশীল মনুষ্যগণ! (এই ইন্দ্র) অচেতনকে (রাত্রে নিদ্রিতকে প্রভাতে) চৈতন্যসম্পন্ন করেন, (অন্ধকারে) রূপরহিতকে রূপসম্পন্ন করেন উষাকালসমূহে সম্যক ভাবে জাত হয়ে ॥৩॥

আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে। দধানা নাম যজ্ঞিয়ম্ ॥৪॥

অতঃপর অবশ্যই যজ্ঞ-সম্পর্কিত নাম ধারণ করে (মরুৎগণ) (বৎসর বা ঋতুর) পর নিজ প্রকৃতি অনুসারে (মেঘের মধ্যে জলের) গর্ভরূপে (স্থিত শিশু) (পর্জন্যকে) আবার প্রেরণ করেন ॥৪॥

বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ। অবিন্দ উস্রিয়া অনু ॥৫॥

হে ইন্দ্র! সুদৃঢ় (স্থান) কে ভগ্নকারী এবং (যজ্ঞ) বহনে সমর্থ (মনুষ্যগণকে) (অঙ্গিরসগণকে) অথবা মরুৎগণকে সঙ্গে নিয়ে তুমি গুহাতে (লুক্কায়িত) গাভী অথবা আলোক রশ্মিকে সন্ধান করেছিলে ॥৫॥

দেবয়ন্তো যথা মতিমচ্ছা বিদদ্বসুং গিরঃ। মহামনূষত শ্রুতম্ ॥৬॥

দেবতাকে (প্রাপ্তির) কামনায় স্তোতৃবৃন্দ তাঁর উদ্দেশ্যে স্তব করে থাকেন যিনি ধনবান, মহামতি ও খ্যাতিমান ইন্দ্রের প্রতি (স্তব করেন) ॥৬॥

ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সংজগ্মানো অবিভ্যুষা। মন্দূ সমানবর্চসা ॥৭॥

(হে মরুত্বৃন্দ)! ভয়হীন ইন্দ্রের সঙ্গেই তোমাদের একত্রে দেখা যায়। তোমরা সদানন্দদায়ক ও সমান তেজোদীপ্ত ॥৭॥

অনবদ্যৈরভিদ্যুভির্মখঃ সহস্বদর্চতি। গণৈরিন্দ্রস্য কাম্যৈঃ ॥৮॥

(যে মরুৎবৃন্দ) দোষশূন্য, যাঁরা স্বর্গের অভিমুখে গমন করেছেন, যাঁরা স্তুতিযোগ্য অথবা ইন্দ্রের প্রিয়, সেই গণের সঙ্গে এই যজ্ঞে বলবান ইন্দ্রকে অর্চনা করা হচ্ছে ॥৮॥

অতঃ পরিজ্মন্না গহি দিবো বা রোচনাদধি[১]। সমস্মিন্নৃঞ্জতে গিরঃ ॥৯॥

হে সর্বত্র গামী মরুৎবৃন্দ! এই স্থান (অন্তরিক্ষ) হতে অথবা দীপ্যমান দ্যুলোক হতে নিম্নমুখে আগমন কর। এই স্তুতিসমূহ সম্যক রূপে কামনা করছে ॥৯॥

১. বায়ুর স্থান সচরাচর— দ্যুলোক, স্বর্গলোক অথবা সূর্যমণ্ডল।

ইতো বা সাতিমীমহে দিবো বা পার্থিবাদধি। ইন্দ্রং মহো বা রজসঃ ॥১০॥

এই আকাশ বা পৃথিবী থেকে অথবা মহৎ অন্তরীক্ষলোক থেকে ইন্দ্রের নিকট সাহায্য অথবা ধন দানের জন্য একান্তভাবে প্রার্থনা জানাই ॥১০॥

(সূক্ত-৭)

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

ইন্দ্রমিদগাথিনো[১] বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ[২]। ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥১॥

অবশ্যই ইন্দ্রকে (সাম) গাথাকারেরা বৃহৎ (নামে সামগানের প্রশস্তির মাধ্যমে) স্তুতি করেছেন, (অর্চনার জন্য) হোতৃবৃন্দ (ঋক রূপ) মন্ত্রের দ্বারা, (অধ্বর্যুগণ যজুঃরূপ) মন্ত্রবাক্যের দ্বারা ইন্দ্রকেই স্তুতি করেছেন ॥১॥

১. গাথিনঃ— সামগান গায়ক উদ্গাতৃগণ।
২. অর্কিণঃ— হোতৃবৃন্দ।

ইন্দ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা সংমিশ্ল আ বচোযুজা। ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ[১] ॥২॥

ইন্দ্র তাঁর হরী[২] অশ্বদুটি এবং কেবলমাত্র বচন দ্বারাই সংযোজিত রথের সঙ্গে সম্যক্‌ভাবে সর্বত্র সম্পর্কিত থাকেন। তিনি বজ্রধারী, সুবর্ণের মত (দ্যুতিমান) ॥২॥

১. হিরণ্যয়— সর্বাভরণভূষিত— সায়ণ।
২. হরী— লালচে বাদামী রঙের দুটি ঘোড়া যা ইন্দ্রের বাহন।

ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্যং রোহয়দ্ দিবি। বি গোভিরদ্রিমৈরয়ত্[১] ॥৩॥

ইন্দ্র তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করার জন্য সূর্যকে আকাশে উত্তরিত করিয়েছিলেন; তিনি আলোকের দ্বারা পর্বতকে উদ্ভাসিত করেছেন, অথবা মেঘকে (বিশেষভাবে) প্রেরণ করেছেন গাভীর (জলের) জন্য Jamison ॥৩॥

১. গো— আলোকরশ্মি অথবা গাভী।
অদ্রি— পর্বত সদৃশ মেঘ। তাকে জলের জন্য ইন্দ্র বিদারণ করেছেন।

ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু[১] **চ। উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ** ॥৪॥

হে মহাশক্তিধর ইন্দ্র! সহস্র (লুণ্ঠনের) ধনপ্রদায়ী যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে আমাদের (তোমার) অমোঘ রক্ষাশক্তির দ্বারা রক্ষা কর ॥৪॥

১. সহস্রপ্রধন— যুদ্ধে পরাজিত শত্রুর ধনলুণ্ঠন করা হত, তাই যুদ্ধক্ষেত্র ধনদান করে থাকে অথবা সহস্রসংখ্যক হস্তী অশ্ব ইত্যাদি লাভ যুদ্ধক্ষেত্রে হয়।

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে। যুজং বৃত্রেষু[১] **বজ্রিণম্** ॥৫॥

প্রচুর অথবা স্বল্প (যে কোনো প্রকার) ধনলাভে আমরা ইন্দ্রকে আবাহন করি। তিনি বৃত্র (শত্রু) গণের প্রতি বজ্র উদ্যত করে থাকেন ॥৫॥

১. বৃত্র— জলকে বাধাদানকারী বৃত্রাসুর। বৈদিক সূক্ত অনুযায়ী এই বৃত্র জলধারাকে অবরোধ করে রেখেছিলেন। তাকে বজ্র দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ইন্দ্র জলধারাকে প্রবাহিত করেন। তার থেকে আর্যদের শত্রু বোঝাতে বৃত্র একটি প্রতীকী নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স নো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপা বৃধি। অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ ॥৬॥

সেই (ইন্দ্র) আমাদের প্রতি সর্বপ্রকার অভীষ্ট (ফল) দাতা, ঐ মেঘকে (হে ইন্দ্র) বাধা সরিয়ে (আমাদের জন্য) প্রবাহিত করে দাও। আমাদের প্রতি (তুমি) অপ্রতিহত। ॥৬॥

তুঞ্জেতুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ। ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিম্ ॥৭॥

প্রত্যেক প্রচেষ্টার দ্বারা (ইন্দ্রের) যে সকল উৎকৃষ্টতর স্তোত্র অথবা সেই সেই ফলদাতা (অন্য দেবতাদের ক্ষেত্রে) যে সকল স্তোত্র উৎকৃষ্ট (প্রমাণ হয়েছে), (সেই সব স্তোত্রের দ্বারাও) এই বজ্রধারী ইন্দ্রের (উপযুক্ত) শোভন স্তুতি আমি খুঁজে পাই না ॥৭॥

বৃষা যূথেব বংসগঃ[১] **কৃষ্টীরিয়র্ত্যোজসা। ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ** ॥৮॥

গো-যূথের প্রতি ধাবিত বৃষভের ন্যায় নিজ ক্ষমতার মাধ্যমে (ফলদাতা) ইন্দ্র মনুষ্যগণের নিকট উপস্থিত হন, (তিনি) প্রভু, সর্বদাই অ-প্রতিহত ॥৮॥

১. বংসগঃ— বৃষ।

স একশ্চর্ষণীনাং বসূনামিরজ্যতি। ইন্দ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাম্[১] ॥৯॥

যে ইন্দ্র একাকী মনুষ্যগণের বসতির উপর এবং ধনসম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ করেন সেই ইন্দ্র (নিষাদ প্রমুখ) পঞ্চবর্ণের অধিপতি ॥৯॥

১. পঞ্চক্ষিতি— সম্ভবত আর্যগোষ্ঠী তথা বসতির কথা বলা হচ্ছে। পুরু, দ্রুহ্য, অনু, যদু, তুর্বশ এই পঞ্চ আর্য গোষ্ঠী এবং নিষাদ বা দেশজ গোষ্ঠী।
সায়ণভাষ্য অনুসারে চর্ষণীনাং বসূনাম্ যে সব মানুষেরা বসতির উপযুক্ত।

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ। অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥১০॥

সমস্ত বিশ্বের উপরে অবস্থিত (শ্রেষ্ঠ) ইন্দ্রকে তোমাদের জন্য (অপর) মানুষদের থেকে (অপসৃত করে) আবাহন করি; তিনি কেবলমাত্র আমাদের (পক্ষেই) অধিষ্ঠান করুন ॥১০॥

অনুবাক-৩

(সূক্ত-৮)

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহম্। বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর ॥১॥

হে ইন্দ্র! আমাদের রক্ষা করার জন্য সুপ্রচুর ধন দাও, যে ধন ভোগ্য, সর্বদা বিজয়দায়ক, আর যা সর্বদা (শত্রুকে) পরাজিত করতে পারে ॥১॥

নি যেন মুষ্টিহত্যয়া[1] নি বৃত্রা রুণধামহৈ। ত্বোতাসো[2] ন্যর্বতা ॥২॥

যে (ধনের) দ্বারা (বলশালী হয়ে) মুষ্টির আঘাতে আমরা শত্রুকে অবরোধ করব (সেই প্রকার ধন দাও)। তোমার দ্বারা রক্ষিত আমরা অশ্ব দ্বারা (শত্রুকে অজয় করব) ॥২॥

১. মুষ্টিহত্যয়া— মুষ্টিপ্রহার দ্বারা অর্থাৎ পদাতিক যুদ্ধে। অর্বতা— অশ্বের দ্বারা

২. ত্বোতাসঃ— রক্ষিতাঃ

ইন্দ্র ত্বোতাস আ বয়ং বজ্রং ঘনা দদীমহি। জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ ॥৩॥

হে বজ্রধারিন ইন্দ্র! আমরা তোমার দ্বারা রক্ষিত। শত্রুর বিরূদ্ধে কঠিন (বজ্রতুল্য) অস্ত্র (যেন) ধারণ করতে পারি, যুদ্ধক্ষেত্রে স্পর্ধিত (শত্রু) কে সম্যকভাবে পরাজিত করব ॥৩॥

বয়ং শূরেভিরস্তৃভিরিন্দ্র ত্বয়া যুজা বয়ম্। সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ ॥৪॥

হে ইন্দ্র! তোমার সঙ্গে মিলিত (থাকায়) আমরা অস্ত্রসজ্জিত বীর সৈন্যদলের সাহায্যে শত্রুগণকে যুদ্ধে সম্যকভাবে পরাস্ত করে থাকি ॥৪॥

মহাঁ ইন্দ্রঃ পরশ্চ নু মহিত্বমস্তু বজ্রিণে। দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥৫॥

ইন্দ্র মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ। বজ্রধারী সেই ইন্দ্রের মহানতা বিরাজিত হোক। আকাশের তুল্য সুপরিসর হোক ইন্দ্রের শক্তি ॥৫॥

সমোহে বা য আশত নরস্তোকস্য সনিতৌ। বিপ্রাসো বা ধিয়ায়বঃ॥৬॥*

যে সব মানুষেরা যুদ্ধে (জয়ের) অথবা পুত্র লাভের জন্য প্রার্থনা করেন, যে জ্ঞানী পুরুষেরা (অধিকতর) জ্ঞান লাভ করতে চান (তাঁরা সকলেই) (ইন্দ্রের) স্তুতি করেন ॥৬॥

* এখানে ঋষির বক্তব্য এই যে যেকোনো কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের জন্যই ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করলে তা পূরণ হয়। তৎকালীন সমাজের প্রধান প্রধান আকাঙ্ক্ষিত বিষয়বস্তু শত্রুকে পরাজিত করা, পুত্রসন্তান লাভ এবং জ্ঞানের চর্চা— এই সূক্তে প্রকটিত হয়েছে।

যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে। উর্বীরাপো ন কাকুদঃ ॥৭॥*

ইন্দ্রের যে উদরদেশ সোমপানে সব থেকে দক্ষ, পানের ফলে তা সমুদ্রের মত স্ফীতরূপ ধারণ করে, যাঁর গলনালী বিস্তৃত জলরাশির মত ইন্দ্রের সেই (সোমপূর্ণ উদর অথবা গলনালী) (কখনো শুষ্ক হয় না) ॥৭॥

* অথবা 'উর্বীরাপো...' ইত্যাদি— যেন স্বর্গ হতে পতিত প্রবল জল প্রবাহের মত।

এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্শী গোমতী মহী। পক্বা শাখা ন দাশুষে ॥৮॥

ইন্দ্রের শোভন বাক্যসমূহ সত্যই নানা উপচারযুক্ত, মহৎ, এবং গাভী (ধন) দান করে। হব্যদানকারী (যজমানের) কাছে যেন সুপক্ব (ফলভারে আনত) বৃক্ষশাখার মত (লাভদায়ক)॥৮॥

এবা হি তে বিভূতয় উতয় ইন্দ্র মাবতে। সদ্যশ্চিৎ সন্তি দাশুষে॥৯॥

হে ইন্দ্র! তোমার মাহাত্ম্য সত্যই এই প্রকার। আমার মত হবিদানকারী যজমানের কাছে রক্ষার উপায় এবং সদ্য ফল প্রদায়ী। ॥৯॥

এবা হ্যস্য কাম্যা স্তোম[1] উক্থং[2] চ শংস্যা। ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে ॥১০॥

এই প্রকার ইন্দ্রের আকাঙ্ক্ষিত স্তোম ও উক্থ্য স্তোত্রগুলি পঠনীয়; ইন্দ্রের সোমপান করার জন্য ॥১০॥

১. স্তোম— সামগানের দ্বারা রচিত স্তোত্র।

২. উক্থ্য— ঋকসূক্তের দ্বারা রচিত শস্ত্র।

(সূক্ত-৯)

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্বভিঃ। মহাঁ অভিষ্টিরোজসা ॥১॥

হে ইন্দ্র! আগমন কর, সকল সোম অনুষ্ঠানের এবং অন্নের (নিবেদনে) আনন্দ উপভোগ কর। তুমি বলের হেতুতে মহিমান্বিত, শত্রুজয়ী (সর্বশ্রেষ্ঠ) ॥১॥

এমেনং সৃজতা সুতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে। চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে ॥২॥

এই সোমরস যা (পান করলে) আনন্দ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে তা সবন করা হলে ইন্দ্রকে উৎসর্গ কর। তিনি আনন্দিত, সর্বকর্মের অনুষ্ঠাতা।

অথবা এই সুত (সবন করা) সোমরসের প্রতি উচ্ছ্বসিত ইন্দ্রকে প্রেরণ কর এবং উত্তেজক (সোমরসকে) উত্তেজনা-অভিলাষী ইন্দ্রের প্রতি উৎসর্গ কর। যিনি সর্ব কর্মের অনুষ্ঠাতা তাঁর প্রতি কর্মনির্বাহককে (প্রেরণ কর) ॥২॥

মৎস্বা সুশিপ্র[১] মন্দিভিঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণে। সচৈষু সবনেষ্বা ॥৩॥

হে সকল মানুষের অধিপতি, শোভন হনূ নাসিকাযুক্ত ইন্দ্র! আনন্দদায়ক স্তব (শুনে) আনন্দিত হও। (দেবগণের) সঙ্গে এই সকল সবন অনুষ্ঠানে আগমন কর ॥৩॥

১. সুশিপ্র— শোভন হনূ বা নাসিকা যুক্ত— যাস্ক নি. ৬.১৭

অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত। অজোষা বৃষভং পতিম্ ॥৪॥

হে ইন্দ্র! তোমার প্রতি স্তব রচনা করেছি, (স্তবগুলি) তোমার প্রতি ঊর্ধ্বগমন করে, তুমি (সেই স্তব) উপভোগ করেছ, তুমিই ফল দানকারী পালন কর্তা ॥৪॥

সং চোদয় চিত্রমর্বাগ্ রাধ ইন্দ্র বরেণ্যম্। অসদিৎ তে বিভু প্রভু ॥৫॥

ইন্দ্র! কামনার যোগ্য বহুবিচিত্র ধনসম্পদ আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর। কেবলমাত্র তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান ॥৫॥

অস্মান্তসু তত্র চোদয়েন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ। তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ ॥৬॥

হে বহুধনবান, শক্তি-দীপ্ত ইন্দ্র! ধন লাভ করার জন্য আমাদের সেই কর্মে সম্যক প্রেরণা দাও। আমরা যেন উদ্যোগশালী ও খ্যাতি সম্পন্ন (হতে পারি) ॥৬॥

১. তুবিদ্যুম্ন— বহু ধনবান, বহু শক্তিমান, দীপ্তিমান।

সং গোমদিন্দ্র বাজবদস্মে পৃথু শ্রবো বৃহৎ। বিশ্বায়ুর্ধেহ্যক্ষিতম্ ॥৭॥

হে ইন্দ্র! আমাদের সুপ্রচুর ধন অথবা যশ দাও, যা গোসম্পদে, অন্নসম্পদে পূর্ণ, যে ভূয়িষ্ঠ ধন অথবা যশ আ-জীবন ব্যাপী, আর অক্ষয় ॥৭॥

অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহদ্ দ্যুম্নং সহস্রসাতমম্। ইন্দ্র তা রথিনীরিষঃ ॥৮॥

হে ইন্দ্র! আমাদের মহতী কীর্তি দান কর এবং সহস্র গুণ উৎপাদনকারী ধন আমাদের দাও, সেই ধন শস্যসমৃদ্ধ এবং বহুরথে বাহিত ॥৮॥

বসোরিন্দ্রং বসুপতিং গীর্ভির্গৃণন্ত ঋগ্মিয়ম্। হোম গন্তারমূতয়ে ॥৯॥

আমরা স্তবের মাধ্যমে ইন্দ্রকে আহ্বান করছি যিনি ধনসম্পদের অধিপতি, যিনি মন্ত্রের যোগ্য, (যিনি) রক্ষার জন্য আগমন করেন ॥৯॥

সুতেসুতে ন্যোকসে[১] বৃহদ্ বৃহত এদরিঃ। ইন্দ্রায় শূষমর্চতি ॥১০॥

যজমানগণ ইন্দ্রের প্রতি তেজস্কর স্তব করেন। যে ইন্দ্র মহৎ ও নিয়ত প্রত্যেক সবন স্থানের অধিষ্ঠান করেন ॥১০॥

১. ন্যাকসে— নিয়তম্ ওকো যস্য তস্মৈ— ওক বাসস্থান।

(সূক্ত-১০)

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১২।

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ। ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্ বংশমিব যেমিরে ॥১॥

হে শতক্রতু (বহুপ্রাজ্ঞ অথবা বহুকর্মা) ইন্দ্র। তোমার (উদ্দেশ্যে) উদ্গাতৃগণ স্তবগান করে, হোতৃগণ পূজনীয় তোমাকে স্তুতি করে, ব্রহ্মা প্রভৃতি (অন্য ঋত্বিকগণ) তোমাকে ঊর্ধ্বে স্থাপিত করে বংশ স্তম্ভের ন্যায়। (যেমন করে নৃত্যরত শিল্পীরা বংশকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে অথবা সৎ ব্যক্তিরা নিজ বংশের উন্নতি বিধান করে) সায়নাচার্য এবং wilson ॥১॥

যৎ সানোঃ সানুমারুহদ্ ভূর্যস্পষ্ট কর্ত্বম্। তদিন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি ॥২॥

(যজমান) যখন (পর্বতের এক) সানুদেশ থেকে অপর সানুদেশে আরোহণ করে এবং বহু কর্মের প্রচেষ্টা করে তখন ইন্দ্র (অভীষ্ট) প্রয়োজন অনুভব করেন এবং ফলদাতা রূপে (ইন্দ্র) (মরুৎ)গণের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে থাকেন ॥২॥

যুক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা। অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর ॥৩॥

হে ইন্দ্র! তোমার হরী অশ্বদ্বয়কে (রথে) যোজনা কর, (এই অশ্বদুটি) লম্বিত কেশরে শোভিত এবং (অভীষ্ট) বর্ষণকারী তাদের রজ্জুতে আবদ্ধ উদরদেশ পরিপুষ্ট। তারপরে, হে সোমপানকারি! স্তবগান শোনবার জন্য (আমাদের) অভিমুখে আগমন কর ॥৩॥

এহি স্তোমাঁ অভি স্বরা হভি গৃণীহ্যা রুব। ব্রহ্ম চ নো বসো সচেন্দ্র যজ্ঞং চ বর্ধয় ॥৪॥

হে উত্তম ইন্দ্র (দেবতা)! এই স্তোমগানের অভিমুখে এস। উত্তর দাও, প্রশংসা কর, (আনন্দসূচক) উচ্চরব কর। অতঃপর আমাদের ব্রহ্ম কে (মন্ত্রকে) সফল কর এবং এই যজ্ঞকে একই সঙ্গে সমৃদ্ধ কর ॥৪॥

উক্থমিন্দ্রায় শংস্যং বর্ধনং পুরুনিষ্‌ষিধে। শক্রো যথা সুতেষু ণো রারণৎ সখ্যেষু চ ॥৫॥

সায়ণভাষ্য— যে ইন্দ্র বহু শত্রুকে নিবারণ করেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে (বল) বর্ধক উক্থ গান করতে হবে, সেই মহাশক্তিধর ইন্দ্র যেন আমাদের পুত্রদের মধ্যে মিত্রদের মধ্যে ঘোর গর্জন করেন। অথবা যে ইন্দ্র ভূরিষ্ঠ দান করেছেন তাঁর প্রতি বলবর্ধক স্তুতি করতে হবে, যেন সেই শক্তিধর আমাদের সোমাভিষব কার্যে অবং সাহচর্যে আনন্দ লাভ করেন ॥৫॥

তমিৎ সখিত্ব ঈমহে তং রায়ে তং সুবীর্যে। স শক্র[১] উত নঃ শকদিন্দ্রো বসু দয়মানঃ॥৬॥

আমরা নিশ্চিতভাবে (ইন্দ্রের) বন্ধুত্বের জন্য, ধনলাভ করার জন্য, শোভনবীর্য লাভ করার জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হই। সেই শক্তিমান ইন্দ্র ধনদান করেছেন, তিনি আমাদের রক্ষায় (ধন দানে) সক্ষম ॥৬॥

১. শক্র— ইন্দ্রের প্রতিশব্দ।

সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র ত্বাদাতমিদ্যশঃ। গবামপ ব্রজং বৃধি কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ॥৭॥

হে বজ্রধারী ইন্দ্র! তোমার দেওয়া অন্ন সর্বত্র অনায়াসে লাভ করা যায়, তুমি সেই যশকে ও অন্নকে শোধিত করে দাও, তুমি (আমাদের জন্য) গাভীদের বাসভূমি ও চারণভূমি উন্মুক্ত করে দাও, আমাদের ধন দাও ॥৭॥

নহি ত্বা রোদসী উভে ঋঘায়মাণমিন্বতঃ। জেষঃ স্বর্বতীরপঃ সং গা অস্মভ্যং ধূনুহি ॥৮॥

হে ইন্দ্র! যখন তুমি ধ্বংস করতে থাক তখন এই দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ে তোমাকে (তোমার মহিমাকে) ধারণ করতে পারে না। স্বর্গের জলধারা (আমাদের জন্য) জয় কর, আমাদের সম্যকভাবে (দুগ্ধবতী) গাভী দাও ॥৮॥

আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূ চিদ্দধিষ্ব মে গিরঃ। ইন্দ্র স্তোমমিমং মম কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরম্ ॥৯॥

ইন্দ্র! তোমার শ্রবণ শক্তি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, তুমি আমাদের এই আহ্বান শীঘ্র শোন, (হোতৃরূপ) আমার এই স্তোত্র, স্বকীয় সখার অপেক্ষাও তোমার নিকটে রেখ ॥৯॥

বিদ্মা হি ত্বা বৃষন্তমং বাজেষু হবনশ্রুতম্। বৃষন্তমস্য হূমহ উতিং সহস্রসাতমাম্ ॥১০॥

তুমি সবার অধিক অভীষ্ট ফল বর্ষণ কর, তোমাকে (আমরা) জেনেছি, যুদ্ধস্থলে তুমি আমাদের আহ্বান ধ্বনি শোন। সর্বাধিক ফলপ্রদানকারী তোমার কাছে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করি, (এই রক্ষা) আমাদের সহস্রগুণ ধন দেবে ॥১০॥

আ তূ ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব। নব্যমায়ুঃ প্র সূ তির কৃধী সহস্রসামৃষিম্ ॥১১॥

হে কুশিক পুত্র ইন্দ্র! শীঘ্র আমাদের কাছে এস, উল্লাসের সঙ্গে অভিষুত সোমরস পান কর, দীর্ঘ আয়ুষ্কাল সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি কর। (আমাকে) ঋষিকে সহস্রগুণলাভের যোগ্য কর ॥১১॥

পরি ত্বা গির্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ। বৃদ্ধায়ুমনু বৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ ॥১২॥

হে স্তবনীয় ইন্দ্র! এইসব স্তব তোমাকে সর্বত্র ঘিরে থাকুক, দীর্ঘায়ুযুক্ত তোমার প্রতি এই স্তব বর্ধিত হোক, তোমার প্রীতি সম্পাদন করুক আমাদেরও আনন্দিত করুক ॥১২॥

(সূক্ত-১১)

ইন্দ্র দেবতা। মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতৃ ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৮।

ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্ সমুদ্রবাচসং গিরঃ।
রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিম্ ॥১॥

যে ইন্দ্র সমুদ্রের মত ব্যাপ্তিমান, যিনি সমস্ত রথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী, যিনি অন্নের বা শক্তির প্রভু, সৎব্যক্তিদের পালনকর্তা তাঁকে (আমাদের) স্তুতি সমূহ বর্ধিত করেছে ॥১॥

সখ্যে ত ইন্দ্র বাজিনো মা ভেম শবসম্পতে।
ত্বামভি প্র ণোনুমো জেতারমপরাজিতম্ ॥২॥

হে ক্ষমতার অধীশ্বর ইন্দ্র! তোমার (অনুগ্রহপুষ্ট) মিত্রতার বলে বলীয়ান (হয়ে) আমরা (অন্ন লাভ করেছি), যেন ভয় না করি। তুমি (সদা) জয়শীল, পরাজয়রহিত। তোমাকে সর্বপ্রকার উৎকর্ষের সঙ্গে স্তুতি করি ॥২॥

পূর্বীরিন্দ্রস্য রাতয়ো ন বি দস্যন্ত্যূতয়ঃ।
যদী বাজস্য গোমতঃ স্তোতৃভ্যো মংহতে মঘম্ ॥৩॥

ইন্দ্র ইতিপূর্বেই ধনদান করেছেন, যখন তিনি স্তোতৃবৃন্দকে অন্নের সঙ্গে গাভীর সঙ্গে, ধন দান করেন তখন তাঁর এই রক্ষণকর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে (সায়ণানুসারে) যদি (বর্তমান ক্ষেত্রেও) যজমান স্তবকারী ঋত্বিকদের গাভী ও অন্ন সহ প্রচুর ধন দক্ষিণারূপে দান করেন ॥৩॥

পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ ॥৪॥

(অসুরদের) বহু দুর্গ বিনষ্টকারী সেই ইন্দ্র নবীন বয়সী, ধীমান্, অশেষবলসম্পন্ন হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন, তিনি বজ্রহস্ত; বারংবার তাঁকে স্তুতি করা হয়, তিনিই সর্বপ্রকার কর্মের (যাগাদির) পোষক ॥৪॥

ত্বং বলস্য গোমতো ঽপাবরদ্রিবো বিলম্।
ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্ তুজ্যমানাস আবিষুঃ ॥৫॥

হে বজ্রধারী ইন্দ্র! বল (নামে শত্রুর) গাভী-সমৃদ্ধ গহ্বর তুমি উন্মুক্ত করেছিলে, তখন বলের বিরুদ্ধে দেবতারা নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন ॥৫॥

তবাহং শূর রাতিভিঃ প্রত্যায়ং [১]সিন্ধুমাবদন্।
উপাতিষ্ঠন্ত গির্বণো বিদুষ্টে তস্য কারবঃ ॥৬॥

ওহে বীর! আমি তোমার ধনদানের কারণে তোমার নিকট পুনরায় উপস্থিত হয়েছি। আমি ক্ষরিত জলধারার (সম্প্রসারিত কীর্তির) প্রশংসা করেছি। ওহে স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্র! পূর্বে (যাগ) কর্তৃগণ উপস্থিত হতেন এবং তোমার বিষয়ে অবগত হতেন ॥৬॥

১. সিন্ধু— ইন্দ্র প্রদত্ত অনুগ্রহের নদী বা সমুদ্র।

মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং [১]শুষ্ণমবাতিরঃ।
বিদুষ্টে তস্য মেধিরাস্ তেষাং শ্রবাংস্যুত্তির ॥৭॥

হে ইন্দ্র! তুমি মায়াজাল প্রয়োগ করেই মায়াবী ও কপট শুষ্ণ (নামে অসুরকে) বধ করেছিলে, তোমার সেই (মাহাত্ম্য কথা) বিদ্বান ব্যক্তিরা জানেন, তাঁদের অন্ন ও যশ বর্ধিত কর ॥৭॥

১. শুষ্ণ— জনৈক অসুর যাকে ইন্দ্র বধ করেছিলেন। শব্দার্থ— যে শোষণ করে। 'ভূতানাং শোষণ হেতুঃ'— সায়ণভাষ্য। তাৎপর্য এই যে বৃষ্টির পূর্বে প্রবল তাপ ও খরার ইঙ্গিত। ইন্দ্র বৃষ্টি এনে এই গ্রীষ্মের অবসান ঘটান।

ইন্দ্রমীশানমোজসাভি স্তোমা অনূষত।
সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ॥৮॥

শক্তির কারণে যিনি জগতের অধিপতি সেই ইন্দ্রকে স্তোতৃগণ সর্বত্র স্তুতি করেছেন; যিনি সহস্র সংখ্যায় বা তার চেয়েও বেশি ধন দান করেছেন ॥৮॥

অনুবাক-৪

(সূক্ত-১২)

অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১২।

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে [১]হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥১॥

অগ্নিকে (দেবতাদের প্রতি) দূতস্বরূপে আমরা বরণ করি। তিনি হোতা, সর্বপ্রকার ধনের অধিপতি, সেই (অনুষ্ঠেয়) যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য সুদক্ষ কর্তা ॥১॥

১. হোতা—যিনি দেবতাদের আহ্বান করেন।

অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্ত বিশ্পতিম্। হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ম্ ॥২॥

আবাহন মন্ত্র দ্বারা অগ্নিকে (বিবিধরূপকে) সর্বদা (যজ্ঞকারিগণ) আহ্বান করেন, অগ্নি মনুষ্যগণের (পালক) অধিপতি যিনি (প্রদত্ত) হবিকে (দেবতাদের কাছে) বহন করে নিয়ে যান, (তাই) সকলের প্রিয় ॥২॥

অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ জজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে[1]। অসি হোতা ন ঈড্যঃ ॥৩॥

হে অগ্নি! দেবতাদের এখানে আনয়ন কর, যিনি (যজ্ঞের জন্য) কুশ ছেদন করেছেন (তার জন্য) (যজ্ঞকাষ্ঠে) জায়মান আনো। তুমি হোতা, আমাদের স্তুতির যোগ্য ॥৩॥

১. বৃক্ত বর্হিষে— যজ্ঞস্থলে আস্তরণের জন্য ছিন্ন কুশ ঢাকা।

তাঁ উশতো বি বোধয় যদগ্নে যাসি দূত্যম্। দেবৈরা সৎসি বর্হিষি ॥৪॥

হে অগ্নি! যেহেতু তুমি দূতের কাজ সম্পাদন কর, তাই (হব্য) অভিলাষী সেই দেবতাদের জাগরিত কর; দেবতাদের সঙ্গে এই আস্তীর্ণ কুশে (যজ্ঞে) উপবেশন কর ॥৪॥

ঘৃতাহবন দীদিবঃ প্রতি ষ্ম রিষতো দহ। অগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনঃ ॥৫॥

(অগ্নিকে) ঘৃতযোগে হবন করা হয়, (তিনি) প্রদীপ্ত, হে অগ্নি! আমাদের বিদ্বেষীরা রাক্ষসের বলে বলবান, তাদের দগ্ধ কর ॥৫॥

অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা[1]। হব্যবাড্ জুহ্বাস্যঃ[2] ॥৬॥

অগ্নির দ্বারাই অগ্নিকে প্রজ্বলন করা হয়, (সেই অগ্নি) মেধাসম্পন্ন, সংসারের অধিপতি, চিরনবীন, তিনি দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবিকে বহন করে নিয়ে যান, জুহূপাত্র তাঁর মুখস্বরূপ ॥৬॥

১. যুবা— অগ্নিকে যতবার প্রজ্বলন করা হচ্ছে ততবার নূতন জন্ম হচ্ছে। তাই চিরনবীন।

২. জুহূপাত্র— যজ্ঞে ব্যবহৃত কাঠের হাতার মত পাত্র।

কবিমগ্নিমুপ স্তুহি সত্যধর্মাণমধ্বরে। দেবমমীবচাতনম্ ॥৭॥

যজ্ঞস্থলে অগ্নির কাছে এসে স্তুতি কর, (এই অগ্নি) মেধাসম্পন্ন ক্রান্তদর্শী, সত্যধর্মে স্থির এবং শত্রুগণের/ দুঃখের বিনাশকারী ॥৭॥

যস্ত্বামগ্নে হবিষ্পতির্দূতং দেব সপর্যতি। তস্য স্ম প্রাবিতা ভব ॥৮॥

হে দেব, দীপ্ত অগ্নি! যে হবির অধিকারী (যজমান) দূতস্বরূপ তোমাকে সেবা করে, তুমি তার যথার্থ রক্ষাকারী হয়ে থাক ॥৮॥

যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্মাঁ আবিবাসতি। তস্মৈ পাবক মৃলয় ॥৯॥

যে হবির্দাতা (যজমান) দেবকার্যে (যজ্ঞে) অগ্নির নিকটবর্তী হয়ে (বিশেষভাবে) পরিচর্যা করে, হে পাপনাশক অগ্নি! (সেই যজমানকে) তাকে সুখী কর ॥৯॥

স নঃ পাবক দীদিবো ঽগ্নে দেবাঁ ইহা বহ। উপ যজ্ঞং হবিশ্চ নঃ ॥১০॥

হে পবিত্রকারী অগ্নি! দেদীপ্যমান! দেবতাদের এইখানে নিয়ে এসো, আমাদের যজ্ঞের এবং (প্রদত্ত) হবির প্রতি ॥১০॥

স নঃ স্তবান আ ভর গায়ত্রেণ নবীয়সা। রয়িং বীরবতীমিষম্ ॥১১॥

(অগ্নি!) আমাদের (গীত এই) নূতন গায়ত্রী (ছন্দের) স্তুতি (শুনে) সম্পদ দাও, বীর্যবান অন্ন দাও ॥১১॥

অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দেবহূতিভিঃ। ইমং স্তোমং জুষস্ব নঃ ॥১২॥

হে অগ্নি! তুমি উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দ্বারা সর্বদেবগণকে আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমাদের (গীত) এই স্তোত্রবিশেষকে উপভোগ কর ॥১২॥

(সূক্ত-১৩)

অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১২।

এই সূক্তটিকে বৈদিক পরিভাষায় বলা হয় 'আপ্রীসূক্ত'। এই রকম দশটি আপ্রীসূক্তের এটি অন্যতম। পশুযাগের সঙ্গে সম্পর্কিত। সায়ণাচার্যের মতে, এই সূক্তে প্রতীয়মান প্রত্যেকটি ঋকমন্ত্রে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন রূপকে সেই সেই নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

সুসমিদ্ধো ন আ বহ দেবাঁ অগ্নে হবিষ্মতে। হোতঃ পাবক যক্ষি চ ॥১॥

সমিদ্ধ অগ্নি— হে সুসমিদ্ধ (নামধারী) সম্যক প্রজ্বলিত অগ্নি! তুমি হবিঃ প্রদানকারী (যজমানের) সমীপে দেবতাদের বহন করে আন। তুমি হোমনিষ্পাদক, পবিত্রতা সম্পাদক, তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন কর ॥১॥

মধুমন্তং তনূনপাদ্[1] যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে। অদ্যা কৃণুহি বীতয়ে ॥২॥

তনূনপাৎ অগ্নি— হে তনূনপাৎ (নামে অগ্নি)! তুমি প্রাজ্ঞ, আমাদের এই রসসমৃদ্ধ যজ্ঞকে আজ উপভোগ করার জন্য দেবতাদের কাছে নিয়ে যাও ॥২॥

১. তনূনপাৎ— কোন ব্যক্তির পুত্র অথবা বংশধর। অগ্নির এক নাম, কারণ অগ্নি বহুক্ষেত্রে স্বয়ং উৎপন্ন হয়ে থাকেন।

নরাশংসমিহ[1] প্রিয়মস্মিন্ যজ্ঞ উপ হ্বয়ে। মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতম্ ॥৩॥

নরাশংস অগ্নি— এই যজ্ঞস্থলে নরাশংস নামে অগ্নিকে আহ্বান করি। তিনি প্রিয় মিষ্টভাষী অথবা মাধুর্য আস্বাদনকারী এবং হবিঃ সম্পাদনকারী ॥৩॥

১. নরাশংস অগ্নি— অগ্নির অপর নাম, অর্থ— নরের প্রশংসা।

অগ্নে সুখতমে রথে দেবাঁ ঈলিত[1] আ বহ। অসি হোতা মনুর্হিতঃ॥৪॥

ঈলিত অগ্নি— হে স্তুত অগ্নি! শ্রেষ্ঠ সুখপ্রদায়ক রথে তুমি এখানে দেবতাদের বহন করে নিয়ে এস। মনু তোমাকে হোতৃরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন ॥৪॥

১. ঈলিত— পূজিত, স্তুত।

স্তৃণীত বর্হিরানুষগ্ ঘৃতপৃষ্ঠং মনীষিণঃ। যত্রামৃতস্য চক্ষণম্ ॥৫॥*

বর্হিঃ অগ্নি— হে জ্ঞানী (পুরোহিত) গণ! পরস্পরসংলগ্নভাবে ঘৃতলিপ্ত কুশের আস্তরণ সাজাও। যে কুশের উপর অমর, বর্হি নামক অগ্নিদেবের দর্শন হয় ॥৫॥

* সায়ণভাষ্য অনুসারে অমৃতস্য শব্দের অর্থ— বর্হিঃ বা অগ্নি অথবা অমৃত সমান ধৃত।

বি শ্রয়ন্তামৃতাবৃধো দ্বারো দেবীরসশ্চতঃ। অদ্যা নূনং চ যষ্টবে ॥৬॥

দেবীদ্বার[1]— অগ্নির নামান্তর। সত্যের অথবা যজ্ঞের বৃদ্ধিকারী প্রদীপ্ত (যজ্ঞশালার) ক্ষয়রহিত দ্বার এখন উদ্ঘাটিত হোক, উপস্থিত হও এই দিনেই অবশ্যই যজ্ঞ করার জন্য ॥৬॥

১. দেবীদ্বার— যে যজ্ঞশালায় আহুতি প্রদান করা হয় তার দুই দ্বার।

নক্তোষাসা সুপেশসা ঽস্মিন্ যজ্ঞ উপ হ্বয়ে। ইদং নো বর্হিরাসদে ॥৭॥

নক্তোষস্ অগ্নি— নক্তোষস-নামে (রাত্রি ও উষা) শোভনরূপযুক্ত অগ্নিকে এই যজ্ঞে আহ্বান করি। আমাদের এই (বেদীতে) কুশে উপবেশন কর ॥৭॥

তা সুজিহ্বা[1] উপ হ্বয়ে হোতারা দৈব্যা কবী। যজ্ঞং নো যক্ষতামিমম্ ॥৮॥

দৈব্যা হোতারা অগ্নি— ঐ শোভন জিহ্বাযুক্ত, জ্ঞানবান, দেবগণের হোতৃ স্বরূপ উভয় অগ্নিকে নিকটে আহ্বান করি আমাদের এই যজ্ঞ নিষ্পাদন কর ॥৮॥

১. সুজিহ্বো— প্রিয়ভাষী অথবা শোভন অগ্নিশিখা সমন্বিত। দেবগণের উভয় হোতা কে সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। Max Muller বলেন, অগ্নি এবং আদিত্য বা অগ্নি এবং বরুণ।

ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ। বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ ॥৯॥

সুখদানকারিণী, ইলা সরস্বতী এবং মহী— এই তিন দেবী এই কুশের উপর যেন অক্ষয়ভাবে উপবেশন করেন ॥৯॥

ইহ ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপ হ্বয়ে। অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥১০॥

ত্বষ্ট অগ্নি— হে ত্বষ্ট (নামে অগ্নি)! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, বিচিত্ররূপধারী, এইস্থানে (যজ্ঞে) তোমায় আহ্বান করি। কেবল আমাদেরই (পক্ষে) বিরাজিত হও ॥১০॥

১. ত্বষ্টা— দেব কারিগর।

অব সৃজা বনস্পতে[1] দেব দেবেভ্যো হবিঃ। প্র দাতুরস্তু চেতনম্ ॥১১॥

বনস্পতি অগ্নি— হে দেব বনস্পতি (নামে অগ্নি) দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি সমর্পণ কর। হব্যদানকারীর যেন খ্যাতি অথবা জ্ঞান প্রাপ্তি হয় ॥১১॥

১. বনস্পতি— সম্ভবত যূপকাষ্ঠকে বোঝাচ্ছে।

স্বাহা যজ্ঞং কৃণোতনেন্দ্রায় যজ্বনো গৃহে। তত্র দেবাঁ উপ হ্বয়ে ॥১২॥*

স্বাহাকৃৎ অগ্নি— যজমানের গৃহে ইন্দ্রের জন্য ‘স্বাহা’ শব্দযোগে যজ্ঞানুষ্ঠান হোক, সেখানে দেবতাদের আহ্বান করি ॥১২॥

* সায়ণ-মতে, স্বাহা অগ্নিরই নামান্তর, অগ্নিতে দ্রব্যাহুতি দেবার সঙ্গে ‘স্বাহা’ উচ্চারণ করা হয়।

(সূক্ত-১৪)

অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১২।

এভিরগ্নে দুবো গিরো বিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে। দেবেভির্যাহি যক্ষি চ ॥১॥

হে অগ্নি! এই সকল দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে সোমপান করার জন্য (আমাদের) পরিচর্যা (গ্রহণ করতে) এস, স্তুতি (গ্রহণ কর), যজনা কর ॥১॥

আ ত্বা কণ্বা অহূষত গৃণন্তি বিপ্র তে ধিয়ঃ। দেবেভিরগ্ন আ গহি ॥২॥

হে মেধাবিন অগ্নি! কণ্বপুত্ররা তোমাকে আহ্বান করেছেন, তোমার কর্মসমূহের প্রশস্তি (গান) করছেন। তুমি দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে এসো ॥২॥

ইন্দ্রবায়ূ বৃহস্পতিং মিত্রাগ্নিং পূষণং ভগম্। আদিত্যান্[১] মারুতং গণম্ ॥৩॥

ইন্দ্র ও বায়ু, বৃহস্পতি, মিত্র ও অগ্নি, পূষণ, ভগ এবং আদিত্য ও মরুৎগণকে (যজ্ঞে আহ্বান কর) ॥৩॥

১. আদিত্য— দ্বাদশ আদিত্য। সূর্যের রূপ।

প্র বো ভ্রিয়ন্ত ইন্দবো মৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ। দ্রপ্সা মধ্বশ্চমূষদঃ ॥৪॥

তোমাদের জন্যই উত্তমভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে এই সোমরস, যা তৃপ্তিকর ও উত্তেজক, মধুর স্বাদযুক্ত বিন্দু বিন্দু এবং এই চমস[১] প্রভৃতি পাত্রে স্থাপিত ॥৪॥

১. চমস্— যজ্ঞপাত্রবিশেষ।

ঈলতে ত্বামবস্যবঃ কণ্বাসো বৃক্তবর্হিষঃ। হবিষ্মন্তো অরংকৃতঃ ॥৫॥

হে অগ্নি! এই কণ্বপুত্রগণ, যাঁরা কুশ ছেদন করেছেন (যজ্ঞের জন্য), যাঁরা হব্য ধারণ করেছেন এবং যথাযথ প্রস্তুতি করেছেন তাঁরা রক্ষণ প্রাপ্তির আশায় তোমাকে স্তুতি করেন ॥৫॥

ঘৃতপৃষ্ঠা মনোযুজো যে ত্বা বহন্তি বহ্নয়ঃ। আ দেবান্ত্সোমপীতয়ে ॥৬॥

(হে অগ্নি!) যে সকল ঘৃতলিপ্তবৎ অঙ্গধারী এবং ইচ্ছামাত্রই (রথে) যুক্ত অশ্ব তোমাকে বহন করে নিয়ে যায় (তার দ্বারা) দেবগণকে সোমপানের জন্য নিয়ে এসো ॥৬॥

তান্ যজত্রাঁ ঋতাবৃধো ঽগ্নে পত্নীবতস্কৃধি। মধ্বঃ সুজিহ্ব পায়য় ॥৭॥

হে অগ্নি! সেই সকল পূজনীয়, সত্য যজ্ঞের বর্ধনকারী, দেবতাদের পত্নীর সঙ্গে যুক্ত করাও। হে শোভন জিহ্বার অধিকারী, (দেবতাদের) মধুর সোমরসের অংশ প্রাপ্ত করাও ॥৭॥

যে যজত্রা য ঈড্যাস্ তে তে পিবন্তু জিহ্বয়া। মধোরগ্নে বষট্কৃতি[১] ॥৮॥

হে অগ্নি, যে দেবতারা যজ্ঞার্হ, যাঁরা স্তবনীয় তাঁরা (সকলে) বষট্কার— কালে (তোমারই) জিহ্বা দ্বারা মধুর (সোমরস) যেন পান করেন ॥৮॥

১. বষট্কার— যজ্ঞকালে হোতা যখন কোন দেবতার উদ্দেশে যাগের অনুকূল মন্ত্রপাঠ করেন তার শেষে সর্বত্র 'বৌষট্'(বহন করুন, দেবতাদের প্রতি নিয়ে যান) শব্দ উচ্চারণ করেন।

আকীং[১] সূর্যস্য রোচনাদ্ বিশ্বান্দেবাঁ উষর্বুধঃ। বিপ্রো হোতেহ বক্ষতি ॥৯॥

হে অগ্নি! জ্ঞানী, হোতা! তুমি উষাকালে জাগ্রত সকল দেবগণকে সূর্যের (আলোকে) সমুজ্জ্বল (স্তর) থেকে এই (যজ্ঞ) স্থলে অভিমুখে আনয়ন কর ॥৯॥

১. আকীম্— নিপাত।

বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বঽগ্ন ইন্দ্রেণ বায়ুনা। পিবা মিত্রস্য ধামভিঃ[১] ॥১০॥

হে অগ্নি! তুমি সর্বদেবগণ এবং ইন্দ্র, বায়ু ও মিত্রের তেজের সঙ্গে (তৎ তৎ রূপবিশেষের সঙ্গে) সুমিষ্ট সোমরস পান কর ॥১০॥

১. ধাম— তেজ।

ত্বং হোতা মনুর্হিতো ঽগ্নে যজ্ঞেষু সীদসি। সেমং নো অধ্বরং যজ ॥১১॥

হে অগ্নি! মনু দ্বারা নিযুক্ত (যজ্ঞে) হোতা তুমি যজ্ঞস্থলগুলিতে আসন গ্রহণ কর। সেইরূপ তুমি আমাদের এই যজ্ঞ সম্পাদন কর ॥১১॥

যুক্ষ্বা হ্যরুষী রথে হরিতো দেব রোহিতঃ[১]। তাভির্দেবাঁ ইহা বহ ॥১২॥

হে দেব! রোহিত নামে দ্রুতগতি এবং বহনক্ষম রক্তাভ অশ্বগুলি রথে যুক্ত কর। তাদের সাহায্যে দেবতাদের এইখানে নিয়ে এসো ॥১২॥

১. রোহিত— রোহিত নামে অশ্ব—সায়ণভাষ্য। লালচে বাদামী রঙের অশ্ব— Wilson, Jamison.

(সূক্ত-১৫)

ঋতু প্রভৃতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১২।

ইন্দ্র সোমং পিব ঋতুনা[১] ২২ ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। মৎসরাসস্তদোকসঃ ॥১॥

হে ইন্দ্র! তুমি ঋতুদেবতার সঙ্গে সোমরস পান কর। এই তৃপ্তিদায়ক, সোমরস সকল তোমাতে (উদরে) প্রবিষ্ট হোক, সেখানেই তাদের নিবাস ॥১॥

১. ঋতুনা— যখন তোমার ক্রম তখন।

মরুতঃ পিবত ঋতুনা পোত্রাদ্ যজ্ঞং পুনীতন। যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানবঃ ॥২॥

মরুৎবৃন্দ! ঋতু (দেবতা)র সঙ্গে ক্রম অনুযায়ী পোতৃ (নামে) ঋত্বিকের (দেওয়া) পাত্র থেকে পান কর। (এই আমাদের) যজ্ঞকে পবিত্র কর। তোমরাই শোভন দানশীল ॥২॥

অভি যজ্ঞং গৃণীহি নো গ্নাবো[১] নেষ্টঃ পিব ঋতুনা। ত্বং হি রত্নধা অসি ॥৩॥

হে সপত্নীক নেষ্টা (নামক ঋত্বিক)! আমাদের যজ্ঞের প্রশংসা দেবতাদের সমীপে কর; ঋতুর সঙ্গে সোমপান কর; তুমি হলে রত্নদাতা ॥৩॥

১. গ্নাবো— সপত্নীক— সায়ণ দেবগণের পত্নীদের সঙ্গে— Jamison

অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ সাদয়া যোনিষু ত্রিষু। পরি ভূষ পিব ঋতুনা ॥৪॥

হে অগ্নি! দেবগণকে এখানে আহ্বান করে আন। তিনটি উৎপত্তি স্থানে আসীন কর। অনন্তর তাঁদের পরিচর্যা কর। যথাক্রমে সোম পান কর ॥৪॥

ব্রাহ্মণাদিন্দ্র রাধসঃ পিবা সোমমৃতূঁরনু। তবেদ্ধি সখ্যমস্তৃতম্ ॥৫॥

হে ইন্দ্র! ব্রাহ্মণাচ্ছংসির অথবা ব্রাহ্মণের সম্পদ দায়ী পাত্র থেকে ঋতুদের পান করার পর তুমি সোম পান কর। কারণ তোমার এই মিত্রতা নিরন্তর ॥৫॥

যুবং দক্ষং ধৃতব্রত মিত্রাবরুণ দূলভম্। ঋতুনা যজ্ঞমাশাথে ॥৬॥

হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা উভয়ে অপ্রতিহত, নিপুণভাবে কর্ম অথবা যজ্ঞকে ধারণ কর। ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে তোমরা এই যজ্ঞে ব্যাপ্ত হও ॥৬॥

দ্রবিণোদা দ্রবিণসো গ্রাবহস্তাসো অধ্বরে। যজ্ঞেষু দেবমীলতে ॥৭॥

যজ্ঞস্থলে ধনলাভেচ্ছু ঋত্বিকগণ (সোম সবনের জন্য) প্রস্তরখণ্ড হাতে নিয়ে ধনদানকারী (অগ্নি) দেবতার স্তুতি করেন, যজ্ঞে দেবতার স্তুতি করেন ॥৭॥

দ্রবিণোদা[১] দদাতু নো বসূনি যানি শৃণ্বিরে। দেবেষু তা বনামহে ॥৮॥

যে সকল ধন-সম্পদের (বিষয় আমরা) শুনে থাকি ধনদাতা (অগ্নি) আমাদের (সেই ধন) দান কর, দেবতাদের মধ্যে সেই সব (ধনকে) স্বীকার করে নেব ॥৮॥

১. দ্রবিণম্— ধনসম্পদ। দ্রবিণোদা— ধনদাতা।

দ্রবিণোদাঃ পিপীষতি জুহোত প্র চ তিষ্ঠত। নেষ্ট্রাদৃতুভিরিষ্যত ॥৯॥

ধনদাতা (অগ্নি) ঋতুগণের সঙ্গে নেষ্টা (নামক ঋত্বিক) প্রদত্ত পাত্র থেকে সোমপানের ইচ্ছা করেন অতএব (হোমের স্থানে) যাও, হোম সম্পাদন কর এবং অন্যত্র গমন কর ॥৯॥

যৎ ত্বা তুরীযমৃতুভির্দ্রবিণোদো যজামহে। অধ স্মা নো দদির্ভব ॥১০॥

হে ধনদানকারী (অগ্নিদেবতা)! যেহেতু তোমাকে যথাক্রমে চতুর্থ বার যজনা করছি (ঋতুগণের সঙ্গে), তাই তুমি অবশ্যই আমাদের প্রতি দানকারী হও ॥১০॥

অশ্বিনা পিবতং মধু দীদ্যগ্নী শুচিব্রতা। ঋতুনা যজ্ঞবাহসা ॥১১॥

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা মধু (সোমরস) পান কর। (তোমরা) উজ্জ্বল অগ্নির (সঙ্গে বিরাজ কর) এবং পবিত্র কর্মের অনুষ্ঠানকারী, ঋতুদেবতার সঙ্গে তোমরা যজ্ঞ নির্বহন করে থাক ॥১১॥

গার্হপত্যেন সন্ত্য ঋতুনা যজ্ঞনীরসি। দেবান্ দেবয়তে যজ ॥১২॥

হে অগ্নিদেবতা! গার্হপত্য (অগ্নির দ্বারা) ফলপ্রদায়ক, যথাক্রমে ঋতুদেবের সঙ্গে তুমিই যজ্ঞ সম্পাদন কর। দেবতাকামী যজমানের (প্রতিভূ হয়ে) দেবতাদের অর্চনা কর ॥১২॥

(সূক্ত-১৬)

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

আ ত্বা বহন্ত হরয়ো বৃষণং[১] সোমপীতয়ে। ইন্দ্র ত্বা সূরচক্ষসঃ[২] ॥১॥

হে (ফল) বর্ষণকারী ইন্দ্র! তোমার সূর্যের চক্ষুর মত (রূপ) প্রকাশকারী হরী নামে অশ্বদ্বয় তোমাকে সোমপান করার জন্য (আমাদের) অভিমুখে বহন করে নিয়ে আসুক ॥১॥

১. বৃষণ— বর্ষণকারী
২. সূরচক্ষস— সূর্যের চক্ষুর মত প্রকাশক

ইমা ধানা[১] ঘৃতস্নুবো হরী ইহোপ বক্ষতঃ। ইন্দ্রং সুখতমে রথে ॥২॥

এই ধানা অর্থাৎ ভর্জিত যবগুলি ঘৃতলিপ্ত, হরী-(নামে) অশ্বেরা যেন শ্রেষ্ঠ আরামপ্রদ রথে ইন্দ্রকে এই অভিমুখে বহন করে আনে ॥২॥

১. ধানা— ভাজা যব

ইন্দ্রং প্রাতর্হবামহ ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে। ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥৩॥

প্রাতঃকালে (সবনে) ইন্দ্রকে আমরা আহ্বান করি, যজ্ঞ নিষ্পাদনকালে (মাধ্যন্দিন সবনেও) সেই ইন্দ্রকে (এইভাবে তৃতীয় সবনেও) সোমপানের জন্য আহ্বান করি ॥৩॥

উপ নঃ সুতমা গহি হরিভিরিন্দ্র কেশিভিঃ। সুতে হি ত্বা হবামহে ॥৪॥

হে ইন্দ্র! এখন কেশরশোভিত হরি (নামের অশ্ব) বাহনে এই অভিষুত (সোমরসের) সমীপে আগমন কর। সোমরস সবন করা হয়েছে, (এখন) তোমাকে আমরা আহ্বান করি ॥৪॥

সেমং নঃ স্তোমমা গহ্যুপেদং সবনং সুতম্। গৌরো ন তৃষিতঃ পিব ॥৫॥

হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এই স্তোমগানের (স্তোত্রের) সমীপে এস, এই সোমরসের (প্রাতঃ) সবন (রূপ অনুষ্ঠানের) প্রতি এস, তৃষ্ণার্ত গৌরের (মৃগ বিঃ) মত (সোমরস) পান কর ॥৫॥

ইমে সোমাস ইন্দবঃ[১] সুতাসো অধি বর্হিষি। তাঁ ইন্দ্র সহসে পিব ॥৬॥

এই সোমরসের বিন্দু সকল কুশের আস্তরণের উপর অভিষুত। বললাভের জন্য ইন্দ্র তা পান কর ॥৬॥

১. ইন্দবঃ— ক্লেদনযুক্ত

অয়ং তে স্তোমো অগ্রিয়ো হৃদিস্পৃগস্তু শংতমঃ। অথা সোমং সুতং পিব ॥৭॥

হে ইন্দ্র! এই বরিষ্ঠ স্তব তোমার (নিকট) যেন মর্মস্পর্শী, সর্বাধিক সুখপ্রদ হয়ে থাকে, অভিষুত সোম পান কর ॥৭॥

বিশ্বমিৎসবনং সুতমিন্দ্রো মদায় গচ্ছতি। বৃত্রহা সোমপীতয়ে ॥৮॥

বৃত্র বা শত্রুহন্তারক ইন্দ্র আনন্দের উদ্দেশে, সোমরস পান করার জন্য সোমরসের সকল অভিষবন অবশ্য গমন করেন ॥৮॥

সেমং নঃ কামমা পৃণ গোভিরশ্বৈঃ শতক্রতো। স্তবাম ত্বা স্বাধ্যঃ ॥৯॥

হে শতক্রতু (ইন্দ্র)! আমাদের এই প্রার্থনাকে তুমি গাভী ও অশ্বের দ্বারা পূরণ কর, আমরা সুষ্ঠু ধ্যানের মাধ্যমে তোমার (কাছে) প্রার্থনা করি ॥৯॥

(সূক্ত-১৭)

ও বরুণ দেবতা।কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্রাজোরব আ বৃণে। তা নো মৃলাত ঈদৃশে ॥১॥

আমি সম্রাট ইন্দ্র ও বরুণের নিকট সুরক্ষা প্রার্থনা করি। তাঁরা উভয়ে আমাদের মধ্যে এইরূপ আমার ন্যায় জনকে অনুগ্রহ করুন। অথবা সম্রাজো-দীপ্যমান ॥১॥

গন্তারা হি স্থোহবসে হবং বিপ্রস্য মাবতঃ। ধর্তারা চর্ষণীনাম্ ॥২॥

সায়ণভাষ্য— আমার মত ঋত্বিকগণকে রক্ষা করার জন্য এই আহ্বান তোমাদের সমীপে গমন করুক, (তোমরা) মনুষ্যগণের (মঙ্গলের) ধারণকর্তা।

Griffith ও Jamison— তোমরা দুজনে আমার মত ঋত্বিকের আহ্বান শুনে রক্ষা করার জন্য আগমন কর, তোমরা মানুষের রক্ষাকর্তা ॥২॥

অনুকামং তর্পয়েথামিন্দ্রাবরুণ রায় আ। তা বাং নেদিষ্ঠমীমহে ॥৩॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! (আমাদের) কামনা অনুসারে সম্যক ধনদান করে তৃপ্তি সাধন কর, তোমাদের উভয়ের নিকটতম (থাকার জন্য) প্রার্থনা করি ॥৩॥

যুবাকু হি শচীনাং যুবাকু সুমতীনাম্। ভূয়াম বাজদাব্নাম্ ॥৪॥*

সায়ণভাষ্য— যেহেতু (ঋত্বিক) কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত সোমরূপ হবিঃ (বিবিধ উপকরণের সঙ্গে) মিশ্রিত করা হয়েছে, সেইরূপ শোভনধীমান (ঋত্বিকগণ) কৃত (স্তোত্র ও নানাপ্রকার গুণে) সমৃদ্ধ। অতএব হে ইন্দ্র ও বরুণ! যেন অন্নদানকারী বলদানকারী (পুরুষদের) মধ্যে প্রধান হতে পারি ॥৪॥

* Jamison ও Griffith— অথবা যেন আমরা তোমাদের উভয়ের শক্তির এবং বদান্যতার অংশভাগী হতে পারি, যে তোমরা সুপ্রচুর শক্তি দান কর।

ইন্দ্রঃ সহস্রদাব্নাং বরুণঃ শংস্যানাম্। ক্রতুর্ভবত্যুক্থ্যঃ ॥৫॥

যে সব (দেবতারা) সহস্র ধন দান করেন তাঁদের মধ্যে ইন্দ্র প্রধান। এইভাবে যাঁরা স্তুতির যোগ্য তাঁদের মধ্যে বরুণ প্রধান হয়ে থাকেন তাঁদের কর্ম প্রশস্তির যোগ্য ॥৫॥

তয়োরিদবসা বয়ং সনেম নি চ ধীমহি। স্যাদুত প্ররেচনম্ ॥৬॥

সেই উভয়ের সুরক্ষাতেই আমরা অবশ্যই (ধনসম্পদ) উপভোগ করে থাকি। (অতিরিক্ত ধন) সঞ্চয়ও করে থাকি। এবং (এই দুই—ভোগ ও সঞ্চয়ের) অতিরিক্ত যেন প্রচুর ধনলাভ সম্ভব হয় ॥৬॥

ইন্দ্রাবরুণ বামহং হুবে চিত্রায় রাধসে। অস্মান্তসু জিগ্যুষস্কৃতম্ ॥৭॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! বহুবিচিত্র ধনলাভের প্রার্থনায় তোমাদের উভয়কে, আবাহন করি (যাঁরা) আমাদের সুষ্ঠুরূপে বিজয়ী করেন ॥৭॥

ইন্দ্রবরুণ নূ নু বাং সিষাসন্তীষু ধীষ্বা। অস্মভ্যং শর্ম যচ্ছতম্ ॥৮॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! যখন আমাদের মতি বা প্রশস্তি আমাদের অভিমুখে তোমাদের আনুকূল্য জয় করতে প্রস্তুত হয়েছে, তখন সদ্য আমাদের রক্ষণ দান কর ॥৮॥

প্র বামশ্নোতু সুষ্টুতিরিন্দ্রাবরুণ যাং হুবে। যামৃধাথে সধস্তুতিম্ ॥৯॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের এই শোভন স্তুতির দ্বারা তোমাদের উভয়কেই আহ্বান করছি। এবং উভয়ের প্রতি একত্র কৃত যে স্তুতি তোমাদের সমৃদ্ধ করে (সেই স্তুতি) তোমাদের ব্যাপ্ত করুক ॥৯॥

অনুবাক-৫

(সূক্ত-১৮)

ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ ॥১॥

হে ব্রহ্মণস্পতি! উশিজ পুত্র কক্ষীবান্ ঋষির মত এই সোমাভিষবের কর্তা (যজমানকেও) (সূর্যের মত) (দেবগণের নিকট) প্রকাশিত কর ॥১॥

যো রেবান্ যো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্ধনঃ। স নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ ॥২॥

যিনি ধনাধিপতি, যিনি রোগবিনাশকারী, সম্পদ দানকারী, সমৃদ্ধি দানকারী এবং আশু ফলদাতা সেই (ব্রহ্মণস্পতি) আমাদের সঙ্গ দান করুন ॥২॥

মা নঃ শংসো অররুষো ধূর্তিঃ প্রণঙ্ মর্ত্যস্য। রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে ॥৩॥

শত্রুর অভিশাপ, সমীপে আগত মানুষের উপদ্রব যেন স্পর্শ না করে, হে ব্রহ্মণস্পতি! আমাদের রক্ষা কর ॥৩॥

স ঘা বীরো ন রিষ্যতি যমিন্দ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ। সোমো হিনোতি মর্ত্যম্ ॥৪॥

যে বীর মানুষকে ইন্দ্র, ব্রহ্মণস্পতি এবং সোম আশ্রয় দেন তার কোনরূপ বিনাশ হয় না ॥৪॥

ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইন্দ্রশ্চ মর্ত্যম্। দক্ষিণা১ পাত্বংহসঃ ॥৫॥

হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি সোম এবং ইন্দ্র ও দক্ষিণা সেই মানুষকে পাপ এবং দুঃখ থেকে রক্ষা কর ॥৫॥

১. দক্ষিণা— সেই নামে দেবী, প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞান্তকৃতা দক্ষিণা—সায়ণ

সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্। সনিং মেধাময়াসিষম্ ॥৬॥

সদসস্পতি নামে দেবতা, যিনি বিস্ময় উৎপাদন করেন, ইন্দ্রের প্রিয় এবং কাম্য এবং যিনি ধনদান করেন, (তাঁর কাছে) মেধাশক্তির জন্য প্রার্থনা করি ॥৬॥

যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন। স ধীনাং যোগমিন্বতি ॥৭॥

জ্ঞানী (যজমানের) কৃত যজ্ঞ ও যাঁকে ব্যতীত সিদ্ধ হয় না সেই (সদসস্পতি) মনের শক্তিগুলিকে অথবা আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্মগুলিকে ব্যাপ্ত করেন। ॥৭॥

আদৃধ্নোতি হবিষ্কৃতিং প্রাঞ্চং কৃণোত্যধ্বরম্। হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি ॥৮॥

(তিনি) হবির্দানকে সমৃদ্ধ করেন, যজ্ঞকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন, হোতার দ্বারা (আহুত দেবতা তুষ্ট হয়ে) দেবতাদের কাছে ফিরে যান অথবা (আমাদের স্তুতি) দেবতাদের কাছে গমন করে ॥৮॥

নরাশংসং সুধৃষ্টমমপশ্যং সপ্রথস্তমম্। দিবো ন সদ্মমখসম্ ॥৯॥

নরাশংস (অগ্নি) যিনি, অতিবলশালী, অতি বিস্তৃত অথবা বিখ্যাত এবং দ্যুলোকের মত (সূর্যচন্দ্রাদিযোগে) অতি তেজস্বী তাঁকে আমি দর্শন করেছি ॥৯॥

(সূক্ত-১৯)

অগ্নি ও মরুৎগণ দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্র হূয়সে। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥১॥

হে অগ্নি! এই শোভন (ত্রুটিহীন) যজ্ঞের প্রতি (দুগ্ধমিশ্রিত) সোমরস পানের জন্য (ইহার) রক্ষার জন্য তোমাকে আবাহন করি। তুমি মরুৎগণের সঙ্গে আগমন কর। ॥১॥

নহি দেবো ন মর্ত্যো মহস্তব ক্রতুং পরঃ। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥২॥

তোমার মহান শক্তি অথবা কর্ম অতিক্রম করতে পারে এমন শ্রেষ্ঠ দেবতা বা মানব নেই। হে অগ্নি! মরুৎগণের সঙ্গে আগমন কর ॥২॥

যে মহো রজসো১ বিদুর্বিশ্বে দেবাসো অদ্রুহঃ। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৩॥

সায়ণভাষ্য— যে সকল (সপ্তগণযুক্ত) মরুৎগণ দীপ্তিমান ও হিংসারহিত, যাঁরা বিপুল জলরাশির (বর্ষণ রীতি) জানেন, হে অগ্নি! সেই মরুৎগণের সঙ্গে আগমন কর ॥৩॥

১. রজসঃ অর্থ— জল, আলোক ও জগৎ (নিঘণ্টু)

Griffith ও Jamison— যে বিশ্বদেবগণ মহান অন্তরিক্ষকে জানেন, যাঁরা ছলনা বর্জিত; 'হে অগ্নি!.....'

য উগ্রা অর্কমানৃচুরনাধৃষ্টাস ওজসা। মরুদ্ভিরগ্ন আ গাহি ॥৪॥*

সায়ণ— যে তেজস্বী মরুৎগণ জলরাশিকে বর্ষণ করেছিলেন, যাঁরা শক্তিতে অজেয়, হে অগ্নি! সেই মরুৎগণের সঙ্গে আগমন কর ॥৪॥

* Griffith ও Jamison— যে বলশালী (দেবগণ) স্তোত্র গান করেছেন, যাঁরা শক্তিতে অপরাজেয়, হে অগ্নি!.....

যে শুভ্রা ঘোরবর্পসঃ সুক্ষত্রাসো রিশাদসঃ। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৫॥

যে মরুৎগণ সমুজ্জ্বল, ভীষণরূপধারী, মহাবলী অথবা প্রভূত ধনবান এবং শত্রুগণের ভক্ষক, হে অগ্নি! সেই মরুৎগণের সঙ্গে আগমন কর ॥৫॥

যে নাকস্যাধি রোচনে দিবি দেবাস আসতে। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৬॥

যে দীপ্তিমান বা দেবরূপী মরুৎগণ স্বর্গেরও উপরে দীপ্তিমান দ্যুলোকে বাস করেন, হে অগ্নি! সেই মরুৎগণের সঙ্গে আগমন কর ॥৬॥

য ঈঙ্খয়ন্তি পর্বতান্[১] তিরঃ[২] সমুদ্রমর্ণবম্। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৭॥

যাঁরা পর্বতসমূহকে (মেঘরাশি) সঞ্চালিত করেন, জলপূর্ণ সমুদ্রকেও তরঙ্গায়িত করেন সেই মরুৎগণের সঙ্গে, হে অগ্নি! আগমন কর ॥৭॥

১. পর্বত— মেঘরাশিকে বলা হচ্ছে।
২. তির— সায়ণমতে, নিশ্চল জলে তরঙ্গের উৎপত্তি করে চালনা করাই তিরস্কার।

আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিস্ তিরঃ সমুদ্রমোজসা। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৮॥*

সায়ণভাষ্য— যাঁরা আলোকের সঙ্গে সঙ্গে (সর্বত্র) পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকেন, যাঁরা সবলে সমুদ্রকেও সঞ্চালন করেন, সেই মরুৎগণের সঙ্গে, হে অগ্নি! আগমন কর। ॥৮॥

* Jamison ও Griffith— যাঁরা আলোকরশ্মির সঙ্গে সঙ্গে নিজ শক্তিতে সমুদ্রকেও ব্যাপ্ত করেন, হে অগ্নি!...

অভি ত্বা পূর্বপীতয়ে সৃজামি সোম্যং মধু। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৯॥

তোমার অভিমুখে সর্ব প্রথম পান করার জন্য সোমজাত সুমিষ্ট রস সম্পাদন করি। হে অগ্নি! মরুৎগণের সঙ্গে আগমন কর ॥৯॥

(সূক্ত-২০)

ঋভুগণ দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৮।

অযং দেবায় জন্মনে স্তোমো বিপ্রেভিরাসয়া। অকারি রত্নধাতমঃ॥১॥

এই অতিশয় ধনদায়ক স্তোমগান (স্তোত্র) মেধাবান ঋত্বিকদের দ্বারা মুখে মুখে রচিত হয়েছে দিব্য জাতকদের প্রীতি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ॥১॥

য ইন্দ্রায় বচোযুজা ততক্ষুর্মনসা হরী। শমীভির্যজ্ঞমাশত ॥২॥

যাঁরা ইন্দ্রের জন্য মনোবলে হরী (নামে অশ্বদ্বয়) সৃষ্টি করেছিলেন, যে অশ্ব আজ্ঞার দ্বারাই (রথে) যোজিত হয়, (সেই ঋভুগণ) কর্মের দ্বারা (আমাদের কৃত) যজ্ঞকে ব্যাপ্ত করে থাকেন ॥২॥

তক্ষন্ নাসত্যাভ্যাং পরিজ্মানং সুখং রথম্। তক্ষন্ ধেনুং সবর্দুঘাম্ ॥৩॥

তাঁরা নাসত্য (অশ্বিন) দ্বয়ের জন্য পরিভ্রমণকারী, স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক রথ নির্মাণ করেছিলেন এবং একটি গাভী নির্মাণ করেছিলেন যাকে দোহন করে ক্ষীর পাওয়া যায় ॥৩॥

যুবানা পিতরা পুনঃ সত্যমন্ত্রা ঋজূযবঃ। ঋভবো[১] বিষ্ট্যক্রত ॥৪॥

ঋভুগণ (নিজেদের বৃদ্ধ) পিতামাতাকে পুনর্যৌবন প্রাপ্ত করেছিলেন, তাঁরা ছলরহিত তাই তাঁদের মন্ত্র সর্বত্র ব্যাপ্ত, সর্বদাই ফলদান করে ॥৪॥

১. ঋভু— মানুষ হয়েও অঙ্গিরার তিন পৌত্র ঋভু, বিভু ও বাজ— তপস্যার দ্বারা দেবত্বলাভ করেছিলেন— সায়ণ।

সং বো মদাসো অগ্মতেন্দ্রেণ চ মরুত্বতা। আদিত্যেভিশ্চ রাজভিঃ ॥৫॥

(হে ঋভুগণ!) মরুৎগণের সহচরী ইন্দ্র এবং দীপ্যমান আদিত্য দেবতাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে উত্তেজক (সোমরস) উপভোগ কর ॥৫॥

উত ত্যং চমসং[১] নবং ত্বষ্টুর্দেবস্য নিষ্কৃতম্। অকর্ত চতুরঃ পুনঃ ॥৬॥

দেব ত্বষ্টা কর্তৃক নূতন চমস (যজ্ঞপাত্র বিঃ) নিঃশেষে নির্মাণ করা হয়েছিল। (ঋভুগণ) আবার (সেই এক চমসকে) চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন ॥৬॥

১. চমস— সোমরস ধারণ করার জন্য ব্যবহার্য কাষ্ঠপাত্র। চতুষ্কোণ বিশিষ্ট, পেটিকার মত দেখতে।

তে নো রত্নানি ধত্তন ত্রিরা সাপ্তানি সুন্বতে। একমেকং সুশস্তিভিঃ ॥৭॥

(হে ঋভু!) তোমরা এই উত্তম স্তবগান দ্বারা আমাদের, সোমরসের অভিষবন কর্তাকে (যজমানকে) সপ্তরত্ন তিনগুণ করে একে একে ধন দান কর ॥৭॥

অধারয়ন্ত বহ্নয়োঽভজন্ত সুকৃত্যয়া। ভাগং দেবেষু যজ্ঞিয়ম্ ॥৮॥

ঋভুগণ যজ্ঞের বাহকরূপে (তাকে) ধারণ করেছিলেন; শোভন কর্মের দ্বারা তাঁরা দেবতাদের মধ্যে যজ্ঞভাগ উপভোগ করেন ॥৮॥

(সূক্ত-২১)

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

ইহেন্দ্রাগ্নী উপ হ্বয়ে তয়োরিৎ স্তোমমুশ্মসি। তা সোমং সোমপাতমা ॥১॥

এখানে (এই যজ্ঞস্থলের) প্রতি ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করি, কেবল তাঁদের উভয়ের জন্যই স্তোমগানের (স্তোত্র বিঃ) আকাঙ্ক্ষা করি। সেই সোমপানকারী উভয়ে সোমকে (পান করুন) ॥১॥

তা যজ্ঞেষু প্র শংসতেন্দ্রাগ্নী শুম্ভতা নরঃ। তা গায়ত্রেষু গায়ত ॥২॥

ওহে মনুষ্যগণ! সেই সমুজ্জ্বল (ইন্দ্র ও অগ্নিকে) কর। যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর, গায়ত্রী মন্ত্রে তাদের জন্য গান কর ॥২॥

তা মিত্রস্য প্রশস্তয় ইন্দ্রাগ্নী তা হবামহে। সোমপা সোমপীতয়ে ॥৩॥

ইন্দ্র ও অগ্নিকে মিত্রের প্রশংসার (কারণে) আমরা সেই সোমপানকারীদের সোমপানের জন্য আবাহন করি ॥৩॥

উগ্রা সন্তা হবামহ উপেদং সবনং সুতম্। ইন্দ্রাগ্নী এহ গচ্ছতাম্ ॥৪॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা ঘোররূপধারী, (তোমাদের) আবাহন করি, এই প্রস্তুত সোমাভিষবনের সমীপে এস। এখানে উপস্থিত হও ॥৪॥

তা মহান্তা সদস্পতী ইন্দ্রাগ্নী রক্ষ উব্জতম্। অপ্রজাঃ সন্ত্বত্রিণঃ ॥৫॥*

সেই অধিকগুণসম্পন্ন এবং সভার অধিপতি ইন্দ্র ও অগ্নি রাক্ষসগণকে ধ্বংস করে থাকেন। তাঁদের কৃপায় ভক্ষকেরা সন্তানহীন হোক ॥৫॥

* সায়ণ— উব্জতম্ অর্থ করেছেন ক্রূরতা পরিত্যাগে বাধ্য করেন।

তেন সত্যেন জাগৃতমধি প্রচেতুনে পদে। ইন্দ্রাগ্নী শর্ম যচ্ছতম্ ॥৬॥

সায়ণভাষ্য— হে ইন্দ্র ও অগ্নি! এই সত্য (যজ্ঞ) কর্মের দ্বারা ফলোৎপাদক (স্বর্গাদি) স্থানে অধিকরূপে জাগ্রত থাকো। আমাদের জন্য সুখ দান কর।

Jamison ও Griffith— এই সত্যের সঙ্গে (যজমানের) বিচক্ষণতার পদচিহ্নের **বা** স্থানের প্রতি সাবধানে জাগ্রত থাকো, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদের আশ্রয় দাও ॥৬॥

(সূক্ত-২২)

অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-২১।

প্রাতর্যুজা বি বোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাম্। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥১॥

অশ্বিনদ্বয় প্রাতঃকালে (প্রাতঃসবনে) যুক্ত। তাঁদের বিশেষভাবে জাগরিত কর। (হে দেবদ্বয়!) তোমরা এই (অভিষুত) সোমরস পান করার জন্য এখানে আগমন কর ॥১॥

যা সুরথা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা। অশ্বিনা তা হবামহে ॥২॥

যে অশ্বিনদ্বয় শোভন রথে (আরোহণ করেন), শ্রেষ্ঠ রথী, যে দুই দেবতা স্বর্গলোকের অধিবাসী অথবা স্বর্গকে স্পর্শ করেন তাঁদের আবাহন করি ॥২॥

যা বাং কশা মধুমত্যশ্বিনা সূনৃতাবতী। তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতম্ ॥৩॥

সায়ণভাষ্য— (হে দেবদ্বয়!) তোমাদের অশ্বের যে প্রগ্রহ (বল্গা)তার দ্বারা যজ্ঞকে সোমরসে সেচন করতে ইচ্ছা কর। সেই প্রগ্রহ (অশ্বের) ঘর্মরসে সিক্ত এবং (দ্রুত ধাবনের) ধ্বনিতে মুখর অথবা অশ্বিনদ্বয়ের বাক্য সুমিষ্ট এবং ফলপ্রদায়ক। সেই (বাক্য) দ্বারা যজ্ঞকে সোমযুক্ত করতে ইচ্ছা কর।

Jamison ও Griffith— অশ্বিদ্বয়! তোমাদের বল্গা মধুসিক্ত এবং সদাশয়। তার দ্বারা যজ্ঞকে মিশ্রিত কর ॥৩॥

নহি বামস্তি দূরকে যত্রা রথেন গচ্ছথঃ। অশ্বিনা সোমিনো গৃহম্ ॥৪॥

হে অশ্বিনদ্বয়! যে সোমরসবান যজমানের গৃহে তোমরা রথে (চেপে) গমন করছ সে (গৃহ) দূরবর্তী নয় ॥৪॥

হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপ হ্বয়ে। স চেত্তা দেবতা পদম্ ॥৫॥

স্বর্ণ(বর্ণ) বাহুশালী দেব সবিতৃকে রক্ষার জন্য সমীপে আবাহন করছি। সেই দেবতা প্রাপ্তিযোগ্য স্থান জানেন ॥৫॥

[1]অপাং নপাতমবসে সবিতারমুপ স্তুহি। তস্য ব্রতান্যুশ্মসি ॥৬॥

সুরক্ষার জন্য সবিতৃ দেবকে স্তব কর, যিনি জলরাশিকে শোষণ করেন, তাঁর আদেশের অথবা কর্মের আকাঙ্ক্ষা করি ॥৬॥

১. অপাং নপাৎ— জলের শোষক, রক্ষক নয়— 'অগ্নির্হ্যপো ন পাতি তচ্ছোষকত্বাৎ'।—সায়ণ
অপাং নপাৎ— যিনি জলের সন্তান। এই বিশেষণ এখানে সূর্য সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়েছে কিন্তু অগ্নি সম্পর্কেই বেশি প্রয়োগ করা হয়। সায়ণ ব্যাখ্যা করেছেন, যিনি জলস্য ন পালকম্। জলকে রক্ষা করেন না। তাপ দ্বারা জল শুষ্ক করেন।

বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ। সবিতারং নৃচক্ষসম্[1] ॥৭॥

যিনি বসবাসের হেতু ধনাধিপতি, (এবং যিনি) বিচিত্র, অপর্যাপ্ত ধনের বিভাগ করে থাকেন, মনুষ্যগণের দৃষ্টিকে প্রকাশ করেন অথবা যাঁর দৃষ্টি (সর্বদা) মানুষের প্রতি সেই সবিতৃকে আহ্বান করি ॥৭॥

১. নৃচক্ষস— মনুষ্যগণের প্রকাশকারী, দৃষ্টিসম্পাদক।

সখায় আ নি ষীদত সবিতা স্তোম্যো নু নঃ। দাতা রাধাংসি শুম্ভতি ॥৮॥

ওহে বন্ধুগণ! চতুর্দিকে আসন গ্রহণ কর, সবিতৃদেব আমাদের শীঘ্র স্তুতিযোগ্য, সম্পদের দাতা (সেই) দেবতা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত ॥৮॥

অগ্নে পত্নীরিহা বহ দেবানামুশতীরুপ। ত্বষ্টারং[1] সোমপীতয়ে ॥৯॥

হে অগ্নি! (দেবতাদের জন্য) আগ্রহান্বিতা পত্নীদের এখানে নিকটে নিয়ে এসো। সোমরস পানের জন্য ত্বষ্টাকে আন ॥৯॥

১. ত্বষ্টারম্— কর্মে নিপুণ বিশ্বকর্মাকে।

আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীম্। বরূত্রীং ধিষণাং বহ ॥১০॥

হে অগ্নি! (আমাদের) রক্ষা করার জন্য এইখানে দেবপত্নীগণকে বহন করে আনো। হে যুবতম অগ্নি হোত্রা (হোম নিষ্পাদক অগ্নির পত্নী), ভারতী (ভরত নামে আদিত্যের পত্নী), বরণযোগ্যা বরূত্রী এবং ধিষণা (বাগ্‌দেবী) কেও আনয়ন কর। ॥১০॥

অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্মণা নৃপত্নীঃ। অচ্ছিন্নপত্রাঃ সচন্তাম্ ॥১১॥*

এই দেবীগণ রক্ষণ কার্যের মাধ্যমে, মহত্বপূর্ণ সুখ দ্বারা আমাদের প্রতি অনুকূল হয়ে থাকুন। তাঁরা মানুষের রক্ষাকর্ত্রী, কেউ তাঁদের পক্ষচ্ছেদ করে না॥১১॥

* অথবা— এই বীর পত্নী দেবীগণ, অক্ষত পক্ষ সহ আমাদের অভিমুখে মহান রক্ষণ ও সাহায্য সহ আগমন করুন। অচ্ছিন্নপত্রাঃ— পক্ষিরূপিণী দেবপত্নীদের পক্ষ কেউ ছেদ করে না।

ইহেন্দ্রাণীমুপ হ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে। অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে ॥১২॥

(আমাদের) কল্যাণের কামনা করে এইখানে (ইন্দ্রপত্নী) ইন্দ্রাণীকে, (বরুণপত্নী) বরুণানীকে এবং (অগ্নির পত্নী) অগ্নায়ীকে সোমপানের জন্য আবাহন করি ॥১২॥

মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্। পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥১৩॥

মহিমাময় দ্যৌঃ (দ্যুলোক) এবং পৃথিবী (ভূমিলোক) আমাদের এই যজ্ঞকে (প্রাণরসে) সিক্ত করুন। আমাদের পুষ্টিরসে পরিপূর্ণ করুন ॥১৩॥

তয়োরিদ্ ঘৃতবৎ পয়ো বিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ। গন্ধর্বস্য ধ্রুবে পদে ॥১৪॥

সেই উভয় (স্থানের) মধ্যে, সুনির্দিষ্ট গন্ধর্বলোকে (অন্তরীক্ষলোকে) নিজ নিজ স্তোত্রের মাধ্যমে জ্ঞানীরা কবিরা ঘৃততুল্য জল পান করে থাকেন ॥১৪॥

স্যোনা[১] পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনী। যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ ॥১৫॥

হে পৃথিবী! বিস্তীর্ণ হও, কন্টক (বিঘ্ন) রহিতা হও। বসবাসের যোগ্যা হও, আমাদের জন্য সুবিস্তীর্ণ সুখপ্রদ আশ্রয় দাও ॥১৫॥

১. নিরুক্তমতে (৩।৬।১৫) স্যোনা শব্দ সুখবাচী।

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ॥১৬॥

এইস্থান থেকেই দেবগণ আমাদের রক্ষা করুন, যে স্থান হতে বিবিধ পাদবিক্ষেপ করে সপ্তছন্দঃ দ্বারা অথবা পৃথিবীর সপ্ত স্থানে বিষ্ণুদেব পরিক্রমা করেছিলেন ॥১৬॥

ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংসুরে ॥১৭॥

বিষ্ণু এই (সমগ্র জগৎ) বিশেষভাবে পরিক্রমা করেছিলেন। তিনবার তিনি পাদবিক্ষেপ করেছিলেন। (এই বিষ্ণুর) পদচিহ্নের ধূলিতে সমগ্র জগৎ অন্তর্ভূত (থাকে) ॥১৭॥

ত্রীণি[১] পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্মাণি ধারয়ন্ ॥১৮॥

বিষ্ণু তিনবার পদক্ষেপ করেছিলেন, তিনিই (সকলের) রক্ষাকর্তা, (অপরের দ্বারা) অনাহত, অতএব সর্বধর্মের ধারণকর্তা ॥১৮॥

১. বিষ্ণুর বামন অবতারে ত্রিপাদ ভূমির জন্য তিনবার পদক্ষেপ।

বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥১৯॥

সায়ণভাষ্য— (ওহে ঋত্বিকগণ!) বিষ্ণুর কর্ম সকল অনুধাবন কর, যার (কর্মের) সাহায্যে (যজমানগণ) ব্রতানুষ্ঠানে সক্ষম হয়। (সেই বিষ্ণু) ইন্দ্রের অনুকূল মিত্র। অথবা Jamison ও Griffith— বিষ্ণুর কর্মসকল অনুধাবন কর, যেখান থেকে সকল কর্মানুষ্ঠান (তিনি) পর্যবেক্ষণ করেন...(সেই বিষ্ণু) ইন্দ্রের অনুকূল সখা ॥১৯॥

তদ্ বিষ্ণোঃ[১] পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥২০॥

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ (শাস্ত্র প্রসিদ্ধ স্বর্গ) স্থানকে বা পদক্ষেপকে (শাস্ত্র) দৃষ্টিতে সর্বদা অবলোকন করে থাকেন, যেমন আকাশে সর্বব্যাপী চক্ষু (পর্যবেক্ষণ করে) ॥২০॥

১. পূজারম্ভে আচমনান্তে বিষ্ণুস্মরণের মন্ত্র এটি।

তদ্ বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্[১] ॥২১॥

বিষ্ণুর যে শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ তাকে জ্ঞানীরা যাঁরা বিশেষভাবে স্তুতিকারী এবং (শব্দার্থের নির্দোষ প্রয়োগে) সদাসতর্ক সম্যক প্রদীপ্ত করে থাকেন ॥২১॥

১. পরমং পদম্— উৎকৃষ্টং স্থানং স্বর্গস্থানম্। পরমপদ— চরম প্রাপ্তি।

(সূক্ত-২৩)

বায়ু প্রভৃতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-২৪।

তীব্রাঃ সোমাস আ গহ্যাশীর্বন্তঃ সুতা ইমে। বায়ো তান্ প্রস্থিতান্ পিব ॥১॥

হে বায়ু! এই সোমরস অভিষবন করা হয়েছে। (এই রস) তৃপ্তিকর, তীব্র (স্বাদযুক্ত) এবং দুগ্ধ ইত্যাদি মিশ্রিত। আগমন কর, এই (উত্তরবেদিতে) আনীত সোমরস পান কর ॥১॥

উভা দেবা দিবিস্পৃশেন্দ্রবায়ূ হবামহে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥২॥

ইন্দ্র ও বায়ু এই উভয়দেবতা দ্যুলোকে অবস্থিত, আকাশকে স্পর্শ করে থাকেন; (তাঁদের) এই সোমরস পান করার জন্য আবাহন করি ॥২॥

ইন্দ্রবায়ূ মনোজুবা বিপ্রা হবন্ত উতয়ে। সহস্রাক্ষা ধিয়স্পতী ॥৩॥

ইন্দ্র এবং বায়ু বুদ্ধি ও কর্মের অধীশ্বর, (তাঁরা) মনের ন্যায় দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং সহস্র চক্ষুযুক্ত। স্তোতৃগণ রক্ষার জন্য তাঁদের আহ্বান করেন ॥৩॥

মিত্রং বয়ং হবামহে বরুণং সোমপীতয়ে। যজ্ঞানা পূতদক্ষসা ॥৪॥

সোমপান করার জন্য আমরা মিত্রকে আহ্বান করছি, বরুণকেও। তাঁরা (যজ্ঞস্থলে) আবির্ভূত হয়ে থাকেন, পবিত্র শক্তিসম্পন্ন ॥৪॥

ঋতেন যাবৃতাবৃধাবৃতস্য জ্যোতিষস্পতী। তা মিত্রাবরুণা হুবে ॥৫॥

সায়ণভাষ্য— যে উভয় দেবতা সত্যবচনের দ্বারা, কর্মফলকে নিশ্চিত সমৃদ্ধ করেন, সত্যের প্রকাশকে পালন করেন সেই মিত্র ও বরুণকে আবাহন করি।

Jamison ও Griffith— যে উভয় দেব সত্যের দ্বারা সত্যকে বর্ধিত করেন, যাঁরা সত্যের, জ্যোতির অধীশ্বর সেই মিত্র... ॥৫॥

বরুণঃ প্রাবিতা ভুবন্ মিত্রো বিশ্বাভিরূতিভিঃ। করতাং নঃ সুরাধসঃ ॥৬॥

হে বরুণ! তুমি আমাদের প্রকৃষ্ট রক্ষাকর্তা হও, হে মিত্র! সর্ববিধ রক্ষণের মাধ্যমে (আমাদের রক্ষা কর)। আমাদের শোভন সম্পদযুক্ত কর ॥৬॥

মরুত্বন্তং হবামহ ইন্দ্রমা সোমপীতয়ে। সজূর্গণেন তৃম্পতু॥৭॥

মরুদ্‌গণের সহচারী ইন্দ্রকে সোমপানের জন্য আহ্বান করি, তিনি (মরুৎ) গণের সঙ্গে তৃপ্তি অনুভব করুন ॥৭॥

ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা মরুদ্‌গণা দেবাসঃ পূষরাতয়ঃ। বিশ্বে মম শ্রুতা হবম্ ॥৮

হে মরুদ্ বৃন্দ! ইন্দ্র তোমাদের প্রধান, হে দেবগণ! পূষণ্[১] তোমাদের ধনদাতা। (তোমরা) সকলে আমার আহ্বান শ্রবণ কর ॥৮॥

১. পূষণ— পশুগণের দেবতা এবং সম্পদের দেবতা। সূর্যের এক রূপ।

হত বৃত্রং সুদানব ইন্দ্রেণ সহসা যুজা। মা নো দুঃশংস ঈশত ॥৯॥

হে প্রভূত দাতা মরুদ্‌বৃন্দ! বলবান ইন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে (তোমরা) বৃত্রকে বিনাশ কর। দুষ্ট খ্যাতিমান (সেই বৃত্র) যেন আমাদের প্রতি আধিপত্য করতে না পারে ॥৯॥

বিশ্বান্ দেবান্ হবামহে মরুতঃ সোমপীতয়ে। উগ্রা হি [১]পৃশ্নিমাতরঃ ॥১০॥*

সোমপানের জন্য মরুদ্‌বৃন্দকে ও বিশ্বদেবগণকে আহ্বান করি। তাঁরা পৃশ্নি-র পুত্র, অধিক বলবান ॥১০॥

* সায়ণ— সকল মরুৎ দেবতাকে আহ্বান করি।

১. পৃশ্নি— নানাবর্ণযুক্তা ভূমি।

জয়তামিব তন্যতুর্মরুতামেতি ধৃষ্ণুয়া। যচ্ছুভং যাথনা নরঃ ॥১১॥

মরুৎ দেবতাদের (কৃত) ঘোর রব ভয়ঙ্করভাবে শোনা যায় যেন বিজয়ী গণের (উচ্চনাদ)। ওহে নেতৃবৃন্দ (মরুৎগণ)! যখন বিঘ্নহীন, শোভন কর্ম প্রাপ্ত হও ॥১১॥

হস্কারাদ্ বিদ্যুতস্পর্যতো জাতা অবন্তু নঃ। মরুতো মৃলয়ন্তু নঃ ॥১২॥

দ্যুতিময় বিদ্যুৎ থেকে (অর্থাৎ অন্তরিক্ষ লোকে) সর্বদিকে সঞ্জাত মরুৎগণ আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের সুখ দিন ॥১২॥

আ পূষঞ্চিত্রবর্হিষমাঘৃণে ধরুণং দিবঃ। আজা নষ্টং যথা পশুম্ ॥১৩॥

সায়ণভাষ্য— হে দীপ্তিমান গমনশীল পূষণ! বিচিত্র কুশসম্পৃক্ত (যজ্ঞের) ধারক সোমরসকে স্বর্গলোক থেকে আহরণ কর। যেমন করে হারিয়ে যাওয়া পশুকে (অন্বেষণ করে উদ্ধার করা হয় তেমনি)।

Jamison ও Griffith— হে দীপ্তিমান পূষণ! স্বর্গের যে আলম্ব স্তম্ভ (ধারক), বিচিত্র কুশের উপরে (আসীন), তাকে হারিয়ে যাওয়া পশুর মত আমাদের নিকট (অন্বেষণ করে) এনে দাও ॥১৩॥

পূষা রাজানমাঘৃণিরপগূহ্লং গুহা হিতম্। অবিন্দচ্চিত্রবর্হিষম্ ॥১৪॥

প্রদীপ্ত পূষা অত্যন্ত গোপনে গুহায় অবস্থিত বিচিত্র কুশযুক্ত রাজাকে বা অগ্নিকে (সোমরসকে) লাভ করেছিলেন ॥১৪॥

উতো স মহ্যমিন্দুভিঃ ষড় যুক্তাঁ অনুসেষিধৎ। গোভির্যবং ন চর্কৃষৎ ॥১৫॥

এবং সেই (পূষা/অগ্নি) আমার জন্য সোমরসের (ঘৃতবিন্দুর) সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত ছয় ঋতুকে(পর্যায়ক্রমে) এনেছিলেন, যেমন গাভীর দ্বারা কৃষি করে যব প্রাপ্তি হয় (তেমন ভাবে) ॥১৫॥

অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভির্জাময়ো অধ্বরীয়তাম্। পৃঞ্চতীর্মধুনা পয়ঃ ॥১৬॥*

সায়ণভাষ্য— নিজ যজ্ঞের অভিলাষে জননীরূপা কল্যাণময়ী (জলধারা) পথ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে এবং (গাভীর) দুগ্ধে মিষ্টত্ব সঞ্চার করছে ॥১৬॥

* Jamison, Griffith— জননীগণ সেই পথে গমন করেন, ঋত্বিকগণের গী সকলও (গমন করেন) এবং গাভীর......ইত্যাদি।

অমূর্যা উপ সূর্যে যাভির্বা সূর্যঃ সহ। তা নো হিন্বন্ত্বধ্বরম্ ॥১৭॥

এই যে সব জলধারা সূর্যের সমীপে বর্তমান অথবা সূর্য যেসব জলের সঙ্গে বর্তমান সেই ধারা আমাদের যজ্ঞকে প্রীতিময় করুক ॥১৭॥

অপো দেবীরুপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ। সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ ॥১৮॥

সেই জলকে দেবীরূপিণীকে আহ্বান করি যে জল আমাদের গাভীগুলি পান করে, নদীরূপে প্রবাহিত জলধারাকে হবি প্রদান করা উচিত ॥১৮॥

অপ্স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে। দেবা ভবত বাজিনঃ ॥১৯॥

জলধারার মধ্যেই অমৃত (আছে), জলেই ঔষধ আছে। ওহে দেবগণ! সেই জলের প্রশংসাবাক্য শীঘ্র উচ্চারণ কর ॥১৯॥

অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিং চ বিশ্বশংভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ॥২০॥

সোম আমায় (মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে) বলেছেন জলের মধ্যেই সর্বপ্রকার ঔষধ আছে, এবং সমগ্র জগতের হিতকারী (বিশ্ব-শংভুব নামে) অগ্নিও; সর্বপ্রকার ঔষধ জলেই বিদ্যমান ॥২০॥

আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥২১॥

হে জলধারা! আমার দেহের জন্য রোগনাশক ওষধিকে পরিপুষ্ট কর। সূর্যকে যেন সুদীর্ঘকাল দর্শন করতে পারি (নীরোগ থাকি) ॥২১॥

ইদমাপঃ প্র বহত যৎ কিং চ দুরিতং ময়ি। যদ্ বাহমভিদুদ্রোহ যদ্ বা শেপ উতানৃতম্ ॥২২॥

হে জলধারা! আমার মধ্যে যা কিছু অন্যায় (কর্ম), যা কিছু বিরুদ্ধ (কর্ম) আমি করেছি, বা যে শাপ (দিয়েছি), যে মিথ্যা আচরণ (করেছি) এই সব কিছুকে ধুয়ে দাও ॥২২॥

আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥২৩॥

আজ জলে প্রবেশ করছি, (জলধারার) (প্রাণ) রসের সঙ্গে আমি সংযুক্ত হচ্ছি। হে জলের অভ্যন্তরস্থ অগ্নি, আগমন কর আমাকে তেজোময় করে তোল ॥২৩॥

সং মাগ্নে বর্চসা সৃজ সং প্রজয়া সমায়ুষা। বিদ্যুর্মে অস্য দেবা ইন্দ্রো বিদ্যাৎ সহ ঋষিভিঃ[১] ॥২৪॥

হে অগ্নি! আমাকে তেজযুক্ত কর, সন্তানের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে যুক্ত কর। যেন দেবতারা আমার (কৃত কথা) জানতে পারেন, যেন ঋষিগণ সহ ইন্দ্র জানতে পারেন ॥২৪॥

১. ঋষিভিঃ— সপ্তর্ষি—Griffith

অনুবাক-৬

(সূক্ত-২৪)

অগ্নি দেবতা। অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ও গায়ত্রী। ঋক সংখ্যা-১৫।

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম। কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥১॥*

অমর (দেব) গণের মধ্যে কোন্ জনের, কোন্ দেবতার প্রিয় নাম স্মরণ করব? কে আমাকে আবার বিপুলা পৃথিবীতে/মহৎ অদিতিতে ফিরিয়ে দেবে? আবার আমি পিতাকে মাতাকে দর্শন করতে পারব? ॥১॥

* অ-দিতি— ন দোষ—দোষহীনা— Jamison, Benfey
Max Muller— অসীম আকাশের বিস্তার
অথবা পৃথিবী— সায়ণ।
হরিশ্চন্দ্র ও শুনঃশেপের কাহিনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম। স নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥২॥

আমরা মরণরহিত দেবগণের মধ্যে প্রথম অগ্নিদেবের প্রিয় নাম স্মরণ করি। তিনি আমাকে এই মহান অদিতির কাছে, বিশাল পৃথিবীতে পুনরায় (ফিরিয়ে) দেবেন, পিতা ও মাতাকে দর্শন করব ॥২॥

অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং বার্যাণাম্। সদাবন্ ভাগমীমহে ॥৩।।

হে সবিতৃদেব! তুমি আকাঙ্ক্ষণীয় ধনের অধিপতি। তুমি সর্বদা রক্ষাকর্তা। তোমার নিকট ভোগ করার জন্য ধন সর্বপ্রকারে প্রার্থনা করি। অথবা সর্বদা দাতা তোমার কাছে (আমাদের) অংশ প্রার্থনা করি ॥৩॥

যশ্চিদ্ধি ত ইত্থা ভগঃ শশমানঃ পুরা নিদঃ। অদ্বেষো হস্তয়োর্দধে ॥৪।।

সায়ণভাষ্য— যে প্রশংসিত ধন তুমি দুই হাতে ধারণ করেছিলে (তার জন্য প্রার্থনা করি)। এই ভাবে স্তুত এবং নিন্দিত হবার পূর্বে সর্ব বিদ্বেষমুক্ত ধন (প্রার্থনা করি)।

Griffith— যে বহু প্রশংসিত ধন নিন্দিত হবার পূর্বেই সর্ব বিদ্বেষমুক্ত হয়ে তোমার হস্তে স্থাপিত হয়েছে (তার জন্য প্রার্থনা করি) ॥৪॥

ভগভক্তস্য তে বয়মুদশেম তবাবসা। মূর্ধানং রায় আরভে ॥৫।।

সায়ণভাষ্য— (হে দেব!) আমরা সম্পদসংযুক্ত তোমার রক্ষণের দ্বারা ধনের উৎকর্ষ শুরু করি, শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা ব্যাপ্ত হই।

Jamison— আমরা ভগ কর্তৃক বিভাজিত অংশ লাভ করে তোমার সহায়তায় উৎকর্ষ লাভ করব সম্পদের শ্রেষ্ঠভাগ আয়ত্ত করার জন্য ॥৫॥

নহি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যুং বয়শ্চনামী পতয়ন্ত আপুঃ। নেমা আপো অনিমিষং চরন্তীর্ন যে বাতস্য প্রমিনন্ত্যভ্বম্ ॥৬।।*

(হে বরুণদেব!) গগনবিহারী এই সব পাখীরাও তোমার মত শারীরিক শক্তি তোমার সামর্থ্য, তোমার ক্রোধ কিছুই প্রাপ্ত হয়নি। সদা প্রবাহিতা জলধারাও নয়; বায়ুর গতিবেগও তোমার বেগকে হিংসা করে না (অর্থাৎ অতিক্রম করে না) ॥৬।।

* Griffith— শেষ ছত্র— ন যে বাতস্য— অর্থাৎ যে সকল পর্বত বায়ুর গতিবেগকে ব্যাহত করে (তারাও নয়)।

অবুধ্নে রাজা বরুণো বনস্যোর্ধ্বং স্তূপং দদতে পূতদক্ষঃ।
নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষামস্মে অন্তর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ॥৭।।*

পবিত্র শক্তিমান রাজা বরুণ মূলহীন অন্তরিক্ষলোকে (অধিষ্ঠান করে) শীর্ষকে (তেজঃপুঞ্জকে) উর্ধ্বে ধারণ করেন, (সেই রশ্মির) মুখ নিম্নগামী, মূল উর্ধ্বে অবস্থিত। (তার) প্রাণশক্তি যেন আমাদের মধ্যে নিহিত থাকে ॥৭॥

* বনস্যস্তূপং— বৃক্ষ কাণ্ড। সম্ভবতঃ জগৎকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করা হচ্ছে।

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্যায় পন্থা[১]মন্বেতবা উ।
অপদে পাদা প্রতিধাতবেঽকরুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ ॥৮।।

অধিপতি বরুণ সূর্যের (গমন) পথকে ক্রমান্বয়ে গমনের জন্য বিস্তীর্ণ করেছেন, (এ কথা) প্রসিদ্ধ; তিনি পাদবিক্ষেপ স্থান রহিত (অন্তরিক্ষলোকে) পদক্ষেপের জন্য পথ করে দিয়েছেন এবং তিনি আমাদের হৃদয়ভেদী (শত্রুকেও) তিরস্কার (নিরাকরণ) করুন ॥৮॥

১. সূর্যায় পন্থাম্— এখানে সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গতির ইঙ্গিত আছে।

শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্বী গভীরা সুমতিষ্টে অস্তু।
বাধস্ব দূরে নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ ॥৯।।

হে রাজন! তোমার (অধীনে) শত বা সহস্রসংখ্যক ঔষধ (আছে)। (আমাদের অনুগ্রহ করার জন্য) তোমার মতি বিস্তৃত হোক, গভীর হোক। (অনিষ্টকারিণী) নির্ঋতিকে (ধ্বংস) প্রত্যাবৃত্তমুখে (আমাদের থেকে) বহুদূরে স্থাপন কর, আমাদের কৃত পাপ হতেও প্রকৃষ্ট ভাবে মুক্ত কর ॥৯॥

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশ্রে কুহ চিদ্ দিবেয়ুঃ।
অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি বিচাকশচ্চন্দ্রমা নক্তমেতি ॥১০।।

ঐ যে নক্ষত্র সমূহ, উর্ধ্বে স্থাপিত রয়েছে (তারা) রাত্রিকালে দৃশ্যমান হয়, দিবাভাগে কোথায় চলে যায়। রাজা বরুণের কর্মসকল অহিংসিত; (তাঁর আদেশেই) চন্দ্র রাত্রিকালে বিশেষভাবে দীপ্ত হয়ে ওঠে ॥১০॥

তৎ ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্ তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ।
অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ॥১১।।

হে বরুণদেব! ব্রহ্মণ (স্তোত্রের দ্বারা) স্তব করে তোমার কাছে সেই (আয়ু) প্রার্থনা করছি, যজমান ও হবিঃপ্রদান করে সেই কামনা করছেন, এই বিষয়ে অনাদর না করে (আমাদের কামনা) উপলব্ধি কর। হে বহুস্তুত (দেবতা)! আমাদের জীবনকাল হরণ করে নিও না ॥১১॥

তদিন্নক্তং তদ্ দিবা মহ্যমাহুস্ তদয়ং কেতো হৃদ আ বি চষ্টে।
শুনঃশেপো যমহ্বদ্ গৃভীতঃ সো অস্মান্ রাজা বরুণো মুমোক্তু ॥১২॥

সেই বিষয়ই (বরুণসম্বন্ধী স্তোত্র) আমাকে (শুনঃশেপকে) (অভিজ্ঞজনেরা) দিবাভাগে ও রাত্রিকালে বলেছেন। আমার হৃদয়স্থিত চেতনা সেই কথা বিশেষ ভাবে প্রকাশ করেছে। আবদ্ধ শুনঃশেপ যে বরুণকে আহ্বান করছে সেই রাজা তাকে মুক্ত করুন ॥১২॥

শুনঃশেপো হ্যহ্বদ্ গৃভীতস্ ত্রিশ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু[১] বদ্ধঃ।
অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্ বিদ্বাঁ অদব্ধো বি মুমোক্তু পাশান্॥১৩॥

(বন্ধনের জন্য) ধৃত এবং যূপের তিনটি পদে আবদ্ধ শুনঃশেপ যে হেতু অদিতিপুত্র কে আবাহন করেছিল (সে হেতু) সেই রাজা বরুণ এই (শুনঃশেপকে) বন্ধন মুক্ত করে দিন। (বরুণ) প্রজ্ঞাবান, অ-প্রবঞ্চিত, (তিনি) বন্ধনরজ্জু মোচন করে দিন ॥১৩॥

১. দ্রুপদ— যূপকাষ্ঠ।

অব তে হেলো বরুণ নমোভিরব যজ্ঞেভিরীমহে হবির্ভিঃ।
ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুর প্রচেতা রাজন্নেনাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি ॥১৪॥*

হে বরুণ! প্রণাম করে, যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে, হব্যপ্রদান করে তোমার ক্রোধ অপনয়ন করি। হে বিঘ্নবিনাশকারী, প্রজ্ঞাশীল, দীপ্তিমান বরুণ! আমাদের (রক্ষার) জন্য (এই কর্মকে) নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের কৃত অপরাধকে শিথিল কর ॥১৪॥

* সায়ণ— অসুর— বিঘ্ন বিনাশকারী। ঋগ্বেদে অসুর শব্দ 'দেবতা' অর্থে ব্যবহৃত, আবেস্তায়— 'আহুর'।

উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম॥১৫॥*

হে বরুণ! (আমার) উপরিভাগের (মস্তকে বদ্ধ) বন্ধন আমার থেকে উপরে (আকর্ষণ করে) শিথিল করে দাও। নিম্নের (পাদদেশে অবস্থিত) বন্ধন নীচে (আকর্ষণ করে মোচন করে দাও)। মধ্যভাগের (নাভিপ্রদেশে স্থিত) বন্ধন (বিযুক্ত করে দাও)। অতঃপর হে অদিতিপুত্র! আমরা তোমার কর্মে বিভাজন রহিত, পাপরহিত হয়ে থাকব ॥১৫॥

* এখানে বন্ধন— কৃত অপরাধের, পাপের বন্ধন। বরুণ ন্যায়ের দেবতা। তাই তাঁর কাছে পাপমোচনের প্রার্থনা।

(সূক্ত-২৫)

বরুণ দেবতা। অজীগর্ত্তেরপুত্র শুনঃশেপ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-২১।

যচ্চিদ্ধি তে বিশো যথা প্র দেব বরুণ ব্রতম্। মিনীমসি দ্যবিদ্যবি ॥১॥

হে বরুণ দেবতা! তোমার যা কিছু কর্ম বা বিধি, আমরা মানুষেরা দিনে দিনে ভ্রমবশতঃ বিনষ্ট করে থাকি ॥১॥

মা নো বধায় হত্নবে জিহীলানস্য রীরধঃ। মা হৃণানস্য মন্যবে ॥২॥

(হে বরুণ দেবতা!) অপ্রসন্ন হয়ে আমাদের বধ করার জন্য হননের বিষয়ীভূত করো না; ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার ক্রোধের প্রতি (সমর্পণ) করো না ॥২॥

বি মৃলীকায় তে মনো রথীরশ্বং ন সংদিতম্। গীর্ভির্বরুণ সীমহি ॥৩॥

হে বরুণ! রথী যেমন করে আবদ্ধ (ক্লান্ত) অশ্বকে (পরিতুষ্ট করে) (তেমন করে) অনুগ্রহ লাভ করার জন্য স্তুতির দ্বারা তোমার মনকে বিশেষ ভাবে প্রসন্ন করি অথবা বন্ধন করি ॥৩॥

পরা হি মে বিমন্যবঃ পতন্তি বস্যইষ্টয়ে। বয়ো ন বসতীরুপ ॥৪॥

আমার (শুনঃশেপের) বিগতক্রোধচিন্তা একাগ্রভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে সম্পদলাভের জন্য যেমন করে পাখী (যায়) তার আবাসের প্রতি ॥৪॥

কদা ক্ষত্রশ্রিয়ং নরমা বরুণং করামহে। মৃলীকায়োরুচক্ষসম্[১] ॥৫॥

কবে যোদ্ধাদের শক্তিবর্ধক, নেতৃস্বরূপ বহুদর্শী বরুণকে প্রসন্নতার জন্য এই খানে (যজ্ঞে) নিয়ে আসব? ॥৫॥

১. উরুচক্ষসম্— একসঙ্গে বহুজনকে দর্শন করেন যিনি— তাঁকে।

তদিৎ সমানমাশাতে বেনন্তা ন প্র যুচ্ছতঃ। ধৃতব্রতায় দাশুষে ॥৬॥

যারা (যজ্ঞরূপ) অনুষ্ঠানে রত হয়েছেন, (হব্য) দান করছেন সেই (যজমানের প্রতি) আনুকূল্য বশে (মিত্র ও বরুণ) সমান ভাবে এই হবি গ্রহণ করছেন। (তাঁরা) কদাপি প্রমাদ করেন না ॥৬॥

বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাম্‌। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥৭॥

যিনি অন্তরিক্ষলোকে বিচরণশীল পাখীদের পথ জানেন, যিনি (সমুদ্রে গমনকারী) জলযানের কথা জানেন সেই সমুদ্রে অবস্থিত বরুণ (বন্ধন মোচন করুন)॥৭॥

বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা য উপজায়তে ॥৮॥*

যিনি (পবিত্র) বিধি সকল ধারণ করেছেন এবং জায়মান প্রজাসম্পন্ন দ্বাদশ মাসের কথা জানেন, যা উৎপন্ন হয় (ত্রয়োদশ মাসের কথাও) জানেন ॥৮॥

* দ্বাদশ মাস এবং জায়মান প্রজা— বার মাস এবং তার থেকে জাত ফল-দিবস, পক্ষ। তার থেকে উৎপন্ন ত্রয়োদশ মাস অর্থাৎ অতিরিক্ত বা মলমাস।

বেদ বাতস্য বর্তনিমুরোর্ঋষ্বস্য বৃহতঃ। বেদা যে অধ্যাসতে ॥৯॥

(সেই বরুণ) বহুব্যাপী, সু-উচ্চ দর্শনীয় এবং অধিক শক্তিধর বায়ুর পথ জানেন। তিনি উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত (দেবগণকেও) জানেন ॥৯॥

নি ষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা। সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ॥১০॥

সেই সত্যধর্মা এবং শোভনকর্মা বরুণ তাঁর (অনুগত) জনগণের মধ্যে এসে উপবেশন করলেন সকল কর্ম পরিচালনা করার জন্য ॥১০॥

অতো বিশ্বান্যদ্ভুতা চিকিত্বাঁ অভি পশ্যতি। কৃতানি যা চ কর্ত্বা ॥১১॥

সেই কারণেই সেই প্রজ্ঞাবান সকল আশ্চর্য বিষয় যা সম্পন্ন হয়েছে বা হবে সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে পারেন ॥১১॥

স নো বিশ্বাহা সুক্রতুরাদিত্যঃ সুপথা করৎ। প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥১২॥

সেই অদিতিপুত্র (বরুণ) শোভনকর্ম প্রজ্ঞাযুক্ত। সকল দিনেই তিনি আমাদের জন্য সুখকর পথ (সম্পাদন) করুন। এবং আমাদের আয়ু বর্ধিত করুন ॥১২॥

বিভ্রদ্ দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্ণিজম্‌। পরি স্পশো নি ষেদিরে॥১৩॥

বরুণ স্বর্ণময় আবরণ দ্বারা নিজের পুষ্ট শরীরকে আবৃত করেন, সুবর্ণদ্যুতি চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হয় ॥১৩॥

ন যং দিপ্সন্তি দিপ্সবো ন দ্রুহ্বাণো জনানাম্‌। ন দেবমভিমাতয়ঃ ॥১৪॥

হিংসকেরা যাঁর প্রতি হিংসা করতে পারে না, মনুষ্যগণের বিরোধীরা (বিরোধ করতে পারে না), যে দেবতার প্রতি পাপীরা (বিদ্বেষ করতে পারে না) ॥১৪॥

উত যো মানুষেষ্বা যশশ্চক্রে অসাম্যা। অস্মাকমুদরেষ্বা ॥১৫॥

অতঃপর যিনি মানবগণের জন্য প্রচুর অন্ন অথবা যশ সর্বপ্রকারে আয়োজন করেন আমাদের শরীরের প্রতি (দান করেন) ॥১৫॥

পরা মে যন্তি ধীতয়ো গাবো ন গব্যূতীরনু। ইচ্ছন্তীরুরুচক্ষসম্[১] ॥১৬॥

গাভীগুলি যেমন করে গোষ্ঠের দিকে যায় তেমনি করে আমার মনোবৃত্তিসকল বাধারহিত হয়ে সেই বহুজনের দর্শনীয় (দেবতার) দিকে যাচ্ছে ॥১৬॥

১. উরুচক্ষম্‌— বিস্তৃতভাবে দর্শনকারী।

সং নু বোচাবহৈ পুনর্যতো মে মধ্বাভৃতম্‌। হোতেব ক্ষদসে প্রিয়ম্‌ ॥১৭॥

উভয়ে আমরা একত্রে অবশ্যই আবার প্রিয় বাক্যালাপ করব, যেহেতু আমার জন্য মধুময় হব্য (যজ্ঞকর্মে) প্রস্তুত হয়েছে। হোতার মত তুমিও প্রিয়হব্য গ্রহণ কর। ॥১৭॥

দর্শং নু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি ক্ষমি। এতা জুষত মে গিরঃ ॥১৮॥

সকলের দর্শনীয় বরুণকে আমি দর্শন করেছি, ভূমিতে (অবস্থিত) তাঁর রথ অধিক ভাবে দর্শন করেছি; আমার এই স্তবগুলি বরুণ উপভোগ করেছেন ॥১৮॥

ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃলয়। ত্বামবস্যুরা চকে ॥১৯॥

হে বরুণ! আমার এই আবাহন শ্রবণ কর। আজ আমাদের সুখদান কর। রক্ষা প্রার্থী হয়ে তোমাকে আহ্বান করছি ॥১৯॥

ত্বং বিশ্বস্য মেধির দিবশ্চ গ্মশ্চ রাজসি। স যামনি প্রতি শ্রুধি ॥২০॥

তুমি সমস্ত জগতের মধ্যে জ্ঞানী, দ্যুলোকে ও ভূলোকের মধ্যে দীপ্তিমান হয়ে থাক। সেই তুমি সুরক্ষার প্রার্থনা (শ্রবণ করে) প্রত্যুত্তর দাও ॥২০॥

উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত। অবাধমানি জীবসে ॥২১॥

আমাদের (শিরস্থিত) বন্ধন ঊর্ধ্বভাগে উন্মোচিত কর, মধ্যভাগের বন্ধন বিনাশ কর। যেন (আমরা) জীবন লাভ করি। আমাদের অপকৃষ্ট (পাদগত) বন্ধন ধ্বংস কর ॥২১॥

(সূক্ত-২৬)

অগ্নি দেবতা। অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

বসিষ্বা হি মিয়েধ্য বস্ত্রাণ্যূর্জাং[১] পতে। সেমং নো অধ্বরং যজ ॥১॥

সায়ণভাষ্য— হে যজ্ঞার্হ, তেজঃপুঞ্জের অধিপতি! আচ্ছাদক তেজোরাশিকে প্রজ্বলিত কর। সেই তুমি আমাদের এই যজ্ঞ সম্পাদন কর।

Jamison ও Griffith— হে যজ্ঞ ভাজন এবং অন্নের অধিপতি! তোমার বস্ত্র পরিধান কর, আমাদের এই যজ্ঞ সম্পাদন কর ॥১॥

১. উর্জাং— অন্ন, সমৃদ্ধি অথবা তেজ।

নি নো হোতা বরেণ্যঃ সদা যবিষ্ঠ মন্মভিঃ। অগ্নে দিবিত্মতা বচঃ ॥২॥

হে অগ্নি! তুমি আমাদের হোতা, তুমি সর্বদা এবং বরণীয়; নবীনতম তেজের সঙ্গে (যুক্ত)। স্বর্গ বিষয়ক দীপ্তিমান স্তুতিবাক্যের সঙ্গে উপবেশন কর ॥২॥

আ হি ষ্মা সূনবে পিতাপির্যজত্যাপয়ে। সখা সখ্যে বরেণ্যঃ ॥৩॥

বরণীয় পিতা (তুমি) পুত্র (আমাকে প্রার্থিত বিষয়) দান কর। যেমন করে বন্ধু সর্বতোভাবে বন্ধুকে দান করে, প্রিয়জন তার প্রিয়জনকে দেয় ॥৩॥

আ নো বর্হী রিশাদসো বরুণো মিত্রো অর্যমা[১]। সীদন্তু মনুষো যথা ॥৪॥

(হে অগ্নি) শত্রুবিনাশকারী বরুণ, মিত্র এবং অর্যমন! যেমন করে মনুর (যজ্ঞে আসন গ্রহণ করেছিলেন তেমন ভাবে) আমাদের কুশে উপবেশন করুন ॥৪॥

১. অর্যমা— আদিত্যগণের মধ্যে একজন— সূর্যেরই এক রূপ, বিশেষত গোধূলি লগ্নের রূপ।

পূর্ব্য হোতরস্য নো মন্দস্ব সখ্যস্য চ। ইমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ ॥৫॥

হে পূর্বেজাত হোতা, আমাদের এই (যজ্ঞে) এবং মৈত্রীতে তুমি প্রীত হও। আমাদের এই স্তুতিগান শ্রবণ কর ॥৫॥

যচ্চিদ্ধি শশ্বতা তনা দেবংদেবং যজামহে। ত্বে ইদ্ধূয়তে হবিঃ ॥৬॥

যদিও নিরন্তর ধারায় দেবতার পর দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয় তবুও সেই সমস্ত হবিঃ তোমারই প্রতি আহুতি দেওয়া হয় ॥৬॥

প্রিয়ো নো অস্তু বিশ্পতির্হোতা মন্দ্রো বরেণ্যঃ। প্রিয়াঃ স্বগ্নয়ো বয়ম্ ॥৭॥

হে প্রিয় প্রজাগণের পালনকর্তা বা গোষ্ঠীপতি! হোতৃস্বরূপ, আনন্দিত এবং আমাদের বরণীয়। আমরাও সেই শোভন অগ্নির সঙ্গে (সঙ্গত হয়ে) তোমার প্রিয়জন ॥৭॥

স্বগ্নয়ো হি বার্যং দেবাসো দধিরে চ নঃ। স্বগ্নয়ো মনামহে ॥৮॥

সায়ণভাষ্য— শোভন অগ্নির সঙ্গে মিলিত, দীপ্যমান (ঋত্বিকগণ) আমাদের গ্রহণযোগ্য হবিঃ যেহেতু ধারণ করে আছেন (সেহেতু) শোভন অগ্নি-সমন্বিত (তোমাকে) কামনা করি।

Jamison ও Griffith— যেহেতু দেবগণের সঙ্গে শোভন অগ্নি বর্তমান আছেন এবং আমাদের বরণীয় ধন দিয়েছেন (সেহেতু) শোভন...করি ॥৮॥

অথা ন উভয়েষামমৃত মর্ত্যানাম্। মিথঃ সন্তু প্রশস্তয়ঃ ॥৯॥

হে অমর! অনন্তর মরণশীল (মনুষ্যগণের) প্রশস্তি একইভাবে আমাদের উভয়ের পারস্পরিক প্রশস্তি হোক ॥৯॥

বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিভিরিমং যজ্ঞমিদং বচঃ। চনো ধাঃ সহসো যহো ॥১০॥*

হে বলের পুত্র অগ্নি! সকল (আহবনীয় প্রভৃতি) অগ্নির সঙ্গে মিলিত ভাবে এই আমাদের (অনুষ্ঠিত) যজ্ঞ, এই (গীত) স্তুতি (উপভোগ করে) আমাদের জন্য অন্ন বিধান কর ॥১০॥

* সহসঃ সূনুঃ— বলের পুত্র। অগ্নির বৈদিক অভিধা। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যেও প্রযুক্ত।

(সূক্ত-২৭)

অগ্নি দেবতা। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৩।

অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং[১] বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ। সম্রাজন্তমধ্বরাণাম্ ॥১॥

যজ্ঞসমূহের অধিরাজ অগ্নিকে, তোমাকে কেশরশোভিত অশ্বের ন্যায় (পরাক্রমী) কে স্তুতির মাধ্যমে বন্দনা করি ॥১॥

১. বারবন্তম্— সায়ণ বলেছেন— অশ্ব যেমন কেশর দিয়ে মক্ষিকা তাড়না করে তেমনি অগ্নি তাঁর শিখা দ্বারা শত্রু তাড়না করেন।
Jamison — অর্থ করেছেন যিনি বরণ যোগ্য ধন দান করেন।

স ঘা নঃ সূনুঃ শবসা পৃথুপ্রগামা সুশেবঃ। মীঢ়্বাঁ অস্মাকং বভূয়াৎ ॥২॥

সেই অগ্নি যিনি আমাদের অত্যন্ত সুখকর (হয়ে থাকেন)। (তিনি) বলের পুত্র, ব্যাপ্তিময় গমন কারী, এই (কাম্য বিষয়াদি) বর্ষণ করেন। তিনি যেন আমাদের পক্ষে থাকেন ॥২॥

স নো দূরাচ্চাসাচ্চ নি মর্ত্যাদঘায়োঃ। পাহি সদমিদ্ বিশ্বায়ুঃ ॥৩॥

তুমি জগতের জীবনের অধিপতি। সেই তুমি দূরে নিকটে (সর্বত্র) অনিষ্টকারী মানুষ থেকে আমাদের সর্বদা একান্তভাবে পালন কর ॥৩॥

ইমমূ ষু ত্বমস্মাকং সনিং[১] গায়ত্রং নব্যাংসম্। অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ ॥৪॥

হে অগ্নি! তুমি আমাদের (আয়োজিত) এই সম্মুখে (অনুষ্ঠীয়মান) হবিঃ প্রদান, বিজয়লাভ এবং নূতনতর গায়ত্রী (ছন্দের) স্তব (বিষয়ে) দেবতাদের বিজ্ঞাপিত কর ॥৪॥

১. সনি— হব্য প্রদান।

আ নো ভজ পরমেষ্বা বাজেষু মধ্যমেষু। শিক্ষা বস্বো অন্তমস্য ॥৫॥

উৎকৃষ্ট বা দেবলোকের অন্ন বা শক্তি যেন আমরা সর্বপ্রকারে প্রাপ্ত হই। মধ্যমপ্রকার অথবা অন্তরিক্ষলোকের অন্নও বা শক্তিও যেন প্রাপ্ত হই। নিকটতম অথবা ভূলোক হতে প্রাপ্ত রত্নসকল (আমাদের) দাও ॥৫॥

বিভক্তাসি চিত্রভানো সিন্ধোরূর্মা উপাক আ। সদ্যো দাশুষে ক্ষরসি ॥৬॥

হে বিচিত্র-রশ্মিবান! তুমি (সেবকের প্রতি) ধনপ্রাপ্তির কারণ হয়ে থাক অথবা অংশ বিভাগ করে থাক। নদীর নিকটে ঢেউ গুলির মত হবির্দানকারী (যজমানে)র প্রতি তৎক্ষণেই (তুমি) (ফলের) বর্ষণ কর ॥৬॥

যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্যমবা বাজেষু যং জুনাঃ। স যন্তা শশ্বতীরিষঃ ॥৭॥*

হে অগ্নি! যুদ্ধক্ষেত্রে যে মানুষকে তুমি রক্ষা কর, যে (পুরুষকে) যুদ্ধে প্রেরণ কর, চিরকাল অসীম শক্তির অধিকারী হয় ॥৭॥

* সায়ণ— ইষঃ— অন্ন সেক্ষেত্রে অর্থ হবে অন্নের অধিকার।

নকিরস্য সহন্ত্য পর্যেতা কয়স্য চিৎ। বাজো অস্তি শ্রবায্যঃ ॥৮॥

হে শত্রুদমনকারি! এই (ব্যক্তির) কোন আক্রমণকারী শত্রু নেই। কারণ (এই যজমানের) খ্যাতির যোগ্য শক্তি আছে ॥৮॥

স বাজং বিশ্বচর্ষণিরর্বদ্ভিরস্তু তরুতা। বিপ্রেভিরস্তু সনিতা ॥৯॥

সকল মনুষ্যের সঙ্গে বাসকারী সেই (অগ্নি) যেন অশ্বগুলির সাহায্যে যুদ্ধকালে ত্রাণকর্তা হয়ে থাকেন। কবিগণের সঙ্গে ফলদান করেন ॥৯॥

জরাবোধ[১] তদ্ বিবিড়ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়। স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্ ॥১০॥

সায়ণভাষ্য— স্তবের (মাধ্যমে তোমার মহিমা) উপলব্ধ হয়। তুমি প্রত্যেক মনুষ্যকে (অনুগ্রহ করার জন্য) সেই যজ্ঞে প্রবিষ্ট হও। (মানুষেরাও) ঘোররূপ এবং দর্শনীয় (তোমার) উদ্দেশ্যে স্তুতি করে।

Jamison ও Griffith— (যে তুমি) স্তুতির বিষয়ে জান, সে এই যজ্ঞে সহায়তা কর, রুদ্রের জন্য এই স্তব, (যে রুদ্র) প্রতি গৃহে যজ্ঞের ভাজন ॥১০॥

১. জরাবোধ— স্তুতির দ্বারা যাঁকে বোঝা যায় অথবা ঋষি যিনি স্তুতি জানেন।

স নো মহাঁ অনিমানো ধূমকেতুঃ পুরুশ্চন্দ্রঃ। ধিয়ে বাজায় হিন্বতু ॥১১॥

সেই অগ্নি সর্বগুণময়, অসীম, ধূম তাঁর পতাকাস্বরূপ, অত্যন্ত দ্যুতিসম্পন্ন; যেন আমাদের মেধার এবং অন্নের প্রতি প্রেরিত করেন ॥১১॥

স রেবাঁ ইব[১] বিশ্‌পতির্দৈব্যঃ কেতুঃ শৃণোতু নঃ। উক্থৈরগ্নির্বৃহদ্ভানুঃ ॥১২॥

সেই অগ্নি ধনীর মত আমাদের (কথা) স্তোত্র দ্বারা শ্রবণ করুন। তিনি প্রজার পালন কর্তা, দেবগণের কেতন (পতাকাচিহ্ন) স্বরূপ এবং অত্যন্ত দ্যুতিমান ॥১২॥

১. রেবান্ ইব— তুলনাটি এইরকম— যেমন রাজা স্তুতিপাঠকদের স্তুতিবাক্য শোনেন, সেইরকম আমাদের স্তোত্র শুনুন।

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো নমো যুবভ্যো নম আশিনেভ্যঃ।
যজাম দেবান্ যদি শক্নবাম মা জ্যায়সঃ শংসমা বৃক্ষি দেবাঃ ॥১৩॥

যাঁরা অধিক মহিমাময় (সেই দেবগণকে) প্রণাম, স্বল্পগুণসম্পন্নদের প্রণাম, যাঁরা তরুণতর যাঁরা বয়ঃজ্যেষ্ঠ সকল (দেবতাকে) প্রণাম, যদি সামর্থ্য থাকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করব; হে দেবগণ! এর অপেক্ষা অধিকতর গুণবান স্তোত্র যেন স্বীকার করো না ॥১৩॥

(সূক্ত-২৮)

ইন্দ্র প্রভৃতি দেব॥ অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। অনুষ্টুপ্ গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

যত্র গ্রাবা পৃথুবুধ্ন উর্ধ্বো ভবতি সোতবে। উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ ॥১॥

হে ইন্দ্র! যেখানে (রস) নিষ্পেষণ করার জন্য স্থূল ভিত্তিযুক্ত প্রস্তর খণ্ড উর্ধে (তুলে ধরা) হচ্ছে সেখানে উদূখল দ্বারা নিষ্পেষিত সোমরস সাগ্রহে পান কর ॥১॥

যত্র দ্বাবিব জঘনাধিষবণ্যা[১] কৃতা। উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ ॥২॥

হে ইন্দ্র! যেখানে অধিষবণের জন্য ব্যবহৃত দুটি প্রস্তরফলক দুই উরুদেশের মত (বিস্তারিত) করা হয় সেখানে উদূখল দ্বারা নিষ্পেষিত সোমরস সাগ্রহে পান কর ॥২॥

১. অধিষবণ— সোমলতা নিষ্পেষণ করে রস বার করার জন্য ক্রিয়া।

যত্র নার্যপচ্যবমুপচ্যবং চ শিক্ষতে। উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ ॥৩॥

যেখানে নারী (যজমান পত্নী) (যজ্ঞ) শালায় প্রবেশ ও নির্গমন অভ্যাস করে, হে ইন্দ্র! সেখানে উদূখল দ্বারা নিষ্পেষিত সোমরস সাগ্রহে পান কর।

অথবা নারী সম্মুখে ও পশ্চাতে আঘাত করা (পেষণ কার্য) শিক্ষা করে ॥৩॥

যত্র মন্থাং বিবধ্নতে রশ্মীন্ যমিতবা ইব। উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ ॥৪॥

যে (অশ্বের) প্রগ্রহের[১] মত নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মন্থনদণ্ডকে রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করা হয়, হে ইন্দ্র! সেখানে উদূখল দ্বারা নিষ্পেষিত সোমরস সাগ্রহে পান কর ॥৪॥

১. প্রগ্রহ— লাগাম।

যচ্চিদ্ধি ত্বং গৃহেগৃহ উলূখলক[১] যুজ্যসে। ইহ দ্যুমত্তমং বদ জয়তামিব দুন্দুভিঃ ॥৫॥

হে ক্ষুদ্র উদূখল! যদিও তোমাকে গৃহে গৃহে ব্যবহার করা হয় তবু এইখানে বিজয় দুন্দুভির মত উচ্চতম নিনাদ কর ॥৫॥

১. হে উলূখল!— এখানে অচেতন পদার্থের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে সম্বোধন করা হচ্ছে।

উত স্ম তে বনস্পতে বাতো বি বাত্যগ্রমিৎ। অথো ইন্দ্রায় পাতবে সুনু সোমমুলূখল ॥৬॥

হে বনস্পতি! (উদূখলকেই বৃক্ষ বলা হচ্ছে) তোমার অগ্রভাগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, অতএব হে উলূখল! ইন্দ্রের পানকরার জন্য সোমরস অভিষবন কর ॥৬॥

আযজী বাজসাতমা[১] তা হ্যুচ্চা বিজর্ভৃতঃ। হরী ইবান্ধাংসি বপ্সতা ॥৭॥

(যে উলূখল ও মুষল) সর্বত্র যজ্ঞ সম্পাদনে প্রভূত অন্ন (উৎপাদন করে) তারা অবশ্যই তীব্র শব্দের সঙ্গে বারংবার বিচরণ করুক (ব্যবহৃত হোক) যেমন করে ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় খাদ্য ভক্ষণ করে।

Jamison ও Griffith— শ্রেষ্ঠ শক্তিদায়ক (উলূখল ও মুষল) তোমরা যজ্ঞে প্রভূত অন্ন উৎপাদনকারী, তোমরা সোচ্চারে বারংবার (মুখ) বিস্তার কর যেমন দুই হরী অশ্ব খাদ্য ভক্ষণ করে ॥৭॥

১. বাজসাতম— সায়ণ মনে করেন অন্নপ্রদায়ক অর্থাৎ উলূখল মুষল যেহেতু সোমরস নিষ্কাশন করছে।

তা নো অদ্য বনস্পতী ঋষ্বাবৃষ্বেভিঃ সোতৃভিঃ। ইন্দ্রায় মধুমৎ সুতম্ ॥৮॥

আজ হে বৃক্ষদ্বয় (উলূখল ও মুষল)! তোমরা দর্শনযোগ্য (অন্যান্য) অভিষব উপকরণের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনীয় হয়ে ইন্দ্রের জন্য সুমিষ্ট সোমরস আমাদের দ্বারা অভিষুত কর ॥৮॥

উচ্ছিষ্টং চম্বোর্ভর সোমং পবিত্র আ সৃজ। নি ধেহি গোরধি ত্বচি ॥৯॥*

অভিষবের প্রস্তরফলক থেকে অবশিষ্ট সোম উঠিয়ে রাখ। অভিষুত সোমকে দশাপবিত্রে স্থাপন কর। (আবার) অবশিষ্ট সোম গোচর্মে স্থাপনা করে রাখ ॥৯॥

* চমূ— যার থেকে ভক্ষণ করা হয়। এখানে অভিষব ফলক।
দশাপবিত্র— সোমরস ছাঁকবার জন্য ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ড, যার দুই দিকে 'দশা'বা আঁচল থাকে।

(সূক্ত-২৯)

ইন্দ্র দেবতা। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। পংক্তি ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৭।

যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা অনাশস্তা ইব স্মসি।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোম্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥১॥

হে সোমপানকারী সত্যস্বরূপ ইন্দ্র! যদিও (আমরা) খ্যাতিহীন অথবা আশাহীন (তবু) হে বহুধনাধিপতি ইন্দ্র! সহস্রসংখ্যক শোভন গো, অশ্ব ইত্যাদি পশুর দ্বারা আমাদের সর্বত্র প্রশংসিত অথবা আশান্বিত কর ॥১॥

শিপ্রিন্ বাজানাং পতে শচীবস্তব দংসনা।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোম্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥২॥

হে শোভন হনূযুক্ত/সুনাসিকাযুক্ত (ইন্দ্র) অথবা শিরস্ত্রাণ ধারিন! (তুমি) অন্নের বা শক্তির অধিপতি! তোমার অনুগ্রহ (সর্বদা বর্তমান) তুমি বহুধনের অধিপতি ইন্দ্র। সহস্রসংখ্যক শোভন গো ও অশ্ব দান করে আমাদের সর্বত্র প্রশংসিত বা আশ্বস্ত কর ॥২॥

টীকা– শিপ্রিন্— নাসিকা, হনূ, চোয়াল (চিবুক)।
শিপ্রী— শব্দের অপর অর্থ শিরস্ত্রাণধারী যা যোদ্ধা ইন্দ্রের প্রতি প্রয়োগ করা সঙ্গত।

নি ষ্বাপয়া মিথূদৃশা সস্তামবুধ্যমানে।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোম্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥৩॥

সায়ণভাষ্য— পরস্পর সঙ্গত হয়ে যাদের দেখা যায় সেই (যমদূতী) দ্বয়কে গভীর নিদ্রাগত কর। জাগ্রত না হয়ে তারা যেন নিদ্রিত থাকে। হে বহুধনাধিপতি ইন্দ্র! সহস্র সংখ্যক শোভন গো ও অশ্ব দান করে আমাদের সর্বত্র আশ্বান্বিত কর।

Jamison ও Griffith— মিথূদৃশা অর্থ বলেছেন যারা পরস্পরকে মুখোমুখি দেখে ॥৩॥

সসন্তু ত্যা অরাতয়ো বোধন্তু শূর রাতয়ঃ।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোম্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥৪॥

শত্রুরা নিদ্রিত থাকুক। হে বীর ইন্দ্র! দানশীল (বন্ধুরা) জাগ্রত থাকুক। হে বহুধনাধিপতি ইন্দ্র! সহস্র সংখ্যক শোভন গো ও অশ্ব দ্বারা আমাদের সর্বত্র আশ্বান্বিত কর ॥৪॥

সমিন্দ্র গর্দভং মৃণ নুবন্তং পাপয়ামুয়া।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোম্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥৫॥

হে ইন্দ্র! এই নিন্দাবাক্য দ্বারা চীৎকার রত গর্দভ (তুল্য) কে সম্যক ভাবে বধ কর। হে বহুধনাধিপতি ইন্দ্র! সহস্র সংখ্যক শোভন গো ও অশ্ব দ্বারা আমাদের সর্বত্র আশান্বিত কর ॥৫॥

পতাতি কুণ্ডৃণাচ্যা দূরং বাতো বনাদধি।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোম্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥৬॥

(আমাদের) প্রতিকূল বায়ু কুটিল গতিতে অরণ্যের চেয়েও দূর প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হোক। হে বহুধনাধিপতি ইন্দ্র! সহস্র সংখ্যক শোভন গো ও অশ্ব দ্বারা আমাদের সর্বত্র আশ্বান্বিত কর ॥৬॥

সর্বং পরিক্রোশং জহি জম্ভয়া কৃকদাশ্বম্[১]।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোম্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥৭॥

আক্রোশকারীদের সকলকে বধ কর। হিংসুক শত্রুদের বিনাশ কর। হে বহুধনাধিপতি ইন্দ্র! সহস্র সংখ্যক শোভন গো ও অশ্ব দ্বারা আমাদের সর্বত্র আশ্বান্বিত কর ॥৭॥

১. কৃকদাশ্বম্—যে গোপনে হানি করে তাকে।

(সূক্ত-৩০)

ইন্দ্র দেবতা। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-২২।

আ ব ইন্দ্রং ক্রিবিং[১] যথা বাজয়ন্তঃ শতক্রতুম্। মংহিষ্ঠং সিঞ্চ ইন্দুভিঃ ॥১॥

যে ইন্দ্র শত কর্মের অনুষ্ঠাতা (শত শক্তির অধিকারী), প্রকৃষ্ট ভাবে সমৃদ্ধ তাঁকে আমরা অন্ন অথবা শক্তি প্রার্থী হয়ে সোমরস দ্বারা সিঞ্চন করি যেমন করে কূপকে জলপূর্ণ করা হয় ॥১॥

১. ক্রিবি— কূপ

শতং বা যঃ শুচীনাং সহস্রং বা সমাশিরাম্[১]। এদু নিম্নং ন রীয়তে ॥২॥

যিনি (ইন্দ্র) পবিত্র ও সম্যক আশির বা দুগ্ধ (পাকযোগ্য) মিশ্রিত সোমরসের শতসংখ্যক সহস্রসংখ্যক ধারার প্রতি আগমন করেন যেমন (জলধারা) নিম্নস্থানকে প্রাপ্ত হয় ॥২॥

১. আশির— শ্রপণ দ্রব্য - সোমরসে যা মিশ্রিত করা হয় দুগ্ধ, দধি ইত্যাদি।

সং যন্মদায় শুষ্মিণ এনা হ্যস্যোদরে। সমুদ্রো ন ব্যচো দধে ॥৩॥

যে (সোম রস) পরাক্রান্ত (ইন্দ্রের) আনন্দের জন্য সমুদ্রের ন্যায় এই ভাবে তাঁর উদরে পরিব্যাপ্ত হয় ॥৩॥

অযমু তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিম্[১]। বচস্তচ্চিন্ন ওহসে ॥৪॥

এই (সোম রস) তোমার। তুমি নিকটে গমন কর, যেমন কপোত (পক্ষী) গর্ভধারণক্ষমা (সঙ্গিনী)র প্রতি। সেই কারণে (আমাদের) স্তুতিকে জ্ঞাত হও ॥৪॥

১. গর্ভধি—Jamison অনুবাদ করেছেন— নীড়।

স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্য তে। বিভূতিরস্তু সূনৃতা ॥৫॥

(হে) বিক্রান্ত, ধনাধিপতি (ইন্দ্র)! প্রশস্তি দ্বারা স্তুত, যে তোমার স্তুতি করে (সে) যেন সমৃদ্ধি ও আনন্দ লাভ করে। অথবা তার যেন সত্য রূপা প্রিয় সমৃদ্ধি লাভ হয় ॥৫॥

উর্ধ্বস্তিষ্ঠা ন উতয়ে ঽস্মিন্ বাজে শতক্রতো। সমন্যেষু ব্রবাবহৈ ॥৬॥

হে শত কর্মের অনুষ্ঠাতা! এই সংগ্রামে আমাদের রক্ষা-কার্যে সমুদ্যত হও, অন্য কার্যেও আমরা একত্রে বিবেচনা করব। ॥৬॥

যোগেযোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥৭॥

প্রত্যেক (কর্ম) প্রয়োজনে, প্রতি সংকটে সখা-তুল্য আমরা সেই শ্রেষ্ঠবলশালী ইন্দ্রকে রক্ষা করার জন্য আহ্বান করি। ॥৭॥

আ ঘা গমদ্যদি শ্রবৎ সহস্রিণীভিরূতিভিঃ। বাজেভিরুপ নো হবম্ ॥৮॥

যদি (এই ইন্দ্র) আমাদের আবাহন শ্রবণ করেন তবে অবশ্যই সহস্র (প্রকার) সহায়তা এবং বল বর্ধক (উপহার) সহ তিনি আমাদের অভিমুখে আসবেন। ॥৮॥

অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবিপ্রতিং[১] নরম্। যং তে পূর্বং পিতা হুবে ॥৯॥

সেই প্রাচীন বাসভূমির নেতা, বহু (জনের) প্রতি (গমনশীল) কে ক্রমানুসারে আহ্বান করি, যে তোমাকে পূর্বকালে পিতৃপুরুষ আহ্বান করেছিলেন। ॥৯॥

১. তুবিপ্রতি— পাশ্চাত্য মতে এর অর্থ যাঁকে প্রতিরোধ করা কঠিন।

তং ত্বা বয়ং বিশ্ববারা শাস্মহে পুরুহূত। সখে বসো জরিতৃভ্যঃ ॥১০॥

হে সখা, সর্বজনের বরেণ্য, ধনবান বা নিবাসহেতু, বারংবার আহূত তোমার নিকট আমরা প্রার্থনা করি স্তোতৃগণের জন্য। ॥১০॥

অস্মাকং শিপ্রিণীনাং সোমপাঃ সোমপাব্নাম্। সখে বজ্রিন্ৎসখীনাম্ ॥১১॥

হে সোমপানকারি, বজ্রধারি (দেবতা)! তুমি সোমপানকারী এবং দীর্ঘহনূ বা নাসিকাধারী আমাদের প্রিয়বন্ধুগণের নিকট মিত্র স্বরূপ। অথবা বা তুমি সোমপানকারী আমাদের মিত্রজনের জন্য দীর্ঘহনু বা নাসিকাযুক্ত (গো-সমূহ প্রদান কর), তুমি মিত্র স্বরূপ। ॥১১॥

তথা তদস্তু সোমপাঃ সখে বজ্রিন্ তথা কৃণু। যথা ত উশ্মসীষ্টয়ে ॥১২॥

হে সোমপানকারি! সেই রূপই হোক। হে সখা, বজ্রধারি! আমরা যেমন কামনা করি সেই প্রার্থনাকে পূর্ণ করার জন্য কার্য কর। ॥১২॥

রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ। ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম ॥১৩॥

ইন্দ্রের সঙ্গে যুগপৎ আমরা প্রভূত আনন্দে যেন ধন লাভ করি, প্রভূত শক্তি লাভ করি, যার দ্বারা অন্নের প্রাচুর্যে আমরা আনন্দিত হতে পারব ॥১৩॥

আ ঘ ত্বাবান্ ত্মনাপ্তঃ স্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবিয়ানঃ। ঋণোরক্ষং ন চক্রয়োঃ॥১৪॥

হে দুর্ধর্ষ! তোমার মতো স্তুতিকারীদের প্রার্থনা অনুসারে অনুগ্রহবশে তাদের দ্বারা প্রাপ্ত তুমি অবশ্যই (অভীষ্ট) দান কর যেমন চক্রদ্বয় অক্ষকে আবর্তিত করে (তেমন করে)। ॥১৪॥

আ যদ্ দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৃণাম্। ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ ॥১৫॥

হে শত কর্মের অনুষ্ঠাতা বা শতক্রতু! স্তোতৃগণের ধনের জন্য প্রার্থনা অনুসারে তাদের আনুকূল্য হেতু, আনন্দ দেবার জন্য যেন তোমার শক্তি অনুসারে অক্ষকে আবর্তিত করাও। ॥১৫॥

শশ্বদিন্দ্রঃ পোপ্রুথদ্ভির্জিগায় নানদদ্ভিঃ শাশ্বসদ্ভির্ধনানি।
স নো হিরণ্যরথং দংসনাবান্ ৎস নঃ সনিতা সনয়ে স নোঽদাৎ ॥১৬॥

সায়ণ ও Griffith— ইন্দ্র তাঁর অশ্বগুলির সাহায্যে সর্বদা প্রভূত ধন জয় করেছেন, যে অশ্বগুলি (ভোজনের পরিতৃপ্তিতে) শব্দ করে, হ্রেষা রব করে ও উচ্চ রবে নিঃশ্বাস ফেলে; সেই অদ্ভুত কর্মের অনুষ্ঠাতা ইন্দ্র আমাদের নিকট হতে সুবর্ণময় রথ প্রাপ্ত হয়েছেন, এখন আমরাও যেন তা প্রাপ্ত হই।

Jamison- অদ্ভুত কর্মা ইন্দ্র আমাদের সুবর্ণময় রথ (দিয়েছেন)- বিজয়ী তিনি আমাদের জন্য জয় করে দান করেছেন ॥১৬॥

আশ্বিনাবশ্বাবত্যেষা যাতং শবীরয়া। গোমদ্ দস্রা হিরণ্যবৎ ॥১৭॥

হে অশ্বিদ্বয়! প্রবল বলের অধিকারী, অশ্বের দ্বারা ও অন্নের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে এখানে এস। তোমরা গাভীর ও (প্রচুর) স্বর্ণের অধিপতি এবং মহৎ কর্মের অনুষ্ঠাতা। ॥১৭॥

সমানযোজনো হি বাং রথো দস্রাবমর্ত্যঃ। সমুদ্রে অশ্বিনেয়তে ॥১৮॥

হে অমর অশ্বিদ্বয়! তোমাদের উভয়ের রথ একই সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে, তোমরা অদ্ভুত কর্মা সমুদ্রে সঞ্চরণ করে থাক। (সমুদ্র – বায়ুস্তর) ॥১৮॥

ন্যঘ্ন্যস্য মূর্ধনি চক্রং রথস্য যেমথুঃ। পরি দ্যামন্যদীয়তে ॥১৯॥

তোমরা রথের এক চক্রকে বৃষের (সূর্যের) শিরো দেশে (অথবা অবিনাশী পর্বত শীর্ষে) স্থাপন করেছ। অন্য চক্রটি আকাশের পরিমণ্ডলে ভ্রমণ করে ॥১৯॥

কস্ত উষঃ কধপ্রিয়ে ভুজে মর্তো অমর্ত্যে। কং নক্ষসে বিভাবরি ॥২০॥

হে স্তুতিপ্রিয়া অমৃতময়ী উষা! কোন্ মরণশীল মানুষ তোমার উপভোগের (যোগ্য)? তুমি কোথায় প্রণয় কর? হে দীপ্তিময়ী তুমি কার নিকট যাও? ॥২০॥

বয়ং হি তে অমন্মহ্যান্তাদা পরাকাৎ। অশ্বে ন চিত্রে অরুষি ॥২১॥

হে অশ্বীর ন্যায় (ব্যাপনশীলা), বিচিত্র প্রভাময়ী উষা! নিকটে অথবা দূরে তোমার স্বরূপ আমরা চিন্তা করে থাকি ॥২১॥

ত্বং ত্যেভিরা গহি বাজেভির্দুহিতর্দিবঃ। অস্মে রয়িং নি ধারয় ॥২২॥

হে আকাশের কন্যা তুমি তোমার বলপ্রদায়ক (দানের) সঙ্গে আগমন কর, আমাদের ধন প্রদান কর ॥২২॥

অনুবাক-৭

(সূক্ত-৩১)

অগ্নি দেবতা।অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৮।

ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষির্দেবো দেবানামভবঃ শিবঃ সখা।
তব ব্রতে কবয়ো বিদ্মনাপসো ঽজায়ন্ত মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ॥১॥

হে অগ্নি! তুমিই আদিতম অঙ্গিরাখ্য (ঋষি), দেবতা, দেবগণের কল্যাণকর মিত্র। তোমার পবিত্র বিধানে ক্রান্তদর্শী ও কর্মজ্ঞ মরুৎগণ দ্যুতিমান অস্ত্র সহ জন্ম নিয়েছিলেন। ॥১॥

ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরস্তমঃ কবির্দেবানাং পরি ভূষসি ব্রতম্।
বিভুর্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় মেধিরো দ্বিমাতা শয়ুঃ কতিধা চিদায়বে ॥২॥

হে অগ্নি! তুমিই আদিতম অঙ্গিরশ্রেষ্ঠ, (অপর) দেবগণের পবিত্র কর্মকে ঋষিরূপে সর্বত্র অলংকৃত কর। তুমি উভয় মাতার (অরণিদ্বয়) থেকে জাত, জ্ঞানবান, সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত এবং প্রাণিগণের জন্য (হিতার্থে) বিবিধ স্থানে শায়িত। ॥২॥

ত্বমগ্নে প্রথমো মাতরিশ্বন আবির্ভব সুক্রতূয়া বিবস্বতে।
অরেজেতাং রোদসী হোতৃবূর্যে ঽসঘ্নোর্ভারমযজো মহো বসো ॥৩॥

হে অগ্নি, তোমার মহৎ আন্তরিক ইচ্ছার দ্বারা তুমি সর্বপ্রথম মাতরিশ্বন বা বায়ুর নিকট এবং বিবস্বান্ (সূর্যের) নিকট আবির্ভূত হয়েছিলে। হে বসু (বসবাসের কারণরূপ অগ্নি)! যে ভার তুমি বহন করেছিলে, মহান দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করেছিলে (তোমার সেই শক্তিতে) দ্যুলোক ভূলোক হোতৃবরণের জন্য প্রকম্পিত হয়েছিল। ॥৩॥

ত্বমগ্নে মনবে দ্যামবাশয়ঃ পুরূরবসে সুকৃতে সুকৃত্তরঃ।
শ্বাত্রেণ যৎ পিত্রোর্মুচ্যসে পর্যা ত্বা পূর্বমনয়ন্নাপরং[১] পুনঃ ॥৪॥

হে অগ্নি! তুমি মনুকে (অনুগ্রহ করে) স্বর্গলোককে প্রকট করেছিলে, এবং শোভন পরিচর্যাকারী (রাজা) পুরূরবাকে অধিক শোভন ফলকার্যপ্রদ হয়েছিলে। অথবা তুমি শুদ্ধ স্বভাব পুরূরবার জন্য শুদ্ধতর। যখন পিতৃদ্বয়ের (অরণিদ্বয়ের) নিকট হতে ক্ষিপ্রভাবে মুক্ত হও তখন তাঁরা (ঋত্বিকগণ) প্রথমে তোমাকে পূর্বদিকে নিয়ে যান, পরে পশ্চিম দিকে আনয়ন করেন ॥৪॥

১. প্রথমে আহবনীয় অগ্নি ও পরে গার্হপত্য অগ্নি প্রজ্বলিত হয়।

ত্বমগ্নে বৃষভঃ পুষ্টিবর্ধন উদ্যতস্রুচে ভবসি শ্রবায্যঃ।
য আহুতিং পরি বেদা বষট্‌কৃতিমেকায়ুরগ্রে বিশ আবিবাসসি ॥৫॥

হে অগ্নি! তুমি (সেই) কামনার পূরয়িতা, যে আমাদের সঞ্চয়কে বর্ধিত করে, (সমৃদ্ধি-বর্ধক), উদ্যতস্রুক ঋত্বিক তোমাকে আবাহন করেন, (তুমি মন্ত্রসমূহের দ্বারা) শ্রবণীয়। বষটকার[১] সহ আহুতি মন্ত্র সম্যক জ্ঞাত হয়ে হে অগ্নি! তুমি সকল প্রাণীকে একত্রিত করে প্রথমে আমাদের প্রজাদের উদ্ভাসিত কর ॥৫॥

১. হবিঃ দান কালে আগে আহুতি মন্ত্র, শেষে বষট্ মন্ত্র উচ্চারিত হয়। যেমন— ইন্দ্রায় বষট্।
সায়ণ বলেছেন— একায়ুঃ— মুখ্যান্নঃ
স্রুক্— যজ্ঞীয় পাত্রবিঃ আহুতি প্রদানে ব্যবহৃত।

ত্বমগ্নে বৃজিনবর্তনিং নরং সক্মন্ পিপর্ষি বিদথে বিচর্ষণে।
যঃ শূরসাতা পরিতক্ম্যে ধনে দভ্রেভিশ্চিৎ সমৃতা হংসি ভূয়সঃ ॥৬॥

হে দূরদ্রষ্টা বা পরমজ্ঞানী অগ্নি! বিপথে বিচরণকারী পুরুষকে ও তুমি সমবেত প্রচেষ্টার উপযুক্ত (সৎ) কর্মক্ষেত্রে রক্ষা কর। যে (তুমি) আকাঙ্ক্ষিত সম্পদের জন্য বীরগণের দ্বন্দ্বে অল্পসংখ্যক পুরুষের দ্বারাও বহু শত্রুকে হনন কর। ॥৬॥

ত্বং তমগ্নে অমৃতত্ব উত্তমে মর্তং দধাসি শ্রবসে দিবেদিবে।
যস্তাতৃষাণ উভয়ায় জন্মনে ময়ঃ কৃণোষি প্রয়ঃ আ চ সূরয়ে ॥৭॥*

অগ্নি তুমি যশের জন্য প্রতিদিন মরণশীল মানুষকে শ্রেষ্ঠ অমরত্বে উন্নীত কর। যে (যজমান) (অথবা স্বয়ং অগ্নি) উভয় জাতির জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে সেই (যজমানকে) সুখ দান কর, প্রভূত অন্নদান কর। ॥৭॥

* সায়ণ মতে— উভয় জাতি— দ্বিপদ ও চতুষ্পদ অর্থাৎ মানুষ এবং পশু উভয়ের আধিপত্য।
Jamison ও Griffith— পাশ্চাত্য মতে কিন্তু উভয় জাতি বলতে দেবতা ও মানুষ এই দুই জাতিকে বোঝান হয়েছে।

ত্বং নো অগ্নে সনয়ে ধনানাং যশসং কারুং কৃণুহি স্তবানঃ।
ঋধ্যাম কর্মাপসা নবেন দেবৈর্দ্যাবাপৃথিবী প্রাবতং নঃ ॥৮॥

হে অগ্নি! প্রভূত স্তুতিযুক্ত তুমি, আমাদের ধনদান করার জন্য প্রার্থনাকারীকে খ্যাতিমান কর; নূতন কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা অথবা (তোমার প্রদত্ত পুত্র দ্বারা) যজ্ঞকে সমৃদ্ধ করব। হে দ্যৌ ও পৃথিবী, অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে আমাদের প্রকৃষ্টভাবে রক্ষা কর। ॥৮॥

ত্বং নো অগ্নে পিত্রোরুপস্থ আ দেবো দেবেষ্বনবদ্য জাগৃবিঃ।
তনূকৃদ্ বোধি প্রমতিশ্চ কারবে ত্বং কল্যাণ বসু বিশ্বমোপিষে ॥৯॥

হে অনিন্দ্য অগ্নি! তুমি মাতৃপিতৃ ক্রোড়ে (দ্যৌ ও পৃথিবীর নিকটবর্তী স্থানে) বর্তমান, দেবগণের মধ্যে অন্যতম দেবতা, আমাদের মঙ্গলের জন্য জাগ্রত থেকো। তুমি দেহ সৃষ্টি কর, তুমি কর্মানুষ্ঠাতার (যজমানের) প্রতি অনুগ্রহ (পিতার মত) বিধান (কর)। হে কল্যাণময়! তুমি সর্বপ্রকার সম্পদ (তার জন্য) বপন কর। ॥৯॥

ত্বমগ্নে প্রমতিস্ত্বং[1] পিতাসি নস্ ত্বং বয়স্কৃৎ তব জাময়ো বয়ম্।
সং ত্বা রায়ঃ শতিনঃ সং সহস্রিণঃ সুবীরং যন্তি ব্রতপামদাভ্য ॥১০॥

হে অগ্নি! তুমি উৎকৃষ্ট ধীমান্। আমাদের পিতা বা পালক। তুমি জীবনের উৎস, আমরা তোমার আত্মজন। তুমি শোভন বীরগণের দ্বারা সমৃদ্ধ এবং ব্রতের (শোভন কর্মের) ধারয়িতা, শত সংখ্যক সহস্র সংখ্যক সম্পদ তোমাতে সম্মিলিত হয়, হে নিঃশত্রু অগ্নি! ॥১০॥

১. প্রমতি— (পিতার ন্যায়) সাদর বিধান দাতা— Jamison

ত্বামগ্নে প্রথমমায়ুমায়বে দেবা অকৃণ্বন্ নহুষস্য বিশ্পতিম্।
ইলামকৃণ্বন্ মনুষস্য শাসনীং পিতুর্যৎ পুত্রো মমকস্য জায়তে ॥১১॥*

সায়ণভাষ্য— হে অগ্নি পূর্বকালে দেবগণ তোমাকে মানব রাজা নহুষের মনুষ্যরূপী সেনাপতি করেছিলেন। মনুর পুত্রী ইলাকে ধর্মানুশাসনের কর্ত্রী করেছিলেন যখন অস্মৎসম্বন্ধিত (হিরণ্যস্তূপের সঙ্গে সম্পর্কিত) পিতার পুত্র জাত হয়েছিলেন। (অর্থাৎ— অঙ্গিরার পুত্র জাত হয়েছিলেন) (তখন)।

Griffith ও Jamison মনে করেন— হে অগ্নি! দেবগণ তোমাকে জীবিত মানুষদের জন্য প্রথম জীবিত রূপে, রাজা নহুষের গোষ্ঠীপতিরূপে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা মানবজাতির অনুশাসন কর্ত্রী রূপে সৃষ্টি করেছিলেন ইলাকে এবং আমার মত মানুষের (যজমান), পিতার থেকে পুত্র (অগ্নি) জাত হয়েছিলেন ॥১১॥

* হিরণ্যস্তূপ— এই সূক্তের ঋষি, অঙ্গিরস বংশজাত, তিনি প্রথম যজ্ঞীয় অগ্নি এবং যজ্ঞবিধির নির্দেশদাতাদের অন্যতম রূপে পরিচিত। তাই তাঁকে অগ্নির জন্মদাতা বলা হয়।

ত্বং নো অগ্নে তব দেব পায়ুভির্মঘোনো রক্ষ তন্বশ্চ বন্দ্য।
ত্রাতা তোকস্য তনয়ে গবামস্যনিমেষং রক্ষমাণস্তব ব্রতে ॥১২॥

হে স্তুতিযোগ্য অগ্নি! দেবতা, তোমার পোষণের মাধ্যমে সম্পদশালী আমাদের এবং যজমানগণের দেহ সকল রক্ষা কর। তুমি আমাদের পুত্র এবং তৎপুত্রগণের গাভীগুলিরও রক্ষাকর্তা, নিরন্তর ভাবে তোমার কর্মের দ্বারা রক্ষা করছ। ॥১২॥

ত্বমগ্নে যজ্যবে পায়ুরন্তরো ঽনিষঙ্গায় চতুরক্ষ ইধ্যসে।
যো রাতহব্যো ঽবৃকায় ধায়সে কীরেশ্চিন্ মন্ত্রং মনসা বনোষি তম্ ॥১৩॥

হে অগ্নি! তুমি যজমানের সমীপবর্তী রক্ষাকর্তা; আরক্ষাহীনের জন্য তোমার চারটি চক্ষু প্রদীপ্ত হয়ে আছে, (চতুর্দিকে জ্বলছে)। হিংসারহিত এবং পালন কর্তা (তোমার জন্য) যে (যজমান) হবিঃ প্রদান করে এবং স্তোত্র পাঠ করে সেই মন্ত্র তুমি নিজ চিত্তে গ্রহণ কর। অথবা দয়াবান তুমি দুর্বলের স্তোত্রও গ্রহণ কর যখন সে সুরক্ষার জন্য হবিঃ প্রদান করে ॥১৩॥

ত্বমগ্ন উরুশংসায় বাঘতে স্পার্হং যদ্ রেক্ণঃ পরমং বনোষি তৎ।
আধ্রস্য চিৎ প্রমতিরুচ্যসে পিতা প্র পাকং শাস্সি প্র দিশো বিদুষ্টরঃ ॥১৪॥

হে অগ্নি! তুমি বহুভাবে সোচ্চারে প্রশস্তিকারী ঋত্বিকের জন্য উত্তম এবং আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ ইচ্ছা কর। সেই তোমাকেই (সকলে) দুর্বল যজমানের জ্ঞানিতম পিতা বলে থাকে। মহাজ্ঞানী তুমি শিশুর মত (অনভিজ্ঞ) যজমানকে প্রকৃষ্টভাবে শিক্ষা দাও, দিক নির্দেশ দাও ॥১৪॥

ত্বমগ্নে প্রযতদক্ষিণং নরং বর্মেব স্যূতং পরি পাসি বিশ্বতঃ।
স্বাদুক্ষদ্মা যো বসতৌ স্যোনকৃজ্ জীবযাজং যজতে সোপমা দিবঃ॥১৫॥*

হে অগ্নি! (ঋত্বিকগণকে) প্রকৃষ্ট দক্ষিণা প্রদানকারী পুরুষকে (যজমানকে) তুমি (নিশ্ছিদ্র) বর্মের মত সর্বদিকে সম্যক রক্ষা কর। যে যজমান, সুস্বাদু অন্নের দ্বারা স্বগৃহে সুখ সম্পাদন করেন (অতিথিদের), জীবের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তিনি স্বর্গলোকের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ॥১৫॥

* Griffith মনে করেছেন— মানুষকে খাদ্য ও পরিচর্যার কথা বলায় এখানে মনুর নির্দিষ্ট নৃযজ্ঞের তুলনা করা যায়।

ইমামগ্নে শরণিং[1] মীমৃষো ন ইমমধ্বানং যমগাম দূরাৎ।
আপিঃ পিতা প্রমতিঃ সোম্যানাং ভৃমিরস্যৃষিকৃন্ মর্ত্যানাম্ ॥১৬॥

হে অগ্নি! ক্ষমা কর আমাদের এই কৃত অপরাধ, আমরা যে দূরদেশে এই পথে গমন করেছি। সোম (অনুষ্ঠাতৃ) মনুষ্যগণের নিকট তুমি সহজ প্রাপ্য, পালন কর্তা, শ্রেষ্ঠ চিন্তার অধিকারী, কর্মের অনুষ্ঠাতা এবং (মনুষ্যগণের) প্রেরণাদায়ক বা দর্শনকারী ॥১৬॥

১. শরণি— ব্রতভঙ্গ রূপ অপরাধ।

মনুষ্বদগ্নে অঙ্গিরস্বদঙ্গিরো [১]যযাতিবৎ সদনে পূর্ববচ্ছুচে।
অচ্ছ যাহ্যা বহা দৈব্যং জনমা সাদয় বর্হিষি যক্ষি চ প্রিয়ম্ ॥১৭॥

হে পবিত্র অঙ্গিরস! অগ্নি! অনুকূল হয়ে (যজ্ঞ) গৃহে আগমন কর। যেমন করে মনুঃ অনুষ্ঠান স্থলে গমন করেন, যেমন করেন অঙ্গিরস, যযাতি এবং অপর পূর্বজগণ। দেবগণকে আনয়ন কর। অথবা প্রিয় (দেবতাদের) যজনা কর। বিস্তৃত কুশে উপবেশন করাও এবং প্রিয় (হবিঃ তাঁদের) দাও ॥১৭॥

১. যযাতি— নহুষের পুত্রগণের একজন।

এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব শক্তী বা যৎ তে চকৃমা বিদা বা।
উত প্র ণেষ্যভি বস্যো অস্মান্ ৎসং নঃ সৃজ সুমত্যা বাজবত্যা ॥১৮॥

হে অগ্নি! এই আমাদের ব্রহ্ম (স্তোত্র) দ্বারা তুমি বর্ধিত হও। আমাদের সামর্থ্য দ্বারা,জ্ঞানের দ্বারা আমরা তোমার যে স্তোত্র করেছি (তার দ্বারা বর্ধিত হও)। এবং আমাদের সমৃদ্ধি প্রকৃষ্টভাবে বৃদ্ধি করাও। আমাদের তোমার বল প্রদায়িনী শোভন মতির সঙ্গে সংযুক্ত কর ॥১৮॥

(সূক্ত-৩২)

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৫।

ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্বতানাম্ ॥১॥

আমি ইন্দ্রের পরাক্রমব্যঞ্জক কার্য সকল বর্ণনা করব। বজ্রধারী (ইন্দ্র) প্রথম যা যা করেছিলেন– অহিকে (মেঘকে) নিধন করেছিলেন, তার পরে জলরাশিকে (ভূমিতে) নিক্ষেপ করেছিলেন এবং পর্বতসমূহের প্রবাহ গুলির (গতিপথকে) ভেদ করেছিলেন ॥১॥

অহন্নহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অঞ্জঃ সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ ॥২॥

পর্বতে শয়ান অহিকে নিধন করেছিলেন, তাঁর জন্য শব্দনীয় (স্তুতিযোগ্য) বা সূর্যের মত বজ্র ত্বষ্টা (বিশ্বকর্মা) নির্মাণ করেছিলেন। রেভণরত গাভী সমূহের মত স্খলিত জলধারা দ্রুত সমুদ্রের প্রতি নিম্নমুখে ধাবন করেছিল ॥২॥

বৃষায়মাণো ঽবৃণীত সোমং [১]ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ সুতস্য।
আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাম্ ॥৩॥

বৃষের মত আচরণকারী (ইন্দ্র) সোমকে নির্বাচন করেছিলেন এবং তিনটি পবিত্র পাত্র থেকে সোমরস পান করেছিলেন। মঘবন্ (ইন্দ্র=ধনবান্) অস্ত্ররূপে বজ্রকে ধারণ করলেন এবং (তার দ্বারা) সর্পকুলের প্রথম জাতক হনন করলেন ॥৩॥

১. ত্রিকদ্রুকাঃ— জ্যোতিঃ, গৌঃ, আয়ুঃ এই তিন প্রকার যাগ—সায়ণভাষ্য, অভিপ্লবষড়হের প্রথম তিনদিন।

যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ।
আৎ সূর্যং জনয়ন্ দ্যামুষাসং তাদীত্না শত্রুং ন কিলা বিবিৎসে ॥৪॥

যখন ইন্দ্র সর্পগণের মধ্যে প্রথমজাতকে (মেঘকে) তুমি হনন করলে অতঃপর মায়াধর (অসুর) দের মায়াজাল সুষ্ঠুভাবে নাশ করলে, তখন, সূর্যকে উষাকে এবং আকাশকে উৎপন্ন (প্রকাশিত) করে তুমি অবশ্যই আর কোন শত্রুকে পেলে না ॥৪॥

অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।
স্কন্ধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাঽহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ ॥৫॥*

ইন্দ্র ভয়ঙ্কর বধ সাধক বজ্রের দ্বারা অত্যন্ত ঘোর আবরণকারী বৃত্রকে ছিন্ন বাহু করে হত্যা করেছিলেন। যেন কুঠার দ্বারা খণ্ডিত বৃক্ষ-স্কন্ধ সেইভাবে ভূমিতলে অহি/বৃত্র শায়িত হয়ে ছিল ॥৫॥

* Griffith— বৃত্রতর— বৃত্রগণের মধ্যে যে অপকৃষ্ট তাকে।

অযোদ্ধেব দুর্মদ আ হি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষম্।
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সং রুজানাঃ পিপিষ ইন্দ্রশত্রুঃ ॥৬॥

দর্পিত বৃত্র যোদ্ধার মত ব্যবহার না করে অথবা যেন প্রতিপক্ষ যোদ্ধা নেই এমন ভাবে ইন্দ্রকে স্পর্দ্ধায় আহ্বান করেছিল, যে ইন্দ্র মহাবীর, দুর্বার এবং শত্রুগণের বিনাশক। এই (ইন্দ্রের) অস্ত্রসমূহের যুগপৎ (আঘাত) উত্তীর্ণ না হয়ে এবং সেই ইন্দ্রের শত্রু (পতিত অবস্থায়) নদী সমূহকে পিষ্ট করল। অথবা ইন্দ্রের সেই শত্রু পতন কালে ছত্রভঙ্গ দুর্গগুলিকে পিষ্ট করল ॥৬॥

অপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রমাস্য বজ্রমধি সানৌ জঘান।
বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বুভূষন্ পুরুত্রা বৃত্রো অশয়দ্ ব্যস্তঃ ॥৭॥

হস্তপদহীন (বৃত্র) ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ইচ্ছা করল। (ইন্দ্র) তার স্কন্ধদেশের উপরে বজ্রনিক্ষেপ করলেন। ছিন্নপুরুষাঙ্গ ব্যক্তি যদি পৌরুষযুক্ত অপরের সাদৃশ্য পেতে চায় সেইভাবে বৃত্র খণ্ডিত (অঙ্গসমূহ) বিক্ষিপ্ত অবস্থায় (ভূমিতে) শয়ন করল ॥৭॥

নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনো রুহাণা অতি যন্ত্যাপঃ।
যাশ্চিদ্ বৃত্রো মহিনা পর্যতিষ্ঠৎ তাসামহিঃ পৎসুতঃশীর্বভূব ॥৮॥*

এই ভূতলে পতিত বৃত্রকে, অতিক্রম করে জলধারা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে যেন প্লাবিতকূলা নদী। যেন তারা মনকে সাহসী করেছে অথবা চিত্তকে (আনন্দে) উন্নত করেছে। বৃত্র (তার) মহিমাবশে যে জলরাশিকে পরিবেষ্টন করে বর্তমান ছিল (এখন) সেই সর্প তাদের (জলধারার) পদতলে শায়িত হয়েছে ॥৮॥

* Jamison মনে করেন— 'মনো রুহাণা'-এর অর্থ জলধারা মনু (প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠাতার) প্রতি প্রবাহিত হল বৃত্রবধের পরে।

নীচাবয়া অভবদ্ বৃত্রপুত্রেন্দ্রো অস্যা অব বধর্জভার।
উত্তরা সূরধরঃ পুত্র আসীদ্ দানুঃ[1] শয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ ॥৯॥

বৃত্রজননীর বাহুদ্বয় নত হল বা শক্তি খর্ব হল। ইন্দ্র এর প্রতি তাঁর হনন সাধনকারী (অস্ত্র) প্রহার করলেন। (সেই) মাতা উপরি ভাগে (স্থিতা) এবং পুত্র অধোভাগে (ছিল), গাভী যেমন বৎস সহিত (শয়ন করে) তেমনি সেই দানবী শয়ন করল ॥৯॥

১. দানুঃ— বৃত্রজননী, কশ্যপের পত্নী। দানু— দানবগণেরও মাতা।

অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরম্।
বৃত্রস্য নিণ্যং বি চরন্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিন্দ্রশত্রুঃ ॥১০॥

বৃত্রের নামহীন দেহ সেই অস্থির চঞ্চল এবং অবিশ্রাম প্রবাহময় জলধারার মধ্যে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় জলরাশি বহন করে নিল। ইন্দ্রের সেই শত্রু চিরকালীন অন্ধকারে (মৃত্যুতে) নিমগ্ন হল ॥১০॥

দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্ নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।
অপাং বিলমপিহিতং যদাসীদ্ বৃত্রং জঘন্বাঁ অপ তদ্ ববার ॥১১॥

অহি বা বৃত্র দ্বারা রক্ষিতা দাস বা (বৃত্রের) পত্নী (স্বরূপিণী) জলধারা যেন পণি (দস্যু) গণ কর্তৃক বন্দিনী গাভীদের মত অবরুদ্ধ ছিল। জলরাশির যে গুহা দ্বার (বৃত্র কর্তৃক) আবদ্ধ ছিল তাকে বৃত্রহত্যা করে সেই ইন্দ্র উন্মোচন করেছিলেন ॥১১॥

অশ্ব্যো বারো[1] অভবস্তদিন্দ্র সৃকে যৎ ত্বা প্রত্যহন্ দেব একঃ।
অজয়ো গা অজয়ঃ শূর সোমমবাসৃজঃ সর্তবে সপ্ত সিন্ধূন্[2] ॥১২॥

হে ইন্দ্র! তুমি (যেন) অশ্বের পুচ্ছলোম হয়েছিলে যখন বৃত্র তোমার বজ্রকে প্রত্যাঘাত করেছিল; হে দীপ্তিমান! অ-দ্বিতীয় তুমি গাভী সমূহকে জয় করে এনেছ; হে বীর! তুমি সোমকে জয় করেছ, সপ্ত নদীকে প্রবাহের জন্য বাধামোচন করেছ ॥১২॥

১. অশ্ব্যঃ বারঃ— পুচ্ছলোম—অনায়াসে মক্ষিকার মতো তাকে পুচ্ছলোম দ্বারা করে। বৃত্রকে যেমন করে অশ্ব নিবারণ করেছিলে।
২. সপ্ত সিন্ধু—Max Muller এর মতে সিন্ধু, পাঞ্জাবের পঞ্চনদ ও সরস্বতী।

নাস্মৈ বিদ্যুন্ন তন্যতুঃ সিষেধ না যাং মিহমকিরদ্ ধ্রাদুনিং চ।
ইন্দ্রশ্চ যদ্ যুযুধাতে অহিশ্চোতাপরীভ্যো মঘবা বি জিগ্যে॥১৩॥

ইহার (ইন্দ্রের) জন্য নিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন, বর্ষণ, অশনি (শিলা) কোন কিছুই তাকে প্রাপ্ত হতে পারেনি যখন ইন্দ্র এবং অহি যুদ্ধ করেছিলেন। এবং সেই মঘবন্ (ধনশালী) ইন্দ্র অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে জয়লাভ করেছিলেন ॥১৩॥

অহের্যাতারং কমপশ্য ইন্দ্র হৃদি যৎ তে জঘ্নুষো ভীরগচ্ছৎ।
নব চ যন্ নবতিং চ স্রবন্তীঃ শ্যেনো না ভীতো অতরো রজাংসি ॥১৪॥

হে ইন্দ্র! (বৃত্রকে) হনন কালে যে চিত্তে ভয়ের[1] সঞ্চার হয়েছিল (তখন) বৃত্রহন্তা (অন্য) কোন পুরুষকে দেখেছিলে? অথবা (তখন) অন্য কোন পুরুষকে হন্তারূপে (অহির প্রতিশোধ নেবার জন্য) দেখেছিলেন? যে কারণে একোনশত সংখ্যক (নিরানব্বই) নদীর জলরাশি পার হয়ে গিয়েছিলেন যেমন শ্যেন পক্ষী অন্তরীক্ষ (অতিক্রম করে) ॥১৪॥

১. কোনও কোনও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেখা যায় যে, বৃত্রবধের পর ইন্দ্র ভেবেছিলেন যে তিনি পাপ করেছেন, তাই বহুদূরে চলে গিয়েছিলেন।

ইন্দ্রো যাতো ২বসিতস্য রাজা শমস্য চ শৃঙ্গিণো বজ্রবাহুঃ।
সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান্ ন নেমিঃ[1] পরি তা বভূব ॥১৫॥

হস্তে বজ্র ধারণ করে ইন্দ্র চল এবং অচল, শান্ত ও শৃঙ্গী (উগ্র) প্রাণীগণের রাজা হলেন। সকল মনুষ্যগণের উপরে কেবল তিনি রাজা রূপে অধিষ্ঠান করেন, (রথচক্রের) নেমি যেমন (মধ্যের কাষ্ঠখণ্ড) অর সমূহকে ধরে থাকে তিনিও তেমনি সকলকে পরিব্যাপ্ত করে বর্তমান ॥১৫॥

১. নেমি— রথচক্রের বাইরের পরিমণ্ডলের গোলাকার চক্র। অর– মধ্যবর্তী আড়াআড়ি রাখা কাষ্ঠখণ্ড যেগুলি নেমিকে স্পর্শ করে থাকে।

(সূক্ত-৩৩)

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৫।

এতায়ামোপ গব্যন্ত ইন্দ্রমস্মাকং সু প্রমতিং বাবৃধাতি।
অনামৃণঃ কুবিদাদস্য রায়ো গবাং কেতং পরমাবর্জতে নঃ॥১॥

এস, গাভী বা সম্পদ লাভের জন্য আমরা ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হই; (তিনি) আমাদের (চালনা করার) জন্য (তাঁর) প্রযত্নকে বর্ধিত করবেন। অথবা আমাদের প্রকৃষ্ট বুদ্ধিকে বর্ধিত করবেন। সেই অবিনাশী (ইন্দ্র) এই সম্পদের, গোধনের সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আমাদের আরো বেশি দান করবেন ॥১॥

উপেদহং ধনদামপ্রতীতং[1] জুষ্টাং ন শ্যেনো বসতিং পতামি।
ইন্দ্রং নমস্যন্নুপমেভিরর্কৈর্যঃ স্তোতৃভ্যো হব্যো অস্তি যামন্ ॥২॥

আমি উপস্থিত হই সেই ধনদানকারী, বোধের অগম্য ইন্দ্রের সমীপে, যেমন শ্যেনপক্ষী (দ্রুত) উড়ে যায় তার পূর্ব সেবিত নীড়ের দিকে; ইন্দ্রকে সর্বোত্তম স্তোত্র দ্বারা বন্দনা করি, যে (ইন্দ্র) স্তোতৃগণের জন্য তোদের (শত্রুর সঙ্গে) যুদ্ধে অবশ্যই আহূত হয়ে থাকেন ॥২॥

১. অপ্রতীত— অপ্রতিহত—Jamison

নি সর্বসেন ইষুধীঁরসক্ত সমর্যো গা অজতি[3] যস্য বষ্টি।
চোষ্কূয়মাণ ইন্দ্র ভূরি বামং মা পণির্ভূরস্মদধি প্রবৃদ্ধ ॥৩॥

সকল সেনার সঙ্গে মিলিত হয়ে, (তিনি) বাণের আধারকে সংযুক্ত বা আরোপ করেন; সেই প্রভু যার জন্য ইচ্ছা করেন (তারই গৃহে) গাভী ক্ষেপণ (প্রেরণ অর্থে) করেন। হে বল বা বুদ্ধি সমৃদ্ধ ইন্দ্র! আমাদের প্রভূত (গো) ধন দান করে আমাদের প্রতি পণির (ব্যবসায়ীর) মত আচরণ করো না ॥৩॥

৩. অজতি— অজ অর্থ গতি ও ক্ষেপণ বোঝায়

বধীর্হি দস্যুং ধনিনং ঘনেনঁ একশ্চরন্নুপশাকেভিরিন্দ্র।
ধনোরধি বিষুণক্[1] তে ব্যায়ন্নযজ্বানঃ সনকাঃ[2] প্রেতিমীয়ুঃ॥৪॥

তোমার বজ্র দ্বারা তুমি ধনসমৃদ্ধ দস্যুকে একাই হনন কর, যদিও হে ইন্দ্র! (মরুৎগণ) তোমার (সহায়ক) নিকটেই থাকে। (দ্যুলোকের) উপর হতে দূরে, সর্ব দিকে প্রাচীন যজ্ঞহীন জনেরা ব্যাপ্ত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে ॥৪॥

১. বিষুণক— নানা প্রকার বিনাশের অভিমুখে—ঐ
২. সনকা— অসুরগোষ্ঠী বিশেষ—সায়ণ।

পরা চিচ্ছীর্ষা ববৃজুস্ত ইন্দ্রা২যজ্বানো যজ্বভিঃ স্পর্ধমানাঃ।
প্র যদ্ দিবো হরিবঃ স্থাতরুগ্র নিরব্রতাঁ অধমো রোদস্যোঃ॥৫॥

ইন্দ্র, সেই (অসুরগণ) যজ্ঞহীন হলেও যজ্ঞকারী গণের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পশ্চাৎ মুখে পলায়ন করেছিল, যখন তুমি, হরী নামে অশ্বদ্বয়ের প্রভু, (যুদ্ধ ক্ষেত্রে) স্থিতিশীল, ভয়ঙ্কর, দ্যুলোক ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোক থেকে (সেই) ব্রতহীনদের নিঃশেষে বায়ু (ভরে) তাড়িত করেছিলে ॥৫॥

অযুযুৎসন্ননবদ্যস্য সেনামযাতয়ন্ত ক্ষিতয়ো নবগ্বাঃ[1]।
বৃষাযুধো ন বধ্রয়ো নিরষ্টাঃ প্রবদ্ভিরিন্দ্রাচ্চিতয়ন্ত আয়ন্ ॥৬॥

তারা (বৃত্রের সেনা) অনিন্দনীয় (ইন্দ্রের) সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত হল। (তখন) নবগ্ব গণ (পূজ্য ব্যক্তি বা যারা সোম সবন করেছেন) ও মনুষ্যগণ (অঙ্গিরস প্রভৃতি) (ইন্দ্রকে) উৎসাহিত করেছিলেন। তখন বীরের সঙ্গে যুদ্ধরত নপুংসকদের মত (ইন্দ্রের দ্বারা) পরাস্ত হয়ে (তারা) নিজ অক্ষমতা জেনে ইন্দ্রের থেকে দূরে, দুরারোহ পথে চলে গেল ॥৬॥

১. নবগ্বস— অঙ্গিরসগণের সঙ্গে উল্লিখিত প্রাচীন পৌরাণিক বংশ। যাঁরা ইন্দ্রের যুদ্ধেও অংশ নিয়ে থাকেন বলে বলা হয়।

ত্বমেতান্ রুদতো জক্ষতশ্চাযোধয়ো রজস ইন্দ্র পারে।
অবাদহো দিব আ দস্যুমুচ্চা প্র সুন্বতঃ স্তুবতঃ শংসমাবঃ॥৭॥

ক্রন্দনরত বা হাস্যরত (যাই হোক) এদের তুমি অন্তরিক্ষের সীমান্তে যুদ্ধে (হত্যা) করেছ। দস্যু (বৃত্রকে) দ্যুলোক থেকে (এনে) নিঃশেষে দহন করেছ। সোমাভিষবনে রত, স্তোত্রপাঠরত যজমানের প্রার্থনাকে (তুমি) উৎকৃষ্ট ভাবে স্বীকার কর ॥৭॥

চক্রাণাসঃ পরীণহং পৃথিব্যা হিরণ্যেন মণিনা শুম্ভমানাঃ।
ন হিন্বানাসস্তিতিরুস্ত ইন্দ্রং পরি স্পশো অদধাৎ সূর্যেণ ॥৮॥*

(যে বৃত্রানুচরগণ) সুবর্ণময়, রত্নময় (আভরণে) শোভিত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীর উপর (যেন) সর্বব্যাপী আচ্ছাদন বিস্তৃত করেছিল তারা ইন্দ্রকে (যুদ্ধে) জয় করতে পারল না। ইন্দ্র আদিত্যের সাহায্যে বাধাদানকারী (বৃত্র সেনাকে) নিরস্ত করলেন ॥৮॥

* সায়ণ— বৃত্রসেনা। এখানে রাত্রের অন্ধকার যা সূর্যোদয়ে অবসিত হয়।

পরি যদিন্দ্র রোদসী উভে অবুভোজীর্মহিনা বিশ্বতঃ সীম্।
অমন্যমানাঁ অভি মন্যমানৈর্নির্ব্রহ্মভিরধমো দস্যুমিন্দ্র ॥৯॥

হে ইন্দ্র! যখন দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়কে (নিজ) মহিমার দ্বারা সর্ব দিকে ব্যাপ্ত করে উপভোগ কর (তখন) মন্ত্রার্থের উপলব্ধিতে অক্ষম যজমানগণকে স্তোতৃগণ দ্বারা এবং দস্যুগণকে মন্ত্র দ্বারা নিরস্ত করে থাক ॥৯॥

ন যে দিবঃ পৃথিব্যা অন্তমাপুর্ন মায়াভির্ধনদাং পর্যভূবন্।
যুজং বজ্রং বৃষভশ্চক্র ইন্দ্রো নির্জ্যোতিষা তমসো গা অদুক্ষৎ ॥১০॥*

যারা দ্যুলোকের, পৃথিবীর অন্তভাগ প্রাপ্ত হতে পারেনি, তারা ধনদানকারীকে (ইন্দ্রকে) মায়ার দ্বারা অভিভূত করতে পারেনি। বর্ষণকারী ইন্দ্র বজ্রকে সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং সেই আলোকের সাহায্যে অন্ধকার হতে গাভীগুলিকে দোহন করেছিলেন ॥১০॥

* অথবা – সায়ণ ভাষ্য – জলধারা দ্যুলোক থেকে পৃথিবীর অন্তভাগ প্রাপ্ত হতে পারেনি (বৃত্র বা মেঘের অবরোধের জন্য) তাই ধনদায়িনী ভূমি শস্যাদিদায়ক কর্ম দ্বারা ব্যাপ্ত হয়নি। ইন্দ্র বজ্র ধারণ করে তার দীপ্তি দ্বারা অন্ধকার রূপ মেঘ ভেদ করে প্রবাহিত জলধারাকে নিঃশেষে নির্গত করেন।

অনু স্বধামক্ষরন্নাপো অস্যাঽবর্ধত মধ্য আ নাব্যানাম্।
সধ্রীচীনেন মনসা তমিন্দ্র ওজিষ্ঠেন হন্মনাহন্নভি দ্যূন্ ॥১১॥

জলধারা স্বভাবানুসারে (অথবা অন্নের উদ্দেশ্যে) বর্ষিত হল। তরণযোগ্য (জলের) মধ্যে (বৃত্র) সর্বতঃ বর্ধিত হল। ইন্দ্র সংহত মনের সাহায্যে অত্যুগ্র আঘাতকারী অস্ত্র দ্বারা (বজ্র) চিরদিনের মত তাকে সংহার করলেন ॥১১॥

ন্যাবিধ্যদিলীবিশস্য দৃহ্লা বি শৃঙ্গিণমভিনচ্ছুষ্ণমিন্দ্রঃ।
যাবত্তরো মঘবন্ যাবদোজো বজ্রেণ শত্রুমবধীঃ পৃতন্যুম্ ॥১২॥*

ইন্দ্র ইলীবিশের দুর্ভেদ্য দুর্গ বা দ্রুত গতি ভেদ করেছিলেন। অতঃপর শৃঙ্গ (তীক্ষ্ণ অস্ত্র) ধারী শুষ্ণকে বিবিধভাবে ভগ্ন করেছিলেন। হে মঘবন (ধনাধিকারী)! যাবতীয় বল এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তুমি যুদ্ধরত শত্রুকে বজ্রের দ্বারা হনন করেছিলে ॥১২॥

* Griffith— তুমি বলবান ও ক্ষিপ্র বৃত্রকে বধ করেছিলে। ইলীবিশ— ইলা অর্থাৎ জলে যে শায়িত— বৃত্র— সায়ণ ভাষ্য।

অভি সিধ্মো অজিগাদস্য শত্রূন্ বি তিগ্মেন বৃষভেণা পুরোঽভেৎ।
সং বজ্রেণাসৃজদ্ বৃত্রমিন্দ্রঃ প্র স্বাং মতিমতিরচ্ছাশদানঃ॥১৩॥

এই (ইন্দ্রের) (কার্য) সাধক অস্ত্র শত্রুর অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হল। তীক্ষ্ণ বৃষের (শ্রেষ্ঠ অস্ত্রের) দ্বারা তিনি (বৃত্রের) নগরী ভগ্ন করলেন। ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বৃত্রকে প্রহার করলেন এবং তার সম্যক সংহার করে নিজ (হৃষ্ট) বুদ্ধিকে বর্ধিত করলেন ॥১৩॥

আবঃ কুৎসমিন্দ্র যস্মিঞ্চাকন্ প্রাবো যুধ্যন্তং বৃষভং দশদ্যুম্।
শফচ্যুতো রেণুর্নক্ষত দ্যামুচ্ছ্বৈত্রেযো নৃষাহ্যায় তস্থৌ ॥১৪॥

ইন্দ্র, কুৎস ঋষি, যাঁর কাছে স্তুতির অভিলাষ করেন তাঁকে রক্ষা করেছিলেন এবং বীর দশদ্যুকে যুদ্ধকালে রক্ষা করেছিলেন। (ইন্দ্রের) অশ্বক্ষুরচ্যুত ধূলি স্বর্গ পর্যন্ত উত্থিত হয়েছিল। শ্বিত্রার পুত্র বিজয়ের জন্য পুনরায় উদ্যম করেছিল ॥১৫॥

আবঃ শমং বৃষভং তুগর্য্যাসু[১] ক্ষেত্রজেষে মঘবঞ্ছ্বিতর্য্যং গাম্।
জ্যোক্ চিদত্র তস্থিবাংসো অক্রঞ্ছত্রূয়তামধরা বেদনাকঃ॥১৫॥

সায়ণভাষ্য— হে মঘবন্ (ধনাধিপতি)! শ্বিত্রার পুত্রকে যুদ্ধে বাসস্থান প্রাপ্তির জন্য তুমি রক্ষা করেছিলে, সেই পুত্র শান্ত (অথচ) শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত এবং জলে মগ্ন (ছিল)। এখন এই (যুদ্ধে) দীর্ঘকাল অবস্থান করছে যে শত্রুগণ সেই বৈরি ভাবাপন্নদের নিকৃষ্ট দুঃখ (দান) কর।

Jamison— তুগ্রীয় যুদ্ধে তুমি সেই (শৃঙ্গহীন) বৃষের সহায়তা করেছিলে, হে মঘবন! বাসস্থান জয় করার জন্য শ্বিত্রীয় গাভীকে (সাহায্য করেছিলে)। তারা দীর্ঘকাল দেরী করেছে এখানে কর্ম সমাপ্তির পূর্বে অবস্থান করে। যারা শত্রুতা করে তুমি তাদের সম্পদের অধিকারী ছিলে ॥১৫॥

১. তুগ্রযাসু— জলে— সায়ণ। Bentey—তুগ্র কন্যা। Peter sburg Lexicon— তুগ্রীয় বংশের।

(সূক্ত-৩৪)

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্। ঋক সংখ্যা-১২।

ত্রিশ্চিন্ নো অদ্যা ভবতং নবেদসা বিভুর্বাং যাম উত রাতিরশ্বিনা।
যুবোর্হি যন্ত্রং হিম্যেব বাসসো ২ভ্যায়ংসেন্যা ভবতং মনীষিভিঃ ॥১॥*

হে মেধাবী অশ্বিদ্বয়! আজ আমাদের জন্য তিনবার সমাগত হও; তোমাদের গমন (পথ বা রথ) পরিব্যাপক; এবং (তোমাদের) দান (সুপ্রচুর)। (তোমাদের) উভয়ের (পারস্পরিক) সম্পর্ক (যেন আমাদের প্রতি) হিমঋতুর কালে বস্ত্রের মত (আরামদায়ক), মেধাবী ঋষিগণের দ্বারা (আমাদের) অভিমুখে তোমাদের আনয়ন করা হোক ॥১॥

* (তিনবার – তিন সবনের কাজে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা সবনে আগমন)— সায়ণভাষ্য

ত্রয়ঃ পবয়ো মধুবাহনে রথে সোমস্য বেনামনু বিশ্ব ইদ্ বিদুঃ।
ত্রয়ঃ স্কম্ভাসঃ স্কভিতাস আরভে ত্রির্নক্তং যাথস্ত্রির্বশ্বিনা দিবা ॥২॥

মধুবহনকারী তোমাদের রথে তিনটি চক্র, যা চন্দ্রের বেনা (পত্নী)কে (অনুসরণ করে) সকলে এইভাবে জেনেছে। অবলম্বন করার জন্য তার উপর তিনটি স্তম্ভ স্থাপিত আছে; হে অশ্বিদ্বয়! রাত্রে তিনবার, দিবসেও তিনবার তোমরা গমন কর ॥২॥

সমানে অহন্ ত্রিরবদ্যগোহনা ত্রিরদ্য যজ্ঞং মধুনা মিমিক্ষতম্।
ত্রির্বাজবতীরিষো অশ্বিনা যুবং দোষা অস্মভ্যমুষসশ্চ পিন্বতম্ ॥৩॥

হে অশ্বিদ্বয় উভয়ে একই দিবসে তিনবার (অনুষ্ঠান গত) ত্রুটি সংবরণ কর। আজ যজ্ঞে তিনবার মধু নিষিক্ত কর এবং তিনবার রাত্রিতে ও দিনে নিরন্তর বলবর্ধক অন্ন উভয়ে আমাদের দান কর ॥৩॥

ত্রির্বর্তির্যাতং ত্রিরনুব্রতে জনে ত্রিঃ সুপ্রাব্যে ত্রেধেব শিক্ষতম্।
ত্রির্নান্দ্যং বহতমশ্বিনা যুবং ত্রিঃ পৃক্ষো অস্মে অক্ষরেব পিন্বতম্ ॥৪॥

হে অশ্বিদ্বয়! উভয়ে তিনবার (আমাদের গৃহে) আগমন কর, তিনবার অনুকূল কর্মের সাধক জনের নিকট (আগমন কর), যে পুরুষ সুষ্ঠুভাবে রক্ষণীয় তাকে তিন প্রকারে (সহায়তা) দাও, তিন গুণ রক্ষা কর, এবং উভয়ে আনন্দদায়ক (ফল) তিনবার বহন করে আন; আমাদের তিনবার করে যেন স্রোতের মত (অফুরন্ত ভাবে) অন্ন প্রদান কর। ॥৪॥

ত্রির্নো রয়িং বহতমশ্বিনা যুবং ত্রির্দেবতাতা ত্রিরুতাবতং ধিয়ঃ।
ত্রিঃ সৌভগত্বং ত্রিরুত শ্রবাংসি নস্ ত্রিষ্ঠং বাং সূরে দুহিতা রুহদ্ রথম্ ॥৫॥*

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে তিনবার ধন বহন করে আন। দেবতা সম্পর্কিত কর্মে বা সভায় তিনবার এবং তিনবার চিন্তাধারাকে (সহায়তা কর)। তিনবার সৌভাগ্য (দাও) আর তিনবার আমাদের অন্ন বা যশ দাও, কারণ সূর্যের কন্যা তোমাদের ত্রিচক্ররথে আরোহণ করেছিলেন ॥৫॥

* সূর্যের কন্যাকে অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গিনী বলা হয়।

ত্রির্নো অশ্বিনা দিব্যানি ভেষজা ত্রিঃ পার্থিবানি ত্রিরু দত্তমদ্ভ্যঃ।
ওমানং শংযোর্মমকায় সূনবে ত্রিধাতু শর্ম বহতং শুভস্পতী ॥৬॥

অশ্বিদ্বয় আমাদের তিনবার স্বর্গলোকের ঔষধ দান করেছ, তিনবার দিয়েছ পার্থিব ঔষধ আর তিনবার অন্তরিক্ষ থেকে বা জল থেকে (ঔষধ দিয়েছ)। আমার পুত্রকে বৃহস্পতি পুত্রের শংয়ুর মত আনুকূল্য সৌভাগ্য ও আয়ু দান করেছ। হে মঙ্গলের প্রভুদ্বয়! তিন প্রকার রক্ষণ দাও ॥৬॥

ত্রির্নো অশ্বিনা যজতা দিবেদিবে পরি ত্রিধাতু[১] পৃথিবীমশায়তম্।
তিস্রো নাসত্যা রথ্যা পরাবত আত্মেব বাতঃ স্বসরাণি গচ্ছতম্ ॥৭॥

হে অশ্বিদ্বয়! প্রতিদিন তিনবার পূজ্য তোমরা তিনভাগে পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ কর। হে নাসত্যদ্বয়! রথে আরোহণ করে (তোমরা) তিন দূরবর্তী (স্থানে) আগমন কর যেমন করে প্রাণবায়ু শরীরে আগমন করে। অথবা (সায়ন ভাষ্য মতে)– প্রতিদিন তোমরা উভয়ে তিনবার পূজনীয়, আমাদের ভূমিতে সর্বত্র তিন ভাবে বিস্তৃত কুশের উপর তিনবার শয়ন কর। হে রথীদ্বয়! তিন প্রকার বেদীতে (ইষ্টি, পশু ও সাম যাগের) গমন কর। যেমন করে প্রাণভূত বায়ু শরীরে গমন করে ॥৭॥

১. ত্রিধাতু— বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা—সায়ণ

ত্রিরশ্বিনা সিন্ধুভিঃ সপ্তমাতৃভিস্[১] ত্রয় আহাবাস্ত্রেধা হবিষ্কৃতম্।
তিস্রঃ পৃথিবীরুপরি প্রবা দিবো নাকং রক্ষেথে দ্যুভিরক্তুভির্হিতম্ ॥৮॥

হে অশ্বিদ্বয়! তিনবার সপ্ত মাতৃকা (সিন্ধু প্রভৃতি) নদী গুলির দ্বারা, তিন সংখ্যক পাত্র বিশেষের মাধ্যমে তিন প্রকারে হবিঃ নিষ্পন্ন করা হয়েছে। তিন প্রকার পৃথিব্যাদিলোকের ঊর্ধ্বে বিচরণ করে এবং দিবা রাত্রে দৃঢ় স্থাপিত দ্যুলোকের স্বর্গকে রক্ষা কর। অথবা (সায়ণ মতে)– হে অশ্বিনদ্বয়! তিনবার সপ্তমাতৃকা (গঙ্গাদি) নদীগুলির জল দ্বারা সোমাভিষব করা হয়েছে; তিন প্রকার পাত্র বিশেষ দ্বারা তিন সবনের মাধ্যমে সোমরূপ হবি নিষ্পন্ন হয়েছে। পৃথিব্যাদি ত্রিলোকের উপরে বিচরণশীল তোমরা উভয়ে স্বর্গের আদিত্যকে রক্ষা কর যাকে দিবা ও রাত্রি সমূহ স্থাপন করেছে ॥৮॥

১. সপ্তমাতৃকা— Max Muller— সিন্ধু, সরস্বতী ও বিপাশা ইত্যাদি পঞ্চনদ।
Sud g ও Lassen— সিন্ধু, কুভা ও পঞ্চনদ।
সায়ণ— সিন্ধু, পঞ্চনদ ও গঙ্গা।
তিনটি পাত্র— সোমরস অভিষবনকার্যে ব্যবহৃত কলস— দ্রোণ কলস, আহ্বনীয় ও পূতভৃৎ।
ত্রিলোক— দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ ও ভূলোক।

ক্ব ত্রী চক্রা ত্রিবৃতো রথস্য ক্ব ত্রয়ো বন্ধুরো যে সনীলাঃ।
কদা যোগো বাজিনো রাসভস্য যেন যজ্ঞং নাসত্যোপযাথঃ॥৯॥

হে নাসত্যদ্বয়! ত্রিকোণ যুক্ত (তোমাদের) রথের তিনটি চক্র কোথায়? কোথায় তিনটি আসনসহ দৃঢ় বন্ধন যোগ্য যে (কাষ্ঠখণ্ড যা একই নীড়ে অবস্থিত)? কখন (তোমরা) বলিষ্ঠ গর্দভ (বাহনকে) যোজনা কর যার সাহায্যে (এই) যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হবে? ॥৯॥

আ নাসত্যা গচ্ছতং হূয়তে হবির্মধ্বঃ পিবতং মধুপেভিরাসভিঃ।
যুবোর্হি পূর্বং সবিতোষসো রথমৃতায় চিত্রং ঘৃতবন্তমিষ্যতি ॥১০॥

নাসত্যদ্বয় আগমন কর! হবিঃ আহুতি দেওয়া হয়েছে। (তোমাদের) মধুপানকারী মুখ দিয়ে এই মধুর (হবিঃ) পান কর। উষা কালের পূর্বেই দেব সবিতৃ তোমাদের বিচিত্রবর্ণ ঘৃত পূরিত রথ যজ্ঞের বা সত্যের জন্য প্রেরণ করেন ॥১০॥

আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা ।
প্রায়ুস্তারিষ্টং নী রপাংসি মৃক্ষতং সেধতং দ্বেষো ভবতং সচাভুবা ॥১১॥

হে নাসত্যদ্বয়! ত্রিগুণিত একাদশ সংখ্যক (তেত্রিশ জন) দেবতার সঙ্গে আগমন কর; (আগমন কর) হে অশ্বিদ্বয়! এই মধুপান করার (যজ্ঞস্থানে), আমাদের আয়ুকে দীর্ঘ কর, আমাদের পাপ নিঃশেষে শোধন কর, শত্রুদের প্রতিহত কর; আমাদের সঙ্গে অবস্থান কর ॥১১॥*

* তেত্রিশ জন দেবতা– অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্‌কার – বিষ্ণু পুরাণ।

আ নো অশ্বিনা ত্রিবৃতা[১] রথেনার্বাঞ্চং রয়িং বহতং সুবীরম্ ।
শৃণ্বন্তা বামবসে জোহবীমি বৃধে চ নো ভবতং বাজসাতৌ ॥১২॥

হে অশ্বিদ্বয়! তিন (লোকে) বিচরণকারী রথের সাহায্যে আমাদের অভিমুখে বীরপুত্র সহ সম্পদ এনে দাও। (আমাদের প্রার্থনা) শ্রবণরত তোমাদের রক্ষণের জন্য আহ্বান করি। যুদ্ধে আমাদের রক্ষা কর, সমৃদ্ধি দাও ॥১২॥

১. ত্রিবৃৎ— ত্রিকোণ বা তিনবার আবর্তনকারী।

(সূক্ত-৩৫)

সবিতা দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্। ঋক সংখ্যা-১১।

হ্বয়াম্যগ্নিং প্রথমং স্বস্তয়ে হ্বয়ামি মিত্রাবরুণাবিহাবসে।
হ্বয়ামি রাত্রীং জগতো নিবেশনীং হ্বয়ামি দেবং সবিতারমূতয়ে ॥১॥

কল্যাণের জন্য, (অ-বিনাশের জন্য) অগ্নিকে প্রথমে আবাহন করি; এইখানে মিত্র ও বরুণকে রক্ষার জন্য আবাহন করি। জঙ্গম প্রাণিকুলের বিশ্রামবিধাত্রী রাত্রিকে আবাহন করি, দেব সবিতাকে রক্ষা প্রাপ্তির জন্য আবাহন করি ॥১॥

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনাঽঽ দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥২॥

কৃষ্ণবর্ণ (অন্তরিক্ষ) লোকের পথে বিচরণ করে, অমৃত ও মরণশীলগণকে (স্বস্থানে) স্থাপিত করে দেব সবিতা স্বর্ণময় রথে গমন করেন, তিনি সকল লোককে দর্শন করেন ॥২॥

যাতি দেবঃ প্রবতা যাত্যুদ্বতা যাতি শুভ্রাভ্যাং যজতো হরিভ্যাম্।
আ দেবো যাতি সবিতা পরাবতোঽপ বিশ্বা দুরিতা বাধমানঃ ॥৩॥

প্রদীপ্ত (সবিতা) দেব উর্ধ্বমুখী (পথে) গমন করেন, নিম্নমুখী (পথে) গমন করেন, সেই যজ্ঞার্হ (দেব) শ্বেতবর্ণ দুই অশ্বের দ্বারা গমন করেন। বহু দূর দেশ হতে দেব সবিতা সকল পাপ ও দুঃখ বিনাশ করে আগমন করেন ॥৩॥

অভীবৃতং কৃশনৈর্বিশ্বরূপং হিরণ্যশম্যং[১] যজতো বৃহন্তম্।
আস্থাদ্ রথং সবিতা চিত্রভানুঃ কৃষ্ণা রজাংসি তবিষীং দধানঃ ॥৪॥

সবিতা সম্মুখে স্থিত, মুক্তাখচিত ও নানাবর্ণ শোভিত, সুবর্ণের দণ্ডযুক্ত বৃহৎ রথে আরোহণ করেছেন। (তিনি) পূজার্হ, বিবিধ রশ্মিযুক্ত, এবং নিজ তেজ ধারণ করেছেন অন্ধকার তমোলোক (বিনাশ করার জন্য) ॥৪॥

১. শম্য— ঘোড়াকে রথে যুক্ত করার সময় তার কাঁধে যে শঙ্কু বা দণ্ড প্রক্ষেপ করা হয়। এই শম্য সুবর্ণনির্মিত।

বি জনাঞ্ছ্যাবাঃ শিতিপাদো অখ্যন্ রথং হিরণ্যপ্রউগং[১] বহন্তঃ।
শশ্বদ্ বিশঃ সবিতুর্দৈব্যস্যোপস্থে বিশ্বা ভুবনানি তস্থুঃ॥৫॥*

তাঁর শুভ্রবর্ণ পাদযুক্ত শ্যাবাঃ (নামে) অশ্বগুলি স্বর্ণ নির্মিত যুগবন্ধনস্থানযুক্ত রথকে বহন করতে করতে প্রাণিকুলকে আলোকে উদ্ভাসিত করছে। দেব সবিতার ক্রোড়ে মনুষ্যগণ এবং সর্বলোক চিরদিন বর্তমান থাকে ॥৫॥

১. প্রউগ— রথের অগ্রভাগ, অশ্বদ্বয়ের বন্ধন স্থান।

* Jamison— শ্যাবাঃ- কৃষ্ণবর্ণ। অর্থাৎ কৃষ্ণ অশ্বের পাদ শুভ্রবর্ণ।

তিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থাঁ একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্।
আণিং[১] ন রথ্যমমৃতাধি তস্থুরিহ ব্রবীতু য উ তচ্চিকেতৎ ॥৬॥

স্বর্গাদি লোকসমূহ সংখ্যায় তিন (দ্যু ও ভূ)। উভয় লোক সবিতৃর নিকটবর্তী (স্থানে অবস্থান করে) এবং একটি (লোক) যমের গৃহ যেখানে বীরেরা (পিতৃগণ) গমন করেন। মরণহীন (সব কিছু) দৃঢ় ভাবে (তাঁর মধ্যে) অবস্থান করে যেন রথের আণি বা কীলের মত। এ তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি এই কথা বলুন ॥৬॥

১. আণি— রথের বাইরে অক্ষের ছিদ্রে প্রবিষ্ট কীল বা দণ্ড, যা রথের ভারসাম্য রক্ষা করে।

বি সুপর্ণো অন্তরিক্ষাণ্যখ্যদ্ গভীরবেপা অসুরঃ[১] সুনীথঃ।
ক্বেদানীং সূর্যঃ কশ্চিকেত কতমাং দ্যাং রশ্মিরস্যা ততান ॥৭॥*

সেই শোভন পক্ষ বা রশ্মি সমন্বিত, সম্যক নেতা অন্তরিক্ষ প্রভৃতি লোক সমূহকে বিশেষভাবে উদ্ভাসিত করেছেন, (সেই রশ্মি) গভীর ভাবে প্রকম্পিত হয় এবং অসুর (সকলের প্রাণদাতা)—সায়ণ। এখন সেই সূর্য কোথায়? কে জানেন এর আলোক কোন দ্যুলোককে পরিব্যাপ্ত করেছে? ॥৭॥

১. অসুরঃ— অর্থ প্রাণদাতা। অসু— প্রাণ। রঃ— দাতা।

* Jamison— সেই মহৎ ঈগল পক্ষী অন্তরিক্ষকে ব্যাপ্ত করেছেন, সেই গভীর প্রেরণাদায়ী উত্তম নেতা, (তিনিই সেই পক্ষী।) এখন সূর্য কোথায়? কে তাকে জানে? কোন্ স্বর্গলোকে তার সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়?

অষ্টৌ ব্যখ্যৎ ককুভঃ পৃথিব্যাস্ ত্রী ধন্ব যোজনা সপ্ত সিন্ধূন্[১] ।
হিরণ্যাক্ষঃ সবিতা দেব আগাদ্ দধদ্রত্না দাশুষে বার্যাণি ॥৮॥*

পৃথিবীর আট দিককে তাঁর আলোক প্রকাশিত করেছে। প্রাণিজগৎ, তিন লোক এবং সাতটি নদীকেও (প্রকাশ করেছে); স্বর্ণ চক্ষুযুক্ত সেই দেব সবিতা (হবিঃ) দানকারী (যজমানকে) শ্রেষ্ঠ রত্ন দান করতে করতে (এখানে) আগমন করুন ॥৮॥

১. সপ্ত সিন্ধূন্— সপ্ত সিন্ধু বলতে যে সাতটি নদীকে বোঝায়- এ সম্বন্ধে টীকাকাররা বিভিন্ন প্রকার মত দিয়েছেন। পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, বিপাশা ও ইরাবতী এবং এর সঙ্গে সিন্ধু ও সরস্বতী মিলে সপ্তসিন্ধু হয়েছে। সায়ণের মতে, সপ্ত সিন্ধু হল— গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু, স্তোমং এবং পরুষ্ণ্যা। দুর্গাচার্যের মতে, এগুলি সাতটি অন্তরীক্ষের নদী বহুলা, অশ্বা, তিতুতা ইত্যাদি। দ্রঃ ৩৪/৮ টীকা, পৃঃ ৮১।

* Jamison— ধন্ব- অকর্ষিত ভূমি। যোজনা— গমন পথ।

হিরণ্যপাণিঃ সবিতা বিচর্ষণিরুভে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীয়তে ।
অপামীবাং বাধতে বেতি সূর্যমভি কৃষ্ণেন রজসা দ্যামৃণোতি ॥৯॥*

সুবর্ণহস্তসমন্বিত, বিবিধ দর্শনকারী সবিতা দ্যুলোক ও পৃথিবী মধ্যে গমন করেন, রোগাদি বাধাকে নিরাকৃত করেন, সূর্যের অভিমুখে গমন করেন (সায়ণ) অথবা সূর্যকে মানুষের অভিমুখে প্রেরণ করেন। অন্ধকার বিনাশী আলোকের দ্বারা আকাশকে পরিব্যাপ্ত করেন ॥৯॥

* Griffith Jamison— কৃষ্ণেন...অন্ধকার লোক পরিক্রমা করে স্বর্গে উপনীত হন।

হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীথঃ সুমৃলীকঃ স্ববাঁ যাত্বর্বাঙ্ ।
অপসেধন্ রক্ষসো [১]যাতুধানানস্থাদ্ দেবঃ প্রতিদোষং গৃণানঃ ॥১০॥

সেই সুবর্ণহস্ত অসুর (অমর, দিব্য) শোভন নেতা, সুখদানকারী, ধনবান হয়ে (আমাদের) অভিমুখে আগমন করুন। রাক্ষস ও যাতুধানগণকে দূর করতে করতে (সেই) দেবতা প্রতি সন্ধ্যাকালে স্তুত হয়ে অবস্থান করেন ॥১০॥

১. যাতুধান— দুষ্ট প্রকৃতির মায়াবী। বিশেষ করে অশুভ ইন্দ্রজাল ব্যবহার করে।

যে তে পন্থাঃ সবিতঃ পূর্ব্যাসোরেণবঃ সুকৃতা অন্তরিক্ষে ।
তেভির্নো অদ্য পথিভিঃ সুগেভী রক্ষা চ নো অধি চ ব্রূহি দেব ॥১১॥

(হে) সবিতৃ দেব! তোমার পূর্বতন ধূলিমুক্ত পথ সমূহ অন্তরিক্ষলোকে শোভনভাবে স্থিত। হে দেব! সেই শোভন গম্য পথ দিয়ে আজ আমাদের রক্ষা কর, আমাদের প্রতি (আশীর্বাদ বাণী) বল ॥১১॥

অনুবাক-৮

(সূক্ত-৩৬)

অগ্নি দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি। প্রাগাথ বার্হত। ঋক সংখ্যা-২০।

প্র বো যহ্বং পুরূণাং বিশাং দেবয়তীনাম্ ।
অগ্নিং সূক্তেভির্বচোভিরীমহে যং সীমিদন্য ঈলতে ॥১॥

পবিত্র সূক্তগত বাক্যাবলীর সাহায্যে আমরা অগ্নির প্রতি প্রকৃষ্ট ভাবে প্রার্থনা করি, সেই দেবতা (গণের অনুগ্রহ) প্রার্থী অধিপতির প্রতি, যাঁকে অন্যান্যরাও সর্বভাবে বন্দনা করেন ॥১॥

জনাসো অগ্নিং দধিরে সহোবৃধং হবিষ্মন্তো বিধেম তে ।
স ত্বং নো অদ্য সুমনা ইহাবিতা ভবা বাজেষু সন্ত্য ॥২॥

মানুষেরা অগ্নিকে ধারণ করে থাকে যে অগ্নি বল বর্ধন করেন। আমরা হবিঃ যুক্ত হয়ে তোমাকে পরিচর্যা করি। হে অনুকূলচিত্ত (দেব) সেই তুমি আজ এই (যজ্ঞে) বলকার্যে আমাদের প্রতি সহায়তা দান কর, রক্ষা কর ॥২॥

প্র ত্বা দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্ ।
মহস্তে সতো বি চরন্ত্যর্চযো দিবি স্পৃশন্তি ভানবঃ ॥৩॥

তোমাকে দূত রূপে প্রকর্ষের সঙ্গে বরণ করি। হে হোতৃ (ঋত্বিক)! সর্বজ্ঞকে, শক্তিমানকে হোতৃরূপে (বরণ করি)। তোমার তেজোরাশি চতুর্দিকে বিশেষ ভাবে প্রসারিত, তোমার রশ্মি সমূহ আকাশ পর্যন্ত স্পর্শ করছে ॥৩॥

দেবাসস্ত্বা বরুণো মিত্রো অর্যমা সং দূতং প্রত্নমিন্ধতে ।
বিশ্বং সো অগ্নে জযতি ত্বয়া ধনং যস্তে দদাশ মর্ত্যঃ ॥৪॥

বরুণ, মিত্র ও অর্যমা (এই) দেবতারা (তাঁদের) পুরাতন দূত তোমাকে যথাযথ ভাবে আলোকিত করেন। সেই মানব তোমার মাধ্যমেই সকল ধন জয় করে যে তোমাকে হবির্দান করে ॥৪॥

মন্দ্রো হোতা গৃহপতিরগ্নে দূতো বিশামসি ।
ত্বে বিশ্বা সংগতাদি ব্রতা ধ্রুবা যানি দেবা অকৃণ্বত ॥৫॥

অগ্নি, (তুমি) আনন্দদায়ী হোতা (ঋত্বিক), (তুমি) গৃহের প্রভু, প্রজা (মানুষ) গণের দূতস্বরূপ। দেবগণের দ্বারা স্থিরীকৃত সকল কর্ম তোমাতেই সম্মিলিত হয় ॥৫॥

ত্বে ইদগ্নে সুভগে যবিষ্ঠ্য বিশ্বমা হূয়তে হবিঃ ।
স ত্বং নো অদ্য সুমনা উতাপরং যক্ষি দেবান্‌ৎসুবীর্যা ॥৬॥

কল্যাণকর যুবতম অগ্নি! তোমাতেই সকল হবি প্রক্ষিপ্ত হয়। সেই তুমি, আমাদের প্রতি অনুকূল হয়ে আজ এবং পরবর্তী দিনেও দেবতাদের (জন্য) যজ্ঞ কর যেন উত্তম বীর পুত্র (লাভ করি) অথবা উত্তম বীর্য সমন্বিত দেবতাদের (উদ্দেশে) যজ্ঞ কর ॥৬॥

তং ঘেমিত্থা নমস্বিন উপ স্বরাজমাসতে।
হোত্রাভিরগ্নিং মনুষঃ সমিন্ধতে তিতির্বাংসো অতি স্রিধঃ ॥৭॥

(হে) অগ্নি! নিজ দীপ্তিতে আলোকিত তোমাকে এই প্রকারে নমস্কারকারী (যজমানগণ) সমীপে নিয়ে আসেন। শত্রুদের যাঁরা উৎকর্ষের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন (জয় করেন) হোতৃগণের সাহায্যে অগ্নিকে সম্যক্‌ প্রজ্বলিত করেন ॥৭॥

ঘ্নন্তো বৃত্রমতরন্‌ রোদসী অপ উরু ক্ষয়ায় চক্রিরে ।
ভুবৎ কণ্বে বৃষা দ্যুম্ন্যাহুতঃ ক্রন্দদশ্বো গবিষ্টিষু ॥৮॥

প্রহাররত অ-(দেবতারা) বৃত্রকে জয় করে, দ্যুলোক পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষকে বাস যোগ্যতার জন্য বিস্তৃত করেছিলেন। আহূত হয়ে সেই ধনবান্‌ বৃষ (কামনার পূরয়িতা) কণ্বের (সেই ঋষির) পক্ষে ছিলেন, যেমন গবিষ্টির (গো লাভের জন্য সংগ্রামে) সময় শব্দায়মান অশ্ব সঙ্গে থাকে) ॥৮॥

সং সীদস্ব মহাঁ অসি শোচস্ব দেববীতমঃ ।
বি ধূমমগ্নে অরুষং মিয়েধ্য সৃজ প্রশস্ত দর্শতম্‌ ॥৯॥

হে মহিমময়! সম্যক ভাবে আসন গ্রহণ কর। দেবগণের একান্ত অনুগামী; প্রদীপ্ত হও। হে উৎকৃষ্ট বা প্রশংসিত অগ্নি, মেধার হবির উপযুক্ত অগ্নি! হিংসারহিত সঞ্চরমাণ এবং দর্শনযোগ্য ধূম সৃজন কর ॥৯॥

যং ত্বা দেবাসো মনবে দধুরিহ যজিষ্ঠং হব্যবাহন ।
যং কণ্বো মেধ্যাতিথির্ধনস্পৃতং যং বৃষা যমুপস্তুতঃ ॥১০॥

হবির্বহনকারী অতিপূজনীয় যে তোমাকে সকল দেবতা মিলে মনুকে (অনুগ্রহ করার) জন্য এখানে (যজ্ঞস্থলে) ধারণ করেছিলেন, যে তোমাকে মেধ্যাতিথি কণ্ব ধনের দাতা করেছিলেন এবং বৃষণ (ইন্দ্র) ও (উপস্তুত) অন্যান্য স্তোতৃবৃন্দ যে তোমাকে ধারণ করেছিলেন (সেই তুমি উপবেশন কর) ॥১০॥

যমগ্নিং মেধ্যাতিথিঃ কণ্ব ঈধ ঋতাদধি ।
তস্য প্রেষো দীদিয়ুস্তমিমা ঋচস্‌ তমগ্নিং বর্ধয়ামসি ॥১১॥

অগ্নি, যাকে মেধ্যাতিথি কণ্ব প্রজ্বলিত করেছিলেন তার গতিচঞ্চল রশ্মিসমূহ অত্যন্ত দীপ্যমান। সেই অগ্নিকে আমাদের (কৃত) প্রশস্তি (বর্ধিত করে)। (তাঁকে) বর্ধিত করি ॥১১॥

রায়স্পূর্ধি স্বধাবোঽস্তি হি তে ঽগ্নে দেবেষ্বাপ্যম্‌ ।
ত্বং বাজস্য শ্রুত্যস্য রাজসি স নো মৃল মহাঁ অসি ॥১২॥

হে অন্নপতি অগ্নি! আমাদের সম্পদ দাও। তোমার দেবতাদের সঙ্গে সখ্য রয়েছে। তুমি বহু প্রখ্যাত শক্তির অধিপতি। তুমি মহান (গুণ সম্পন্ন), আমাদের সুখ দাও ॥১২॥

উর্ধ্ব উ যু ণ উতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা ।
উর্ধ্বো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে ॥১৩॥

আমাদের রক্ষা করার জন্য সমুন্নত হয়ে থাক যেমন দেব সবিতা আমাদের জন্য (তেমন)। শক্তিদাতার মত উন্নত। যে কারণে ঘৃত দ্বারা (লেপনকারী) ঋত্বিকগণের সঙ্গে তোমাকে সোচ্চারে আমরা আবাহন করছি ॥১৩॥

উর্ধ্বো নঃ পাহ্যংহসো নি কেতুনা বিশ্বং সমত্রিণং দহ।
কৃধী ন উর্ধ্বাঞ্চরথায় জীবসে বিদা দেবেষু নো দুবঃ ॥১৪॥

উৎগামী হও, আমাদের পাপ বিঘ্ন হতে রক্ষা কর। তোমার শিখা দ্বারা সকল ভক্ষক রাক্ষসকে দগ্ধ কর। আমাদের উন্নীত কর যেন বিচরণ করতে পারি, বাঁচতে পারি, দেবতাদের মধ্যে আমাদের হবিঃ তুমি লাভ কর ॥১৪॥

পাহি নো অগ্নে রক্ষসঃ পাহি ধূর্তেররাব্ণঃ।
পাহি রীষত উত বা জিঘাংসতো বৃহদ্ভানো যবিষ্ঠ্য ॥১৫॥

হে অগ্নি! অত্যুজ্জ্বল আলোকময়, হে কনিষ্ঠতম! আমাদের রাক্ষস হতে রক্ষা কর। যারা ধনদান করে না, হিংসাকারী, যারা আঘাতকারী বা হননেচ্ছু (তাদের থেকে) রক্ষা কর ॥১৫॥

ঘনেব বিষ্বগ্বি জহ্যরাব্ণস্ তপুর্জম্ভ যো অস্মধ্রুক্।
যো মর্ত্যঃ শিশীতে অত্যক্তুভির্মা নঃ স রিপুরীশত ॥১৬॥

(হে) উত্তপ্ত দন্তবিশিষ্ট! (অগ্নি দন্ত) যারা আমাদের শত্রু তাদের সর্বদিকে বিশেষ ভাবে ধ্বংস কর, (যেমন) মুগুর বা গদা প্রহারে করা হয়। যে সকল মানুষ অস্ত্র দ্বারা (আমাদের) হীন করে সেই শত্রু যেন আমাদের বিরুদ্ধে সফল না হয়। অথবা যে সব মানুষ রাত্রিকালে আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তারা যেন আমাদের অতিক্রম করতে না পারে।—Griffith ॥১৬॥

অগ্নির্বব্নে সুবীর্যমগ্নিঃ কণ্বায় সৌভগম্।
অগ্নিঃ প্রাবন্ মিত্রোত মেধ্যাতিথিমগ্নিঃ সাতা উপস্তুতম্ ॥১৭॥

অগ্নিদেব (ঋষি) কণ্বকে শোভন বীর্য এবং সৌভাগ্য দান করেছেন (তাঁকে) প্রার্থনা করা হয়। অগ্নি (আমাদের) সখাগণকে সম্যক রক্ষা করেন। মেধ্যাতিথি (ঋষি) ও অন্যান্য স্তোতাগণকেও ধনপ্রাপ্তি (হেতুতে) রক্ষা করেন ॥১৭॥

অগ্নিনা তুর্বশং যদুং পরাবত উগ্রাদেবং হবামহে।
অগ্নির্নয়ন্নববাস্ত্বং বৃহদ্রথং তুর্বীতিং দস্যবে সহঃ ॥১৮॥

দূর দেশ হতে অগ্নির মাধ্যমে উগ্রদেব যদু তুর্বশ নামে (রাজর্ষিদের) আবাহন করি। অগ্নি নববাস্ত্ব, বৃহদ্রথ ও তুর্বীতি নামে (রাজর্ষিদের) দস্যুগণকে পরাজিত করার জন্য আনয়ন কর ॥১৮॥

নি ত্বামগ্নে মনুর্দধে জ্যোতির্জনায় শশ্বতে।
দীদেথ কণ্ব ঋতজাত উক্ষিতো যং নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ ॥১৯॥

(হে) অগ্নি! সকল মনুষ্য (জাতির) জন্য মনু তোমাকে আলোক রূপে নির্দিষ্ট বা স্থাপিত করেছেন। ঋত (ধর্ম) হতে সঞ্জাত তৈলতৃপ্ত তুমি কণ্বের জন্য দীপ্তিপ্রকাশ করেছিলে, (তুমি সেই) যাঁকে মানুষেরা নমস্কার করে ॥১৯॥

ত্বেষাসো অগ্নেরমবন্তো অর্চয়ো ভীমাসো ন প্রতীতয়ে।
রক্ষস্বিনঃ সদমিদ্ যাতুমাবতো বিশ্বং সমত্রিণং দহ ॥২০॥

অগ্নির শিখাসমূহ দ্যুতিময়, শক্তিশালী ও উগ্ররূপ, (নিকট) উপলব্ধির বা প্রতিরোধের যোগ্য নয়। চিরকালের জন্য সকল রাক্ষস ও যাতুধান (মায়াবী অসুরদের) দহন কর। সকল ভক্ষণকারী শত্রুকেও (দগ্ধ করে) ॥২০॥

(সূক্ত-৩৭)

মরুৎগণ দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৫।

ক্রীলং বঃ শর্ধো মারুতমনর্বাণং রথেশুভম্। কণ্বা অভি প্র গায়ত ॥১॥

হে কণ্বগোত্রীয় ঋষিগণ! তোমাদের (অনুকূল) মরুৎগণের বলকে উদ্দেশ করে প্রকৃষ্ট স্তুতি কর। সেই (মরুৎগণ) ক্রীড়াশীল, প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত দীপ্তিমান এবং রথের উপর শোভিত ॥১॥

যে পৃষতীভির্ঋষ্টিভিঃ সাকং বাশীভিরঞ্জিভিঃ। অজায়ন্ত স্বভানবঃ ॥২॥

সেই (মরুৎগণ) স্বয়ম্প্রভ, এবং মিশ্রবর্ণের মৃগী (বাহন), অস্ত্র ও (ঘোর) শব্দ সহ প্রদীপ্ত অলংকারসহ একত্রে (তাঁরা) জন্ম নিয়েছিলেন ॥২॥

ইহেব শৃণ্ব এষাং কশা হস্তেষু যদ্ বদান্। নি যামঞ্চিত্রমৃঞ্জতে ॥৩॥

ইহাদের হাতে যে কশা (চাবুক) (তার সঞ্জাত ধ্বনি) যা বলে, এখান থেকেই (নিকটস্থিতের মত) যেন শোনা যায়। যুদ্ধে বিচিত্র (বীরত্বের) কথা নিঃশেষে (যেন) বর্ণনা করে। অথবা গমন পথে তাঁরা বিচিত্র (বিদ্যুৎকে) অধোমুখে চালনা করেন ॥৩॥

প্র বঃ শর্ধায় ঘৃষ্বয়ে ত্বেষদ্যুম্নায় শুষ্মিণে। দেবত্তং ব্রহ্ম গায়ত ॥৪॥

তোমরা উগ্রবলশালী, শত্রুবিনাশক, প্রদীপ্ত যশোযুক্ত (মরুৎ) গণের উদ্দেশে দেবতার প্রদত্ত মন্ত্রাদি স্তুতি পাঠ কর ।।৪।।

প্র শংসা গোষ্ব্যং ক্রীলং যচ্ছর্ধো মারুতম্। জম্ভে রসস্য বাবৃধে ॥৫॥

সেই গাভীযূথের মধ্যে অবস্থিত, হননের অনুপযুক্ত, বিচরণশীল বৃষের (মত) মরুৎগণের যে তেজ তাকে স্তুতি কর। (বৃষ্টি অর্থাৎ সোমরস) রস পান করে সেই তেজ বৃদ্ধি পায় ।।৫।।

কো বো বর্ষিষ্ঠ আ নরো দিবশ্চ গ্মশ্চ ধূতয়ঃ। যৎ সীমন্তং ন ধূনুথ ॥৬॥

দ্যুলোক ভূলোকের কম্পনসৃষ্টিকারী নেতৃগণ! (মরুৎগণ)! তোমাদের মধ্যে কে সর্বজ্যেষ্ঠ (শক্তিমান)? যখন সর্বদিকে বৃক্ষাগ্রভাগকে কম্পিত কর। অথবা (বস্ত্রের) প্রান্ত ভাগের মত তাদের কম্পিত কর ।।৬।।

নি বো যামায় মানুষো দধ্র উগ্রায় মন্যবে। জিহীত পর্বতো গিরিঃ ॥৭॥

তোমাদের গমন পথে মানুষ তীব্র ক্রোধের (ভয়ে) নত হয় (কারণ)পর্বত (এবং) শৃঙ্গও সেখানে নত হয়ে থাকে ।।৭।।

যেষামজ্মেষু পৃথিবী জুজুর্বাঁ ইব বিশ্পতিঃ। ভিয়া যামেষু রেজতে ॥৮॥

যাদের দ্রুত ধাবনশীল গমন পথে পৃথিবী ভয়ে বয়োজীর্ণ নরপতির মত কেঁপে উঠতে থাকে ।।৮।।

স্থিরং হি জানমেষাং বয়ো মাতুর্নিরেতবে। যৎ সীমনু দ্বিতা শবঃ ॥৯॥

সায়ণভাষ্য—ইঁহাদের (মরুৎগণের) জন্মস্থান অকম্পিত, সেই মাতৃরূপ (আকাশ) হতে পাখীগুলি বহির্গত হয়। যেহেতু (তাঁদের) শক্তি সর্বদিক হতে যথাক্রমে দুইভাগে (দ্যাবা পৃথিবীকে) বিভক্ত করে।

Jamison ও Griffith—ইঁহাদের (মরুৎগণের) জন্ম যেহেতু স্থির, জননীর নিকট হতে বাহিরে আগমনের শক্তি তাঁরা (লাভ করেছেন), সেই শক্তি পূর্বের ন্যায় এখনও তাদের অনুগমন করে ।।৯।।

উদু ত্যে সূনবো গিরঃ কাষ্ঠা অজ্মেষ্বত্নত। বাশ্রা অভিজ্ঞু যাতবে ॥১০॥

সায়ণ— অনুরূপ স্তুতিকারী (মরুৎগণ) নিজ গমনকালে উৎকর্ষের সঙ্গে জলরাশি বিস্তার করেছেন। এবং শব্দকারী গাভীগুলিকে আজানু (নিমগ্ন) ভাবে গমন করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

Jamison ও Griffith—এই (রুদ্র)পুত্রগণ, এই গায়কগণ (ঘোর রবকারী মরুৎগণ) তাঁদের প্রতিযোগিতার গমনকালে সীমা নির্দেশ বর্ধিত করেছিলেন যেন গাভীগুলি আজানুমজ্জিত ভাবে বিচরণ করে ।।১০।।

ত্যং চিদ্ ঘা দীর্ঘং পৃথুং মিহো নপাতমমৃধ্রম্। প্র চ্যাবয়ন্তি যামভিঃ ॥১১॥

স্বকীয় গমনপথে মেঘকেও (মরুৎগণ) প্রকৃষ্ট ভাবে বর্ষণ করান। (সেই মেঘ) প্রলম্বিত, বিস্তৃত এবং সেচনযোগ্য জল দান করে, অভেদ্য ।।১১।।

মরুতো যদ্ধ বো বলং জনাঁ অচুচ্যবীতন। গিরীঁরচুচ্যবীতন ॥১২॥

(হে) মরুৎগণ! যেহেতু তোমাদের শক্তি আছে তোমরা মানুষদের (স্ব কার্যে) প্রেরণ করেছ। সেইভাবে পর্বত সমূহকে (মেঘগুলি) প্রেরণ কর ।।১২।।

যদ্ধ যান্তি মরুতঃ সং হ ব্রুবতেঽধ্বন্না। শৃণোতি কশ্চিদেষাম্ ॥১৩॥

যখনই মরুৎগণ গমন করতে থাকেন, পথে সর্বত্র তারা একত্রে আলাপ করতে থাকেন। ইহাদের শব্দ যে কেউ শ্রবণ করে ।।১৩।।

প্র যাত শীভমাশুভিঃ সন্তি কণ্বেষু বো দুবঃ। তত্রো যু মাদয়াধ্বৈ ॥১৪॥

দ্রুতগতি (বাহনে) শীঘ্র প্রকৃষ্টভাবে গমন কর। তোমাদের পরিচর্যাকারিগণ কণ্ব (বংশীয়দের) মধ্যে রয়েছে। তাদের সঙ্গে শোভনভাবে তৃপ্ত হও ।।১৪।।

অস্তি হি ষ্মা মদায় বঃ স্মসি ষ্মা বয়মেষাম্। বিশ্বং চিদায়ুর্জীবসে ॥১৫॥

তোমাদের পরিতৃপ্তির জন্য আমাদের (সাহচর্য) (প্রস্তুতি) রয়েছে। আমরা তোমাদের জন্য (অনুগত রূপে) বিদ্যমান। যতদিন পর্যন্ত আয়ু নির্দিষ্ট ততদিন জীবিত থাকার জন্য সময় দাও অথবা জীবিত থাকার জন্য দীর্ঘ আয়ু (দান কর) ।।১৫।।

(সূক্ত-৩৮)

মরুৎগণ দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৫।

কদ্ধ নূনং কধপ্রিয়ঃ পিতা পুত্রং ন হস্তয়োঃ। দধিধ্বে বৃক্তবর্হিষঃ ॥১॥

সায়ণ—কখন অবশ্যই (আমাদের) উভয় হস্ত ধারণ করবে? হে স্তুতিপ্রিয় (মরুৎগণ)! যাঁদের জন্য কুশ চয়ন করা হয়েছে (সেই তোমরা), পিতা যেমন করে পুত্রকে ধারণ করেন (তেমন আমাদের ধারণ করবে)।

Jamison— হে সুসময়ের মিত্রগণ! তোমরা হস্তে কী ধারণ করে আছ। হে স্তুতি!...ইত্যাদি ॥১॥

ক্ব নূনং কদ্ বো অর্থং গন্তা দিবো ন পৃথিব্যাঃ। ক্ব বো গাবো ন রণ্যন্তি ॥২॥

সায়ণ— এখন কোথায়? কখন তোমাদের গমন (হবে)? (তোমরা) দ্যুলোক হতে যাও, পৃথিবী হতে নয়। তোমাদের (প্রতি) কোথায় গাভীর মত শব্দ (করে আবাহন) করা হচ্ছে?

Jamison—এখন কোথায়? কোন্ লক্ষ্য অভিমুখে (তোমরা) দ্যুলোকের ন্যায় পৃথিবীতেও গমন করেছ? কোথায় (তারা) তোমাদের প্রতি আনন্দিত হয় যেমন গাভীরা (চারণ ক্ষেত্রে)।

Max Muller—তোমাদের গাভীগুলি অর্থাৎ মেঘেরা কোথায়, কেন আকাশে বিচরণ করে পৃথিবীতে নয় ॥২॥

ক্ব বঃ সুম্না নব্যাংসি মরুতঃ ক্ব সুবিতা। ক্বো বিশ্বানি সৌভগা ॥৩॥

মরুৎগণ! তোমাদের নূতনতর ধনসম্পদ অনুগ্রহ কোথায় আছে? কোথায় (তোমাদের) সমৃদ্ধি বা সুগম পথ? কোথায় সর্বপ্রকার শোভন ভাগ্য? ॥৩॥

যদ্ যূয়ং পৃশ্নিমাতরো[১] মর্তাসঃ স্যাতন। স্তোতা বো অমৃতঃ স্যাৎ ॥৪॥

যদি (হে মরুৎগণ!) তোমরা পৃশ্নিপুত্রগণ মানুষ মরণশীল হতে (তবুও) তোমাদের স্তুতিকারী অমর হতো ॥৪॥

১. পৃশ্নি— বিচিত্র বর্ণা— এখানে পৃথিবী। অথবা দুগ্ধবতী গাভী (পুরাবিদগণ)।

মা বো মৃগো ন যবসে জরিতা ভূদজোষ্যঃ। পথা যমস্য গাদুপ ॥৫॥

তোমাদের স্তুতিকারী যেন অপ্রীতিকর না হয়। যেমন হরিণ শস্যের প্রতি (কখনই তা হয় না)। অথবা (গৃহপশুর) বিচরণ ক্ষেত্রে সমাগত বন্যপশু (অপ্রীতিকর হয়ে থাকে); যমের (অধিকৃত) পথের দিকে যেন না যায় ॥৫॥

মো ষু ণঃ পরাপরা নির্ঋতির্দুর্হণা বধীৎ। পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ ॥৬॥

আমাদের যেন অত্যন্ত বলশালিনী দুর্নিবারণীয়া দুষ্টা নির্ঋতি (রক্ষসী) বধ করতে না পারে। (সে নিজেই) লোভের তাড়নে নিপতিত হোক ॥৬॥

সত্যং ত্বেষা অমবন্তো ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ। মিহং কৃণ্বন্ত্যবাতাম্ ॥৭॥

সত্যই মরু অঞ্চলেও তেজস্বী বলশালী রুদ্রপুত্রগণ (মরুৎগণ) তাঁদের বায়ুরহিত বর্ষণকে সর্বদিকে (চালনা) করে থাকেন ॥৭॥

বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি। যদেষাং বৃষ্টিরসর্জি ॥৮॥

বিদ্যুৎ যেন শব্দকারিণী (গাভীর) মত (মেঘের) শব্দ করছে যেমন ধেনু সিঞ্চন করে তার বৎসটিকে। যে কারণে এই বৃষ্টি ঝরে পড়ছে ॥৮॥

দিবা চিৎ তমঃ কৃণ্বন্তি পর্জন্যেনোদবাহেন। যৎ পৃথিবীং ব্যুন্দন্তি ॥৯॥

(মরুৎগণ) যখন পৃথিবীকে সিক্ত করেন তখন জলধর মেঘের দ্বারা দিবাকালেও অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেন ॥৯॥

অধ স্বনান্মরুতাং বিশ্বমা সদ্ম পার্থিবম্। অরেজন্ত প্র মানুষাঃ ॥১০॥

মরুৎগণের গর্জনশব্দে পৃথিবীর সকল গৃহ চতুর্দিকে (কম্পিত হয়), মানবকুলও কম্পিত হয়ে থাকে ॥১০॥

মরুতো বীলুপাণিভিশ্ চিত্রা রোধস্বতীরনু। যাতেমখিদ্রযামভিঃ ॥১১॥

হে মরুৎগণ! দৃঢ় হস্তসমন্বিত (তোমরা) বিচিত্র তীরবর্তী নদীগুলিকে লক্ষ্য করে নিরন্তর চল। (সায়ন ভাষ্য)

Griffith and Jamison— হে মরুৎগণ! দৃঢ়ক্ষুর সমন্বিত অশ্বগণের সাহায্যে নিরন্তর গতিতে উজ্জ্বল (জলপূর্ণ) তীরবতী নদীগুলির সঙ্গে সঙ্গে চল ॥১১॥

স্থিরা বঃ সন্তু নেময়ো রথা অশ্বাস এষাম্। সুসংস্কৃতা অভীশবঃ ॥১২॥

এই তোমাদের রথচক্রের নেমি (চক্রের গোল বহিঃ ভাগ) দৃঢ় থাকুক। (তোমাদের) রথ ও অশ্বগুলি (সুরক্ষিত থাকুক) এবং (তাদের) প্রগ্রহ সকল সুব্যবস্থিত (থাক) ॥১২॥

অচ্ছা বদা তনা গিরা জরায়ৈ ব্রহ্মণস্পতিম্[১]। অগ্নিং মিত্রং ন দর্শতম্ ॥১৩॥

যে অগ্নি মন্ত্রসমূহের অধিপতিস্বরূপ, যিনি মিত্রের মত দর্শনীয় তাঁকে (অথবা এবং দর্শনযোগ্য মিত্রকে), প্রশস্তির জন্য এই বিস্তারিত স্তোত্রগানের দ্বারা অভিমুখে আবাহন কর ॥১৩॥

১. ব্রহ্মণস্পতিম্— মন্ত্রসমূহের অধিপতি অথবা যজ্ঞীয় অন্নের পালক।

মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জন্য ইব ততনঃ। গায় গায়ত্রমুক্থ্যম্[১] ॥১৪॥

(হে ঋত্বিকগণ!) মুখে মুখে স্তোত্র নির্মাণ কর, যেমন করে বর্ষার মেঘ বিস্তৃত হয় (অথবা গর্জন করে)। গায়ত্রী ছন্দে উক্থ্য গান কর ॥১৪॥

১. উক্থ্য— স্তোত্রবিঃ।

বন্দস্ব মারুতং গণং ত্বেষং পনস্যুমর্কিণম্। অস্মে বৃদ্ধা অসন্নিহ ॥১৫॥

মরুৎগণকে বন্দনা কর, তারা দীপ্তিমান, স্তুতিযোগ্য, প্রাণবন্ত। (স্তোত্র লাভের পরে) এখানে যেন শক্তিমান (মরুৎ)গণ আমাদের সঙ্গে বাস করেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন ॥১৫॥

(সূক্ত-৩৯)

মরুৎগণ দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি। প্রাগাথ বার্হত। ঋক সংখ্যা-১০।

প্র যদিত্থা পরাবতঃ শোচির্ন মানমস্যথ।
কস্য ক্রত্বা মরুতঃ কস্য বর্পসা কং যাথ কং হ ধূতয়ঃ ॥১॥

যখন এইভাবে বহুদূর (অন্তরিক্ষ) হতে, তেজঃশিখার মত, তোমাদের বল প্রক্ষেপ কর, (তখন) হে মরুৎগণ! কার প্রতি (সেই তেজ) গমন করে? কাকে (প্রাপ্ত হয়)? কার যজ্ঞ কার স্তোত্রে (সম্মিলিত হয়)? হে কম্পন সৃষ্টিকারিগণ! অথবা কার ইচ্ছায় কোন আকারে গমন করে? ॥১॥

স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীলূ উত প্রতিষ্কভে।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা মর্ত্যস্য মায়িনঃ ॥২॥

তোমাদের অস্ত্রসমূহ শত্রু বিতাড়নের দূরে নিক্ষেপের জন্য অবিচল থাক। প্রতিরোধের জন্য দৃঢ় থাক; তোমাদের যোদ্ধৃশক্তি প্রশংসিত হোক, ছদ্মচারী মানুষের শক্তি নয় ॥২॥

পরা হ যৎ স্থিরং হথ নরো বর্তয়থা গুরু।
বি যাথন বনিনঃ পৃথিব্যা ব্যাশাঃ পর্বতানাম্ ॥৩॥

যখন যা কিছু স্থির বস্তু তোমরা দূরে ক্ষেপণ কর এবং গুরুভার বস্তুকে আবর্তিত কর, হে নেতৃবৃন্দ! তোমাদের গমন (পথ) পৃথিবীর আরণ্য বৃক্ষগুলির মধ্য দিয়ে এবং পর্বত সমূহের সানুদেশে বিস্তৃত হয় ॥৩॥

নহি বঃ শত্রুর্বিবিদে অধি দ্যবি ন ভূম্যাং রিশাদসঃ।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনা যুজা রুদ্রাসো নূ চিদাধৃষে ॥৪॥

হে শত্রুভক্ষণকারিগণ (বিনাশক)! দ্যুলোকে বা পৃথিবীতে তোমাদের শত্রু নেই; হে রুদ্রপুত্রগণ! যেন এই (পারস্পরিক) সংযোগের বা সৌভ্রাতৃত্বের দ্বারা তোমাদের ক্ষমতা (শত্রু) দমনের জন্য দ্রুত বিস্তার লাভ করে ॥৪॥

প্র বেপয়ন্তি পর্বতান্ বি বিঞ্চন্তি বনস্পতীন্।
প্রো আরত মরুতো দুর্মদা ইব দেবাসঃ সর্বয়া বিশা ॥৫॥

(মরুৎগণ) পর্বতসমূহকে প্রকম্পিত করে, বৃহৎ বৃক্ষরাজিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। হে মরুৎ দেবগণ! নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মত দুর্বার হয়ে স্বেচ্ছায় সর্বভাবে প্রজাগণের সঙ্গে বিচরণ কর ॥৫॥

উপো রথেষু পৃষতীরযুগ্ধ্বং প্রষ্টির্বহতি রোহিতঃ।
আ বো যামায় পৃথিবী চিদশ্রোদবীভয়ন্ত মানুষাঃ ॥ ৬॥

তোমাদের রথগুলিতে বিচিত্রবর্ণের মৃগীচিত্র সংযুক্ত করেছ। লোহিত (বর্ণের মৃগবিশেষ) (রথ) নয়ন করছে। পৃথিবী ও তোমাদের আগমনের কথা বিশেষ ভাবে শ্রবণ করেছে, মানুষেরা একান্তভাবে ভয়গ্রস্ত ॥৬॥

আ বো মক্ষূ তনায় কং রুদ্রা অবো বৃণীমহে ।
গন্তা নূনং নোঽবসা যথা পুরেত্থা কণ্বায় বিভ্যুষে ॥৭॥

হে রুদ্র (পুত্র)গণ! শীঘ্র আমাদের সন্তানের কার্যের জন্য তোমাদের রক্ষণ প্রার্থনা করি। আমাদের প্রতি সাহায্য সহ পূর্বকালের জন্য যেমন করেছিলে সেইভাবে ভীতিগ্রস্ত কণ্বের জন্য দ্রুত আগমন কর ।।৭।।

যুষ্মেষিতো মরুতো মর্ত্যেষিত আ যো নো অভ্ব ঈষতে ।
বি তং যুযোত শবসা ব্যোজসা বি যুষ্মাকাভিরূতিভিঃ ॥৮॥

হে মরুৎগণ! তোমাদের অথবা কোন মানুষের প্রেরিত কোন শত্রু যেন আমাদের অভিভূত না করে, সেই শত্রুকে (তোমাদের) শক্তি বা অন্ন দ্বারা, বল দ্বারা বিদূরিত কর, তোমাদের কৃত রক্ষণ থেকে বিযুক্ত কর ।।৮।।

অসামি হি প্রযজ্যবঃ কণ্বং দদ প্রচেতসঃ।
অসামিভির্মরুত আ ন উতিভির্গন্তা বৃষ্টিং ন বিদ্যুতঃ ॥৯॥

হে প্রথম পূজ্য ও প্রকৃষ্টজ্ঞানী মরুৎগণ! তোমরা কণ্বকে সম্পূর্ণভাবে বরাভয় দিয়েছিলে। সম্যক রক্ষণের বা অভয়ের সঙ্গে আমাদের অভিমুখে আগমন কর, যেমন বিদ্যুৎ আসে বৃষ্টির প্রতি ।।৯।।

অসাম্যোজো বিভৃথা সুদানবো ঽসামি ধূতয়ঃ শবঃ ।
ঋষিদ্বিষে মরুতঃ পরিমন্যব ইষুং ন সৃজত দ্বিষম্ ॥১০॥

হে শোভনদাতা মরুৎগণ! সম্পূর্ণ শক্তি ধারণ কর। হে ভূলোক কম্পনকারিগণ! তোমাদের ক্ষমতা অখণ্ড, কবির প্রতি হিংসাকারী, ক্রুদ্ধ (শত্রু)-র উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত তীরের মত শত্রুতা প্রয়োগ কর ।।১০।।

(সূক্ত-৪০)

ঋষি কণ্ব—ছন্দ বৃহতী। দেবতা ব্রহ্মণস্পতি। ঋক সংখ্যা-৮।

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে ।
উপ প্র যন্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা ॥১॥

হে ব্রহ্মণস্পতি! উত্থান কর। দেবতার সেবক আমরা তোমার প্রতি প্রার্থনা জানাই। শোভন-দাতৃ মরুৎগণ যেন (আমাদের) নিকটে আগমন করেন। দ্রুতগতি, শত্রুনাশক, বলবান ইন্দ্র যেন (তাদের) সঙ্গে থাকেন ।।১।।

ত্বামিদ্ধি সহসস্পুত্র মর্ত্য উপব্রূতে ধনে হিতে ।
সুবীর্যং মরুত আ স্বশ্ব্যং দধীত যো ব আচকে ॥২॥

হে বলের পুত্র! মানুষ (শত্রু মধ্যে) প্রক্ষিপ্ত হলে (অথবা যুদ্ধে ধনলাভের সম্ভাবনায়) সাহায্যের বা সম্পদের জন্য তোমাকেই আহ্বান করে; হে মরুৎগণ! যে তোমাদের স্তুতি করে (সেই) মানুষ সুষ্ঠু অশ্ব এবং সুষ্ঠু বীর্য (যুক্ত ধন) যেন লাভ করে ।।২।।

প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ প্র দেব্যেতু সূনৃতা ।
অচ্ছা বীরং নর্যং পঙ্ক্তিরাধসং দেবা যজ্ঞং নয়ন্তু নঃ ॥৩॥

হে ব্রহ্মণস্পতি! প্রকৃষ্টভাবে আগমন কর; দেবী সুনৃতা (প্রিয় বাগ্‌স্বরূপিণী) আগমন কর। দেবগণ এই মানুষের হিতকারী, পঞ্চগুণ সমৃদ্ধি দায়ক, যজ্ঞের প্রতি আমাদের অনুকূল ভাবে প্রেরণ করুন ।।৩।।

যো বাঘতে দদাতি সূনরং বসু স ধত্তে অক্ষিতি শ্রবঃ ।
তস্মা ইলাং[১] সুবীরামা যজামহে সুপ্রতূর্তিমনেহসম্ ॥৪॥

যিনি (যজমান) ঋত্বিকগণকে শোভনপরিমাণ ধন দান করেন, তিনি অক্ষয় যশোলাভ বা অন্নলাভ করেন। তাঁর জন্য আমরা যজ্ঞের দ্বারা উৎকৃষ্ট বীর্যসমন্বিত, শত্রু বিনাশক এবং জয়বর্ধক অন্নের আহুতি দান করি। সায়ণ মতে—শোভনবীর সমন্বিত, শত্রুনাশক এবং অপরাজিত ইলাকে যজনা করি ।।৪।।

১. ইলা —প্রযাজ ও অনুযাজ যাগের মধ্যবর্তী আহুতি। অথবা হব্যদ্রব্য।

প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতির্মন্ত্রং বদত্যুকথ্যম্ ।
যস্মিন্নিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দেবা ওকাংসি চক্রিরে ॥৫॥*

ব্রহ্মণস্পতি সোচ্চারে শস্ত্রযোগ্য মন্ত্র অবশ্যই বলেন। সেইখানে (মন্ত্রে) ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্যমন্ দেবগণ নিবাস করেন ॥৫॥

* Roth—বজ্রধ্বনিকে ব্রহ্মণস্পতির কণ্ঠস্বর বলেছেন।

তমিদ্ বোচেমা বিদথেষু শংভুবং মন্ত্রং দেবা অনেহসম্ ।
ইমাং চ বাচং প্রতিহর্যথা নরো বিশ্বেদ্ বামা বো অশ্নবৎ ॥৬॥

হে দেবগণ! যজ্ঞকালে সেই সুখ সম্পাদক এবং দোষশূন্য মন্ত্র আমরা যেন পাঠ করি। হে মহান বীরগণ! (দেবগণ) (যদি) এই বাক্‌কে গ্রহণ কর (তবে) সকল মঙ্গলময়ী বাক্ তোমাদের প্রতি উপনীত হবে। অথবা তোমাদের নিকট হতে এই বাক্‌সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হবে (Griffith) ॥৬॥

কো দেবয়ন্তমশ্নবজ্ জনং কো বৃক্তবর্হিষম্ ।
প্রপ্র দাশ্বান্ পস্ত্যাভিরস্থিতাহন্তর্বাবৎ ক্ষয়ং দধে ॥৭॥

দেবগণের সেবক (শুদ্ধ) ব্যক্তির নিকট কে উপস্থিত হন? কে কুশ ছেদনকারী ব্যক্তির নিকট (হবিঃ) দাতা ঋত্বিকগণের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে থাকেন, নিজ গৃহকে তিনি বহুধনযুক্ত করেন ॥৭॥

উপ ক্ষত্রং পৃঞ্চীত হন্তি রাজভির্ভয়ে চিৎ সুক্ষিতিং দধে ।
নাস্য বর্তা ন তরুতা মহাধনে নার্ভে অস্তি বজ্রিণঃ ॥৮॥

(ব্রহ্মণস্পতি) (নিজ) বিক্রমকে বিস্তৃত করেন এবং রাজগণের (সঙ্গে শত্রুকে) হনন করেন। ভয়প্রদ (স্থানেও) তিনি শোভনভাবে (নির্ভয়ে) অবস্থান করেন। সেই বজ্রধারীকে বৃহত্তর বা ক্ষুদ্র (যুদ্ধে) প্রতিহত করার বা অভিভূত করার (অপর) কেউ নেই ॥৮॥

(সূক্ত-৪১)

ঋষি কণ্ব ঘোর। গায়ত্রী ছন্দ। বরুণ, মিত্র, অর্য্যমন্ দেবতা। ঋক সংখ্যা-৯।

যং রক্ষন্তি প্রচেতসো বরুণো মিত্রো অর্যমা। নূ চিৎ স দভ্যতে জনঃ ॥১॥

প্রকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন বরুণ, মিত্র, অর্য্যমন্ দেবগণ যাকে রক্ষা করেন সেই ব্যক্তি কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অথবা সেই ব্যক্তি অতিদ্রুত শত্রুগণকে নাশ করে (সায়ণ ভাষ্য) ॥১॥

যং বাহুতেব পিপ্রতি পান্তি মর্ত্যং রিষঃ। অরিষ্টঃ সর্ব এধতে ॥২॥

যাঁকে (সেই দেবগণ) মুক্ত হস্তে ধনদান করেন, যাঁকে সর্বপ্রকার হিংসা থেকে রক্ষা করেন, সেই (যজমান) সর্বপ্রকার বিঘ্ন মুক্ত হয়ে সমৃদ্ধি লাভ করেন ॥২॥

বি দুর্গা বি দ্বিষঃ পুরো ঘ্নন্তি রাজান এষাম্। নয়ন্তি দুরিতা তিরঃ ॥৩॥

Griffith—রাজগণ (বরুণাদি দেবতা বা আদিত্যগণ) তার (যজমানের) নিকট হতে বিঘ্ন এবং শত্রুসমূহকে বহুদূরে বিতাড়িত করেন এবং তাকে নিরাপদে দুঃখ হতে উত্তীর্ণ করেন। অথবা Jamison এবং সায়ণ—রাজগণ তার সম্মুখস্থ শত্রুদুর্গ সকল বিনাশ করেন, শত্রুগণকেও বিনাশ করেন। সেইভাবে দুঃখসমূহ থেকে উত্তীর্ণ করেন ॥৩॥

সুগঃ পন্থা অনৃক্ষর আদিত্যাস ঋতং যতে। নাত্রাবখাদো অস্তি বঃ ॥৪॥

হে আদিত্যগণ! যজ্ঞে গমন করার জন্য অথবা সত্যান্বেষী ব্যক্তির জন্য এই পথ সহজগম্য, বিপদহীন। এখানে তোমাদের অনীহা বা ক্রোধ জাগানোর মত কিছু নেই ॥৪॥

যং যজ্ঞং নয়থা নর আদিত্যা ঋজুনা পথা। প্র বঃ স ধীতয়ে নশৎ ॥৫॥

হে আদিত্যগণ! তোমরা, শ্রেষ্ঠ নেতৃগণ যে যজ্ঞকে সরল পথে চালনা কর, তা যেন তোমাদের উপভোগের বা চিন্তার জন্য সঙ্গত হয় ॥৫॥

স রত্নং মর্ত্যো বসু বিশ্বং তোকমুত ত্মনা। অচ্ছা গচ্ছত্যস্তৃতঃ ॥৬॥

সেইরূপ মানুষ সর্বদা অপরাজিত বা অহিংসিত অবস্থায় ধনসম্পদ এবং মঙ্গল প্রাপ্ত হয় নিজের জীবনে, এবং অনুরূপ সন্তানও লাভ করে। ॥৬॥

কথা রাধাম সখায়ঃ স্তোমং মিত্রস্যার্যম্ণঃ। মহি প্সরো বরুণস্য ॥৭॥*

সায়ণ—হে বন্ধু (ঋত্বিকগণ)! মিত্রা অর্যমন্ ও বরুণের দেবতার মহৎ রূপ (অনুযায়ী) স্তোত্র কেমন ভাবে রচনা করব? ॥৭॥

* Griffith— হে বন্ধুগণ! কেমন করে মিত্র ও অর্যমার স্তোত্র, বরুণের মাহাত্ম্য কে খাদ্য প্রস্তুত হবে?

মা বো ঘ্নন্তং মা শপন্তং প্রতি বোচে দেবয়ন্তম্। সুম্নৈরিদ্ ব আ বিবাসে ॥৮॥

সায়ণ—(হে দেবগণ!), দেবপূজক (যজমানকে) হিংসাকারী বা অভিশাপকারী কোন শত্রুর কথা আমি বলছি না। (আমি) সম্পদ দ্বারা তোমাদের সর্বপ্রকারে পরিচর্যা করছি।

Griffith—দেবতার অনুগত ব্যক্তিকে হিংসাকারী বা অভিশাপকারী কোন ব্যক্তির কথা আমি বলছি না। আমি কেবলমাত্র স্তুতির মাধ্যমে তোমাদের নিকটে আবাহন করছি ॥৮॥

চতুরশ্চিদ্ দদমানাদ্ বিভীয়াদা নিধাতোঃ। ন দুরুক্তায় স্পৃহয়েৎ ॥৯॥

যে চারিটি (পাশার গুটিকে) হাতে ধারণ করে তাদের পতন পর্যন্ত, তাকে ভয় করবে। দুর্বাক্যকথনে যেন উৎসাহ করো না ॥৯॥

টীকা—পাশাখেলার সময় গুটি ফেলার কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে—নিরুক্ত ৩.১৬)। অন্যদিকে Ludwig-এর মতে —চার সংখ্যাটি দ্বারা বরুণ, মিত্র, অর্যমন্ ও ভগ— এই চার দেবতার কথা বলা হচ্ছে। দেবতার অনুগত যজমান এই চারজনকে মিত্ররূপে লাভ করে থাকলে, তারা যদি চলে যান (পতন) সেই সম্ভাবনাকে ভয় করে।

Bergaingne—La Religion Vedeque-III 158 মনে করেন এখানে বরুণের পাশ—যা দিয়ে তিনি ঋত বা সত্যকে রক্ষা করেন, সেই উল্লেখ করা হয়েছে।

(সূক্ত-৪২)

কণ্ব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। পূষণ্ দেবতা। ঋক সংখ্যা-১০।

সং [1]পূষন্নধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাৎ[2]। সক্ষা দেব প্র ণস্পুরঃ ॥১॥

হে পূষণ! সম্যক্‌ভাবে পথ উত্তীর্ণ কর, পথের বাধাগুলিকে (পাপকে) অপসারিত কর, নিকটবর্তী হয়ে আমাদের সম্মুখে চল, হে (মেঘের) পুত্র! ॥১॥

১. পূষণ—পথের অভিভাবক দেবতা – সূর্যের এক রূপ
২. বিমুচো নপাৎ — জলমোচনকারী মেঘের পুত্র।

যো নঃ পূষন্নঘো বৃকো[1] দুঃশেব আদিদেশতি। অপ স্ম তং পথো জহি ॥২॥

হে পূষণ! আমাদের পথ হতে সেই দুষ্ট হননকারী বৃক (নেকড়ে বাঘ)কে অবশ্য অপসারিত কর যে আমাদের আঘাত করার অপেক্ষায় আছে অথবা সায়ণ-মতে, বৃক (যে ধনহরণকারী প্রতিপক্ষ) ॥২॥

১. বৃক—Swedish এবং Norwegian ভাষায় Varg— অর্থাৎ নেকড়ে এবং দুষ্ট, দেবতাহীন ব্যক্তি— Griffith

অপ ত্যং পরিপন্থিনং [1]মুষীবাণং হুরশ্চিতম্। দূরমধি স্রুতেরজ ॥৩॥

যে এইভাবে বাধা সৃষ্টি করে, সেই কুটিল চিত্ত তস্করকে আমাদের পথ হতে দূরে বিতাড়িত কর ॥৩॥

১. মুষীবা—তস্কর

ত্বং তস্য দ্বয়াবিনো ঽঘশংসস্য কস্য চিৎ। পদাভি তিষ্ঠ তপুষিম্ ॥৪॥

সে যে-ই হোক, দুইভাবের বক্তা এই দুর্মনস্কের তেজময় অস্ত্র— তুমি পদের দ্বারা পিষ্ট কর ॥৪॥

আ তৎ তে দস্র মন্তুমঃ পূষন্নবো বৃণীমহে। যেন পিতৃনচোদয়ঃ ॥৫॥

হে জ্ঞানবান অপূর্বকর্মের অনুষ্ঠাতা বা দর্শন যোগ্য পূষণ! আমরা তোমার সহায়তা কামনা করি, যার দ্বারা পূর্বপুরুষগণকে প্রেরণা দিয়েছ ।।৫।।

অধা নো বিশ্বসৌভগ হিরণ্যবাশীমত্তম। ধনানি সুষণা কৃধি ॥৬॥

হে সকল সমৃদ্ধির অধীশ্বর, সুবর্ণময় আয়ুধের শ্রেষ্ঠ ধারক! এখন আমাদের ধন (অর্জন) সহজে করতে দাও ।।৬।।

অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥৭॥*

অনুসরণকারী (শত্রুদের) অতিক্রম করে আমাদের নিয়ে যাও। আমাদের পথ সুখগম্য এবং মঙ্গলময় করো। হে পূষণ! এই বিষয়ে জ্ঞান অবগত হও।।৭।।

* Jamison—তৃষ্ণাপীড়িত দেশ অতিক্রম করে...।

অভি সূযবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥৮॥

আমাদের সুষ্ঠু তৃণাচ্ছন্ন দেশে (চারণক্ষেত্রে) নিয়ে যাও; পথে নূতন সন্তাপ (রেখো) না। হে পূষণ! এই বিষয়ে জ্ঞান অবগত হও ।।৮।।

শগ্ধি পূর্ধি প্র যংসি চ শিশীহি প্রাস্যুদরম্। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥৯॥

সানুগ্রহ হও; (আমাদের) পূর্ণ কর; প্রকৃষ্ট দান কর; উদ্যম দাও, উদর পূর্তি কর। হে পূষণ! এই বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চার কর ।।৯।।

ন পূষণং মেথামসি সূক্তৈরভি গৃণীমসি। বসূনি দস্মমীমহে ॥১০॥

পূষণকে নিন্দা বা দোষভাক করি না। স্তোত্র দ্বারা (তাঁর) অভিমুখে প্রশস্তি করি; সেই শক্তিমানের নিকট ধন যাচ্ঞা করি ।।১০।।

(সূক্ত-৪৩)

ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষি—গায়ত্রী ছন্দ —রুদ্র দেবতা— ঋক সংখ্যা-৯।

কদ্ রুদ্রায়[১] প্রচেতসে মীঢুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শংতমং হৃদে ॥১॥

অতি সমৃদ্ধ, প্রকৃষ্ট জ্ঞানী এবং বরিষ্ঠ দাতা রুদ্রের উদ্দেশে কি এবং কখন প্রশস্তি করব, (যা) তাঁর মনে সর্বাধিক প্রিয় হবে? অথবা (আমাদের) হৃদয়ে স্থিত, সমৃদ্ধ, জ্ঞানী ও বরিষ্ঠ দাতা রুদ্রের উদ্দেশে...(সায়ণ) ।।১।।

১. মেধাবিগণের মতে, রুদ্র শব্দের অর্থ যিনি রোদন করান। ধ্বংসই তাঁর কাজ, কিন্তু এই সূক্তে তিনি মঙ্গলময়ী।

যথা নো অদিতিঃ করৎ পশ্বে নৃভ্যো যথা গবে। যথা তোকায় রুদ্রিয়ম্ ॥২॥*

যেমন অদিতি আমাদের (গোষ্ঠীর) জনগণের প্রতি, গবাদি পশুর প্রতি, সন্তানের জন্য রুদ্রের প্রসন্নতা (বর্ষণ) করেন। অথবা রুদ্রসম্বন্ধীয় (ভেষজ) প্রদান করেন—(সায়ণ) ।।২।।

* সায়ণ মতে, অদিতি এখানে পৃথিবী, Wilson সমর্থন করেছেন। Luduig বলেন—স্বয়ং রুদ্র এখানে অদিতি।

যথা নো মিত্রো বরুণো যথা রুদ্রশ্চিকেততি। যথা বিশ্বে সজোষসঃ ॥৩॥

মিত্র এবং বরুণ এবং রুদ্র এবং সমস্ত দেবগণ যেমন সমান প্রীতির সঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখেন বা জ্ঞাত হন ।।৩।।

গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজম্। তচ্ছংয়োঃ সুম্নমীমহে ॥৪॥

স্তোত্রের অধিপতি, যজ্ঞের অধীশ্বর এবং উদকরূপ আরোগ্যকারী ঔষধের অধীশ্বর রুদ্রের উদ্দেশে আমরা সেই সৌভাগ্য স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য (বৃহস্পতি পুত্র শংযুর মত সুখের জন্য—সায়ণ) প্রার্থনা করি ।।৪।।

যঃ শুক্র ইব সূর্যো হিরণ্যমিব রোচতে। শ্রেষ্ঠো দেবানাং বসুঃ ॥৫॥

যে (রুদ্র) সূর্যের মত দীপ্তিমান, স্বর্ণের মত উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত, সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল ।।৫।।

শং[1] নঃ করত্যর্বতে সুগং মেষায় মেষ্যে। নৃভ্যো নারিভ্যো গবে ॥৬॥

তিনি যেন আমাদের অশ্বগুলিকে সুস্বাস্থ্যযুক্ত করেন। মেষ ও মেষীগুলিকে সুষ্ঠু গমনযোগ্য করেন, আমাদের পুরুষ নারী এবং গবাদিপশুকেও (সুখে রাখেন) ।।৬।।

১. শম্— কথাটির অর্থ— মঙ্গল।
রুদ্রের পশুপতি রূপ এখানে বোঝানো হয়েছে।

অস্মে সোম শ্রিয়মধি নি ধেহি শতস্য নৃণাম্। মহি শ্রবস্তুবিনৃম্ণম্ ॥৭॥

হে সোম (দেব)! পুরুষগণের শতগুণ (পর্যাপ্ত) সমৃদ্ধি আমাদের উপরে স্থাপন কর। (আমাদের) মহান ও সুপ্রচুর বলযুক্ত অন্ন দাও— (সায়ণ)। অথবা শতসংখ্যক (বহু) পুরুষের সমৃদ্ধি আমাদের উপরে স্থাপন কর। বলবান নেতৃগণের মহান যশ (আমাদের দাও) Griffith এবং Jamison ।।৭।।

মা নঃ সোমপরিবাধো মারাতয়ো জুহুরন্ত। আ ন ইন্দ্রো বাজে ভজ॥৮॥

আমাদের যেন সোমের বিরুদ্ধবাদীরা, (যেন দুষ্ট) শত্রুরা প্রতিহত না করে। হে ইন্দ্র! (সোমদেব) আমাদের সর্বভাবে বল দাও অথবা অন্নের অংশ দাও ।।৮।।

যাস্তে প্রজা অমৃতস্য পরস্মিন্ ধামন্নৃতস্য।
মূর্ধা নাভা সোম বেন আভূষন্তীঃ সোম বেদঃ ॥৯॥*

অথবা, হে সোম! তোমার যারা সেবকগণ (তাদের তুমি) শীর্ষ স্থানীয়, সবন স্থানে (তাদের) কামনা কর। মৃত্যুহীন সর্বোত্তম স্থানে তুমি প্রতিষ্ঠিত, (যারা) তোমাকে অলংকরণ করে (তাদের তুমি) জ্ঞাত হও। — সায়ণ।

Jamison—হে মৃত্যুহীন সোম! যে প্রাণিগণ (দেবতারা) তোমার (সেবক), তাদের অধিপতিরূপে তুমি সত্যের সর্বোচ্চ স্তরে (স্বর্গে) তাদের কামনা কর এবং নাভি (কেন্দ্র) স্থলেও (যজ্ঞস্থলে) কামনা কর, হে সোম! তুমি তাদের পরিচর্যাকারী রূপে জ্ঞাত হও ।।৯।।

* Max Muller বলেন, এই নবম শ্লোকের অর্থ দুর্বোধ্য।
ইন্দু = সোমরস—সোম দেবতা। ইন্দ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন, আক্ষরিক অর্থে বিন্দু।

অনুবাক-৯

(সূক্ত-৪৪)

প্রস্কণ্ব কাণ্ব ঋষি—প্রাগাথ বার্হত ছন্দ, অগ্নি দেবতা, ঋক সংখ্যা-১৪।

অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য ।
আ দাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাঁ উষর্বুধঃ ॥১॥

হে মরণরহিত অগ্নি! তুমি জাতবেদ (সর্বজ্ঞা) দীপ্তিমান্। উষার নিকট হতে বিচিত্র ধন বা উপহার এনে হবির্দাতা (যজমানকে) দাও। আজ উষাকালে জাগরিত দেবগণকে বহন করে আন।— সায়ন। Griffith— হে মরণরহিত অগ্নি! সর্বজ্ঞ, তুমি উষার (প্রদত্ত) বিচিত্র বর্ণ দ্যুতিমান উপহার; আজ (হবি)র্দাতা (যজমানের) প্রতি উষাকালে জাগরিত দেবগণকে বহন করে আনো ।।১।।

জুষ্টো হি দূতো অসি হব্যবাহনো ঽগ্নে রথীরধ্বরাণাম্ ।
সজূরশ্বিভ্যামুষসা সুবীর্যমস্মে ধেহি শ্রবো বৃহৎ ॥২॥

হে অগ্নি! (তুমি) সেবিত (হয়েছ), দূতস্বরূপ, হবির্বহনকারী, যজ্ঞগুলির রথস্থানীয়। অশ্বিদ্বয় ও উষার সঙ্গে একত্রে আমাদের শোভনবীর্য ও প্রভূত অন্ন বা যশ দান কর ।।২।।

অদ্যা দূতং বৃণীমহে বসুমগ্নিং পুরুপ্রিয়ম্ ।
ধূমকেতুং ভাঋজীকং ব্যুষ্টিষু যজ্ঞানামধ্বরশ্রিয়ম্ ॥৩॥

আজ অগ্নিকে দূতরূপে বরণ করি। (যে অগ্নি) নিবাসের কারণ অথবা শুভ, বহুজনের প্রিয়, ধূম(রূপ) পতাকাশোভিত, দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, উষাকালে যজ্ঞের যিনি সমৃদ্ধি স্বরূপ ।।৩।।

শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠমতিথিং স্বাহুতং জুষ্টং জনায় দাশুষে ।
দেবাঁ অচ্ছা যাতবে জাতবেদসমগ্নিমীলে ব্যুষ্টিষু ॥৪॥

সেই মহত্তম এব নবীনতম অতিথি, সুষ্ঠুভাবে যাঁকে আহুতি দেওয়া হয়েছে, দাতার প্রতি প্রীত জাতবেদা বা সর্বজ্ঞ অগ্নিকে উষাকালে স্তুতি করি, যেন সকল (অন্য) দেবতা অভিমুখে গমন করেন ।।৪।।

স্তবিষ্যামি ত্বামহং বিশ্বস্যামৃত ভোজন ।
অগ্নে ত্রাতারমমৃতং মিয়েধ্য যজিষ্ঠং হব্যবাহন ॥৫॥

অগ্নি তোমাকে (আমি) স্তুতি করব, জগতের (হে) মরণরহিত পালনকর্তা, যজনীয় পরিত্রাণকারি, সর্বোত্তম যজ্ঞকারি, হবিঃ বহনকারী ॥৫॥

সুশংসো বোধি গৃণতে যবিষ্ঠ্য মধুজিহ্বঃ স্বাহুতঃ।
প্রস্কণ্বস্য প্রতিরন্নায়ুর্জীবসে নমস্যা দৈব্যং জনম্ ॥৬॥

হে সর্বাপেক্ষা নবীন দেবতা! তুমি, স্তুতিকারীকে শুভ বার্তা দাও। স্তুতিকারীর দ্বারা শোভন ভাবে প্রশংসার যোগ্য তুমি সম্যক পূজিত এবং মধুর ভাষী। (আমাদের ইচ্ছা) অবগত হও, প্রস্কণ্বের জীবন দীর্ঘায়িত করে, দিব্যজনকে সম্মানিত কর ॥৬॥

হোতারং বিশ্ববেদসং সং হি ত্বা বিশ ইন্ধতে ।
স আ বহ পুরুহূত প্রচেতসো হগ্নে দেবাঁ ইহ দ্রবৎ ॥৭॥

(হে অগ্নি!) প্রজাগণ একত্রে সর্বজ্ঞ বা সর্ব-অধিপতি এবং হোতা তোমাকে সম্যক প্রজ্বলিত করে। সেই বহুজন কর্তৃক আহূত অগ্নি, প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান, শীঘ্র দেবগণকে এখানে (যজ্ঞকর্মে) বহন করে আনো ॥৭॥

সবিতারমুষসমশ্বিনা ভগমগ্নিং ব্যুষ্টিষু ক্ষপঃ ।
কণ্বাসস্ত্বা সুতসোমাস ইন্ধতে হব্যবাহং স্বধ্বর ॥৮॥*

হে শোভন যাগের অধিপতি! উষাকালগুলিতে এবং রাত্রিকালে সবিতৃ, উষা, অশ্বিদ্বয়, ভগ এবং স্বয়ং অগ্নিকে; সোম সবনকারী কণ্ববংশীয়গণ হব্যের বাহক (তোমাকে) প্রজ্বলিত করেন ॥৮॥

* সায়ণের মতে স্বধ্বর শব্দ অগ্নির বিশেষণ, Griffith এর মতে, 'কণ্বাস' শব্দের। তখন এর অর্থ যজ্ঞবিধিতে দক্ষ কণ্বগণ।

পতির্হ্যধ্বরাণামগ্নে দূতো বিশামসি ।
উষর্বুধ আ বহ সোমপীতয়ে দেবাঁ অদ্য স্বর্দৃশঃ ॥৯॥

হে অগ্নি! যেহেতু তুমি যজ্ঞ সমূহের অধিপতি এবং প্রজাগণের দূতস্বরূপ, উষাকালে জাগরিত এবং আলোক (সূর্যকে) দর্শনকারী দেবগণকে আজ সোমরস পানের জন্য (এই স্থান) অভিমুখে বহন কর ॥৯॥

অগ্নে পূর্বা অনূষসো বিভাবসো দীদেথ বিশ্বদর্শতঃ ।
অসি গ্রামেষ্ববিতা পুরোহিতো হসি যজ্ঞেষু মানুষঃ ॥১০॥

হে অগ্নি! অতীতের উষাকালসমূহে তুমি দীপ্তিসহ শোভিত হয়েছ, সর্বভাবে দৃশ্যমান হয়েছ, (যে তুমি) আলোকের (সম্পদে) ধনী। (অগ্নি) গ্রামসমূহের বা যুদ্ধস্থলে রক্ষাকর্তা, মানুষের (হিতকর) এবং যজ্ঞসমূহের (পুরোহিত স্বরূপ) ॥১০॥

নি ত্বা যজ্ঞস্য সাধনমগ্নে হোতারমৃত্বিজম্ ।
[১]মনুষ্বদ্ দেব ধীমহি প্রচেতসং জীরং দূতমমর্ত্যম্ ॥১১॥

হে অগ্নি, হে দেবতা! মনুর ন্যায় আমরা তোমাকে, যজ্ঞের নিষ্পাদনকারীকে স্থাপনা করব, যে তুমি হোতা, ঋত্বিক, অতিশয় জ্ঞানী, এবং ক্ষিপ্র মৃত্যুহীন দূত স্বরূপ ॥১১॥

১. মনু — মানবজাতির পিতা ও ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

যদ্ দেবানাং মিত্রমহঃ পুরোহিতো হন্তরো যাসি দূত্যম্ ।
সিন্ধোরিব প্রস্বনিতাস ঊর্ময়ো হগ্নের্ভ্রাজন্তে অর্চয়ঃ ॥১২॥

যখন মিত্র (ঋত্বিক) গণের পূজিত বা প্রিয় অগ্নি! পুরোহিত রূপে তুমি দেবগণের মধ্যে দৌত্যকর্ম সাধন কর, তোমার শিখাগুলি প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে যেন নদীর গর্জমান তরঙ্গ ভঙ্গ।

অথবা Jamison—হে মিত্রের (ন্যায়) বলবান্! তুমি দেবতাদের পুরোহিত রূপে তাদের প্রিয় হয়ে দৌত্যকর্ম----ইত্যাদি ॥১২॥

শ্রুধি শ্রুৎকর্ণ বহ্নিভির্দেবৈরগ্নে সযাবভিঃ ।
আ সীদন্তু বর্হিষি মিত্রো অর্যমা প্রাতর্যাবাণো অধ্বরম্ ॥১৩॥

শ্রবণরত কর্ণবান্ অগ্নি! শ্রবণ কর। মিত্র, অর্যমা এবং (অন্য) প্রাতঃকালে যাদের যজন করা হয় সেই সহবিচরণকারী দেবগণের সঙ্গে যজ্ঞস্থলে (বিস্তৃত) কুশ (আসনে) উপবেশন কর ॥১৩॥

শৃণ্বন্তু স্তোমং মরুতঃ সুদানবো ঽগ্নিজিহ্বা ঋতাবৃধঃ ।
পিবতু সোমং বরুণো ধৃতব্রতো ঽশ্বিভ্যামুষসা সজূঃ ॥১৪॥*

(হে) সত্যধর্মের ধারক, প্রভূতদানকারী, অগ্নিরূপজিহ্বাধারী (সায়ণ—অগ্নি যাদের মধ্যে প্রধান) মরুৎগণ! (আমাদের) স্তুতি শ্রবণ কর। হে নীতির নিয়ন্ত্রণ কর্তা বরুণ! অশ্বদ্বয় ও উষার সঙ্গে সোমরস পান কর ।।১৪।।

* Griffith—অগ্নির জিহ্বার মত শিখা দিয়ে মরুৎগণ যজ্ঞকে গ্রহণ করে।

(সূক্ত-৪৫)

প্রস্কণ্ব ঋষি—অনুষ্টুপ্ ছন্দ, অগ্নি দেবতা, ঋক সংখ্যা-১০।

ত্বমগ্নে বসূঁরিহ রুদ্রাঁ আদিত্যাঁ উত ।
যজা স্বধ্বরং জনং মনুজাতং ঘৃতপ্রুষম্ ॥১॥

হে অগ্নি! এই স্থানে বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণকে এবং মনু থেকে সঞ্জাত, যজ্ঞ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং (ঘৃত) আশীর্বাদ বর্ষণকারী জনকে যজনা কর।

Griffith মনে করেন এখানে মনু অর্থে প্রজাপতি, যিনি দেব ও মানব উভয়ের সৃষ্টিকর্তা ।।১।।

শ্রুষ্টীবানো হি দাশুষে দেবা অগ্নে বিচেতসঃ ।
তান্ রোহিদশ্ব গির্বণস্ ত্রয়স্ত্রিংশতমা বহ ॥২॥*

সায়ণ ভাষ্য—হে অগ্নি! বিশিষ্টজ্ঞানী দেবগণ (হবিঃ) দানকারী যজমানকে ফলদান করে থাকেন। (হে) রোহিত (নামে) অশ্বের অধিপতি, স্তুতি ভাজন, ত্রয়স্ত্রিংশসংখ্যক দেবতাকে এখানে আনয়ন করুন।

Griffith এবং Jamison—হে অগ্নি! যে দেবতারা জ্ঞানী তাঁরা যজমানের কথা বিশেষভাবে শোনেন; রক্তবর্ণ অশ্বের অধিপতি, স্তুতিপ্রিয় তিনি সেই তেত্রিশ দেবগণকে এখানে আনয়ন করুন ।।২।।

* Griffith— অগ্নির রক্তবর্ণ শিখাকে অশ্ব বলা হয়েছে।

প্রিয়মেধবদত্রিবজ্ জাতবেদো বিরূপবৎ ।
অঙ্গিরস্বন্মহিব্রত প্রস্কণ্বস্য শ্রুধী হবম্ ॥ ৩॥

হে মহান কর্মের অনুষ্ঠাতা, জাতবেদ অগ্নি! ঋষি প্রস্কণ্বের আহ্বান শ্রবণ কর; যেমন প্রিয়মেধ, অত্রি, বিরূপ এবং অঙ্গিরসের (আহ্বান শুনেছিলে) ।।৩।।

মহিকেরব উতয়ে প্রিয়মেধা অহূষত।
রাজন্তমধ্বরাণামগ্নিং শুক্রেণ শোচিষা ॥৪॥

প্রিয়মেধা (নামে ঋষির) পুত্রগণ অথবা যজ্ঞপ্রিয় ঋষিগণ যাঁরা উত্তম (প্রশস্তি) কার্যে অভিজ্ঞ, সাহায্যের জন্য অগ্নিকে আহ্বান করেছেন, যে অগ্নি সমুজ্জ্বল শিখাগুলির দ্বারা যজ্ঞসমূহের আধিপত্য করে থাকেন ।।৪।।

ঘৃতাহবন সন্ত্যেমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ ।
যাভিঃ কণ্বস্য সূনবো হবন্তেঽবসে ত্বা ॥৫॥

ঘৃতের দ্বারা (যাঁকে) আবাহন করা হয়, (যিনি) প্রভূত ফল দান করেন,(সেই তুমি) এই সকল স্তোত্র সুষ্ঠু ভাবে শ্রবণ কর; যার দ্বারা কণ্ব ঋষির পুত্রগণ তোমাকে রক্ষার জন্য আহ্বান করছেন ।।৫।।

ত্বাং চিত্রশ্রবস্তম হবন্তে বিক্ষু জন্তবঃ ।
শোচিষ্কেশং পুরুপ্রিয়াঽগ্নে হব্যায় বোহ্লবে ॥৬॥

হে অগ্নি! বহুজনের প্রিয়, তুমি বহুবিচিত্র অন্নের বা যশের অধিকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম, মানুষেরা দীপ্তি (রূপ) কেশ শোভিত তোমাকে হব্য বহন করার জন্য নিজ গৃহে আহ্বান করে ।।৬।।

নি ত্বা হোতারমৃত্বিজং দধিরে বসুবিত্তমম্ ।
শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং বিপ্রা অগ্নে দিবিষ্টিষু ॥৭॥

হে অগ্নি! স্তুতিকারীগণ যাগসমূহে বা প্রাতঃকালীন যাগে হোতৃরূপে, (যজ্ঞের) ঋত্বিকরূপে, ধনের শ্রেষ্ঠ দাতৃরূপে তোমাকে স্থাপনা করেছেন; তুমি শ্রবণে উৎকর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ।।৭।।

আ ত্বা বিপ্রা অচুচ্যবুঃ সুতসোমা অভি প্রয়ঃ।
বৃহদ্ ভা বিভ্রতো হবিরগ্নে মর্তায় দাশুষে ॥ ৮॥

হে অগ্নি! স্তুতিকারী ঋত্বিকগণ সোমরসের সবন সম্পন্ন করেছেন এবং তোমাকে হবিঃ (অন্নের) প্রতি আগমন করিয়েছেন। হে অত্যুজ্জ্বল দ্যুতিমান অগ্নি! সেই ঋত্বিকগণ মানব যজমানের (প্রদত্ত) হবিঃ ধারণ করে আছেন ।।৮।।

প্রাতর্যাব্ণঃ সহস্কৃত সোমপেয়ায় সন্ত্য।
ইহাদ্য দৈব্যং জনং বর্হিরা সাদয়া বসো ॥৯॥

হে উত্তম অগ্নি! (তুমি) বলের দ্বারা উৎপন্ন, ফলপ্রদ, আজ এই (যজ্ঞ) স্থলে প্রাত:কালে আগমনশীল দেবগণ ও তৎসম্বন্ধীজনকে কুশ (আসনে) সোমরস পানের জন্য উপবেশন করাও ।।৯।।

অর্বাঞ্চং দৈব্যং জনমগ্নে যক্ষ সহূতিভিঃ।
অয়ং সোমঃ সুদানবস্ তং পাত তিরোঅহ্ন্যম্ ॥১০॥

হে অগ্নি! একই সঙ্গে (কৃত) আবাহন দ্বারা আমাদের প্রতি দিব্য জনগণকে আনয়ন বা যজনা কর। (হে) শোভনদাতা (দেবগণ)! এখানে তিরো অহ্ন (নামে) পূর্বদিনে অভিষুত সোমরস রয়েছে, তাকে পান কর ।।১০।।

(সূক্ত-৪৬)

প্রস্কণ্ব ঋষি-গায়ত্রীছন্দ, অশ্বিদ্বয় দেবতা ঋক সংখ্যা-১৫।

এষো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ ॥১॥

এই উষা (যিনি) পূর্বকালে অবিদ্যমানা (ছিলেন তিনি) প্রোজ্জ্বল হচ্ছেন, তিনি (সবার) প্রিয় এবং আকাশের (থেকে আগতা)। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের উভয়কে প্রভূত স্তুতি করি।

Griffith এবং Jamison—দিবঃ প্রিয়া=আকাশের প্রিয় কন্যা ।।১।।

যা দস্রা সিন্ধুমাতরা[১] মনোতরা রয়ীণাম্। ধিয়া দেবা বসুবিদা ॥২॥*

সায়ণ— যে অশ্বিদ্বয় দর্শনীয়, সমুদ্র যাঁদের জননী, যাঁরা মনের দ্বারা সম্পদ এবং কর্মের দ্বারা বাসভূমি প্রাপ্ত করাতে পারেন (তাঁদের স্তুতি করি) ।।২।।

* Griffith—যাঁরা বিস্ময়কর, সমুদ্রের পুত্র, ধনসন্ধানীদের রক্ষাকারি, সেই চিন্তাশীল দেবগণ যাঁরা ধনরত্ন সন্ধান করেন। Jamison—বলেছেন সিন্ধু নদের পুত্র।

১. সিন্ধুমাতরৌ—আকাশের সমুদ্র বা অন্তরীক্ষের পুত্র।

বচ্যন্তে বাং ককুহাসো জূর্ণায়ামধি বিষ্টপি। যদ্ বাং রথো বিভিষ্পতাৎ ॥৩॥*

সায়ণ—(হে অশ্বিদ্বয়!), তোমাদের যে রথকে (বিবিধ শাস্ত্রে) স্তুতি করা হয়েছে, (সেই রথ) যখন স্বর্গের (প্রতি) অশ্ববাহিত হয় (তখন) তোমাদের স্তব পঠিত হয়ে থাকে ।।৩।।

* Griffith—তোমাদের মহাবল অশ্বদ্বয় প্রদীপ্ত হয়ে (এই) লোকের উর্ধ্বে দ্রুত বিচরণ করে যখন পক্ষযুক্ত অশ্বগুলি তোমাদের রথকে বহন করে।

হবিষা জারো অপাং পিপর্তি পপুরির্নরা। পিতা কুটস্য চর্ষণিঃ ॥৪॥

সায়ণ—হে নরদ্বয়! জলের শোষণকারী (সূর্য) হবিঃ দ্বারা দেবতাদের পূর্ণ করে থাকেন। এই পূরণকারী, পালক (সূর্য) কর্ম সকল দর্শন করেন।

Griffith— সেই উদার, জলরাশি যাঁর প্রিয়, গৃহপতি, সদাজাগ্রত (দেবতা), হে নেতৃবৃন্দ! তোমাদের হবিঃ (খাদ্য) দ্বারা পূর্ণ করেন।

Griffith— এখানে সূর্য নয় অগ্নির কথা বলা হয়েছে, কারণ অগ্নির সঙ্গে জলের সম্পর্ক সুবিদিত এবং অগ্নিকেই 'গৃহপতি' বলা হয়।

Jamison—জলরাশি যাঁর প্রিয়, সেই (হব্য) বাহক হবির্দ্বারা বহন করেন, হে মানবগণ! তিনি পিতা এবং গৃহপতি ।।৪।।

আদারো[১] বাং মতীনাং নাসত্যা মতবচসা। পাতং সোমস্য ধৃষ্ণুয়া ॥৫॥

সায়ণ—হে নাসত্যদ্বয় (অশ্বিদ্বয়)! (আমাদের কৃত) স্তোত্র মনোমত (হলে), (তোমাদের) বুদ্ধির প্রেরণা স্বরূপ তীব্র সোমরস (রয়েছে)কে পান কর।

Jamison এবং Griffith— হে নাসত্যদ্বয়! (আমাদের ব্যবহৃত) শব্দের কথা বিবেচনা করলে আমাদের স্তোত্র-বিষয়ে তোমাদের স্বীকৃতি আছে, স্বচ্ছন্দে সোমরস পান কর ।।৫।।

১. আদারঃ— প্রেরক

যা নঃ পীপরদশ্বিনা জ্যোতিষ্মতী তমস্তিরঃ। তামস্মে রাসাথামিষম্ ॥৬॥*

সায়ণ—হে অশ্বিদ্বয়! যে জ্যোতির্ময় (অন্ন) আমাদের (দারিদ্র্য রূপ) অন্ধকার বিনষ্ট করে তৃপ্তি দান করে, সেই অন্ন আমাদের তোমরা দান করেছ ।।৬।।

* Griffith— হে অশ্বিদ্বয়! অনুগ্রহ করে আমাদের সেই জ্যোতির্ময় শক্তি দাও যা অন্ধকার থেকে আমাদের উত্তীর্ণ করতে পারে।
(অন্ধকার—দারিদ্র্য বা অজ্ঞান)

আ নো নাবা মতীনাং যাতং পারায় গন্তবে। যুঞ্জাথামশ্বিনা রথম্ ॥৭॥

সায়ণ— হে অশ্বিদ্বয়! স্তোত্রসমূহের পারে যাবার জন্য নৌকা রূপে আমাদের প্রতি এসো। রথ (তোমাদের জন্য) প্রস্তুত করা হয়েছে।

Jamison ও Griffith— হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের স্তোত্ররূপ নৌকাতে দূর গন্তব্য পারে এস। তোমাদের রথ সংযোজন কর ।।৭।।

টীকা— অন্তরীক্ষ এখানে সমুদ্ররূপে কল্পিত, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, আর পৃথিবী তার নিকটস্থ তীরভূমি।

অরিত্রং বাং দিবস্পৃথু তীর্থে সিন্ধূনাং রথঃ। ধিয়া যুযুজ্র ইন্দবঃ ॥৮॥

তোমাদের বিশাল স্বর্গীয় নৌকা সমুদ্রের বা নদীগুলির (পারে) অবতরণস্থলে (উপস্থিত হয়েছে), (তোমাদের) রথ (অপেক্ষমাণ), সোমরস কর্মের জন্য স্তোত্রসহ প্রস্তুত করা হয়েছে ।।৮।।

দিবস্কণ্বাস ইন্দবো বসু সিন্ধূনাং পদে। স্বং বব্রিং কুহ ধিৎসথঃ ॥৯॥

সায়ণ—কণ্ববংশীয়গণ! স্বর্গ হতে (সূর্য) রশ্মিসমূহ (প্রকাশিত হয়েছে), (বৃষ্টিরূপ) জলরাশির স্থানে (অন্তরীক্ষে) জ্যোতি (প্রকাশিত হয়েছে), তোমরা কোথায় নিজ রূপকে স্থাপন করতে চাও?

Griffith—হে কণ্ববংশীয়গণ! স্বর্গে সোমরস (স্থাপিত) রয়েছে, জলের স্থানে (অন্তরীক্ষে) ধনরাশি অথবা কল্যাণ (রয়েছে), তোমরা কোথায় নিজেদের রূপ প্রকাশ করবে? ।।৯।।

অভূদু ভা উ অংশবে হিরণ্যং প্রতি সূর্যঃ। ব্যখ্যজ্জিহ্বয়াসিতঃ ॥১০॥*

সায়ণ—(উষার) রশ্মিকে (উদ্ভাসিত করার) উদ্দেশে জ্যোতি আবির্ভূত হয়েছে। সূর্য যেন সুবর্ণের (দীপ্তিমান) প্রতিনিধি। (অগ্নিও নিজে) কৃষ্ণবর্ণ অবস্থায় শিখার দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছেন ।।১০।।

* (অগ্নির দীপ্তি সূর্যে প্রবেশ করেছে তাই অগ্নি কৃষ্ণ)।
Jamison ও Griffith—যজ্ঞের অগ্নিকে বা সোমলতাকে উদ্ভাসিত করার উদ্দেশে জ্যোতি আবির্ভূত, সূর্য যেন স্বর্ণের প্রতিনিধি (হয়ে দীপ্তি পাচ্ছেন), কৃষ্ণবর্ণ (অগ্নি-ধূমবশতঃ বা সূর্যের আভায়) শিখা অথবা জিহ্বা দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছেন।

অভূদু পারমেতবে পন্থা ঋতস্য সাধুয়া। অদর্শি বি স্রুতির্দিবঃ ॥১১॥*

সায়ণ—রাত্রির পারে (উদয়শিখরে) গমনের জন্য সূর্যের পন্থা যথাযথ ভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে এবং স্বর্গের (সূর্যের) উৎসারিত দীপ্তি বিশেষভাবে দেখা গিয়েছে ।।১১।।

* Griffith— (দূর) পারে (লক্ষ্যে) গমন করার জন্য যজ্ঞের পন্থা নির্মিত হয়েছিল, স্বর্গের পথ দৃষ্ট হয়েছে।
টীকা—যজ্ঞরূপ পথের দ্বারাই দেবগণ স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আসেন এবং যজ্ঞাগ্নি অথবা দিবালোকের দ্বারা স্বর্গের অভিমুখে গতিপথ দৃশ্যমান হয়েছে।

তত্তদিদশ্বিনোরবো জরিতা প্রতি ভূষতি। মদে সোমস্য পিপ্রতোঃ ॥১২॥

অশ্বিদ্বয়কে স্তোতা পুনঃ পুনঃ সর্বপ্রকার রক্ষণের জন্য প্রত্যেক (কার্যের) প্রশংসা করেন, যখন উত্তেজক সোমরস উভয়ে উপভোগ করেন ।।১২।।

বাবসানা বিবস্বতি সোমস্য পীত্যা গিরা। মনুষ্বচ্ছংভূ আ গতম্ ॥১৩॥*

হে কল্যাণকর (অশ্বিদ্বয়)! মনুর (সময়ে যেমন) সেইরূপ বিবস্বানের (যজমানের) সঙ্গে নিবাসকারী তোমরা সোমরস পান করার জন্য, স্তুতিমূলক বাক্য শ্রবণের জন্য আগমন কর ।।১৩।।

* বিবস্বান অর্থাৎ জ্যোতির্ময়। প্রাতঃকালীন স্বর্গের বিশেষণ। বলা হয়েছে তিনি যম, মনু ও অশ্বিনদ্বয়ের পিতা— Griffith।

যুবোরুষা অনু শ্রিয়ং পরিজ্মনোরুপাচরৎ। ঋতা বনথো অক্তুভিঃ ॥১৪॥

সর্বতোগামী তোমাদের সমুজ্জ্বল অথবা শোভাময় পথকে (অনুসরণ করে) উষা আগমন করেন। সত্যকে অথবা যজ্ঞীয় হবিকে রাত্রিকালসমূহে ভোগ কর। অথবা আলোকের সঙ্গে ভোগ কর ।।১৪।।

উভা পিবতমশ্বিনোভা নঃ শর্ম যচ্ছতম্। অবিদ্রিয়াভিরূতিভিঃ ॥১৫॥

(তোমরা) উভয়ে (সোমরস) পান কর। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের রক্ষণের সঙ্গে অবিঘ্নিত আশ্রয়/সুখ দান কর ॥১৫॥

(সূক্ত-৪৭)

কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি—প্রাগাথ বার্হত ছন্দ—অশ্বিন দেবতা— ঋক সংখ্যা-১০।

অয়ং বাং মধুমত্তমঃ সুতঃ সোম ঋতাবৃধা ।
তমশ্বিনা পিবতং তিরোঅহ্ন্যং ধত্তং রত্নানি দাশুষে ॥১॥

হে সত্য বা যজ্ঞ দ্বারা বর্ধিত অশ্বিদ্বয়! এই (উভয়ের) সম্মুখস্থ সোম পূর্বদিনে সবন করা হয়েছে এবং অতিশয় মিষ্ট বা মধুযুক্ত তাকে পান কর, দানকারী (যজমানকে) রমণীয় ধন প্রদান কর ॥১॥

ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা সুপেশসা রথেনা যাতমশ্বিনা ।
কণ্বাসো বাং ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত্যধ্বরে তেষাং সু শৃণুতং হবম্ ॥২॥

হে অশ্বিদ্বয়! (উভয়ে) ত্রিবিধবন্ধনকাষ্ঠযুক্ত বা ত্রিবঙ্কিম এবং তিন লোকে ভ্রমণকারী বা তিনটি আসনযুক্ত, সুশোভিত রথে (আরোহণ করে) আগমন কর। যজ্ঞস্থলে কণ্ববংশীয়গণ তোমাদের জন্য স্তুতি করছেন, তাঁদের আহ্বান সাদরে শোন ॥২॥

অশ্বিনা মধুমত্তমং পাতং সোমমৃতাবৃধা ।
অথাদ্য দস্রা বসু বিভ্রতা রথে দাশ্বাংসমুপ গচ্ছতম্ ॥৩॥

হে ঋতের বা সত্যের বর্ধনকারী অশ্বিদ্বয় তোমরা এই সুমিষ্টতম বা মধুযুক্ত সোমরস পান কর। হে অদ্ভুতকর্মা দেবদ্বয়! অনন্তর আজ তোমাদের ঐশ্বর্যমণ্ডিত রথে (আরোহণ) করে হবির্দাতা (যজমানে)র সমীপে আগমন কর ॥৩॥

ত্রিষধস্থে বর্হিষি বিশ্ববেদসা মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষতম্ ।
কণ্বাসো বাং সুতসোমা অভিদ্যবো যুবাং হবন্তে অশ্বিনা ॥৪॥

হে সর্বজ্ঞ বা সর্বাধিপতি অশ্বিদ্বয়! তিনটি স্থানে আস্তীর্ণ কুশের উপর যজ্ঞকে মধুর রসসিক্ত কর। স্বর্গকামী বা দীপ্তিমন্ত কণ্ববংশীয়গণ অভিষুত সোমের সঙ্গে (বর্তমান হয়ে) তোমাদের উভয়কে আহ্বান করছেন ॥৪॥

যাভিঃ কণ্বমভিষ্টিভিঃ প্রাবতং যুবমশ্বিনা ।
তাভিঃ ষ্বস্মাঁ অবতং শুভস্পতী পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥৫॥

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে যে সুরক্ষা দ্বারা কণ্বকে সযত্নে রক্ষা করেছিলে, তার দ্বারা হে কল্যাণের ধারকদ্বয়! আমাদের রক্ষা কর। হে সত্য বা যজ্ঞের বর্ধনকারীদ্বয়! সোমরস পান কর ॥৫॥

সুদাসে দস্রা বসু বিভ্রতা রথে পৃক্ষো বহতমশ্বিনা ।
রয়িং সমুদ্রাদুত বা দিবস্পর্যস্মে ধত্তং পুরুস্পৃহম্ ॥৬॥*

হে দর্শনযোগ্য বা বিস্ময়কর অশ্বিদ্বয়! তোমরা সুদাসকে (রাজাকে) সম্পদপূর্ণ রথে বহন করে প্রচুর অন্ন দিয়েছিলে। তাই এখন বহুজনের প্রার্থিত ধন আমাদের দাও, তা সমুদ্র বা (অন্তরিক্ষ) দ্যুলোক (যেখান থেকে হোক) ॥৬॥

* রাজাপিজবনের পুত্র সুদাস—সায়ন। অথবা শোভনদানকারীকে।

যন্নাসত্যা পরাবতি যদ্ বা স্থো অধি তুর্বশে ।
অতো রথেন সুবৃতা ন আ গতং সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ॥৭॥*

হে নাসত্যদ্বয় (অ-সত্য-রহিত)! যদি দূর দেশে তোমরা অধিষ্ঠান কর অথবা খুবই নিকটে/তুর্বশগণের সঙ্গে অধিষ্ঠান কর তবে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণকারী রথে আরোহণ করে সূর্যকিরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিকট আগমন কর ॥৭॥

* Griffith— অধি তুর্বশে—তুর্বশ নামে জনগোষ্ঠীর নিকটে।

অর্বাঞ্চা বাং সপ্তয়োঽধ্বরশ্রিয়ো বহন্তু সবনেদুপ ।
ইষং পৃঞ্চন্তা সুকৃতে সুদানব আ বর্হিঃ সীদতং নরা ॥৮॥

অতএব (তোমাদের) সপ্ত (অশ্ব যারা) যজ্ঞের অলংকরণ স্বরূপ, সবন অভিমুখে তোমাদের বহন করুক। যে (যজমান) সুষ্ঠু কর্ম করেন, শোভনভাবে দান করেন তাঁদের প্রতি পুষ্টিদানকারী তোমরা, হে নেতৃদ্বয়! কুশে উপবেশন কর ॥৮॥

তেন নাসত্যা গতং রথেন সূর্যত্বচা ।
যেন শশ্বদূহথুর্দাশুষে বসু মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥৯॥*

হে নাসত্যদ্বয়! সূর্যালোকতুল্য রথের দ্বারা আগমন কর, যার দ্বারা তোমরা হবির্দানকারীকে সর্বদা ধন প্রাপ্ত করাও, সুমিষ্ট সোমরস পান করার জন্য ॥৯॥

* Griffith— সূর্যত্বচা— যে রথ সূর্যতুল্য দীপ্তিমান ছত্রশোভিত।

উক্থেভিরর্বাগবসে পুরূবসূ অর্কৈশ্চ নি হ্বয়ামহে ।
শশ্বৎ কণ্বানাং সদসি প্রিয়ে হি কং সোমং পপথুরশ্বিনা ॥১০॥*

হে প্রভূত ধনবান অশ্বিদ্বয়! আমাদের রক্ষণের জন্য উক্থ্য এবং স্তোমের দ্বারা আমাদের অভিমুখে তোমাদের একান্তভাবে আবাহন করি। হে অশ্বিনদ্বয়! চিরদিন তোমরা কণ্ববংশীয়গণের প্রিয় যজ্ঞস্থলে অথবা গৃহে সোমরস পান করেছ ॥১০॥

* ঋগ্বেদের পুরোহিত হোতা যে মন্ত্র পাঠ করেন তা হল শস্ত্র।
সামবেদের পুরোহিত উদ্গাতা যে মন্ত্র পাঠ করেন তা হল স্তোম।

(সূক্ত-৪৮)

প্রস্কণ্ব ঋষি—প্রাগাথ বার্হত ছন্দ; উষাদেবতা; ঋক সংখ্যা-১৬।

সহ বামেন ন উষো ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ ।
সহ দ্যুম্নেন বৃহতা বিভাবরি রায়া দেবি দাস্বতী ॥১॥

হে উষস্! দ্যুলোকের কন্যা, সম্পদের সঙ্গে আমাদের প্রভাত (সূচনা) কর। হে দীপ্তির দেবী! মহৎ তেজের বা অন্নের সঙ্গে সঙ্গে, হে ধনদাত্রী দেবী (প্রভাত আসুক) ॥১॥

অশ্বাবতীর্গোমতীর্বিশ্বসুবিদো ভূরি চ্যবন্ত বস্তবে ।
উদীরয় প্রতি মা সূনৃতা উষশ্ চোদ রাধো মঘোনাম্ ॥২॥

প্রভূত অশ্ব ও গবাদিপশুসম্পন্না দেবী উষা সকল সম্পদের দাত্রী; (মানুষেরা) প্রভূত আলোকের বা বাসভূমির জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। হে উষা! আমার প্রতি আনন্দকর বাক্য বল। ধনীদের ধন আমাদের দাও অথবা দাতাদের উদারতাকে উদ্দীপ্ত কর ॥২॥

উবাসোষা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাম্ ।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ ॥৩॥

দেবী উষা অতীতে প্রভাত এনেছেন আজও প্রভাত আনবেন, তিনি রথসমূহের প্রেরয়িত্রী। ইঁহার আগমনে এই (রথগুলি) সজ্জিত হয়। ধন বা যশকামী মানুষেরা যেমন সমুদ্রে (নৌকা পাঠায়) ॥৩॥

উষো যে তে প্র যামেষু যুঞ্জতে মনো দানায় সূরয়ঃ[১] ।
অত্রাহ তৎ কণ্ব এষাং কণ্বতমো নাম গৃণাতি নৃণাম্ ॥৪॥

হে উষস্! তোমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বান (ব্যক্তিরা) দানকার্যে মন অভিনিবেশ করেন; এই ব্যক্তিগণের সেই নাম (বিষয়ক প্রসিদ্ধি) কণ্ববংশীয়দের মুখ্য ঋষি কণ্ব এই উষাকালে উচ্চারণ করছেন ॥৪॥

১. Griffith— সূরয়ঃ— ধনবান যজমানগণ।

আ ঘা যোষেব সূনর্যুষা যাতি প্রভুঞ্জতী ।
জরয়ন্তী বৃজনং পদ্বদীয়ত উৎপাতয়তি পক্ষিণঃ ॥৫॥

সুষ্ঠুভাবে সকলকে পালন করে দেবী উষা প্রতিদিন আসেন যেন সুষ্ঠু (কর্মের) নেত্রী গৃহিণীর মত; তিনি সকল জীবিতকে সক্রিয় করেন; চরণযুক্ত প্রাণীদের গমনশীল করেন এবং পাখিদের উড়িয়ে দেন।

সায়ণ— জরয়ন্তী...ইত্যাদি সকল প্রাণিদের জরাগ্রস্ত করেন অর্থাৎ এক-একটি দিনের শেষে মানুষ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় ॥৫॥

বি যা সৃজতি সমনং ব্যর্থিনঃ পদং ন বেত্যোদতী ।
বয়ো নকিষ্টে পপ্তিবাংস আসতে ব্যুষ্টৌ বাজিনীবতি ॥৬॥

যে দেবী প্রতি উচিত চেষ্টাকারীকে নিজ (কর্মে) নিযুক্ত রাখেন, প্রার্থীকে (নিজ উদ্দেশ্যে) প্রেরণ করেন। সেই উদয়রতা দেবী বিলম্ব করেন না। হে শক্তি বা অন্ন দায়িনী! তোমার প্রভাত হলে উড়ন্ত পাখিরা আর অপেক্ষা করে না ॥৬॥

এষাযুক্ত পরাবতঃ সূর্যস্যোদয়নাদধি ।
শতং রথেভিঃ সুভগোষা ইয়ং বি যাত্যভি মানুষান্ ॥৭॥

এই দেবী বহু দূরদেশে, সূর্যের উদয়স্থানের অধিক (দূরে) তাঁর (অশ্ব) প্রেরণ করেছেন। সেই কল্যাণী উষা শতসংখ্যক রথের দ্বারা বাহিত হয়ে মানুষের প্রতি আগমন করেন ।।৭।।

বিশ্বমস্যা নানাম চক্ষসে জগজ্ জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী ।
অপ দ্বেষো মঘোনী দুহিতা দিব উষা উচ্ছদপ স্রিধঃ ॥৮॥

সমস্ত সংসার এই (উষার) দৃষ্টির সম্মুখে প্রণত হয়। সেই উত্তম নেত্রী আলোকিত করেন। ধনবতী, স্বর্গের দুহিতা উষা শত্রুদের বিতাড়িত করে দেন, বিদ্বেষ দূর করেন। ।।৮।।

উষ আ ভাহি ভানুনা চন্দ্রেণ দুহিতর্দিবঃ ।
আবহন্তী ভূর্যস্মভ্যং সৌভগং ব্যুচ্ছন্তী দিবিষ্টিষু ॥৯॥

হে স্বর্গের দুহিতা উষা! আনন্দকর উজ্জ্বল আলোকে (আমাদের) আলোকিত কর। (সেই সঙ্গে) আমাদের প্রভূত সৌভাগ্য দাও এবং দিনে দিনে যাগকর্মকে উদ্ভাসিত কর। ।।৯।।

বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে বি যদুচ্ছসি সূনরি ।
সা নো রথেন বৃহতা বিভাবরি শ্রুধি চিত্রামঘে হবম্ ॥১০॥

তোমাতেই জগতের শ্বাসক্রিয়া এবং প্রাণধারণ; যখন, হে শোভন নেত্রী! তুমি অন্ধকার অপসারণ কর। তোমার বিশাল রথে আরোহণ করে, হে উজ্জ্বল আলোকময়ী! বিচিত্র বা বিস্ময়কর ধনের অধিকারিণী আমাদের আবাহন শ্রবণ কর ।।১০।।

উষো বাজং হি বংস্ব যশ্চিত্রো মানুষে জনে ।
তেনা বহ সুকৃতো অধ্বরাঁ উপ যে ত্বা গৃণন্তি বহ্নয়ঃ ॥১১॥

হে উষস্! যে অপূর্ব শক্তি মানবগণের মধ্যে বর্তমান, (তাকে) যাচ্ঞা কর। তারই দ্বারা যজ্ঞের প্রতি পুণ্যবান বা শোভন কর্মা (পুরুষদের) বহন করে আনো। সেই ঋত্বিক যজমানগণ তোমাকে স্তুতি করেন ।।১১।।

বিশ্বন্ দেবাঁ আ বহ সোমপীতয়ে ঽন্তরিক্ষাদুষস্ত্বম্ ।
সাস্মাসু ধা গোমদশ্বাবদুক্থ্যমুষো বাজং সুবীর্যম্ ॥১২॥

হে উষস্! তুমি অন্তরিক্ষলোক থেকে সকল দেবতাকে (আমাদের) অভিমুখে সোমপানের জন্য নিয়ে এস। সেই তুমি আমাদের প্রশস্তিযোগ্য অশ্ব, গাভী, এবং শোভন বীর্যযুক্ত শক্তি দান কর ।।১২।।

যস্যা রুশন্তো অর্চয়ঃ প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত ।
সা নো রয়িং বিশ্ববারং সুপেশসমুষা দদাতু সুগ্ম্যম্ ॥১৩॥

যাঁর (উষার) কল্যাণকর, শত্রুনাশক উজ্জ্বল রশ্মিজাল চারিদিকে প্রদীপ্ত সেই উষা আমাদের প্রভূত ধন দান করুন, যে ধন সকলের অভীষ্ট, সুন্দররূপে অলংকৃত এবং সহজপ্রাপ্য ।।১৩।।

যে চিদ্ধি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব উতয়ে জুহূরেঽবসে মহি ।
সা নঃ স্তোমাঁ অভি গৃণীহি রাধসোষঃ শুক্রেণ শোচিষা ॥১৪॥

হে পূজনীয়া! যে তোমাকে পূর্বজ প্রসিদ্ধ ঋষিগণ তাঁদের সুরক্ষার জন্য, সাহায্যের বা অন্নের জন্য আহ্বান করেছেন (মন্ত্রদ্বারা), হে উষস্! সেই তুমি সম্পদের (হবির) সঙ্গে, উজ্জ্বল দীপ্তির সঙ্গে আমাদের (কৃত) স্তুতি অনুকূল হয়ে স্বীকার কর ।।১৪।।

উষো যদদ্য ভানুনা বি দ্বারাবৃণবো দিবঃ ।
প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু চ্ছর্দিঃ প্র দেবি গোমতীরিষঃ ॥১৫॥

হে উষা! যখন আজ তুমি অন্তরিক্ষের দুই দ্বার আলোকের দ্বারা উদ্ঘাটিত বা অনাবৃত করেছ, তখন আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ এবং বিরোধীশূন্য গৃহ দাও, হে দেবী! গবাদিযুক্ত অন্ন দাও ।।১৫।।

টীকা:—দ্বার=পূর্ব- পশ্চিম দুই দিগন্ত

সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা মিমিক্ষ্বা সমিলাভিরা ।
সং দ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহি সং বাজৈর্বাজিনীবতি ॥১৬॥

হে উষস, আমাদের সুপ্রচুর, বিবিধ আকৃতিযুক্ত, পর্যাপ্ত ও সঞ্জীবক খাদ্য বা গো ধন দান কর। হে উষা! তুমি ধনবতী, সর্বজয়ী মহিমার সঙ্গে শক্তির সঙ্গে আমাদের যুক্ত কর। অথবা সায়ণ (দ্বিতীয় ছত্র) – হে মহিমময়ী অন্নদায়িনী উষা! সর্বশত্রুজয়ী যশের সঙ্গে, অন্নের সঙ্গে আমাদের যুক্ত কর ।। ১৬।।

(সূক্ত-৪৯)

প্রস্কণ্ব কাণ্ব ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ উষা দেবতা মন্ত্র—৪, ঋক সংখ্যা-৪।

উষো ভদ্রেভিরা গহি দিবশ্চিদ্ রোচনাদধি ।
বহন্ত্বরুণপ্সব উপ ত্বা সোমিনো গৃহম্ ॥১।।*

হে উষস্! তুমি উর্দ্ধের দীপ্তিমান স্বর্গলোক হতে মঙ্গলময় (পথ) ধরে এস। রক্তিম বর্ণের (গাভী বা অশ্বগুলি) তোমাকে সোমবান যজমানের গৃহে বহন করে নিয়ে যাক ।।১।।

* প্সবঃ— যে বৎস (শিশু পশুগুলি) মাতৃদুগ্ধ পান করে।
রক্তিম অশ্ব— ভোরের রক্তিম মেঘরাশি

সুপেশসং সুখং রথং যমধ্যস্থা উষস্ত্বম্ ।
তেনা সুশ্রবসং জনং প্রাবাদ্য দুহিতর্দিবঃ ॥২।।

হে উষস্! তুমি যে সুন্দর আকৃতির, স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক অথবা স্বচ্ছন্দ চালনার যোগ্য রথে অধিষ্ঠান কর, হে স্বর্গলোকের কন্যা! আজ তার দ্বারা শোভন হবিঃ সম্পদ বা সুখ্যাতি সমৃদ্ধজনের প্রতি (সাহায্যের জন্য) গমন কর ।। ২।।

বয়শ্চিৎ তে পতত্রিণো দ্বিপচ্চতুষ্পদর্জুনি ।
উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু দিবো অন্তেভ্যস্পরি ॥৩।।

হে শুভ্রবর্ণা উষা! তোমার সময় গমনাগমনের অনুসরণে দ্বিপদ চতুষ্পদ (প্রাণিরা) প্রকৃষ্টভাবে যাত্রা করে এবং পক্ষশালী বিহঙ্গেরা দিকসমূহের প্রান্ত হতে উড়ে যায় ।। ৩।।

ব্যুচ্ছন্তী হি রশ্মিভির্বিশ্বমাভাসি রোচনম্ ।
তাং ত্বামুষর্বসূযবো গীর্ভিঃ কণ্বা অহূষত ॥৪।।

আলোর ছটায় অন্ধকার অপসারিত করে সমগ্র প্রকাশমান জগৎকে উদ্ভাসিত কর তুমি, সেই তোমাকে, হে উষা! ধনপ্রার্থী কণ্ববংশীয়গণ স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করেছেন ।। ৪।।

(সূক্ত-৫০)

প্রস্কণ্ব কাণ্ব ঋষি—গায়ত্রী, অনুষ্টুপ ছন্দ, সূর্যদেবতা, মন্ত্র—১৩

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ॥১।।

তাঁর রশ্মি বা অশ্বগুলি তাঁকে, সেই প্রাণিজগতের পরিজ্ঞাতাকে, সূর্যদেবকে, জগতের দর্শনযোগ্য করে উর্ধ্বে বহন করে ।।১।।

অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ। সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥২।।

সকল ভুবনকে প্রত্যক্ষকারী সূর্যের (আগমনে) নক্ষত্রগুলি যেন তস্করের মত রাত্রিগুলির সঙ্গে পলায়ন করে, অথবা Griffith— নক্ষত্রেরা যেন তাদের আলোকসহ তস্করের মত পলায়ন করে ।।২।।

অদৃশ্রমস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু। ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥৩।।

এই সূর্যের প্রজ্ঞাপক দীপ্তিসমূহ জনজগতকে ক্রম অনুসারে উদ্ভাসিত করে যেন প্রদীপ্ত শোভমান অগ্নি (শিখা) সকল ।।৩।।

তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য। বিশ্বমা ভাসি রোচনম্ ॥৪।।

হে সূর্য! তুমি ত্রাণকর্তা বা দ্রুতগতি, সকলের দর্শনযোগ্য (রূপবান্), আলোকের প্রকাশক, তুমি সমগ্র প্রকাশমান জগৎকে সর্বদিকে হতে উদ্ভাসিত কর ।।৪।।

প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্। প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥৫॥

তুমি দেবগণের অভিমুখে উদিত হও এবং মনুষ্যগণের প্রতি (উদিত হও); পরিব্যাপ্ত স্বর্গলোককে দর্শন করার জন্যও (উদিত হও) ॥৫॥

যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু। ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥৬॥*

হে শুদ্ধিকারী বরুণ! যে চক্ষু দিয়ে তুমি এই বিচরণরত বা কর্মব্যস্ত মানুষদের প্রতি যথাক্রমে দৃষ্টিপাত কর। (পূর্বশ্লোকের সঙ্গে অন্বয়) ॥ ৬॥

* (সায়ণ মতে, বরুণ শব্দের অর্থ এখানে অনিষ্টবারণকারী।)

বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ। পশ্যঞ্জন্মানি সূর্য ॥৭॥

হে সূর্য! বিস্তীর্ণ স্বর্গ ও অন্তরীক্ষলোকে বিশেষভাবে গমন করে দিন ও রাত্রিগুলিকে বিভাজিত কর অথবা দিনগুলিকে আলোকের দ্বারা বিভাজিত কর, সকল জাত (প্রাণীকে) কে প্রকাশ করতে ॥৭॥

সপ্ত[1] ত্বা হরিতো[2] রথে বহন্তি দেব সূর্য। শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥ ৮॥

হে সর্বদ্রষ্টা দেব সূর্য! তুমি দ্যুতিমান সাতটি হরিৎ নামে অশ্ব রথে অবস্থিত সমুজ্জ্বল কেশযুক্ত তোমাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে অথবা সাতটি হরিৎ অশ্ব রথে সংযুক্ত হয়ে ......ইত্যাদি ॥৮॥

১. সপ্ত হরিতঃ— সূর্যের সাতটি অশ্ব। সাতরকমের কিরণ, সেই সঙ্গে সপ্তাহের সাত দিনের ইঙ্গিত আছে এই মন্ত্রে।

২. হরিতঃ— সূর্যের অশ্বের নাম।

অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ। তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥৯॥

সূর্য পবিত্র, উজ্জ্বল সপ্ত অশ্বীকে রথে সংযুক্ত করেছেন, যারা রথকে পতিত হতে দেবে না। (অথবা যারা রথের কন্যা রূপিণী) সেই নিজকৃত সংযোগ সহ (তিনি) যাচ্ছেন ॥ ৯॥

উদ্ বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥১০॥

অন্ধকার হতে ঊর্ধ্বতর আলোককে উপরে অবলোকন করে আমরা দেবগণের মধ্যে (যিনি) দেবতা (সেই) সূর্য, উৎকৃষ্টতম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হয়েছি ॥১০॥

উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবম্।
হৃদ্রোগং[1] মম সূর্য হরিমাণং চ নাশয় ॥১১॥

হে সূর্য! আজ উদিত হয়ে, অনুকূলভাবে দীপ্তিমান বহুবন্ধুযুক্ত (তুমি) ঊর্ধ্বতর স্বর্গে আরোহণকালে আমার হৃদ্‌রোগ ও এই (শারীরিক) হরিৎবর্ণ বিনষ্ট কর ॥১১॥

১. মন্ত্রটিতে সূর্যরশ্মির রোগনিবারণের ক্ষমতার ইঙ্গিত আছে। হৃদ্‌রোগ, কুষ্ঠ ও হরিদ্রাভ জনডিসের নিরাময়ে সূর্যকিরণের প্রয়োগ আছে। শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্বের কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের কাহিনী মনে পড়ে যায়। হরিৎবর্ণ—রোগজনিত বিবর্ণ ভাব—সায়ণ ভাষ্য।

শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু[1] দধ্মসি।
অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নি দধ্মসি ॥১২॥

আমার এই হরিৎবর্ণের ভাব আমি শুকপাখিদের এবং (অন্য) রোপণাকা পাখিদের মধ্যে স্থাপন করছি। এবং আমার এই হরিদ্ভাব হরিতাল বৃক্ষের মধ্যে স্থাপন করি ॥১২॥

১. রোপণাকা—শারিকা—(সায়ণভাষ্য)

উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ।
দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্ মো অহং দ্বিষতে রধম্ ॥১৩॥*

এই আদিত্য (সূর্য) সমস্ত তেজোরাশির সঙ্গে ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছেন। (আমার) বিদ্বেষীকে আমার প্রতি নত করেছেন, আমি যেন শত্রুর হিংসার পাত্র না হই ॥১৩॥

* হরিৎবর্ণ সম্ভবত পাণ্ডু রোগের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সায়ণের মতে, হরিতাল বৃক্ষের নাম। কিন্তু ঐ নামে কোন গাছ নেই।

অনুবাক-১০

(সূক্ত-৫১)

অঙ্গিরসপুত্র সব্য ঋষি-জগতী ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, ইন্দ্র দেবতা-ঋক, ঋক সংখ্যা-১৫।

অভি ত্যং মেষং পুরুহূতমৃগ্মিয়মিন্দ্রং গীর্ভির্মদতা বস্বো অর্ণবম্ ।
যস্য দ্যাবো ন বিচরন্তি মানুষা ভুজে মংহিষ্ঠমভি বিপ্রমর্চত ॥১॥

প্রসিদ্ধ, বহুজনের আহূত, ঋগ্মন্ত্রের দ্বারা যাঁকে স্তুতি করা হয়, যিনি সম্পদের সমুদ্র স্বরূপ সেই মেষ (রূপী) ইন্দ্রকে স্তুতির সাহায্যে আনন্দিত কর। যাঁর মানুষের প্রতি (দাক্ষিণ্যকৃত কর্মগুলি)রশ্মির মত বিস্তারিত হয়েছে। সেই মেধাবী ঋষি মহত্তম (ইন্দ্রের) প্রতি (আমাদের) মঙ্গলের জন্যই স্তুতি কর ।।১।।

অভীমবন্বন্ৎস্বভিষ্টিমূতয়োঽন্তরিক্ষপ্রাং তবিষীভিরাবৃতম্ ।
ইন্দ্রং দক্ষাস ঋভবো মদচ্যুতং[১] শতক্রতুং জবনী সূনৃতারুহৎ ॥২॥

রক্ষণের (কার্যে) দক্ষ, ঋভুগণ (মরুৎগণ) (তাঁরা) ইন্দ্রের সঙ্গে অনুকূল ভাবে ছিলেন; সেই ইন্দ্র শোভন ভাবে, সবলে গমন করে অন্তরীক্ষলোককে পূর্ণ করে থাকেন; সেই শতকর্মা ইন্দ্র, গর্বে ধাবিত হন অথবা শত্রুদের গর্ব খর্ব করেন, তাঁকে (শত্রুবধে) উৎসাহদায়িনী শোভন বাক্য উচ্চশব্দে (মরুৎগণ) বলেছিলেন ।। ২।।

১. মদচ্যুত—সোমরসের মত্ততাজনিত গতিতে— Max Muller.

ত্বং গোত্রমঙ্গিরোভ্যোঽবৃণোরপোতাত্রয়ে শতদুরেষু গাতুবিৎ ।
সসেন চিদ্ বিমদায়াবহো বস্বাজাবদ্রিং বাবসানস্য নর্তয়ন্ ॥৩॥

(ইন্দ্র) তুমি অঙ্গীরসগণের জন্য গো-গৃহকে উদ্ঘাটন করেছিলে, এবং অত্রির জন্য শতদ্বার যুক্ত পথ নির্মাণ করেছিলে, ঋষি বিমদকে অন্ন ও ধন প্রাপ্ত করেছিলে, যুদ্ধে (অপর যজমানের) অবস্থিত অপরের জন্য বজ্রকে চালনা করতে করতে (জয় দিয়েছিলে) ।।৩।।

* সায়ণ মনে করেন— গোত্র বা গাভীর আবাস বলতে শব্দায়মান মেঘকে বলা হয়েছে।
অঙ্গীরস, অত্রি, বিমদ—প্রাচীন ঋষিগণ।
ইন্দ্র গুহার মধ্যে পণিগণ দ্বারা অপহৃত গাভী সকলকে বৃত্র বা আবরণকারী মেঘ বিদারণ করে উদ্ধার করেন।
অসুরগণ অত্রি ঋষিকে শতদ্বারযুক্ত যন্ত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করে কষ্ট দেবার জন্য। ইন্দ্র তাঁকে উদ্ধার করেন।

ত্বমপামপিধানাবৃণোরপাঽধারয়ঃ পর্বতে দানুমদ্ বসু।
বৃত্রং যদিন্দ্র শবসাবধীরহিমাদিৎ সূর্যং দিব্যারোহয়ো দৃশে ॥৪॥*

তুমি জলরাশির আবরক (মেঘকে) উদ্ঘাটন করেছ। পর্বত প্রদেশে শত্রুর বা দনুপুত্রের বা দানযুক্ত সম্পদ রেখেছ, হে ইন্দ্র! যখন সকলের হন্তারক বৃত্রকে সবলে হনন করেছ তখন সূর্যকে, সকলের দর্শনের যোগ্য করে, স্বর্গে উদিত করিয়েছিলে ।। ৪।।

* সায়ণ— ইন্দ্র বৃত্র কতৃর্ক অর্থাৎ জলরাশির আচ্ছাদক মেঘ কর্তৃক আবৃত সূর্যকে মুক্ত করেছিলেন
সম্পদ—এখানে জলরাশি।

ত্বং মায়াভিরপ মায়িনোঽধমঃ স্বধাভির্যে অধি শুপ্তাবজুহ্বত ।
ত্বং পিপ্রোর্নৃমণঃ প্রারুজঃ পুরঃ প্র ঋজিশ্বানং দস্যুহত্যেষ্বাবিথ ॥৫॥*

সায়ণ—তুমি কপট ঐন্দ্রজালিক অসুরগণকে, যারা হবিঃ (রূপ অন্নকে) নিজমুখে গ্রহণ করেছিল তাদের কপটজ্ঞান দ্বারাই পরাজিত করেছিলে। (হে) মানববৎসল! তুমি পিপ্রু (নামে অসুরের) বাসস্থানগুলি ভগ্ন করেছিলে, এবং ঋজিশ্বানকে দস্যুদের হত্যাকালে রক্ষা করেছিলে।

Griffith— বিস্ময়কর শক্তির দ্বারা তুমি কপট ঐন্দ্রজালিক মায়াকে দূরীভূত করেছ, দৈবী বলের দ্বারা যারা তোমাকে উপহাস করতে এসেছিল (তাদের জয় করেছ)। (হে) বীর্যমনস্ক ইন্দ্র!... ।। ৫।।

* পিপ্রু—দানব ও তার দুর্গ—মেঘরাশি।

ত্বং কুৎসং শুষ্ণহত্যেষ্বাবিথাঽরন্ধয়োঽতিথিগ্বায় শম্বরম্ ।
মহান্তং চিদর্বুদং নি ক্রমীঃ পদা সনাদেব দস্যুহত্যায় জজ্ঞিষে ॥৬॥*

তুমি শুষ্ণ (দানব)কে হত্যার সময়ে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করেছিলে; অতিথিগ্ব (রাজা দিবোদাস)কে (সাহায্যে করেছিলে) শম্বর (দানব)কে বধ করতে। এইভাবে অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্বুদ (এই সংখ্যক বা) দানবকে পদপিষ্ট করেছিলে; চিরকাল হতে তুমি দস্যু হনন করার জন্য আবির্ভূত ।। ৬।।

* শুষ্ম—দানব বা জল শোষণকারী উত্তাপ।

ত্বে বিশ্বা তবিষী সধ্র্যগ্ঘিতা তব রাধঃ সোমপীথায় হর্ষতে।
তব বজ্রশ্চিকিতে বাহ্বোর্হিতো বৃশ্চা শত্রোরব বিশ্বানি বৃষ্ণ্যা ॥৭॥

সর্বপ্রকার তেজ ও শক্তি স্থিররূপে তোমাতে নিহিত আছে; তোমার সমৃদ্ধ (মন) সোমপানে আনন্দিত হয়। তোমার হস্তধৃত বজ্র (সকলের) পরিজ্ঞাত; তার দ্বারা শত্রুগণের সর্বপ্রকার বীরত্ব বিনাশ কর ॥৭॥

বি জানীহ্যার্যান্ যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্।
শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেৎ তা তে সধমাদেষু চাকন ॥৮॥

(হে ইন্দ্র!), আর্য গণকে এবং দস্যুগণকে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হও। (যজ্ঞ) কর্মহীন ব্যক্তিদের নিগ্রহ করে, কুশযুক্ত ব্যক্তির বশীভূত কর। (হে) শক্তিমান! তুমি যজমানকে (দৃঢ়) প্রেরণা দাও। তোমার সেই (কর্ম) সমূহ উৎসব বা যজ্ঞকালে কামনা করি ॥ ৮॥

অনুব্রতায় রন্ধয়ন্নপব্রতানাভূভিরিন্দ্রঃ শ্নথয়ন্ননাভুবঃ।
বৃদ্ধস্য চিদ্ বর্ধতো দ্যামিনক্ষতঃ স্তবানো বম্রো বি জঘান সংদিহঃ ॥৯॥*

ইন্দ্র ব্রতানুরক্ত যজমানের জন্য ব্রতহীন (অ-যজমান) গণকে দমন করতে করতে শক্তিহীন ব্যক্তিদেরও শক্তিমানগণের দ্বারা বিনষ্ট করেন। বৃহৎ হলেও যা বৃদ্ধিশীল এবং স্বর্গকে ব্যাপ্তিরত সেই ইন্দ্রের স্তুতি করতে করতে বম্র নামে ঋষি স্তূপীকৃত যজ্ঞসম্ভার হরণ করেছিলেন ॥৯॥

* শ্লোকের অর্থ অস্পষ্ট— সায়ণ-ভাষ্য অনুযায়ী।

তক্ষদ্ যৎ ত উশনা সহসা সহো বি রোদসী মজ্মনা বাধতে শবঃ।
আ ত্বা বাতস্য নৃমণো মনোযুজ আ পূর্যমাণমবহন্নভি শ্রবঃ ॥১০॥

যে শক্তি কাব্য উশনস্ (নামে ঋষি) তোমার জন্য শক্তি দ্বারা নির্মাণ করেছেন তা তার তীক্ষ্ণতা ও মহত্বে দ্যৌ ও পৃথিবীকে ভীত করেছিল। হে বীর মনস্ক! বায়ুর অশ্বসমূহ মনের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে শক্তিমান তোমাকে যশের বা অন্নের অভিমুখে নিয়ে চলে ॥১০॥

মন্দিষ্ট যদুশনে কাব্যে সচাঁ ইন্দ্রো বঙ্কু বঙ্কুতরাধি তিষ্ঠতি।
উগ্রো যযিং নিরপঃ স্রোতসাসৃজদ্ বি শুষ্ণস্য দৃংহিতা ঐরয়ৎ পুরঃ ॥১১॥

যখন ইন্দ্র কাব্য উশনের সঙ্গে (সোমপানে) মত্ত বা স্তুত হয়েছিলেন (তখন অশ্বে) আরোহণ করলেন, যা অতিকুটিল গতিসম্পন্ন। মহাবলী (ইন্দ্র) দ্রুতগতি (মেঘ) হতে প্রবাহ রূপে জল নির্গত করলেন এবং শুষ্ণের দৃঢ়নির্মিত পুরসমূহকে নানাভাবে ধ্বংস করলেন ॥১১॥

আ স্মা রথং বৃষপাণেষু তিষ্ঠসি শার্যাতস্য প্রভৃতা যেষু মন্দসে।
ইন্দ্র যথা সুতসোমেষু চাকনো হনর্বাণং শ্লোকমা রোহসে দিবি ॥১২॥*

ইন্দ্র সোমপানের (কারণে) তুমি রথে আরোহণ করে থাক; শার্যাত (নামে রাজা), তোমার আনন্দদায়ক সোম প্রকর্ষের সঙ্গে সম্পাদন করেছেন। ইন্দ্র, যখন তুমি সোমরসের অভিষব কামনা কর (তখন) দ্যুলোকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যশ বা স্তোত্র প্রাপ্ত হও ॥১২॥

* অর্থ—সোমপানে হৃষ্ট হয়ে শ্রেষ্ঠ যশ অর্জনের কাজ কর।

অদদা অর্ভাং মহতে বচস্যবে কক্ষীবতে বৃচযামিন্দ্র সুন্বতে।
মেনাভবো বৃষণশ্বস্য সুক্রতো বিশ্বেৎ তা তে সবনেষু প্রবাচ্যা ॥১৩॥

ইন্দ্র! তুমি সোমভিষবকারী বয়োবৃদ্ধ, দক্ষ স্তুতিকারী কক্ষীবানকে অল্প (বয়সিনী) বৃচয়া (নামে কন্যা) দান করেছিলে; সুষ্ঠু জ্ঞানী (ইন্দ্র) বৃষণশ্চ (রাজার) মেনা নামে কন্যা হয়েছিলে। তোমার এই সকল কর্ম সকল সোমযাগে (স্তুতির দ্বারা) বাচন করা উচিত ॥১৩॥

ইন্দ্রো অশ্রায়ি সুধ্যো নিরেকে পজ্রেষু স্তোমো দুর্যো ন যূপঃ।
অশ্বয়ুর্গব্যূ রথয়ুর্বসূয়ুরিন্দ্র ইদ্রায়ঃ ক্ষয়তি প্রযন্তা ॥১৪॥

ইন্দ্র! শোভনপ্রজ্ঞ মানুষদের নিঃস্বতায় (তুমিই) অবলম্বন। পজ্র (আঙ্গীরস) গণের মধ্যে স্তোত্র যেমন দ্বারে অবস্থিত কাষ্ঠখণ্ডের মত অবিচল থাকে, (তেমন) ধনদাতা ইন্দ্রই কেবল অশ্ব কামনা করে, গাভী কামনা করে, রথ কামনা করে এবং সম্পদ কামনা করে অবস্থান করেন ॥ ১৪॥

ইদং নমো বৃষভায় স্বরাজে সত্যশুষ্মায় তবসেঽবাচি।
অস্মিন্নিন্দ্র বৃজনে সর্ববীরাঃ স্মৎ সূরিভিস্তব শর্মন্ৎস্যাম ॥১৫॥

সেই বৃষ্টিদাতা বা প্রার্থনাপূরক, নিজ তেজে দীপ্ত, প্রকৃত বলশালী এবং মহান (দেবতার উদ্দেশে) এই স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হয়েছে। হে ইন্দ্র! যেন আমরা এবং সকল বীর (যোদ্ধারা) পুত্রগণ সহ এই যুদ্ধে তোমার আশ্রয়ে (গৃহে) বাস করি ॥ ১৫॥

(সূক্ত-৫২)

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৫।

ত্যং সু মেষং মহয়া স্বর্বিদং শতং যস্য সুভ্বঃ সাকমীরতে।
অত্যং ন বাজং হবনস্যদং রথমেন্দ্রং ববৃত্যামবসে সুবৃক্তিভিঃ ॥১॥

সেই মেষ (রূপী ইন্দ্র)কে প্রশস্তি কর, যিনি স্বর্গের আলোকে জানেন, যাঁকে শতসংখ্যক সুষ্ঠু স্বভাব স্তোতা একত্রে স্তুতি করেন বা অনুগমন করেন, যাঁর রথ ধাবিত অশ্বের মত দ্রুত বেগে হবনের প্রতি গমন করে সুষ্ঠু স্তোত্র সমূহের দ্বারা তাঁকে রক্ষণের জন্য প্রত্যাবর্তিত করি ।।১।।

স পর্বতো ন ধরুণেষ্বচ্যুতঃ সহস্রমূতিস্তবিষীষু বাবৃধে ।
ইন্দ্রো যদ্ বৃত্রমবধীন্নদীবৃতমুব্জন্নর্ণাংসি জর্হৃষাণো অন্ধসা ॥২॥

জলধারার মধ্যে (অথবা দৃঢ় ভিত্তিতে) স্থিত পর্বতের মত, অবিচলিত সেই ইন্দ্র সহস্র প্রকার রক্ষণবান এবং বলসমৃদ্ধ; তিনি সোমরসপানে হৃষ্ট হয়ে জলরাশির আবরণকারী বৃত্রকে যখন হত্যা করেছিলেন, তিনি মেঘসমূহকে বিদীর্ণ করেছিলেন অথবা জলরাশিকে প্রবাহিত করেছিলেন ।। ২।।

স হি দ্বরো দ্বরিষু বব্র ঊধনি চন্দ্রবুধ্নো মদবৃদ্ধো মনীষিভিঃ ।
ইন্দ্রং তমহ্বে স্বপস্যয়া ধিয়া মংহিষ্ঠারাতিং স হি পপ্রিরন্ধসঃ ॥৩॥

সেই ইন্দ্র যিনি আবরণকারীদের আবরণ করেন, (শত্রুদের উপরে জয়লাভ করেন) এবং জলপূর্ণ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত করে থাকেন, (যিনি) আলোকের মধ্যে দৃঢ়মূল এবং জ্ঞানীরা যাঁকে উত্তেজক (সোমরস) দ্বারা বর্ধিত করেন, সেই ইন্দ্রকে শোভন কর্ম ও বুদ্ধির সঙ্গে আমি আবাহন করছি। তিনি প্রভূত দান করেন, তিনি অন্নের বা সোমের পূরণকর্তা ।। ৩।।

আ যং পৃণন্তি দিবি সদ্মবর্হিষঃ সমুদ্রং ন সুভ্ব স্বা অভিষ্টয়ঃ ।
তং বৃত্রহত্যে অনু তস্থুরূতয়ঃ শুষ্মা ইন্দ্রমবাতা অহ্রুতপ্সবঃ[১] ॥৪॥

যাঁকে তাঁর (নদীর দ্বারা) সমুদ্রের ন্যায় পূর্ণ করেন, যাঁরা স্বর্গলোকে বর্হিঃ (কুশ) রূপ আসনে উপবিষ্ট সেই নিজস্ব মহৎ স্বভাব অনুচরগণ (মরুৎগণ)— ইন্দ্রের সহায়কগণ বৃত্রহনন কালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা অদম্য শক্তিধর, অপরাজেয় এবং ঋজুরূপধারী ।। ৪।।

১. অহ্রুতপ্সব— শোভন আকৃতি, অকুটিল রূপ— সায়ণ। যাঁর নিশ্বাস অপ্রতিহত—Jamison

অভি স্ববৃষ্টিং মদে অস্য যুধ্যতো রঘ্বীরিব প্রবণে সস্রুরূতয়ঃ ।
ইন্দ্রো যদ্ বজ্রী ধৃষমাণো অন্ধসা ভিনদ্ বলস্য পরিধীঁরিব ত্রিতঃ[১] ॥৫॥

যেন মত্তাবস্থায় (হয়ে) যে ইন্দ্র বৃষ্টির মধ্যেই অবস্থিত (শত্রুর) সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলেন, তাঁর প্রতি সহায়কারী (মরুৎগণ) নিম্নে প্রবাহিত জলধারার মত দ্রুত গমন করেছিলেন। যখন বজ্রধারী ইন্দ্র, সোমরসের অথবা অন্নের দ্বারা শক্তিমান অবস্থায়, যেমন (করে) ত্রিত পরিধি বা আচ্ছাদন ভেদ করেছিলেন (তেমন করে) বল (নামে অসুরকে ভেদ বা বিনাশ করেছিলেন) ।।৫।।

১. ত্রিত—সায়ণ ভাষ্যে বলা হয়েছে অগ্নি ত্রিত নামে পুরুষকে সৃষ্টি করেন। তিনি কূপে পতিত হলে অসুরগণ কূপের মুখ আচ্ছাদন করে কিন্তু ত্রিত সহজেই সেই আচ্ছাদন ভগ্ন করেন।

পরীং ঘৃণা চরতি তিত্বিষে শবো হপো বৃত্বী রজসো বুধ্নমাশয়ৎ ।
বৃত্রস্য যৎ প্রবণে দুর্গৃভিশ্বনো নিজঘন্থ হন্বোরিন্দ্র তন্যতুম্ ॥৬॥

সর্বদিকে দীপ্তি ব্যাপ্ত হয়, তোমার যোদ্ধৃশক্তি প্রকাশিত হয়; অন্তরীক্ষলোকের গভীরতম (স্থানে) জলরাশিকে আবৃত করে শায়িত বৃত্র, যাকে বাধা দেওয়া দুরূহ, তার মুখপার্শ্বদ্বয় তুমি স্বশব্দে বজ্রের প্রহার ভগ্ন করেছিলে ।। ৬।।

হ্রদং ন হি ত্বা ন্যৃষন্ত্যূর্ময়ো ব্রহ্মাণীন্দ্র তব যানি বর্ধনা ।
ত্বষ্টা[১] চিৎ তে যুজ্যং বাবৃধে শবস্ততক্ষ বজ্রমভিভূত্যোজসম্ ॥৭॥

ইন্দ্র! যে সকল মন্ত্র তোমার মাহাত্ম্য খ্যাপন করে সেগুলি একান্তভাবে তোমাকে প্রাপ্ত হয় যেমন করে জলধারা হ্রদকে পূর্ণ করে। দেব ত্বষ্টা ও তোমার উপযুক্ত শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং (শত্রুদের) অভিভূত করার মত তেজ দ্বারা (তোমার) বজ্রকে তীক্ষ্ণ করেন। ।।৭।।

১. ত্বষ্টা—বিশ্বকর্মা।

জঘন্বাঁ উ হরিভিঃ সংভৃতক্রতবিন্দ্র বৃত্রং মনুষে গাতুয়ন্নপঃ ।
অযচ্ছথা বাহ্বোর্বজ্রমায়সমধারয়ো দিব্যা সূর্যং দৃশে ॥৮॥*

ইন্দ্র! যখন (তোমার) পিঙ্গলবর্ণ অশ্বগুলির দ্বারা উপচিত বল তুমি, মানুষের জন্য জলধারার গমন পথ (উন্মুক্ত করার) ইচ্ছায় বৃত্রকে হনন করেছিলে, (তুমি) উভয় হস্তে লৌহনির্মিত বজ্র ধারণ করেছিলে এবং দ্যুলোকে (সকলের) দর্শনের জন্য সূর্যকে স্থাপন করেছিলে ।।৮।।

* অয়স্—লোহা—বেদে সঠিক কি অর্থে ব্যবহৃত সে বিষয়ে বিতর্ক আছে।

বৃহৎ স্বশ্চন্দ্রমমবদ্ যদুক্থ্যমকৃণ্বত ভিয়সা রোহণং দিবঃ ।
যন্মানুষপ্রধনা ইন্দ্রমূতয়ঃ স্বর্নৃষাচো মরুতোঽমদন্ননু ॥৯॥

ভয় হেতু তাঁরা (যজমানগণ), নিজতেজঃযুক্ত, স্তুতির উপযুক্ত এবং ফল দানে সক্ষম, স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুভূত বৃহৎ সাম অথবা মাহাত্ম্যপূর্ণ স্তোত্র রচনা করেছিলেন; যখন ইন্দ্রের সহায়ক মরুৎগণ মানুষের কল্যাণ কামনায় মানবহিতের সংগ্রামে রত হয়ে আলোকের জন্য আনন্দিত হলেন (অন্ধকাররূপী বৃত্রের অবসানে) ।।৯।।

দ্যৌশ্চিদস্যামবাঁ অহেঃ স্বনাদয়োযবীদ্ ভিয়সা বজ্র ইন্দ্র তে ।
বৃত্রস্য যদ্ বদ্বধানস্য রোদসী মদে সুতস্য শবসাভিনচ্ছিরঃ ॥১০॥*

শক্তিধর আকাশ ও (স্বয়ং) এই সর্পের (বৃত্রের) ঘোর শব্দে ভয়ে কম্পিত হয়েছিল যখন, ইন্দ্র, তোমার বজ্র, সোমপান জনিত হর্ষে দ্যুলোক-ভূলোক অবরোধকারী বৃত্রের মস্তক সবলে ভগ্ন করেছিল ।।১০।।

* অযোযবীত— অত্যন্ত পৃথক পৃথক অবস্থা, প্রকম্পিত।

যদিন্নিন্দ্র পৃথিবী দশভুজিরহানি বিশ্বা ততনন্ত কৃষ্টয়ঃ ।
অত্রাহ তে মঘবন্ বিশ্রুতং সহো দ্যামনু শবসা বর্হণা ভুবৎ ॥১১॥

হে ইন্দ্র! যদি এই পৃথিবী দশগুণিত (দশগুণ বিস্তৃত) হত এবং সকল মানুষ দিনে দিনে (সংখ্যায়) বিস্তারিত হত; তবু মঘোবন (ধনবান বা ইন্দ্রের নাম) তোমার জয়শীল শক্তি এখানে প্রসিদ্ধি লাভ করত; বল ও মহিমাতে তোমার কার্য দ্বারা আকাশও স্পর্শ করা হয়েছে ।। ১১।।

ত্বমস্য পারে রজসো ব্যোমনঃ স্বভূত্যোজা অবসে ধৃষন্মনঃ ।
চকৃষে ভূমিং প্রতিমানমোজসো ঽপঃ স্বঃ পরিভূরেষ্যা দিবম্ ॥১২॥

(শত্রু) দমনপ্রবণ (ইন্দ্র), এই অন্তরীক্ষ ও স্বর্লোকের ব্যাপ্তির উপরিপ্রদেশে, তোমার নিজস্ব শক্তিতে বলীয়ান তুমি (আমাদের) রক্ষার জন্য ভূমিকে শক্তির প্রতিনিধি স্বরূপ করেছ। শোভন গন্তব্য যে দ্যুলোক ও জলরাশি তাকে গ্রহণ করেছ ।।১২।।

ত্বং ভুবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যা ঋষ্ববীরস্য বৃহতঃ পতির্ভূঃ ।
বিশ্বমাপ্রা অন্তরিক্ষং মহিত্বা সত্যমদ্ধা নকিরন্যস্ত্বাবান্ ॥১৩॥

তুমি ভূলোকের প্রতিনিধি, সকল দর্শনযোগ্য অথবা শক্তিধর বীর (দেব) গণের সঙ্গে সঙ্গে মহান স্বর্গলোকেরও অধিপতি, নিজের ঐশ্বর্যে তুমি সর্ব অন্তরীক্ষলোকও চতুর্দিক হতে পূর্ণ করেছ, সত্যই তোমার সদৃশ কেউ নেই ।।১৩।।

ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী অনু ব্যচো ন সিন্ধবো রজসো অন্তমানশুঃ ।
নোত স্ববৃষ্টিং মদে অস্য যুধ্যত একো অন্যচ্চকৃষে বিশ্বমানুষক্ ॥১৪॥

যার ব্যাপ্তিকে দ্যুলোক ও ভূলোক প্রাপ্ত হতে পারে না, অন্তরীক্ষলোকের জলরাশি যাঁর সীমা কখনই স্পর্শ করতে পারে না, যখন উৎফুল্ল হয়ে তিনি বৃষ্টি রোধকারীর সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলেন; তখন অপর কেউ নয়, এক (তুমিই) সর্ব ভূতজাতকে ক্রমানুসারী করেছিলে ।।১৪।।

আর্চন্নত্র মরুতঃ সস্মিন্নাজৌ বিশ্বে দেবাসো অমদন্ননু ত্বা ।
বৃত্রস্য যদ্ ভৃষ্টিমতা[১] বধেন নি ত্বমিন্দ্র প্রত্যানং জঘন্থ ॥১৫॥

হে ইন্দ্র! মরুৎগণ সংগ্রামে তোমার জয়গান করেছিলেন এবং তোমাতে সকল দেবগণ যথাক্রমে আনন্দ প্রাপ্তি করেছিলেন যখন তুমি তোমার ভঞ্জনকারী অস্ত্র তোমার হনন সাধন বজ্র দ্বারা বৃত্রের মুখ ভগ্ন করেছিলে ।।১৫।।

১. ভৃষ্টিমতা— ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্রে তীক্ষ্ণ কোণ ছিল 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বজ্রের আটটি কোণ, "অষ্টশিরো বৈ বজ্রঃ"।

(সূক্ত-৫৩)

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১১।

ন্যূ ষু বাচং প্র মহে ভরামহে গির ইন্দ্রায় সদনে বিবস্বতঃ ।
নূ চিদ্ধি রত্নং সসতামিবাবিদন্ন দুষ্টুতির্দ্রবিণোদেষু শস্যতে ॥১॥*

আমরা মহিমময় ইন্দ্রের প্রতি শোভন প্রশস্তি প্রয়োগ করব, বিবস্বানের অথবা পরিচর্যারত যজমানের গৃহে স্তুতি (করব)। কারণ যারা নিদ্রিত (বলে মনে হয়) তাদের মধ্যে তিনি সম্পদ পান না; যাঁরা মানুষকে ধন দেন তাঁরা অযথার্থ স্তুতি গ্রহণ করেন না।
সায়ণ—(দ্বিতীয় পংক্তি) কারণ (ইন্দ্র) দ্রুত ধন গ্রহণ করেন। যেমন নিদ্রিত পুরুষের (ধন চোরে নেয়)। ধনদাতাগণের প্রতি অযথার্থ স্তুতি পাঠ করা (উচিত) হয় না ॥ ১॥

* বিবস্বান্—যজমানের আসন, এখানে দেব বিবস্বানের প্রতীক।

দুরো অশ্বস্য দুর ইন্দ্র গোরসি দুরো যবস্য বসুন ইনস্পতিঃ ।
শিক্ষানরঃ প্রদিবো অকামকর্শনঃ সখা সখিভ্যস্তমিদং গৃণীমসি ॥২॥*

(হে) ইন্দ্র! অশ্বের দাতা, গবাদি পশুর দাতা, শস্যের দাতা, ধন সম্পদের প্রভু, সকলের পালন কর্তা এবং (তুমি) অতীতের দিন হতে কর্মসহায়ক, আশাপূর্ণকারী, আমাদের মিত্রগণের মিত্র সেই তোমাকে আমরা স্তুতি করি ॥ ২॥

* অ-কামকর্শন— কামনা অথবা আশার অ-বিনাশক= পূর্ণকারী; শিক্ষানর—দানাদি কর্মের নায়ক।

শচীব ইন্দ্র পুরুকৃদ্ দ্যুমত্তম তবেদিদমভিতশ্চেকিতে বসু ।
অতঃ সংগৃভ্যাভিভূত আ ভর মা ত্বায়তো জরিতুঃ কামমূনয়ীঃ ॥৩॥

ইন্দ্র! প্রজ্ঞা বা শক্তিমান, বহু কর্মের অনুষ্ঠাতা, সর্বোত্তম দীপ্তিমান! সর্বত্র বর্তমান ধনসম্পদ তোমার-ই (সে কথা সকলের দ্বারা) জ্ঞাত আছে। সেই জন্য, হে বিজেতা! (সেই ধন) সংগ্রহ করে আমাদের দাও; তোমার (কৃপা) অভিলাষী স্তোতার প্রার্থনা ব্যর্থ কোর না ॥৩॥

এভির্দ্যুভিঃ সুমনা এভিরিন্দুভির্নিরুন্ধানো অমতিং গোভিরশ্বিনা ।
ইন্দ্রেণ দস্যুং দরয়ন্ত ইন্দুভির্যুতদ্বেষসঃ সমিষা রভেমহি ॥৪॥

এই উজ্জ্বল (শিখাগুলি বা হবিঃসমূহ) দ্বারা, সোমরস দ্বারা (প্রীত হয়ে) গাভী সম্পদ এবং অশ্বাদি দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য দূর করে প্রসন্ন মনস্ক হও। এই সোমরসের দ্বারা (প্রীত) ইন্দ্র দস্যুগণকে বিনাশ করতে থাকলে, আমরা যেন তাদের হিংসামুক্ত হয়ে প্রচুর অন্ন লাভ করি ॥৪॥

সমিন্দ্র রায়া সমিষা রভেমহি সং বাজেভিঃ পুরুশ্চন্দ্রৈরভিদ্যুভিঃ ।
সং দেব্যা প্রমত্যা বীরশুষ্ময়া গোঅগ্রয়াশ্বাবত্যা রভেমহি ॥৫॥

ইন্দ্র! আমরা যেন প্রচুর ধন এবং খাদ্য লাভ করি। অত্যন্ত যশোমণ্ডিত, আকাশের অভিমুখে প্রদীপ্ত শক্তির দ্বারা যুক্ত হই। (সায়ণ—অত্যন্ত আনন্দ কর, চতুর্দিকে আলোকিতকারী শক্তির দ্বারা...)। আমরা যেন দীপ্তিময়ী প্রকৃষ্ট বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হই, (যে সুমতি) বীর (যোদ্ধাদের) তেজ দেয় এবং বিশেষত গাভী ও অশ্ব দান করে ॥ ৫॥

তে ত্বা মদা অমদন্ তানি বৃষ্ণ্যা তে সোমাসো বৃত্রহত্যেষু সৎপতে ।
যৎ কারবে দশ বৃত্রাণ্যপ্রতি বর্হিষ্মতে নি সহস্রাণি বর্হয়ঃ ॥৬॥

হে সৎ (ব্যক্তিগণের) প্রভু! তোমার বৃত্র হননে আমাদের সেই সকল শক্তিবর্ধক স্তুতি এবং সোমরস তোমাকে আনন্দিত করে; যখন কুশযুক্ত (যজ্ঞকারী) স্তোতার জন্য দশ হাজার (অসংখ্য) বৃত্রকে অপ্রতিহত তুমি নিঃশেষে বধ কর ॥ ৬॥

যুধা যুধমুপ ঘেদেষি ধৃষ্ণুয়া পুরা পুরং সমিদং হংস্যোজসা ।
নম্যা যদিন্দ্র সখ্যা পরাবতি নিবর্হয়ো নমুচিং নাম মায়িনম্ ॥৭॥

শত্রু দমনকারী (তুমি) যুদ্ধ হতে যুদ্ধান্তরে নিঃশব্দে গমন কর, সবলে এই (শত্রু) দুর্গের পরে দুর্গ ধ্বংস কর, ইন্দ্র, তুমি তোমার শত্রু (দের) নত করার কাজে সহায়ভূত (বজ্রের) সঙ্গে দূর দেশে মায়াবী নমুচিকে বধ করেছিলে ॥৭॥

ত্বং করঞ্জমুত পর্ণয়ং বধীস্তেজিষ্ঠয়াতিথিগ্বস্য বর্তনী ।
ত্বং শতা বঙ্গৃদস্যাভিনৎ পুরো হনানুদঃ পরিষূতা ঋজিশ্বনা ॥৮॥

তুমি করঞ্জকে এবং পর্ণয়কে (রাজা) অতিথিগ্বের অত্যন্ত তেজোময় পথে বধ করেছিলে। অনবনত অথবা অনুচরহীন অবস্থায় তুমি, ঋজিশ্বন (রাজা) কর্তৃক চতুর্দিকে অবরুদ্ধ বঙগৃদের শতসংখ্যক দুর্গ ধ্বংস করেছিলে ॥৮॥

টীকা— করঞ্জ, পর্ণয়—বঙগৃদ—সায়ণ-ভাষ্যে অসুর।

ত্বমেতাঞ্জনরাজ্ঞো দ্বির্দশাবন্ধুনা সুশ্রবসোপজগ্মুষঃ ।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং নব শ্রুতো নি চক্রেণ রথ্যা দুষ্পদাবৃণক্ ॥৯॥*

হে প্রখ্যাত ইন্দ্র! তুমি সর্ব অভিভবকারী রথচক্রের সাহায্যে দ্বিদশ অর্থাৎ বিংশতি সংখ্যক জনপদ রাজা, যাঁরা তাঁদের ষাট সহস্র নবনবতি অনুচরসহ বন্ধুহীন সুশ্রবস্ (রাজার) সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন তাঁদের পরাজিত করেছিলে ॥ ৯॥

* সায়ণ-ভাষ্যে কোন ঘটনার উল্লেখ নেই।

ত্বমাবিথ সুশ্রবসং তবোতিভিস্তব ত্রামভিরিন্দ্র তূর্বযাণম্ ।
ত্বমস্মৈ কুৎসমতিথিগ্বমায়ুং মহে রাজ্ঞে যূনে অরন্ধনাযঃ ॥১০॥

ইন্দ্র! তুমি তোমার রক্ষণ দ্বারা সুশ্রবাকে রক্ষা করেছ, তুর্বযাণ (রাজাকে) তোমার ত্রাতা শক্তির দ্বারা (রক্ষা করেছ)। তুমি কুৎস, অতিথিগ্ব এবং আয়ুকে এই বলবান তরুণ রাজা (সুশ্রবার) বশীভূত করেছ ॥১০॥

য উদৃচীন্দ্র দেবগোপাঃ সখায়স্তে শিবতমা অসাম ।
ত্বাং স্তোষাম ত্বয়া সুবীরা দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥১১॥

হে ইন্দ্র! যে (আমরা) অনন্তর দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত অবস্থায় যেন তোমার শ্রেষ্ঠ কল্যাণসমৃদ্ধ মিত্র হতে পারি। তোমাকে স্তুতি করি, তোমার দ্বারা শোভন বীরপুত্র প্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘ জীবন উৎকৃষ্টভাবে যেন ধারণ করি ॥১১॥

(সূক্ত-৫৪)

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১১।

মা নো অস্মিন্ মঘবন্ পৃৎস্বংহসি নহি তে অন্তঃ শবসঃ পরীণশে ।
অক্রন্দয়ো নদ্যো রোরুবদ্ বনা কথা ন ক্ষোণীর্ভিয়সা সমারত॥১॥

হে ধনবান ইন্দ্র! এই দুঃখময় সংগ্রাম মধ্যে আমাদের নিক্ষেপ কোর না, তোমার বলের সীমা বা পরিমাণ হয় না। ঘোর শব্দ করে (তুমি) নদী সমূহ এবং বনানীকে শব্দায়মান করেছ। কেমন করে পৃথিবীর (মানুষেরা) সভয়ে একত্র ধাবিত হবে না? ॥১॥

অর্চা শক্রায় শাকিনে শচীবতে শৃণ্বন্তমিন্দ্রং মহয়ন্নভি ষ্টুহি ।
যো ধৃষ্ণুনা শবসা রোদসী উভে বৃষা বৃষত্বা বৃষভো ন্যৃঞ্জতে ॥২॥

যিনি শক্তি এবং জ্ঞানের অধীশ্বর সেই শক্রের (ইন্দ্রের) প্রশস্তি গাও। শ্রবণরত ইন্দ্রকে মহিমান্বিত করে (তাঁর প্রতি) স্তুতি কর; যে ইন্দ্র বিধ্বংসী বলের দ্বারা, দ্যুলোক এবং পৃথিবী উভয়ের আধিপত্য করেন, তিনি (কাম্যফলের) বর্ষয়িতা, ফলবর্ষণের সামর্থ্য দ্বারা শক্তিমান হয়ে রোদসীকে অলংকৃত করেন ॥ ২॥

অর্চা দিবে বৃহতে শূষ্যং বচঃ স্বক্ষত্রং যস্য ধৃষতো ধৃষন্মনঃ ।
বৃহচ্ছ্রবা অসুরো বর্হণা কৃতঃ পুরো হরিভ্যাং বৃষভো রথো হি ষঃ ॥৩॥

সেই মহান দ্যৌ অথবা প্রদীপ্ত (দেবতা)র উদ্দেশে বলবর্ধক স্তুতি উচ্চারণ কর, যে শক্তিমানের দৃঢ় চিত্ত স্বাধীনভাবে (বিচরণ) করে। সেই অসুর (এখানে দ্যৌ বা ইন্দ্র) কেন্দ্রীভূত শক্তির ধারক, মহৎ যশের অধিকারী, উভয় অশ্বের দ্বারা তিনি বাহিত হয়েছেন; তিনি যেন এক বৃষ, একটি রথ। (Griffith—এর অনুবাদ)

পাশ্চাত্ত্য মতে, দ্যৌ—দ্যুলোক—দ্যৌস্পিতর গ্রীক জুপিটারের প্রতিরূপ। সায়ণ মতে ইন্দ্র ॥৩॥

ত্বং দিবো বৃহতঃ সানু কোপয়োঽব ত্মনা ধৃষতা শম্বরং ভিনৎ ।
যন্মায়িনো ব্রন্দিনো মন্দিনা ধৃষচ্ছিতাং গভস্তিমশনিং পৃতন্যসি ॥৪॥*

তুমি সুউচ্চ স্বর্গলোকের সানুপ্রদেশ কম্পিত করাও, বিনাশকারী তুমি স্বয়ং শম্বর (নামে অসুরকে) হনন করেছ যখন উৎফুল্ল প্রগল্‌ভ চিত্তে মায়াবী অসুর বৃন্দকে, তোমার হস্তধৃত/দীপ্ত তীক্ষ্ণ বজ্রদ্বারা যুদ্ধ জয় কর ॥৪॥

* ব্রন্দিন: (শত্রু) সমূহকে, গভস্তি – রশ্মি অথবা হস্তে গৃহীত।
মায়া—জাদুবিদ্যা-ইন্দ্রজাল

নি যদ্ বৃণক্ষি শ্বসনস্য মূর্ধনি শুষ্ণস্য চিদ্ ব্রন্দিনো রোরুবদ্ বনা ।
প্রাচীনেন মনসা বর্হণাবতা যদদ্যা চিৎ কৃণবঃ কস্ত্বা পরি ॥৫॥

যেহেতু গর্জনশব্দে বনভূমি পরিপূর্ণ করে বায়ুর উপরিদেশে, শুষ্ণের দ্বারা নিরুদ্ধ সঞ্চয় (জলরাশি) সজোরে নিক্ষেপ করা, অতীতের (কর্মে) একাগ্রচিত্তের দ্বারা (তুমি) আজও যে কর্মেরত তোমাকে প্রতিরোধকারী কে আছে? ॥৫॥

ত্বমাবিথ নর্যং তুর্বশং যদুং ত্বং তুর্বীতিং বয্যং শতক্রতো ।
ত্বং রথমেতশং কৃত্ব্যে ধনে ত্বং পুরো নবতিং দম্ভয়ো নব ॥৬॥

শতক্রতু (ইন্দ্র)! তুমি নর্য, তুর্বশ[১], যদু এবং বয্যপুত্র তুর্বীতি নামে রাজাকে রক্ষা করেছিলে। তুমি সম্পদলাভের যুদ্ধে রথ এবং অশ্বের সাহায্য করেছিলে। তুমি নবনবতি দুর্গ ধ্বংস করেছিলে ॥৬॥

১. পুরাণবর্ণিত তুর্বশু হতে পারেন যিনি যযাতির পুত্রগণের একজন।

স ঘা রাজা সৎপতিঃ শূশুবজ্জনো রাতহব্যঃ প্রতি যঃ শাসমিন্বতি ।
উক্‌থা বা যো অভিগৃণাতি রাধসা দানুরস্মা উপরা পিন্বতে দিবঃ ॥৭॥

তিনি শক্তিমান অথবা সৎ ব্যক্তিগণের রাজা এবং নেতা ও প্রভুরূপে (বিরাজ করেন) যিনি হবির্দান করেন এবং অনুশাসনকে উন্নত করেন, যিনি সুপ্রচুর বাঞ্ছিত বস্তুসহ প্রশংসা বাচক স্তোত্র পাঠ করেন। তাঁরই জন্য আকাশের নীচে অপর্যাপ্ত জলধারা প্রবাহিত হয় ॥৭॥

অসমং ক্ষত্রমসমা মনীষা প্র সোমপা অপসা সন্তু নেমে ।
যে ত ইন্দ্র দদুষো বর্ধয়ন্তি মহি ক্ষত্রং স্থবিরং বৃষ্ণ্যং চ ॥৮॥

তাঁর ক্ষমতা অপ্রতিম, জ্ঞান অপ্রতিম, যাঁরা সোমপায়ী তাঁরা (যজ্ঞ) কর্মের মাধ্যমে সমৃদ্ধি লাভ করুন। হে ইন্দ্র! যাঁরা দানশীল তোমার দৃঢ় বীরত্বকে, প্রভুত্বকে বর্ধিত করেন ॥৮॥

তুভ্যেদেতে বহুলা অদ্রিদুগ্ধাশ্চমূষদশ্চমসা ইন্দ্রপানাঃ ।
ব্যশ্নুহি তর্পয়া কামমেষামথা মনো বসুদেয়ায় কৃষ্ব ॥৯॥*

তোমার জন্য এই সোমরস প্রচুর পরিমাণে প্রস্তরপিষ্ট এবং চমসে ধৃত অবস্থায় রয়েছে, (রস) ইন্দ্রের পেয়। (এই রস) পান কর, এর দ্বারা তোমার অভিলাষ পূরণ কর। অনন্তর (আমাদের) ধন দান করার জন্য মনঃ (সংযোগ) কর ॥৯॥

* চমস—যজ্ঞীয় পাত্র বিঃ।

অপামতিষ্ঠদ্ধরুণহ্বরং তমো হন্তর্বৃত্রস্য জঠরেষু পর্বতঃ ।
অভীমিন্দ্রো নদ্যো বব্রিণা হিতা বিশ্বা অনুষ্ঠাঃ প্রবণেষু জিঘ্নতে ॥১০॥

জলপ্রবাহের গতি রোধ করেছিল অন্ধকার (গহ্বর), বৃত্রের উদর-প্রদেশের মধ্যে (বর্ষণকারী) মেঘ (নিহিত ছিল)। এই আবরক দ্বারা রুদ্ধ নদীগুলিকে ইন্দ্র ক্রমান্বয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে নিম্নতর ভূমিতে প্রবাহিত করলেন ॥১০॥

স শেবৃধমধি ধা দ্যুম্নমস্মে মহি ক্ষত্রং জনাষালিন্দ্র তব্যম্।
রক্ষা চ নো মঘোনঃ পাহি সূরীন্ রায়ে চ নঃ স্বপত্যা ইষে ধাঃ ॥১১॥*

ইন্দ্র! সেই (তুমি) আমাদের শান্তিবর্ধক যশ দাও, বিপুল জনমোহিনী এবং প্রভূত শক্তি দাও, আমাদের ধনবান করে রক্ষা কর, আমাদের রাজপুত্র অথবা বিদ্বানগণকে পালন কর, ধন দাও, সুপুত্র দাও, অন্ন দাও। (আমাদের) স্থিত কর ॥ ১১॥

* সূরী— Griffith—Princes—উত্তরসূরী?

(সূক্ত-৫৫)

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৮।

দিবশ্চিদস্য বরিমা বি পপ্রথ ইন্দ্রং ন মহ্না পৃথিবী চন প্রতি ।
ভীমস্তুবিষ্মাঞ্চর্ষণিভ্য আতপঃ শিশীতে বজ্রং তেজসে ন বংসগঃ ॥১॥

স্বর্গলোকের বৃহৎ বিস্তার এবং পৃথিবীও মহনীয়তায় ইন্দ্রের প্রভুত্ব বা মহত্ত্বের প্রতি (পক্ষ) হতে পারেনি। ভয়ংকর, অতিবলবান মানুষের (জন্য শত্রুকে) যিনি সন্তপ্ত করেন (তিনি) বজ্রকে তীক্ষ্ণতার জন্য ঘর্ষণ করছেন যেমন বৃষভ করে তার শৃঙ্গকে ॥ ১॥

সো অর্ণবো ন নদ্যঃ সমুদ্রিয়ঃ প্রতি গৃভ্ণাতি বিশ্রিতা বরীমভিঃ ।
ইন্দ্রঃ সোমস্য পীতয়ে বৃষায়তে সনাৎ স যুধ্ম ওজসা পনস্যতে ॥২॥

যেমন জলপূর্ণ সমুদ্র করে তেমন ইন্দ্র সমুদ্রে (অন্তরিক্ষ) স্থিত হয়ে স্ব স্ব প্রসারণে বিস্তৃত নদীগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই ইন্দ্র সোমরস পানের জন্য বৃষের মত আচরণ করেন (আনন্দে মত্ত হন) এবং চিরকাল যোদ্ধা রূপে শক্তির জন্য স্তুত হয়ে থাকেন ॥২॥

ত্বং তমিন্দ্র পর্বতং ন ভোজসে মহো নৃম্ণস্য ধর্মণামিরজ্যসি।
প্র বীর্যেণ দেবতাতি চেকিতে বিশ্বস্মা উগ্রঃ কর্মণে পুরোহিতঃ ॥৩॥

ইন্দ্র! তুমি সর্ব প্রকার মহৎ মানবিক কার্যকে নিয়ন্ত্রণ কর। এমন কী সেই প্রখ্যাত পর্বতকেও যেন আনত কর। সেই দেবতা বীরত্বের জন্য প্রকৃষ্ট রূপে জ্ঞাত হয়েছিলেন। ঘোর (রূপী) ইন্দ্র সর্বপ্রকার কর্মের বিষয়ে অগ্রভাগে স্থাপিত হন ॥৩॥

স ইদ্ বনে নমস্যুভির্বচস্যতে চারু জনেষু প্রব্রুবাণ ইন্দ্রিয়ম্।
বৃষা ছন্দুর্ভবতি হর্যতো বৃষা ক্ষেমেণ ধেনাং মঘবা যদিন্বতি ॥৪॥

সেই ইন্দ্র কেবল অরণ্যমধ্যে পূজকগণ কর্তৃক স্তুত হন যখন তিনি মনুষ্যগণের প্রতি (স্বকীয়) ইন্দ্রোচিত বীর্য প্রকটিত করে শোভনভাবে (অবস্থান করেন)। তিনি এক অনুকূল বৃষভ, একজন কামনার যোগ্য (ফল) দাতা যখন সেই মঘবান্ (ইন্দ্র) মঙ্গলের সঙ্গে নিজ কণ্ঠস্বর (প্রেরণ করেন) অথবা সেই সোম (বৃষা) বলবান, অনুকূল এবং সুস্বাদু, যখন সোমকে দুগ্ধের সঙ্গে মিশ্রিত করার জন্য ধনী (যজমান) গাভীকে প্রেরণ করেন।(Max Muller) ॥৪॥

স ইন্মহানি সমিথানি মজ্মনা কৃণোতি যুধ্ম ওজসা জনেভ্যঃ।
অধা চন শ্রদ্ দধতি ত্বিষীমত ইন্দ্রায় বজ্রং নিঘনিঘ্নতে বধম্ ॥৫॥*

সেই (ইন্দ্র) যোদ্ধা প্রাণোচ্ছল বীর্যে উদ্দীপ্ত হয়ে (স্তোতৃ) জনের জন্য বৃহৎ সংগ্রাম করেন। যখন ইন্দ্র বধসাধক বজ্রের আঘাত করেন তারপরই উদ্ভাসিত ইন্দ্রের প্রতি সকলে যথাযথ আশ্বাস রাখে ॥ ৫॥

* শ্রত = সত্য—(সায়ণ)

স হি শ্রবস্যুঃ সদনানি কৃত্রিমা ক্ষ্ময়া বৃধান ওজসা বিনাশয়ন্।
জ্যোতীংষি কৃণ্বন্নবৃকাণি যজ্যবেঽব সুক্রতুঃ সর্তবা অপঃ সৃজৎ ॥৬॥

যদিও যশাকাঙ্ক্ষী (ইন্দ্র) পৃথিবীলোকে বৃদ্ধিশীল, (তিনি) সবলে কৃত্রিমভাবে নির্মিত গৃহ সকল (অসুরদের) ধ্বংস করে, আকাশের আলোগুলিকে সুরক্ষিত অথবা অবাধ করেন, সেই পরমজ্ঞানী বা শ্রেষ্ঠ কর্মা তাঁর যজমানগণের জন্য জলধারাকে প্রবাহিত করেন ॥৬॥

দানায় মনঃ সোমপাবন্নস্তু তে ঽর্বাঞ্চা হরী বন্দনশ্রুদা কৃধি।
যমিষ্ঠাসঃ সারথয়ো য ইন্দ্র তে ন ত্বা কেতা আ দভ্নুবন্তি ভূর্ণয়ঃ ॥৭॥

হে সোমপানকারি! তোমার চিত্ত দানের অনুকূল হোক। হে স্তুতি শ্রবণকারি! তোমার অশ্বগুলিকে এই অভিমুখে নিয়ে এস। ইন্দ্র! তোমার সারথিগণ অশ্বনিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কুশল, (তাই) প্রতিকূল শত্রুগণ তোমাকে পরাজিত করতে পারে না। অথবা (তোমার সারথিগণ) সূর্যের রশ্মিসমূহ, (তারা) তোমাকে বিপথ চালিত হতে দেয় না।—Griffith ॥ ৭॥

অপ্রক্ষিতং বসু বিভর্ষি হস্তয়োরষাল্হং সহস্তন্বি শ্রুতো দধে।
আবৃতাসোঽবতাসো ন কর্তৃভিস্তনূষু তে ক্রতব ইন্দ্র ভূরয়ঃ ॥৮॥

তুমি উভয় হস্তে অক্ষয় ধন (দানের জন্য) ধারণ কর। বিশ্রুত তুমি শরীরে অপ্রতিহত বল ধারণ কর। কূপ যেমন জলপ্রার্থীদের দ্বারা বেষ্টিত থাকে তেমনি তোমার দেহে অনুগত গণের শরীরে বহু কর্ম বিদ্যমান ॥ ৮॥

(সূক্ত-৫৬)

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

এষ প্র পূর্বীরব তস্য চম্রিষোঽত্যো ন যোষামুদয়ংস্ত ভুর্বণিঃ।
দক্ষং মহে পায়য়তে হিরণ্যয়ং রথমাবৃত্যা হরিযোগমৃভ্বসম্ ॥১॥

এই আহারকারী (ইন্দ্র) তাঁর (যজমানের) চমসসমূহে ধৃত পূর্ণাহুতি প্রকৃষ্টভাবে (আহার করার জন্য) উৎসুক, যেমন করে অশ্ব অশ্বীর প্রতি (ধাবিত হয়)। (ইন্দ্র) স্বর্ণময়, হরী অশ্বদ্বয়যুক্ত, অত্যন্ত দীপ্তিমান রথে অবস্থান করে সোমরস পান করেন, যে সোম মহৎ কার্যের জন্য শক্তি সঞ্চারে দক্ষ ॥১॥

তং গূর্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সংচরণে সনিষ্যবঃ।
পতিং দক্ষস্য বিদথস্য নূ সহো গিরিং ন বেনা অধি রোহ তেজসা ॥২॥

তাঁর প্রতি স্তোত্র সকল প্রণত হয়ে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়, যেমন ধনার্থী বণিকেরা সঞ্চরণকালে সমুদ্রকে (স্তুতি করে)। বর্ধিত যজ্ঞের রক্ষক বলবান (ইন্দ্র) কে তেজোময় স্তোত্র দ্বারা শীঘ্র স্তুতি কর, যেমন করে রমণীরা পর্বতকে (করে থাকেন) ।।২।।

স তুর্বণির্মহাঁ অরেণু পৌংস্যে গিরের্ভৃষ্টির্ন ভ্রাজতে তুজা শবঃ ।
যেন শুষ্ণং মায়িনমায়সো মদে দুধ্র আভূষু রাময়ন্নি দামনি ॥৩॥

তিনি শত্রুঞ্জয়, মহান; পুরুষোচিত যুদ্ধে (তাঁর) অনবদ্য শক্তি শত্রুক্ষয়ে উদ্ভাসিত হয় যেন পর্বত শৃঙ্গের মত। অয়ঃ (লৌহ কবচাবৃত) দেহ, দুষ্ট দমনকারী (ইন্দ্র) উৎফুল্ল অবস্থায় যে (শক্তির) দ্বারা মায়াবী শুষ্ণ (অসুরকে) কারাগৃহে আবদ্ধ রেখেছিলেন ।।৩।।

দেবী যদি তবিষী ত্বাবৃধোতয় ইন্দ্রং সিষক্ত্যুষসং ন সূর্যঃ ।
যো ধৃষ্ণুনা শবসা বাধতে তম ইয়র্তি রেণুং বৃহদর্হরিষ্বণিঃ ॥৪॥

সহায়তার জন্য স্তোত্র দ্বারা বর্ধিত (সেই) ইন্দ্রকে দ্যুতিমান বল যখন সঙ্গত হয় যেমন করে সূর্য সঙ্গত হন উষার সঙ্গে, তখন (ইন্দ্র) তাঁর সংহারক শক্তি দ্বারা অন্ধকারকে নাশ করেন, ধূলাকে বহু উচ্চে উৎক্ষেপণ করেন হর্ষ এবং বিজয়ের কারণে ।। ৪।।

বি যৎ তিরো ধরুণমচ্যুতং রজো হতিষ্ঠিপো দিব আতাসু বর্হণা ।
স্বর্মীহ্লে যন্মদ ইন্দ্র হর্ষ্যাহন্ বৃত্রং নিরপামৌব্জো অর্ণবম্ ॥৫॥

যখন তুমি সবলে, আকাশের দিকসমূহের উপরে অন্তরিক্ষ লোককে দৃঢ় এবং অ-কম্পিত ভাবে স্থাপন করেছিলে, ইন্দ্র, আলোক-জয়ের জন্য যুদ্ধে, উৎফুল্ল আনন্দে তুমি বৃত্রকে বধ করেছিলে এবং বৃষ্টির জন্য জলরাশিকে উন্মুক্ত করেছিলে ।। ৫।।

ত্বং দিবো ধরুণং ধিষ ওজসা পৃথিব্যা ইন্দ্র সদনেষু মাহিনঃ ।
ত্বং সুতস্য মদে অরিণা অপো বি বৃত্রস্য সময়া পাষ্যারুজঃ ॥৬॥

সায়ণ— হে ইন্দ্র! বৃদ্ধিশীল তুমি দ্যুলোক হতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে (প্রাণ) ধারক জল নিজের শক্তিতে স্থাপন কর, যেহেতু তুমি অভিষুত (সোমের) উল্লাসে (মেঘ হতে) জল বিনির্গত করেছ। বৃত্রকে বিনাশক পাষাণ অথবা বর্শা দ্বারা বিশেষভাবে ভগ্ন করেছিলে ।। ৬।।

(সূক্ত-৫৭)

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

প্র মংহিষ্ঠায় বৃহতে বৃহদ্রয়ে সত্যশুষ্মায় তবসে মতিং ভরে।
অপামিব প্রবণে যস্য দুর্ধরং রাধো বিশ্বায়ু শবসে অপাবৃতম্ ॥১॥

সেই সর্বোত্তম মহান অথবা উদার, সুপ্রচুর ধনের মহৎ অধিপতি, যথার্থ শক্তিমান এবং দৃঢ়াকৃতি সম্পন্ন (ইন্দ্রের) প্রতি আমার মননসম্পন্ন স্তুতি উত্তমভাবে নিবেদন করছি। তাঁর অবাধ ঐশ্বর্য, নিম্নস্থানের প্রতি প্রবাহিত জলরাশির মত সর্ব জীবিত প্রাণিকুলকে বল দান করার জন্য ব্যাপ্ত হয়েছে ।।১।।

অধ তে বিশ্বমনু হাসদিষ্টয় আপো নিম্নেব সবনা হবিষ্মতঃ ।
যৎ পর্বতে ন সমশীত হর্যত ইন্দ্রস্য বজ্রঃ শ্নথিতা হিরণ্যয়ঃ ॥২॥

অনন্তর অবশ্যই এই সম্পূর্ণ জগৎ তোমার যজ্ঞের জন্য একত্র হয়েছে। অধোদেশে জলের (গতির) মত হবির্দাতার যজ্ঞানুষ্ঠান (তোমার প্রতি উপস্থিত হয়)। যখন সেই সম্যক প্রিয় ইন্দ্রের বজ্র, স্বর্ণময় শত্রুনাশক যেন পর্বতে বিশ্রামরত মনে হয় ।।২।।

অস্মৈ ভীমায় নমসা সমধ্বর উষো ন শুভ্র আ ভরা পনীয়সে ।
যস্য ধাম শ্রবসে নামেন্দ্রিয়ং জ্যোতিরকারি হরিতো নায়সে ॥৩॥

সেই ভীতিকর, অতিশয় স্তুত্য, শুভ্রবর্ণ উষার মত (ইন্দ্রের) প্রতি ইদানীং যজ্ঞকর্মে শ্রদ্ধার সঙ্গে হবিঃ নিয়ে এস। অশ্বের মত দ্রুত বিচরণের জন্য যাঁর সৃজন হয়েছে, যশ, ইন্দ্র-শক্তি এবং জ্যোতিঃ র জন্য ।।৩।।

ইমে ত ইন্দ্র তে বয়ং পুরুষ্টুত যে ত্বারভ্য চরামসি প্রভূবসো ।
নহি ত্বদন্যো গির্বণো গিরঃ সঘৎ ক্ষোণীরিব প্রতি নো হর্য তদ্ বচঃ ॥৪॥

ইন্দ্র! প্রভূত সম্পদবান, বহুজনের স্তুতিভাজন! আমরা যারা তোমাকে নির্ভর করে (তোমার) নিকটে এসেছি, আমরা তোমারই (নিকটস্থ জন); হে স্তুতিপ্রিয়! তুমি ভিন্ন অপর কেউ (আমাদের) স্তুতি প্রাপ্ত হয় না। যেমন পৃথিবী (প্রাণিকুলকে ভালবাসে তেমনই) আমাদের বাক্যগুলির প্রতি কামনা কর ।।৪।।

ভূরি ত ইন্দ্র বীর্যং তব স্মস্যস্য স্তোতুর্মঘবন্ কামমা পৃণ ।
অনু তে দ্যৌর্বৃহতী বীর্যং মম ইয়ং চ তে পৃথিবী নেম ওজসে ॥৫॥

তোমার প্রভূত সামর্থ্য। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার নিজ জন। হে মঘবন্! তোমার এই স্তোতার অভিলাষ পূর্ণ কর। বৃহৎ দ্যুলোক তোমার বীরত্বকে পরিমাপ করেছে, এই পৃথিবী তোমার শক্তির কাছে নত হয়েছে ॥ ৫॥

ত্বং তমিন্দ্র পর্বতং মহামুরুং বজ্রেণ বজ্রিন্ পর্বশশ্চকর্তিথ ।
অবাসৃজো নিবৃতাঃ সর্তবা অপঃ সত্রা বিশ্বং দধিষে কেবলং সহঃ ॥৬॥

বজ্রধারি ইন্দ্র! তুমি সেই বিশাল বিস্তৃত স্তরবিন্যস্ত মেঘকে বজ্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করেছিলে। অবরুদ্ধ জলরাশিকে প্রবাহিত হতে অধোমুখে অবাধ করে দিয়েছিলে। সকল বল কেবল তোমারই, (একথা) সত্য ॥ ৬॥

অনুবাক-১১

(সূক্ত-৫৮)

অগ্নি দেবতা। গৌতমের পুত্র নোধা ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

নূ চিৎ সহোজা অমৃতো নি তুন্দতে হোতা যদ্ দূতো অভবদ্ বিবস্বতঃ ।
বি সাধিষ্ঠেভিঃ পথিভী রজো মম আ দেবতাতা হবিষা বিবাসতি ॥১॥

বলের পুত্র, অমর (অগ্নি) কখনই মৃদু ভাবে থাকেন না যেহেতু হোতৃস্বরূপ (তিনি) যজমানের দূত হয়েছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ পথে (গমন করতে করতে) অন্তরিক্ষ লোককে তিনি নির্মাণ অথবা পরিমাপ করেছেন। যজ্ঞে তিনি হবিঃ দ্বারা দেবগণকে পরিচর্যা করেন। অন্তরীক্ষকে নির্মাণ অথবা পরিমাপ অর্থাৎ অন্তরীক্ষকে অগ্নি নিজের তেজে উদ্ভাসিত করেছেন ॥১॥

আ স্বমদ্ম যুবমানো অজরস্তৃষ্বিষ্যন্নতসেষু তিষ্ঠতি ।
অত্যো ন পৃষ্ঠং প্রুষিতস্য রোচতে দিবো ন সানু স্তনয়ন্নচিক্রদৎ ॥২॥*

ক্ষয় রহিত (অগ্নি) নিজ ভক্ষ্য গ্রহণ করে ভোজন করার পরে ক্ষিপ্রভাবে সাগ্রহে কাষ্ঠ সমূহে প্রসারিত হন। বিচ্ছুরিত অগ্নির উপরিভাগ (পৃষ্ঠ) যেন অশ্বের মত শোভা পায়, তিনি দ্যুলোকের উর্ধ্বোন্নত ভাগকে ধ্বনিত করে গম্ভীর গর্জন করেন ॥ ২॥

* বিচ্ছুরিত —ঘৃতাহুতির ফলে।

ক্রাণা[১] রুদ্রেভির্বসুভিঃ পুরোহিতো হোতা নিষত্তো রয়িষালমর্ত্যঃ ।
রথো ন বিক্ষৃঞ্জসান আয়ুষু ব্যানুষগ্বার্যা দেব ঋণ্বতি ॥৩॥

বসুগণ, রুদ্রগণের পুরোভাগে স্থাপিত, অমর, ধনাধিপতি অগ্নি হোতৃরূপে উপবিষ্ট; দ্যোতমান (অগ্নি) প্রজাগণের স্তুতি লাভ করতে করতে অবিলম্বে তাদের বরণীয় ধন প্রাপ্ত করান যেমন মানুষকে (তাদের) রথ ॥ ৩॥

১. ক্রাণা—কার্যরত।

বি বাতজুতো অতসেষু তিষ্ঠতে বৃথা জুহূভিঃ সৃণ্যা তুবিষ্বণিঃ ।
তৃষু যদগ্নে বনিনো বৃষায়সে কৃষ্ণং ত এম রুশদূর্মে অজর ॥৪॥

বায়ুতাড়িত (অগ্নি) মহাগর্জনে চঞ্চল (তেজরূপ) জিহ্বা (শিখা)-যুক্ত হয়ে অনায়াসে শুষ্ক বৃক্ষ অথবা কাষ্ঠ সমূহে, বিশেষভাবে অধিষ্ঠিত হন। অগ্নি তোমার পথ কৃষ্ণবর্ণ; (তুমি) জরা অথবা পরিবর্তনহীন, প্রদীপ্ত ঢেউ (শিখা) শোভিত, যখন কোন বৃষের মত তুমি বৃক্ষগুলিকে (দহন করতে যাও) ॥ ৪॥

তপুর্জম্ভো বন আ বাতচোদিতো যূথে ন সাহ্বাঁ অব বাতি বংসগঃ ।
অভিব্রজন্নক্ষিতং পাজসা রজঃ স্থাতুশ্চরথং ভয়তে পতত্রিণঃ ॥৫॥*

শিখা (রূপ) দন্তযুক্ত, বায়ুতাড়িত হয়ে (অগ্নি) বনভূমিতে দ্রুত বিজয়ীর মত সর্বত্র বিচরণ করেন যেন গোযূথের মধ্যস্থিত বৃষভ। উজ্জ্বল তেজের সঙ্গে ক্ষয়রহিত বাতাস অথবা জলের অভিমুখে ব্যাপ্ত হন; স্থাবর জঙ্গম এই বিচরণশীল (অগ্নিকে) ভয় পায় ॥ ৫॥

* রজঃ —সায়ণ ভাষ্যে জল; Griffith—বায়ু।

দধুষ্ট্বা ভৃগবো মানুষেষ্বা রয়িং ন চারুং সুহবং জনেভ্যঃ ।
হোতারমগ্নে অতিথিং বরেণ্যং মিত্রং ন শেবং দিব্যায় জন্মনে ॥৬॥*

হে অগ্নি! রত্নবিশেষের মত, শোভন, সহজে আহ্বানযোগ্য! ভৃগুবংশীয়রা তোমাকে মানবজাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; তুমি হোতা (ঋত্বিক), বরণীয় অতিথি স্বরূপ, দিব্যপুরুষগণের প্রতি কল্যাণকর বন্ধু ॥ ৬॥

* সায়ণভাষ্য মতে —'দিব্যায় জন্মনে' অগ্নির সঙ্গে যুক্ত। সেক্ষেত্রে অর্থ-অগ্নিকে দেবত্ব প্রাপ্তির উদ্দেশে ভৃগুরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
Griffith বলছেন— 'দিব্যায়' অর্থাৎ 'দেবতাদের জন্য' অগ্নি বন্ধু, কারণ তাদের উদ্দেশে হবিঃ বহন করে নিয়ে যান।

হোতারং সপ্ত জুহ্বো[1] যজিষ্ঠং যং বাঘতো বৃণতে অধ্বরেষু।
অগ্নিং বিশ্বেষামরতিং বসূনাং সপর্যামি প্রয়সা যামি রত্নম্ ॥৭॥

সাতজন হোতা, ঋত্বিক (অথবা যে অগ্নি সপ্ত জিহ্ব) যজ্ঞ সমূহে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকারী হোতৃরূপে যাঁকে বরণ করেন, সর্বপ্রকার রত্নের প্রদানকারী অগ্নিকে হবিঃ প্রদান করে সেবা করি এবং সুন্দর কর্মফল অথবা ধন প্রার্থনা করি ॥ ৭॥

১. সপ্ত জিহ্ব —জিহ্বা সদৃশ শিখা দ্বারা অগ্নি হবিঃ ভক্ষণ করেন।

অচ্ছিদ্রা সূনো সহসো নো অদ্য স্তোতৃভ্যো মিত্রমহঃ শর্ম যচ্ছ।
অগ্নে গৃণন্তমংহস উরুষ্যোর্জো নপাৎ পূর্ভিরায়সীভিঃ ॥৮॥

হে বলপুত্র, সখাবান (অনুকূল দীপ্তিমান)! আমাদের তোমার (এই) স্তোতৃগণের জন্য আজ অনবদ্য আশ্রয় অথবা সুখ দান কর। হে অগ্নি! বলের পুত্র, যে তোমার স্তুতি করে তাকে লৌহনির্মিত পুরীর মাধ্যমে দুঃখ হতে রক্ষা কর ॥ ৮॥

ভবা বরূথং গৃণতে বিভাবো ভবা মঘবন্ মঘবদ্ভ্যঃ শর্ম ।
উরুষ্যাগ্নে অংহসো গৃণন্তং প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥৯॥

হে প্রকৃষ্ট দীপ্তিমান! তুমি স্তুতিকারীর গৃহস্বরূপ হও, যারা যজ্ঞ করছে, হে ধনবান প্রভু! তাদের (জন্য) আশ্রয় স্বরূপ হও। হে অগ্নি! স্তুতিকারীকে পাপ অথবা দুঃখ হতে ত্রাণ কর যেন সে স্তুতি (রূপ) (সম্পদে) ধনী হয়ে প্রাতঃকালে শীঘ্র আসে ॥ ৯॥

(সূক্ত-৫৯)

অগ্নি দেবতা। গৌতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৭।

বয়া ইদগ্নে অগ্নয়স্তে অন্যে ত্বে বিশ্বে অমৃতা মাদয়ন্তে ।
বৈশ্বানর নাভিরসি ক্ষিতীনাং স্থূণেব জনাঁ উপমিদ্ যযন্থ ॥১॥

অগ্নি! অন্যান্য অগ্নিগুলি তোমার শাখা স্বরূপ। তোমাতেই সকল মরণহীন (দেবতা) আনন্দ উপভোগ করেন। হে বৈশ্বানর (অগ্নি)! তুমিই মনুষ্যগণের নাভি (কেন্দ্রীয় স্থাপক বিন্দু) স্বরূপ। দৃঢ় নিহিত স্তম্ভের মত সকল জনকে ধারণ কর ॥ ১॥

মূর্ধা দিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা অথাভবদরতী রোদস্যোঃ।
তং ত্বা দেবাসোঽজনয়ন্ত দেবং বৈশ্বানর জ্যোতিরিদার্যায় ॥২॥

আকাশের শিরোভাগ এবং পৃথিবীর নাভি (রূপী) অগ্নি অতঃপর দ্যুলোক ও ভূলোকের (অধিপতি) দূত হয়েছিলেন। হে বৈশ্বানর! সকল দেবতা তোমাকে, দেবতাকে আর্যজনের অথবা যজমানের জন্য জ্যোতিঃরূপে উৎপাদন করেছিলেন ॥ ২॥

আ সূর্যে ন রশ্ময়ো ধ্রুবাসো বৈশ্বানরে দধিরেঽগ্না বসূনি ।
যা পর্বতেষ্বোষধীষ্বপ্সু যা মানুষেষ্বসি তস্য রাজা ॥৩॥

অকম্পিত কিরণজাল যেমন সূর্যে নিহিত আছে তেমনই বৈশ্বানর অগ্নিতে স্থাপিত রয়েছে ধনসমূহ। পর্বতগুলিতে, জলরাশিতে, ভেষজ সমূহে, মনুষ্যগণের মধ্যে (যে ধন নিহিত) তুমিই তার অধিপতি ॥৩॥

বৃহতী ইব সূনবে রোদসী গিরো হোতা মনুষ্যো ন দক্ষঃ ।
স্বর্বতে সত্যশুষ্মায় পূর্বীর্বৈশ্বানরায় নৃতমায় যহ্বীঃ ॥৪॥*

দ্যাবাপৃথিবী যেমন মহৎ, তেমনই তাদের পুত্রের প্রশস্তি (মহৎ)। মানুষেরই মত কর্মদক্ষ সেই (অগ্নি) হোতা; দিব্য বৈশ্বানর প্রকৃত বলশালী, শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং বহু নবীন সঙ্গী ও স্তুতি সমন্বিত (Griffith)॥ ৪॥

* নবীন সঙ্গী— অগ্নিশিখা— মানুষ-হোতার কৃতিত্ব অগ্নিতে আরোপ করা হয়েছে।

দিবশ্চিৎ তে বৃহতো জাতবেদো বৈশ্বানর প্র রিরিচে মহিত্বম্।
রাজা কৃষ্টীনামসি মানুষীণাং যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ ॥৫॥

সায়ণ— হে জাতবেদস্ বৈশ্বানর! তোমার মহিমা দ্যুলোক অপেক্ষাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবকুলের বসতির (তুমি) অধিপতি, তুমি যুদ্ধে দেবতাদের স্বস্তি এনেছ ॥ ৫॥

প্র নূ মহিত্বং বৃষভস্য বোচং যং পূরবো বৃত্রহণং সচন্তে ।
বৈশ্বানরো দস্যুমগ্নির্জঘন্বাঁ অধূনোৎ কাষ্ঠা অব শম্বরং ভেৎ ॥৬॥*

পুরুরপুত্রগণ যে বৃত্র হননকারীকে সেবা করেন সেই বীরের অথবা কামনাপূর্ণকারীর মাহাত্ম্য আমি শীঘ্র বলছি। বৈশ্বানর অগ্নি দস্যুগণকে (রাক্ষসদের) হনন করেছিলেন, প্রাচীর সীমা অথবা জল রাশিকে নিম্নমুখে পাতিত করেছিলেন, শম্বরকে নাশ করেছিলেন ॥ ৬॥

* দস্যু— বৃষ্টি রোধকারী। এখানে ইন্দ্রের কর্ম অগ্নিতে আরোপ করা হয়েছে।
পুরুর পুত্র—মানব জাতি।

বৈশ্বানরো মহিম্না বিশ্বকৃষ্টির্ভরদ্বাজেষু যজতো বিভাবা।
শাতবনেয়ে শতিনীভিরগ্নিঃ পুরুণীথে জরতে সূনৃতাবান্ ॥৭॥

মহিমার দ্বারা সর্বমানুষের স্বজনভূত বৈশ্বানর বিশেষ দ্যুতিসম্পন্ন এবং ভরদ্বাজগণের (হবিযুক্ত যজ্ঞের অথবা ভরদ্বাজ নামে ঋষিগণের) মধ্যে পবিত্র প্রিয় বাক্যযুক্ত (ভাবে বিরাজিত)। (তাঁকে) শতবনির পুত্র পুরূণীথ শতসংখ্যক স্তুতির মাধ্যমে স্তুতি করছেন ॥ ৭॥

(সূক্ত-৬০)

অগ্নি দেবতা। গৌতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

বহ্নিং যশসং বিদথস্য কেতুং সুপ্রাব্যং দূতং সদ্যোঅর্থম্ ।
দ্বিজন্মানং রয়িমিব প্রশস্তং রাতিং ভরদ্ ভৃগবে মাতরিশ্বা[১] ॥১॥

বহু কথিত ধনের মত যেন মাতরিশ্বা সেই প্রখ্যাত হবিঃ বহনকারী, যজ্ঞের ধ্বজাস্বরূপ প্রকাশক, শোভন রক্ষাকারী, দুই বার জাত অথবা (অরণিদ্বয় হতে জাত) এবং দ্রুত গমনকারী দূত অগ্নিকে মিত্ররূপে ভৃগু ঋষির কাছে আনয়ন করেছিলেন ॥ ১॥

১. মাতরিশ্বা— সায়ণ ও পরবর্তী সংস্কৃতে বায়ুদেবতা। কিন্তু পাশ্চাত্য মতে, ঋগ্বেদে মাতরিশ্বা ও বায়ু এক নন। বিবস্বানের দূত যিনি অগ্নিকে মর্ত্যে এনেছেন।

অস্য শাসুরুভয়াসঃ সচন্তে হবিষ্মন্ত উশিজো যে চ মর্তাঃ ।
দিবশ্চিৎ পূর্বো ন্যসাদি হোতা ২২পৃচ্ছ্যো বিশ্পতির্বিক্ষু বেধাঃ ॥২॥

এই শাসকের (নির্দেশ) (পূজিত) দেবগণ এবং হবিঃদাতা পার্থিব যজমানগণ উভয়েই মান্য করেন। (সেই) হোতা অথবা হোম সম্পাদনকারী প্রাতঃকালেরও পূর্বে মনুষ্যগণের মধ্যে স্থাপিত হয়ে থাকেন, তিনিই গৃহস্বামী, পূজ্য এবং ফলদানকারী ॥ ২॥

তং নব্যসী হৃদ আ জায়মানমস্মৎ সুকীর্তির্মধুজিহ্বমশ্যাঃ ।
যমৃত্বিজো বৃজনে মানুষাসঃ প্রয়স্বন্ত আয়বো জীজনন্ত ॥৩॥*

যেন আমাদের অন্তরে সঞ্জাত নূতনতর প্রশস্তি, সেই উৎপদ্যমান মধুর জিহ্বাধারী অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, যে অগ্নিকে মরণধর্মী মানুষেরা, ঋত্বিকরূপে, (হবির্লক্ষণ) অন্ন প্রদান করে দৃঢ় প্রচেষ্টায় অথবা যুদ্ধকালে (যজ্ঞার্থ) উৎপাদন করেন ॥ ৩॥

* মধুরজিহ্ব—সায়ণ-ভাষ্যে যাঁর জ্বালা অথবা অগ্নিশিখা মাদয়িতা—উন্মাদনা?
Griffith— মিষ্ট আহুতি গ্রহণের ফলে মধুর।

উশিক্ পাবকো বসুর্মানুষেষু বরেণ্যো হোতাধায়ি বিক্ষু ।
দমূনা গৃহপতির্দম আঁ অগ্নির্ভুবদ্ রয়িপতী রয়ীণাম্ ॥৪॥

মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী অথবা প্রার্থিত, শুদ্ধিকারী, নিবাসসৃষ্টিকারী, বরণীয় (অগ্নি) হোতৃরূপে জনগণের মধ্যে স্থাপিত হন। যেন অগ্নি (বিপক্ষ) দমন দ্বারা গৃহের অধিপতি হয়ে, সম্পদের অধীশ্বর হয়ে (আমাদের) গৃহে ব্যাপ্ত থাকেন ॥ ৪॥

তং ত্বা বয়ং পতিমগ্নে রয়ীণাং প্র শংসামো মতিভির্গোতমাসঃ।
আশুং ন বাজংভরং মর্জয়ন্তঃ প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥৫॥

আমরা গোতম (বংশীয়) গণ, সেইরূপ তোমাকে, সম্পদের অধীশ্বরকে, স্তোত্রসমূহ দ্বারা (স্তুতি করি)। (আরোহী যেমন) অশ্বকে মার্জনা (সজ্জিত) করে তেমনি ধনদানকারী তোমাকে পরিচর্যা করতে করতে (স্তুতি করি)। তিনি যেন প্রশস্তি (দ্বারা) সমৃদ্ধ হয়ে অথবা বুদ্ধি (দ্বারা ধন প্রাপ্ত) হয়ে শীঘ্র অতি প্রত্যূষে আগমন করেন ॥ ৫॥

(সূক্ত-৬১)

ইন্দ্র দেবতা। গৌতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৬।

অস্মা ইদু প্র তবসে তুরায় প্রয়ো ন হর্মি স্তোমং মাহিনায়।
ঋচীষমায়াধ্রিগব ওহমিন্দ্রায় ব্রহ্মাণি রাততমা ॥১॥

আমি সেই দ্রুতগতি, সমৃদ্ধ, মহৎ গুণযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি করি, (যে স্তুতি) উৎকৃষ্ট খাদ্যের মত (রুচিকর)। তাঁর প্রতি আমার স্তুতি অবাধগতি, প্রশংসনীয়; (এবং) যজমানদত্ত হবিঃরূপ অন্ন দিয়েও পরিচর্যা করি ॥ ১॥

অস্মা ইদু প্রয় ইব প্র যংসি ভরাম্যাঙ্গূষং বাধে সুবৃক্তি।
ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্নায় পত্যে ধিয়ো মর্জয়ন্ত ॥২॥

শত্রু বিনাশক এই (ইন্দ্রের) প্রতি আমি সুষ্ঠুভাবে কৃত, হবিঃর (অন্নের) মত আমার স্তুতি উচ্চনাদে ঘোষণা করছি, পূর্বতন কাল হতে যিনি প্রভু সেই ইন্দ্রের জন্য (অন্য স্তোতারাও) হৃদয়, অন্তর এবং জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে স্তোত্র সমূহকে সংস্কার করেছেন ॥ ২॥

অস্মা ইদু ত্যমুপমং স্বর্ষাং ভরাম্যাঙ্গূষমাস্যেন।
মংহিষ্ঠমচ্ছোক্তিভির্মতীনাং সুবৃক্তিভিঃ সূরিং বাবৃধধ্যৈ ॥৩॥

এই সেই উপমাস্বরূপ, শোভন ও বরণীয় ধনদাতা অথবা স্বর্গের আলোকরূপী মহাজ্ঞানী (ইন্দ্রের) মহিমা খ্যাপন করার জন্য শোভনভাবে ব্যঞ্জক (সেইসব) প্রশস্তির এবং আহুতির দ্বারা সমৃদ্ধ উচ্চ শব্দ মুখে ঘোষণা করছি ॥ ৩॥

অস্মা ইদু স্তোমং সং হিনোমি রথং ন তষ্টেব তৎসিনায়[১]।
গিরশ্চ গির্বাহসে সুবৃক্তীন্দ্রায় বিশ্বমিন্বং মেধিরায় ॥৪॥

এঁর (ইন্দ্রের) জন্যই আমি স্তোত্র রচনা করছি; যেমন করে দারুশিল্পী অথবা সূত্রধর রথ নির্মাণ করে রথাধিকারীর জন্য। যিনি স্তুতি শ্রবণ করেন সেই মেধাবী ইন্দ্রের জন্য শোভন রচিত স্তুতি, শ্রেষ্ঠ হবিঃ প্রেরণ করছি ॥ ৪॥

১. তৎসিনায়—বৈদিক শব্দ; সায়ণ-ভাষ্যে।

অস্মা ইদু সপ্তিমিব [১]শ্রবস্যেন্দ্রায়ার্কং জুহ্বা সমঞ্জে।
বীরং দানৌকসং বন্দধ্যৈ পুরাং গূর্তশ্রবসং দর্মাণম্ ॥৫॥

এই (ইন্দ্র) মহাবীর, পর্যাপ্তধনের দাতা, সর্বত্র প্রখ্যাত, (অসুর) পুরী বিদারণকারী, তাঁকে বন্দনা করার জন্য, অন্ন অথবা যশ লাভের ইচ্ছায় আমি স্তুতিরূপ মন্ত্রকে বাগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে একীভূত করছি যেমন করে রথ ও অশ্বকে সংযুক্ত করা হয়। (অর্থাৎ মুখে মন্ত্র উচ্চারণ করছি) ॥৫॥

১. শ্রব অর্থে অন্ন এবং যশ উভয়কেই বোঝাতে পারে।

অস্মা ইদু ত্বষ্টা[১] তক্ষদ্ বজ্রং স্বপস্তমং স্বর্যং রণায়।
বৃত্রস্য চিদ্ বিদদ্ যেন মর্ম তুজন্নীশানস্তুজতা কিয়েধাঃ॥৬॥

এই (ইন্দ্রের) জন্য ত্বষ্টা (দেবকারিগর) অত্যন্ত কর্মকুশল দিব্য বজ্রকে তীক্ষ্ণ (ভাবে) নির্মাণ করেছেন যুদ্ধের জন্য। (শত্রুদের) আঘাত করতে করতে সেই মহৎ বলবান ইন্দ্র বৃত্রের কেন্দ্র স্থলে সেই বজ্রের দ্বারা (আঘাত করে) বিদীর্ণ করেছিলেন ॥ ৬॥

১. ত্বষ্টা— বিশ্বকর্মা।

অস্যেদু মাতুঃ সবনেষু সদ্যো মহঃ পিতুং পপিবাঞ্চার্বন্না।
মুষায়দ্ বিষ্ণুঃ পচতং সহীয়ান্ বিধ্যদ্ বরাহং তিরো অদ্রিমস্তা ॥৭॥

সায়ণ ভাষ্য— (জগৎ) নির্মাতা এই মহান ইন্দ্রের (যজ্ঞের) সবনকালে প্রদত্ত সোমরস তৎক্ষণাৎ (তিনি) পান করেছেন, শোভন হবিঃরূপ অন্নও (গ্রহণ করেছেন)। জগদ্ব্যাপী (ইন্দ্র) (শত্রুগণের) সুষ্ঠু প্রস্তুত ধন অপহরণ করে (তাদের) নিঃশেষে পরাজিত করেন এবং বজ্রনিক্ষেপকারী (ইন্দ্র) বরাহ বা মেঘকে প্রাপ্ত হয়ে আঘাত করেছিলেন ॥৭॥

টীকা— বিষ্ণু অর্থে ইন্দ্রকে বোঝানো হয়েছে।

অস্মা ইদু গ্নাশ্চিদ্ দেবপত্নীরিন্দ্রায়ার্কমহিহত্য উবুঃ ।
পরি দ্যাবাপৃথিবী জভ্র উর্বী নাস্য তে মহিমানং পরি ষ্টঃ॥৮॥

এই ইন্দ্রের প্রতি, যখন তিনি অহি অথবা বৃত্রকে বধ করলেন তখন গতিক্ষমা হলেও দেবপত্নীগণ প্রশস্তি উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বিস্তীর্ণ দ্যুলোক ও ভূলোক অতিক্রম করেছিলেন এবং দ্যাবাপৃথিবী তাঁর ঐশ্বর্য পরিমাপ করতে পারে না ॥ ৮॥

অস্যেদেব প্র রিরিচে মহিত্বং দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যন্তরিক্ষাৎ ।
স্বরালিন্দ্রো দম আ বিশ্বগূর্তঃ স্বরিরমত্রো ববক্ষে রণায় ॥৯॥

এই কথা সত্য যে (ইন্দ্রের) ঐশ্বর্য অথবা মহিমা দ্যুলোক, ভূলোক এবং অন্তরিক্ষলোকের মহিমাকে অতিক্রম করে তারও উপরে বর্তমান। ইন্দ্র, সকলের নিকট স্বীকৃত (অথবা সকল কার্যকুশল), স্বতেদীপ্ত, বীর্যবত্তম, স্বগৃহে (বিরাজিত) তিনি যুদ্ধকুশল উচ্চ শব্দায়মান এবং যুদ্ধক্ষেত্রে (শত্রুকে) প্রাপ্ত হয়ে থাকেন ॥ ৯॥

অস্যেদেব শবসা শুষন্তং বি বৃশ্চদ্ বজ্রেণ বৃত্রমিন্দ্রঃ।
গা ন ব্রাণা অবনীরমুঞ্চদভি শ্রবো দাবনে সচেতাঃ ॥১০॥

এই (ইন্দ্রের)-ই নিজ শক্তিতে (জল) শোষক বৃত্রকে ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তিনি অবরুদ্ধ জলরাশিকে বর্ষণ করতে দিয়েছিলেন (অপহৃতা) গাভীর মত। (হবিঃ) দাতা সমান মনোভাব সম্পন্ন (যজমানকে) (তিনি) অন্ন অথবা যশ অনুকূলভাবে দান করেন ॥১০॥

অস্যেদু ত্বেষসা রন্ত সিন্ধবঃ পরি যদ্ বজ্রেণ সীমযচ্ছৎ ।
ঈশানকৃদ্ দাশুষে দশস্যন্ তুর্বীতয়ে গাধং তুর্বণিঃ কঃ ॥১১॥

তাঁর সতেজ দীপ্তিতে নদীগুলি শোভা পায়, যেহেতু বজ্রের সাহায্যে (ইন্দ্র) তাদের সর্বদিকে চালিত করেন। নিজ বল প্রয়োগ করে এবং যজমানের প্রতি আনুকূল্যে শত্রু নাশক (ইন্দ্র) (জলে মগ্ন) তুর্বীতকে (অবস্থানযোগ্য) স্থান করে দিয়েছিলেন ॥১১॥

অস্মা ইদু প্র ভরা তূতুজানো বৃত্রায় বজ্রমীশানঃ কিয়েধাঃ ।
গোর্ন পর্ব বি রদা তিরশ্চেষ্যন্নর্ণাংস্যপাং চরধ্যৈ ॥১২॥

বৃহৎ, ক্ষিপ্রগতিতে, হে অসীম বলশালি (ইন্দ্র)! বৃত্রের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ কর। যেমন করে গাভীর অঙ্গ সকল তির্য্যগ ভঙ্গীর (অস্ত্র) দ্বারা খণ্ডিত করা হয় তেমন করে (বৃত্রের) শরীর সন্ধিগুলি খণ্ডন কর যেন বৃষ্টির ধারা প্রবাহিত হতে পারে ॥১২॥

অস্যেদু প্র ব্রূহি পূর্ব্যাণি তুরস্য কর্মাণি নব্য উক্থৈঃ ।
যুধে যদিষ্ণান আয়ুধান্যৃঘায়মাণো নিরিণাতি শত্রূন্ ॥১৩॥

শস্ত্র দ্বারা পূজনীয় ইন্দ্রের পূর্বতন কর্মসমূহের প্রশংসা কর, সেই ইন্দ্র দ্রুত কর্ম করেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অস্ত্রগুলি সজোরে নিক্ষেপ করে শত্রুনাশ করতে করতে সেই অভিমুখে ধাবিত হন ॥ ১৩॥

অস্যেদু ভিয়া গিরয়শ্চ দৃহ্লা দ্যাবা চ ভূমা জনুষস্তুজেতে।
উপো বেনস্য জোগুবান ওণিং সদ্যো ভুবদ্ বীর্যায় নোধাঃ ॥১৪॥

এই ইন্দ্রের ভয়ে দৃঢ়বদ্ধ পর্বত সমূহ এবং সমগ্র দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হয়ে থাকে। এই অনুকূল (ইন্দ্রের) রক্ষণকে যিনি বারংবার প্রশস্তি করেন সেই নোধস (ঋষি) তখনই বীর্যশক্তি লাভ করেছিলেন ॥ ১৪॥

অস্মা ইদু ত্যদনু দায্যেষামেকো যদ্ বব্নে ভূরেরীশানঃ ।
প্রৈতশং সূর্যে পস্পৃধানং সৌবশ্ব্যে সুষ্বিমাবদিন্দ্রঃ ॥১৫॥

যে ইন্দ্র একাকী বহুধনের প্রভু, তাঁর প্রতি এই সকল (তাঁরই) ইচ্ছা অনুযায়ী প্রেরিত হয়েছে। ইন্দ্র স্বশ্ব নামে রাজার পুত্র, এবং সূর্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সোমাভিষবকারী এতশ নামে ঋষিকে রক্ষা করেছিলেন। অথবা এতশ নামে সোমাভিষবকারী ঋষিকে সূর্যের বিরুদ্ধে অশ্ববিষয়ক দ্বন্দ্বে রক্ষা করেছিলেন ॥ ১৫॥

এবা তে হারিযোজনা সুবৃক্তীন্দ্র ব্রহ্মাণি গোতমাসো অক্রন্।
ঐষু বিশ্বপেশসং ধিয়ং ধাঃ প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥১৬॥

হে হরী! অশ্বদ্বয়ের (রথ) সংযোগ-কর্তা ইন্দ্র! গৌতম গোত্রীয় ঋষিগণ তোমার উদ্দেশে প্রীতিকর স্তুতি মন্ত্রসমূহ (রচনা) করেছেন। তাঁদের প্রতি বিচিত্ররূপ সুমতি প্রেরণ কর। সেই স্তুতি (দ্বারা) সম্পদশালী ইন্দ্র যেন প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করেন ॥ ১৬॥

(সূক্ত-৬২)

ইন্দ্র দেবতা। গৌতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৩।

প্র মন্মহে শবসানায় শূষমাঙ্গূষং গির্বণসে অঙ্গিরস্বৎ ।
সুবৃক্তিভিঃ স্তুবত ঋগ্মিয়ায়ার্চামার্কং নরে বিশ্রুতায় ॥১॥

অঙ্গিরসের ন্যায় (আমরা স্তোতৃবৃন্দও) সেই মহা বলবান স্তুত্য ইন্দ্রের প্রতি আনন্দকর স্তোত্র বিশেষভাবে জানব। সেই বহুখ্যাত নায়ক যিনি স্তোতার দ্বারা শোভন স্তুতির মাধ্যমে অর্চনার যোগ্য, তাঁর প্রতি মন্ত্র দিয়ে অর্চনা করি ।। ১।।

প্র বো মহে মহি নমো ভরধ্বমাঙ্গূষ্যং শবসানায় সাম ।
যেনা নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞা অর্চন্তো অঙ্গিরসো গা অবিন্দন্ ॥২॥

সেই মহিমময় ইন্দ্রের প্রতি, অতিবলশালীর প্রতি প্রচারণার উপযুক্ত মহৎ প্রশস্তি মূলক সামগান কর, তাঁর সাহায্যে আমাদের পূর্বপুরুষ, অর্চনাকারী এবং স্তোত্রজ্ঞ অথবা পথ বিষয়ে অভিজ্ঞ অঙ্গিরসগণ গোসম্পদ লাভ করেছিলেন ।। ২।।

ইন্দ্রস্যাঙ্গিরসাং চেষ্টৌ বিদৎ সরমা[1] তনয়ায় ধাসিম্ ।
বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদ্ গাঃ সমুস্রিয়াভির্বাবশন্ত নরঃ ॥৩॥

ইন্দ্রের এবং অঙ্গিরসগণের ইচ্ছানুসারে সরমা নিজ সন্তানের জন্য অন্ন লাভ করেছিল। বৃহস্পতি (দেবাধিনায়ক ইন্দ্র) পর্বতসমূহ বিদারণ করেছিলেন এবং গাভীগুলিকে সন্ধান করেছিলেন। নেতৃগণ (দেবগণ) গাভীগুলির সঙ্গে জয়ধ্বনি করেছিলেন ।। ৩।।

১. সরমা—দেবলোকের কুকুরী। দস্যু পণিদের দ্বারা অপহৃত দেবতাদের গাভী সে সন্ধান করে দিয়েছিল। তাই তার শিশুদের গাভীর দুগ্ধ দেওয়া হয়।

স সুষ্টুভা স স্তুভা সপ্ত বিপ্রৈঃ স্বরেণাদ্রিং স্বর্যো নবগ্বৈঃ[1] ।
সরণ্যুভিঃ ফলিগমিন্দ্র শক্র বলং রবেণ দরয়ো দশগ্বৈঃ[2] ॥৪॥

বলশালী ইন্দ্র, যাঁকে স্তুতিবাচক এবং শোভন স্বরাদি যুক্ত স্তোত্রের দ্বারা সুষ্ঠু স্তব করার ফলে (অথবা মধ্যম স্বরে, উচ্চ স্বরে এবং সগর্জনে যাঁকে স্তুতি করার ফলে) পর্বত বিদারিত হয়। স্বচ্ছন্দগতিবান সপ্ত ঋষিগণ, নয় মাসের জন্য অথবা দশ মাসের যাগের জন্য যাঁদের নিযুক্ত করা হয়েছে, (তাঁকে তাঁরা প্রসন্ন করেন)। হে ইন্দ্র! তুমি (তোমার) শব্দের দ্বারা জলভারপূর্ণ অথবা অবরোধকারী মেঘকে ভেদ করেছ ।। ৪।।

১. নবগ্বাঃ—যাঁরা সত্রের দ্বারা নয় মাসে যাগানুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।
২. দশগ্বাঃ— যাঁরা দশমাসে যাগ সমাপ্ত করেন।

গৃণানো অঙ্গিরোভির্দস্ম বি বরুষসা সূর্যেণ গোভিরন্ধঃ ।
বি ভূম্যা অপ্রথয় ইন্দ্র সানু দিবো রজ উপরমস্তভায়ঃ ॥৫॥

হে দর্শনযোগ্য অথবা শত্রু বিনাশক অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষির দ্বারা স্তুত হয়ে উষা এবং সূর্যের রশ্মিজালে তুমি অন্ধকারকে (অপসৃত করেছ)। ইন্দ্র! পৃথিবীর সানুদেশকে তুমি বিস্তীর্ণ করেছ, এবং অন্তরিক্ষ লোকের ভিত্তিকে দৃঢ় করেছ ।। ৫।।

তদূ প্রযক্ষতমমস্য কর্ম দস্মস্য চারুতমমস্তি দংসঃ ।
উপহ্বরে যদুপরা অপিন্বন্ মধ্বর্ণসো নদ্যশ্চতস্রঃ ॥৬॥

(সেই) আশ্চর্যকর্মা (ইন্দ্রের) এই শোভনতম কর্ম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি যেখানে আকাশ নিকটে নত হয় সেখানে চারটি নদীকে সুমিষ্ট জলরাশিতে পূর্ণ করে প্রবাহিত করেছিলেন ।।৬।।

দ্বিতা বি বব্রে সনজা সনীলে অয়াস্যঃ স্তবমানেভিরর্কৈঃ ।
ভগো ন মেনে পরমে ব্যোমন্নধারয়দ্ রোদসী সুদংসাঃ ॥৭॥

অন্যসময়ে, তাঁর ক্রিয়মাণ স্তোত্র সকল দ্বারা সেই অদম্য (ইন্দ্র) চিরকালীন পরস্পর সংলগ্ন দ্যুলোক ও ভূলোককে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলেন; শোভন কর্মা ইন্দ্র, উচ্চতম আকাশে দ্যাবাপৃথিবীকে এই ভাবে ধারণ করেছিলেন যেমন ভাবে ভগ করে থাকেন ।।৭।।

সনাদ্ দিবং পরি ভূমা বিরূপে পুনর্ভুবা যুবতী স্বেভিরেবৈঃ।
কৃষ্ণেভিরক্তোষা রুশাদ্ভির্বপুর্ভিরা চরতো অন্যান্যা ॥৮॥

প্রতিদিনই নূতনভাবে জায়মানা (রাত্রি ও উষা), বিপরীত রূপিণী দুই তরুণী চিরকাল হতে দ্যুলোক ও ভূলোককে নিজ নিজ গতিছন্দে পরিভ্রমণ করে। রাত্রি, তার কৃষ্ণ অঙ্গ নিয়ে আর উষা তার উজ্জ্বল অঙ্গ নিয়ে যথাক্রমে আবর্তন করে ।।৮।।

সনেমি সখ্যং স্বপস্যমানঃ সূনুর্দাধার শবসা সুদংসাঃ ।
আমাসু চিদ্ দধিষে পক্বমন্তঃ পয়ঃ কৃষ্ণাসু রুশদ্ রোহিণীষু ॥৯।।

শোভন কর্মকারী এবং বলের পুত্র (অতিবলশালী), কর্মদক্ষ (সেই ইন্দ্র) পূর্বকাল হতেই মিত্রতা পোষণ করেন (যজমানগণের জন্য)। (ইন্দ্র, তুমি) অপরিণত গাভীদের মধ্যে পরিপক্ব দুগ্ধ রাখ, কৃষ্ণ বা লোহিতবর্ণ (গাভীর মধ্যে) উজ্জ্বল (শ্বেত বর্ণ দুগ্ধ রাখ) ।।৯।।

সনাৎ সনীলা অবনীরবাতা ব্রতা রক্ষন্তে অমৃতাঃ সহোভিঃ ।
পুরু সহস্রা জনয়ো ন পত্নীর্দুবস্যন্তি স্বসারো অহ্রয়াণম্[1] ॥১০।।

চিরদিন হতে একই আশ্রয়ে স্থিত, অবিচ্যুত অঙ্গুলিগুলি বিশেষ বলসহ অক্ষয় (ইন্দ্র বিষয়ক) অসংখ্য ব্রত (অভ্যাসযোগে) রক্ষা করে। এবং (দেব) পত্নীগণের মত, পালনকারিণী ভগ্নীদের মত প্রগল্‌ভ ইন্দ্রের সেবা করে ।।১০।।

১. অহ্রয়ণম্— প্রগল্‌ভ বা গমনরত।

সনায়ুবো নমসা নব্যো অর্কৈর্বসূয়বো মতয়ো দস্ম দদ্রুঃ ।
পতিং ন পত্নীরুশতীরুশন্তং স্পৃশন্তি ত্বা শবসাবন্ মনীষাঃ ॥১১।।

হে দর্শনযোগ্য ইন্দ্র! প্রণতির দ্বারা মন্ত্রসমূহের দ্বারা, (তুমি) স্তুত্য। পূর্বতন অথবা চিরকালীন চিন্তাগুলি, ধনপ্রার্থী হয়ে (তোমার নিকট) উপস্থিত হয়। হে বলশালী! স্তুতিগুলি তোমাকে স্পর্শ করে যেমন করে অনুরক্তা পত্নীগণ প্রেমিক পতির কাছে (উপস্থিত হয়), হে দানবীর! ।।১১।।

সনাদেব তব রায়ো গভস্তৌ ন ক্ষীয়ন্তে নোপ দস্যন্তি দস্ম।
দ্যুমাঁ অসি ক্রতুমাঁ ইন্দ্র ধীরঃ শিক্ষা [1]শচীবস্তব নঃ শচীভিঃ ॥১২।।

হে দর্শনযোগ্য ইন্দ্র! বহু পূর্বকাল হতে তোমার হস্তে ধৃত সম্পদের, অবক্ষয় নেই অপচয় নেই। হে ইন্দ্র! তুমি দীপ্তিমান, জ্ঞানী, কর্মকৃৎ; হে শক্তির অধিপতি! তোমার শক্তিতে আমাদের শক্তি দাও। অথবা হে কর্মের অধিপতি! তোমার কর্মদ্বারা আমাদের ধন দাও ।।১২।।

১. শচী—কর্মনাম (সায়ণ মতে)। অথবা শক্তি।

সনায়তে গোতম ইন্দ্র নব্যমতক্ষদ্ ব্রহ্ম হরিযোজনায় ।
সুনীথায় নঃ শবসান নোধাঃ প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥১৩।।

হে বলবান ইন্দ্র! গৌতমপুত্র নোধা চিরন্তন তোমার উদ্দেশে এই নূতন স্তোত্র নির্মাণ করেছেন। তুমি সুষ্ঠু নেতা, হরী নামে অশ্বদ্বয়কে (রথে) সংযুক্ত কর; সেইরূপ তুমি, যেন স্তোত্ররূপ সম্পদশালী হয়ে প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন কর ।। ১৩।।

(সূক্ত-৬৩)

ইন্দ্র দেবতা। গৌতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

ত্বং মহাঁ ইন্দ্র যো হ শুষ্মৈর্দ্যাবা জজ্ঞানঃ পৃথিবী অমে ধাঃ।
যদ্ধ তে বিশ্বা গিরয়শ্চিদভ্ব ভিয়া দৃহ্লাসঃ কিরণা নৈজন্ ॥১।।

ইন্দ্র তুমি শ্রেষ্ঠ। যে তুমি প্রাদুর্ভাব মাত্রেই নিজ বলে দ্যাবাপৃথিবীকে ভয়ের (মধ্যে) স্থিত করেছ। কারণ, তোমার ভয়ে সকল দৃঢ়স্থিত পর্বত এবং বিশাল ভয়ঙ্কর প্রাণিকুল কম্পিত হয় যেন রশ্মিজাল অথবা ধূলিকণা ।।১।।

আ যদ্ধরী ইন্দ্র বিব্রতা বেরা তে বজ্রং জরিতা[1] বাহ্বোর্ধাৎ ।
যেনাবিহর্যতক্রতো অমিত্রান্ পুর ইষ্ণাসি পুরুহূত পূর্বীঃ ॥২।।

ইন্দ্র তুমি যখন বিবিধ কর্মযুক্ত অথবা বিচরণরত হরী (অশ্ব) দ্বয় দ্বারা অভিমুখে আগমন কর-(তখন) স্তোতা তোমার দুই হাতে বজ্র স্থাপন করে; যার দ্বারা, হে বহু (জনের) আহূত (ইন্দ্র), হে অপ্রতিহত কর্মা! শত্রুগণকে জয় কর এবং অসুরপুর সমূহ বিনাশ কর ।।২।।

১. জরিতা—স্তোতা, স্তুতির দ্বারা তাঁরা ইন্দ্রকে শক্তিমান করেন।

ত্বং সত্য ইন্দ্র ধৃষ্ণুরেতান্ ত্বমৃভুক্ষা নর্যস্ত্বং ষাট্ ।
ত্বং শুষ্ণং বৃজনে পৃক্ষ আণৌ যূনে কুৎসায় দ্যুমতে সচাহন্ ॥৩।।

হে ইন্দ্র! তুমিই সত্যস্বরূপ, শত্রুদমনকারী, তুমি ঋভুগণের অধিপতি, মানুষের হিতকারী। বিজয়ী। তুমি সংগ্রামে তরুণ এবং যশস্বী কুৎসের সহায় হয়ে রথ ও অশ্ব সহযোগে শুষ্ণ (অসুর)কে হনন করেছিলে ।।৩।।

ত্বং হ ত্যদিন্দ্র চোদীঃ সখা বৃত্রং যদ্ বজ্রিন্ বৃষকর্ম্মন্নুভ্নাঃ।
যদ্ধ শূর বৃষমণঃ পরাচৈর্বি দস্যূঁর্যোনাবকৃতো বৃথাষাট্ ॥৪॥

ইন্দ্র! তুমি অবশ্যই মিত্ররূপে (কুৎসকে) সেইপ্রকার প্রেরণা দিয়েছিলে, যখন হে দৃঢ় কর্মকারী অথবা বর্ষণকারী, বজ্রধারী তুমি বৃত্রকে বিনাশ করেছিলে যখন হে বীর! তুমি মহামনা অথবা অনায়াসে দস্যুগণকে যুদ্ধে পরাবৃত্ত করেছিলে অথবা তাদের দূরবর্তী বাসস্থানেই বিনাশ করেছিলে ॥৪॥

ত্বং হ ত্যদিন্দ্রারিষণ্যন্ দৃহ্লস্য চিন্মর্তানামজুষ্টৌ।
ব্যস্মদা কাষ্ঠা অর্বতে বর্ঘনেব বজ্রিঞ্ছ্নথিহ্যমিত্রান্ ॥৫॥

ইন্দ্র! তুমি এইরূপ। নিশ্চিতভাবে কোন শক্তিমান (বিরোধী) মর্তবাসীরও বিরূপতায় ক্ষতিগ্রস্ত হও না অথবা কোন শক্তিমান বিরোধী মর্তবাসীর ও ক্ষতি ইচ্ছা কর না, আমাদের, (তোমার স্তুতিকারীদের) অশ্বগুলির জন্য সকল দিকবর্তী পথ উন্মুক্ত করে দাও; হে বজ্রধারী ইন্দ্র! গদার মত (বজ্র দ্বারা) আমাদের শত্রুগণকে ক্ষয় কর ॥৫॥

ত্বাং হ ত্যদিন্দ্রার্ণসাতৌ স্বর্মীহ্লে নর আজা হবন্তে।
তব স্বধাব ইয়মা সমর্য উতির্বাজেষ্বতসায্যা ভূৎ ॥৬॥

ইন্দ্র! তাই মানুষ তোমাকে ঘোর যুদ্ধে এবং আলোকলাভের সংগ্রামে আহ্বান করে। হে শক্তিমান ইন্দ্র! যুদ্ধকালে যেন আমাদের প্রতি তোমার এই রক্ষণ (বর্তমান) থাকে। যুদ্ধে এই রক্ষণ যেন (যোদ্ধৃগণ) ভোগ করে ॥৬॥

ত্বং হ ত্যদিন্দ্র সপ্ত যুধ্যন্ পুরো বজ্রিন্ পুরুকুৎসায় দর্দঃ।
বর্হির্ন যৎ সুদাসে বৃথা বর্গংহো রাজন্ বরিবঃ পূরবে কঃ ॥৭॥

হে বজ্রধারী ইন্দ্র! পুরুকুৎসের জন্য যুদ্ধ করার সময় তুমি সপ্ত নগর বিদারণ করেছিলে; (রাজা) সুদাসের জন্য অংহ (নামে অসুরের) সম্পদ অনায়াসে তৃণ গুচ্ছের মত, হে প্রভু! তুমি দান করেছিলে, যে (সুদাস) তোমাকে হবিঃ দ্বারা পূর্ণ করে। অথবা তুমি পুরুকেও দান করেছিলে ॥৭॥

ত্বং ত্যাং ন ইন্দ্র দেব চিত্রামিষমাপো ন পীপয়ঃ পরিজ্মন্।
যয়া শূর প্রত্যস্মভ্যং যংসি ত্মনমূর্জং ন বিশ্বধ ক্ষরধ্যৈ ॥৮॥

হে দ্যুতিমান ইন্দ্র! তুমি আমাদের গ্রহণযোগ্য অন্ন চতুর্দিকে পৃথিবীতে বর্ধিত কর যেন জলের মত (প্রচুর হয়)। অথবা হে ইন্দ্র! দেবতা, যে তুমি আমাদের চতুর্দিকে বিরাজ কর, আমাদের জলের মত সুপ্রচুর (সহজপ্রাপ্য) অন্ন দাও। হে বীর! যে অন্নের দ্বারা তুমি আমাদের প্রতি চিরন্তন প্রবাহিত প্রাণশক্তি প্রদান কর ॥ ৮॥

অকারি ত ইন্দ্র গোতমেভির্ব্রহ্মাণ্যোক্তা নমসা হরিভ্যাম্।
সুপেশসং বাজমা ভরা নঃ প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥৯॥

হে ইন্দ্র! গৌতমবংশীয় (ঋষি) গণ দ্বারা তোমার প্রতি স্তুতি সমূহ রচিত হয়েছে। তোমার হরী অশ্বদ্বয়ের প্রতি প্রশস্তি (করা হয়েছে), আমাদের উদ্দেশে শোভনরূপযুক্ত প্রচুর অন্ন অথবা ধন দান কর। সেই স্তুতিরূপ ধনসমৃদ্ধ (ইন্দ্র) প্রাতঃকালে যেন দ্রুত আগমন করেন ॥৯॥

(সূক্ত-৬৪)

মরুৎগণ দেবতা। গৌতমের পুত্র নোধা ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৫।

বৃষ্ণে শর্ধায় সুমখায় বেধসে নোধঃ সুবৃক্তিং প্র ভরা মরুদ্ভ্যঃ।
অপো ন ধীরো মনসা সুহস্ত্যো গিরঃ সমঞ্জে বিদথেষ্বাভুবঃ ॥১॥

হে নোধস্! কাম্য ফল প্রদানকারী, মহিমান্বিত, পুণ্য ফল প্রদায়ক অথবা স্তুতিযোগ্য মরুৎ সংঘের উদ্দেশে ঐকান্তিক স্তুতি প্রেরণ কর। (নোধা বলেন)— আমি আমার স্তুতিসকল প্রস্তুত করি যেমন কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি কৃতাঞ্জলি হয়ে যজ্ঞকালে ফলপ্রদ জলকে প্রস্তুত করেন ॥১॥

তে জজ্ঞিরে দিব ঋষ্বাস উক্ষণো রুদ্রস্য মর্যা[১] অসুরা অরেপসঃ।
পাবকাসঃ শুচয়ঃ সূর্যা ইব সত্বানো ন দ্রপ্সিনো ঘোরবর্পসঃ ॥২॥

এই মরুৎগণ অন্তরীক্ষ লোক হতে জাত হয়েছিলেন (তাঁরা) দর্শনযোগ্য, উদ্দীপনাপূর্ণ, রুদ্রের সন্তানগণ, শত্রু বিনাশক এবং পাপহীন। (সকলকে) তাঁরা পবিত্র করেন, সূর্যের মত দ্যুতিমান, অত্যন্ত পরাক্রম সম্পন্নের ন্যায় ভয়ঙ্কররূপধারী এবং বৃষ্টিবিন্দু সেচনকারী ॥২॥

১. রুদ্রস্যমর্যাঃ আক্ষরিক অনুবাদ—রুদ্রের পুরুষগণ, কিন্তু যেহেতু মরুৎগণ অমর তাই এর অর্থ রুদ্রের পুত্র সায়ণও বলেন ঋ: ২.৩৩.১ এ মরুৎগণকে রুদ্রপুত্র বলা হয়েছে।

যুবনো রুদ্রা অজরা অভোগ্‌ঘনো ববক্ষুরধ্রিগাবঃ পর্বতা ইব ।
দৃহ্লা চিদ্ বিশ্বা ভুবনানি পার্থিবা প্র চ্যাবয়ন্তি দিব্যানি মজ্‌মনা ॥৩॥

তরুণ এই রুদ্রপুত্রেরা জরাহীন, যাগবিরোধীগণের (অসুরগণের) বিনাশকর্তা, অবারিত গতি, পর্বত তুল্য দৃঢ় এবং (ভক্তগণের প্রার্থনা) পূরণে ইচ্ছুক। তাদের প্রবল শক্তিতে দ্যুলোক এবং ভূলোক উভয় স্থানেই সর্বাধিক দৃঢ়বদ্ধ সব কিছুকেই প্রকম্পিত করে থাকেন ॥ ৩॥

টীকা— অভোগ্‌ঘন— দেবতাদের যারা ভোজন করায় না যজ্ঞের হবি দিয়ে তারা অভোজঃ। তাদের যারা হনন করেন। অসুর রাক্ষস ইত্যাদি অর্থে। রূপক অর্থে— মেঘ, যাকে মরুৎ ভেদ করে।

চিত্রৈরঞ্জিভির্বপুষে ব্যঞ্জতে বক্ষঃসু রুক্মাঁ অধি যেতিরে শুভে ।
অংসেম্বেষাং নি মিমৃক্ষুর্ঋষ্টয়ঃ সাকং জজ্ঞিরে স্বধয়া দিবো নরঃ ॥৪॥

দ্যুতিময় আভরণে তাঁরা শোভার জন্য সজ্জিত হয়ে থাকেন; বক্ষঃস্থলে সৌন্দর্যের জন্য চাকচিক্যময় (স্বর্ণের অলংকার) উপরে ধারণ করেন, এঁদের স্কন্ধ দেশে অস্ত্র সমূহ বহন করা হয়। এই নরগণ (মরুৎগণ) অন্তরিক্ষ হতে নিজ বলে যুগপৎ জাত হয়েছিলেন ॥ ৪॥

ঈশানকৃতো ধুনয়ো রিশাদসো বাতান্ বিদ্যুতস্তবিষীভিরক্রত ।
দুহন্ত্যূধর্দিব্যানি ধূতয়ো ভূমিং পিন্বন্তি পয়সা পরিজ্রয়ঃ ॥৫॥

(অনুগত যজমানকে) যাঁরা ধনের অধিকারী করেন (অথবা যাঁরা উচ্চ গর্জন করেন), মেঘ রাশিকে যাঁরা কম্পিত করেন, বিরোধিগণকে বিনাশ করেন (সেই মরুৎগণ) নিজ বল দ্বারা বায়ু ও বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেন। এই চতুর্দিকে গমনরত, প্রকম্পন (বাত্যা) কারীগণ আকাশের স্তন দোহন করেন, এবং ভূমিকে জল ভারে সিঞ্চিত করেন ॥৫॥

পিন্বন্ত্যপো মরুতঃ সুদানবঃ পয়ো ঘৃতবদ্ বিদথেম্বাভুবঃ ।
অত্যং ন মিহে বি নয়ন্তি বাজিনমুৎসং দুহন্তি স্তনয়ন্তমক্ষিতম্ ॥৬॥

শোভনদানকারী মরুৎগণ জলধারা সিঞ্চন করেন যেমন করে ঋত্বিকগণ যজ্ঞসমূহে ঘৃত (সিঞ্চন করেন)। (তাঁরা) যেন অশ্বের মত বেগবান মেঘকে বর্ষণের জন্য বিনীত (বশীভূত অথবা আয়ত্তাধীন) করেন এবং সেই গর্জনরত অনিঃশেষ উৎসকে দোহন করেন ॥৬॥

মহিষাসো মায়িনশ্চিত্রভানবো গিরয়ো ন স্বতবসো রঘুষ্যদঃ।
মৃগা ইব হস্তিনঃ খাদথা বনা যদারুণীষু তবিষীরযুগ্ধ্বম্ ॥৭॥

বিপুল (বলবান), প্রাজ্ঞ, প্রকৃষ্ট দীপ্তিমান, পর্বতগুলির মত নিজ বল সমৃদ্ধ (মরুৎগণ) দ্রুত স্বচ্ছন্দগামী; বন্য হস্তিযূথের মত (তোমরা) বন্য বৃক্ষসকল ভক্ষণ কর যখন তোমরা লোহিত বর্ণের শিখাগুলিতে তেজের সঞ্চার কর ॥৭॥

সিংহা ইব নানদতি প্রচেতসঃ পিশা ইব সুপিশো বিশ্ববেদসঃ ।
ক্ষপো জিন্বন্তঃ [1]পৃষতীভির্ঋষ্টিভিঃ সমিৎ সবাধঃ শবসাহিমন্যবঃ ॥৮॥

প্রকৃষ্টজ্ঞানী মরুৎগণ সিংহের মত গর্জন করেন। (তাঁরা) সর্বজ্ঞ অথবা সর্বেশ্বর, শ্বেতবিন্দুশোভিত মৃগের মত শোভনদর্শন। (তাঁরা) শত্রুক্ষয়কারী এবং স্তোতৃবৃন্দের প্রীতিবর্ধক, (যেন ক্রুদ্ধ সর্পবৎ) বিচিত্র (বর্ণের) মৃগীতে অস্ত্র সহ সবলে আহননশীল, ক্রুদ্ধ (মরুৎগণ) যুগপৎ আগমন করেন ॥৮॥

১. পৃষতী— বিচিত্রবর্ণের মৃগী— মরুদ্‌গণের রসের বাকে।

রোদসী আ বদতা গণশ্রিয়ো নৃষাচঃ শূরাঃ শবসাহিমন্যবঃ ।
আ বন্ধুরেম্বমতির্ন দর্শতা বিদ্যুন্ন তস্থৌ মরুতো রথেষু বঃ ॥৯॥

হে গণবদ্ধ (রূপে স্থিত) বীর মরুৎগণ! (তোমরা) মানুষের উপকারী, ক্রোধহেতু হননকারী ক্রুদ্ধ সর্পের মত, সবলে দ্যুলোক ও ভূলোককে শব্দায়িত কর। হে মরুৎগণ! তোমাদের রথস্থিত আসনের উপরে, (সুন্দর) রূপের মত, দর্শনযোগ্য বিদ্যুতের মত (জ্যোতিঃ) অবস্থান করে ॥৯॥

বিশ্ববেদসো রয়িভিঃ সমোকসঃ সংমিশ্লাসস্তবিষীভির্বিরপ্শিনঃ।
অস্তার ইষুং দধিরে গভস্ত্যোরনন্তশুষ্মা বৃষখাদয়ো নরঃ ॥১০॥

হে সর্বজ্ঞগণ অথবা সর্বধনের ঈশ্বরগণ! যাঁরা সম্পদের সঙ্গে একত্র বাস করেন, (যাঁরা) শক্তি ও তেজঃ সম্পন্ন, উচ্চনিনাদকারী, শত্রুবিনাশক অথবা ধনুর্ধর, অশেষ বল, মহাবলী (ইন্দ্র) (যাঁদের) অস্ত্র স্বরূপ (সহায়ভূত), সেই বীর (মরুৎগণ) হস্তে তীর ধারণ করেন ॥১০॥

হিরণ্যয়েভিঃ পবিভিঃ পয়োবৃধ উজ্জিঘ্নন্ত আপথ্যো ন পর্বতান্।
মখা অয়াসঃ স্বসৃতো ধ্রুবচ্যুতো দুধ্রকৃতো মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ ॥১১॥

বৃষ্টিবর্ধক মরুৎগণ স্বর্ণময় রথচক্র দ্বারা পর্বত (তুল্য মেঘ) সমূহকে ঊর্ধে চালিত করেন যেমন পথস্থ (পথিকদের)। এই মরুৎগণ, স্বতঃ বিচরণকারী, প্রাণবন্ত, অক্লান্তভাবে দৃঢ়স্থিতকেও বিচ্যুত করেন। তাঁরা সমুজ্জ্বল অস্ত্র দ্বারা সকল বস্তুকে আন্দোলিত করেন ।।১১।।

ঘৃষুং পাবকং বনিনং বিচর্ষণিং রুদ্রস্য সূনুং হবসা গৃণীমসি।
রজস্তুরং তবসং মারুতং গণমৃজীষিণং বৃষণং সশ্চত শ্রিয়ে ॥১২।।*

আমরা স্তোত্রদ্বারা রুদ্রের পুত্রগণকে আহ্বান করি, যাঁরা প্রাণচঞ্চল, শুদ্ধিকারী, পূজ্য এবং সর্বদ্রষ্টা। (হে ঋত্বিকগণ!) সমৃদ্ধির জন্য সেই অন্তরিক্ষ অতিক্রমকারী, প্রবৃদ্ধ, দুর্বার ও বলিষ্ঠ মরুৎ গণকে (স্তুতি কর) ।।১২।।

* ঋজীষিণম্ – তৃতীয় সবনে ঋজীষ বা যজ্ঞপাত্র দ্বারা স্তুত— সায়ণের ভাষ্য।

প্র নূ স মর্তঃ শবসা জনাঁ অতি তস্থৌ ব উতী মরুতো যমাবত ।
অর্বদ্ভির্বাজং ভরতে ধনা নৃভিরাপৃচ্ছ্যং ক্রতুমা ক্ষেতি পুষ্যতি ॥১৩।।

হে মরুৎগণ! তোমাদের সহায়তা দ্বারা যাকে রক্ষা করেছ সেই মানুষ শক্তিতে (অপর সকল) মানুষকে শীঘ্র অতিক্রম করে, অশ্বের দ্বারা (সেই পুরুষ) অন্ন সংগৃহীত করে, নিজ মানুষদের সাহায্যে সম্পদ; সে সম্মানযোগ্য ক্ষমতা লাভ করে এবং সমৃদ্ধ হয় ।।১৩।।

চর্কৃত্যং মরুতঃ পৃৎসু দুষ্টরং দ্যুমন্তং শুষ্মং মঘবৎসু ধত্তন ।
ধনস্পৃতমুক্থ্যং বিশ্বচর্ষণিং তোকং পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ ॥১৪।।

হে মরুৎগণ! যশস্বী অথবা ধনবান যজমানগণকে (পুত্র) প্রখ্যাতবল দান কর, যা যুদ্ধে অপরাজেয়, সমুজ্জ্বল, ধন আহরণকারী, প্রশংসনীয় এবং সকলের দ্বারা পরিজ্ঞাত; যেন আমরা পুত্র এবং পৌত্রকে শত শীত ঋতুতে লালন করতে পারি ।।১৪।।

নূ ষ্ঠিরং মরুতো বীরবন্তমৃতীষাহং রয়িমস্মাসু ধত্ত ।
সহস্রিণং শতিনং শূশুবাংসং প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥১৫।।

হে মরুৎগণ! আমাদের স্থায়ী, বীরগণ সমৃদ্ধ, শত্রুবিনাশক সম্পদ দাও যা সহস্রগুণ শতগুণ (অতএব) বিশেষ বর্ধিত। সেই স্তুতিরূপ ধনের দ্বারা সমৃদ্ধ (সকলে) যেন প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করেন ।।১৫।।

অনুবাক-১২

(সূক্ত-৬৫)

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

পশ্বা ন তায়ুং, গুহা[১] চতন্তং নমো যুজানং, নমো বহন্তম্ ।
সজোষা ধীরাঃ, পদৈরনু গ্মন্নুপ ত্বা সীদন্, বিশ্বে যজত্রাঃ ॥১-২।।

সমানমনস্ক, জ্ঞানী (দেবগণ) তোমাকে, (হে অগ্নি!) অনুগমন করেছেন পদচিহ্ন দ্বারা, যেমন (অপহৃত) পশুসহ চোর (যখন) গুহাতে বর্তমান থাকে (তখন তাকে করা হয়)। হবিঃ (প্রাপ্তির) উপযুক্ত, তোমাকে প্রণাম (হবিঃ দেবতাদের নিকট) বহন করে থাক সেই তোমাকে প্রণাম; সমস্ত যজনীয় দেবগণ তোমার সান্নিধ্যে উপবেশন করে থাকেন ।।১-২।।

১. গুহা—গভীর জলের তলায় বা অশ্বত্থ বৃক্ষের কোটরে অগ্নি আত্মগোপন করেছিলেন বলা হয়।

ঋতস্য দেবা, অনু ব্রতা গুর্ভুবৎ পরিষ্টির্দ্যৌর্ন ভূম ।
বর্ধন্তীমাপঃ, পন্বা সুশিশ্বিমৃতস্য যোনা, গর্ভে সুজাতম্ ॥৩-৪।।

দেবগণ সত্যের বিধিসমূহকে অনুসরণ করেছিলেন, যেমন করে স্বর্গ পৃথিবীকে আবেষ্টিত করে রাখে তেমনি ছিল তার আবেষ্টন। সবিস্ময়ে জলরাশি সেই সত্যের ক্রোড়দেশে তারই উৎপত্তিস্থানে শোভনজাতকে সুন্দর শিশুকে শক্তি দিয়েছিল ।।৩-৪।।

পুষ্টির্ন রণ্বা, ক্ষিতির্ন পৃথ্বী গিরির্ন ভুজ্ম, ক্ষোদো ন শংভু ।
অত্যো নাজ্মন্, ৎসর্গপ্রতক্তঃ সিন্ধুর্ন[১] ক্ষোদঃ, ক ঈং বরাতে ॥৫-৬।।

অগ্নিদেবতা (যেন) অভিবৃদ্ধির মত রমণীয়, পৃথিবীর মত বিস্তীর্ণ (বাসভূমি) পর্বতের মত (সকলের) ভোজ্যদানকারী, জলের মত সুখদায়ী, যুদ্ধস্থলে ধাবনেচ্ছুক অশ্বের মত (শীঘ্রগামী), প্রবাহিত নদীর মত ধাবিত; কে তাকে নিবারণ করতে পারে? ।। ৫-৬।।

১. সিন্ধু—সিন্ধুনদ বা যে-কোন নদী।

জামিঃ সিন্ধূনাং, ভ্রাতেব স্বস্রামিভ্যান্ন রাজা, বনান্যত্তি ।
যদ্ বাতজূতো, বনা ব্যস্থাদগ্নির্হ দাতি, রোমা পৃথিব্যাঃ ॥৭-৮।।

(অগ্নি) জলধারার সহৃদয় মিত্র যেমন ভগিনীর প্রতি ভ্রাতা; তিনি বনানী ভক্ষণ (দহন) করেন, যেমন রাজা শত্রুদের অথবা ধনীদের (নাশ করেন); যখন বায়ুতাড়িত হয়ে বনভূমিতে বিস্তৃত হয়ে থাকেন (তখন) অগ্নি-ই পৃথিবীর কেশসমূহ (বৃক্ষলতা) নাশ করেন ।। ৭-৮।।

শ্বসিত্যপ্সু, হংসো ন সীদন্ ক্রত্বা চেতিষ্ঠো, বিশামুষর্ভুৎ ।
সোমো ন বেধা, ঋতপ্রজাতঃ পশুর্ন শিশ্বা, বিভুর্দূরেভাঃ ।।৯-১০।।

হংসের ন্যায় জলমধ্যে উপবেশন করে তিনি শ্বাসগ্রহণ করেন। স্বপ্রকাশের দ্বারা (তিনি) মানব সকলকে উষাকালে চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। সোমের ন্যায় স্রষ্টা/ঋষি; সত্য হতে উদ্ভূত, পশুর মত শিশু হতে (আয়তন) বৃদ্ধি করে পূর্ণাঙ্গ হয়ে দূরান্তকে নিজ জ্যোতি বিস্তৃত করেন ।।৯-১০।।

(সূক্ত-৬৬)

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

রয়ির্ন চিত্রা, সূরো ন সংদৃগায়ুর্ন প্রাণো, নিত্যো ন সূনুঃ[১] ।
তক্বা ন ভূর্ণির্বনা সিষক্তি পয়ো ন ধেনুঃ, শুচির্বিভাবা ।।১-২।।

(অগ্নিদেব) পবিত্র এবং দীপ্তিমান। (তিনি) বিচিত্র সম্পদের ন্যায়, সম্যকদর্শী সূর্যের ন্যায়, প্রাণবায়ুর ন্যায় জীবন(দাতা), নিজপুত্রের ন্যায় সর্বদা (সঙ্গী) আরোহীকে (বহনকারী) অশ্বের ন্যায়, দ্রুতগতি পাখীর ন্যায়, দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায়। (তিনি) বন ভূমিকে ভক্ষণ করেন ।।১-২।।

১. নিত্য ন সূনুঃ— নিজের পুত্র যেমন সর্বদা হিতকারী (সায়ণ)

দাধার ক্ষেমমোকো ন রণ্বো যবো ন পক্বো, জেতা জনানাম্ ।
ঋষির্ন স্তুভ্বা, বিক্ষু প্রশস্তো বাজী ন প্রীতো, বয়ো দধাতি ।।৩-৪।।

রমণীয় বাসগৃহের ন্যায় (তিনি) সুরক্ষা দেন, (তিনি) পক্ব শস্যের ন্যায় (প্রীতিকর), তিনি জনগণকে বিজয় করেন, ঋষির ন্যায় (দেবগণের) স্তোতা, (তিনি) জনতার মধ্যে প্রখ্যাত, উৎফুল্ল অশ্বের ন্যায়, (তিনি) শক্তি অথবা অন্ন দান করেন ।।৩-৪।।

টীকা—বয়ঃ— অন্ন অথবা শক্তি

দুরোকশোচিঃ, ক্রতুর্ন নিত্যো জায়েব যোনাবরং বিশ্বস্মৈ ।
চিত্রো যদভ্রাট্, ছ্বেতো ন বিক্ষু রথো ন রুক্মী, ত্বেষঃ সমৎসু ।।৫-৬।।

(অগ্নির) দীপ্তি দুর্নিবার, যেন চিরস্থায়ী সামর্থ্য; জগতের ভূষণ স্বরূপ, বাসগৃহে পত্নী যেমন; যখন সমুজ্জ্বল রূপে আলোকিত হন তখন যেন শুভ্রবর্ণ (সূর্যের ন্যায় শোভা করেন)। যুদ্ধক্ষেত্রে স্বর্ণরথের মত তেজস্বী (হয়ে) জনতার মধ্যে (তিনি শোভা পান) ।।৫-৬।।

সেনেব সৃষ্টামং দধাত্যস্তুর্ন দিদ্যুৎ, ত্বেষপ্রতীকা ।
যমো[১] হ জাতো, যমো জনিত্বং জারঃ কনীনাং, পতির্জনীনাম্ ।।৭-৮।।

(বিরুদ্ধে) প্রেরিত সৈন্যের মত ভীত করেন, অথবা ধনুর্ধরের তীক্ষ্ণাগ্র বাণের মত (ভীত করেন); সকল জাত (প্রাণীর পক্ষে) যম স্বরূপ, (সকল) ভবিষ্যজন্মার (পক্ষেও) যম স্বরূপ; কুমারীগণের প্রিয়তম, বধূগণের পতি স্বরূপ ।।৭-৮।।

১. যম — প্রভু।

তং বশ্চরাথা, বয়ং বসত্যাস্তং ন গাবো, নক্ষন্ত ইদ্ধম্ ।
সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ,প্র নীচীরৈনোন্নবন্ত গাবঃ, স্বর্দৃশীকে ।।৯-১০।।*

তোমাদের বিচরণের পথ সকল তার (অগ্নির) অভিমুখী কর, (সর্বপ্রকার আহুতি সহ) আমরা যেন সেই প্রজ্বলিত অগ্নির প্রতি উপস্থিত হই, যেমন করে গাভীরা ধাবিত হয় গোশালার প্রতি। (নিজ) শিখা সমূহ নিম্নদিকে ব্যাপ্ত করেছেন যেন প্রবাহিত জল ধারার মত; আকাশে দর্শনীয় (জ্যোতিতে) আলোকের ছটা সংমিশ্রিত হয়ে থাকে ।।৯-১০।।

* সায়ণ— চরথা— বিচরণকারী পশু, বসত্যা, স্থাবর, শস্য ইত্যাদি অর্থাৎ পুরোডাশ প্রভৃতি।

(সূক্ত-৬৭)

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

বনেষু জায়ুর্মর্তেষু মিত্রো বৃণীতে শ্রুষ্টিং, রাজেবাজুর্যম্ ।
ক্ষেমো ন সাধুঃ, ক্রতুর্ন ভদ্রো ভুবৎ স্বাধী,র্হোতা হব্যবাট্ ।।১-২।।

অরণ্যে জয়শীল অথবা জাত, মানবের সখা চিরদিন রাজার মত আনুগত্য আকর্ষণ করেন; কল্যাণের মত সদয় অথবা শ্রী মণ্ডিত, মনোবলের মত সমৃদ্ধ তিনি (দেবগণের) হোতা এবং হব্যবাহী, যেন চিন্তাশীল ।।১-২।।

হস্তে দধানো, নৃম্ণা বিশ্বান্যমে দেবান্ ধাদ্, গুহা নিষীদন্ ।
বিদন্তীমত্র, নরো ধিয়ংধা হৃদা যৎ তষ্টান্, মন্ত্রাঁ অশংসন্ ॥৩-৪।।

হস্তে সকল (মানবিক শক্তি) ধারণকারী, (জল মধ্যে) গুহায় আ-স্থিত (অগ্নি) দেবগণকে ভয় চকিত করেন। জ্ঞানের অধিকারী মানুষেরা এই সময় ইহাকে (অগ্নিকে) জ্ঞাত হন যখন অন্তরের দ্বারা উপলব্ধ স্তোত্র পাঠ করেছিলেন ।।৩-৪।।

অজো ন ক্ষাং, দাধার পৃথিবীং তস্তম্ভ দ্যাং, মন্ত্রেভিঃ সত্যৈঃ ।
প্রিয়া পদানি, পশ্বো নি পাহি বিশ্বায়ুরগ্নে, গুহা গুহং গাঃ ॥৫-৬।।

অ-জাত (সূর্যের) (অজ একপাদের) ন্যায় বিস্তীর্ণ পৃথিবী তথা অন্তরীক্ষকে ধারণ করেছিলেন এবং ফলপ্রদ মন্ত্রসমূহের দ্বারা দ্যুলোককে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হে সকলের প্রাণভূত অগ্নি! জীবগণের প্রিয় স্থলসকল রক্ষা কর এবং তুমি গভীর হতে গভীর স্তরে অথবা স্থানে গমন কর ।।৫-৬।।

টীকা— অজ একপাদ— অগ্নিরূপে স্তুত।

য ঈং চিকেত, গুহা ভবন্তমা যঃ সসাদ, ধারামৃতস্য ।
বি যে চৃতন্ত্যৃতা সপন্ত আদিদ্ বসূনি, প্র ববাচাস্মৈ ॥৭-৮।।

গুহাস্থিত অগ্নিকে যিনি জ্ঞাত হন, যিনি তাঁর সত্যধর্মের প্রবাহ অভিমুখে গমন করেন, যে যজ্ঞকারিগণ বারংবার তাঁর প্রশস্তি করেন তাঁদের প্রতি নিশ্চিতই তিনি সমৃদ্ধির কথা বলেন ।।৭-৮।।

বি যো বীরুৎসু, রোধন্মহিত্বোত প্রজা, উত প্রসূষ্বন্তঃ ।
চিত্তিরপাং, দমে বিশ্বায়ুঃ সদ্মেব ধীরাঃ, সংমায় চক্রুঃ ॥৯-১০।।

যে অগ্নি ওষধী সমূহের মধ্যে মহৎ ভাবে জাত হয়ে থাকেন প্রত্যেক জন্ম দাত্রীর গর্ভে জাতকের মত; এবং যিনি সকল জ্ঞানের আধার, সকল প্রাণশক্তির উৎস, (হয়ে) ঋষিগণ যেন তাঁর জন্য জলের অন্তঃস্থিত আবাস প্রস্তুত করেছেন ।।৯-১০।।

(সূক্ত-৬৮)

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

শ্রীণন্নুপ স্থাদ্, দিবং ভুরণ্যুঃ স্থাতুশ্চরথমক্তূন্ ব্যূর্ণোৎ ।
পরি যদেষামেকো বিশ্বেষাং ভুবদ্ দেবো, দেবানাং মহিত্বা ॥১-২।।

(বিবিধ উপাদান) সংমিশ্রিত করে অ-স্থির (অগ্নি) দ্যুলোকে আরোহণ করেন এবং স্থাবর জঙ্গম ও রাত্রি সমূহকে তেজোরাশিতে উদ্ভাসিত করেন যেহেতু সেই অদ্বিতীয় দেবতা অপর সকল দেবতার মধ্যে মহিমায় সর্বোত্তম ।।১-২।।

আদিৎ তে বিশ্বে, ক্রতুং জুষন্ত শুষ্কাদ্ যদ্ দেব, জীবো জনিষ্ঠাঃ ।
ভজন্ত বিশ্বে, দেবত্বং নাম ঋতং সপন্তো, অমৃতমেবৈঃ ॥৩-৪।।

হে দীপ্তিমান্ (অগ্নি) শুষ্ক কাষ্ঠ হতে যখন জীবন্ত তোমার জন্ম হয় তার পরে সকলে তোমার শক্তিতে আনন্দিত হয়ে থাকেন এবং সকলে যথার্থভাবে তোমার দেবত্ব ভোগ করে থাকেন যখন তারা মরণহীন সত্যস্বরূপ তোমাকে পরিচিত রীতিতে প্রাপ্ত হন ।।৩-৪।।

ঋতস্য প্রেষা, ঋতস্য ধীতির্বিশ্বায়ুর্বিশ্বে, অপাংসি চক্রুঃ ।
যস্তুভ্যং দাশাদ্, যো বা তে শিক্ষাৎ তস্মৈ চিকিত্বান্, রয়িং দয়স্ব ॥৫-৬।।

সত্যের অনুপ্রেরণা (এবং) সত্যের উপলব্ধি চিরকাল সক্রিয় রূপে (অগ্নির প্রতি) উদ্দিষ্ট হয়েছে; যাঁরা তোমাকে (হবিঃ) দান করেন, যাঁরা (তোমাকে) পরিচর্যা করেন, তাঁদের (ইচ্ছা) জ্ঞাত হয়ে অগ্নি, তুমি ধন দান কর ।।৫-৬।।

হোতা নিষত্তো, মনোরপত্যে স চিন্নাসাং, পতী রয়ীণাম্ ।
ইচ্ছন্ত রেতো, মিথস্তনূষু সং জানত স্বৈর্দক্ষৈরমূরাঃ ॥৭-৮।।*

মনুর সন্তান—প্রজাগণের সঙ্গে হোতৃরূপে উপবিষ্ট সেই তুমি এই সমস্ত সম্পদের নিঃসংশয় প্রভু। মানবগণ (নিজ) বংশধারাকে দীর্ঘায়ত করার জন্য সন্তান কামনা করে এবং আশা বিফল হয় না ।।৭-৮।।

* যাস্ক— অমূরাঃ = অমূঢ়— সায়ণাচার্য

পিতুর্ন পুত্রাঃ, ক্রতুং জুষন্ত শ্রোষন্ যে অস্য, শাসং তুরাসঃ ।
বি রায় ঔর্ণোদ্, দুরঃ পুরুক্ষুঃ পিপেশ নাকং স্তৃভির্দমূনাঃ ।।৯-১০।।*

ইঁহার (অগ্নির) নির্দেশ যাঁরা সাগ্রহে শ্রবণ করেন তাঁরা কর্ম সম্পন্ন করেন যেমন পুত্রগণ পিতার আদেশ (পালন করেন), সেই অন্নসমৃদ্ধ (অগ্নি) (যজ্ঞ) দ্বারের ন্যায় তাঁর সম্পদরাশি উন্মুক্ত করেন; সেই গৃহস্বামী দ্যুলোককে নক্ষত্ররাশির দ্বারা ভূষিত করেছেন ।।৯-১০।।

* দমূন্যঃ— গহিপত্য অগ্নিরূপে যিনি গৃহের অধিপতি। নাকং পিপেশ— সূর্যরূপী সৃষ্টিকর্তারূপে তিনি স্বর্গ সৃষ্টি করেছেন এবং নক্ষত্র দিয়ে সাজিয়েছেন।

(সূক্ত-৬৯)

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

শুক্রঃ শুশুক্কাঁ, উষো ন জারঃ পপ্রা সমীচী, দিবো ন জ্যোতিঃ ।
পরি প্রজাতঃ, ক্রত্বা বভূথ ভুবো দেবানাং, পিতা পুত্রঃ সন্ ।।১-২।।*

শুভ্রোজ্জ্বল, সর্ব- উদ্ভাসক উষার প্রেমিকের ন্যায় (তিনি) উভয় সংযুক্ত জগৎকে (পৃথিবীকে) পরিপূর্ণ করেছেন, যেন স্বর্গের দীপ্ত আলোকের দ্বারা। তুমি, আবির্ভূত হয়েই, জ্ঞানের দ্বারা সকল জগৎ পরিব্যাপ্ত করেছ, (দেবগণের) পিতৃস্বরূপ হয়েও তুমি পুত্র ।।১-২।।

* দেবানাং পিতা... সন্ — অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের পুত্রের মত তাঁদের প্রতি হবিঃ দূতরূপে বহন করেন আবার অন্যদিকে পিতারূপে তাঁদের হবি: দ্বারা পালন করেন।

বেধা অদৃপ্তো, অগ্নির্বিজানন্নূধর্ন গোনাং, স্বাদ্মা পিতূনাম্ ।
জনে ন শেব, আহূর্যঃ সন্ মধ্যে নিষত্তো, রণ্বো দুরোণে ।।৩-৪।।

জ্ঞানী, দর্পহীন (বিনীত), বিচারবুদ্ধিমান অগ্নি গাভীর দুগ্ধভাণ্ডের ন্যায় অন্নের স্বাদ সঞ্চালক; আহূত অগ্নি যজ্ঞস্থানে গৃহমধ্যে উপবেশন করে আনন্দ দান করেন যেন জনতার মধ্যে সুখ প্রদানকারী ।।৩-৪।।

পুত্রো ন জাতো, রণ্বো দুরোণে বাজী ন প্রীতো, বিশো বি তারীৎ ।
বিশো যদহ্বে, নৃভিঃ সনীলা অগ্নির্দেবত্বা, বিশ্বান্যশ্যাঃ ।।৫-৬।।

গৃহে আনন্দকর পুত্রের ন্যায় প্রাদুর্ভূত অগ্নি, উৎফুল্ল অশ্বের ন্যায় জনগণকে পরাস্ত করেন। সমান স্থানে বাসকারী মনুষ্যগণের সঙ্গে যখন আমরা, প্রজাগণ আবাহন করি (তখন এই) যেন অগ্নি সমস্ত কিছু প্রাপ্ত হয়ে থাকেন দেবোচিত ক্ষমতা দ্বারা ।।৫-৬।।

নকিষ্ট এতা, ব্রতা মিনন্তি নৃভ্যো যদেভ্যঃ, শ্রুষ্টিং চকর্থ ।
তৎ তু তে দংসো, যদহন্ৎসমানৈর্নৃভির্যদ্ যুক্তো, বিবে রপাংসি ।।৭-৮।।*

তোমার এই সকল (পবিত্র) সত্যধর্মে কেউ বিরোধিতা করে না যখন এইখানে (যজ্ঞস্থলে) তুমি নেতাদের শ্রবণের (অধিকার) দাও। সেই তোমার গৌরব (ময়) কর্ম তোমার সেই কর্ম যদি (শত্রু) বিনাশ করে, তবে, যে নিজের অনুরূপ বীরগণের (মরুৎগণের) সঙ্গে যুক্ত (তুমি) শত্রুগণকে বিরোধকে অপসারিত কর ।।৭-৮।।

* সমানৈঃ নৃভিঃ —সমতুল্য মানুষগণ দ্বারা অর্থাৎ মরুৎগণ। (সায়ণ)

উষো ন জারো, বিভাবোস্রঃ সংজ্ঞাতরূপশ্চিকেতদস্মৈ ।
ত্মনা বহন্তো, দুরো ব্যৃণ্বন্ নবন্ত বিশ্বে, স্বর্দৃশীকে ।।৯-১০।।*

উষার প্রণয়ীর মত, উজ্জ্বল আলোক প্রকাশক, প্রভাতের ন্যায় যাঁর উজ্জ্বল রূপ সুবিজ্ঞাত সেই (অগ্নি) যেন আমাকে স্মরণ করেন। স্বয়ং (হবিঃ) বহনকারী যে (রশ্মিসমূহ) তাঁরা দ্বার উদ্ঘাটন করুন এবং দর্শনযোগ্য রমণীয় আকাশস্থলে সকলে যেন প্রকট হয় ।।৯-১০।।

* Wilson—ত্মনা বহন্তঃ— উষার রথবাহী অশ্বগুলি।

(সূক্ত-৭০)

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

বনেম পূর্বীরর্যো মনীষা অগ্নিঃ সুশোকো, বিশ্বান্যশ্যাঃ ।
আ দৈব্যানি, ব্রতা চিকিত্বানা মানুষস্য, জনস্য জন্ম ।।১।।*

যেন (আমরা) প্রার্থনা দ্বারা সুপ্রচুর খাদ্য প্রাপ্ত হই। সেই উত্তম আলোকময় অগ্নি যেন সর্ব কর্মে ব্যাপ্ত থাকেন। দেবগণের সম্পর্কিত সকল কর্ম তিনি বিশেষভাবে জানেন এবং মনুষ্যগণের উৎপত্তিও (তিনি জ্ঞাত থাকেন) ।।১।।

* বিশ্বান্যশ্যাঃ— আমাদের সকল যাগে উপস্থিত থাকেন —Wilson.

গর্ভো যো অপাং, গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চ স্থাতাং, গর্ভশ্চরথাম্ ।
অদ্রৌ চিদস্মা, অন্তর্দুরোণে বিশাং ন বিশ্বো, অমৃতঃ স্বাধীঃ ॥২॥*

যে (অগ্নি) জলরাশির মধ্যস্থিত, অরণ্য সমূহের মধ্যস্থিত, এবং স্থাবর ও জঙ্গম বস্তু সকলের মধ্যে অবস্থিত তাঁর প্রতি পর্বতে অথবা গৃহ মধ্যে; সেই মরণ রহিত (অগ্নি) প্রজাগণের সুখবিধায়ক (রাজার) ন্যায় শোভন কর্মযুক্ত ॥২॥

* Wilson— গর্ভো যো অপা ... ইত্যাদি জল, অরণ্য সব কিছুরই অন্তর্নিহিত তাপ এবং সেই সঙ্গে জীবনের বীজ স্বরূপ যে অগ্নি।

স হি ক্ষপাবাঁ, অগ্নী রয়ীণাং দাশদ্ যো অস্মা, অরং সূক্তৈঃ ।
এতা চিকিত্বো, ভূমা নি পাহি দেবানাং জন্ম, মর্তাংশ্চ বিদ্বান্ ॥৩॥*

রাত্রিসম্বন্ধিত অগ্নি, তাঁদের ধনসম্পদ দান করেন যাঁরা তাঁর প্রতি পর্যাপ্ত মন্ত্র সমূহ দ্বারা (স্তোতি করেন)। হে চেতনাবান (সর্বজ্ঞ) অগ্নি! এই সকল প্রাণিকুলকে সযত্নে রক্ষা কর দেবগণ ও মনুষ্যগণের জন্মের কথা জ্ঞাত হয়ে ॥৩॥

* ক্ষপাবান্ – ক্ষপা=রাত্রি – তৈ.ব্রা.২.১.২.৭ – আগ্নেয়ী বৈ রাত্রিঃ ইতি সায়ণ-ভাষ্য।

বর্ধান্যং পূর্বীঃ, ক্ষপো বিরূপাঃ স্থাতুশ্চ রথমৃতপ্রবীতম্ ।
অরাধি হোতা, স্বর্নিষত্তঃ কৃণ্বন্ বিশ্বান্যপাংসি সত্যা ॥৪॥

বহু বিপরীতরূপিণী (ঊষা) এবং রাত্রি যাঁকে (অগ্নিকে) বর্ধিত করে; সত্য হতে জাত যাঁকে (অগ্নিকে) সকল স্থাবর ও জঙ্গম বস্তু বর্ধিত করে, (তাঁকে) সম্পাদন (করা হয়েছে) সুষ্ঠু ভাবে আলোকমধ্যে উপবিষ্ট (হয়ে থাকেন) সেই হোতা, সকল পবিত্র কর্মকে ফলপ্রদায়ক করে ॥৪॥

গোষু প্রশস্তিং, বনেষু ধিষে ভরন্ত বিশ্বে, বলিং স্বর্ণঃ ।
বি ত্বা নরঃ, পুরুত্রা সপর্যন্ পিতুর্ন জিব্রের্বি বেদো ভরন্ত ॥৫॥

(আমাদের) গাভীগুলিকে উৎকর্ষ দাও, অরণ্যগুলিকে উৎকর্ষ স্থাপন কর। সর্বজন যেন আমাদের প্রতি (সুষ্ঠু) উপঢৌকন নিয়ে আসে। মানুষ যেন বহু স্থানে তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ অর্পণ করে, বৃদ্ধ পিতার (নিকট থেকে পুত্রের মত) যেন (তোমার থেকে) ধন আহরণ করে ॥৫॥

সাধুর্ন গৃধ্নুরস্তেব শূরো যাতেব ভীমস্ত্বেষঃ সমৎসু ॥৬॥

(অগ্নি) সাহসী ধনুর্ধরের মত, সুদক্ষ এবং বীর, এক ভয়ঙ্কর শাস্তিদাতা (তিনি) যুদ্ধকালে দীপ্যমান ॥৬॥

(সূক্ত-৭১)

অগ্নি দেবতা । শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

উপ প্র জিন্বন্নুশতীরুশন্তং পতিং ন নিত্যং জনয়ঃ সনীলাঃ ।
স্বসারঃ শ্যাবীমরুষীমজুষ্রঞ্ চিত্রমুচ্ছন্তীমুষসং ন গাবঃ ॥১॥

পত্নীরা যেমন তাদের কামনারত একই পতিকে কামনা করে তেমনি একই গৃহভুক্ত ভগিনীগণে তাঁকে প্রীত করে, চালিত করে, যেমন ঊষাকালের রশ্মিগুলি (প্রথমে) কৃষ্ণবর্ণ থাকে, (তারপরে) বিচিত্রভাবে উদ্ভাসিত হতে থাকে এবং দীপ্তিময়ী হয়ে ওঠে ॥১॥

বীলু চিদ্ দৃহ্লা পিতরো ন উক্থৈরদ্রিং রজন্নঙ্গিরসো রবেণ ।
চক্রুর্দিবো বৃহতো গাতুমস্মে অহঃ স্বর্বিবিদুঃ কেতুমুস্রাঃ ॥২॥*

আমাদের পূর্বপুরুষগণ, অঙ্গিরসগণ উক্থের (উচ্চ) নিনাদে দৃঢ়স্থিত হলেও দুর্গকে অথবা পর্বতকে বিদারিত করেছিলেন; মহান স্বর্গের পথ আমাদের জন্য (উন্মুক্ত) করেছিলেন। এবং সুষ্ঠুভাবে দিবাকে, দিবসের প্রজ্ঞাপক সূর্যালোককে, রশ্মিজালকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥২॥

* অদ্রিম্ রুজন্ —পর্বততুল্য মেঘকে বিদারণ করে জলধারাকে মুক্ত করেছিলেন, আলো পেয়েছিলেন।

দধন্নৃতং ধনয়ন্নস্য ধীতিমাদিদর্যো দিধিষ্বো বিভৃত্রাঃ ।
অতৃষ্যন্তীরপসো যন্ত্যচ্ছা দেবাঞ্জন্ম প্রয়সা বর্ধয়ন্তীঃ ॥৩॥

(এই অঙ্গিরসগণ) সত্যধর্মকে সুস্থিত করেন, ইহার কর্ম বিধানকে সক্রিয় করেন, অনন্তর কামনাকারী অনুগত (যজমান) গণের মধ্যে সেই সকলকে বিভাজন করে থাকেন। কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে, তাঁরা, সেই কর্মনিষ্ঠগণ (অঙ্গিরস) দেবতাদের অভিমুখে উপস্থিত হয়ে থাকেন। এবং তাদের জাতকগণকে হবিঃ দ্বারা বর্ধিত করেন ॥৩॥

মথীদ্ যদীং বিভৃতো মাতরিশ্বা[১] গৃহেগৃহে শ্যেতো জেন্যো ভূৎ ।
আদীং রাজ্ঞে ন সহীয়সে সচা সন্না দূত্যং ভৃগবাণো বিবায় ॥৪॥

যখন মাতরিশ্বন বহুদূরে পরিব্যাপ্ত হয়ে এই (অগ্নিকে) মথিত করেন (তখন) তিনি উজ্জ্বল হয়ে গৃহে গৃহে প্রাদুর্ভূত হন। অনন্তর ভৃগুর অনুরূপ (যজমান) তাঁর সঙ্গীরূপে গমন করেন যেমন প্রবলতর রাজার প্রতি দৌত্যকর্মের জন্য ॥৪॥

১. মাতরিশ্বা—সায়ণের মতে, এখানে মুখ্য প্রাণবায়ু যা প্রাণ অপান প্রভৃতি পাঁচভাগে বিভক্ত।

মহে যৎ পিত্র ঈং রসং দিবে করব ৎসরৎ পৃশন্যশ্চিকিত্বান্ ।
সৃজদস্তা ধৃষতা দিদ্যুমস্মৈ স্বায়াং দেবো দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ ॥৫॥*

যখন মহান পিতৃস্বরূপ দ্যুলোকের প্রতি এই রস (হবিঃ) মানুষেরা নিবেদন করেন, (তোমাকে) জ্ঞাত হয়ে(হে অগ্নি!), স্পর্শ থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু ধনুর্ধর (অগ্নি) সবলে তার উদ্দেশে প্রদীপ্ত তীর নিক্ষেপ করেন; এবং সেই দেবতা নিজ কন্যার (উষার) মধ্যে দীপ্তি আধারিত করেন ॥৫॥

* Griffith— এই মন্ত্রের অর্থ অস্পষ্ট। সম্ভবতঃ প্রথম অংশে বলা হচ্ছে যে, যখন হবিঃ নিবেদন করা হয় তখন রাত্রির স্পর্শ অপসৃত হয়ে অগ্নি উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। ধনুর্ধর এখানে মাতরিশ্বা বা অগ্নি তা স্পষ্ট নয়।

স্ব আ যস্তুভ্যং দম আ বিভাতি নমো বা দাশাদুশতো অনু দ্যূন্ ।
বর্ধো অগ্নে বয়ো অস্য দ্বিবর্হা[১] যাসদ্ রায়া সরথং যং জুনাসি ॥৬॥

যখন নিজগৃহে কেউ (যজমান) তোমাকে প্রজ্বলিত করেন অথবা প্রত্যহ তোমাকে (তোমার) ঈপ্সিত হবিঃ প্রদান করেন, হে অগ্নি! (তুমি) দ্বিগুণ শক্তিতে তাঁর অন্ন বর্ধিত কর; যেন যাকে (তুমি) রথযোগে প্ররোচিত কর তিনি ধন লাভ করেন। ॥৬॥

১. দ্বিবর্হা— মধ্যম এবং উত্তম স্থানে দুই ভাগে বর্ধিত।

অগ্নিং বিশ্বা অভি পৃক্ষঃ সচন্তে সমুদ্রং ন স্রবতঃ সপ্ত যহ্বীঃ ।
ন জামিভির্বি চিকিতে বয়ো নো বিদা দেবেষু প্রমতিং চিকিত্বান্ ॥৭॥*

সকল যজ্ঞীয় অন্নাদি অগ্নির অভিমুখে সঙ্গত হয়, যেমনভাবে সাতটি খরস্রোতা নদী সমুদ্রে প্রবাহিত হয়, আমাদের জ্ঞাতিগণ আমাদের অন্ন বিষয়ে জ্ঞাত নয়। তাই হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান (অগ্নি)! আমাদের জন্য দেবগণের অনুগ্রহ অবগত হও ॥৭॥

* নঃ বয়ঃ ন বিচিকিতে—জ্ঞাতিদের দেবার মত প্রভূত অন্ন নেই। —সায়ণ-ভাষ্য।

আ যদিষে নৃপতিং তেজ আনট্ছুচি রেতো নিষিক্তং দ্যৌরভীকে ।
অগ্নিঃ শর্ধমনবদ্যং যুবানং স্বাধ্যং জনয়ৎ সূদয়চ্চ ॥৮॥*

যখন তেজ মানুষের অধীশ্বরকে সমৃদ্ধির জন্য পরিব্যাপ্ত করে, (তখন) স্বর্গ হতে নির্মল জলধারা নিম্নাভিমুখে অবতরণ করে এবং অগ্নি নবীন ও শোভন প্রাজ্ঞ, অনিন্দ্য যজমানকে বলবান এবং প্রোৎসাহিত করেন ॥৮॥

* তেজ আনট শুচি ... ইত্যাদি জঠরসহ অগ্নি দ্বারা ভুক্ত এবং উৎপন্ন বীর্যাদি এবং রেতঃ অর্থাৎ জল। মন্ত্রার্থ— অগ্নি ও জলের নিষেকে পৃথিবীতে শস্য উৎপাদন হয়—সায়ণ-ভাষ্য।

মনো ন যোঽধ্বনঃ সদ্য এত্যেকঃ সত্রা সূরো বস্ব ঈশে ।
রাজানা মিত্রাবরুণা সুপাণী গোষু প্রিয়মমৃতং রক্ষমাণা ॥৯॥

যে সূর্য একাকী মনের মত দ্রুতগতিতে নিজ মার্গে পরিভ্রমণ করেন, তিনি সর্বদা ধনের আধিপত্য লাভ করেন; শোভন (উদার) হস্তের অধিকারী দুই রাজা মিত্র ও বরুণ (আমাদের জন্য) গাভীগুলির মধ্যে প্রীতিকর অমৃত রেখেছেন ॥৯॥

মা নো অগ্নে সখ্যা পিত্র্যাণি প্র মর্ষিষ্ঠা অভি বিদুষ্কবিঃ সন্ ।
নভো ন রূপং জরিমা মিনাতি পুরা তস্যা অভিশস্তেরধীহি ॥১০॥*

হে অগ্নি! পূর্বপুরুষক্রমে আগত মৈত্রী যেন বিনষ্ট কোর না। ক্রান্তদর্শী তুমি সকল বিষয় জ্ঞাত আছ। যেমন মেঘ আলোকচ্ছটা আকাশকে (ব্যাপ্ত করে), সেইভাবে জরা পীড়িত করে (আমাকে); সেই বিপদকে পূর্ব হতে আমার নিকট থেকে জ্ঞাত হও (বিদূরিত কর) ॥১০॥

* পুরা তস্যা... আমাকে অমৃতত্ব দাও—সায়ণ।

(সূক্ত-৭২)

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

নি কাব্যা বেধসঃ শশ্বতস্কর্হস্তে দধানো নর্যা পুরূণি ।
অগ্নির্ভুবদ্ রয়িপতী রয়ীণাং সত্রা চক্রাণো অমৃতানি বিশ্বা ॥১॥

অগ্নি! মানুষের (হিতসাধক) বহু (ধন) হস্তে ধারণ করেও (প্রতি) প্রত্যেক বিদ্বান কবির স্তোত্রসমূহ নিয়ত নিজের অভিমুখী (অথবা বিদ্বানগণের স্তোত্রের অধিক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। অগ্নি সম্পদের অধিপতি হয়ে থাকেন, তিনি নিয়ত সকল মরণরহিত অথবা সম্পদ দান করেন ॥১॥

অস্মে বৎসং পরি ষন্তং ন বিন্দন্নিচ্ছন্তো বিশ্বে অমৃতা অমূরাঃ ।
শ্রমযুবঃ পদব্যো ধিয়ংধাস্তস্থুঃ পদে পরমে চার্বগ্নেঃ ॥২॥

অন্বেষণ করেও, অমর ও অভ্রান্ত দেবগণ আমাদের পুত্রতুল্য (প্রিয়) সর্বত্র বর্তমান তাঁকে প্রাপ্ত হতে পারেননি, পরিশ্রমে ক্লিষ্ট হয়ে, অগ্নির পথ চিহ্ন অনুসরণ করে, তাঁরা অগ্নির শোভন এবং শ্রেষ্ঠ বাসস্থানে উপনীত হলেন ॥২॥

তিস্রো যদগ্নে শরদস্ত্বামিচ্ছুচিং ঘৃতেন শুচয়ঃ সপর্যান্ ।
নামানি চিদ্ দধিরে যজ্ঞিয়ান্যসূদয়ন্ত তন্বঃ সুজাতাঃ ॥৩॥*

(হে) অগ্নি! যখন অতি পবিত্র তোমাকে পরিশুদ্ধ মরুৎগণ তিন শরৎ ঋতুকালে ঘৃতের দ্বারা পরিচর্যা করেছেন তখন যজ্ঞের উপযুক্ত পবিত্র নাম তাঁরা অর্জন করেছেন এবং শোভনরূপে জাত হয়ে স্ব স্ব শরীরকে মহিমান্বিত করেছেন। ॥৩॥

* শরদঃ—সংবৎসরকে বোঝানো হয়েছে।

আ রোদসী বৃহতী বেবিদানাঃ প্র রুদ্রিয়া জভ্রিরে যজ্ঞিয়াসঃ ।
বিদন্মর্তো নেমধিতা চিকিত্বানগ্নিং পদে পরমে তস্থিবাংসম্ ॥৪॥*

বিস্তৃত দ্যৌ ও পৃথিবীলোককে পরিজ্ঞাত করিয়ে পূজনীয় (দেব) গণ রুদ্রের মহিমা প্রকাশিত করেছিলেন। মরণধর্মী (মরুৎগণ) যাঁরা দূর হতে, অগ্নিকে জেনেছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ স্থানে বর্তমান অগ্নিকে লাভ করেছিলেন ॥৪॥

* মর্ত—মরুৎগণ মর্তধর্মী হয়েও দেবত্ব লাভ করেন অগ্নির সাহচর্যে—Wilson.
রুদ্র এবং অগ্নিকে অভিন্ন বলেছেন সায়ণাচার্য।

সংজানানা উপ সীদন্নভিজ্ঞু পত্নীবন্তো নমস্যং নমস্যন্ ।
রিরিক্বাংসস্তন্বঃ কৃণ্বত স্বাঃ সখা সখ্যুর্নিমিষি রক্ষমাণাঃ ॥৫॥

(অগ্নিকে) সম্যক জ্ঞাত হয়ে (তাঁরা) সপত্নীক সমীপে উপস্থিত হন, (সেই) প্রণম্যের সম্মুখে নতজানু হয়ে নমস্কার করতে করতে, নিজ মিত্রের দৃষ্টিতে যাঁরা রক্ষা পান সেই মিত্রগণ (দেবগণ) স্বকীয় শরীর ক্লিষ্ট করেছিলেন ॥৫॥

ত্রিঃ সপ্ত যদ্ গুহ্যানি ত্বে ইৎ পদাবিদন্নিহিতা যজ্ঞিয়াসঃ ।
তেভী রক্ষন্তে অমৃতং সজোষাঃ পশূঞ্চ স্থাতৃঞ্চরথং চ পাহি ॥৬॥*

যাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত তাঁরা যখন তোমারই মধ্যে অবস্থিত ত্রিগুণিত সপ্তসংখ্যক রহস্যময় পদবিষয়ে অবগত হন এবং সেগুলির সাহায্যে সমান চিত্ত হয়ে তাঁরা অমৃতকে (অগ্নিকে) রক্ষা করেন; তুমি তখন তাদের পশু এবং স্থাবর ও জঙ্গম (সর্ব) সম্পদের জীবন রক্ষা কর ॥৬॥

* ত্রিসপ্ত পদানি—পদ=যজ্ঞ। সপ্ত পাক যজ্ঞ সপ্ত হবির্যজ্ঞ এবং সপ্ত সোমযজ্ঞ—সায়ণ ভাষ্য।

বিদ্বাঁ অগ্নে বয়ুনানি ক্ষিতীনাং ব্যানুষক্ ছুরুধো জীবসে ধাঃ ।
অন্তর্বিদ্বাঁ অধ্বনো দেবযানানতন্দ্রো দূতো অভবো হবির্বাট্ ॥৭॥

হে অগ্নি! তুমি মানুষের সকল জ্ঞাতব্য কর্ম বিষয়ে অবগত আছ, আমাদের প্রাণধারণের জন্য অব্যাহত ভাবে ক্ষুধানাশী (অন্ন) প্রদান করেছ; তুমি (দেবগণের) দূত হয়েছে। দেবগণের মধ্যবর্তী গমনপথ তোমার সুবিজ্ঞাত, (তুমি) অক্লান্ত হবিঃ বহনকারী ॥৭॥

স্বাধ্যো দিব আ সপ্ত যহ্বী রায়ো দুরো ব্যৃতজ্ঞা অজানন্।
বিদদ্ গব্যং সরমা˚ দৃহ্লমূর্বং যেনা নু কং মানুষী ভোজতে বিট্ ॥৮॥

দ্যুলোক হতে প্রবাহিতা সপ্ত মহতী নদী (গঙ্গা প্রভৃতি) সত্যধর্মকে জেনে শুভ চিন্তার সঙ্গে সম্পদের দ্বার নির্ণয় করেছেন। সরমা গাভীতে উদ্ভূত দুগ্ধরূপ অপর্যাপ্ত অন্নের কথা জেনেছেন যার দ্বারা মনুর সন্তান (মানুষ) ভোজন করে। অথবা সরমা গাভীদের দৃঢ়নির্মিত কারাগার (সন্ধান করে) জেনেছিলেন যার দ্বারা ....ইত্যাদি ।।৮।।

১. সরমা—দেবকুকুরী যে দেবতাদের অপহৃত গাভীর সন্ধান করেছিল।

আ যে বিশ্বা স্বপত্যানি তস্থুঃ কৃণ্বানাসো অমৃতত্বায় গাতুম্।
মহ্না মহদ্ভিঃ পৃথিবী বি তস্থে মাতা পুত্রৈরদিতির্ধায়সে বেঃ।।৯।।*

যাঁরা অমর জীবনের পথ করতে করতে সকল মহৎ ও শোভন কর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন সেই মহান পুত্রগণের সঙ্গে জননী অদিতি বিস্তৃতা হয়ে গমনশীলকে ধারণের জন্য স্বকীয় মহিমায় বিশেষভাবে অবস্থান করেন ।।৯।।

* এখানে অদিতি অর্থে অসীম প্রকৃতি এবং তাঁর পুত্রগণ আদিত্যগণ।

অধি শ্রিয়ং নি দধুশ্চারুমস্মিন্ দিবো যদক্ষী অমৃতা অকৃণ্বন্ ।
অধ ক্ষরন্তি সিন্ধবো ন সৃষ্টাঃ প্র নীচীরগ্নে অরুষীরজানন্ ।।১০।।*

যখন অমর দেবগণ দ্যুলোকের উভয় চক্ষু সৃষ্টি করেন তখন ইহার মধ্যে শোভন সমৃদ্ধিকে স্থাপন করেছিলেন; ইদানীং দ্রুত প্রবাহিত নদীগুলির মত, হে অগ্নি! তারা প্রকৃষ্টভাবে সর্বদিকে সঞ্চালিত হয় (দেবগণ) সেই নিম্নমুখী সমুজ্জ্বল (শিখাগুলিকে) তাঁরা জানেন। ।।১০।।

* উভয় চক্ষু —সূর্য ও চন্দ্র—Wilson.

(সূক্ত-৭৩)

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

রয়ির্ন যঃ পিতৃবিত্তো বয়োধাঃ সুপ্রণীতিশ্চিকিতুষো ন শাসুঃ ।
স্যোনশীরতিথির্ন প্রীণানো হোতেব সদ্ম বিধতো বি তারীৎ ।।১।।

যে (অগ্নি) অন্ন দান করেন পৈতৃক সম্পদের মত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনুশাসনের মত যথার্থ পথপ্রদর্শন করেন, সুখাসনে অধিষ্ঠিত অতিথির ন্যায় তর্পণীয় (তিনি) যেন পরিচর্যারত যজমানের গৃহকে হোতারূপে সমৃদ্ধ করেন ।।১।।

দেবো ন যঃ সবিতা সত্যমন্মা ক্রত্বা নিপাতি বৃজনানি বিশ্বা ।
পুরুপ্রশস্তো অমতির্ন সত্য আত্মেব শেবো দিধিষায্যো ভূৎ ।।২।।

যে (অগ্নি) সবিতৃ দেবের ন্যায় যথার্থদর্শী (তিনি) সকল বলকর্মকে নিজের শক্তিতে রক্ষা করেন; সত্যস্বরূপ (অগ্নি) বহু (যজনের দ্বারা) স্তুত এবং উজ্জ্বলতার ন্যায়, প্রাণের ন্যায় আনন্দদায়ক, তিনি সকলের নিকট কাম্য ।।২।।

দেবো ন যঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা ।
পুরঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী ।।৩।।

যে (অগ্নি) দেবতার ন্যায় জগতের পালক, যিনি পৃথিবীতে অনুকূল মিত্রবেষ্টিত রাজার ন্যায় বাস করেন, যাঁর সম্মুখে স্বচ্ছন্দে মানুষেরা আসীন থাকে, (তিনি) যেন অনিন্দনীয়া এবং পতির প্রিয়া কোন নারী ।।৩।।

তং ত্বা নরো দম আ নিত্যমিদ্ধমগ্নে সচন্ত ক্ষিতিষু ধ্রুবাসু ।
অধি দ্যুম্নং নি দধুর্ভূর্যস্মিন্ ভবা বিশ্বায়ুর্ধরুণো রয়ীণাম্ ।।৪।।

হে অগ্নি! সেই প্রকার তোমাকে অবিঘ্নিত বাসস্থানে মানুষেরা অবিরতভাবে স্ব স্ব গৃহে (সমিধ দ্বারা) প্রজ্বলিত করে সেবা করে, তোমার প্রতি তারা সুপ্রচুর দীপ্তি স্থাপন করে, সকলের প্রাণ (মূল) স্বরূপ (প্রিয়, তুমি) ধনসম্পদের বহনকারী হও ।।৪।।

বি পৃক্ষো অগ্নে মঘবানো অশ্যুর্বি সূরয়ো দদতো বিশ্বমায়ুঃ ।
সনেম বাজং সমিথেষ্বর্যো ভাগং দেবেষু শ্রবসে দধানাঃ ।।৫।।

হে অগ্নি! তোমার ধনবান্ যজমানগণ যেন অন্ন লাভ করেন এবং বিদ্বান ও (হবিঃ) প্রদানকারিগণ দীর্ঘায়ু লাভ করেন। সকল যুদ্ধে শত্রুর অন্ন (আমরা যেন) প্রাপ্ত হতে পারি, যশোলাভের জন্য দেবগণকে অংশ প্রদান করতে করতে ।।৫।।

ঋতস্য হি ধেনবো বাবশানাঃ স্মদূধ্নীঃ পীপয়ন্ত দ্যুভক্তাঃ ।
পরাবতঃ সুমতিং ভিক্ষমাণা বি সিন্ধবঃ সময়া সস্রুরদ্রিম্ ।।৬।।*

চিরন্তন বিধির গাভী সকল, আমাদের প্রতি যেন স্বর্গ প্রেরিত হয়ে উচ্চরবে রেভণ করতে করতে (দুগ্ধ) পূর্ণ স্তনে (যেন) পান করাবার উদ্দেশ্যেই (সমাগত)। নদীগুলি (অগ্নির) শোভন আনুকূল্য অন্বেষণ করেই যেন দূর দেশ হতে পর্বতের অভিমুখে একসাথে বয়ে চলেছে ।।৬।।

* দ্যুভক্তাঃ— সায়ণমতে দিনের প্রকাশের সাঙ্গ সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ তেজ যুক্ত। দ্যুলোক দ্বারা প্রেরিত—Griffith। সিন্ধবঃ ইত্যাদি—যজ্ঞে ব্যবহৃত জল সোমরস পেষণকারী পাথরের দিকে ঢেলে দেওয়া হয়—Griffith।

ত্বে অগ্নে সুমতিং ভিক্ষমাণা দিবি শ্রবো দধিরে যজ্ঞিয়াসঃ ।
নক্তা চ চক্রুরুষসা বিরূপে কৃষ্ণং চ বর্ণমরুণং চ সং ধুঃ ।।৭।।

হে অগ্নি! তোমার প্রতি শোভন আনুকূল্য প্রার্থনা করে যজ্ঞার্হ (দেবগণ) স্বর্গে যশ স্থাপন করেছেন। বিপরীতরূপিণী উষা (অর্থাৎ দিবা) এবং রাত্রিকালকে তাঁরা (সৃষ্টি) করেছেন, কৃষ্ণবর্ণ এবং লোহিত (তেজ)কে যুগপৎ স্থাপন করেছেন ।।৭।।

যান্ রায়ে মর্তান্ৎসুষূদো অগ্নে তে স্যাম মঘবানো বয়ং চ ।
ছায়েব বিশ্বং ভুবনং সিসক্ষ্যাপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরিক্ষম্ ।।৮।।

যেন আমরা, যে সকল মানুষদের ধনের অভিমুখে প্রেরণ কর হে অগ্নি! তারা এবং আমরা যেন ধনবান হতে পারি। তুমি স্বর্গ এবং পৃথিবী তথা অন্তরিক্ষকে পূর্ণ করেছ, এবং সমগ্র জগৎ কে ছায়ার মত ব্যাপ্ত করে থাক ।।৮।।

অর্বদ্ভিরগ্নে অর্বতো নৃভির্নৃন্ বীরৈর্বীরান্ বনুয়ামা ত্বোতাঃ ।
ঈশানাসঃ পিতৃবিত্তস্য রায়ো বি সূরয়ঃ শতহিমা নো অশ্যুঃ ।।৯।।

তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে, অগ্নি আমরা যেন অশ্বের মাধ্যমে অশ্ব, মানুষের মাধ্যমে মানুষ, বীরের মাধ্যমে বীর বিনাশ করতে পারি। পিতৃপুরুষক্রমে প্রাপ্ত ধনের অধিকারী আমাদের বিদ্বানগণ যেন শত হিমঋতু (দীর্ঘ জীবন) বিশেষভাবে ভোগ করেন ।।৯।।

এতা তে অগ্ন উচথানি বেধো জুষ্টানি সন্তু মনসে হৃদে চ ।
শকেম রায়ঃ সুধুরো যমং তে হধি শ্রবো দেবভক্তং দধানাঃ ।।১০।।

যেন এই সকল আমাদের (কৃত) প্রশস্তি সমূহ, হে জ্ঞানবান অগ্নি! তোমার মনে অন্তরে এবং প্রীতিকর হয়; যেন আমরা তোমার সুষ্ঠু নির্বাহক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারি; দেবগণ দ্বারা সম্ভোগ্য হবিঃ অথবা যশ তোমাতে অর্পণ করি ।।১০।।

অনুবাক-১৩

(সূক্ত-৭৪)

অগ্নি দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

উপপ্রয়ন্তো অধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে। আরে অস্মে চ শৃণ্বতে ।।১।।

যজ্ঞের সমীপে প্রকর্ষের সঙ্গে গমন করে (আমরা) যেন সেই অগ্নির প্রতি মননমূলক স্তব উচ্চারণ করি (যিনি) দূরে থেকেও আমাদের (স্তুতি) শ্রবণরত ।।১।।

যঃ স্নীহিতীষু পূর্ব্যঃ সংজগ্মানাসু কৃষ্টিষু। অরক্ষদ্ দাশুষে গয়ম্ ।।২।।

যিনি চিরন্তন হনন মূলক (সংঘর্ষে) মনুষ্যগণ অবলিপ্ত হলে হবির্দাতা (যজমানে)র সম্পদ রক্ষা করেন ।।২।।

উত ব্রুবন্তু জন্তব উদগ্নির্বৃত্রহাজনি। ধনংজয়ো রণেরণে ।।৩।।

যেন সকলে (ঋত্বিকগণ) স্তব করেন (এই বলে) অগ্নি, বৃত্রহননকারী জন্ম নিয়েছেন, প্রতি যুদ্ধে তিনিই ধন অর্জন করে থাকেন ।।৩।।

যস্য দূতো অসি ক্ষয়ে বেষি হব্যানি বীতয়ে। দস্মৎ কৃণোষ্যধ্বরম্ ।।৪।।

দূত রূপে তুমি যার গৃহে (বাস কর), তার (প্রদত্ত) হবিঃ ভক্ষণের জন্য গমন কর, তার যজ্ঞ দর্শনীয় অথবা বলিষ্ঠ (ভাবে) সম্পাদন কর ।।৪।।

তমিৎ সুহব্যমঙ্গিরঃ সুদেবং সহসো যহো। জনা আহুঃ সুবর্হিষম্ ।।৫।।

সেই (যজমানকেই) শোভন হবিঃ সম্পন্ন, মঙ্গলময় দেব যুক্ত, হে অঙ্গিরস! বলের যুবা (পুত্র), এবং শোভন (যজ্ঞীর) তৃণসম্পন্ন সকলে বলে থাকে ।।৫।।

আ চ বহাসি তাঁ ইহ দেবাঁ উপ প্রশস্তয়ে। হব্যা সুশ্চন্দ্র বীতয়ে ।।৬।।

হে অত্যন্ত শোভাযুক্ত অথবা আহ্লাদক (অগ্নি)! সেই দেবগণকে এই (স্থানে) (আমাদের) অভিমুখে স্তুতির জন্য বহন করে আন, হবি ভক্ষণের জন্য (তাঁদের আন) ।।৬।।

ন যোরুপব্দিরশ্ব্যঃ শৃণ্বে রথস্য কচ্চন। যদগ্নে যাসি দূত্যম্ ॥৭॥

(হে) অগ্নি! যখন (দেবগণের) দৌত্য কর্ম সম্পাদন কর, কখনো গমনশীল (তোমার) রথের অশ্ব হতে শ্রবণযোগ্য শব্দ শোনা যায় না ॥৭॥

ত্বোতো বাজ্যহ্রয়ো ঽভি পূর্বস্মাদপরঃ। প্র দাশ্বাঁ অগ্নে অস্থাৎ ॥৮॥

তোমার সহায়তায়, অন্নবান অথবা প্রতিস্পর্ধী (পুরুষ) অকুণ্ঠ, (অবস্থায়) সম্মুখস্থিত (জনের) পশ্চাদগামী (হলেও) হে অগ্নি! (হবিঃ) দানকারী (যজমান) প্রকৃষ্ট স্থান লাভ করেন ॥৮॥

উত দ্যুমৎ সুবীর্যং বৃহদগ্নে বিবাসসি। দেবেভ্যো দেব দাশুষে ॥৯॥

অনন্তর অত্যন্তপ্রভাযুক্ত, প্রচুর বীর সমৃদ্ধ প্রভূত (ঐশ্বর্য), হে দেবতা অগ্নি! দেবগণের নিকট হতে (তুমি) দানকারী (যজমানের) জন্য প্রাপ্ত করাও ॥৯॥

(সূক্ত-৭৫)

অগ্নি দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

জুষস্ব সপ্রথস্তমং বচো দেবপ্সরস্তমম্। হব্যা জুহ্বান আসনি ॥১॥

সম্মুখে হবিঃ নিক্ষেপ করতে করতে, (অগ্নি) আমাদের সর্বাধিক উচ্চরবে কৃত প্রশস্তিগুলি গ্রহণ কর। যা দেবতাদের জন্য সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য খাদ্য ॥১॥

অথা তে অঙ্গিরস্তমাগ্নে বেধস্তম প্রিয়ম্। বোচেম ব্রহ্ম সানসি ॥২॥

অনন্তর হে সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গিরস, সর্বোত্তম মেধাবিন! তোমার আদরণীয় উপভোগ্য, স্তুতি (আমরা) পাঠ করব ॥২॥

কস্তে জামির্জনানামগ্নে কো দাশ্বধ্বরঃ। কো হ কস্মিন্নসি শ্রিতঃ ॥৩॥

কে তোমার জনগণের মধ্যে আত্মজন? কে যজ্ঞের দাতা? তুমি কে? কোথায় স্থিত? ॥৩॥

ত্বং জামির্জনানামগ্নে মিত্রো অসি প্রিয়ঃ। সখা সখিভ্য ঈড্যঃ ॥৪॥

তুমি মানবগণের সখা, হে অগ্নি! (তুমি) প্রিয় স্বজন। বন্ধুগণের মধ্যে সশ্রদ্ধ স্তুতির যোগ্য বন্ধু ॥৪॥

যজা নো মিত্রাবরুণা যজা দেবাঁ ঋতং বৃহৎ। অগ্নে যক্ষি স্বং দমম্ ॥৫॥

আমাদের জন্য (হে) অগ্নি! মিত্র, বরুণকে বহন কর। দেবতাদের অভিমুখে মহৎ যাগ কর, তোমার নিজ বাসস্থানকে যজনা কর ॥৫॥

(সূক্ত-৭৬)

অগ্নি দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

কা ত উপেতির্মনসো বরায় ভুবদগ্নে শংতমা কা মনীষা ।
কো বা যজ্ঞৈঃ পরি দক্ষং ত আপ কেন বা তে মনসা দাশেম ॥১॥

(অগ্নি) তোমার হৃষ্ট করার জন্য কীভাবে মন তোমার অভিমুখে উপস্থিত হয়? কোন্ অনুপ্রেরিত মতি তোমার প্রতি সর্বোত্তম সুখদায়িনী হবে? অথবা কে যজ্ঞের মাধ্যমে তোমার শক্তিলাভ করেছেন? অথবা কোন্ মনোযোগ সহ আমরা তোমাকে (হবিঃ) দান করব? ॥১॥

এহ্যগ্ন ইহ হোতা নি ষীদাদব্ধঃ সু পুরএতা ভবা নঃ।
অবতাং ত্বা রোদসী বিশ্বমিন্বে যজা মহে সৌমনসায় দেবান্ ॥২॥

অগ্নি! আগমন কর। এখানে হোতৃরূপে উপবেশন কর; আমাদের জন্য অভ্রান্ত এবং সুষ্ঠু পুরোগামী নেতা হও। যে দ্যুলোক ও ভূলোক সকল ভুবনকে ব্যাপ্ত করে তারা তোমার সহায়তা করুন। মহৎ হিতৈষণার জন্য (প্রার্থনায়) দেবগণের প্রতি যজনা কর ॥২॥

প্র সু বিশ্বান্ রক্ষসো ধক্ষ্যগ্নে ভবা যজ্ঞানামভিশস্তিপাবা ।
অথা বহ সোমপতিং হরিভ্যামাতিথ্যমস্মৈ চকৃমা সুদাব্নে ॥৩॥

হে অগ্নি! সকল দানবিক (অস্তিত্বকে) নিঃশেষে দহন কর। যজ্ঞ সমূহের প্রতি বিরোধ ত্রাতা হও। অনন্তর হরী অশ্বদ্বয় যোগে সোমের অধিপতিকে বহন করে আন। এই শোভন দাতার জন্য (আমরা) অতিথি সেবার আয়োজন করেছি ।।৩।।

১. সোমপতি— এখানে ইন্দ্রকে বোঝানো হয়েছে, হরিভ্যাম্ পদটির দ্বারা বোধ।

প্রজাবতা বচসা বহ্নিরাসা চ হুবে নি চ সৎসীহ দেবৈঃ ।
বেষি হোত্রমুত পোত্রং যজত্র বোধি প্রযন্তর্জনিতর্বসূনাম্ ।।৪।।

সন্তান প্রদায়ক স্তোত্রের দ্বারা তোমাকে মুখের দ্বারা (হব্য) বাহনকারী রূপে আহ্বান করেছি। তুমি এখানে দেবগণের সঙ্গে আসন গ্রহণ কর। হে পূজনীয় যজ্ঞ সাধক (অগ্নি)! তুমি হোতৃকর্ম পোতৃকর্ম ইচ্ছা কর, (ধনসমূহের) প্রকৃষ্ট নিয়ন্তা, (ধনের) সৃষ্টিকারী, (আমাদের) (সর্ববিষয়ে) জাগরিত কর ।।৪।।

যথা বিপ্রস্য মনুষো হবির্ভির্দেবাঁ অযজঃ কবিভিঃ কবিঃ সন্।
এবা হোতঃ সত্যতর ত্বমদ্যাগ্নে মন্দ্রয়া জুহ্বা যজস্ব ।।৫।।

যেমন তুমি মনীষী মনুর হবিঃ দ্বারা দেবগণকে যজনা করেছ, স্বয়ং কবি অথবা ক্রান্তদর্শী হয়ে ঋত্বিকগণের সঙ্গে(যজনা করেছ) সেইভাবে, হে শ্রেষ্ঠ হোতা বিদ্যমান অগ্নি, তুমি আজ আনন্দকর আহুতি অথবা জিহ্বা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন কর ।।৫।।

(সূক্ত-৭৭)

অগ্নি দেবতা। রাহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

কথা দাশেমাগ্নয়ে কাস্মৈ দেবজুষ্টোচ্যতে ভামিনে গীঃ ।
যো মর্ত্যেষ্বমৃত ঋতাবা হোতা যজিষ্ঠ ইৎ কৃণোতি দেবান্ ।।১।।

কেমন করে অগ্নিকে (হবিঃ) দান করব? এই দ্যুতিমান (অগ্নির) প্রতি দেব (গণের) উপভোগ্য কোন্ স্তুতি বলা হয়? যিনি মরণশীলগণের মধ্যে মরণরহিত, সত্যান্বিত, হোতৃস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ যজমান রূপে দেবগণের প্রতি সেই (যজ্ঞকর্ম সম্পাদন) করেন ।।১।।

যো অধ্বরেষু শংতম ঋতাবা হোতা তমূ নমোভিরা কৃণুধ্বম্ ।
অগ্নির্যদ্ বের্মর্তায় দেবান্‌ৎস চা বোধাতি মনসা যজাতি ।।২।।

যিনি যজ্ঞানুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ সুখ প্রদায়ক, সত্যসন্ধ হোতা, তাঁকে এখানে সশ্রদ্ধ আবাহন কর। যখন অগ্নি, মরণধর্মী(গণের) জন্য সকল দেবতাকে যুগপৎ সঙ্গত হন, সম্যক জ্ঞাত হন এবং মনোযোগ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ।।২।।

স হি ক্রতুঃ স মর্যঃ স সাধুর্মিত্রো ন ভূদদ্ভুতস্য রথীঃ ।
তং মেধেষু প্রথমং দেবয়ন্তীর্বিশ উপ ব্রুবতে দস্মমারীঃ ।।৩।।

তিনিই (কর্মের) কর্তা মনঃশক্তি, তিনি মানব এবং দোষরহিত। তিনি লক্ষ্যসাধক মিত্রের ন্যায়, তিনি অদ্ভুতের প্রাপয়িতা, তাঁকেই সেই আশ্চর্যকর্মাকে যজ্ঞ সমূহে প্রাথমিকভাবে দেব উপাসনাকারী জনগণ ভজনা করে ।।৩।।

স নো নৃণাং নৃতমো রিশাদা অগ্নির্গিরোঽবসা বেতু ধীতিম্ ।
তনা চ যে মঘবানঃ শবিষ্ঠা বাজপ্রসূতা ইষয়ন্ত মন্ম ।।৪।।

যিনি শত্রুগণের নাশক, সেই অগ্নি মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের স্তুতিসমূহকে, মনীষীকে উপভোগ করুন—এবং আমাদের মনীষা অনুকূল (মানুষদের) জন্য যারা বীর শ্রেষ্ঠ, ধন লাভের জন্য উৎসাহিত এবং সবিস্তারে আমাদের প্রার্থনাকে সমর্থন করে (তাঁদের অনুকূল হোন) ।।৪।।

এবাগ্নির্গোতমেভির্ঋতাবা বিপ্রেভিরস্তোষ্ট জাতবেদাঃ ।
স এষু দ্যুম্নং পীপয়ৎ স বাজং স পুষ্টিং যাতি জোষমা চিকিত্বান্ ।।৫।।

এইভাবে সত্যসন্ধ অগ্নি, যিনি জাতবেদা (জন্মমাত্রে জ্ঞানী) তিনি ক্রান্তদর্শী অথবা কবি গোতমগণ দ্বারা স্তুত হয়ে তাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট দীপ্তি এবং বল বর্ধিত করেছিলেন, নিজ আনন্দে সেই সর্বজ্ঞ (অগ্নি) সমৃদ্ধি বর্ধিত করেছিলেন ।।৫।।

(সূক্ত-৭৮)

অগ্নি দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

অভি ত্বা গোতমা¹ গিরা জাতবেদো বিচর্ষণে। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ ॥১॥

হে সর্বজ্ঞ জাতবেদস, সর্বদ্রষ্টা! (আমরা) গোতম (বংশীয়)গণ তোমার প্রতি স্তুতি (মূলক) বাক্যাবলী (প্রেরণ করি)। গুণবাচক মন্ত্রসকল দ্বারা বারংবার অভিমুখ্যের সঙ্গে প্রকৃষ্ট স্তব করি ॥১॥

১. গোতমাঃ— গোতম বংশীয় ব্যক্তিগণ।

তমু ত্বা গোতমো গিরা রায়স্কামো দুবস্যতি। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ ॥২॥

তোমার প্রতি স্তব দ্বারা ধনাভিলাষী গোতম মৈত্রী প্রকাশ করে। (গুণবাচক) মন্ত্র দ্বারা বারংবার ....ইত্যাদি ॥২॥

তমু ত্বা বাজসাতমমঙ্গিরস্বদ্ধবামহে। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ ॥৩॥

তোমার প্রতি, হে বলের অথবা অন্নের প্রকৃষ্টতম বিজয়ী, আমরা, আহ্বান করি, যেমন অঙ্গিরসগণ (করেছিল)... । পরিশিষ্ট পূর্ববৎ ॥৩॥

তমু ত্বা বৃত্রহন্তমং যো দস্যূঁরবধূনুষে। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ ॥৪॥

তোমার প্রতি, হে সর্বোত্তম বাধাবিধ্বংসিন্, (বৃত্র হন্তা), যে (তুমি) দস্যুগণকে অধঃপাতিত করেছিলে (মন্ত্র দ্বারা বারংবার....পরিশিষ্ট পূর্ববৎ ॥৪॥

অবোচাম রহূগণা অগ্নয়ে মধুমদ্ বচঃ। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ ॥৫॥

আমরা রহূগণ পুত্রেরা অগ্নির উদ্দেশে মধুর স্তুতি প্রয়োগ করেছি।....পরিশিষ্ট পূর্ববৎ ॥৫॥

(সূক্ত-৭৯)

অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি।ত্রিষ্টুপ্-উষ্ণিক্-গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১২।

হিরণ্যকেশো রজসো বিসারে হহির্ধুনির্বাত ইব ধ্রজীমান্ ।
শুচিভ্রাজা উষসো নবেদা যশস্বতীরপস্যুবো ন সত্যাঃ ॥১॥

(সেই) স্বর্ণকেশী (দেবতা) যিনি অন্তরিক্ষলোকে ব্যাপ্তিমান হয়ে থাকেন, যিনি বিক্ষুব্ধ সর্পের ন্যায়, বায়ুর ন্যায় চকিতগামী, (সেই) উজ্জ্বল আলোকময় যিনি উষাকে জানেন (তিনি) যথার্থত সম্মানার্হ প্রখ্যাত এবং কর্মময়ী (উষার মত) ॥১॥

আ তে সুপর্ণা অমিনন্তঁ এবৈঃ কৃষ্ণো নোনাব বৃষভো যদীদম্ ।
শিবাভির্ন স্ময়মানাভিরাগাৎ পতন্তি মিহঃ স্তনয়ন্ত্যভ্রা ॥২॥

তোমার শোভনপক্ষবিশিষ্ট (রশ্মিগুলি) (নিজেদের) পথে চারিদিক হতে গমন করে। কৃষ্ণবর্ণ (সেই) বৃষ (মেঘ) গম্ভীর গর্জন করে যখন (এই স্থানে) কল্যাণময়ী হাস্যময়ী (নারীদের) মত জলধারার সঙ্গে সে আসে। জলকণা ক্ষরিত হয়, মেঘ গর্জন করে ॥২॥

যদীমৃতস্য পয়সা পিয়ানো নয়ন্নৃতস্য পথিভী রজিষ্ঠৈঃ ।
অর্যমা মিত্রো বরুণঃ পরিজ্মা ত্বচং পৃঞ্চন্ত্যপরস্য যোনৌ ॥৩॥

যখন সে চিরন্তন নিয়মের যজ্ঞের জলধারা পান করে পুষ্ট হয়ে সত্যের ঋজুতমপথে চালিত হতে থাকে (তখন) অর্যমন, মিত্র, বরুণ ও সর্বত্রগামী (মরুৎগণ) সমীপস্থ লোকের (পৃথিবী বা অন্তরিক্ষ) উৎপত্তি স্থানে স্থিত আবরণ কে বিদীর্ণ অথবা সিক্ত করেন ॥৩॥

অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসো যহো। অস্মে ধেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ ॥৪॥

হে অগ্নি! (তুমি) গাভী সম্পদযুক্ত ধনরাশির ঈশ্বর; হে বলের পুত্র! হে জাতবেদা! আমাদের প্রভূর্ত খ্যাতি দাও ॥৪॥

স ইধানো বসুষ্কবিরগ্নিরীলেন্যো গিরা। রেবদস্মভ্যং পুর্বণীক দীদিহি ॥৫॥

প্রজ্বলিত হয়ে, সেই অগ্নি, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, আমাদের স্তুতি দ্বারা অবশ্যই স্তুত্য। হে বহু রূপ সমন্বিত (বহুশিখাযুক্ত)! আমাদের অভিমুখে বহু ধনযুক্ত (তুমি) উজ্জ্বল দীপ্তি বিতরণ কর ॥৫॥

ক্ষপো রাজন্নুত ত্মনাগ্নে বস্তোরুতোষসঃ। স তিগ্মজম্ভ রক্ষসো দহ প্রতি ॥৬॥

হে অগ্নি! রাত্রিকালে স্বয়ং বিরাজমান হয়ে এবং যখন উষার আবির্ভাবকালে, হে তীক্ষ্ণ দন্ত বিশিষ্ট! রাক্ষসগণকে দহন কর ॥৬॥

অবা নো অগ্ন উতিভির্গায়ত্রস্য[1] প্রভর্মণি। বিশ্বাসু ধীষু বন্দ্য ॥৭॥

আমাদের সহায়তা কর, হে অগ্নি! তুমি সকল কর্মে পূজনীয়, তোমার সহায়তাবশত গায়ত্রী স্তুতি সম্পাদনকালে (রক্ষা কর) ॥৭॥

১. গায়ত্রী— এখানে ছন্দ।

আ নো অগ্নে রয়িং ভর সত্রাসাহং বরেণ্যম্। বিশ্বাসু পৃৎসু দুষ্টরম্ ॥৮॥

আমাদের অভিমুখে সদাজয়শীল ধন প্রদান কর (যে ধন) রুচিকর এবং সকল যুদ্ধকালে দুর্ধর্ষ ॥৮॥

আ নো অগ্নে সুচেতুনা রয়িং বিশ্বায়ুপোষসম্। মার্ডীকং ধেহি জীবসে ॥৯॥

হে অগ্নি! তোমার শোভন ঔদার্যের সঙ্গে আমাদের ধন দাও; (যে ধন) আজীবন সমৃদ্ধি দান করে এবং জীবিত থাকার জন্য আনুকূল্য কর ॥৯॥

প্র পূতাস্তিগ্মশোচিষে বাচো গোতমাগ্নয়ে। ভরস্ব সুম্নয়ুর্গিরঃ ॥১০॥

হে গোতম! কল্যাণের আকাঙ্ক্ষায় তীব্রশিখাসম্পন্ন অগ্নির উদ্দেশে (পবিত্র) বাক্যাবলী নিবেদন কর, তোমার যত্নকৃত স্তুতি সমূহ (প্রয়োগ কর) ॥১০॥

যো নো অগ্নেঽভিদাসত্যন্তি দূরে পদীষ্ট সঃ। অস্মাকমিদ্ বৃধে ভব ॥১১॥

হে অগ্নি! নিকটে বা দূরে যে (শত্রু আমাদের) প্রতি হিংসা করে সে বিনষ্ট হোক। কেবলমাত্র আমাদেরই বর্ধয়িতা হও ॥১১॥

সহস্রাক্ষো বিচর্ষণিরগ্নী রক্ষাংসি সেধতি। হোতা গৃণীত উক্থ্যঃ ॥১২॥

সহস্র লোচন যুক্ত, একাগ্র ও দ্রুতগামী অগ্নি দানবদের প্রতিহত করেন, সেই হোতার জন্য স্তুতি করা হয় ॥১২॥

(প্রথমা তৃচ্ অর্থাৎ তিনটি ঋক বিদুরূপ অগ্নি সম্বন্ধে।)

(সূক্ত-৮০)

অগ্নি দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। পংক্তি ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৬।

ইত্থা হি সোম ইন্মদে ব্রহ্মা চকার বর্ধনম্ ।
শবিষ্ঠ বজ্রিন্নোজসা পৃথিব্যা নিঃ শশা অহিমর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥১॥

এইভাবে সোম(পানের) উল্লাসে ঋত্বিক (ব্রহ্মণ) পোষণ বিধায়ক স্তোত্র রচনা করেছেন, সর্বাধিক বলশালী, বজ্রধারী তোমার বলের দ্বারা পৃথিবী হতে সেই সর্পকে বিতাড়িত করেছ, তারা তোমার নিরঙ্কুশ প্রভুত্বকে লক্ষ্য করে জয়ধ্বনি দেয় ॥১॥

স ত্বামদদ্ বৃষা মদঃ সোমঃ শ্যেনাভৃতঃ সুতঃ ।
যেনা বৃত্রং নিরদ্ভ্যো জঘন্থ বজ্রিন্নোজসার্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥২॥

সেই শক্তিমান অথবা কামনাপূরক হর্ষকারী শ্যেন পক্ষি (দ্বারা) আহৃত সোমরস সবনের পরে তোমাকে উৎফুল্ল করেছিল, যার দ্বারা বৃত্রকে জল হতে নিঃশেষে প্রতিহত করেছিলে। হে বজ্রধারিন্! তারা তোমার ... দেয় ॥২॥

প্রেহ্যভীহি ধৃষ্ণুহি ন তে বজ্রো নি যংসতে ।
ইন্দ্র নৃম্ণং হি তে শবো হনো বৃত্রং জয়া অপো ঽর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥৩॥

অগ্রসর হও। শত্রুর সম্মুখীন হও। দুর্মদ হও। তোমার বজ্র প্রতিহত হবে না, ইন্দ্র! পৌরুষ এবং শক্তি তোমারই। (তুমি) বৃত্র ধ্বংস করে জলকে জয় করবে। তারা ... দেয় ॥৩॥

নিরিন্দ্র ভূম্যা অধি বৃত্রং জঘন্থ নির্দিবঃ ।
সৃজা মরুত্বতীরব জীবধন্যা ইমা অপো ঽর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥৪॥

হে ইন্দ্র! ভূলোকের উপর হতে তুমি বৃত্রকে নিঃশেষে হনন করেছ, (তথা) দ্যুলোক (হতেও) এই জীবগণের তৃপ্তিবিধায়িনী জলরাশিকে অধোমুখে প্রবাহিত কর (যে জল) মরুৎ গণের সঙ্গে যুক্তা; তারা... ॥৪॥

ইন্দ্রো বৃত্রস্য দোধতঃ সানুং বজ্রেণ হীলিতঃ।
অভিক্রম্যাব জিঘ্নতে ঽপঃ সর্মায় চোদয়ন্নর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥৫॥

ক্রুদ্ধ ইন্দ্র, তাঁর বজ্র দ্বারা কম্পমান বৃত্রের পৃষ্ঠদেশে আক্রমণ করে, তার প্রতি অধোগামী আঘাত করতে লাগলেন এবং জলরাশিকে নির্গমনের জন্য মোচন করলেন। তারা...॥৫॥

অধি সানৌ নি জিঘ্নতে বজ্রেণ শতপর্বণা ।
মন্দান ইন্দ্রো অন্ধসঃ সখিভ্যো গাতুমিচ্ছত্যর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥৬॥

(ইন্দ্র) তিনি তার পৃষ্ঠভাগে শতপর্বযুক্ত বজ্র দ্বারা আঘাত করতে করতে, অন্নের অথবা সোমের সাহায্যে হৃষ্ট হয়ে মিত্রগণের জন্য সমৃদ্ধির উপায় ইচ্ছা করেছিলেন ।।৬।।

ইন্দ্র তুভ্যমিদদ্রিবো হনুত্তং বজ্রিন্ বীর্যম্।
যদ্ধ ত্যং মায়িনং মৃগং তমু ত্বং মায়যাবধীরর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥৭॥

হে ইন্দ্র! পর্বতের অধিকারী নিক্ষেপ কর্তা, বজ্রধারিন অপরাজেয় পরাক্রম কেবল তোমার বলেই স্বীকৃত, কারণ তুমি তোমার নিজ অভিভবকারী মায়া বলে সেই কপটাচারী পশুকে (বৃত্রকে) বধ করেছিলে ।।৭।।

বি তে বজ্রাসো অস্থিরন্নবতিং নাব্যা অনু ।
মহৎ ত ইন্দ্র বীর্যং বাহ্বোস্তে বলং হিতমর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥৮॥

তোমার বজ্র সকল উত্তরণযোগ্য নবতি সংখ্যক (নদীকে) লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ইন্দ্র তোমার বিক্রম অতি শক্তিশালী, তোমার বাহুদ্বয়ে শক্তি নিহিত আছে ।।৮।।

সহস্রং সাকমর্চত পরি ষ্টোভত বিংশতিঃ ।
শতৈনমন্বনোনবুরিন্দ্রায় ব্রহ্মোদ্যতমর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥৯॥

সহস্র (সংখ্যক) তোমরা যুগপৎ স্তুতি কর, চতুর্দিকে ঘিরে বিংশতি (গুণ) স্তব কর, শত সংখ্যক (ঋষিগণ) উঁচ্চৈঃস্বরে তাঁর প্রতি বারং বার স্তব করেছে, ইন্দ্রের জন্য প্রার্থনা রচিত হয়েছে...।।৯।।

ইন্দ্রো বৃত্রস্য তবিষীং নিরহন্নৎসহসা সহঃ ।
মহৎ তদস্য পৌংস্যং বৃত্রং জঘন্বাঁ অসৃজদর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥১০॥

ইন্দ্র বৃত্রের ক্ষমতাকে বিধ্বস্ত করেছেন, বৃত্রের আয়ুধ (উগ্রতর) আয়ুধ দ্বারা পরাস্ত করেছেন। তাঁর এই পুরুষোচিত (বিক্রম) অত্যুত্তম, তিনি বৃত্রকে হনন করে, মুক্ত করেছিলেন (জলরাশি) ।।১০।।

ইমে চিৎ তব মন্যবে বেপেতে ভিয়সা মহী ।
যদিন্দ্র বজ্রিন্নোজসা বৃত্রং মরুত্বাঁ অবধীরর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥১১॥

এমন কী এই দুই বিপুল (দ্যাবা পৃথিবী) তোমার ক্রোধের ভয়ে কম্পিত হয়, যেহেতু বজ্রশালী ইন্দ্র, মরুৎগণসহ তুমি সবলে বৃত্রকে বধ করেছ ।।১১।।

ন বেপসা ন তন্যতেন্দ্রং বৃত্রো বি বীভয়ৎ ।
অভ্যেনং বজ্র আয়সঃ সহস্রভৃষ্টিরায়তার্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥১২॥

তাঁর (কৃত) কম্পন দ্বারা অথবা গর্জন শব্দ দ্বারা বৃত্র ইন্দ্রকে ভীত করতে পারেনি, তাঁর ধাতব ও সহস্র (বহু) তীক্ষ্ণাগ্রযুক্ত বজ্র এই বৃত্রের প্রতি এসেছিল, পতিত হয়েছিল ।।১২।।

যদ্ বৃত্রং তব চাশনিং বজ্রেণ সমযোধয়ঃ ।
অহিমিন্দ্র জিঘাংসতো দিবি তে বদ্বধে শবো হর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥১৩॥

ইন্দ্র! যখন তোমার বজ্র দ্বারা তুমি বৃত্র এবং তোমার অস্ত্রকে সম্যক যুদ্ধে নিরত করলে (তখন) সেই সর্পকে (বৃত্র)কে হননেচ্ছু তোমার তেজ আকাশ লক্ষ্য করে ব্যাপ্ত হয়েছিল ।।১৩।।

অভিষ্টনে তে অদ্রিবো যৎ স্থা জগচ্চ রেজতে ।
ত্বষ্টা চিৎ তব মন্যব ইন্দ্র বেবিজ্যতে ভিয়ার্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥১৪॥

হে পর্বত ধারণকারী, তোমার গর্জনের অভিমুখে স্থাবর ও জঙ্গম উভয় (বিশ্ব) যেহেতু কম্পিত হয় এমনকী ত্বষ্টা ও তোমার ক্রোধের সম্মুখে, হে ইন্দ্র! কম্পিত হয় ।।১৪।।

নহি নু যাদধীমসীন্দ্রং কো বীর্যা পরঃ ।
তস্মিন্নৃম্ণমুত ক্রতুং দেবা ওজাংসি সং দধুরর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥১৫॥

আমরা সর্বব্যাপী ইন্দ্রকে (সম্যক) উপলব্ধি করি না (যে) কে পৌরুষে (তাঁকে) অতিক্রম করতে পারে, তাঁর মধ্যে দেবগণ পৌরুষকে একত্রিত করেছেন, এবং মনীষা, তেজ এবং শক্তিকে স্থাপনা করেছেন ।।১৫।।

যামথর্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্ ধিয়মত্নত ।
তস্মিন্ ব্রহ্মাণি পূর্বথেন্দ্র উক্থা সমগ্মতার্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥১৬॥

যে (কবি সুলভ) মনীষা, অথর্ব (ঋষি), (সকলের) পিতৃভূত মনু এবং দধ্যচ বিস্তার করেছিলেন—আমাদের ব্রহ্ম (স্তোত্র) সমূহ এবং প্রাচীন রীতি অনুসারী সেই মন্ত্রগুলি যুগপৎ তাঁর ইন্দ্রের মধ্যে সমবেত হয়েছে ।।১৬।।

(সূক্ত-৮১)

ইন্দ্র দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। পংক্তি ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ।
তমিন্মহৎস্বাজিষূতেমর্ভে হবামহে স বাজেষু প্র নোঽবিষৎ ॥১॥

ইন্দ্রকে হর্ষোল্লাসের জন্য (স্তুতি দ্বারা) বর্ধিত করা হয়েছে মনের(স্তোতৃ)গণের দ্বারা, শক্তির জন্য সেই বৃত্রহন্তাকে (বর্ধিত করা হয়েছে)। সেই তাঁকে বৃহৎ যুদ্ধের সময়ে, আবার তাঁকেই তুচ্ছ সংগ্রামেও আমরা আহ্বান করি, শক্তির (ধনের) প্রয়োজনে তিনি আমাদের প্রকৃষ্টভাবে সহায়তা করেন ॥১॥

অসি হি বীর সেন্যো ঽসি ভূরি পরাদদিঃ।
অসি দভ্রস্য চিদ্ বৃধো যজমানায় শিক্ষসি সুন্বতে ভূরি তে বসু ॥২॥

যেহেতু (তুমিই) বীর, যোদ্ধা, তুমিই প্রভূত ধনের শ্রেষ্ঠ দাতা, দুর্বল অথবা স্বল্পেরও ঋদ্ধিকারী, যজমানের জন্য সহায়তাকারী সোমাভিষবকারীকে তোমার বহু সম্পদ (দাও) ॥২॥

যদুদীরত আজয়ো ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনা।
যুক্ষ্বা মদচ্যুতা হরী কং হনঃ কং বসৌ দধো ঽস্মাঁ ইন্দ্র বসৌ দধঃ ॥৩॥

যখন সংগ্রাম ঘনিয়ে আসে তখন দুর্ধর্ষ (বীরগণ) সম্পদ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। তোমার উত্তেজনায় ধাবিত অশ্বদ্বয়কে রেখে সংযুক্ত কর। কাকে বধ করবে? কাকে ধন দান করবে? ইন্দ্র আমাদের তুমি ধন দাও ॥৩॥

ক্রত্বা মহাঁ অনুষ্বধং ভীম আ বাবৃধে শবঃ।
শ্রিয় ঋষ্ব উপাকয়োর্নি শিপ্রী হরিবান্ দধে হস্তয়োর্বজ্রমায়সম্ ॥৪॥

প্রজ্ঞার দ্বারা অধিক বলবান, ঘোররূপ (তিনি) নিজের ধী অথবা অন্ন অনুসারে বল বৃদ্ধি করেছেন। ঐশ্বর্যের জন্য সেই দর্শনযোগ্য দৃঢ় হনু অথবা নাসিকাযুক্ত (ইন্দ্র) লোহিত অশ্বের অধিকারী তাঁর যুক্ত হস্তে ধাতব বজ্র ধারণ করেছিলেন ॥৪॥

আ পপ্রৌ পার্থিবং রজো বদ্বধে রোচনা দিবি।
ন ত্বাবাঁ ইন্দ্র কশ্চন ন জাতো ন জনিষ্যতে ঽতি বিশ্বং ববক্ষিথ ॥৫॥

তিনি পৃথিবীর ও অন্তরিক্ষের স্থান ব্যাপ্ত করেছিলেন; স্বর্গের অভিমুখে প্রদীপ্ত (জ্যোতি সকল) নিক্ষেপ করেছিলেন, ইন্দ্র তোমার মত অপর কেউ নয় যে জন্ম নিয়েছে বা নেবে, সকল ভুবনকে অতিক্রম করে তুমি বৃদ্ধি পেয়েছ ॥৫॥

যো অর্যো মর্তভোজনং পরাদদাতি দাশুষে।
ইন্দ্রো অস্মভ্যং শিক্ষতু বি ভজা ভূরি তে বসু ভক্ষীয় তব রাধসঃ ॥৬॥

যিনি হবিঃ দানকারী যজমানকে শত্রুর মনুষ্যভোজ্য সকল দান করেন (সেই) ইন্দ্র আমাদের সাহায্য করেন। তোমার প্রভূত সম্পদ বিভাগ করে দাও। তোমার উদরে দানের অংশ যেন লাভ করি ॥৬॥

মদেমদে হি নো দদির্যূথা গবামৃজুক্রতুঃ।
সং গৃভায় পুরূ শতোভয়াহস্ত্যা বসু শিশীহি রায় আ ভর ॥৭॥

সেই স্থির কর্মা প্রত্যেক হর্ষোচ্ছ্বাসের সময়ে আমাদের পশুর পাল দান করে থাকেন। তোমার উভয় হস্তে আমাদের জন্য বহু শত সংখ্যক (অসংখ্য) ধন সংগ্রহ কর, তুমি আমাদের তীক্ষ্ণতর অথবা উজ্জ্বলতর কর, আমাদের প্রতি ধন দান কর ॥৭॥

মাদয়স্ব সুতে সচা শবসে শূর রাধসে।
বিদ্মা হি ত্বা পুরূবসুমুপ কামান্ৎসসৃজ্মহে ঽথা নোঽবিতা ভব ॥৮॥

অভিষুত সোমের সঙ্গে তৃপ্ত হও, শক্তির জন্য হে বীরশ্রেষ্ঠ! উদার দানের জন্য, যেহেতু আমরা জানি তোমাকে, প্রভূত ধনের ঈশ্বরকে, তোমার প্রতি মনোবাসনাকে প্রেরণ করেছি, তাই আমাদের সহায়ক হও ॥৮॥

এতে ত ইন্দ্র জন্তবো বিশ্বং পুষ্যন্তি বার্যম্।
অন্তর্হি খ্যো জনানামর্যো বেদো অদাশুষাং তেষাং নো বেদ আ ভর ॥৯॥

এই মনুষ্যগণ ইন্দ্র, তোমার জন্য অভিপ্রেত সকল (বস্তু) লালন করে, প্রভুর মত যেহেতু তুমি শত্রুর যাগহীন ব্যক্তিদের সকল অধিকার জানতে পার, তাদের সকল সম্পদ আমাদের জন্য আহরণ কর ॥৯॥

(সূক্ত-৮২)

ইন্দ্র দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। পংক্তি, জগতী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

উপো ষু শৃণুহী গিরো মঘবন্ মাতথা ইব ।
যদা নঃ সূনৃতাবতঃ কর আদর্থযাস ইদ্ যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥১॥

আমাদের সমীপস্থ হয়ে এই স্তুতি শ্রবণ কর, হে মঘবন! নেতিবাচনকারীর মত নয়। যখন তুমি আমাদের তোমার ঔদার্যের অধিকারী কর তখনি তোমারও ইচ্ছা পূর্ণ হবে। (আমাদের কৃত স্তুতি লাভ করবে)। হে ইন্দ্র! তোমার অশ্বদ্বয় শীঘ্র (রথে) যোজনা কর ।।১।।

অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত ।
অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥২॥

তারা (যজমানগণ) ভোজন করেছে, এবং হৃষ্ট হয়েছে, নিজ প্রিয় (শরীরকে) প্রকম্পিত করেছে, স্বয়ং সমুজ্জ্বল ঋত্বিকগণ তাদের নূতনতম স্তুতি দ্বারা অথবা ধী দ্বারা স্তুতি করেছেন, হে ইন্দ্র! তোমার... কর ।।২।।

সুসংদৃশং ত্বা বয়ং মঘবন্ বন্দিষীমহি ।
প্র নূনং পূর্ণবন্ধুরঃ স্তুতো যাহি বশাঁ অনু যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥৩॥

হে মঘবন! সুন্দররূপ সম্পন্ন অথবা সুষ্ঠু দ্রষ্টা তোমাকে আমরা বন্দনা করি। প্রকৃষ্ট স্তুত হয়ে, ইদানীং ইচ্ছানুসারে, সম্পদপূর্ণ রথের দ্বারা আগমন কর... ইন্দ্র ... কর ।।৩।।

স ঘা তং বৃষণং রথমধি তিষ্ঠাতি গোবিদম্ ।
যঃ পাত্রং হারিযোজনং পূর্ণমিন্দ্র চিকেততি যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥৪॥

অবশ্যই (একমাত্র) সেই ইন্দ্র (কামাভি) বর্ষক, গোসম্পদ প্রাপক সেই রথে আরোহণ করেন, যিনি (সোমরসে) সম্যক পূর্ণ পাত্রের বিষয়ে জ্ঞাত আছেন। ইন্দ্র ... কর। ।।৪।।

টীকা— সায়ণ অনুবাদে বলেছেন হারি যোজনম এর অর্থ এই নামক ধানা মিশ্রিত সোমপূর্ণ পাত্র। ধানা= ভাজা যব। Jamison বলেন— 'হরিযোজনম্' অর্থ যে অনুষ্ঠানে হরিৎবর্ণ অশ্বদ্বয় যোজনা করা হয়।

যুক্তস্তে অস্তু দক্ষিণ উত সব্যঃ শতক্রতো ।
তেন জায়ামুপ প্রিয়াং মন্দানো যাহ্যন্ধসো যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥৫॥

হে শতক্রতু (কর্মকৃৎ) ইন্দ্র! তোমার দক্ষিণস্থ (অশ্ব) সংযুক্ত হোক, এবং বামস্থিত (অশ্বও)। তার (রথের) দ্বারা তোমার প্রিয়া পত্নীর অভিমুখে গমন কর। হে সোমরস পানে হর্ষোন্মত্ত ইন্দ্র! ... কর ।।৫।।

যুনজ্মি তে ব্রহ্মণা কেশিনা হরী উপ প্র যাহি দধিষে গভস্ত্যোঃ ।
উৎ ত্বা সুতাসো রভসা অমন্দিষুঃ পূষণ্বান্ বজ্রিন্ৎসমু পত্ন্যামদঃ ॥৬॥

কেশরযুক্ত সেই দুই হরিৎবর্ণ অশ্বকে এই ব্রহ্ম (পবিত্র স্তব) দ্বারা (রথে) সংযোজন করছি, প্রকৃষ্টভাবে গমন কর। তুমি দুই হাতে (রশ্মি) ধারণ কর। তোমাকে অভিষুত (নিবেষিত) তীব্র সোমরস তোমাকে উন্মাদনা দিয়েছে; হে বজ্রধারিন! পুষ্টি সম্পন্ন অথবা পূষণের সঙ্গি, পত্নীর সঙ্গে তুমি সম্যক তৃপ্ত হবে ।।৬।।

(সূক্ত-৮৩)

ইন্দ্র দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

অশ্বাবতি প্রথমো গোষু গচ্ছতি সুপ্রাবীরিন্দ্র মর্ত্যস্তবোতিভিঃ ।
তমিৎ পৃণক্ষি বসুনা ভবীয়সা সিন্ধুমাপো যথাভিতো বিচেতসঃ ॥১॥

সর্বশ্রেষ্ঠ সে হয়ে থাকে অশ্ব সমন্বিত, গাভী সমন্বিত (সম্পদে) তোমার সহায়তায়, হে ইন্দ্র! সেই মানুষ, যে সুষ্ঠু সম্পাদন করে (তার যজ্ঞকর্ম), তাকেই তুমি নানাবিধ প্রচুর ধনের দ্বারা পূর্ণ কর, যেমন জলরাশি, প্রকটরূপে লক্ষিত হয়ে সর্বদিক হতে সমুদ্রকে পূরণ করে ।।১।।

আপো ন দেবীরুপ যন্তি হোত্রিয়মবঃ পশ্যন্তি বিততং যথা রজঃ ।
প্রাচৈর্দেবাসঃ প্র ণয়ন্তি দেবযুং ব্রহ্মপ্রিয়ং জোষয়ন্তে বরা ইব ॥২॥

দেবীগণের মত্ত, জলধারা ও যেন হোতৃ সম্পর্কিত পাত্রের (চমসের) সন্নিকটে আসে তারা অধোমুখে অবলোকন করে (যেন) কতদূর সেই অন্তরিক্ষলোক বিস্তীর্ণ, দেবগণ দেবতাভিলাষী ব্যক্তিকে সম্মুখে প্রকৃষ্টভাবে চালনা করেন; (বিবাহে) বরের ন্যায় তাঁরা সেই ব্যক্তি বিষয়ে ব্রহ্ম (পবিত্র স্তোত্রের) মাধ্যমে সন্তুষ্ট (ব্যক্তির) মত আনন্দ লাভ করেন ।।২।।

অধি দ্বয়োরদধা উক্থ্যং বচো যতস্রুচা মিথুনা যা সপর্যতঃ ।
অসংযত্তো ব্রতে তে ক্ষেতি পুষ্যতি ভদ্রা শক্তির্যজমানায় সুন্বতে ।।৩।।

তুমি প্রশংসনীয় বচন সেই দুজনের প্রতি স্থাপন করেছ যে দম্পতি তোমাকে যজ্ঞে স্রুক্ উন্নীত করে পরিচর্যা করবে; অপ্রতিহত ভাবে সে তোমার শাসনে বাস করে, ঋদ্ধ হয় তোমার শক্তি সেই অভিষবনকারী যজমানের প্রতি কল্যাণ দান করে ।।৩।।

আদঙ্গিরাঃ প্রথমং দধিরে বয় ইদ্ধাগ্নয়ঃ শম্যা যে সুকৃত্যয়া ।
সর্বং পণেঃ সমবিন্দন্ত ভোজনমশ্বাবন্তং গোমন্তমা পশুং নরঃ ।।৪।।

অঙ্গিরসগণ যাঁরা (পূর্বে) শোভন কর্ম এবং যাগক্রিয়া দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন এবং প্রথম নিজেদের জন্য জীবনীশক্তি সংগ্রহ করেছিলেন, সেই নেতৃগণ একত্রে পাণিগণের সমস্ত ভোগ্য বস্তু অশ্বগাভীযুক্ত ধন জয় করেছিলেন ।।৪।।

যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমঃ পথস্ততে ততঃ সূর্যো ব্রতপা বেন আজনি ।
আ গা আজদুশনা কাব্যঃ সচা যমস্য জাতমমৃতং যজামহে ।।৫।।

যজ্ঞ সমূহের দ্বারা অথর্বন্ প্রথম পথকে বিস্তারিত করেন। অনন্তর কর্মপালক, রমণীয় সূর্য জন্ম নিলেন। উশনা কাব্য গাভীগুলিকে একত্রে অভিমুখে নিয়ে এলেন। আমরা যমের মরণরহিত জন্মকে হবিঃ দ্বারা পূজা করি ।।৫।।

বর্হির্বা যৎ স্বপত্যায় বৃজ্যতে ঽর্কো বা শ্লোকমাঘোষতে দিবি ।
গ্রাবা যত্র বদতি কারুরুক্থ্যস্তস্যেদিন্দ্রো অভিপিত্বেষু রণ্যতি ।।৬।।

যখন উত্তম সন্তানদের জন্য বর্হিঃ (কুশ) ছিন্ন করা হয়, অথবা স্বর্গের অভিমুখে স্তোত্র পাঠের প্রশংসা ধ্বনিত হয়, যখন (সবনের) গ্রাব (প্রস্তর ফলক), উক্থৎ শংসিতা কারুর মত শব্দ করে, সেই (যজ্ঞে) ইন্দ্র (প্রাপ্ত) হয়ে আনন্দিত হন ।।৬।।

(সূক্ত-৮৪)

ইন্দ্র দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। অনুষ্টুপ, উষ্ণিক্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-২০।

অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবা গহি। আ ত্বা পৃণক্ত্বিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ।।১।।

সোম অভিষবন করা হয়েছে, হে বলবত্তম ইন্দ্র! হে শত্রুক্ষয়কারী! এখানে আগমন কর। তোমাকে ইন্দ্রোচিত সামর্থ্য পরিপূর্ণ করুক যেমন সূর্য কিরণজাল দ্বারা অন্তরিক্ষকে পূর্ণ করে ।।১।।

ইন্দ্রমিদ্ধরী বহতো ঽপ্রতিধৃষ্টশবসম্। ঋষীণাং চ স্তুতীরুপ যজ্ঞং চ মানুষাণাম্ ।।২।।

হরিৎবর্ণ দুটি অশ্ব অদম্য বলশালী ইন্দ্রকে বহন করে আসে ঋষিগণের প্রার্থনার আর মনুর সন্তানগণের যজ্ঞের অভিমুখে ।।২।।

আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্ রথং যুক্তা তে ব্রহ্মণা হরী। অর্বাচীনং সু তে মনো গ্রাবা কৃণোতু বগ্নুনা ।।৩।।

হে বৃত্রহন্তা! রথে আরোহণ কর, স্তোত্র সহকারে তোমার কপিশ অশ্ব দুটি রথে সংযোজিত হয়েছে, (অভিষবের) প্রস্তর ফলক যেন তার (কৃত) শব্দের দ্বারা তোমার চিত্তকে আমাদের অভিমুখী করতে পারে ।।৩।।

টীকা—বগ্নুনা—কণ্ঠস্বর দ্বারা এখানে সোম সবনের কাজে ব্যবহৃত পাথরের আওয়াজ।

ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্যং মদম্। শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ ধারা ঋতস্য সাদনে ।।৪।।

হে ইন্দ্র! এই অভিভূত সোম, যা শ্রেষ্ঠ, মৃত্যু বিনাশী এবং আনন্দকর, তা পান কর। তোমার প্রতি এই উজ্জ্বল (সোমের) ধারা, সত্যনীতির আসনের অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে ।।৪।।

ইন্দ্রায় নূনমর্চতোক্থানি চ ব্রবীতন। সুতা অমৎসুরিন্দবো জ্যেষ্ঠং নমস্যতা সহঃ ।।৫।।

ইন্দ্রকে শীঘ্র অর্চনা কর এবং ভাবগম্ভীর স্তোত্র সকল পাঠ কর। অভিষুত (সোম) বিন্দু সকল তাঁকে উৎফুল্ল করেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ বলবত্তাকে প্রণাম জানাও ।।৫।।

নকিষ্টদ্ রথীতরো হরী যদিন্দ্র যচ্ছসে। নকিষ্ট্বানু মজ্‌মনা নকিঃ স্বশ্ব আনশে ॥৬॥

তোমার অপেক্ষা কুশলতর রথী কেউ নেই ইন্দ্র, যখন তুমি কপিশ বর্ণ হরী (অশ্বদ্বয়)কে সংযুক্ত কর, তোমার মাহাত্ম্যকে অতিক্রম করে এমন কেউ নেই, শোভন অশ্ব সমন্বিত অন্য কেউ (তোমার সাযুজ্য) প্রাপ্ত হয় না ।।৬।।

য এক ইদ্ বিদযতে বসু মর্তায দাশুষে। ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ ॥৭॥

যিনি একাকী, (হবিঃ) দানকারী মরণধর্মী মানুষকে ধন বিভাগ করেন, সেই অপ্রতিহত শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী, অবশ্যই ইন্দ্র ।।৭।।

কদা মর্তমরাধসং পদা ক্ষুম্পমিব স্ফুরৎ। কদা নঃ শুশ্রবদ্ গির ইন্দ্রো অঙ্গ ॥৮॥

কখন তিনি অনুদার যাগহীন মরণশীলকে পদাঘাতে (অবাঞ্ছিত) ছত্রাকের (আগাছার) মত (দূরে) নিক্ষেপ করবেন? কখন আমাদের স্তুতি ইন্দ্র ক্ষিপ্র ভাবে শ্রবণ করবেন? ।।৮।।

যশ্চিদ্ধি ত্বা বহুভ্য আ সুতাবাঁ আবিবাসতি। উগ্রং তৎ পত্যতে শব ইন্দ্রো অঙ্গ ॥৯॥

অনেকের মধ্যে যিনি সোমরস সবন করেছেন (তিনি) তোমাকে এখানে পরিচর্যা করতে চান, সেই ইন্দ্র শীঘ্র অতি ঘোর শক্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন ।।৯।।

স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধ্বঃ পিবন্তি গৌর্যঃ।
যা ইন্দ্রেণ সযাবরীর্বৃষ্ণা মদন্তি শোভসে বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥১০॥

উজ্জ্বলবর্ণা গাভীগুলি এইভাবে পরিকীর্ণ স্বাদু (সোম) রসকে পান করে, যারা সৌন্দর্যের জন্য, শক্তিমান ইন্দ্রের সাহচর্যে হৃষ্ট হয়, যারা উত্তমজনেরা (তাঁর) স্বাধীন রাজকীয়তার অনুকূলে (আনন্দিত হয়) ।।১০।।

তা অস্য পৃশনায়ুবঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ।
প্রিয়া ইন্দ্রস্য ধেনবো বজ্রং হিন্বন্তি সাযকং বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥১১॥

সেই সকল বিচিত্রবর্ণা (গাভী) স্পর্শের জন্য আকুল হয়ে তাঁর জন্য সোম মিশ্রণও করে। ইন্দ্রের প্রিয় ধেনুগুলি (তাঁর) বজ্রকে মৃত্যুদায়ক অস্ত্রকে, প্রেরণ করে, উত্তমজনেরা (তাঁর) ... হয় ।।১১।।

তা অস্য নমসা সহঃ সপর্যন্তি প্রচেতসঃ।
ব্রতান্যস্য সশ্চিরে পুরূণি পূর্বচিত্তয়ে বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥১২॥

দূরদর্শী জ্ঞানীরা, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর শক্তির পরিচর্যা করেন। তাঁর বহু নির্দিষ্ট কর্ম অনুকরণ করেন, সম্যক প্রাধান্য লাভের জন্য, উত্তমজনেরা ... হয় ।।১২।।

ইন্দ্রো দধীচো[১] অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীর্নব ॥১৩॥

অদম্য ইন্দ্র দধীচির অস্থিসমূহের সাহায্যে বৃত্রকে ধ্বস্ত করেছিলেন, নবতি নব বাধাকে (অতিক্রম করেছিলেন) ।।১৩।।

১. দধীচঃ/দধীচি— পৌরাণিক ঋষি- যাঁর অস্থি দিয়ে ইন্দ্র বজ্র নির্মাণ করেন।

ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্বতেষ্বপশ্রিতম্। তদ্ বিদচ্ছর্যণাবতি ॥১৪॥*

অশ্বের যে (তিনি) অনুসন্ধান করছিলেন তা পর্বত সমূহের মধ্যে অপগত হয়েছিল, তিনি শর্যণাবতি (নাম সরোবরে) জানতে পারলেন (সেটি অবস্থিত) ।।১৪।।

* শর্যনার্বতি— jamison অনুবাদ করেছেন— তিনি জানতে পারলেন—'শরপূর্ণ (সরোবরে) তা অবস্থিত।

অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্। ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ॥১৫॥

অতঃপর সেই সময়ে তারা ত্বষ্টার গাভীর গোপনীয় নাম অবগত হল, যা চন্দ্রমার পরিমণ্ডলে (বিদ্যমান ছিল) ।।১৫।।

টীকা—এখানে Wilson সায়ণের অনুকরণে অনুবাদ করেছেন, 'তাঁরা (সূর্যকিরণ সমূহ) এই ত্বষ্টার যে আলোক বিচরণরত চন্দ্রের মণ্ডলে লুকানো ছিল তাকে খুঁজে পেলেন।'—ত্বষ্টার গাভী বলতে সম্ভবতঃ সূর্য— Griffith.

সায়ণ— অনীচ্য=রাত্রিকালে অন্তর্হিত সূর্যের আলো।

কো অদ্য যুঙ্‌ক্তে ধুরি গা ঋতস্য শিমীবতো ভামিনো দুর্হৃণায়ূন্।
আসন্নিষূন্ হৃৎস্বসো ময়োভূন্ য এষাং ভৃত্যামৃণধৎ স জীবাৎ ॥১৬॥

আজ নিয়মের অথবা সত্যের (রথে) অক্ষদণ্ডে কে শক্তিমান, তেজোদীপ্ত এবং দুর্দম স্বভাবের গাভীগুলিকে সংযুক্ত করবে? তাদের মুখে (উদ্যত) বাণ সজ্জিত, হৃদয়ভেদী কিন্তু মঙ্গলদায়ী, তাদের আনয়ন করতে যে সক্ষম হবে সে জীবন উপভোগ করবে ।।১৬।।

ক ঈষতে তুজ্যতে কো বিভায় কো মংসতে সন্তমিন্দ্রং কো অন্তি ।
কস্তোকায় ক ইভাযোত রায়ে হধি ব্রবৎ তন্বে কো জনায় ।।১৭।।

(শত্রুর ভয়ে)কে অপসৃত হয়, কে বা বাধাপ্রাপ্ত করে? কে ভীত হয়? কে ইন্দ্রের দিব্য অস্তিত্বকে জানে? কে (ইন্দ্রকে) নিকটেস্থিত (রূপে জানে)? কে পুত্রের জন্য প্রার্থনা করবেন? কে তাঁর সংসার, সম্পদ, ও নিজ শরীর এবং পরিজনের জন্য বলবেন? ।।১৭।।

কো অগ্নিমীট্টে হবিষা ঘৃতেন স্রুচা যজাতা ঋতুভির্ধ্রুবেভিঃ ।
কস্মৈ দেবা আ বহনাশু হোম কো মংসতে বীতিহোত্রঃ সুদেবঃ ।।১৮।।

কে হবিঃ ও ঘৃত সহযোগে অগ্নিকে সশ্রদ্ধ আবাহন করেন? নিশ্চয়ীকৃত (যজ্ঞ) বিহিত বিধান অনুসারে কে স্রুক্ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করবেন (কে?) কার জন্য দেবগণ ক্ষিপ্রভাবে এখানে আহুতি বহন করবেন? কোন যজমান, তিনি সম্যক হবন করেছেন, দেবগণের অনুগৃহীত হয়ে তাঁকে সম্যক অবগত আছেন? ।।১৮।।

ত্বমঙ্গ প্র শংসিষো দেবঃ শবিষ্ঠ মর্ত্যম্ ।
ন ত্বদন্যো মঘবন্নস্তি মর্ডিতেন্দ্র ব্রবীমি তে বচঃ ।।১৯।।

ওহে বলবত্তম! একজন দেবতা (হয়েও) তুমি অবশ্যই আন্তরিকভাবে মরণধর্মী (মানুষকে) প্রশংসা করবে; মঘবন তুমি ভিন্ন অপর কোন সুখদায়ী নেই, ইন্দ্র আমার এই সকল বক্তব্য তোমাকেই বলি ।।১৯।।

মা তে রাধাংসি মা ত উতয়ো বসো হস্মান্ কদা চনা দভন্ ।
বিশ্বা চ ন উপমিমীহি মানুষ বসূনি চর্ষণিভ্য আ ।।২০।।

তোমার সুপ্রচুর দান, তোমার সহায়তা, হে উত্তম প্রভু! আমাদের কখনো যেন না বঞ্চনা করে, এবং হে মানবের (হিতকারী)! আমাদের জন্য সকল মানুষের বসতি থেকে আগত সর্ব সম্পদ আহরণ কর ।।২০।।

অনুবাক-১৪

(সূক্ত-৮৫)

মরুৎগণ দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১২।

প্র যে শুম্ভন্তে জনয়ো ন সপ্তয়ো যামন্ রুদ্রস্য সূনবঃ সুদংসসঃ ।
রোদসী হি মরুতশ্চক্রিরে বৃধে মদন্তি বীরা বিদথেষু ঘৃষ্বয়ঃ ।।১।।

যে মরুৎগণ গমনপথে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন রমণীগণের মত, সেই একত্রে দ্রুত বিচরণশীল রুদ্র পুত্রগণ বিস্ময়কর শক্তির অধিকারী অথবা শোভন কর্মকারী; এঁরাই দ্যাবাপৃথিবীকে বর্ধিত করেছেন, এই বীরগণ দুর্ধর্ষ, তাঁরা যজ্ঞ সমূহে আনন্দিত হন ।।১।।

ত উক্ষিতাসো মহিমানমাশত দিবি রুদ্রাসো অধি চক্রিরে সদঃ ।
অর্চন্তো অর্কং জনয়ন্ত ইন্দ্রিয়মধি শ্রিয়ো দধিরে পৃশ্নিমাতরঃ ।।২।।

জন্মলাভের পরে তাঁরা মহনীয়তা অর্জন করেছিলেন, স্বর্গে সেই রুদ্রীয়গণ বাসস্থান অধিকার করেছিলেন, স্তুতি পাঠ করে, ইন্দ্রের বীরত্ব উৎপাদন করে সেই পৃশ্নিপুত্রগণ স্বকীয় ঐশ্বর্য অধিকভাবে ধারণ করেছিলেন ।।২।।

টীকা— পৃশ্নি মাতরঃ — মরুৎগণের বিশেষণ— পৃশ্নি-নানারূপা ভূমি, তাঁর পুত্রগণ।

গোমাতরো যচ্ছুভয়ন্তে অঞ্জিভিস্তনূষু শুভ্রা দধিরে বিরুক্মতঃ।
বাধন্তে বিশ্বমভিমাতিনমপ বর্ত্মান্যেষামনু রীয়তে ঘৃতম্ ।।৩।।

যখন গাভীর সন্তানগণ (মরুৎ) উজ্জ্বল আবরণে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন এবং জ্যোতির্ময় হয়ে (নিজেদের) শরীরে দীপ্তিময় (স্বর্ণালংকার) ধারণ করেন তাঁরা সকল প্রতিস্পর্ধীকে অপসারিত করেন এবং তাদের পথের অনুসরণে ঘৃত (জীবনদায়ী জলধারা) ক্ষরিত হয় ।।৩।।

টীকা— গাভীর সন্তান – গোরূপা ভূমির পুত্রগণ।

বি যে ভ্রাজন্তে সুমখাস ঋষ্টিভিঃ প্রচ্যাবয়ন্তো অচ্যুতা চিদোজসা ।
মনোজুবো যন্মরুতো রথেষ্বা বৃষব্রাতাসঃ পৃষতীরযুগ্ধ্বম্ ।।৪।।

যখন সেই শোভন যোদ্ধাগণ যাঁরা স্ব স্ব অস্ত্র দ্বারা বিশেষভাবে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন, তাঁদের শক্তিমত্তা দ্বারা এমনকী স্থাবর পদার্থকেও প্রকম্পিত করেন, যখন হে মরুৎগণ! বর্ষণের প্রেরকবৃন্দ রূপে তোমাদের রথে মনোগতিসম্পন্না বিচিত্র বর্ণা হরিণীদের সংযুক্ত করেছ ।।৪।।

প্র যদ্ রথেষু পৃষতীরযুগ্ধ্বং বাজে অদ্রিং মরুতো রংহয়ন্তঃ ।
উতারুষস্য বি ষ্যন্তি ধারাশ্চর্মেবোদভির্ব্যুন্দন্তি ভূম ।।৫।।

যখন তোমাদের রথে বিচিত্রা হরিণীগুলিকে সংযোজন করেছ, ধন অথবা অন্ন(প্রাপ্তির) সংঘর্ষে, হে মরুৎগণ! প্রস্তর খণ্ডকে দ্রুত প্রেরণ করেছ, তখন রক্তাভ (মেঘের) বারি ধারা বর্ষণ করেছে এবং চর্মের মত পৃথিবীতলকে জলপ্রবাহে সিঞ্চিত করেছে ।।৫।।

আ বো বহন্তু সপ্তয়ো রঘুষ্যদো রঘুপত্বানঃ প্র জিগাত বাহুভিঃ ।
সীদতা বর্হিরুরু বঃ সদস্কৃতং মাদয়ধ্বং মরুতো মধ্বো অন্ধসঃ ।।৬।।

যেন তোমাদের দ্রুত-সঞ্চারী বাহনগুলি এই অভিমুখে বহন করে আনয়ন করে। (তোমাদের) হস্তগুলি দ্বারা শীঘ্রগতিতে তোমরা প্রকৃষ্টভাবে গমন কর। বহিরাসনে উপবেশন কর; তোমাদের জন্য হে মরুৎগণ! বিস্তৃত স্থান প্রস্তুত হয়েছে। তোমরা আনন্দ উপভোগ কর সুমিষ্ট খাদ্যের (আস্বাদন দ্বারা) ।।৬।।

তেঽবর্ধন্ত স্বতবসো মহিত্বনা নাকং তস্থুরুরু চক্রিরে সদঃ ।
বিষ্ণুর্যদ্ধাবদ্ বৃষণং মদচ্যুতং বয়ো ন সীদন্নধি বর্হিষি প্রিয়ে ।।৭।।

তাঁরা সেই স্বয়ংশক্তিমান মরুৎগণ নিজ মহনীয়তাবশতঃ বলবত্তর বা বর্ধিত হয়েছিলেন। তাঁরা স্বর্গে অধিষ্ঠান করেছিলেন, (নিজেদের) আসনকে বিস্তারিত করেছিলেন। বিষ্ণু যখন হর্ষোন্মত্ত, (অভীষ্ট) বর্ষণকারী (সোমকে) সাহায্য করেছিলেন, পাখির মত (মরুৎগণ) প্রীতিকর পবিত্র বর্হিঃতে বসেছিলেন ।।৭।।

শূরা ইবেদ্ যুযুধয়ো ন জগ্ময়ঃ শ্রবস্যবো ন পৃতনাসু যেতিরে ।
ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনা মরুদ্ভ্যো রাজান ইব ত্বেষসংদৃশো নরঃ ।।৮।।

যুদ্ধাভিলাষী বীরগণের মত, শীঘ্রগামী মরুৎগণ যুদ্ধে যশোপ্রার্থী (পুরুষগণের) মত সংগ্রামসমূহে ব্যাপ্ত হয়ে থাকেন। সকল প্রাণিকুল মরুৎগণের ভয়ে ভীত—তাঁরা নরশ্রেষ্ঠ, রাজগণের ন্যায় সমুজ্জ্বল দর্শন ।।৮।।

ত্বষ্টা যদ্ বজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহস্রভৃষ্টিং স্বপা অবর্তয়ৎ ।
ধত্ত ইন্দ্রো নর্যপাংসি কর্তবে ঽহন্ বৃত্রং নিরপামৌব্জদর্ণবম্ ।।৯।।

যখন দক্ষশিল্পী ত্বষ্টা সহস্রশল্য সমন্বিত, শোভনভাবে নির্মিত স্বর্ণময় বজ্রকে প্রত্যাবৃত্ত করেছিল, তখন ইন্দ্র একে ধারণ করেছিলেন মানব সম্পর্কিত/বীরোচিত কাজ করার জন্য; বৃত্রকে হত্যা করেছিলেন ও জলরাশিকে মুক্ত করেছিলেন ।।৯।।

উর্ধ্বং নুনুদ্রেঽবতং ত ওজসা দাদৃহাণং চিদ্ বিভিদুর্বি পর্বতম্ ।
ধমন্তো বাণং মরুতঃ সুদানবো মদে সোমস্য রণ্যানি চক্রিরে ।।১০।।

তাঁরা সবলে কূপকে উর্ধ্বে উৎখাত করেছিলেন, দৃঢ়মূল হলেও পর্বতকে নিশ্চিতভাবে বিদারণ করেছিলেন; শোভনদানকারী মরুৎগণ, সোম পানজনিত মত্ততায়, যেন বাণকে (বীণাবিশেষ) বাজানোর ছলে তাদের যশোবর্ধক কাজগুলি করেন ।।১০।।

জিহ্মং নুনুদ্রেঽবতং তয়া দিশাসিঞ্চন্নুৎসং গোতমায় তৃষ্ণজে ।
আ গচ্ছন্তীমবসা চিত্রভানবঃ কামং বিপ্রস্য তর্পয়ন্ত ধামভিঃ ।।১১।।

তাঁরা উদ্ধৃত কূপকে তির্যক্ ভঙ্গিতে সেইদিকে প্রেরণ করেছিলেন, তৃষ্ণার্ত গোতমের জন্য জলের প্রস্রবণ ক্ষরিত করেছিলেন; উজ্জ্বল দীপ্তিমান (তাঁরা) সাহায্যের সঙ্গে তাঁর নিকটে এখানে এসেছিলেন। তাঁরা (সেই) কবির আকাঙ্ক্ষা স্বকীয় তেজে/গুণে তৃপ্ত করেন ।।১১।।

যা বঃ শর্ম শশমানায় সন্তি ত্রিধাতূনি দাশুষে যচ্ছতাধি ।
অস্মভ্যং তানি মরুতো বি যন্ত রয়িং নো ধত্ত বৃষণঃ সুবীরম্ ।।১২।।*

স্তোতার জন্য তোমাদের (প্রদত্ত) যে আশ্রয় হবিঃ দানকারী (যজমানের) জন্য তার তিনগুণ অধিক (দান কর); হে মরুৎগণ আমাদের প্রতি (সেই আশ্রয়) প্রসারিত কর, হে বর্ষিতৃগণ, শোভন বীরসমন্বিত ধন আমাদের দান কর ।।১২।।

* সায়ণ- সুবীর= সুপুত্র।

(সূক্ত-৮৬)

মরুৎগণ দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে পাথা দিবো বিমহসঃ। স সুগোপাতমো জনঃ॥১॥

হে মরুৎগণ! বিশিষ্ট তেজসম্পন্ন তোমরা যে (যজমানের) বাসগৃহে স্বর্গ হতে শরণ দাও সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ সুরক্ষিত ।।১।।

যজ্ঞৈর্বা যজ্ঞবাহসো বিপ্রস্য বা মতীনাম্। মরুতঃ শৃণুতা হবম্॥২॥

যার যজ্ঞসমূহ দ্বারা (তোমরা আহূত), হে যজ্ঞ দ্বারা বাহিত দেবগণ অথবা যে মেধাবী কবিগণের স্তুতিসকল দ্বারা (আহূত) হে মরুৎগণ (তার)! এই আহ্বান শ্রবণ কর ।।২।।

উত বা যস্য বাজিনো ঽনু বিপ্রমতক্ষত। স গন্তা গোমতি ব্রজে॥৩॥

যে বল/অন্নপ্রার্থীর (যজমানের) জন্য (তোমরা) কবির অনুকরণে (স্তুতি) নির্মাণ ঋষিকে করেছ সেই (যজমান) গবাদি-সমৃদ্ধ কোনও গোষ্ঠে গমন করে ।।৩।।

অস্য বীরস্য বর্হিষি সুতঃ সোমো দিবিষ্টিষু। উক্‌থং মদশ্চ শস্যতে॥৪॥

এই বীরের (জন্য) দিবসকালে (প্রাতঃ) সাধ্যে যাগসমূহে কুশের উপর সোম সবন করা হয়, প্রশস্তি এবং আনন্দদায়ক (স্তুতি) উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা হয় ।।৪।।

টীকা— সায়ণ ব্যাখ্যা করেছেন উকথ্য অর্থাৎ মরুৎগণের শস্ত্র এবং মদঃ অর্থে-মদি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত মরুৎ গণ বিষয়ক নিবিৎ বা স্তোত্র।

অস্য শ্রোষন্ত্বা ভুবো বিশ্বা যশ্চর্ষণীরভি। সূরং চিৎ সস্রুষীরিষঃ॥৫॥

তাঁর (কৃত স্তুতি) আনুকূল্যবশত জগৎ শ্রবণ করুক, যিনি সকল মনুষ্যকে অভিভূত করেন। যে- শক্তি সূর্য পর্যন্ত প্রাপ্ত হতে পারে (সেই শক্তি) তাঁর (প্রাপ্ত হোক) ।।৫।।

পূর্বীভির্হি দদাশিম শরদ্ভির্মরুতো বয়ম্। অবোভিশ্চর্ষণীনাম্॥৬॥

বহু শরৎ ঋতু (সংবৎসরকালে) 'হে মরুৎগণ'! মানুষগণের সহায়তায় হবিঃ নিবেদন করেছি আমরা ।।৬।।

সুভগঃ স প্রযজ্যবো মরুতো অস্তু মর্ত্যঃ। যস্য প্রয়াংসি পর্ষথ॥৭॥

হে শ্রেষ্ঠ যজনীয় মরুৎগণ! সেই মানব সৌভাগ্যবান বা সুষ্ঠু অংশভাগী হয় যার প্রকৃষ্ট হবিঃ তোমরা স্বীকার কর ।।৭।।

শশমানস্য বা নরঃ স্বেদস্য সত্যশবসঃ। বিদা কামস্য বেনতঃ॥৮॥

হে প্রকৃত বলশালিগণ, শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ! যে তোমাদের স্তুতি করে তার ঘর্মের (শ্রমের) কথা তোমরা জান। এবং যে অভিলাষী তার অভিলাষও জান (পূরণ কর) ।।৮।।

যূয়ং তৎ সত্যশবস আবিষ্কর্ত মহিত্বনা। বিধ্যতা বিদ্যুতা রক্ষঃ॥৯॥

তোমরা প্রকৃতবলাধিকারী, তোমাদের মাহাত্ম্যের দ্বারা সেই (শক্তির) প্রকাশ কর, বিদ্যুতের (বজ্রের) দ্বারা রাক্ষসকে বিনাশ কর ।।৯।।

গূহতা গুহ্যং তমো বি যাত বিশ্বমত্রিণম্। জ্যোতিষ্কর্তা যদুশ্মসি॥১০॥

এই ঘোর বা গুহাস্থিত অন্ধকার সংবরণ কর। সকল আগ্রাসী (রাক্ষসকে) বিতাড়ন কর। যে-আলোক কামনা করি (তা) সৃষ্টি কর ।।১০।।

(সূক্ত-৮৭)

মরুৎগণ দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

প্রত্বক্ষসঃ প্রতবসো বিরপ্শিনো ঽনানতা অবিথুরা ঋজীষিণঃ ।
জুষ্টতমাসো নৃতমাসো অঞ্জিভির্ব্যানজ্রে কে চিদুস্রা ইব স্তৃভিঃ ॥১॥

ক্ষমতা ও পরাক্রম প্রকট করে, প্রাচুর্য-সমন্বিত, সমুন্নত, অবিচলিত, দুর্বার, যাঁরা সর্বাধিক উৎফুল্ল এবং শ্রেষ্ঠ নেতাস্বরূপ (তাঁরা) আভরণ দ্বারা নিজেদের (রূপকে) সজ্জিত করেছেন, যেমন কোনও কোনও রক্তিম (উষা) নক্ষত্র দ্বারা (সাজেন) ।।১।।

উপহ্বরেষু যদচিধ্বং যয়িং বয় ইব মরুতঃ কেন চিৎ পথা ।
শ্চোতন্তি কোশা উপ বো রথেষ্বা ঘৃতমুক্ষতা মধুবর্ণমর্চতে ॥২॥

হে মরুৎগণ! গন্তব্য পথে আকাশের (গাত্রে) যখন চলমান মেঘসমূহকে (বর্ষণের) উপযুক্ত স্তূপীকৃত কর (তখন মনে হয়) পাখির মতো কোন এক পথ দিয়ে (গমন করছ)। মেঘগুলি সর্বত্র তোমাদের রথের উপরে বৃষ্টি সম্পাত (করে)। (তোমাদের প্রতি) স্তুতিরতকে (যজমান) মধু বর্ণের ঘৃত (জল) দ্বারা পূজা সেচন কর। অথবা যখন, হে মরুৎগণ! তোমরা যাত্রা বিষয়ে মনস্থির কর (তখন......গমন করছ) ।।২।।

প্রৈষামজ্মেষু বিথুরেব রেজতে ভূমির্যামেষু যদ্ধ যুঞ্জতে শুভে ।
তে ক্রীলয়ো ধুনয়ো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ স্বয়ং মহিত্বং পনয়ন্ত ধূতয়ঃ ।।৩।।

এই উৎক্ষেপের (অভিঘাতে) (তাদের) গমন পথে পথে পৃথিবী যেন স্খলিতপদা অথবা আলম্বনহীনা হয়ে সম্যক কম্পিতা হয়, যখন তারা শোভার অথবা বিজয়ের জন্য সংযুক্ত হয়। তারা বিহারশীল, উচ্চরবকারী, উজ্জ্বল অস্ত্রে সজ্জিত, প্রকম্পন সৃষ্টি করেন, নিজেদের শক্তিমত্তার প্রশংসা করেন ।।৩।।

স হি স্বসৃৎ পৃষদশ্বো যুবা গণো ঽয়া ঈশানস্তবিষীভিরাবৃতঃ ।
অসি সত্য ঋণযাবানেদ্যো ঽস্যা ধিয়ঃ প্রবিতাথা বৃষা গণঃ ।।৪।।

(মরুৎগণ) স্বয়ং বিচরণশীল, সেই নবীন (দেব) গোষ্ঠী বিচিত্রিত অশ্বের অধিপতি, এই সর্বজগতের প্রভু, সামর্থ্য ও শক্তি সমন্বিত। তোমরা সত্যসন্ধ অনিন্দ্য, ঋণমোচক (ধনদাতা), এই সুমতির প্রবর্ধক, অতএব তোমরা প্রার্থনা-পূরক (দেব) গোষ্ঠী ।।৪।।

পিতুঃ প্রত্নস্য জন্মনা বদামসি সোমস্য জিহ্বা প্র জিগাতি চক্ষসা ।
যদীমিন্দ্রং শম্যৃক্বাণ আশতাদিন্নামানি যজ্ঞিয়ানি দধিরে ।।৫।।

প্রাচীন পূর্বপুরুষ (গণের) বংশপরম্পরা হেতু আমরা বলছি; আমাদের জিহ্বা (স্তুতি) যখন সোমকে প্রত্যক্ষ করে তখন (মরুৎগণের প্রতি) প্রকৃষ্টভাবে গমন করে। যখন এই ইন্দ্রকে, তাঁরা স্তুতি সাহায্য করতে করতে যুদ্ধকর্মে সংযুক্ত হয়েছিলেন কেবলমাত্র তখনি তাঁরা (মরুৎগণ) তাঁদের যজ্ঞের (স্তুতিযোগ্য) উপযুক্ত নামসকল লাভ করেছিলেন ।।৫।।

শ্রিয়সে কং ভানুভিঃ সং মিমিক্ষিরে তে রশ্মিভিস্ত ঋক্বভিঃ সুখাদয়ঃ ।
তে বাশীমন্ত ইষ্মিণো অভীরবো বিদ্রে প্রিয়স্য মারুতস্য ধাম্নঃ ।।৬।।

সৌন্দর্যের জন্য তাঁরা উজ্জ্বল সূর্যকিরণের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেছিলেন—রশ্মিজালের সঙ্গে, স্তুতিমানগণের সঙ্গে, তাঁরা সুন্দর নক্ষত্রখচিত, (পোশাক পরিহিত); তরবারি সজ্জিত, দুর্দম এবং নির্ভীক, তাঁরা মরুৎগণের স্বকীয় প্রিয় স্বভাব অবগত আছেন।

সায়ণ এবং Wilson– সূর্যকিরণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরা স্বেচ্ছায় বর্ষণ করেছেন স্মৃতির জন্য এবং ঋত্বিকগণের স্তুতিতে প্রীত হয়ে (হব্য) গ্রহণ করেছেন।......ইত্যাদি ।।৬।।

(সূক্ত-৮৮)

মরুদ্গণ দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। প্রস্তারপংক্তি,
ত্রিষ্টুপ্ বিরাড় রূপা ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

আ বিদ্যুন্মদ্ভির্মরুতঃ স্বর্কৈ রথেভির্যাত ঋষ্টিমদ্ভিরশ্বপর্ণৈঃ ।
আ বর্ষিষ্ঠয়া ন ইষা বয়ো ন পপ্তুতা সুমায়াঃ ।।১।।

হে মরুৎগণ! এই অভিমুখে আগমন কর। তোমাদের বিদ্যুৎ শোভিত রথগুলি চালনা করে যেগুলি মধুরস্তুতি অথবা সুষ্ঠু গতিযুক্ত, অস্ত্রসজ্জিত এবং অশ্ব যাদের পক্ষ; এখানে পাখিদের মতো উৎপতিত হও, হে শোভন সামর্থ্যযুক্ত, আমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য(দাও) ।।১।।

তেঽরুণেভির্বরমা পিশঙ্গৈঃ শুভে কং যান্তি রথতূর্ভিরশ্বৈঃ ।
রুক্মো ন চিত্রঃ স্বধিতীবান্ পব্যা রথস্য জঙ্ঘনন্ত ভূম ।।২।।

তাঁরা লোহিত এবং পিঙ্গল (উভয়) বর্ণের দ্রুত রথবাহী অশ্বগণ দ্বারা স্বচ্ছন্দে আগমন করেন শোভা সম্পাদনের জন্য, কুঠার অথবা বজ্রযুক্ত মরুৎগণ স্বর্ণের মতো (দীপ্ত ও) দর্শনযোগ্য। রথচক্রের নেমি দ্বারা বারংবার ভূমিতলকে (তারা) আঘাত করছে ।।২।।

শ্রিয়ে কং বো অধি তনূষু বাশীর্মেধা বনা ন কৃণবন্ত ঊর্ধ্বা ।
যুষ্মভ্যং কং মরুতঃ সুজাতাস্তুবিদ্যুম্নাসো ধনয়ন্তে অদ্রিম্ ।।৩।।

ঐশ্বর্য (ধারণের) জন্য তোমাদের শরীরে অস্ত্র সজ্জিত আছে। (ঋজু) বনানীর ন্যায় (কবিদের) অনুপ্রেরিত স্তুতিকে ঊর্ধ্বমুখী করা হয় তোমাদের জন্য, হে সুষ্ঠুভাবেজাত মরুৎগণ! প্রভূত দীপ্তি অথবা ধনের অধিকারী (মরুৎগণ) প্রস্তর খণ্ডের প্রতি দ্রুত ধাবন করেন ।।৩।।

অহানি গৃধ্রাঃ পর্যা ব আগুরিমাং ধিয়ং বার্কার্যাং চ দেবীম্ ।
ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো গোতমাসো অর্কৈরূর্ধ্বং নুনুদ্র উৎসধিং পিবধ্যৈ ॥৪॥

তোমাদের জন্য দিনগুলি যেন শকুনির (মতো) এই জলদ্বারা সাধ্য এই দ্যোতনশীল স্তুতিকে এবং অর্চনাকে ঘিরে অভিমুখে আবর্তিত হয়েছে (চলে গেছে এবং আবার ফিরে এসেছে)। গোতম গোত্রীয় ঋষিগণ পবিত্র মন্ত্র (উচ্চারণ) করতে করতে, স্তুতি দ্বারা উর্দ্ধে কূপকে ঋজু উত্থিত করেছেন জলপানের জন্য ।।৪।।

এতৎ ত্যন্ন যোজনমচেতি সস্বর্হ যন্মরুতো গোতমো বঃ।
পশ্যন্ হিরণ্যচক্রানয়োদংষ্ট্রান্ বিধাবতো বরাহূন্ ॥৫॥

ইতিপূর্বে এই স্তোত্রের ন্যায় অপর কোনও (স্তোত্র) পরিজ্ঞাত ছিল না, যা তোমাদের জন্য গোতম পাঠ করেছেন। হে মরুৎগণ! সুবর্ণচক্র (রথে) (যখন) তোমাদের লৌহদংষ্ট্রাযুক্ত ধাবমান বন্য বরাহের মতো দর্শন করেছেন (স্তোত্র রচনা করেছেন) ।।৫।।

টীকা— সায়ণ 'বরাহূন্' অর্থ বলেছেন উৎকৃষ্ট শত্রু হননকারী।

এষা স্যা বো মরুতোঽনুভর্ত্রী প্রতি ষ্টোভতি বাঘতো ন বাণী ।
অস্তোভয়দ্ বৃথাসামনু স্বধাং গভস্ত্যোঃ ॥৬॥

এই সেই স্তুতি, হে মরুৎগণ! যা তোমাদের প্রতি প্রত্যুত্তররূপে ধ্বনিত হয় যেন স্তোতার কণ্ঠস্বর। অনায়াসে এই সকল দ্বারা শব্দময় করা হয় (যেমন) উভয় হস্তে আহুতিকে স্থাপনা করা হয় ।।৬।।

(সূক্ত-৮৯)

বিশ্বদেবগণ দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। জগতী বিরাট্ স্থান, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।
ঋক সংখ্যা-১০।

আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতো ঽদব্ধাসো অপরীতাস উদ্ভিদঃ ।
দেবা নো যথা সদমিদ্ বৃধে অসন্নপ্রায়ুবো রক্ষিতারো দিবেদিবে ॥১॥

সর্বদিক হতে কল্যাণকর মতি অথবা শক্তি আমাদের অভিমুখে আগমন করুক—যা অ-প্রতারিত, বাধাহীন এবং জয়শীল। যেন দেবগণ (আমাদের) সমৃদ্ধির জন্য সর্বদা সঙ্গে থাকেন, প্রতিদিন যেন নির্দ্বিধায় রক্ষণ করেন ।।১।।

দেবানং ভদ্রা সুমতির্ঋজূয়তাং দেবানাং রাতিরভি নো নি বর্ততাম্ ।
দেবানাং সখ্যমুপ সেদিমা বয়ং দেবা ন আয়ুঃ প্র তিরন্তু জীবসে ॥২॥

দেবগণের শুভঙ্কর অনুগ্রহ, দেবগণের দান যেন ন্যায়াচারী আমাদের অভিমুখে বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকে। আমরা দেবগণের বন্ধুত্ব আন্তরিকভাবে কামনা করেছি, দেবগণ যেন আমাদের জীবৎকাল দীর্ঘায়িত করেন (যাতে আমরা) বাঁচতে পারি ।।২।।

তান্ পূর্বয়া নিবিদা হূমহে বয়ং ভগং মিত্রমদিতিং দক্ষমস্রিধম্ ।
অর্যমণং বরুণং সোমমশ্বিনা সরস্বতী নঃ সুভগা ময়স্করৎ ॥৩॥

তাঁদের আমরা পূর্বকালীন নিবিদ (স্তুতি) দ্বারা আবাহন করি : ভগ, মিত্র অদিতি এবং অভ্রান্ত দক্ষকে, অর্যমন, বরুণ, সোম অশ্বিনদ্বয় ও শোভন ধনবতী সরস্বতী আমাদের আনন্দ দান করুন ।।৩।।

টীকা—সায়ণ বলেছেন : দক্ষ অর্থে জগৎ নির্মাণ-সমর্থ প্রজাপতি এবং অস্রিধম=শোষণ হীন মরুৎগণ।

তন্নো বাতো ময়োভু বাতু ভেষজং[১] তন্মাতা পৃথিবী তৎ পিতা দ্যৌঃ ।
তদ্ গ্রাবাণঃ সোমসুতো ময়োভুবস্তদশ্বিনা শৃণুতং ধিষ্ণ্যা যুবম্ ॥৪॥

এখন যেন বায়ু আমাদের উদ্দেশে ওষধি প্রবাহিত করেন যা আনন্দজনক। যেন জননী ধরিত্রী এবং পিতা স্বর্গ (তা আমাদের দান করেন)। যেন সোমরস সবনের প্রস্তরখণ্ডগুলি আনন্দজনক হয়। হে অশ্বিনদ্বয়! তোমরা উভয়ে (এই কথা) সুমতির সহযোগে শ্রবণ কর ।।৪।।

১. অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবগণের চিকিৎসক, তাই ভেষজের উল্লেখ এখানে দেখা যাচ্ছে। পৃথিবী জননী পিতা স্বর্গের দ্বারা পরিপাতের ফলে শস্যশালিনী হয় প্রাণীদের জীবনধারণের জন্য।

তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ংজিন্বমবসে হূমহে বয়ম্ ।
পূষা নো যথা বেদসামসদ্ বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে ॥৫॥

সেই নিয়ন্ত্রণকর্তা, স্থাবর ও জঙ্গমের প্রভু, যিনি চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেন, তাঁকে রক্ষণের জন্য আমরা আহ্বান করি। পূষা যেন আমাদের সম্পদের বৃদ্ধি করেন, আমাদের প্রতিপালক এবং কল্যাণের অব্যর্থ রক্ষক হয়ে থাকেন ।।৫।।

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ।।৬।।

প্রথিতযশা ইন্দ্র (যেন) আমাদের কল্যাণ বিধান করেন। সকল সম্পদের প্রভু পূষণ (যেন) আমাদের কল্যাণ বিধান করেন। অক্ষত রথনেমি বিশিষ্ট তক্ষপুত্র (গরুত্মান) আমাদের কল্যাণ বিধান করুন, বৃহস্পতি আমাদের কল্যাণ বিধান করুন ।।৬।।

পৃষদশ্বা মরুতঃ পৃশ্নিমাতরঃ শুভংযাবানো বিদথেষু জগ্মযঃ ।
অগ্নিজিহ্বা মনবঃ সূরচক্ষসো বিশ্বে নো দেবা অবসা গমন্নিহ ।।৭।।

বিচিত্রিত বর্ণযুক্ত অশ্ববাহন এবং বিচিত্রবর্ণা ভূমির (পৃশ্নি) পুত্র মরুদ্‌গণ, যাঁরা সুন্দরভাবে বিচরণ করেন এবং যজ্ঞস্থলে নিয়ত গমন করেন, মননশীল(গণ)— যাঁদের জিহ্বাতে অগ্নি বর্তমান যাঁদের চক্ষু সূর্যের মতো (দীপ্ত) এই সকল দেবগণ আমাদের অভিমুখে এই স্থানে রক্ষণসহ যেন আগমন করেন ।।৭।।

টীকা— সায়ণ বলেছেন মনবঃ— এর অর্থ মরুৎগণ।

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ।।৮।।

আমরা যেন কর্ণসমূহের দ্বারা (কেবল) কল্যাণ (বচন) শুনতে পাই; হে দেবগণ! চক্ষু-সকলের দ্বারা কল্যাণকর (দৃশ্য) দেখতে পাই, হে যজনীয়গণ! দৃঢ় অঙ্গাদি এবং শরীরের মাধ্যমে তোমাদের স্তুতি করতে করতে যে আয়ুষ্কাল দেবনির্দিষ্ট আছে তা যেন প্রাপ্ত হতে পারি ।।৮।।

শতমিন্নু শরদো অন্তি দেবা যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম্ ।
পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি মা নো মধ্যা রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ ।।৯।।

শত শরৎ ঋতু (সং বৎসর) সম্মুখে বিদ্যমান হে দেবগণ যেখানে আমাদের শরীরসকলকে বার্ধক্যগ্রস্ত করে দাও। যখন (আমাদের) পুত্রগণ পিতায় পরিণত হয় (যথাক্রমে), আমাদের গমনশীল জীবনের মধ্যে (পথে) কোনও আঘাত/ব্যত্যয় কোরো না ।।৯।।

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্ ।।১০।।

অদিতি (স্বয়ং) দ্যুলোক, অদিতি অন্তরিক্ষলোক অদিতিই জননী, সেই জনক, সে পুত্র। অদিতি সকল দেবতা, পঞ্চজন[১] গোষ্ঠী, যা কিছু জন্মলাভ করেছে, যা জন্ম লাভ করবে সকল কিছুই অদিতি ।।১০।।

১. পঞ্চজনা— মানবদের পাঁচটি শ্রেণি। অথবা প্রাণিদের অথবা দেবগণের, মানুষদের, গন্ধর্বগণের (অপ্সরা, সরীসৃপ এবং পিতৃগণ সমেত) শ্রেণি। অথবা নিরুক্ত মতে (৩।৮)— গন্ধর্ব, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুর এবং রাক্ষসগণ— এই পাঁচশ্রেণি।

টীকা —Griffith—অদিতি—অসীম প্রকৃতি। সায়ন—অখণ্ডনীয়া—পৃথিবী।

(সূক্ত-৯০)

বহুদেবতা দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। গায়ত্রী ও অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

ঋজুনীতী নো বরুণো মিত্রো নয়তু বিদ্বান্। অর্যমা দেবৈঃ সজোষাঃ ।।১।।

কুটিলতাহীন নীতিতে যেন জ্ঞানবান বরুণ ও মিত্র আমাদের (পথ) প্রদর্শন করেন, অর্য্যমন্ যেন দেবগণের সঙ্গে ঐকমত্যে (আমাদের চালনা করেন) ।।১।।

তে হি বস্বো বসবানাস্তে অপ্রমূরা মহোভিঃ। ব্রতা রক্ষন্তে বিশ্বাহা ।।২।।

সেই (দেবগণ) সম্পদের অধিকারী। তাঁরা অভ্রান্তভাবে তাঁদের প্রভূত তেজ দ্বারা সর্বত্র নীতি রক্ষা করেন ।।২।।

তে অস্মভ্যং শর্ম যংসন্নমৃতা মর্ত্যেভ্যঃ। বাধমানা অপ দ্বিষঃ ।।৩।।

তাঁরা সেই মৃত্যুহীনগণ আমাদের মরণশীলদের প্রতি যেন আশ্রয় অর্থাৎ সুখ দান করেন, বিদ্বেষীদের বিতাড়িত করে (রক্ষা করেন) ।।৩।।

বি নঃ পথঃ সুবিতায় চিয়ন্ত্বিন্দ্রো মরুতঃ। পূষা ভগো বন্দ্যাসঃ ।।৪।।

তাঁরা যেন সুমঙ্গলের জন্য আমাদের পথকে বিশেষভাবে নির্ণয় করেন—ইন্দ্র, মরুৎগণ, পূষণ, ভগ (সকলেই) পূজনীয় ।।৪।।

উত নো ধিয়ো গোঅগ্রাঃ পূষন্ বিষ্ণবেবয়াবঃ। কর্তা নঃ স্বস্তিমতঃ ॥৫॥

হে পূষন, বিষ্ণু (তোমরা যারা) নিজ পথে গমনরত, আমাদের সমিতিকে গাভীসমৃদ্ধ কর, আমাদের মঙ্গলের অধিকারী কর ॥৫॥

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ ॥৬॥

মাধুর্যপূর্ণ বায়ুপ্রবাহ সত্যনিষ্ঠের প্রতি (প্রবাহিত হচ্ছে), নদীগুলি (জলধারা) মধুক্ষরণ করছে, আমাদের ওষধিগুল্ম মধুময় হোক ॥৬॥

মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥৭॥

রাত্রি মধুমতী হোক আর উষা ও (মধুমতী)। মধুময় (হোক) পৃথিবীর ধূলি, আমাদের পিতা দ্যুলোক মধুময় হোক ॥৭॥

মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥৮॥

আমাদের জন্য বৃক্ষগুলি মধুমান্ হোক, সূর্য হোক মধুমান্, আমাদের জন্য গাভীগুলি মধুপূর্ণ হোক ॥৮॥

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥৯॥

আমাদের প্রতি মিত্র সুখদায়ী হোন, বরুণ সুখ (দান করুন); অর্য্যমা আমাদের সুখদায়ী হোন—ইন্দ্র ও বৃহস্পতি সুখ দান করুন— বহুস্থান সঞ্চারী বিষ্ণু আমাদের সুখ দান করুন ॥৯॥

(সূক্ত-৯১)

সোম দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ,গায়ত্রী,উষ্ণিক্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-২৩।

ত্বং সোম প্র চিকিতো মনীষা ত্বং রজিষ্ঠমনু নেষি পন্থাম্।
তব প্রণীতী পিতরো ন ইন্দো দেবেষু রত্নমভজন্ত ধীরাঃ ॥১॥

সোম, তুমি আমাদের ধী দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়েছ, তুমি অকুটিল পথে ক্রমানুসারে চালনা কর। হে ইন্দু তোমার প্রেরণায় আমাদের জ্ঞানী পূর্বপুরুষগণ দেবতাদের মধ্যে সম্পদ লাভ করেছিলেন ॥১॥

ত্বং সোম ক্রতুভিঃ সুক্রতুর্ভূস্ত্বং দক্ষৈঃ সুদক্ষো বিশ্ববেদাঃ।
ত্বং বৃষা বৃষত্বেভির্মহিত্বা দ্যুম্নেভির্দ্যুম্ন্যভবো নৃচক্ষাঃ ॥২॥

সোম তুমি জ্ঞানের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী; হে সর্বজ্ঞ/সর্বসম্পদের অধিকারি! তুমি নৈপুণ্যের দ্বারা অতিকুশল। প্রার্থনা পূরণের কারণে তুমি মাহাত্ম্যের দ্বারা অভীষ্টদাতা। ঔজ্জ্বল্যের অথবা যশের জন্য সকল মানুষের চক্ষু (তোমাতে আবদ্ধ) ॥২॥

টীকা—সায়ণ বলেন— দ্যুম্নেভিঃ ... ইত্যাদির অর্থ হবিঃ সমৃদ্ধির দ্বারা তুমি প্রভূত অন্নযুক্ত এবং অভিমত ফলের দর্শয়িতা।

রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদ্ গভীরং তব সোম ধাম।
শুচিষ্টমসি প্রিয়ো ন মিত্রো দক্ষায্যো অর্যমেবাসি সোম ॥৩॥

রাজা বরুণের বিধানসকল তোমারই। হে সোম, তোমার রাজ্য বিস্তীর্ণ ও গভীর। প্রিয় মিত্রদেবের মতো তুমিও শুদ্ধ, হে সোম, তুমি অর্যমার মতো সকলের দক্ষতা বৃদ্ধিকারী হও ॥৩॥

যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাং যা পর্বতেষ্বোষধীষ্বপ্সু।
তেভির্নো বিশ্বৈঃ সুমনা অহেলন্ রাজন্‌ৎসোম প্রতি হব্যা গৃভায় ॥৪॥

তোমার যে সকল আবাস বা তেজ স্বর্গলোকে, যা পৃথিবীতে, যা পর্বতসমূহে, ওষধিকুলে, জলমধ্যে, সেই সকলের সঙ্গে প্রসন্নচিত্তে, ক্রোধ না করে, হে রাজন সোম! আমাদের হবি: গ্রহণ কর ॥৪॥

ত্বং সোমাসি সৎপতিস্ত্বং রাজোত বৃত্রহা। ত্বং ভদ্রো অসি ক্রতুঃ ॥৫।

সোম, তুমি বসতিসমূহের বা বীরগণের প্রভু। রাজা, বৃত্রহন্তা। তুমি কল্যাণকর ধী ॥৫॥

ত্বং চ সোম নো বশো জীবাতুং ন মরামহে। প্রিয়স্তোত্রো বনস্পতিঃ ॥৬॥

হে সোম! তুমি যদি ইচ্ছা কর যে আমরা জীবিত থাকি (আমাদের) মৃত্যু হবে না। (তুমি) অরণ্যের অধিপতি, স্তুতি (তোমার) প্রিয় ॥৬॥

ত্বং সোম মহে ভগং ত্বং যূন ঋতায়তে। দক্ষং দধাসি জীবসে ॥৭॥

সোম, তুমি মহৎ ব্যক্তিকে, সত্যসন্ধ যুবককেও সৌভাগ্য (দাও)। জীবনের জন্য প্রেরণা বিধান কর ॥৭॥

ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো রক্ষা রাজন্নঘায়তঃ। ন রিষ্যেৎ ত্বাবতঃ সখা ॥৮॥

রাজা সোম, তুমি সর্বদিকে আমাদের বিদ্বিষ্ট শত্রু হতে রক্ষা কর। তোমার মতো কারও মিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না ॥৮॥

সোম যাস্তে ময়োভুব উতয়ঃ সন্তি দাশুষে। তাভির্নোঽবিতা ভব ॥৯॥

সোম, তোমার (হবিঃ) দাতার অথবা সৎ ব্যক্তির জন্য যে-সকল আনন্দবিধায়ক সহায়তা বিদ্যমান সেই সব দ্বারা আমাদের রক্ষক হও ॥৯॥

ইমং যজ্ঞমিদং বচো জুজুষাণ উপাগহি। সোম ত্বং নো বৃধে ভব ॥১০॥

এই যজ্ঞে, আমাদের কৃত বাক্যাবলী (প্রশস্তি) উপভোগ করতে করতে সমীপে আগমন কর। সোম আমাদের সমৃদ্ধির জন্য (উদ্যোগী) হও ॥১০॥

সোম গীর্ভিষ্টা বয়ং বর্ধয়ামো বচোবিদঃ। সুমৃলীকো ন আ বিশ ॥১১॥

সোম, বাক্যবিন্যাসে দক্ষ আমরা, স্তুতি দ্বারা তোমাকে পরিচর্যা করি। অতি সুখকর তুমি আমাদের প্রতি আগমন কর ॥১১॥

গয়স্ফানো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্ধনঃ। সুমিত্রঃ সোম নো ভব॥১২॥

সম্পদ বর্ধিত করে, ব্যাধি নিরাময় করে, ধন প্রদান করে, সমৃদ্ধিকে বর্ধিত করে হে সোম, আমাদের উত্তম মিত্র হও ॥১২॥

সোম রারন্ধি নো হৃদি গাবো ন যবসেষ্বা। মর্য ইব স্ব ওক্যে॥১৩॥

সোম, আমাদের হৃদয়ে আনন্দ উপভোগ কর, যেমন গাভীগুলি তৃণক্ষেত্রে আনুকূল্য (পায়)। যেমন মানুষ নিজ বাসগৃহে (আনন্দ পায়) ॥১৩॥

যঃ সোম সখ্যে তব রারণদ্ দেব মর্ত্যঃ। তং দক্ষঃ সচতে কবিঃ ॥১৪॥

দেব সোম, তোমার বন্ধুত্বে যে মরণশীল (মানুষ) আনন্দিত হয় তাকে সুদক্ষ ক্রান্তপ্রজ্ঞ (তুমি) সাহায্য কর ॥১৪॥

উরুষ্যা ণো অভিশস্তেঃ সোম নি পাহ্যংহসঃ। সখা সুশেব এধি নঃ ॥১৫॥

সোম আমাদের অভিশাপ হতে দূরে রাখো। সংকীর্ণ পাপ হতে রক্ষা কর। শোভন সুখকর মিত্র (হয়ে) আমাদের উপলভ্য হও ॥১৫॥

আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সংগথে ॥১৬॥

উচ্ছ্বসিত হও। সর্বদিক হতে যেন প্রাণোচ্ছল শক্তি তোমাতে একত্রিত হয়। হে সোম, অন্নের অথবা ধনের অধিকার লাভে উপস্থিত থাকো ॥১৬॥

আ প্যায়স্ব মদিন্তম সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ। ভবা নঃ সুশ্রবস্তমঃ সখা বৃধে ॥১৭॥

উচ্ছ্বসিত হও। হে শ্রেষ্ঠ মত্ততাবিধায়ক সোম। সকল লতার অথবা রশ্মির সহযোগে বিস্তারিত হও, আমাদের সমৃদ্ধির জন্য শ্রেষ্ঠ যশস্বী মিত্র হও ॥১৭॥

টীকা—সায়ণের অনুবাদে—যশঃ=অন্ন-শ্রেষ্ঠ অন্নের অধিকারী মিত্র ইত্যাদি।

সং তে পয়াংসি সমু যন্তু বাজাঃ সং বৃষ্ণ্যান্যভিমাতিষাহঃ।
আপ্যায়মানো অমৃতায় সোম দিবি শ্রবাংস্যুত্তমানি ধিষ্ব ॥১৮॥

তোমার সরস পানীয় সমাগত হোক এবং তেজ অথবা অন্ন ও শত্রুবিধ্বংসী বীর্য তোমাতে সঙ্গত হোক। সোম, অমরত্বের জন্য বিস্তৃত হতে হতে স্বর্গলোকে স্বকীয় শ্রেষ্ঠ যশ প্রতিষ্ঠা কর ॥১৮॥

যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞম্।
গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরো ঽবীরহা প্র চরা সোম দুর্যান্ ॥১৯॥

তোমার যে তেজের প্রতি হবিঃ সহযোগে যজ্ঞ করা হয় তোমার সেই সকল যেন যজ্ঞকে ঘিরে থাকে; সম্পদের সমৃদ্ধি সাধন করে। (আমাদের) উন্নততর (করে), শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের (সঙ্গে যুক্ত করে), বীরগণ বিনষ্ট না হয়। হে সোম, আমাদের গৃহাভিমুখে প্রকৃষ্টভাবে আগমন কর ॥১৯॥

সোমো ধেনুং সোমো অর্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্মণ্যং দদাতি ।
সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ ॥২০॥*

যে হবিঃ দান করে তাকে সোম গাভী, দ্রুতগামী অশ্ব, কর্মঠ বীর পুত্র দান করেন। গৃহ (কর্মের) উপযুক্ত যজ্ঞকারী, এবং সভাকুলীন ও পিতৃগণের জন্য যশঃ অর্জনকারী (পুত্র) দেন ॥২০॥

* সায়ণ—সভেয়ং—সভায় সাধু শাস্ত্রজ্ঞ।

অষাহ্লং যুৎসু পৃতনাসু পপ্রিং স্বর্ষামপ্সাং বৃজনস্য গোপাম্ ।
ভরেষুজাং সুক্ষিতিং সুশ্রবসং জয়ন্তং ত্বামনু মদেম সোম ॥২১॥

যুদ্ধে অজেয়, সৈন্যদলকে জয়দানকারী, আলোক বিজেতা, জল বিজেতা, জনগোষ্ঠীর রক্ষকস্বরূপ, যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত, উত্তম বাসভূমির (বিধায়ক), শোভনযশা, জয়শীল তোমাকে লক্ষ্য করে হে সোম, (আমরা) আনন্দে মত্ত হচ্ছি ॥২১॥

ত্বমিমা ওষধীঃ সোম বিশ্বাস্ত্বমপো অজনয়স্ত্বং গাঃ ।
ত্বমা ততন্থোর্বন্তরিক্ষং ত্বং জ্যোতিষা বি তমো ববর্থ ॥২২॥

হে সোম! এই সকল ওষধী (বৃক্ষলতা) উৎপাদন করেছ, এই জলকে পশুকুলকে সব কিছুকে তুমি (উৎপাদন করেছ); তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোককে বিস্তারিততর করেছ, আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে বিদূরিত করেছ ॥২২॥

দেবেন নো মনসা দেব সোম রায়ো ভাগং সহসাবন্নভি যুধ্য ।
মা ত্বা তনদীশিষে বীর্যস্যোভয়েভ্যঃ প্র চিকিৎসা গবিষ্টৌ ॥২৩॥

হে দ্যুতিমান্ সোম, বলবান, তোমার দেবতুল্য ইচ্ছা দ্বারা আমাদের জন্য ধনের অংশ (লাভের জন্য) যুদ্ধ কর। (শত্রু) যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। তুমি বীরত্বের অধিপতি। উভয়ের জন্য সংগ্রামে সম্পদ সন্ধান কর ॥২৩॥

(সূক্ত-৯২)

উষা, শেষ তৃচে অশ্বিনদ্বয় দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ,উষ্ণিক্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৮।

এতা উ ত্যা উষসঃ কেতুমক্রত পূর্বে অর্ধে রজসো ভানুমঞ্জতে ।
নিষ্কৃণ্বানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ প্রতি গাবোঽরুষীর্যন্তি মাতরঃ ॥১॥

এই সেই উষাসকল যাঁরা (নিজেদের জ্ঞানের) পতাকা করেছেন; অন্তরিক্ষলোকের পূর্বভাগে তাঁরা আলোকলিপ্ত করেন। যোদ্ধারা যেমন অস্ত্র প্রদর্শন করে তেমনি দীপ্তিময়ী গাভী সকল মাতাগণ (উষারা) (আমাদের) প্রতি আগমন করেন ॥১॥

টীকা—সায়ণ—গাবঃ—গমনশীলা উষা প্রতিদিন আগমন করেন। 'যাস্কের নিরুক্ত—১২.৭. একস্যা এর পূজনার্থে বহু বচনং স্যাৎ অর্থাৎ এক উষাকে সম্মানে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে।

উদপপ্তন্নরুণা ভানবো বৃথা স্বাযুজো অরুষীর্গা অযুক্ষত ।
অক্রন্নুষাসো বয়ুনানি পূর্বথা রুশন্তং ভানুমরুষীরশিশ্রয়ুঃ ॥২॥

রক্তিম আলোকছটা স্বচ্ছন্দে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। লোহিত ধেনু অথবা রশ্মিগুলিকে যোজনা করা সহজ, (সেগুলি যেন) সংযুক্ত হয়েছে। পূর্বকালের ন্যায় উষা (সকলের) প্রজ্ঞান প্রকাশ অথবা (আলোক) জাল বিস্তার করেছেন, দীপ্ত রশ্মি দীপ্যমান সূর্যকে আশ্রয় করেছে ॥২॥

অর্চন্তি নারীরপসো ন বিষ্টিভিঃ সমানেন যোজনেনা পরাবতঃ ।
ইষং বহন্তীঃ সুকৃতে সুদানবে বিশ্বেদহ যজমানায় সুন্বতে ॥৩॥

তাঁরা স্তুতি করেন যেন একই উদ্যোগব্যাপৃত নারীদের মতো, (যাঁরা) দূর হতে একই পথ ধরে (আসেন) সৎকর্মকৃৎ, উত্তমদাতা, সোমভিষবকারী যজমানের জন্য অন্ন বহন করে আনেন ॥৩॥

অধি পেশাংসি বপতে নৃতূরিবাপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম্ ।
জ্যোতির্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃণ্বতী গাবো ন ব্রজং ব্যুষা আবর্তমঃ ॥৪॥

নর্তকীর মতো তিনি অলংকার অথবা সৌন্দর্য (নিজের) উপরে ধারণ করেন। নিজের বক্ষ অনাবৃত করেন, যেমন গাভী (করে) তার পয়োধর। সকল জগতের জন্য আলোক প্রকাশ করে উষা অন্ধকার অপসারিত করেন যেমন গাভীগুলি গোষ্ঠে (যায়) ॥৪॥

প্রত্যর্চী রুশদস্যা অদর্শি বি তিষ্ঠতে বাধতে কৃষ্ণমভ্বম্ ।
স্বরুং ন পেশো বিদথেষ্বঞ্জঞ্চিত্রং দিবো দুহিতা[1] ভানুমশ্রেৎ ॥৫॥

তাঁর প্রদীপ্ত রশ্মির আভা বিপরীত দিকে দৃষ্ট হয়ে থাকে। বিবিধ (ভাবে) ব্যাপ্ত (উষা) বিপুল কৃষ্ণবর্ণ (অন্ধকার) অপসারণ করেন। স্বর্গের কন্যা তাঁর উজ্জ্বল সৌন্দর্যকে ধারণ করেছেন যেমন (ঋত্বিক) যজ্ঞস্থলে যূপ কাষ্ঠকে প্রলেপন করেন ॥৫॥

১. দিবো দুহিতা— স্বর্গের কন্যা— উষাকে নির্দেশ করা হচ্ছে।

অতারিষ্ম তমসস্পারমস্যোষা উচ্ছন্তী বয়ুনা কৃণোতি ।
শ্রিয়ে ছন্দো ন স্ময়তে বিভাতী সুপ্রতীকা সৌমনসায়াজীগঃ ॥৬॥

এই অন্ধকারের দূরবর্তী তীর (আমরা) উত্তীর্ণ হয়েছি, উষা উদ্ভাসিত হতে হতে জ্ঞানকে (প্রকাশ) করছেন। যেন (কাউকে) প্রসন্ন করতে ঔজ্জ্বল্যময়ী তিনি সৌন্দর্যের জন্য হাসছেন। সুরূপা সকলকে আনুকূল্য দ্বারা জাগরিত করছেন ॥৬॥

ভাস্বতী নেত্রী সূনৃতানাং দিবঃ স্তবে দুহিতা গোতমেভিঃ ।
প্রজাবতো নৃবতো অশ্ববুধ্যানুষো গোঅগ্রাঁ উপ মাসি বাজান্ ॥৭॥

দ্যুতিময়ী, মঙ্গলবাক্যের নেত্রী, স্বর্গের সেই কন্যাকে গোতমবংশীয়গণ দ্বারা স্তুতি করা হয়েছে। হে উষস্! সেই ধন/শক্তি প্রদান কর যা সন্তান-সমৃদ্ধ, বীরযোদ্ধা, অশ্ব যার মূল, যেখানে গোধন অগ্রগণ্য ॥৭॥

উষস্তমশ্যাং যশসং সুবীরং দাসপ্রবর্গং রয়িমশ্ববুধ্যম্ ।
সুদংসসা শ্রবসা যা বিভাসি বাজপ্রসূতা সুভগে বৃহন্তম্ ॥৮॥

উষস্! যেন সেই সম্পদ প্রাপ্ত হই যা যশোপেত, বীরগণ-সমৃদ্ধ, অশ্বভিত্তিক এবং প্রকৃষ্ট (শত্রুরূপ) দাসবর্গযুক্ত। তুমি আশ্চর্য শক্তিময়ীরূপে যশের সঙ্গে উজ্জ্বল আলোক দান কর। অন্ন অথবা ধনদানকারিণী, সৌভাগ্যময়ী তুমি প্রভূত (ধন দাও) ॥৮॥

বিশ্বানি দেবী ভুবনাভিচক্ষ্যা প্রতীচী চক্ষুরুর্বিয়া বি ভাতি ।
বিশ্বং জীবং চরসে বোধয়ন্তী বিশ্বস্য বাচমবিদন্মনায়োঃ ॥৯॥

সকল জগৎকে অবলোকন করতে করতে দেবী (উষা) ব্যাপকভাবে উদ্ভাসিত হন যেন দীপ্ত চক্ষুকে বিপরীত (পশ্চিম) মুখে বিস্তৃত করেন। সকল প্রাণিকুলকে বিচরণের জন্য উদ্বোধিত করে, সকল অনুভূতিসম্পন্ন (জীবের) ভাষা তিনি জেনেছেন ॥৯॥

পুনঃপুনর্জায়মানা পুরাণী সমানং বর্ণমভি শুম্ভমানা ।
শ্বঘ্নীব[1] কৃত্নুর্বিজ আমিনানা মর্তস্য দেবী জরয়ন্ত্যায়ুঃ ॥১০॥

সেই চিরন্তনী, যিনি বারংবার নূতনভাবে জন্ম নিতে নিতে নিজের একই রূপ (লাভ করে) দ্যুতিময়ী হয়ে থাকেন, কর্তনশীলা ব্যাধিনীর মতো উড়ন্ত পাখিগুলিকে পক্ষচ্ছেদে আহত করে সেই দেবী মরণধর্মী প্রাণীর জীবৎকাল ক্ষয় করে থাকেন ॥১০॥

১. শ্বঘ্নী– কুকুর ঘাতকের পত্নী অথবা ব্যাধের পত্নী।
টীকা— Jamison শেষাংশ শ্বঘ্নী....ইত্যাদি অনুবাদ করেছেন— যেমন করে কোনও সফল (জুয়াড়ী) উত্তম অক্ষ নিক্ষেপ করে (প্রতিপক্ষের) সঞ্চয় ক্ষয় করে ইত্যাদি।

ব্যূর্ণ্বতী দিবো অন্তাঁ অবোধ্যপ স্বসারং সনুতর্যুযোতি ।
প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি যোষা জারস্য চক্ষসা বি ভাতি ॥১১॥

স্বর্গের সীমান্তভাগ অনাবৃত করে তিনি প্রবুদ্ধা হয়েছেন। ভগিনী(রাত্রিকে) দূরে অপসারিত করেন। মানুষের (জীবন) কালকে অপক্ষয় করে, (সেই) নারী প্রেমিকের (সূর্যের) চক্ষু দ্বারা দীপ্ত হন ॥১১॥

পশূন্ন চিত্রা সুভগা প্রথানা সিন্ধুর্ন ক্ষোদ উর্বিয়া ব্যশ্বৈৎ ।
অমিনতী দৈব্যানি ব্রতানি সূর্যস্য চেতি রশ্মিভির্দৃশানা ॥১২॥

সেই উজ্জ্বল, শোভনধনবতী উষা আলোকে বিস্তারিত করে থাকেন গাভীযূথের মতো, যেন নদীর তরঙ্গ ভঙ্গ। মহতী উষা সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছেন। দৈবী নীতিগুলিকে অমান্য না করে তিনি সূর্যের কিরণজালের সঙ্গে দৃশ্যমানা ॥১২॥

উষস্তচ্চিত্রমা ভরাস্মভ্যং বাজিনীবতি। যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে ॥১৩॥

হে উষস্! সেই বিচিত্র উজ্জ্বল (উপহার) এখানে আমাদের দান কর, হে বহু সম্পদের অধিকারিণী—যার দ্বারা আমরা সন্তান ও বংশধারা লাভ করতে পারি ।।১৩।।

উষো অদ্যেহ গোমত্যশ্বাবতি বিভাবরি। রেবদস্মে ব্যুচ্ছ সূনৃতাবতি ॥১৪॥

উষস্! আজ এখানে—হে দীপ্তিময়ি! সুষ্ঠু বাক্যের প্রেরয়িত্রি—গাভী ও অশ্বের সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের প্রতি কল্যাণকর উদ্ভাসিত হও ।।১৪।।

যুঙ্ক্ষ্বা হি বাজিনীবত্যশ্বাঁ অদ্যারুণাঁ উষঃ। অথা নো বিশ্বা সৌভগান্যা বহ ॥১৫॥

হে উষস্! আজ লোহিত বর্ণ অশ্বগুলি সংযোজন কর, হে ধনের অথবা অন্নের অধীশ্বরি! অনন্তর আমাদের অভিমুখে সকল সৌভাগ্য বহন কর ।।১৫।।

অশ্বিনা বর্তিরস্মদা গোমদ্ দস্রা হিরণ্যবৎ। অর্বাগ্রথং সমনসা নি যচ্ছতম্ ॥১৬॥

হে অদ্ভুতকর্মা অশ্বিনদ্বয়। তোমরা সমচিত্ত হয়ে, আমাদের অভিমুখে গাভী এবং সুবর্ণ-সম্পন্ন হয়ে আবর্তিত হও। তোমাদের রথকে নিকটে স্থাপনা কর ।।১৬।।

যাবিত্থা শ্লোকমা দিবো জ্যোতির্জনায় চক্রথুঃ। আ ন ঊর্জং বহতমশ্বিনা যুবম্ ॥১৭॥

তোমরা উভয়ে এইভাবে স্বর্গ হতে প্রশংসনীয় জ্যোতিঃ মানুষকে (আলো দেবার) জন্য আনয়ন করেছ। হে অশ্বিনদ্বয়! আমাদের প্রতি অন্ন বহন করে আনো ।।১৭।।

এহ দেবা ময়োভুবা দস্রা হিরণ্যবর্তনী। উষর্বুধো বহন্তু সোমপীতয়ে ॥১৮॥*

তাঁরা আনন্দস্বরূপ, অদ্ভুতকর্মা, স্বর্ণময়পথে গমন করেন। এই দিক অভিমুখে যেন উষাকালে জাগরিত (ঋত্বিকগণ) সোমপানের জন্য সেই দেবতাদ্বয়কে আনয়ন করেন। ।।১৮।।

* সায়ণ—উষাকালে জাগরিত অশ্বগুলি।

(সূক্ত-৯৩)

অগ্নি ও সোম দেবতা। রাহূগণের পুত্র গৌতম ঋষি। অনুষ্টুপ্,ত্রিষ্টুপ্,গায়ত্রী,জগতী ছন্দ।

ঋক সংখ্যা-১২।

অগ্নীষোমাবিমং সু মে শৃণুতং বৃষণা হবম্ ।
প্রতি সূক্তানি হর্যতং ভবতং দাশুষে ময়ঃ ॥১॥

হে অগ্নি এবং সোম! তোমরা দুই শক্তিশালী (দেবতা), অনুকূলভাবে ইদানীং আমার আহ্বান শ্রবণ কর। শোভনভাবে কথিত (এইসকল) স্তুতির প্রতি প্রসন্ন হও এবং (হবিঃ) দানকারী (যজমানের) প্রতি সুখকর হও ।।১।।

অগ্নীষোমা যো অদ্য বামিদং বচঃ সপর্যতি ।
তস্মৈ ধত্তং সুবীর্যং গবাং পোষং স্বশ্ব্যম্ ॥২॥

হে অগ্নি ও সোম! যে-কেউ আজ এই বাক্যাবলী দ্বারা তোমাদের উভয়কে সেবা করছে, তাকে শোভন বীরত্ব এবং গাভী (সম্পদের) উত্তম অশ্বের বৃদ্ধি ও দান কর ।।২।।

অগ্নীষোমা য আহুতিং যো বাং দাশাদ্ধবিষ্কৃতিম্ ।
স প্রজয়া সুবীর্যং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নবৎ ॥৩॥

হে অগ্নি ও সোম! যে তোমাদের উভয়ের উদ্দেশে (ঘৃত) আহুতি প্রদান করে অথবা যে হবিঃ (চরু ইত্যাদি) প্রস্তুত করে প্রদান করে, সে যেন (তার) সন্ততিসহ বহু বীরের উপস্থিতি এবং সমগ্র জীবৎকাল উপভোগ করে ।।৩।।

অগ্নীষোমা চেতি তদ্ বীর্যং বাং যদমুষ্ণীতমবসং পণিং গাঃ।
অবাতিরতং বৃসয়স্য[1] শেষো হবিন্দতং জ্যোতিরেকং বহুভ্যঃ ॥৪॥

হে অগ্নি ও সোম! তোমাদের উভয়ের এই বীরত্বের কথা সুপরিজ্ঞাত যে পণিদের নিকট হতে অন্ন এবং গাভীসকল হরণ করেছিলে; তোমরা (অসুর) বৃসয়ের (অব)শিষ্ট পুত্রকে বধ করেছিলে বহুজনের জন্য (সেই) অদ্বিতীয় আলো লাভ করেছিলে ।।৪।।

১. বৃসয়— অসুরবিশেষ।

যুবমেতানি দিবি রোচনান্যগ্নিশ্চ সোম সক্রতূ অধত্তম্ ।
যুবং সিন্ধূঁরভিশস্তেরবদ্যাদগ্নীষোমাবমুঞ্চতং গৃভীতান্ ॥৫॥

হে অগ্নি ও সোম! একইরূপ কর্মের অনুষ্ঠাতা, তোমরা দীপ্তিমান্ (আলোকসমূহকে) দ্যুলোকে স্থাপন করেছ। তোমরা, অগ্নি ও সোম, অভিশাপ হতে, নিন্দা হতে অবরুদ্ধ নদীগুলিকে মোচন করেছিলে ॥৫॥

আন্যং দিবো মাতরিশ্বা জভারামথ্নাদন্যং পরি শ্যেনো[১] অদ্রেঃ ।
অগ্নীষোমা ব্রহ্মণা বাবৃধানোরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকম্ ॥৬॥

(তোমাদের) অন্যতমকে মাতরিশ্বা (বায়ু) দ্যুলোক হতে বহন করে এনেছিলেন। অপরজনকে শ্যেনপক্ষী পর্বতের উপর হতে হরণ করেছিল (স্তোত্রের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে অগ্নি ও সোম যজ্ঞের জন্য তোমরা বিস্তীর্ণ স্থান নির্মাণ করেছ) ॥৬॥

১. যজ্ঞকালে ভৃগুর ইচ্ছায় বায়ু স্বর্গ থেকে অগ্নিকে, গায়ত্রী শ্যেনরূপে মেরুপর্বত থেকে সোমকে এনেছিলেন।

অগ্নীষোমা হবিষঃ প্রস্থিতস্য বীতং হর্যতং বৃষণা জুষেথাম্ ।
সুশর্মাণা স্ববসা হি ভূতমথা ধত্তং যজমানায় শং যোঃ॥৭॥*

অগ্নি এবং সোম, উপনীত হবিঃ গ্রহণ কর। হে শক্তিমানদ্বয়! এই হবি: কামনা কর, উপভোগ কর। তোমরা শোভন আশ্রয় ও সুরক্ষা দান করে থাক, যজমানের জন্য (রোগ) শান্তি এবং সম্পদ বিধান কর ॥৭॥

* Jamison—শেষ ছত্রের অনুবাদ—সৌভাগ্য এবং আয়ু বিধান কর।

যো অগ্নীষোমা হবিষা সপর্যাদ্ দেবদ্রীচা মনসা যো ঘৃতেন ।
তস্য ব্রতং রক্ষতং পাতমংহসো বিশে জনায় মহি শর্ম যচ্ছতম্॥৮॥*

অগ্নি ও সোমকে যিনি দেবতাপরায়ণ চিত্তের দ্বারা হবিঃ ও ঘৃতযোগে পরিচর্যা করেন, তাঁর যজ্ঞকর্মকে রক্ষা কর। সংকীর্ণতা হতে ত্রাণ কর, তাঁর গোষ্ঠীকে, তাঁর (নিজ)জনকে মহৎ আশ্রয় দান কর ॥৮॥

* সায়ণ—শর্ম= সুখ এবং অংহস-পাপ; জন-যজমান।

অগ্নীষোমা সবেদসা সহূতী বনতং গিরঃ। সং দেবত্রা বভূবথুঃ ॥৯॥

হে অগ্নি ও সোম তোমরা যুগপৎ আহূত এবং একই সম্পদের অংশভাগী আমাদের কৃত স্তুতি উপভোগ কর। দেবগণের মধ্যে যুগপৎ তোমরা বিরাজিত হও ॥৯॥

অগ্নীষোমাবনেন বাং যো বাং ঘৃতেন দাশতি। তস্মৈ দীদযতং বৃহৎ ॥১০॥

হে অগ্নি ও সোম! যিনি আজ্য দ্বারা তোমাদের জন্য (হবিঃ) প্রদান করেন তার জন্য প্রভূত দীপ্তি বিকীর্ণ কর ॥১০॥

অগ্নীষোমাবিমানি নো যুবং হব্যা জুজোষতম্। আ যাতমুপ নঃ সচা ॥১১॥

হে অগ্নি ও সোম! তোমরা এই স্থানে আমাদের এই (প্রদত্ত) হবিঃ উপভোগ কর। আমাদের অভিমুখে যুগপৎ আগমন কর ॥১১॥

অগ্নীষোমা পিপৃতমর্বতো ন আ প্যায়ন্তামুস্রিয়া হব্যসূদঃ ।
অস্মে বলানি মঘবৎসু ধত্তং কৃণুতং নো অধ্বরং শ্রুষ্টিমন্তম্ ॥১২॥*

হে অগ্নি ও সোম! আমাদের অশ্বগুলিকে পালন কর। হবি (র জন্য দুগ্ধ)-দায়িনী আমাদের গাভীগুলি যেন পূর্ণতরা হয়, আমাদের প্রতি এবং আমাদের হিতৈষীগণের প্রতি শক্তি দাও। আমাদের যজ্ঞের প্রতি শ্রবণশীল হও ॥১২॥

* সায়ণ শ্রুষ্টিমন্ত অর্থ করেছেন ধনবন্ত এবং মঘবৎসু অর্থ হবিযুক্ত।

অনুবাক-১৫

(সূক্ত-৯৪)

অগ্নি প্রভৃতি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৬।

ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষয়া ।
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥১॥

এই স্তোত্র প্রশস্তির যোগ্য জাতবেদা (অগ্নির) জন্য আমরা অনুপ্রেরিত চিন্তা দ্বারা এই স্তোত্র রচনা করেছি যেমন রথ (নির্মাণ করা হয়)। এই উপাসনায় প্রবৃত্ত আমাদের বুদ্ধি মঙ্গলময়ী। হে অগ্নি! তোমার বন্ধুত্বে (স্থিত আছি, তাই) আমরা যেন বিপন্ন না হই ।।১।।

যস্মৈ ত্বমাযজসে স সাধত্যনর্বা ক্ষেতি দধতে সুবীর্যম্ ।
স তূতাব নৈনমশ্নোত্যংহতিরগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ।।২।।

তুমি যার জন্য যজ্ঞ কর সে সফল হয়, নিঃশত্রু (হয়ে) শান্তিতে বাস করে, বীরোচিত সামর্থ্য লাভ করে। সে শক্তিমান দারিদ্র তাকে স্পর্শ করে না। হে অগ্নি ... না হই ।।২।। (শেষ পংক্তি অনুদিত)।

শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্।
ত্বমাদিত্যাঁ[1] আ বহ তান্ হ্যুশ্মস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ।।৩।।

তোমাকে যেন প্রজ্বলিত করতে সমর্থ হতে পারি। আমাদের মনীষাকে (লক্ষ্য) অভিমুখী কর। তোমার প্রতি আহুত হবিঃ দেবগণ ভক্ষণ করেন। তুমি আদিত্যগণকে এই স্থানের প্রতি বহন করে আন, তাঁদের আমরা কামনা করি। হে অগ্নি...না হই ।।৩।।

১. আদিত্য— অদিতির পুত্রগণ অর্থাৎ দেবগণ।

ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্বণাপর্বণা বয়ম্।
জীবাতবে প্রতরং সাধয়া ধিয়া হগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ।।৪।।

আমরা সমিৎ (ইন্ধন) আনব, (বিহিত অনুষ্ঠানের প্রতি) আনুপূর্বিকতার সঙ্গে প্রতি পর্বে মনঃসংযোগ করতে করতে তোমার উদ্দেশে হবিঃ প্রস্তুত করব। আমাদের মনীষাকে প্রকৃষ্টভাবে সফল কর যেন আমাদের জীবৎকাল (দীর্ঘতর) হয়। হে অগ্নি ... না হই ।।৪।।

বিশাং গোপা অস্য চরন্তি জন্তবো দ্বিপচ্চ যদুত চতুষ্পদক্তুভিঃ ।
চিত্রঃ প্রকেত উষসো মহাঁ অস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ।।৫।।

তাঁর (সঙ্গী) জনেরা (আলোকশিখা)-সকল, যারা গোষ্ঠীগুলির সকল দ্বিপদ ও চতুষ্পদকে রক্ষা করে, রাত্রিকালে বিচরণ করে। তুমি, উষার সমুজ্জ্বল প্রজ্ঞাপক, মহান, হে অগ্নি ... না হই ।।৫।।

ত্বমধ্বর্যুরুত হোতাসি পূর্ব্যঃ প্রশাস্তা পোতা জনুষা পুরোহিতঃ ।
বিশ্বা বিদ্বাঁ আর্ত্বিজ্যা ধীর পুষ্যস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ।।৬।।

তুমিই (যজ্ঞকর্মে) অধ্বর্যু এবং মুখ্য হোতা, (তথা) প্রশাস্তা, পাতা, জন্মগতভাবে পুরোহিত (সম্মুখে প্রস্থাপিত)। হে মনীষী! সকল ঋত্বিক্ কর্ম জেনে তুমি তা সম্যক সম্পাদন কর। হে অগ্নি ... না হই ।।৬।।

যো বিশ্বতঃ সুপ্রতীকঃ সদৃঙ্ঙসি দূরে চিৎ সন্তলিদিবাতি রোচসে ।
রাত্র্যাশ্চিদন্ধো অতি দেব পশ্যস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ।।৭।।

অগ্নি! তোমার রূপ শোভন, সর্বদিকে তা একইভাবে দৃষ্ট হয়, দূরে স্থিত হলেও (সেই রূপ) নিকটস্থিতের মতো অত্যুজ্জ্বল, হে দ্যুতিমান্ তুমি রাত্রির অন্ধকার অতিক্রম করেও দৃশ্যমান। হে অগ্নি ....না হই ।।৭।।

পূর্বো দেবা ভবতু সুন্বতো রথো ঽস্মাকং শংসো অভ্যস্তু দূঢ্যঃ ।
তদা জানীতোত পুষ্যতা বচো ঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ।।৮।।

হে দেবগণ! যে সোমরস অভিষবন করে তার রথ যেন সম্মুখে বর্তমান থাকে, আর আমাদের স্তুতিগুলি যেন পাপবুদ্ধিজনকে পরাভূত করে। এইসকল স্তুতিবাক্যকে সম্যক শ্রবণ কর এবং সমৃদ্ধ কর। হে অগ্নি ....না হই ।।৮।।

বধৈর্দুঃশংসাঁ অপ দূঢ্যো জহি দূরে বা যে অন্তি বা কে চিদত্রিণঃ ।
অথা যজ্ঞায় গৃণতে সুগং কৃধ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ।।৯।।

তোমার প্রাণঘাতী অস্ত্রসকল দ্বারা মন্দভাষীদের, মন্দবুদ্ধিদের হনন কর। দূরে বা নিকটে যে-কেউ ভক্ষক (রাক্ষসাদি) বর্তমান (তাদের ও বধ কর)। অনন্তর স্তোতার প্রতি যজ্ঞের জন্য স্বচ্ছন্দ গতি দান কর। হে অগ্নি ... না হই ।।৯।।

যদযুক্থা অরুষা রোহিতা রথে বাতজূতা বৃষভস্যেব তে রবঃ ।
আদিন্বসি বনিনো ধূমকেতুনা ঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ।।১০।।

যখন রক্তাভ উজ্জ্বল বায়ুগতি অশ্বদ্বয়কে রথে সংযুক্ত করেছ তখন তোমার কণ্ঠগর্জন বৃষভের কণ্ঠের মতো, তখন বনস্থলীকে ধূমকেতু (ময় শিখা) দ্বারা ব্যাপ্ত করেছ, হে অগ্নি ... না হই ।।১০।।

অধ স্বনাদুত বিভ্যুঃ পতত্রিণো দ্রপ্সা যৎ তে যবসাদো ব্যস্থিরন্ ।
সুগং তৎ তে তাবকেভ্যো রথেভ্যো ঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥১১॥

অতঃপর তোমার গর্জনে পক্ষিকুল ভীত হয়, যখন তোমার স্ফুলিঙ্গগুলি, তৃণভূমি গ্রাস করে বিস্তৃত হয়ে পড়ে তখন তোমার (এবং) তোমার স্বকীয় রথগুলির জন্য (অরণ্য) সহজগম্য (পথ) (হয়ে ওঠে) হে অগ্নি! ... না হই ॥১১॥

অয়ং মিত্রস্য বরুণস্য ধায়সে ঽবযাতাং মরুতাং হেলো অদ্ভুতঃ ।
মৃলা সু নো ভূত্বেষাং মনঃ পুনরগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥১২॥

এই (অগ্নিকে) এখানে লালন করতে হবে, মিত্র এবং বরুণের সন্তোষ-বিধানের জন্য অবরোহণকারী মরুৎগণের ক্রোধ অপনয়নের জন্য। অনুকূল হও! এই সকল (দেবগণের) চিত্ত আবার আমাদের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হোক। হে অগ্নি! ... ॥১২॥

দেবো দেবানামসি মিত্রো অদ্ভুতো বসুর্বসূনামসি চারুরধ্বরে ।
শর্মন্ৎস্যাম তব সপ্রথস্তমে ঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥১৩॥

অগ্নি! দ্যুতিমান তুমি সকল দেবতার অভ্রান্ত বন্ধুস্বরূপ তুমি শোভন যজ্ঞস্থলে সকল সম্পদের সন্নিবেশক। যেন আমরা তোমার বিস্তৃততম আশ্রয়ে বিদ্যমান থাকি। হে অগ্নি! ... না হই ॥১৩॥

তৎ তে ভদ্রং যৎ সমিদ্ধঃ স্বে দমে সোমাহুতো জরসে মৃলয়ত্তমঃ।
দধাসি রত্নং দ্রবিণং চ দাশুষে ঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥১৪॥

এ তোমার অনুগ্রহ যে নিজগৃহে প্রজ্বলিত এবং সোমরস আহুতিতে (সমৃদ্ধ) হয়ে তুমি সর্বোত্তম সুখদায়ী হয়ে জাগ্রত থাকো। তুমি দানকারী স্তোতাকে সম্পত্তি ও সম্পদ দান কর। হে অগ্নি! ... না হই ॥১৪॥

যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো দদাশো ঽনাগাস্ত্বমদিতে সর্বতাতা ।
যং ভদ্রেণ শবসা চোদয়াসি প্রজাবতা রাধসা তে স্যাম ॥১৫॥

যার জন্য তুমি, হে শোভন ধনের অধিপতি, যার জন্য হে অদিতি, (অখণ্ডনীয়) সর্ব ব্যাপকত্বের কারণে নির্দোষত্ব দান করে থাক, যাকে শুভঙ্কর শক্তি দ্বারা অপত্যসমন্বিত সম্পদের মাধ্যমে সমৃদ্ধ কর—(আমরা যেন) সেই জন হতে পারি ॥১৫॥

স ত্বমগ্নে সৌভগত্বস্য বিদ্বানস্মাকমায়ুঃ প্র তিরেহ দেব ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥১৬॥

হে অগ্নি! তুমি এইভাবে সকল সৌভাগ্যের তত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে, হে দেব! এই স্থানে আমাদের আয়ুষ্কাল বর্ধিত কর। আমাদের সেই (বর্ধিত আয়ু) মিত্র এবং বরুণ যেন রক্ষা করেন এবং অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও স্বর্গ যেন পূর্ণ করেন ॥১৬॥

(সূক্ত-৯৫)

অগ্নি দেবতা । অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১১।

দ্বে বিরূপে চরতঃ স্বর্থে অন্যান্যা বৎসমুপ ধাপয়েতে ।
হরিরন্যস্যাং ভবতি স্বধাবাঞ্ছুক্রো অন্যস্যাং দদৃশে সুবর্চাঃ ॥১॥*

দুই বিপরীতরূপিণী (দিবা ও রাত্রি) মহৎ লক্ষ্যে বিচরণ করেন, পর্যায়ক্রমে শিশুকে তাঁরা পোষণ দেন। একজনের রয়েছে পিঙ্গল বর্ণ শক্তিমান (শিশু), অপরের সময়ে যে সমুজ্জ্বল, শোভন দীপ্তিমান দৃষ্ট হয় ॥১॥

* কপিশ— পিঙ্গল বর্ণ। সায়ণভাষ্যে এখানে বলা হয়েছে 'শ্বেত— আদিত্য তাম্র— অরুণ'— তৈত্তিরীয় সংহিতা-৩.১.১০।

দশেমং ত্বষ্টুর্জনয়ন্ত গর্ভমতন্দ্রাসো যুবতয়ো বিভৃত্রম্ ।
তিগ্মানীকং স্বযশসং জনেষু বিরোচমানং পরি ষীং নয়ন্তি ॥২॥

দশ (কন্যা)—নিরলস এবং তারুণ্যময়ী ত্বষ্টার এই শিশুকে গর্ভাবস্থা হতে উৎপাদন করেছিল, (যে-শিশু) বিবিধ ভাবে নিহিত ছিল— (তারা) সেই তীক্ষ্ন তেজোময়, নিজ খ্যাতির দ্বারা মানুষের মধ্যে জ্যোতির্ময় (ভাবে বিরাজিত) (শিশুকে) সর্বত্র বহন করে ॥২॥

টীকা— দশ কন্যা—ত্বষ্টা/বিশ্বকর্মার দশ অঙ্গুলি অথবা পূর্ব পশ্চিম প্রভৃতি দশ দিক। সায়ণ— এখানে মেঘগর্ভস্থ অগ্নির কথা বলা হয়েছে।

ত্রীণি জানা পরি ভূষন্ত্যস্য সমুদ্র একং দিব্যেকমপ্সু ।
পূর্বামনু প্র দিশং পার্থিবানামৃতূন্ প্রশাসদ্ বি দধাবনুষ্ঠু ॥৩॥

তার তিনটি জন্মের স্থানকে সম্মানিত করা হয়—এক সমুদ্রে, এক স্বর্গে আর এক জল-মধ্যে। পৃথিবীলোকের মুখ্য পূর্ব ভাগে আধিপত্য করে ঋতুকালগুলিকে নির্দেশ দিয়ে তিনি যথাক্রমে তাদের স্থাপনা করেছেন ॥৩॥

ক ইমং বো নিণ্যমা চিকেত বৎসো মাতৃর্জনয়ত স্বধাভিঃ ।
বহ্বীনাং গর্ভো অপসামুপস্থান্মহান্ কবির্নিশ্চরতি স্বধাবান্ ॥৪॥*

তোমাদের মধ্যে কে এই সংগুপ্ত (জন) কে পরিজ্ঞাত হতে পার? সেই শিশু নিজ তেজে মাতৃগণকে সৃষ্টি করেছে। সেই শিশু জলরাশির ক্রোড় হতে সঞ্চরণ করে। সে মহান জ্ঞানী, নিজশক্তিমান, বহু (জনের) উৎসরূপ (সেই শিশু) ॥৪॥

* সায়ণের অনুবাদে—স্বধা—হবিঃ রূপ অন্ন। শিশু—বিদ্যুৎরূপ অগ্নি। মাতা—বৃষ্টি ধারা।

আবিষ্ট্যো বর্ধতে চারুরাসু জিহ্মানামূর্ধ্বঃ স্বযশা উপস্থে ।
উভে ত্বষ্টুর্বিভ্যতুর্জায়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতি জোষয়েতে ॥৫॥

প্রকাশমান, মনোরম অথবা প্রদীপ্ত তিনি নিজ তেজে বৃদ্ধি পেতে থাকেন—তির্যক ভাবে অবস্থিত (জলরাশির) ক্রোড়ে উর্ধ্বোন্নত অবস্থায়। তাঁর জন্মসময়ে ত্বষ্টার উভয় লোক ভীত হয়েছিল, (সেই) সিংহের অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করে উভয়ে (তাঁকে) পরিচর্যা করে ॥৫॥

টীকা— সিংহ—অগ্নিকে বলা হচ্ছে।

উভে ভদ্রে জোষয়েতে ন মেনে গাবো ন বাশ্রা উপ তস্থুরেবৈঃ ।
স দক্ষাণাং দক্ষপতির্বভূবাঞ্জন্তি যং দক্ষিণতো হবির্ভিঃ ॥৬॥

উভয়ে কল্যাণী নারীর মতো তাঁকে আনন্দ দেয়। শব্দরত গাভীর মতো তারা নিজ নিজ রীতিতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা সহ উপস্থিত হয়। তিনি শক্তিমান গণের মধ্যে শক্তির ঈশ্বর, তাঁকে দক্ষিণদিকে হবিঃ সমূহ দ্বারা লিপ্ত করা হয় ॥৬॥

টীকা—দক্ষিণতঃ—আহ্বনীয় অগ্নির দক্ষিণভাগে।সায়ণ—

উদ্ যংযমীতি সবিতেব বাহূ উভে সিচৌ যততে ভীম ঋঞ্জন্ ।
উচ্ছুক্রমৎকমজতে সিমস্মান্নবা মাতৃভ্যো বসনা জহাতি ॥৭॥

সবিতৃর মতো তিনিও বাহুদ্বয় বারংবার উর্ধ্বোত্থিত করেন। (অগ্নি) উভয় (দ্যাবাপৃথিবীর) সীমান্তে (নিজেকে) বিস্তৃত করে সেই (ঘোররূপ অগ্নি) তেজোদীপ্ত করেন। অত্যুজ্জ্বল অঙ্গাবরণকে তিনি সবকিছু থেকে উৎক্ষিপ্ত করেন, মাতৃগণের জন্য নূতন বস্ত্র পরিত্যাগ করেন ॥৭॥

টীকা—বাহু—শিখা উত্তোলিত করেন। মাতৃগণ—বৃষ্টি জল।

ত্বেষং রূপং কৃণুত উত্তরং যৎ সংপৃঞ্চানঃ সদনে গোভিরদ্ভিঃ ।
কবির্বুধ্নং পরি মর্মৃজ্যতে ধীঃ সা দেবতাতা সমিতির্বভূব ॥৮॥*

(স্বয়ং) অতিদীপ্ত অত্যুৎকৃষ্ট আকৃতি ধারণ করেন যখন নিজগৃহে দুগ্ধ ও জলের সংমিশ্রণ অথবা তেজ দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। সেই কবি সর্বত্র তাঁর ভিত্তিকে (অন্তরিক্ষকে) প্রজ্ঞা দ্বারা অলংকৃত করেন, এই মিলনস্থলেই দেবতারা সম্মিলিত হয়ে থাকেন ॥৮॥

* সায়ণের অনুবাদ—গোভিঃ অদ্ ভিঃ— গমনশীল মেঘস্থিত জলের সঙ্গে অগ্নির বিদ্যুত্রূপে সংযোগ ঘটে।

উরু তে জ্রয়ঃ পর্যেতি বুধ্নং বিরোচমানং মহিষস্য ধাম ।
বিশ্বেভিরগ্নে স্বযশোভিরিদ্ধো ঽদব্ধেভিঃ পায়ুভিঃ পাহ্যস্মান্ ॥৯॥

মহতের (তোমার) মূলভূত (যে অন্তরিক্ষলোক)— কে ঘিরে সুবিস্তৃতভাবে প্রসারিত হয় (তোমার) জয়শীল সম্যক প্রদীপ্ত তেজ। যখন প্রজ্জ্বলিত হও, হে অগ্নি! (তখন) তোমার স্বয়ংপ্রভ অদম্য পালনকারীদের দ্বারা আমাদের রক্ষা কর ॥৯॥

টীকা— সায়ণ—স্বযশোভি—স্বতেজদ্বারা।

ধন্বন্‌ৎস্রোতঃ কৃণুতে গাতুমূর্মিং শুক্রৈরূর্মিভিরভি নক্ষতি ক্ষাম্ ।
বিশ্বা সনানি জঠরেষু ধত্তে ঽন্তর্নবাসু চরতি প্রসূষু ॥১০॥

উষর ভূমিতে তিনি (জল) প্রবাহ সৃষ্টি করেন এবং গমনপথ, তরঙ্গভঙ্গ আর নির্মল জলতরঙ্গ দ্বারা পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেন। সকল প্রাক্তনকে অথবা অন্নকে তিনি উদরে ধারণ করেন, নূতন, ফলপ্রসূ (বৃক্ষাদির) মধ্যে বিচরণ করেন ॥১০॥

টীকা— সায়ণ—ধন্বন্—আকাশে।

এবা নো অগ্নে সমিধা বৃধানো রেবৎ পাবক শ্রবসে বি ভাহি ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥১১॥

হে পবিত্র অগ্নি! এই ভাবে, যেমন করে আমাদের প্রদত্ত জ্বলনকাষ্ঠ দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছ, তেমনই যশের জন্য বিশেষ দীপ্তিমান হয়ে আলোক দাও। আমাদের এই প্রার্থনা মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও স্বর্গ যেন পূরণ করেন ॥১১॥

(সূক্ত-৯৬)

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

স প্রত্নথা সহসা জায়মানঃ সদ্যঃ কাব্যানি বলধত্ত বিশ্বা ।
আপশ্চ মিত্রং ধিষণা চ সাধন্ দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্ ॥১॥

বলের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে সেই (অগ্নি) সেইক্ষণেই (যেন) চিরকালীনভাবে সকল মেধা সত্যই ধারণ করলেন। উদক এবং পবিত্র স্থান(ভূমি) উভয়ে সেই মিত্রকে (অগ্নিকে) সফল করলেন— দেবগণ ধনদাতারূপে অগ্নিকে স্থাপনা করলেন ॥১॥

টীকা—সায়ণ—ধিষণা—মধ্যমা বাক্।

স পূর্বয়া নিবিদা কব্যতায়োরিমাঃ প্রজা অজনয়ন্মনূনাম্ ।
বিবস্বতা চক্ষসা দ্যামপশ্চ দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্ ॥২॥

পুরাকালীন যথাবিধি স্তোত্রের (নিবিদ) দ্বারা এবং আয়ু (নামে ঋষির) কবিত্বশক্তির দ্বারা স্তূয়মান (অগ্নি) মনুসম্বন্ধী এই সকল সন্তানকে উৎপাদন করেছিলেন। বিবস্বান্ (সূর্য)-কে চক্ষু অথবা তেজ রূপে (ধারণ করে) স্বর্গ ও জলরাশিথবা অন্তরিক্ষকে (অগ্নি) ব্যাপ্ত করেছিলেন— দেবগণ ধনদাতারূপে অগ্নিকে স্থাপনা করেন ॥২॥

টীকা— দ্রবিণোদা— ধনদাতা।

তমীলত প্রথমং যজ্ঞসাধং বিশ আরীরাহুতমৃঞ্জসানম্ ।
ঊর্জঃ পুত্রং ভরতং সৃপ্রদানুং দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্ ॥৩॥

সকল মানুষেরা (আর্যগোষ্ঠীরা) সেই অগ্নিকে অগ্রগণ্যরূপে, আহুত (হয়ে) যজ্ঞনিষ্পাদকরূপে, নিশ্চিত লক্ষ্য সাধনকারীরূপে অথবা স্তুতরূপে একান্তভাবে আবাহন করে। (সেই অগ্নি) বলের অথবা অন্নের পুত্র, ভরত, মরণশীল (অবিছিন্ন) ধনের দাতা। দেবগণ ... ইত্যাদি ॥৩॥

টীকা—সায়ণ মতে ভরত শব্দের অর্থ প্রজাগণের ভর্তা বা পালক।

Jamison— সুপ্রদানু—চলমান, সরণশীল ঘৃতবিন্দুর অধিপতি।

স মাতরিশ্বা পুরুবারপুষ্টির্বিদদ্ গাতুং তনয়ায় স্বর্বিৎ ।
বিশাং গোপা জনিতা রোদস্যোর্দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্ ॥৪॥

মাতরিশ্বন্‌রূপে তিনি নানা আকাঙ্ক্ষিত ধনে পূর্ণ সমৃদ্ধি আনয়ন করেন, (তিনি) সূর্যকে অথবা স্বর্গলোককে জানেন, (তাই) সন্তানের জন্য পথ নির্দেশ করেন; তিনি জনগোষ্ঠীগুলির রক্ষক, দ্যাবাপৃথিবীর সৃষ্টিকারী, দেবগণ... ইত্যাদি ॥৪॥

নক্তোষাসা বর্ণমামেম্যানে ধাপয়েতে শিশুমেকং সমীচী ।
দ্যাবাক্ষামা রুক্মো অন্তর্বি ভাতি দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্ ॥৫॥

দিন ও রাত্রি, পরস্পর নিজরূপ পরিবর্তন করতে করতে, যুগপৎ তাদের একই শিশুকে (অগ্নিকে) পান করায়, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে সমুজ্জ্বল (অলংকার তুল্য) (অগ্নি) বিশেষভাবে শোভা পায়, দেবগণ ... ইত্যাদি ॥৫॥

টীকা—ধাপয়েতে—সায়ণ—হবিঃ পান করায়।

রায়ো বুধ্নঃ সংগমনো বসূনাং যজ্ঞস্য কেতুর্মন্মসাধনো বেঃ ।
অমৃতত্বং রক্ষমাণাস এনং দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্ ॥৬॥

সম্পদের কারণস্বরূপ, মঙ্গলের সাধক, যজ্ঞের পতাকাস্বরূপ (জ্ঞাপনকারী), সেই গমনশীল (অগ্নি) আমাদের আকাঙ্ক্ষা সফল করে থাকেন, অমরত্বকে রক্ষা করতে করতে দেবগণ এই অগ্নিকে, ধনদানকারীকে স্থাপনা করে থাকেন ॥৬॥

নূ চ পুরা চ সদনং রয়ীণাং জাতস্য চ জায়মানস্য চ ক্ষাম্ ।
সতশ্চ গোপাং ভবতশ্চ ভূরের্দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্ ॥৭॥

বর্তমানকালে এবং অতীতকালে, ধনের আবাসস্বরূপ, যা (কিছু) জন্ম নিয়েছে এবং জন্ম নিচ্ছে (সকলের) বাসভূমিস্বরূপ, সকল বর্তমান এবং অসংখ্য সম্ভাব্য (সত্তার) রক্ষাকারী অগ্নিকে, ধনদাতাকে দেবগণ স্থাপনা করে থাকেন ॥৭॥

দ্রবিণোদা দ্রবিণসস্তরস্য দ্রবিণোদাঃ সনরস্য প্র যংসৎ ।
দ্রবিণোদা বীরবতীমিষং নো দ্রবিণোদা রাসতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥৮॥

সেই ধনদাতা (তাঁর) দ্রুতগমনকারী ধনের (অংশ দান করুন), ধনদাতা স্থাবর অথবা শ্রেষ্ঠ নরগণসহ (ধন) দান করুন, এবং বীর যোদ্ধাসমন্বয়ে অন্ন আমাদের (দান করুন), ধনদানকারী যেন দীর্ঘজীবন দান করেন ॥৮॥

এবা নো অগ্নে সমিধা বৃধানো রেবৎ পাবক শ্রবসে বি ভাহি ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥৯॥

এই ভাবে, হে পবিত্র (অগ্নি)! সমিধ দ্রব্য দ্বারা বর্ধিত হতে হতে যশের জন্য দীপ্তিমান হয়ে ওঠ; মিত্র এবং বরুণ অদিতি, সিন্ধু (জলদেবতা), দ্যৌ এবং পৃথিবী (এই প্রার্থনা) পূর্ণ করুন ॥৯॥

(সূক্ত-৯৭)

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৮।

অপ নঃ শোশুচদঘমগ্নে শুশুগ্ধ্যা রয়িম্। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥১॥

হে অগ্নি!আমাদের অশুভকে বিনষ্ট করে সম্পদকে(এই)অভিমুখে আনয়ন কর। আমাদের অমঙ্গলকে বিনাশ কর ॥১॥

সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসূয়া চ যজামহে। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥২॥

শোভন ভূমির আকাঙ্ক্ষায়, সহজগম্য পথের কামনায়, ধনলাভের প্রার্থনায় (আমরা) যজ্ঞ করি। আমাদের অমঙ্গলকে বিনাশ কর ॥২॥

প্র যদ্ ভন্দিষ্ঠ এষাং প্রাস্মাকাসশ্চ সূরয়ঃ। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥৩॥

যেমন এই (স্তোতৃগণের মধ্যে) শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যবান (যেন) প্রধান (হয়) এবং আমাদের নিজ পুরুষগণও (যজমানও) (শ্রেষ্ঠ) হয়—আমাদের ... ইত্যাদি ॥৩॥

প্র যৎ তে অগ্নে সূরয়ো জায়েমহি প্র তে বয়ম্। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥৪॥

হে অগ্নি! আমরা, তোমার স্তোতৃবৃন্দ যেন তোমার মাধ্যমে প্রকৃষ্টভাবে বর্ধিত হই—আমাদের... ইত্যাদি ॥৪॥

প্র যদগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥৫॥

যখন শক্তিমান অগ্নির দীপ্তিসমূহ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় (তুমি) আমাদের ... ইত্যাদি ॥৫॥

ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥৬॥

তুমি সর্বদিকে অভিমুখী হয়ে (অধিষ্ঠান কর) সর্বত্র অভিব্যাপ্ত, আমাদের ... ইত্যাদি ॥৬॥

দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়। অপ নঃশোশুচদঘম্ ॥৭॥

হে সর্বদিকমুখী (অগ্নি) নৌকার মতো (হয়ে) আমাদের শত্রুতা অতিক্রম করিয়ে দাও। আমাদের ...॥৭॥

স নঃ সিন্ধুমিব নাবয়াতি পর্ষা স্বস্তয়ে। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥৮॥

তুমি আমাদের নৌকার দ্বারা (যেমন) নদী মঙ্গলের প্রতি (শত্রুদের) অতিক্রম করিয়ে দাও। আমাদের ....॥৮॥

(সূক্ত-৯৮)

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৩।

বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ ।
ইতো জাতো বিশ্বমিদং বি চষ্টে বৈশ্বানরো যততে সূর্যেণ ॥১॥

অগ্নি বৈশ্বানরের অনুগ্রহে যেন বিদ্যমান থাকি, কারণ তিনি প্রভু এবং সকল ভূতজাতের সমৃদ্ধিস্বরূপ। তিনি এই হতে জাত এবং এই (জগৎকে) বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, সূর্যের সঙ্গে সঙ্গত হয়ে থাকেন ॥১॥

পৃষ্টো দিবি পৃষ্টো অগ্নিঃ পৃথিব্যাং পৃষ্টো বিশ্বা ওষধীরা বিবেশ ।
বৈশ্বানরঃ সহসা পৃষ্টো অগ্নিঃ স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্ ॥২॥

স্বর্গলোকে সম্পর্কিত (হয়ে) পৃথিবীতে সম্পর্কিত (হয়ে) অগ্নি সকল ওষধিতে নিহিত অবস্থায় তন্মধ্যে প্রবেশ করেন। সবলে সংস্পৃষ্ট অগ্নি বৈশ্বানর আমাদের (সকলকে) দিবারাত্রি বিপদ হতে যেন রক্ষা করেন ॥২॥

টীকা— পৃষ্টঃ— সম্পর্কিত অথবা অন্বেষিত।

বৈশ্বনর তব তৎ সত্যমস্ত্বস্মান্ রায়ো মঘবানঃ সচন্তাম্ ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥৩॥

(হে) বৈশ্বানর! যেন তোমার সেই (কর্ম) সত্য হয়। ধনবান (যজমান) ও সম্পদ যেন আমাদের সঙ্গে থাকেন। মিত্র ও বরুণ এবং অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌ যেন আমাদের প্রতি এই দান করেন ॥৩॥

(সূক্ত-৯৯)

অগ্নি দেবতা। মারীচির পুত্র কশ্যপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১।

জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥১॥

জাতবেদা (অগ্নির) জন্য আমরা সোমাভিষব করব। তিনি শত্রুর সম্পদ দগ্ধ করবেন। তিনি আমাদের সকল দুর্গতি উত্তীর্ণ করবেন, নৌকার দ্বারা নদীকে অতিক্রম করার মতো, অগ্নি সকল দুর্গম (পথ) (পার করাবেন) ॥১॥

টীকা—এই একটি মাত্র মন্ত্রসমন্বিত সূক্তটি ঋগ্বেদের ক্ষুদ্রতম সূক্ত।

(সূক্ত-১০০)

ইন্দ্র দেবতা। ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ,সহদেব,ভয়মান ও সুরাধা নামক বার্ষাগিরের পুত্রগণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৯।

স যো বৃষা বৃষ্ণ্যেভিঃ সমোকা মহো দিবঃ পৃথিব্যাশ্চ সম্রাট্।
সতীনসত্বা হব্যো ভরেষু মরুত্বান্ নো ভবত্বিন্দ্র উতী ॥১॥

যে (ইন্দ্র) (ফল) বর্ষণকারী শক্তির দ্বারা যুক্ত হয়ে অভীষ্টদাতা, মহান দ্যুলোক ও ভূলোকের একমাত্র অধিপতি, নির্ভরযোগ্য যোদ্ধাসহ সংগ্রামে আবাহনযোগ্য সেই ইন্দ্র মরুৎগণ-সহ আমাদের রক্ষণের জন্য এখানে বিরাজ করুন। ॥১॥

টীকা—সমোকা- নিজগৃহে (বিচরণরতের) ন্যায়—Jamison (স্বচ্ছন্দে) অভীষ্টদাতা।
সতীন সত্বা-সতীন/জনের প্রাপয়িতা—সায়ণাচার্য্য।

যস্যানাপ্তঃ সূর্যস্যেব যামো ভরেভরে বৃত্রহা শুষ্মো অস্তি ।
বৃষন্তমঃ সখিভিঃ স্বেভিরেবৈর্মরুত্বান্ নো ভবত্বিন্দ্র উতী ॥২॥

যাঁর গতিপথ, সূর্যের মতোই অপ্রাপণীয়, প্রতি যুদ্ধে যিনি বৃত্রহননকারী শক্তির অধিকারী, একান্তভাবে শ্রেষ্ঠ অভীষ্টদাতা সখাগণের সঙ্গে নিজ গমনপথে (আগমন করুন), —মরুৎগণ-সহ ইন্দ্র আমাদের... ইত্যাদি ॥২॥

দিবো ন যস্য রেতসো দুঘানাঃ পন্থাসো যন্তি শবসাপরীতাঃ।
তরদ্দ্বেষাঃ সাসহিঃ পৌংস্যেভির্মরুত্বান্ নো ভবত্বিন্দ্র উতী ॥৩॥

যাঁর পথসমূহ/রশ্মিজাল স্বর্গের (পথের) মতো বীর্য/বৃষ্টিজল নিঃসরণ করে এবং তেজে দুর্দ্ধর্ষ, সেই (ইন্দ্র) বিদ্বেষকে জয় করে নিজ পৌরুষের মাধ্যমে জয়শীল, মরুৎগণ... ইত্যাদি ॥৩॥

সো অঙ্গিরোভিরঙ্গিরস্তমো ভূদ্ বৃষা বৃষভিঃ সখিভিঃ সখা সন্ ।
ঋগ্মিভির্ঋগ্মী গাতুভির্জ্যেষ্ঠো মরুত্বান্ নো ভবত্বিন্দ্র উতী ॥৪॥

তিনি অঙ্গিরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (গমনকারী) ফলবর্ষণকারীদের মধ্যে (অত্যন্ত) দানকারী, বন্ধুভূতগণের মধ্যে বন্ধু হয়ে, স্তবনীয়গণের মধ্যে অত্যন্ত স্তুত্য, পথগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য—মরুৎগণ সহ ... ইত্যাদি ।।৪।।

টীকা—গাতুভিঃ- গমনপথগুলির মধ্যে।
জ্যেষ্ঠঃ —মুখ্য-Jamison কৃত অনুবাদ।

স সূনুভির্ন রুদ্রেভির্ঋভ্বা নৃষাহ্যে সাসহ্বাঁ অমিত্রান্ ।
সনীলেভিঃ শ্রবস্যানি তূর্বন্ মরুত্বান্ নো ভবত্বিন্দ্র উতী ।।৫।।

মহান সুদক্ষ সেই (ইন্দ্র) পুত্রস্থানীয় রুদ্র (মরুৎ) গণের দ্বারা যুক্ত হয়ে মনুষ্যগণকে জয়ের সময়ে শত্রুবিজয় করে (এবং) সমানস্থানবাসী (মরুৎ) গণের সঙ্গে খ্যাতিযোগ্য (কার্যসমূহকে) সার্থক করেছিলেন—মরুৎগণ ... ইত্যাদি। ।।৫।।

টীকা—শ্রবস্য—শ্রব বা অন্ন, তার কারণভূত জলকে তূর্বন্—মেঘনিঃসৃত করে—সায়ণকৃত অনুবাদ।

স মন্যুমীঃ সমদনস্য কর্তা হস্মাকেভির্নৃভিঃ সূর্যং সনৎ ।
অস্মিন্নহন্‌ৎসৎপতিঃ পুরুহূতো মরুত্বান্ নো ভবত্বিন্দ্র উতী ।।৬।।

তিনি (শত্রুগণের) যুদ্ধপ্রাবল্যকে প্রতিহত করে, যুদ্ধক্ষেত্রের নায়ক (হয়ে) আমাদের মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে অদ্য সূর্যকে জয় করেছেন। সেই সৎ(ব্যক্তির) পালক, বহু (স্তোতার দ্বারা) আহূত, ইন্দ্র মরুৎগণ ... ইত্যাদি। ।।৬।।

তমূতয়ো রণয়ঞ্ছূরসাতৌ তং ক্ষেমস্য ক্ষিতয়ঃ কৃণ্বত ত্রাম্ ।
স বিশ্বস্য করুণস্যেশ একো মরুত্বান্ নো ভবত্বিন্দ্র উতী ।।৭।।

তাঁকে সাহায্য (কারী) গণ, বীর (গণের সঙ্গে) প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আনন্দ লাভ করিয়ে থাকেন, মানুষেরা তাঁকে রক্ষণীয়(সম্পদের) অথবা শান্তির ত্রাতা করে থাকেন, তিনি এককভাবে প্রত্যেক কর্মের প্রভু, মরুৎগণ... ইত্যাদি ।।৭।।

তমপ্সন্ত শবস উৎসবেষু নরো নরমবসে তং ধনায় ।
সো অন্ধে চিৎ তমসি জ্যোতির্বিদন্ মরুত্বান্ নো ভবত্বিন্দ্র উতী ।।৮।।

তাঁর মহৎ বলের প্রকাশকালে তাঁকে সেই নেতাকে মানুষেরা (স্তোতৃগণ) উৎসাহ দেয় রক্ষণের জন্য, সম্পদের জন্য (উৎসাহিত করে); তিনি গাঢ় অন্ধকারেও আলোক (বিজয়) লাভ করেছিলেন। মরুৎগণ... ইত্যাদি ।।৮।।

স সব্যেন যমতি ব্রাধতশ্চিৎ স দক্ষিণে সংগৃভীতা কৃতানি ।
স কীরিণা চিৎ সনিতা ধনানি মরুত্বান্ নো ভবত্বিন্দ্র উতী ।।৯।।

তিনি বাম (হস্ত) দ্বারা হিংসাকারীকেও (শত্রু) নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি দক্ষিণ (হস্তদ্বারা) সকল অর্ঘ একত্র গ্রহণ করেন। তিনি কাপুরুষের সঙ্গে থাকলেও সকল সম্পদ বিজয় করেন। মরুৎগণ ... ইত্যাদি ।।৯।।

টীকা—সায়ণকৃত অনুবাদ—কীরিণা ... সনিতা—স্তুতিকারী যজমানের দ্বারা স্তুত হয়ে ধন দান করেন।

স গ্রামেভিঃ সনিতা স রথেভির্বিদে বিশ্বাভিঃ কৃষ্টিভির্ন্বদ্য ।
স পৌংস্যেভিরভিভূরশস্তীর্মরুত্বান্ নো ভবত্বিন্দ্র উতী ।।১০।।

তিনি নিজ গণের সঙ্গে বিজয়ী, তিনি রথসমূহ দ্বারা (বিজয়ী), আজ শীঘ্র সকল জনগণ দ্বারা তিনি পরিজ্ঞাত—নিজ বীর্য দ্বারা তিনি বিদ্রূপকারী শত্রুদের অভিভূত করে (থাকেন), মরুৎগণ... ইত্যাদি ।।১০।।

টীকা—অশস্তীঃ—অশংসনীয়—কথনের অযোগ্য—সায়ণ।

স জামিভির্যৎ সমজাতি মীহ্লে হজামিভির্বা পুরুহূত এবৈঃ।
অপাং তোকস্য তনয়স্য জেষে মরুত্বান্ নো ভবত্বিন্দ্র উতী ।।১১।।

যেহেতু তাঁর স্বজনগণ বা অনাত্মীয়জনের সঙ্গে একত্রে সেই ইন্দ্র সংগ্রামকালে সম্মিলিতভাবে আগমন করেন, তিনি বহুজনের দ্বারা বহুবার আহূত (হয়ে থাকেন), জলরাশিকে জয় করার জন্য, সন্তান ও বংশধারা (প্রাপ্তির জন্য), —মরুৎগণ ... ইত্যাদি ।।১১।।

স বজ্রভৃদ্ দস্যুহা ভীম উগ্রঃ সহস্রচেতাঃ শতনীথ ঋভ্বা ।
চম্রীষো ন শবসা পাঞ্চজন্যো মরুত্বান্ নো ভবত্বিন্দ্র উতী ।।১২।।

তিনি বহুব্রতী, দস্যুনাশক, ঘোররূপ, মহাতেজস্বী সহস্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং শত দীপ্তিযুক্ত, সূক্ষ্ম অথবা দীপ্তিমান এবং বস্ত্রপাত্রবিশেষের মতো বিস্তৃত, বলের দ্বারা পঞ্চজনের সঙ্গে সম্পর্কিত; মরুৎগণ... ইত্যাদি ॥১২॥

টীকা—পঞ্চজন—গন্ধর্ব, অপ্সর, দেব, অসুর, রাক্ষস এই পঞ্চজন অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পঞ্চ বর্ণ। সায়ন তথা তাঁদের রক্ষক এই অর্থে পঞ্চজন।

তস্য বজ্রঃ ক্রন্দতি স্মৎ স্বর্ষা দিবো ন ত্বেষো রবথঃ শিমীবান্ ।
তং সচন্তে সনয়স্তং ধনানি মরুত্বান্ নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥১৩॥

তাঁর বজ্র সূর্যের মতো দীপ্তভাবে গর্জন করে যেন স্বর্গের গভীর আহ্বানের প্রতিধ্বনি; সম্পদ এবং ধনসকল তাঁকেই অনুগমন করে। মরুৎগণ ... ইত্যাদি। ॥১৩॥

টীকা—স্বর্ষা—শোভন জলদাতা—সায়নভাষ্য।

যস্যাজস্রং শবসা মানমুক্থং পরিভুজদ্ রোদসী বিশ্বতঃ সীম্ ।
স পারিষৎ ক্রতুভির্মন্দসানো মরুত্বান্ নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥১৪॥

যাঁর প্রশস্তি, অজস্র বলের উপমানভূত হয়ে দ্যুলোক ও ভূলোককে সর্বত্র অনবরতভাবে পরিবেষ্টন করে তিনি আনন্দ উপভোগ করার সময়ে তাঁর কর্মসকল দ্বারা রক্ষা করবেন। মরুৎগণ ... ইত্যাদি ॥১৪॥

ন যস্য দেবা দেবতা ন মর্তা আপশ্চন শবসো অন্তমাপুঃ ।
স প্ররিক্বা ত্বক্ষসা ক্ষ্মো দিবশ্চ মরুত্বান্ নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥১৫॥

যাঁর মহান শক্তির সীমা কোনও দেব (তাঁর) দিব্যগুণদ্বারা, না কোনও মানব, না জলরাশি প্রাপ্ত হতে পারেনি—তিনি তাঁর নিজ বলের দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গের (বলকে) প্রকৃষ্টভাবে অতিক্রম করেন। মরুৎগণ...ইত্যাদি ॥১৫॥

রোহিচ্ছ্যাবা সুমদংশুর্ললামীর্দ্যুক্ষা রায় ঋজ্রাশ্বস্য ।
বৃষণ্বন্তং বিভ্রতী ধূর্ষু রথং মন্দ্রা চিকেত নাহুষীষু বিক্ষু ॥১৬॥

রক্তিমবর্ণ ও শ্যামবর্ণযুক্ত অথচ নির্মলদেহিনী, শিরোভূষণযুক্তা, স্বর্গীয় এবং ঋজ্রাশ্ব (নামে রাজার) ধনের জন্য, যা বৃষযুক্ত (ইন্দ্রের) রথকে ধুরা (রথ সংযোজস্থল) দ্বারা বহন করে (সকলের) আনন্দদায়িনী সেই (অশ্বী) নহুষ (মনুষ্য) গোষ্ঠীর মধ্যে প্রজাদের দ্বারা জ্ঞাত হয় ॥১৬॥

এতৎ ত্যৎ ত ইন্দ্র বৃষ্ণ উক্থং বার্ষাগিরা অভি গৃণন্তি রাধঃ ।
ঋজ্রাশ্বঃ প্রষ্টিভিরম্বরীষঃ সহদেবো ভয়মানঃ সুরাধাঃ ॥১৭॥

হে (অভীষ্ট) বর্ষণকারিন্, ইন্দ্র! এই স্তুতি তোমার জন্য। বৃষাগির রাজার পুত্র (ঋজ্রাশ্ব প্রমুখ) তোমার দানশীলতার প্রশস্তি করেন। ঋজ্রাশ্ব পার্শ্ববর্তী অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান এবং সুরাধসের সঙ্গে (স্তুতি করেন) ॥১৭॥

দস্যূঞ্ছিম্যূংশ্চ পুরুহূত এবৈর্হত্বা পৃথিব্যাং শর্বা নি বর্হীৎ ।
সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ সনৎ সূর্যং সনদপঃ সুবজ্রঃ ॥১৮॥

বহুজনের/বহুভাবে আহূত, দস্যুগণকে বিনাশ করে এবং শিম্যুগণকে (বধকারী রাক্ষস প্রভৃতিকে) পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে তিনি মারক বজ্র দ্বারা তাদের দমন করেছিলেন। তিনি উজ্জ্বল মিত্রগণের (মরুৎ) সঙ্গে বাসভূমি জয় করেছিলেন, তিনি সূর্যকে জয় করেছিলেন, শোভন বজ্রযুক্ত (ইন্দ্র) জলকে জয় করেছিলেন ॥১৮॥

বিশ্বাহেন্দ্রো অধিবক্তা নো অস্ত্বপরিহ্বৃতাঃ সনুয়াম বাজম্ ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥১৯॥

চিরকাল ইন্দ্র আমাদের স্বপক্ষে যেন কথা বলেন। আমরা বৃথা ভ্রমণ না করে (যেন) অন্ন জয় করি। মিত্র ও বরুণ এবং অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যুলোক যেন আমাদের জন্য এই দান করেন ॥১৯॥

(সূক্ত-১০১)

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১১।

প্র মন্দিনে পিতুমদর্চতা বচো যঃ কৃষ্ণগর্ভা নিরহন্নৃজিশ্বনা ।
অবস্যবো বৃষণং বজ্রদক্ষিণং মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে ॥১॥

উৎফুল্ল (ইন্দ্রের) প্রতি [illegible] স্তব প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারণ কর, যিনি ঋজিশ্বন (রাজার) সঙ্গে অন্তঃস্থিত কৃষ্ণবর্ণ অথবা অসুরের নগরগুলি) বিনাশ করেছিলেন। দক্ষিণ (হস্তে) বজ্রধারী সেই কামনাপূর্ণকারী মরুৎগণের সহচারীর নিকট রক্ষা কামনা করে (তাঁকে) মৈত্রীর জন্য আহ্বান করি ॥১॥

টীকা—সায়নাচার্য 'কৃষ্ণগর্ভাঃ নিরহন্'—এই অংশটি অনুবাদ করেছেন—কৃষ্ণ নামক অসুরের সন্তানসম্ভবা পত্নীকে বধ করেছিলেন।

যো ব্যংসং জাহৃষাণেন মন্যুনা যঃ শম্বরং যো অহন্ পিপ্রুমব্রতম্ ।
ইন্দ্রো যঃ শুষ্ণমশুষং ন্যাবৃণঙ্ মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে ॥২॥

যিনি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রসারিত স্কন্ধ খণ্ডিত (করে) (বৃত্রকে) হত্যা করেছিলেন, যিনি শম্বর (অসুর)-কে, ব্রতবিরোধী পিপ্রু (অসুর)-কে (বধ করেছিলেন), ইন্দ্র, যিনি অপ্রশমনীয় শুষ্ণকে পরাভূত করেছিলেন—সেই মরুৎগণের সহচর ইন্দ্রকে মৈত্রীর জন্য আহ্বান করি ॥২॥

যস্য দ্যাবাপৃথিবী পৌংস্যং মহদ্ যস্য ব্রতে বরুণো যস্য সূর্যঃ ।
যস্যেন্দ্রস্য সিন্ধবঃ সশ্চতি ব্রতং মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে ॥৩॥

যাঁর প্রবল পৌরুষকে দ্যুলোক ও ভূলোক (স্তুতি করে); যাঁর নির্দেশে বরুণ (এবং) সূর্য (চলেন); যে ইন্দ্রের নির্দেশে নদীগুলি প্রবাহিত হয় (সেই) মরুৎ সহচর ইন্দ্রকে ... ইত্যাদি ॥৩॥

টীকা—সশ্চতি—এই শব্দের অর্থ করেছেন 'নির্দেশিত কর্ম'।

যো অশ্বানাং যো গবাং গোপতির্বশী য আরিতঃ কর্মণিকর্মণি স্থিরঃ ।
বীলোশ্চিদিন্দ্রো যো অসুন্বতো বধো মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে ॥৪॥

যিনি [illegible] (অনুগামী) অশ্বসমূহের, গাভীসমূহের প্রভু, যিনি প্রত্যেক কর্মে অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত, যে ইন্দ্র যজ্ঞহীন দৃঢ়চিত্ত শত্রুরও হন্তা (সেই) মরুৎসহচর ইন্দ্রকে ... ইত্যাদি ॥৪॥

যো বিশ্বস্য জগতঃ প্রাণতস্পতির্যো ব্রহ্মণে প্রথমো গা অবিন্দৎ ।
ইন্দ্রো যো দস্যূঁরধরাঁ অবাতিরন্ মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে ॥৫॥

যিনি সকল জঙ্গম এবং প্রাণবান জগতের প্রভু, যিনি স্তুতিকারীর (যজমানের) জন্য প্রথম গাভী সন্ধান করে এনেছিলেন, যে ইন্দ্র দস্যু (অসুরগণকে) নিকৃষ্ট অবস্থায় বধ করেছিলেন (সেই) মরুৎসহচর... ইত্যাদি ॥৫॥

যঃ শূরেভির্হব্যো যশ্চ ভীরুভির্যো ধাবদ্ভির্হূয়তে যশ্চ জিগ্যুভিঃ ।
ইন্দ্রং যং বিশ্বা ভুবনাভি সংদধুর্মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে ॥৬॥

যিনি বীরগণদ্বারা আহ্বানের যোগ্য, যিনি ভীতদেরও আহ্বানযোগ্য, যাঁকে (পরাজিত) ধাবমান জনের দ্বারা আহ্বান করা হয়, যাঁকে বিজয়ীদের দ্বারাও (আহ্বান করা হয়), যে ইন্দ্রকে সকল প্রাণিকুল (স্ব স্ব) সম্মুখে স্থাপন করে—মরুৎ সহচর....॥৬॥

রুদ্রাণামেতি প্রদিশা বিচক্ষণো রুদ্রেভির্যোষা তনুতে পৃথু জ্রয়ঃ ।
ইন্দ্রং মনীষা অভ্যর্চতি শ্রুতং মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে ॥৭॥

বিশেষভাবে দর্শনরত অথবা প্রকাশমান (ইন্দ্র) রুদ্রগণের (মরুৎগণের) প্রদর্শিত দিকে গমন করেন, রুদ্রগণের সঙ্গে (সেই) কন্যা (রোদসী?) বিস্তীর্ণভাবে পরিধিকে বৃদ্ধি করেন। প্রখ্যাত ইন্দ্রকে ধী অনুকূল স্তুতি করে—মরুৎসহচর....॥৭॥

টীকা—যোষা-শব্দের অর্থ সায়ন করেছেন মাধ্যমিকা বাক্।

যদ্ বা মরুত্বঃ পরমে সধস্থে যদ্ বাবমে বৃজনে মাদয়াসে ।
অত আ যাহ্যধ্বরং নো অচ্ছা ত্বায়া হবিশ্চকৃমা সত্যরাধঃ ॥৮॥

মরুৎযুক্ত ইন্দ্র! উৎকৃষ্ট অথবা দূরতম স্থানে যদি বা অর্বাচীন বা নিকটস্থ গৃহে তুমি (আনন্দ) উপভোগ কর। সেই যাত্রা পথ হতে আমাদের যজ্ঞস্থলের অভিমুখে আগমন কর। তোমার প্রতি কামনায়, হে যথার্থ উদার (দাতা) আমরা হবিঃ প্রস্তুত করেছি ॥৮॥

ত্বায়েন্দ্র সোমং সুষুমা সুদক্ষ ত্বায়া হবিশ্চকৃমা ব্রহ্মবাহঃ ।
অধা নিযুত্বঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষি মাদয়স্ব ॥৯॥

হে অতিকুশল ইন্দ্র! তোমার (আনুকূল্য) আকাঙ্ক্ষায় সোমাভিষব করেছি; হে পবিত্র স্তোত্র(দ্বারা) বাহিত (ইন্দ্র)! তোমার প্রতি প্রার্থনায় হবিঃ প্রস্তুত করেছি, অতএব তুমি তোমার সহচরগণসহ মরুৎগণযুক্ত হয়ে এই যজ্ঞে কুশের উপর তৃপ্ত হও! ॥৯॥

মাদয়স্ব হরিভির্যে ত ইন্দ্র বি ষ্যস্ব শিপ্রে বি সৃজস্ব ধেনে ।
আ ত্বা সুশিপ্র হরয়ো বহন্তূশন্ হব্যানি প্রতি নো জুষস্ব ॥১০॥

ইন্দ্র! তোমার হরী (অশ্ব)-সহ আনন্দ উপভোগ কর। তোমার উভয় হনু, অধরোষ্ঠ ব্যাদান কর। উভয় পোষণকারী ধারাকে (জিহ্বা-উপজিহ্বাকে) বিবৃত কর। হে শোভন হনুযুক্ত তোমার অশ্বগণ যেন তোমাকে এখানে বহন করে আনে। আমাদের (প্রদত্ত) হবিঃ সাগ্রহে উপভোগ কর ॥১০॥

মরুৎস্তোত্রস্য বৃজনস্য গোপা বয়মিন্দ্রেণ সনুয়াম বাজম্ ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥১১॥

মরুৎ(গণের প্রতি) স্তোত্রকারীদের পরিচালক (ইন্দ্রের) রক্ষিতরূপে যেন আমরা ইন্দ্রের দ্বারা অন্ন লাভ করি। যেন মিত্র এবং বরুণ, দ্যাবা পৃথিবী, অদিতি ও সিন্ধু আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করেন ॥১১॥

(সূক্ত-১০২)

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১১।

ইমাং তে ধিয়ং প্র ভরে মহো মহীমস্য স্তোত্রে ধিষণা যৎ ত আনজে ।
তমুৎসবে চ প্রসবে চ সাসহিমিন্দ্রং দেবাসঃ শবসামদন্ননু ॥১॥

মহান তোমার স্তুতিকর্তা আমি ইদানীং এই অত্যুৎকৃষ্ট স্তব তোমার প্রতি প্রকৃষ্টভাবে নিবেদন করছি, যেহেতু তোমার চিন্তা (আমার) এই স্তোত্রে যুক্ত হয়ে আছে। শত্রুবিজয়ী সেই ইন্দ্রকে (তাঁর) সমৃদ্ধিতে এবং ব্যাপকতায় দেবগণ স্তুতির দ্বারা হৃষ্ট করেছিলেন ॥১॥

টীকা—সায়ণাচার্য অনুবাদ করেছেন 'উৎসবে চ প্রসবে চ'— অভিবৃদ্ধির জন্য এবং ধন বা বৃষ্টিজলের উৎপত্তির জন্য। Jamison অনুবাদ করেছেন 'মহীমস্য স্তোত্রেধিষণা যত্তে আনজে।—এর অর্থ (ইন্দ্র) যখন এই পবিত্র ভূমিকে তোমার জন্য লেপন করা হয়েছে।

অস্য শ্রবো নদ্যঃ সপ্ত বিভ্রতি দ্যাবাক্ষামা পৃথিবী দর্শতং বপুঃ ।
অস্মে সূর্যাচন্দ্রমসাভিচক্ষে শ্রদ্ধে কমিন্দ্র চরতো বিতর্তুরম্ ॥২॥

ইঁহার খ্যাতি সপ্তনদী বহন করে; দ্যাবাপৃথিবী ও বিস্তীর্ণ (অন্তরীক্ষ) দর্শনযোগ্য বিস্ময়কর আকৃতি (বহন করে); সূর্য ও চন্দ্র নিয়তভাবে বিবর্তনের দ্বারা বিচরণ করে, হে ইন্দ্র যেন আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে দর্শন করি ॥২॥

তং স্মা রথং মঘবন্ প্রাব সাতয়ে জৈত্রং[1] যং তে অনুমদাম সংগমে ।
আজা ন ইন্দ্র মনসা পুরুষ্টুত ত্বায়দ্ভ্যো মঘবঞ্ছর্ম যচ্ছ নঃ ॥৩॥

(হে) ধনবান ইন্দ্র! ধনলাভের জন্য সেই রথ প্রেরণ কর, যাকে আমরা সংগ্রামে জয়শীল-রূপে যথোচিত স্তুতি করে থাকি, এবং হে বহুস্তুত ইন্দ্র! তোমার বুদ্ধিদ্বারা যুদ্ধে আমাদের সহায়তা কর। হে ধনবান্ (ইন্দ্র)! তোমার অনুগামীদের অথবা প্রার্থীদের আশ্রয় দাও ॥৩॥

১. জৈত্র— জয়শীল।

বয়ং জয়েম ত্বয়া যুজা বৃতমস্মাকমংশমুদবা ভরেভরে ।
অস্মভ্যমিন্দ্র বরিবঃ সুগং কৃধি প্র শত্রূণাং মঘবন্ বৃষ্ণ্যা রুজ ॥৪॥

তোমার সহায়তাযুক্ত হয়ে শত্রুকে যেন জয় করতে পারি, প্রত্যেক যুদ্ধে আমাদের প্রাপ্য (ধনভাগ) রক্ষা কর; ইন্দ্র! আমাদের জন্য ধন অথবা বিস্তৃত ভূমি এবং সুগম পথ নির্মাণ কর, হে ধনবান! শত্রুগণের বীর্য বিনষ্ট কর ॥৪॥

নানা হি ত্বা হবমানা জনা ইমে ধনানাং ধর্তরবসা বিপন্যবঃ ।
অস্মাকং স্মা রথমা তিষ্ঠ সাতয়ে জৈত্রং হীন্দ্র নিভৃতং মনস্তব ॥৫॥

এই স্থানে এই বিভিন্ন জন (প্রত্যেকে স্ব স্বভাবে) সহায়তার জন্য তোমার অনুগত হয়ে আবাহন করছে, হে সম্পদের অধিপতি! আমাদের রথে আরোহণ কর ধনদানের জন্য— যেহেতু হে ইন্দ্র, তোমার সংকল্পবদ্ধ চিত্ত নিশ্চিত জয়শীল হয় ॥৫॥

গোজিতা বাহূ অমিতক্রতুঃ সিমঃ কর্মন্কর্মঞ্ছতমূতিঃ খজংকরঃ ।
অকল্প ইন্দ্রঃ প্রতিমানমোজসাথা জনা বি হ্বয়ন্তে সিষাসবঃ ॥৬॥

(তোমার) উভয় হস্ত গাভীজয়কারী। (তুমি) অপরিমিত জ্ঞানের অধিকারী, শ্রেষ্ঠ। ঘোর (যুদ্ধ) কর্তা, প্রত্যেক কর্মে তুমি শতপ্রকার রক্ষণোপায় প্রস্তুত কর, অদ্বিতীয় ইন্দ্র নিজ বলে (সকলের) সমতুল্য, সেই হেতু জয়াকাঙ্ক্ষী মানুষেরা তাঁকে বিবিধভাবে আহ্বান করে ॥৬॥

উৎ তে শতান্মঘবন্নুচ্চ ভূমন উৎ সহস্রাদ্ রিরিচে কৃষ্টিষু শ্রবঃ।
অমাত্রং ত্বা ধিষণা তিত্বিষে মহ্যধা বৃত্রাণি জিঘ্নসে পুরন্দর ॥৭॥

হে অনন্ত ইন্দ্র! মনুষ্যগণের মধ্যে তোমার খ্যাতি শতগুণ বর্ধিত হয়, তারও অধিক; বিভিন্ন [illegible] (পৃথিবী), পবিত্র এই তুমি অদ্বিতীয় তোমাকে [illegible] হে পুরন্দর! তুমি বধ (বৃত্রকে) চূর্ণ কর ॥৭॥

ত্রিবিষ্টিধাতু প্রতিমানমোজসস্তিস্রো ভূমীর্নৃপতে ত্রীণি রোচনা।
অতীদং বিশ্বং ভুবনং ববক্ষিথাশত্রুরিন্দ্র জনুষা সনাদসি ॥৮॥

তোমার তেজের একমাত্র প্রতিমূর্তি ত্রিধা বিভক্ত; হে জনগণের ঈশ্বর! তিন (প্রকার) পৃথিবী এবং তিন দীপ্তিমান লোক এই সমগ্র বিশ্বকে অতিক্রম করে তুমি বৃদ্ধি পেয়েছ, হে ইন্দ্র! তুমি জন্ম হতে চিরকাল শত্রুহীন ॥৮॥

ত্বাং দেবেষু প্রথমং হবামহে ত্বং বভূথ পৃতনাসু সাসহিঃ।
সেমং নঃ কারুমুপমন্যুমুদ্ভিদমিন্দ্রঃ কৃণোতু প্রসবে রথং পুরঃ ॥৯॥

দেবগণের মধ্যে তোমাকেই প্রথম আহ্বান করি, তুমি যুদ্ধে একমাত্র শত্রুবিজয়ী হয়েছ। সেই ইন্দ্র আমাদের এই স্তোতাকে উৎসাহী এবং বাধাহীন করুন, তিনি আমাদের রথকে (যুদ্ধে) সম্মুখ অগ্রভাগে স্থাপন করুন ॥৯॥

ত্বং জিগেথ ন ধনা রুরোধিথার্ভেষ্বাজা মঘবন্মহৎসু চ।
ত্বামুগ্রমবসে সং শিশীমস্যথা ন ইন্দ্র হবনেষু চোদয় ॥১০॥

তুমি যুদ্ধজয় করেছ, হে সম্পদের অধীশ্বর! ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কোনও যুদ্ধেই তুমি ধনকে অবরুদ্ধ করনি, তোমাকে, সেই তেজস্বীকে আমরা সাহায্যের জন্য উদ্দীপ্ত করি। সেহেতু ইন্দ্র আমাদের যজ্ঞকালে আমাদের সাহায্যে প্রেরণা দাও ॥১০॥

বিশ্বাহেন্দ্রো অধিবক্তা নো অস্ত্বপরিহ্বৃতাঃ সনুয়াম বাজম্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥১১॥

হে ইন্দ্র! সর্বদা আমাদের পক্ষে বক্তা হও। বিপথগমন না করে আমরা যেন অন্নলাভ করি। মিত্র এবং বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন ॥১১॥

(সূক্ত-১০৩)

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৮।

তৎ ত ইন্দ্রিয়ং পরমং পরাচৈরধারয়ন্ত কবয়ঃ পুরেদম্।
ক্ষমেদমন্যদ্ দিব্যন্যদস্য সমী পৃচ্যতে সমনেব কেতুঃ ॥১॥

তোমার এই শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রসুলভ ক্ষমতা পূর্বকালে মেধাবী (ঋত্বিকগণ) দূরভাবে ধারণ করেছিলেন, দূরে এবং এই নিকটে, এই (ইন্দ্রের) এক ভূমিতে, এর অপর এক স্বর্গে (বর্তমান); একের সঙ্গে (অপর) যুক্ত হয় সমানভাবে ধ্বজের মতো ॥১॥

টীকা—সায়ন বলেছেন— ইন্দ্রের অগ্নি নামে জ্যোতি ভূমিতে, সূর্য নামে জ্যোতি আকাশে।

স ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্চ বজ্রেণ হত্বা নিরপঃ সসর্জ।
অহন্নহিমভিনদ্রৌহিণং ব্যহন্ ব্যংসং মঘবা শচীভিঃ ॥২॥

সেই (ইন্দ্র) পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন এবং বিস্তৃত করেছিলেন; বজ্রের দ্বারা বিধ্বস্ত করে জলরাশিকে নির্গত করেছিলেন। অহিকে হত্যা করেছিলেন, রৌহিণকে বিদীর্ণ করেছিলেন, সেই সম্পদবান্ (ইন্দ্র) তাঁর বলদ্বারা (বৃত্রকে) বিগত বাহু করে হত্যা করেছিলেন ॥২॥

স জাতূভর্মা শ্রদ্দধান ওজঃ পুরো বিভিন্দন্নচরদ্ বি দাসীঃ।
বিদ্বান্ বজ্রিন্ দস্যবে হেতিমস্যাহর্যং সহো বর্ধয়া দ্যুম্নমিন্দ্র ॥৩॥

তিনি যিনি জাতমাত্রেই নির্ভরস্বরূপ, বলহেতু বিশ্বাসের স্থল, দাসগণের পুরসমূহকে ভগ্ন করে ব্যাপকভাবে বিচরণ করেছিলেন, জ্ঞানী, বজ্রধারী, (সেই তুমি) দস্যুগণের উদ্দেশে তোমার অস্ত্র নিক্ষেপ কর, হে ইন্দ্র! আর্য শক্তি ও যশ দৃঢ়তর কর ॥৩॥

টীকা—সায়নমতে জাতূ=অশনি, ভর্ম=অস্ত্র অর্থাৎ অশনিরূপ অস্ত্রধারী।

তদূচুষে মানুষেমা যুগানি কীর্তেন্যং মঘবা নাম বিভ্রৎ।
উপপ্রযন্ দস্যুহত্যায় বজ্রী যদ্ধ সূনুঃ শ্রবসে নাম দধে ॥৪॥

(ইন্দ্রের) সেই (শক্তি) স্তোতার পক্ষে স্তুত্য। 'ধনবান' (এই) নাম ধারণ করতে করতে এই সকল মানুষী যুগে যুগে খ্যাত বজ্রধারী (ইন্দ্র) দস্যুবিনাশের জন্য অগ্রসর হলে যশের জন্য (বলের) পুত্র নাম ধারণ করেছিলেন ॥৪॥

তদস্যেদং পশ্যতা ভূরি পুষ্টং শ্রদিন্দ্রস্য ধত্তন বীর্যায় ।
স গা অবিন্দৎ সো অবিন্দদশ্বান্ স ওষধীঃ সো অপঃ স বনানি ॥৫॥

এই ইন্দ্রের সেইরূপ প্রবৃদ্ধ সাফল্য বিস্তৃতভাবে অথবা বারংবার অবলোকন কর। ইন্দ্রের বীরত্বে আস্থা রাখ। তিনি গাভীগুলিকে উদ্ধার করেছিলেন। অশ্বগুলিকে লাভ করেছিলেন, তিনি ওষধিসমূহ, জলরাশি, বনভূমি (লাভ করেছিলেন) ॥৫॥

টীকা—সায়ণমতে 'বনানি' শব্দের অর্থ বননীয় অথবা ভোগ্য ধনসম্পদ।

ভূরিকর্মণে বৃষভায় বৃষ্ণে সত্যশুষ্মায় সুনবাম সোমম্ ।
য আদৃত্যা পরিপন্থীব শূরোঽযজ্বনো বিভজন্নেতি বেদঃ ॥৬॥

বহুবিধ কর্মকারী, শ্রেষ্ঠ দাতা, যথার্থ তেজস্বী ইন্দ্রের জন্য সোম অভিষবন করব। সেই শ্রেষ্ঠ বীর, যিনি পথ অবরোধকারী দস্যুকে (বিনাশ করার) মতো যাগহীন (ব্যক্তিদের) সম্পদ অধিগ্রহণ করে (অনুগামীদের) বিভাজন করেন ॥৬॥

তদিন্দ্র প্রেব বীর্যং চকর্থ যৎ সসন্তং বজ্রেণাবোধয়োঽহিম্ ।
অনু ত্বা পত্নীর্হৃষিতং বয়শ্চ বিশ্বে দেবাসো অমদন্ননু ত্বা ॥৭॥

ইন্দ্র! (তুমি) সেই বীরকর্ম প্রকৃষ্টভাবে করেছিলে (যেন) সুষুপ্ত 'অহি'কে বজ্রের (আঘাতে) জাগ্রত করেছিলে। (সেই কর্মে) আনন্দিত পত্নীগণ এবং পাখিরা, অতঃপর অন্যান্য সকল দেবতা তোমাকে সানন্দে (প্রশস্তি) করেছিলেন ॥৭॥

টীকা— সায়ণ বলেছেন 'বয়ঃ' শব্দের অর্থ গতিশীল মরুৎগণ।

শুষ্ণং পিপ্রুং কুয়বং বৃত্রমিন্দ্র যদাবধীর্বি পুরঃ শম্বরস্য ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥৮॥

যখন, হে ইন্দ্র! তুমি শুষ্ণ, পিপ্রু, কুয়ব, বৃত্র প্রমুখ অসুরকে হনন করেছিলে (তখন) শম্বরের নগরসমূহও ভগ্ন করেছিলে, মিত্র এবং বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যুলোক আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন। ॥৮॥

টীকা—কুয়ব—সায়ণাচার্যের মতে এটি একজন অসুরের নাম। পাশ্চাত্য মতে (Jamison) কুয়ব—শুষ্ক অর্থাৎ শোষণকারীর বিশেষণ অর্থাৎ প্রাপ্ত ভাগে শুরু করে দেবার কালে যখন যব-ফসল ভাল হয় না।

(সূক্ত-১০৪)

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

যোনিষ্ট ইন্দ্র নিষদে অকারি তমা নি ষীদ স্বানো নার্বা ।
বিমুচ্যা বয়োঽবসায়াশ্বান্ দোষা বস্তোর্বহীয়সঃ প্রপিত্বে ॥১॥

ইন্দ্র! তোমার উপবেশনের জন্য (উপযুক্ত) স্থান (আমরা) প্রস্তুত করেছি। এখানে এই(স্থানে) শীঘ্র এসে উপবেশন কর, যেমন শব্দায়মান অশ্ব (করে)। তোমার রথরশ্মি বা কর্মচাঞ্চল্য শিথিল করে এবং অশ্বগুলিকে মুক্ত করে দিয়ে, (যারা) দিবা-রাত্রে তোমাকে যথাকালে (যজ্ঞাগ্রের জন্য) বহন করে আনে ॥১॥

ও ত্যে নর ইন্দ্রমূতয়ে গুর্নূ চিৎ তান্ সদ্যো অধ্বনো জগম্যাৎ ।
দেবাসো মন্যুং দাসস্য শ্চম্নন্ তে ন আ বক্ষন্ সুবিতায় বর্ণম্ ॥২॥

এই সকল মানুষ এখানে ইন্দ্রের (নিকট) সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়েছেন। (তিনি) যেন এইক্ষণেই তাঁদের প্রতি শীঘ্র পথ দিয়ে গমন করেন। দেবগণ দাস (নামে অসুরদের) যুদ্ধ-ক্রোধ নির্বাপণ করবেন। তাঁরা আমাদের 'বর্ণ'কে (ইন্দ্রকে—সায়ণ) মঙ্গলের জন্য বহন করুন ॥২॥

টীকা—সায়ণ বলেছেন, 'শ্চম্নন্' অর্থাৎ হিংসা করুক। অর্থাৎ প্রতিহত করা অর্থে। 'বর্ণ' শব্দের অর্থ সায়ণমতে অনিষ্ট নিবারণকারী। 'বর্ণ' শব্দটি Jamison বলেছেন— প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে ঋগ্বেদে— কোনও বিশেষ গোষ্ঠীকে, সম্ভবত দেশজ মানুষদের বোঝাতে।

অব ত্মনা ভরতে কেতবেদা অব ত্মনা ভরতে ফেনমুদন্ ।
ক্ষীরেণ স্নাতঃ কুয়বস্য যোষে হতে তে স্যাতাং প্রবণে শিফায়াঃ ॥৩॥

তার অভিপ্রায় যে জানে সে স্বয়ং অপহরণ করে থাকে, (অপরজন) তার জলধারায় স্বয়ং ফেনারাশিকে বহন করে নিয়ে যায়। কুয়বের দুই নারী দুগ্ধে স্নান করেন। তারা উভয়ে যেন শিফা (নদীর?) প্রবাহে বিনষ্ট হয় ॥৩॥

টীকা—পাশ্চাত্য মতে কুয়বের নারী বলতে সূক্তে নদীর উল্লেখ করা হয়েছে। Jamison মনে করেন এখানে সূক্তে আর্য-অনার্য গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সময়ে নদীর প্রাকৃতিক বাধাকে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। শুভ্র ফেনার সমাহারকে দুগ্ধে স্নান করার রূপকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। হয়তো আরও বেগবান 'শিফা' নদীতে এই দুই নদী সঙ্গত হয়েছিল।
সায়ণ অনুবাদ করেছেন—কুয়ব নামে অসুর জলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে পরের ধন অপহরণ করে নিয়ে যায়, ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

যুযোপ নাভিরুপরস্যায়োঃ প্র পূর্বাভিস্তিরতে রাষ্টি শূরঃ ।
অঞ্জসী কুলিশী বীরপত্নী পয়ো হিন্বানা উদভির্ভরন্তে ॥৪॥

ভাবিকালের আয়ুর (বংশধারার?) উৎস সঙ্গোপন করা ছিল। সেই বীর আগামী (প্রভাত-গুলির) সাহায্যে জীবৎকাল দীর্ঘায়িত করেন। অঞ্জসী, কুলিশী, বীরপত্নী (সরস্বতী?) প্রমুখ নদীকুল, দুগ্ধধারা প্রণোদিত করে, জলরাশি বহন করেছিল ।।৪।।

টীকা— সায়ণাচার্যের অনুবাদ—জলমধ্যে সংগুপ্ত আয়ু অথবা কুযব অসুরের নাভি, এবং জলধারার দ্বারা সেই অসুর বর্ধিত হয়েছিল। আঞ্জসী ইত্যাদি তিন নদী ... করেছিল।

প্রতি যৎ স্যা নীথাদর্শি দস্যোরোকো নাচ্ছা সদনং জানতী গাৎ ।
অধ স্মা নো মঘবঞ্চর্কৃতাদিন্মা নো মঘেব নিষ্ষপী পরা দাঃ ॥৫॥

যখন সেই দস্যুর পথপ্রদর্শক (কৌশল অথবা নদীপথ উভয়) প্রত্যক্ষীভূত হল, সেই অভিজ্ঞাত্রী (উষা?) দস্যুর গৃহ অভিমুখে গমন করেছিলেন যেমন নিবাসস্থানে (কেউ করে থাকে)। অনন্তর, হে ধনবান ইন্দ্র! আমাদের বারবার উপদ্রব হতে (রক্ষা কর)। যেমন দায়িত্বহীন (ব্যক্তি) তার সম্পদ অপরকে দেয়, আমাদের (তেমন) কোর না ।।৫।।

স ত্বং ন ইন্দ্র সূর্যে সো অপ্স্বনাগাস্ত্ব আ ভজ জীবশংসে ।
মান্তরাং ভুজমা রীরিষো নঃ শ্রদ্ধিতং তে মহত ইন্দ্রিয়ায় ॥৬॥

হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের সূর্যের, তুমি জলের, পাপহীনতার, প্রাণিকুলের প্রশস্তিতে অংশভাগী কর। আমাদের অন্তঃস্থ ধীকে আঘাত কোর না, তোমার মহৎ ইন্দ্রসুলভ শক্তিকে (আমরা) শ্রদ্ধা করি ।।৬।।

অধা মন্যে শ্রৎ তে অস্মা অধায়ি বৃষা চোদস্ব মহতে ধনায় ।
মা নো অকৃতে পুরুহূত যোনাবিন্দ্র ক্ষুধ্যদ্ভ্যো বয় আসুতিং দাঃ ॥৭॥

অনন্তর, যে বিচার করি তোমার এই (বলের) প্রতি শ্রদ্ধা করা হয়েছে। হে অভীষ্টদাতা! প্রভূত ধনের জন্য প্রেরণা দাও। হে বহুজনের আহূত (ইন্দ্র)! অ-প্রস্তুত স্থানে আমাদের (নিক্ষেপ) কোর না। ইন্দ্র! বুভুক্ষিত (স্তোতৃ) গণকে অন্ন অথবা জীবৎশক্তিও পানীয় অথবা সোমরস দাও ।।৭।।

মা নো বধীরিন্দ্র মা পরা দা মা নঃ প্রিয়া ভোজনানি প্র মোষীঃ ।
আণ্ডা মা নো মঘবঞ্চক্র নির্ভেন্মা নঃ পাত্রা ভেৎ সহজানুষাণি ॥৮॥

ইন্দ্র! আমাদের বিনাশ কোর না, পরিত্যাগ কোর না, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ভোগ্যসকল অপহরণ কোর না। হে ধনবান শক্তিমান ইন্দ্র। আমাদের 'ডিম্ব' সকল (অজাত অপত্যগণ) কে আঘাত কোর না, আমাদের আধারগুলিকে (তাদের) স্বাভাবিক আধেয় সহ বিনাশ কোর না। অথবা তারাই অন্তর্নিহিত জীবনসহ আমাদের 'পাত্র' সকল ।।৮।।

টীকা— সায়ণমতে 'পাত্র' অর্থেও অপত্য এবং সহজানুষাণি অর্থে যারা জানু দ্বারা গমন করে।

অর্বাঙেহি সোমকামং ত্বাহুরয়ং সুতস্তস্য পিবা মদায় ।
উরুব্যচা জঠর আ বৃষস্ব পিতেব নঃ শৃণুহি হূয়মানঃ ॥৯॥

আমাদের অভিমুখে আগমন কর। তোমাকে সোমে আসক্ত বলা হয়। এই (সোম) সবন করা হয়েছে। মত্ততার জন্য পান কর। বিস্তীর্ণ ব্যাপ্তিসমন্বিত (তোমার) উদরে সোমরস সিঞ্চন কর; যখন আহ্বান করা হয় তখন পিতার মতো আমাদের (স্তব) শ্রবণ কর ।।৯।।

(সূক্ত-১০৫)

ঋষি ত্রিত আপ্ত্য/কুৎস আঙ্গিরস।—বিশ্বে দেবাঃ, পংক্তি ছন্দ, অষ্টম মহাবৃহতী, উনবিংশ ত্রিষ্টুভ- ঋক সংখ্যা-১৯।

চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি ।
ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি বিদ্যুতো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥১॥

চন্দ্র জলের অভ্যন্তরে বর্তমান, শোভন-পক্ষযুক্ত (অথবা শোভন রশ্মিযুক্ত) (সূর্য) আকাশে দ্রুত গমন করেন। হে সুবর্ণ (সদৃশ) প্রান্তভাগযুক্ত বিদ্যুৎ! তোমাদের গমনপথ (তারা) জানে না। হে দ্যাবাপৃথিবী আমার এই স্তোত্র অবহিত হও। ।।১।।

টীকা— সায়ণাচার্য বলেন, 'বিদ্যুৎ' এখানে দীপ্ত রশ্মিসমূহ, চন্দ্রের বিশেষণ, সেক্ষেত্রে অনুবাদ এই রকম 'হে শোভন রশ্মিযুক্ত, সুবর্ণময় সীমাশোভিত, বিশেষভাবে দীপ্ত, আলোকিত চন্দ্রমা, তোমাদের গমন পথ ... ইত্যাদি।

অর্থমিদ্ বা উ অর্থিন আ জায়া যুবতে পতিম্ ।
তুঞ্জাতে বৃষ্ণ্যং পয়ঃ পরিদায় রসং দুহে বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥২॥

(প্রয়োজন) অভিলাষীরা বা নিজ প্রয়োজন (সিদ্ধি করে) (অথবা ধনার্থীরা ধন লাভ করে)। পত্নী নিজ পতিকে নিকটে প্রাপ্ত হয়। উভয়ে প্রজননের জন্য অভীষ্টপূরক দুগ্ধ অথবা জল (প্রেরণ করে) রস দোহন করে—হে দ্যৌ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবধান কর। ।।২।।

মো ষু দেবা অদঃ স্বরব পাদি দিবস্পরি ।
মা সোম্যস্য শংভুবঃ শূনে ভূম কদা চন বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥৩॥

হে দেবগণ! স্বর্গস্থিত আমাদের ঐ সূর্য যেন স্বর্গ হতে বিচ্যুত না হন। সোমজনিত সুখকর (পানীয়ের) অভাব যেন (আমাদের) না হয়। হে দ্যাবাপৃথিবী!... ইত্যাদি। ।।৩।।

যজ্ঞং পৃচ্ছাম্যবমং স তদ্ দূতো বি বোচতি ।
ক্ব ঋতং পূর্ব্যং গতং কস্তদ্ বিভর্তি নূতনো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥৪॥

আমার যজ্ঞ বিষয়ে নিকটস্থ অথবা আদিভূত (অগ্নিকে) প্রশ্ন করি। সেই কথা সেই দূত বিশেষভাবে ঘোষণা করুন—পূর্বকালীন 'সত্য' (শ্রেয়স) কোথায় (এখন) গত, নূতন কোনও পুরুষ সেই (সত্যকে) ধারণ করছেন? হে দ্যাবাপৃথিবী! ....।।৪।।

অমী যে দেবাঃ স্থন ত্রিষ্বা রোচনে দিবঃ ।
কদ্ ব ঋতং কদনৃতং ক্ব প্রত্না ব আহুতির্বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥৫॥

হে দেবগণ! স্বর্গের তিনটি দীপ্তিমান স্তরে ঐ যে তোমরা বিরাজ কর, (তন্মধ্যে) তোমাদের জন্য সত্য কোথায় (বর্তমান), অসত্য কোথায়? তোমাদের বিষয় পুরাকালীন আহুতি কোথায়? হে দ্যাবাপৃথিবী! ... ।। ৫।।

টীকা— সায়ণমতে 'ক' শব্দের অর্থ—কোনটি অথবা কী?

কদ্ ব ঋতস্য ধর্ণসি কদ্ বরুণস্য চক্ষণম্ ।
কদর্যম্ণো মহস্পথাতি ক্রামেম দূঢ্যো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥৬॥

তোমাদের সত্য কি (স্থিরভাবে) ধৃত? বরুণদেবের পর্যবেক্ষণ (স্থিরভাবে ধৃত)? মহান অর্যমনের (নির্দিষ্ট) পথে (আমরা) দুষ্টবুদ্ধি (শত্রুকে) অতিক্রম করব কি? হে দ্যাবাপৃথিবী! ....।।৬।।

অহং সো অস্মি যঃ পুরা সুতে বদামি কানি চিৎ ।
তং মা ব্যন্ত্যাধ্যো বৃকো ন তৃষ্ণজং মৃগং বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥৭॥

এই আমি সেই (স্তোতা) যে পূর্বকালে সোম সবনের সময় কিছু (স্তুতি) উচ্চারণ করেছি। সেই আমাকে (এখন) উদ্বেগ পীড়া দিচ্ছে, যেন তৃষ্ণার্ত মৃগকে নেকড়ে বাঘ (দিয়ে থাকে)। হে দ্যাবাপৃথিবী! ....। ।।৭।।

সং মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ ।
মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতো বিওং মে অস্য রোদসী ॥৮॥

আমাকে সকল দিক হতে কষ্ট দিচ্ছে (পীড়িত) পঞ্জরের মতো যেন সপত্নীগণ (করে থাকে)। হে শতক্রতু! বিবিধ কর্মের অনুষ্ঠাতা (ইন্দ্র), তোমার স্তুতিকারী আমাকে এই (সকল) দুশ্চিন্তা, নানাভাবে ব্যথা দিচ্ছে যেমন মূষিক ভক্ষণ করে (অন্নলিপ্ত) অঙ্গকে। দ্যাবা পৃথিবী ...।।৮।।

অমী যে সপ্ত রশ্ময়স্তত্রা মে নাভিরাততা ।
ত্রিতস্তদ্ বেদাপ্ত্যঃ স জামিত্বায় রেভতি বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥৯॥

ঐ যে (সূর্যের) সপ্ত রশ্মিসকল, তাদের মধ্যে আমার আত্মগত সংযোগ রয়েছে। ত্রিত আপ্ত্যঃ (নামে ঋষি) এই কথা জানেন। তিনি এই আত্মসম্পর্কের (কথা) ঘোষণা করেন ।।৯।।

টীকা— 'রশ্মি' শব্দের অর্থ কিরণ অথবা অশ্বের নিয়ামক লাগাম। উভয় অর্থে সূর্যের সঙ্গে সঙ্গত। Jamison বলেছেন— হয়তো এখানে সপ্ত ঋষিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

অমী যে পঞ্চোক্ষণো মধ্যে তস্থুর্মহো দিবঃ ।
দেবত্রা নু প্রবাচ্যং সধ্রীচীনা নি বাবৃতুর্বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥১০॥

ঐ যে কাম্যবস্তুবর্ষণকারী পঞ্চ(জন) বিপুল স্বর্গলোকের মধ্যে অবস্থান করছেন (এই কথা) দেবগণের মধ্যে এখন প্রকৃষ্টভাবে কথনের যোগ্য যে একই লক্ষ্যের প্রতি যুগপৎ আগমনকারী (তাঁর) নিবর্তন করেছেন। হে দ্যাবা পৃথিবী! ....।।১০।।

সুপর্ণা এত আসতে মধ্য আরোধনে দিবঃ ।
তে সেধন্তি পথো বৃকং তরন্তং যহ্বতীরপো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥১১॥

এই শোভনপক্ষযুক্ত (রশ্মিসকল) স্বর্গের সোপান (পথের) মধ্যভাগে বিদ্যমান থাকেন। তাঁরা পথ হতে প্রবল জলরাশি অতিক্রমকারী নেকড়েকে নিবারণ করেন। হে দ্যাবাপৃথিবী! ।।১১।।

নব্যং তদুক্থ্যং হিতং দেবাসঃ সুপ্রবাচনম্ ।
ঋতমর্ষন্তি সিন্ধবঃ সত্যং তাতান সূর্যো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥১২।।

হে দেবগণ! নূতনতর এই বাচনযোগ্য (স্তোত্র) প্রশস্তির যোগ্যরূপে পরিগণিত হয়েছে, নদীসমূহ সত্যকে (জলকে) প্রেরণ করে, সূর্য সত্যকে (নিজ তেজকে) বিস্তার করে। হে দ্যাবাপৃথিবী! ....।।১২।।

অগ্নে তব ত্যদুক্থ্যং দেবেষ্বস্ত্যাপ্যম্ ।
স নঃ সত্তো মনুষ্বদা দেবান্ যক্ষি বিদুষ্টরো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥১৩।।

হে অগ্নি! তোমার দেবগণের প্রতি প্রশস্তির যোগ্য, মিত্রতা বিদ্যমান আছে। উপবেশন করে আমাদের জন্য দেবতাদের প্রতি যথাবিধি যজ্ঞ কর যেমন (মনুর যজ্ঞে করেছিলে) যে তুমি অধিকতর বিদ্বান্। হে দ্যাবাপৃথিবী! ....।।১৩।।

সত্তো হোতা মনুষ্বদা দেবাঁ অচ্ছা বিদুষ্টরঃ ।
অগ্নির্হব্যা সুষূদতি দেবো দেবেষু মেধিরো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥১৪।।

যেমন মনুর (যজ্ঞে) এইখানে হোতৃরূপে উপবিষ্ট (হয়ে) দেবতাদের অভিমুখে অধিকতর জ্ঞানী অগ্নিদেবতা, দেবগণের মধ্যেও যিনি অভিজ্ঞ (তিনি) হবিকে সুষ্ঠুভাবে প্রেরণ করেন। হে দ্যাবাপৃথিবী! ....।।১৪।।

ব্রহ্মা কৃণোতি বরুণো গাতুবিদং তমীমহে ।
ব্যূর্ণোতি হৃদা মতিং নব্যো জায়তামৃতং বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥১৫।।

বরুণ ব্রহ্ম (স্তোত্রসকল) সৃষ্টি করেন, সেই পথনির্দেশককে আমরা আবাহন করি। (তিনি) হৃদয়ে শোভন বুদ্ধি প্রকাশিত করেন। নূতন সত্য উদ্ভাসিত হোক। হে দ্যাবাপৃথিবী! .... ।।১৫।।

টীকা— ব্রহ্ম অর্থে অথবা রক্ষণরূপ কর্ম। স্তোত্র

অসৌ যঃ পন্থা আদিত্যো দিবি প্রবাচ্যং কৃতঃ ।
ন স দেবা অতিক্রমে তং মর্তাসো ন পশ্যথ বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥১৬।।

এই যে পথ আদিত্য দ্যুলোকে প্রশস্তিযোগ্য করেছেন, হে দেবগণ! এই পথ অতিক্রম করার উপযুক্ত নয়, হে মনুষ্যগণ! তোমরা এই (পথ) জানতে পার না। হে দ্যাবাপৃথিবী! .... ।।১৬।।

ত্রিতঃ কূপেঽবহিতো দেবান্ হবত উতয়ে ।
তচ্ছুশ্রাব বৃহস্পতিঃ কৃণ্বন্নংহূরণাদুরু বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥১৭।।

কূপে পতিত ত্রিত নামক ঋষি রক্ষণের জন্য দেবগণকে আহ্বান করছেন। বৃহস্পতি সেই (প্রার্থনা) শুনেছিলেন, সংকীর্ণ (সেই বিপদ) হতে বিস্তারিত করেছিলেন। হে দ্যাবাপৃথিবী!.... ।।১৭।।

অরুণো মা সকৃদ্ বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শ হি ।
উজ্জিহীতে নিচায্যা তষ্টেব পৃষ্ট্যাময়ী বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥১৮।।

যেহেতু একবার লোহিতবর্ণ নেকড়ে বাঘ পথে গমনরত আমাকে দেখেছিল, (সেইভাবে) দেখে যেন পৃষ্ঠে বেদনাভোগী কোনও সূত্রধরের মতো উর্ধ্ব (মুখে থেকে) আক্রমণ করেছিল। হে দ্যাবাপৃথিবী! ....।।১৮।।

টীকা— এখানে সায়ণ ব্যাখ্যা করেছেন, বৃক বলতে চন্দ্রের কথা বলা হয়েছে। —ইতি যাস্ক-নিরুক্ত ৫.২০-২১।

এনাঙ্গূষেণ বয়মিন্দ্রবন্তো ঽভি ষ্যাম বৃজনে সর্ববীরাঃ ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥১৯।।

এই ঘোষণার উপযুক্ত স্তোত্র দ্বারা ইন্দ্রের পক্ষভূত আমরা, বীর (যোদ্ধা) সমন্বিত হয়ে সংগ্রামে বিজয়লাভ করব। মিত্র ও বরুণ, অদিতি, সিন্ধু ও দ্যৌ আমাদের এই অনুগ্রহ করুন ।।১৯।।

টীকা— পাশ্চাত্য মতে 'অভি স্যাম বৃজনে' এর অর্থ গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে প্রাধান্য অর্জন করব— Jamison.

অনুবাক-১৬

(সূক্ত-১০৬)

বিশ্ব দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৭।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমূতয়ে মারুতং শর্ধো অদিতিং হবামহে ।
রথং ন দুর্গাদ্ বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন ॥১॥

রক্ষণের জন্য (আমরা) ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, মরুৎগণ এবং অদিতিকে আবাহন করি। দুর্গম স্থান হতে (উদ্ধারকৃত) রথের মতো, হে শোভনদাতা শ্রেষ্ঠ (দেবগণ)! আমাদের সকল বিপদ হতে অথবা সংকীর্ণ জলধারা হতে উত্তীর্ণ কর ।।১।।

টীকা— রথ যেমন দুর্গম সংকীর্ণ জলপ্রবাহকে অতিক্রম করতে বিপন্ন হয়, তার মতো অবস্থা হতে উদ্ধার কর।

ত আদিত্যা আ গতা সর্বতাতয়ে ভূত দেবা বৃত্রতূর্যেষু শংভুবঃ ।
রথং ন দুর্গাদ্ বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন ॥২॥

হে আদিত্যগণ! আমাদের সর্বব্যাপী (রক্ষার) জন্য এখানে আগমন কর। হে দেবগণ! বাধা অপসারণের কালে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে সৌভাগ্যস্বরূপ হও। দুর্গম স্থান হতে,... উত্তীর্ণ কর ।।২।।

অবন্তু নঃ পিতরঃ সুপ্রবাচনা উত দেবী দেবপুত্রে ঋতাবৃধা ।
রথং ন দুর্গাদ্ বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন ॥৩॥

সম্যক প্রশস্তির যোগ্য পূর্বজগণ (পিতৃপুরুষ) এবং সত্য অথবা যজ্ঞের বর্ধনকারিণী সেই দুই দেবী (দ্যাবাপৃথিবী), দেবগণ যাঁদের সন্তান আমাদের রক্ষা করুন। দুর্গম স্থান হতে .... ।।৩।।

নরাশংসং বাজিনং বাজয়ন্নিহ ক্ষয়দ্বীরং পূষণং সুম্নৈরীমহে ।
রথং ন দুর্গাদ্ বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন ॥৪॥

অন্ন অথবা বলবান নরাশংস (অগ্নিকে), উদ্দীপককে (আমরা) এখানে (স্তুতি করি), অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা দ্বারা বীরগণের প্রভু পূষণের প্রতি প্রার্থনা করি। দুর্গম স্থান হতে...।।৪।।

বৃহস্পতে সদমিন্নঃ সুগং কৃধি শং যোর্যৎ তে মনুর্হিতং তদীমহে ।
রথং ন দুর্গাদ্ বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন ॥৫॥

হে বৃহস্পতি! সর্বদা আমাদের (পথ) সুখগম্য কর। তোমার যে সৌভাগ্য মানুষের অনুকূল তার জন্য প্রার্থনা করি। দুর্গমস্থান ... ইত্যাদি। পাশ্চাত্য মতে 'শং যো... ইত্যাদির অনুবাদ— তোমার যে সৌভাগ্য ও জীবৎকাল মনুর দ্বারা ব্যবস্থাপিত, তার জন্য প্রার্থনা করি ।।৫।।

ইন্দ্রং কুৎসো বৃত্রহণং শচীপতিং কাটে নিবাল্হ ঋষিরহ্বদূতয়ে ।
রথং ন দুর্গাদ্ বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন ॥৬॥

ঋষি কুৎস কূপে নিপতিত (অবস্থায়), বৃত্রহন্তা, বলাধিপতি ইন্দ্রকে রক্ষার জন্য আহ্বান করেছিলেন। দুর্গম স্থান ....।।৬।।

দেবৈর্নো দেব্যদিতির্নি পাতু দেবস্ত্রাতা ত্রায়তামপ্রযুচ্ছন্ ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥৭॥

দেবী অদিতি যেন দেবগণের সঙ্গে আমাদের একান্তভাবে রক্ষা করেন। রক্ষক দেবতা যেন অভ্রান্তভাবে অথবা অদূরস্থিত ভাবে আমাদের পরিত্রাণ করেন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যুলোক আমাদের এই প্রার্থনা যেন পূর্ণ করেন ।।৭।।

(সূক্ত-১০৭)

বিশ্ব দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৩।

যজ্ঞো দেবানাং প্রত্যেতি সুম্নমাদিত্যাসো ভবতা মৃলয়ন্তঃ ।
আ বোঽর্বাচী সুমতির্ববৃত্যাদংহোশ্চিদ্যা বরিবোবিত্তরাসৎ ॥১॥

যজ্ঞ (যেন) দেবগণের আনুকূল্যের প্রতি গমন করে। হে আদিত্যগণ! সুখদায়ক হও। তোমাদের হিতৈষী মতি, আমাদের প্রতি আনুকূল্যে যেন এই অভিমুখে তোমাদের চালনা করে, যে মতি দরিদ্রকেও বহুধনদায়িনী হতে পারে ।।১।।

টীকা— অথবা যে মতি সংকীর্ণ পথকেও বিস্তৃততর করে সুখ (দিতে পারে) —Jamison।

উপ নো দেবা অবসা গমন্ত্বঙ্গিরসাং সামভিঃ স্তূয়মানাঃ ।
ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ৈর্মরুতো মরুদ্ভিরাদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শর্ম যংসৎ ॥২॥

দেবগণ যেন সহায়তা (প্রদান করে), অঙ্গিরসগণের সামগানের মাধ্যমে স্তুত হতে হতে আমাদের অভিমুখে আগমন করেন। ইন্দ্র তাঁর ইন্দ্রসুলভ (ধন অথবা শক্তি)-সহ, মরুৎ মরুৎগণের সঙ্গে এবং অদিতি আদিত্যগণের সঙ্গে আমাদের আশ্রয় দান করুন ।।২।।

তন্ন ইন্দ্রস্তদ্ বরুণস্তদগ্নিস্তদর্যমা তৎ সবিতা চনো ধাৎ ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥৩।।

সেইরূপ অন্ন অথবা আনন্দ আমাদের প্রতি ইন্দ্র দান করুন, বরুণ, অগ্নি, অর্য্যমন্, সবিতা (অন্ন অথবা আনন্দ) দান করুন। মিত্র ও বরুণ, অদিতি, সিন্ধু ও পৃথিবী ও দ্যৌ আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন ।।৩।।

(সূক্ত-১০৮)

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৩।

য ইন্দ্রাগ্নী চিত্রতমো রথো বামভি বিশ্বানি ভুবনানি চষ্টে ।
তেনা যাতং সরথং তস্থিবাংসাথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥১।।

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের উজ্জ্বলতম রথ যা সমস্ত জগৎকে অভীক্ষণ করে, সেই রথে যুগপৎ আরোহণ করে এখানে আগমন কর, অভিষুত সোমরস পান কর ।।১।।

যাবদিদং ভুবনং বিশ্বমস্ত্যুরুব্যচা বরিমতা গভীরম্ ।
তাবাঁ অয়ং পাতবে সোমো অস্ত্বরমিন্দ্রাগ্নী মনসে যুবভ্যাম্ ॥২।।

এই সমস্ত জগৎ যতদূর অতিব্যাপক, বিস্তার হেতু গভীর ও বিশাল, তেমনি এই পানের জন্য (রক্ষিত) সোম বিপুল হোক, তোমাদের উভয়ের অন্তঃকরণের জন্য, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! এই সোম পর্যাপ্ত হোক ।।২।।

চক্রাথে হি সধ্র্যঙ্নাম ভদ্রং সধ্রীচীনা বৃত্রহণা উত স্থঃ ।
তাবিন্দ্রাগ্নী সধ্র্যঞ্চা নিষদ্যা বৃষ্ণঃ সোমস্য বৃষণা বৃষেথাম্ ॥৩।।

যেহেতু উভয়ে (তোমাদের) যৌথ নামকে মঙ্গলময় করেছ, হে বৃত্রহন্তাদ্বয়া, তোমরা একত্রে মিলিত হয়েছ, হে ইন্দ্র এবং অগ্নি! একত্রে বসে (উভয়ে) সেচক সোমরস, হে (ফল) বর্ষণকারীদ্বয়, (নিজ উদরে) সেচন কর ।।৩।।

সমিদ্ধেষ্বগ্নিষ্বানজানা যতস্রুচা বর্হিরু তিস্তিরাণা ।
তীব্রৈঃ সোমৈঃ পরিষিক্তেভিরর্বাগেন্দ্রাগ্নী সৌমনসায় যাতম্ ॥৪।।

(যজ্ঞে) অগ্নিসকল প্রজ্বলিত হলে, তোমরা উভয়ে (ঘৃতাদি) প্রলিপ্ত অবস্থায়, (যজ্ঞার্থে) স্রুক (পাত্র বিঃ) প্রসারিত অবস্থায়, স্ব স্ব কুশ বিস্তৃত করে, উত্তেজক সোমরস সর্ব (পাত্রে) সিঞ্চিত হলে হে ইন্দ্র এবং অগ্নি! আমাদের অভিমুখে অনুগ্রহ (করার জন্য) আগমন কর ।।৪।।

যানীন্দ্রাগ্নী চক্রথুর্বীর্যাণি যানি রূপাণ্যুত বৃষ্ণ্যানি ।
যা বাং প্রত্নানি সখ্যা শিবানি তেভিঃ সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥৫।।

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা উভয়ে যে-সকল বীরত্বব্যঞ্জক কাজ করেছ, যে-সকল আকৃতি (প্রকট করেছ) এবং সমৃদ্ধিদায়ী কর্মসকল করেছ, তোমাদের মৈত্রীর যে বন্ধন প্রাচীন ও কল্যাণকর সেই সকলের দ্বারা অভিষুত সোমরস পান কর ।।৫।।

যদব্রবং প্রথমং বাং বৃণানো হয়ং সোমো অসুরৈর্নো বিহব্যঃ ।
তাং সত্যাং শ্রদ্ধামভ্যা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥৬।।

(কর্মারম্ভে) তোমাদের বরণকালে যেহেতু আমি প্রথম বলেছিলাম এই (যজ্ঞ) স্থানে এই সোম ঋত্বিকগণের দ্বারা বিশেষভাবে আহূত হওয়া উচিত, সেই যথার্থ বিশ্বাসের অভিমুখে অবশ্যই আগমন কর। অভিষুত সোমরস পান কর ।।৬।।

টীকা— পাশ্চাত্য মতে—অয়ং সোমো... ইত্যাদির অনুবাদ— এই সোম এখানে (অন্য মানব) গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আমাদের দ্বারা বিশেষভাবে আহূত হওয়া উচিত ... ইত্যাদি।

যদিন্দ্রাগ্নী মদথঃ স্বে দুরোণে যদ্ ব্রহ্মণি রাজনি বা যজত্রা ।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥৭।।

যখন হে! ইন্দ্র এবং অগ্নি, স্বগৃহে তোমরা হৃষ্ট হয়ে থাক, (অথবা) যখন কোনও ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়ের (গৃহে হর্ষ লাভ কর) হে যজনীয়দ্বয়! সেই স্থান হতে, হে ফল বর্ষণকারিদ্বয়! এই (স্থান) অভিমুখে অবশ্যই আগমন কর। অভিষুত ... কর ।।৭।।

যদিন্দ্রাগ্নী যদুষু তুর্বশেষু যদ্ দ্রুহ্যুষ্বনুষু পূরুষু স্থঃ ।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ।।৮।।

যখন, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যদু (বংশীয়) গণের সঙ্গে তুর্বশগণের সঙ্গে, যখন দ্রুহ্যুগণ, অনুগণ, পুরুগণের সঙ্গে বিরাজ কর, সেই স্থান হতে ...কর ।।৮।।

টীকা—যদু, তুর্বশ, দ্রুহ্যু, অনু, পুরু—পঞ্চ মানব গোষ্ঠী। রাজা যযাতির পঞ্চপুত্র থেকে এই পঞ্চ গোষ্ঠীর উৎপত্তি যাঁরা ঋগ্বেদীয় ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করেন। (পূর্ব শ্লোকে অনূদিত এবং পরের শ্লোকগুলিতে অনুরূপ।)

যদিন্দ্রাগ্নী অবমস্যাং পৃথিব্যাং মধ্যমস্যাং পরমস্যামুত স্থঃ ।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ।।৯।।

যখন, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! এই নিকটস্থ ভূমিতে, মধ্যমস্থানে (অন্তরীক্ষ লোকে) এবং দূরস্থিত শ্রেষ্ঠ দ্যুলোকে উভয়ে বিরাজকর, সেই স্থান হতে ...কর ।।৯।।

যদিন্দ্রাগ্নী পরমস্যাং পৃথিব্যাং মধ্যমস্যামবমস্যামুত স্থঃ ।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ।।১০।।

যখন, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! উভয়ে উচ্চতম ভূমিতে (দ্যুলোকে), মধ্যমস্থানে (অন্তরিক্ষলোকে) এবং নিম্নতম পৃথিবীতে বিরাজ কর সেই স্থান হতে ... কর ।।১০।।

যদিন্দ্রাগ্নী দিবি ষ্ঠো যৎ পৃথিব্যাং যৎ পর্বতেষ্বোষধীষ্বপ্সু ।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ।।১১।।

যখন, হে ইন্দ্র এবং অগ্নি! তোমরা উভয়ে স্বর্গে বিরাজমান, যখন পৃথিবীতে, যখন পর্বতসমূহে, ওষধীসমূহে, জলরাশিতে, সেই স্থান হতে ... কর ।।১১।।

যদিন্দ্রাগ্নী উদিতা সূর্যস্য মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়েথে ।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ।।১২।।

যখন, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! সূর্যোদয়ে দ্যুলোকের মধ্যভাগে নিজ তেজে উভয়ে উৎফুল্ল হয়ে থাক সেই স্থান হতে ... কর ।।১২।।

এবেন্দ্রাগ্নী পপিবাংসা সুতস্য বিশ্বাস্মভ্যং সং জয়তং ধনানি ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ।।১৩।।

এইভাবে হে ইন্দ্র ও অগ্নি! অভিষুত সোমরস পান করে, উভয়ে আমাদের জন্য সকল সম্পদ বিজয় কর। মিত্র ও বরুণ, অদিতি ... পূর্ণ করুন। (পূর্ববৎ দ্রঃ) ।।১৩।।

(সূক্ত-১০৯)

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৮।

বি হ্যখ্যং মনসা বস্য ইচ্ছন্নিন্দ্রাগ্নী জ্ঞাস উত বা সজাতান্ ।
নান্যা যুবৎ প্রমতিরস্তি মহ্যং স বাং ধিয়ং বাজয়ন্তীমতক্ষম্ ।।১।।

যেহেতু উত্তম ধনের আকাঙ্ক্ষায় আমি মনে মনে আত্মীয় ও সজাতিগণকে বিচার করে দেখেছি, হে ইন্দ্র এবং অগ্নি! তোমরা উভয়ে ভিন্ন আমার অপর কোনও প্রকৃষ্ট চিন্তা নেই। তাই সেই (রূপ) আমি তোমাদের জন্য ধনলাভেচ্ছায় স্তুতি বা রচনা করেছি ।।১।।

অশ্রবং হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুরুত বা ঘা স্যালাৎ ।
অথা সোমস্য প্রয়তী যুবভ্যামিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনয়ামি নব্যম্ ।।২।।

কারণ আমি শুনেছি, তোমরা উভয়ে নির্গুণ জামাতা অথবা শ্যালক অপেক্ষা উত্তমভাবে প্রচুর সম্পদের দাতা। তাই তোমাদের জন্য সোম প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে হে ইন্দ্র ও অগ্নি! (আমি) নূতনতর স্তোত্র রচনা করেছি ।।২।।

মা চ্ছেদ্ম রশ্মীঁরিতি নাধমানাঃ পিতৃণাং শক্তীরনুযচ্ছমানাঃ ।
ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং কং বৃষণো মদন্তি তা হ্যদ্রী ধিষণায়া উপস্থে ।।৩।।

(অবিচ্ছিন্ন) 'রজ্জু অথবা লাগাম ছেদন কোর না'— এই (ভাবে) প্রার্থনা করতে করতে পিতৃগণের দক্ষতার অনুকরণ করতে করতে, ইচ্ছাপূরণকারী (যজমান)-গণ ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য আনন্দ(কর) বিধান করেন—যেহেতু অধিষবণ স্থানের নিকটে (সোম) পেষণের প্রস্তরদ্বয় বিরাজিত ।।৩।।

টীকা— সায়ণের মতে, রশ্মি অর্থে অবিচ্ছিন্ন বংশধারা।

যুবাভ্যাং দেবী ধিষণা মদায়েন্দ্রাগ্নী সোমমুশতী সুনোতি ।
তাবশ্বিনা ভদ্রহস্তা সুপাণী আ ধাবতং মধুনা পৃঙ্ক্তমপ্সু ।।৪।।

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের উভয়ের আনন্দের জন্য কামনা করে দ্যোতমানা অধিষবণভূমি সোমরসকে সবন করে হে অশ্বিনদ্বয়! তোমরা দুজনে, মঙ্গলকর হস্ত দ্বারা এবং শোভন করপল্লব (পাণি) দ্বারা মধুর সাহায্যে জলে বর্তমান (সোমকে) শীঘ্র মিশ্রিত কর ।।৪।।

টীকা— সায়ণ বলেছেন—'অশ্বিনৌ' অর্থ এখানে অশ্ববান্। তিনি শেষাংশ অনুবাদ করেছেন—হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র এবং অগ্নি!... শীঘ্র এসো। জলে বর্তমান মিষ্টত্বের সঙ্গে (সোমকে) যুক্ত কর।

যুবামিন্দ্রাগ্নী বসুনো বিভাগে তবস্তমা শুশ্রব বৃত্রহত্যে ।
তাবাসদ্যা বর্হিষি যজ্ঞে অস্মিন্ প্র চর্ষণী মাদয়েথাং সুতস্য ।।৫।।

হে ইন্দ্র এবং অগ্নি! সম্পদ বিভাজনের বিষয়ে তোমরা উভয়ে বলবত্তম, বৃত্রহননে অথবা বাধা অপসারণেও, (এইকথা) শুনেছি। এই যজ্ঞস্থলে কুশে উপবিষ্ট হয়ে তোমরা, হে সর্বব্যাপীদ্বয়, সুত সোমরস প্রকৃষ্টভাবে উপভোগ কর ।।৫।।

প্র চর্ষণিভ্যঃ পৃতনাহবেষু প্র পৃথিব্যা রিরিচাথে দিবশ্চ ।
প্র সিন্ধুভ্যঃ প্র গিরিভ্যো মহিত্বা প্রেন্দ্রাগ্নী বিশ্বা ভুবনাত্যন্যা ।।৬।।

যুদ্ধের আক্রমণে অথবা আহ্বানে হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা উভয়ে মনুষ্যবসতির রাজ্যের সীমান্ত অপেক্ষা বিশালতায় অধিক হও, তোমরা দ্যাবাপৃথিবীকে অতিক্রম করে যাও। তোমাদের বিপুল বিস্তার, নদীগুলিকে, পর্বতগুলিকে, অন্যান্য সকল প্রাণীকে অতিক্রম করে যায় ।।৬।।

আ ভরতং শিক্ষতং বজ্রবাহূ অস্মাঁ ইন্দ্রাগ্নী অবতং শচীভিঃ ।
ইমে নু তে রশ্মযঃ সূর্যস্য যেভিঃ সপিত্বং পিতরো ন আসন্ ।।৭।।

হে বজ্রধারী ইন্দ্র ও অগ্নি! অভিমুখে (সম্পদ) আহরণ কর, দক্ষতা বৃদ্ধি অথবা দান কর। তোমাদের (এই) দক্ষকর্ম দ্বারা আমাদের সাহায্য কর। এই সেই সূর্যের কিরণসমূহ যার দ্বারা আমাদের পিতৃপুরুষগণ একাত্মতা লাভ করেছিলেন ।।৭।।

পুরংদরা শিক্ষতং বজ্রহস্তাস্মাঁ ইন্দ্রাগ্নী অবতং ভরেষু ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ।।৮।।

হে বজ্রধারিদ্বয় নগরধ্বংসকারীদ্বয় ইন্দ্র ও অগ্নি! দক্ষতাকে সমুদ্যত কর, আমাদের সংগ্রামে সহায়তা কর। মিত্র এবং বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী এবং দ্যুলোক আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন ।।৮।।

(সূক্ত-১১০)

ঋভুগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

ততং মে অপস্তদু তায়তে পুনঃ স্বাদিষ্ঠা ধীতিরুচথায় শস্যতে ।
অয়ং সমুদ্র ইহ বিশ্বদেব্যঃ স্বাহাকৃতস্য সমু তৃপ্ণুত ঋভবঃ ।।১।।

হে ঋভুগণ! আমার (যজ্ঞীয়) কর্ম (পূর্বে) ই বিস্তারিত, সেই কর্ম আবার বিস্তার লাভ করছে। আমার শ্রেষ্ঠ উপভোগ্য মনীষা স্তুতির উদ্দেশে পঠিত হচ্ছে, এইখানে সমুদ্র (তুল্য) এই (সোমরস) সকল দেবতার উদ্দেশে (নিবেদিত)। স্বাহাকারের সঙ্গে সম্পাদিত (সোমের দ্বারা) সম্যক্ তৃপ্ত হও ।।১।।

আভোগয়ং প্র যদিচ্ছন্ত ঐতনাপাকাঃ প্রাঞ্চো মম কে চিদাপয়ঃ ।
[১]সৌধন্বনাসশ্চরিতস্য ভূমনাগচ্ছত সবিতুর্দাশুষো গৃহম্ ।।২।।

(হে ঋভুগণ), যেহেতু ভোগ্য (বস্তু)র সন্ধানে সম্মুখদিকে আমার চতুর জ্ঞাতিগণ এবং (ঐরূপ) যে- কেহ গিয়েছিলেন, হে সুধন্বনের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রমণেচ্ছা পূর্ণ হবার পরে দানশীল অথবা পুণ্যবান সবিতার গৃহে তোমরা এসেছিলে। —Jamison ।।২।।

১. সুধন্বন হলেন ঋভুগণের পিতা। আঙ্গিরস সুধন্বনের ঋভু, বিভ্ন ও বাজ— এই নামে তিন পুত্র ছিল। নিরুক্তেও বলা হয়েছে—'ঋভুর্বিভ্ন বাজ ইতি সুধন্বন আঙ্গিরস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বভূবুঃ' (নিরুক্ত-১.১৬)। সায়ণ কৃত অনুঃ—প্রগাঢ় জ্ঞানী পূর্বকালীন আমার জ্ঞাতিগণ ও যে- কেহ উপভোগ্য (সোমের) সন্ধানে যখন অরণ্যে গিয়েছিলেন তখন হে সুধন্বনের পুত্রগণ! বহু তপস্যার দ্বারা দানকারী যজমানের গৃহে গিয়েছিলেন।

তৎ সবিতা বোঽমৃতত্বমাসুবদগোহ্যং যচ্ছ্রবয়ন্ত ঐতন ।
ত্যং চিচ্চমসমসুরস্য ভক্ষণমেকং সন্তমকৃণুতা চতুর্বয়ম্ ॥৩॥

অনন্তর সবিতৃদেব তোমাদের (ঋভুগণকে) অমৃতত্ব (দেবত্ব) প্রেরণ করেছিলেন যখন তোমরা গোপন হতে অক্ষম (সদাপ্রকাশ সেই দেবতাকে) শ্রবণ করাতে এসেছিলে। দেব (ত্বষ্টা)-র পানের জন্য (নির্মিত) সেই চমসকে (তোমরা) এক হলেও চতুষ্টয় করেছিলে ॥৩॥

টীকা— Jamison-এর অনুবাদ—অগোহ্য-ঋষি বিশেষ। তাঁকে শ্রবণ করাতে......ইত্যাদি।

বিষ্ট্বী শমী তরণিত্বেন বাঘতো মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ ।
সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ সংবৎসরে সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ ॥৪॥

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দক্ষতার কর্মব্যাপ্তি সম্যক সাধন করে স্তোতৃগণ মানব হয়েও অমরত্ব অর্জন করেছিলেন। সুধন্বনের পুত্রগণ, ঋভুগণ, সূর্য যাদের চক্ষুস্বরূপ তাঁরা বৎসরকালের মধ্যে সূক্ত স্তুতি দ্বারা সংযুক্ত হয়েছিলেন ॥৪॥

ক্ষেত্রমিব বি মমুস্তেজনেনঁ একং পাত্রমৃভবো জেহমানম্ ।
উপস্তুতা উপমং নাধমানা অমর্ত্যেষু শ্রব ইচ্ছমানাঃ ॥৫॥

ঋভুগণ তীক্ষ্ণ দণ্ডদ্বারা যেমন ভূমিখণ্ডকে (বিভাগ) করা হয়, সেইভাবে একটি বিদারণশীল অথবা ক্রিয়াশীল পাত্রকে বিভাজন করেছিলেন। তাঁরা মরণরহিত (দেব) গণের মধ্যে খ্যাতি অথবা সর্বোত্তম কামনা করে স্তুতিকালে বারংবার প্রার্থনা করে থাকেন ॥৫॥

আ মনীষামন্তরিক্ষস্য নৃভ্যঃ স্রুচেব ঘৃতং জুহবাম বিদ্মনা ।
তরণিত্বা যে পিতুরস্য সশ্চির ঋভবো বাজমরুহন্ দিবো রজঃ ॥৬॥

অন্তরিক্ষলোকের নরগণের জন্য (আমরা) জ্ঞানের সঙ্গে অনুপ্রাণিত চিন্তাকে সংমিশ্রিত করি যেমন স্রুক্ (যজ্ঞপাত্র বিঃ) দ্বারা ঘৃতকে আহুতি দেওয়া হয়। যাঁরা (তাঁদের) শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ক কৌশলের দ্বারা এঁর পিতাকে অনুকরণ করেছিলেন সেই ঋভুগণ তাঁদের বিজয় (সূচক) স্বর্গলোক আরোহণ করেছিলেন ॥৬॥

ঋভুর্ন ইন্দ্রঃ শবসা নবীয়ানৃভুর্বাজেভির্বসুভির্বসুর্দদিঃ ।
যুষ্মাকং দেবা অবসাহনি প্রিয়া ঽভি তিষ্ঠেম পৃৎসুতীরসুন্বতাম্ ॥৭॥

(একজন) ঋভু (তাঁর) বলের দ্বারা আমাদের (পক্ষে) নূতনতর ইন্দ্র (রক্ষক)। অন্নের দ্বারা, (অপর) ঋভু নিবাসয়িতা অথবা উত্তম, ধনের দ্বারা দাতা। তোমাদের রক্ষণবশত হে দেবগণ! অনুকূল দিনে যেন (আমরা) সবনহীন (শত্রু)গণের যুদ্ধের সংঘর্ষ প্রত্যাহত করতে পারি ॥৭॥

নিশ্চর্মণ ঋভবো গামপিংশত সং বৎসেনাসৃজতা মাতরং পুনঃ ।
সৌধন্বনাসঃ স্বপস্যয়া নরো জিব্রী যুবানা পিতরাকৃণোতন ॥৮॥

হে ঋভুগণ! ত্বক্ দ্বারা গাভীকে সংযুক্ত করেছিলে (তোমরা)। (সেই) মাতাকে পুনরায় বৎসের সঙ্গে সঙ্গত করেছিলে। হে সুধন্বন পুত্র নরশ্রেষ্ঠগণ! কৌশলের দ্বারা বৃদ্ধ পিতামাতাকে পুনরায় যৌবনোপেত করেছিলে ॥৮॥

টীকা—পুরাকালে ঋভুগণ এক মৃতা গাভীর চর্ম নিয়ে অন্য গাভী সৃষ্টি করে গো-বৎসকে তার মাতা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। —সায়ণ ভাষ্য।

বাজেভির্নো[1] বাজসাতাববিড্ঢ্যভুমাঁ ইন্দ্র চিত্রমা দর্ষি রাধঃ ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥৯॥

সম্পদ-বিজয়ের কালে আমাদের ধন অন্ন (দাও), হে ঋভুগণ সহ বিরাজিত ইন্দ্র, সমুজ্জ্বল অথবা বিচিত্র ধন দাও। মিত্র এবং বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী এবং দ্যুলোক আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন ॥৯॥

১. বাজেভির্নো বাজসাতৌ অবিড্ঢি— অর্থান্তর— 'যুদ্ধে আমাদের রক্ষা কর তোমার অশ্বগুলো দিয়ে'। H.H.Wilson— এর মতে।

(সূক্ত-১১১)

ঋভুগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

তক্ষন্ রথং সুবৃতং বিদ্মনাপসস্তক্ষন্ হরী ইন্দ্রবাহা বৃষণ্বসূ ।
তক্ষন্ পিতৃভ্যামৃভবো যুবদ্ বয়স্তক্ষন্ বৎসায় মাতরং সচাভুবম্ ॥১॥

(হে ঋভুগণ)! স্বচ্ছন্দ পরিক্রমাকারী রথ নির্মাণ করেছিলেন তাদের জ্ঞানের কৌশলে; ইন্দ্রকে বহনকারী এবং ধন আনয়নকারী হরী নামে অশ্বদ্বয়কে নির্মাণ করেছিলেন। পিতামাতার জন্য ঋভুগণ যৌবনকাল নির্মাণ করেছিলেন; (গো)— বৎসের জন্য সঙ্গে থাকবার মতো মাতা (গাভী) নির্মাণ করেছিলেন ॥১॥

আ নো যজ্ঞায় তক্ষত ঋভুমদ্বয়ঃ ক্রত্বে দক্ষায় সুপ্রজাবতীমিষম্ ।
যথা ক্ষয়াম সর্ববীরয়া বিশা তন্নঃ শর্ধায় ধাসথা স্বিন্দ্রিয়ম্ ॥২॥

(হে ঋভুগণ)! আমাদের যজ্ঞের জন্য ঋভুসদৃশ প্রাণশক্তি নির্মাণ কর; ইচ্ছার অথবা কর্মের জন্য, নিপুণতার জন্য উত্তম সন্তানসহ ভোজ্য (প্রস্তুত কর)। যেন আমরা শান্তির সঙ্গে বীর (যোদ্ধা) সমন্বিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নিবাস করি, আমাদের গোষ্ঠীর জন্য সেই ইন্দ্রসুলভ বল প্রতিষ্ঠা কর। —Jamison ॥২॥

আ তক্ষত সাতিমস্মভ্যমৃভবঃ সাতিং রথায় সাতিমর্বতে নরঃ ।
সাতিং নো জৈত্রীং সং মহেত বিশ্বহা জামিমজামিং পৃতনাসু সক্ষণিম্ ॥৩॥

হে ঋভুগণ, আমাদের জন্য বিজয় অথবা সম্পদ নির্মাণ কর। হে নরগণ, আমাদের রথের জন্য বিজয় অথবা সম্পদ, অশ্বের জন্য বিজয় অথবা সম্পদ (নির্মাণ কর)। আমাদের সর্বদা জয়শীল বিজয় অথবা সম্পদ দান কোর (যার দ্বারা) যুদ্ধে আত্মীয় বা অনাত্মীয় সকলকে পরাভূত করা যায় ॥৩॥

ঋভুক্ষণমিন্দ্রমা হুব উতয় ঋভূন্ বাজান্ মরুতঃ সোমপীতয়ে ।
উভা মিত্রাবরুণা নূনমশ্বিনা তে নো হিন্বন্তু সাতয়ে ধিয়ে জিষে ॥৪॥

ঋভুগণের অধিপতি অথবা মহান ইন্দ্রকে রক্ষার জন্য আমি আহ্বান করি, ঋভুকে, বাজকে (সুধন্বনপুত্রকে), মরুৎগণকে সোমপানের জন্য (আহ্বান করি)। ইদানীং মিত্র ও বরুণ উভয়ে এবং অশ্বিনদ্বয়কেও আহ্বান করি। তাঁরা আমাদের সম্পদের প্রতি, সূক্ষ্ম চিন্তার প্রতি, বিজয়ের প্রতি চালিত করুন ॥৪॥

ঋভুর্ভরায় সং শিশাতু সাতিং সমর্যজিদ্বাজো অস্মাঁ অবিষ্টু ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥৫॥

যেন ঋভু সংগ্রামের জন্য বিজয়কে তীক্ষ্ণ করেন। যেন বাজ, সংঘর্ষজয়ী, আমাদের সাহায্য করেন। মিত্র এবং বরুণ, অদিতি ... পূর্ণ করুন। ॥৫॥ পূর্বে এই অংশই অনূদিত।

টীকা—রাজা সুধন্বনের তিন পুত্র ঋভু, বিভ্ব এবং বাজ। ঋভুগণ বলতে এঁদের তিনজনের কথা বোঝানো হয়েছে।

(সূক্ত-১১২)

অগ্নি ও অশ্বিনদ্বয় দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-২৫।

ঈলে দ্যাবাপৃথিবী পূর্বচিত্তয়ে ঽগ্নিং ঘর্মং সুরুচং যামন্নিষ্টয়ে ।
যাভির্ভরে কারমংশায় জিন্বথস্তাভিরূ ষু উতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥১॥

শ্রদ্ধার সঙ্গে দ্যাবাপৃথিবীকে স্তুতি করি তাঁদের উপলব্ধিতে (অন্য স্তোতার অপেক্ষা) প্রথম হবার জন্য; (স্তুতি করি) অগ্নিকে যিনি দীপ্তিমান, কান্তিমান, (অশ্বিনদের) গমনপথে সন্ধান পাবার জন্য। যাঁদের দ্বারা সংঘর্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রেরণা লাভ কর, (আমাদের জন্য) অংশ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, হে অশ্বিনদ্বয় সেই রক্ষণসহ এখানে আগমন কর ॥১॥

যুবোর্দানায় সুভরা অসশ্চতো রথমা তস্থুর্বচসং ন মন্তবে ।
যাভির্ধিয়োঽবথঃ কর্মন্নিষ্টয়ে তাভিরূ ষু উতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥২॥

যেহেতু উভয়ে তাদের (স্তোতৃবৃন্দকে) অক্ষয়, সহজে বহনযোগ্য (সম্পদ) দান করার জন্য তোমাদের রথে আরোহণ করেছ, যেমন বিবেচনার জন্য (অর্থপূর্ণ) বাক্যে (নির্ভর করা হয়)— যার দ্বারা যাগকর্মে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভের জন্য তোমরা সহায়তা কর, সেইরূপ সহায়তার সঙ্গে হে অশ্বিনদ্বয়, এখানে আগমন কর ॥২॥

যুবং তাসাং দিব্যস্য প্রশাসনে বিশাং ক্ষয়থো অমৃতস্য মজ্মনা ।
যাভির্ধেনুমস্বং পিন্বথো নরা তাভিরূ ষু উতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥৩॥

তোমরা উভয়ে সেই স্বর্ণজাত নির্দেশে, অমৃতের শক্তিতে (সমৃদ্ধ হয়ে) সেইসকল জনগণের প্রকৃষ্টানুশাসনে সক্ষম হয়ে থাক, যার দ্বারা তোমরা, হে শ্রেষ্ঠ নরদ্বয়! বৎসহীনা গাভীকে (দুগ্ধে) পূর্ণ করেছিলে—সেই রক্ষণসহ হে অশ্বিনদ্বয়! এখানে আগমন কর ।।৩।।

যাভিঃ পরিজ্মা তনয়স্য মজ্মনা দ্বিমাতা তূর্ষু তরণির্বিভূষতি ।
যাভিস্ত্রিমন্তুরভবদ্ বিচক্ষণস্তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ।।৪।।

যার দ্বারা—পৃথিবীভ্রমণকারী (বায়ু) তাঁর বিস্তারের শক্তিতে বিশিষ্টতা লাভ করেন, যার দ্বারা সেই দ্বিমাতৃক (অগ্নি) বিশিষ্টতা লাভ করেন, ধাবনশীলগণের মধ্যেও দ্রুতধাবমান হয়ে থাকেন, যার দ্বারা ব্যাপকচক্ষু অথবা বিশেষজ্ঞানবান (সোম) তিনপ্রকার[১] জ্ঞানবিশিষ্ট হয়ে থাকেন—সেই প্রকার রক্ষণসহ .... ।।৪।।

১. ত্রিমন্তুঃ— তিন প্রকার যজ্ঞে অভিজ্ঞ— পাকযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ ও সোমযজ্ঞ।
টীকা—এখানে নাম উল্লেখ না করে তিনজন দেবতা যথাক্রমে বায়ু, অগ্নি ও সোমকে স্তুতি করা হয়েছে। অন্যদিকে বর্ণনাগুলি অশ্বিনদ্বয়ের রথের প্রতিও প্রযোজ্য।

যাভী রেভং নিবৃতং সিতমদ্ভ্য উদ্ বন্দনমৈরয়তং স্বর্দৃশে ।
যাভিঃ কণ্বং প্র সিষাসন্তমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ।।৫।।

যে সাহায্য দ্বারা তোমরা জল হতে নিমজ্জিত আবদ্ধ রেভকে উর্ধ্বগত করেছিলে, এবং বন্দন (ঋষিকে) সূর্যকে দর্শন করাবার জন্য উৎক্ষেপণ করেছিলে, যার দ্বারা তোমরা সম্পদ অথবা আলোক অভিলাষ কণ্ব (ঋষিকে) রক্ষা করেছিলে—সেই প্রকার রক্ষণসহ......আগমন কর ।।৫।।

যাভিরন্তকং জসমানমারণে ভুজ্যুং যাভিরব্যথিভির্জিজিন্বথুঃ ।
যাভিঃ কর্কন্ধুং বয্যং চ জিন্বথস্তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ।।৬।।

যে সাহায্য সকল দ্বারা তোমরা, হে অশ্বিনদ্বয়, কূপে অথবা পরভূমিতে পরিত্যক্ত অন্তক (ঋষিকে) উদ্ধার করেছিলে, যে অবিচলিত সাহায্য দ্বারা ভুজ্যু (ঋষিকে) রক্ষা করেছিলে, যার দ্বারা কর্কন্ধুঃ সাহায্য এবং বয্যকেও প্রীত করেছিলে—সেই প্রকার রক্ষণ সহ ....আগমন কর ।।৬।।

যাভিঃ শুচন্তিং ধনসাং সুষংসদং তপ্তং ঘর্মমোম্যাবন্তমত্রয়ে ।
যাভিঃ পৃশ্নিগুং পুরুকুৎসমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ।।৭।।

যে সাহায্য দ্বারা তোমরা শুচন্তিকে ধনভোগী শোভন সঙ্গযুক্ত করেছিলে, অত্রির জন্য আতপ্ত ঘর্ম (পূর্ণ) পাত্রকে সুখস্পর্শ করেছিলে, যার দ্বারা তোমরা পৃশ্নিগু এবং পুরুকুৎসকে সাহায্য করেছিলে—সেই প্রকার রক্ষণ দ্বারা ....আগমন কর ।।৭।।

যাভিঃ শচীভির্বৃষণা পরাবৃজং প্রান্ধং শ্রোণং চক্ষস এতবে কৃথঃ ।
যাভির্বর্তিকাং গ্রসিতামমুঞ্চতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ।।৮।।

হে অভীষ্টবর্ষী দ্বয়! যে ক্ষমতার অথবা কর্মের সাহায্যে, তোমরা (পরাবৃজ ঋষিকে) (অথবা) বিতাড়িতকে (সাহায্য কর), দৃষ্টিহীন (ঋজ্রাশ্বকে) দর্শন করতে, শ্রোণকে (খঞ্জ ঋষিকে গমনের জন্য প্রযত্ন কর, যার দ্বারা তোমরা বৃকের গ্রাসে (ভক্ষিত) চটক (পাখিকে) বিমুক্ত করিয়েছিলে— সেই প্রকার রক্ষণ ....কর ।।৮।।

যাভিঃ সিন্ধুং মধুমন্তমসশ্চতং বসিষ্ঠং যাভিরজরাবজিন্বতম্ ।
যাভিঃ কুৎসং শ্রুতর্যং নর্যমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ।।৯।।

যে- সকল (সাহায্য) দ্বারা মিষ্ট (জল)-পূর্ণ নদীকে প্রবাহিত করিয়েছিলে, হে জরারহিত দেব দ্বয়! যার দ্বারা বসিষ্ঠ (ঋষি) কে সঞ্জীবিত করেছিলে, যে-সকল (সাহায্য) দ্বারা কুৎস, শ্রুতর্য ও নর্য ঋষিত্রয়কে রক্ষা করেছিলে— সেই সকল রক্ষণ দ্বারা ....কর ।।৯।।

যাভির্বিশ্‌পলাং ধনসামথর্ব্যং সহস্রমীহ্ল আজাবজিন্বতম্ ।
যাভির্বশমশ্ব্যং প্রেণিমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ।।১০।।

যে-সকল (সাহায্য) দ্বারা সম্পদ বিজয়ে নিরত বিশপলাকে[১] গমনে অসমর্থা (ছিন্ন জঙ্ঘার জন্য) হলেও সহস্র সম্পদ জয়ী (মহা) সংগ্রামে পুনরুজ্জীবিতা করেছিলে, যার দ্বারা অশ্বপুত্র, (স্তুতি) প্রেরক বশ (ঋষি)-কে রক্ষা করেছিলে— সেই সকল রক্ষণ দ্বারা ....কর ।।১০।।

১. অগস্ত্যের পুত্র খেল-এর পত্নী বিশপলা।

যাভিঃ সুদানূ ঔশিজায় বণিজে দীর্ঘশ্রবসে মধু কোশো অক্ষরৎ ।
কক্ষীবন্তং স্তোতারং যাভিরাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ।।১১।।

হে শোভন দাতৃদ্বয়! যে-সকল (সাহায্য) দ্বারা উশিকপুত্র দীর্ঘশ্রবস্[1] (ঋষি) বাণিজ্যে রত হলে (তাঁর) জন্য মধুপূর্ণ (জল) কোশ হতে সিঞ্চন করেছিলে, যার দ্বারা স্তুতিকারী কক্ষীবন্তকে রক্ষা করেছিলে— সেই সব ....॥১১॥

১. দীর্ঘতমসের পুত্র দীর্ঘশ্রবস্ ঋষি ছিলেন, কিন্তু দুর্ভিক্ষকালে বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন, তাই তাঁকে বণিক বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, উশিকের পুত্র দীর্ঘশ্রবস্।

যাভী রসাং ক্ষোদসোদ্নঃ পিপিন্বথুরনশ্বং যাভী রথমাবতং জিষে।
যাভিস্ত্রিশোক উস্রিয়া উদাজত তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥১২॥

যে-সকল (সাহায্য) দ্বারা (তোমরা) রসা (নদীকে) (জলশূন্য হলেও) জলভারে পূরিত করেছিলে, যার দ্বারা অশ্ববিযুক্ত (হলেও) রথকে জয়লাভে সাহায্য করেছিলে, যার দ্বারা ত্রিশোক[1] (কণ্বপুত্র) অপহৃতা গাভীগুলিকে (নিজের প্রতি) আগমন করিয়েছিলে— সেই সকল রক্ষণ....॥১২॥

১. ত্রিশোক, কণ্বের পুত্র, ঋষি ছিলেন।

যাভিঃ সূর্যং পরিযাথঃ পরাবতি মন্ধাতারং[1] ক্ষৈত্রপত্যেষ্বাবতম্।
যাভির্বিপ্রং প্র ভরদ্বাজমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥১৩॥

যে-সকল (সাহায্য) দ্বারা দূরস্থিত সূর্যকে পরিভ্রমণ কর, ভূমির আধিপত্যের দ্বন্দ্বে মন্ধাতাকে রক্ষা করেছিলে, যার সাহায্যে মেধাবী ভরদ্বাজ ঋষিকে প্রকৃষ্টভাবে রক্ষা করেছিলে— সেই সকল রক্ষণ দ্বারা ....॥১৩॥

১. মন্ধাতা রাজর্ষি ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ মতে (৩৬৩ পৃঃ) তিনি সূর্যবংশের একজন রাজা ছিলেন।

যাভির্মহামতিথিগ্বং কশোজুবং দিবোদাসং শম্বরহত্য আবতম্।
যাভিঃ পূর্ভিদ্যে ত্রসদস্যুমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥১৪॥

যে-সকল (সাহায্য দ্বারা) জলে প্রবেশোদ্যত অতিথিগ্বকে এবং দিবোদাস (রাজর্ষিকে) শম্বর হত্যাকালে রক্ষা করেছিলে, যার দ্বারা নগরধ্বংসে ত্রসদস্যুকে রক্ষা করেছিলে— সেই সকল রক্ষণের দ্বারা হে অশ্বিনদ্বয়,...কর ॥১৪॥

যাভির্বম্রং বিপিপানমুপস্তুতং কলিং যাভির্বিত্তজানিং দুবস্যথঃ।
যাভির্ব্যশ্বমুত পৃথিমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥১৫॥

যে-সকল (সাহায্য) দ্বারা পানকারী বম্র (ঋষি), যাঁকে নিকটস্থ জনেরা স্তুতি করছেন তাঁকে, তথা কলি (ঋষি), যিনি পত্নী লাভ করেছেন, তাঁকে অনুগ্রহ করেছিলে, যার দ্বারা বিগত-অশ্ব পৃথিকে সাহায্য করেছিলে—সেই সকল রক্ষণ দ্বারা ....কর ॥১৫॥

যাভির্নরা শয়বে যাভিরত্রয়ে যাভিঃ পুরা মনবে গাতুমীষথুঃ।
যাভিঃ শারীরাজতং স্যূমরশ্ময়ে তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥১৬॥

হে শ্রেষ্ঠ নরদ্বয়! যে-সকল (সাহায্য) দ্বারা তোমরা শয়ুর জন্য, যার দ্বারা অত্রির জন্য, যার দ্বারা বহু পূর্বকালে মনুর জন্য পথ সন্ধান করেছিলে, যার দ্বারা স্যূমরশ্মির (ঋষির) জন্য তীরসকল প্রেরণ করেছিল— সেই সকল রক্ষণের ....কর ॥১৬॥

যাভিঃ পঠর্বা জঠরস্য মজ্মনাগ্নির্নাদীদেচ্চিত ইদ্ধো অজ্মন্না।
যাভিঃ শর্যাতমবথো মহাধনে তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥১৭॥

যে— সকল (সাহায্য) দ্বারা সংগ্রামকালে (রাজর্ষি) পঠর্বন্ (নিজ) উদরের (শরীরের) শক্তিতে (যুক্ত) সমিধ-সজ্জিত প্রজ্বালিত অগ্নির মতো দীপ্ত ছিলেন, যার দ্বারা প্রভূত সম্পদ (লাভের জন্য যুদ্ধে) তোমরা শর্যাতকে রক্ষা করেছিলে— সেই সকল রক্ষণের....কর ॥১৭॥

যাভিরঙ্গিরো মনসা নিরণ্যথো ঽগ্রং গচ্ছথো বিবরে গোঅর্ণসঃ।
যাভির্মনুং শূরমিষা সমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥১৮॥

যে-সকল (সাহায্য) দ্বারা হে অঙ্গির! (তোমরা উভয়ে) মনে মনে পথ নির্ণয় কর এবং বহু গাভী দ্বারা প্লাবিত (গুহা) মুখে সর্বাগ্রে গমন কর, যার দ্বারা বীর শ্রেষ্ঠ মনুকে অন্নযোগে সম্যক রক্ষা করেছিলে— সেই সকল ....কর ॥১৮॥

যাভিঃ পত্নীর্বিমদায় ন্যূহথুরা ঘ বা যাভিররুণীরশিক্ষতম্।
যাভিঃ সুদাস উহথুঃ সুদেব্যং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥১৯॥

যে-সকল (সাহায্য) দ্বারা তোমরা বিমদ (ঋষির) জন্য পত্নী বিশেষভাবে আনয়ন করেছিলে, অথবা যার দ্বারা লোহিতবর্ণা গাভীসকল অনুকূলভাবে প্রদান করেছিলে। যার দ্বারা (পিজবনপুত্র) সুদাসকে উত্তম ধন অথবা দৈবী অনুগ্রহ প্রদান করেছিলে— সেই সকল ....কর ॥১৯॥

যাভিঃ শংতাতী ভবথো দদাশুষে ভুজ্যুং যাভিরবথো যাভিরধ্রিগুম্।
ওম্যাবতীং সুভরামৃতস্তুভং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥২০॥

যে-সকল (সাহায্য) দ্বারা (হবিঃ) দানকারী (সৎ)ব্যক্তির প্রতি সুখদায়ী হয়ে থাক, যার দ্বারা ভুজ্যুকে রক্ষা কর, যার দ্বারা অধ্রিগুকে এবং ঋতস্তুভ (ঋষিকে) সুখী ও সহজলভ্য (অন্নের অধিকারী) কর— সেই সকল রক্ষণের....॥২০॥

যাভিঃ কৃশানুমসনে দুবস্যথো জবে যাভির্যূনো অর্বন্তমাবতম্ ।
মধু প্রিয়ং ভরথো যৎ সরড্‌ভ্যস্তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥২১॥

যে-সকল (সাহায্য) দ্বারা (তোমরা) কৃশানুকে যুদ্ধে রক্ষা করেছিলে, যার দ্বারা তরুণ (পুরুকুৎসের) বেগে (ধাবিত) অশ্বকে রক্ষা করেছিলে, (সবার) প্রিয় মধু (যে রক্ষণের দ্বারা) মধু মক্ষিকাদের থেকে আহরন কর, সেই সব রক্ষণের ....কর ॥২১॥

যাভির্নরং গোষুযুধং নৃষাহ্যে ক্ষেত্রস্য সাতা তনয়স্য জিন্বথঃ ।
যাভী রথাঁ অবথো যাভিরর্বতস্তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥২২॥

যে-সকল (সাহায্য) দ্বারা (তোমরা) গোসংক্রান্ত যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ নরকে মানুষ জয়ে, ভূমি এবং সন্তান অর্জনের জন্য উজ্জীবিত করেছিলে, যার দ্বারা তোমরা রথগুলিকে রক্ষা করেছিলে,যার দ্বারা অশ্বগুলিকে— সেই সকল রক্ষণের ....কর ॥২২॥

যাভিঃ কুৎসমার্জুনেয়ং শতক্রতূ প্র তুর্বীতিং প্র চ দভীতিমাবতম্ ।
যাভির্ধ্বসন্তিং পুরুষন্তিমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥২৩॥

যে-সকল (সাহায্য) দ্বারা হে শত কর্মের অনুষ্ঠাতাদ্বয়! তোমরা অর্জুনপুত্র কুৎসকে, তুর্বীতিকে এবং দভীতিকে উজ্জীবিত করেছ, যার দ্বারা তোমরা ধ্বসন্তি ও পুরুষন্তি (ঋষিদ্বয়কে) সহায়তা করেছ— সেই সকল রক্ষণের দ্বারা ....কর ॥২৩॥

অপ্নস্বতীমশ্বিনা বাচমস্মে কৃতং নো দস্রা বৃষণা মনীষাম্ ।
অদ্যূত্যেঽবসে নি হ্বয়ে বাং বৃধে চ নো ভবতং বাজসাতৌ ॥২৪॥

হে অশ্বিনদ্বয়, আমাদের বাক্যকে অর্থবহ কর। আমাদের ধী (দান) কর হে ফলবর্ষীদ্বয়। শত্রু জয়ীদ্বয়। আমি তোমাদের উভয়কে এই অক্ষক্রীড়ার অনুপযুক্ত সময়ে রক্ষণের জন্য আহ্বান করি। ধন বিজয়ে আমাদের (শক্তি) বর্ধনের জন্য বিরাজ কর ॥২৪॥

দ্যুভিরক্তুভিঃ পরি পাতমস্মানরিষ্টেভিরশ্বিনা সৌভগেভিঃ ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥২৫॥

হে অশ্বিনদ্বয়! দিবাভাগে রাত্রিকালে (সর্বদা) আমাদের সর্বভাবে তোমাদের বিঘ্নহন্তা আশীর্বাদ অথবা সৌভাগ্য দ্বারা রক্ষা কর। এই প্রার্থনা মিত্র ও বরুণ, অদিতি, সিন্ধু ও দ্যুলোক যেন পূর্ণ করেন ॥২৫॥

টীকা—এই দীর্ঘ সূক্তটিতে অশ্বিন দেবতাদ্বয় কর্তৃক বিভিন্ন ব্যক্তিকে অনুগ্রহের উল্লেখ আছে। প্রায়শ এই সব নামগুলি ছাড়া উপাখ্যানগুলি বিশেষ জানা যায় না।

(সূক্ত-১১৩)

উষা দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-২০।

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাচ্চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা ।
যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায়ঁ এবা রাত্র্যুষসে যোনিমারৈক্ ॥১॥

জ্যোতিসকলের মধ্যে এই দীপ্ততম আলোক এখানে আবির্ভূত হয়েছেন। উজ্জ্বলতম, সর্বপ্রকাশক, সর্বদিকে ব্যাপ্ত হয়ে জন্মলাভ করেছেন। তিনি যেমন সূর্যের হতে উৎপন্ন হয়েছেন সেই ভাবে রাত্রিও উষার উৎপত্তির জন্য (গর্ভস্থান প্রস্তুত রেখেছেন ॥১॥

রুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাদারৈগু কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ ।
সমানবন্ধূ অমৃতে অনূচী দ্যাবা বর্ণং চরত আমিনানে ॥২॥

উজ্জ্বল বৎস (যুক্তা), দীপ্তিময়ী শুভ্রবর্ণা (উষা) আগমন করেছেন। এঁর জন্য কৃষ্ণবর্ণা। (রাত্রি) স্থান দিয়েছেন। এই সমান-স্বজন সমন্বিতা, অমৃতা পরস্পরের অনুগমনকারিণী উভয়ে দ্যুতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একে অন্যের বর্ণ বিনিময় করতে করতে আবর্তন করেন। ॥২॥

টীকা—সূর্য ও উষা নিয়ত পরস্পরের নিকটে থাকেন বলে গোমাতা ও বৎসের রূপ কল্পনা।

সমানো অধ্বা স্বস্রোরনন্তস্তমন্যান্যা চরতো দেবশিষ্টে ।
ন মেথেতে ন তস্থতুঃ সুমেকে নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে ॥৩॥

দুই ভগিনীর জন্য একই পথ সীমাহীন (ভাবে বিস্তৃত) একে অপরের অনুগমন করে, দেবগণের নির্দেশে সেই পথে (তাঁরা) বিচরণ করেন। (পরস্পরকে) বাধা দেন না, (কোথাও) স্থির থাকেন না যদিও দৃঢ় মূলে বদ্ধ (থাকেন), রাত্রি এবং উষা (তাঁরা) সমান চিত্তসম্পন্না কিন্তু পৃথক রূপযুক্তা ।।৩।।

ভাস্বতী নেত্রী [1]সূনৃতানামচেতি চিত্রা বি দুরো ন আবঃ ।
প্রার্প্যা জগদ্ব্যু নো রায়ো অখ্যদুষা অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা ॥৪।।

দীপ্তিময়ী, শোভন বাক্যের জনয়িত্রী উপস্থিত হয়েছেন, সংজ্ঞানবতী তিনি আমাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। সমস্ত জঙ্গম ভুবনকে প্রকট করে তিনি আমাদের জন্য সম্পদ প্রকাশিত করেন—উষা সকল প্রাণিকুলকে জাগরিত করেন ।।৪।।

১. উষার আবির্ভাবে প্রাণিকুল তাদের যথার্থ স্বাভাবিক শব্দ উচ্চারণ করে।

জিহ্মশ্যে চরিতবে মঘোন্যাভোগয় ইষ্টয়ে রায় উ ত্বম্ ।
দভ্রং পশ্যদ্ভ্য উর্বিয়া বিচক্ষ উষা অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা ॥৫।।

ধনবতী উষা (সকলকে জাগ্রত করেছেন) যারা বক্রভাবে শায়িত, বিচরণোদ্যত, যারা প্রয়োজনের জন্য ধন সন্ধান করছে। অল্পদর্শিগণ বিস্তারিতভাবে দর্শন করে (তাই) উষা সকল (যেন) প্রাণিকুলকে জাগরিত অথবা প্রকাশিত করেন ।।৫।।

ক্ষত্রায় ত্বং শ্রবসে ত্বং মহীয়া ইষ্টয়ে ত্বমর্থমিব ত্বমিত্যৈ ।
বিসদৃশা জীবিতাভিপ্রচক্ষ উষা অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা ॥৬।।

(তিনি জাগরিত করেন) একজনকে ভূখণ্ড (অধিকারের) জন্য, একজনকে অন্ন অথবা যশের জন্য, (অপর) জনকে মহত্ত্বের সন্ধানে, অপরকে (অভীষ্ট) উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। জীবিত প্রাণিগণ নানাপ্রকার (অভিপ্রায়) দর্শন করে থাকে, উষা সকল প্রাণিকুলকে জাগরিত অথবা প্রকাশিত করেন ।।৬।।

এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি ব্যুচ্ছন্তী যুবতিঃ শুক্রবাসাঃ ।
বিশ্বস্যেশানা পার্থিবস্য বস্ব উষো অদ্যেহ সুভগে ব্যুচ্ছ ॥৭।।

এই দ্যুলোকের কন্যা (সকলের দ্বারা) বিপরীত দিকে দৃষ্টা হয়েছেন। উদ্ভাসিত হতে হতে এই উজ্জ্বলবসনা তরুণী উষা জগতের সকল সম্পদের অধিকারিণী আজ এখানে, হে উজ্জ্বধনবতি! (তুমি) অন্ধকার অপসারণ কর ।।৭।।

পরায়তীনামন্বেতি পাথ আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাম্ ।
ব্যুচ্ছন্তী জীবমুদীরয়ন্ত্যষা মৃতং কং চন বোধয়ন্তী ॥৮।।

বিগত (উষাগণের) পথ তিনি অনুগমন করেন। একে একে সমাগতাগণের (মধ্যে তিনি) প্রথমাগতা। তমঃ হরণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জীবগণকে উত্থিত করান, (কিন্তু মৃত কোনও পুরুষকে জাগরিত করেন না (অর্থাৎ মৃতবৎ ঘুমন্তকে জাগ্রত করেন কিন্তু মৃতকে সচেতন করেন না।) ।।৮।।

উষো যদগ্নিং সমিধে চকর্থ বি যদাবশ্চক্ষসা সূর্যস্য ।
যন্মানুষান্ যক্ষ্যমাণাঁ অজীগস্তদ্ দেবেষু চকৃষে ভদ্রমপ্নঃ ॥৯।।

হে উষস্! যেহেতু অগ্নিকে তুমি সমিন্ধনের (প্রজ্বলনের) জন্য (প্রস্তুত) করেছ, সূর্যের চক্ষু দ্বারা (জগৎকে) প্রকাশিত করেছ, মানবগণকে, যারা যজ্ঞকর্মে উদ্যত (তাঁদের) জাগরিত করেছ, সেই হেতু দেবগণের মধ্যে সম্মানার্হ কর্ম করেছ ।।৯।।

কিয়াত্যা যৎ সময়া ভবাতি যা ব্যূষুর্যাশ্চ নূনং ব্যুচ্ছান্ ।
অনু পূর্বাঃ কৃপতে বাবশানা প্রদীধ্যানা জোষমন্যাভিরেতি ॥১০।।

কতক্ষণ সময় (উষা) সমীপে স্থিতা থাকবেন তাঁদের সঙ্গে (অতীতে) যে-সকল (উষা) প্রকাশিত হয়েছেন এবং এখন যে-সকল (উষা) প্রকাশিত হবেন? অতীতকালীন (উষাগণের) জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে করতে তিনি প্রকাশে সমর্থ হন এবং প্রকৃষ্ট দীপ্তির সঙ্গে সানন্দে অপরের (ভাবী উষাসমূহের) প্রতি অগ্রসর হন ।।১০।।

ঈযুষ্টে যে পূর্বতরামপশ্যন্ ব্যুচ্ছন্তীমুষসং মর্ত্যাসঃ ।
অস্মাভিরূ নু প্রতিচক্ষ্যাভূদো তে যন্তি যে অপরীষু পশ্যান্ ॥১১।।

যে মানুষেরা প্রকাশমানা বহুপূর্ববর্তিনী উষাকে দর্শন করেছিলেন, তাঁরা বিগত হয়েছেন। (এই উষা) ইদানীং আমাদের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূতা হয়েছেন। এবং সেই মানুষেরা আগমন করছেন যাঁরা অপরাপর (ভাবীকালে) প্রত্যক্ষ করবেন (এই উষাকে) ।।১১।।

যাবয়দ্ দ্বেষা ঋতপা ঋতেজাঃ সুম্নাবরী সূনৃতা ঈরয়ন্তী ।
সুমঙ্গলীর্বিভ্রতী দেববীতিমিহাদ্যোষঃ শ্রেষ্ঠতমা ব্যুচ্ছ ॥১২।।

বিদ্বেষ দূরীভূত করে, সত্যের পালয়িত্রী, সত্যজাতা, আনন্দদায়িনী, শোভন প্রেরণার অথবা বাক্যের জনয়িত্রী, কল্যাণকারিণী, (আমাদের যজ্ঞীয়) দেবকামনার অনুষ্ঠানসকল যিনি ধারণ করেন সেই উষা আজ এই স্থানে (যজ্ঞে) সর্বোত্তমারূপে উদ্ভাসিতা হও ।।১২।।

শশ্বৎ পুরোষা ব্যুবাস দেব্যথো অদ্যেদং ব্যাবো মঘোনী ।
অথো ব্যুচ্ছাদুত্তরাঁ অনু দ্যূনজরামৃতা চরতি স্বধাভিঃ ॥১৩॥

দেবী উষা পূর্বকালে নিয়ত (অন্ধকার) বিদূরিত করেছেন এবং অদ্য সেই ধনবতী (উষা) এখানে আলোক প্রকাশিত করেছেন। অনন্তর ভবিষ্যৎ দিবসগুলিতেও অনুরূপে প্রকাশ করবেন; জরারহিতা, মরণরহিতা (তিনি) নিজ রীতিতে বিচরণ করেন ।।১৩।।

ব্যঞ্জিভির্দিব আতাস্বদ্যৌদপ কৃষ্ণাং নির্ণিজং দেব্যাবঃ ।
প্রবোধয়ন্ত্যরুণেভিরশ্বৈরোষা যাতি সুযুজা রথেন ॥১৪॥

স্বর্গের দ্বারপথে (দিকসমূহে) অলংকার (দীপ্তি) দ্বারা তিনি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছেন। দেবী কৃষ্ণবর্ণ (রাত্রির) রূপকে অপসারিত করেছেন। (সকলকে) জাগরিত করে, উষা, তাঁর লোহিতবর্ণ অশ্বদের (ব্যাপনশীল কিরণ) সাহায্যে সম্যক যুক্ত রথের দ্বারা অভিমুখে আগমন করছেন ।।১৪।।

আবহন্তী পোষ্যা বার্যাণি চিত্রং কেতুং কৃণুতে চেকিতানা ।
ঈয়ুষীণামুপমা শশ্বতীনাং বিভাতীনাং প্রথমোষা ব্যশ্বৈৎ ॥১৫॥

সমৃদ্ধ সম্পদ আনয়ন করতে করতে নিজেকে দীপ্ততর রূপে জ্ঞাপন করতে করতে (সেই উষা) বিস্ময়কর ধ্বজের (মতো আত্মপ্রকাশ) করেন। যাঁরা একে একে বিগত হয়েছেন সেই বহু (উষার) উপমারূপিণী দীপ্তিময়ী (আগামী উষা) সকলের প্রথমা, (এই) উষা ব্যাপকভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন ।।১৫।।

উদীর্ধ্বং জীবো অসুর্ন আগাদপ প্রাগাৎ তম আ জ্যোতিরেতি ।
আরৈক্ পন্থাং যাতবে সূর্যায়াগন্ম যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ ॥১৬॥

উত্থান কর। সঞ্জীবিত প্রাণশক্তি আমাদের (সমীপে) এসেছেন। অন্ধকার অপসারিত হয়ে এখানে আলোকচ্ছটা সমাগত। সূর্যের জন্য (তিনি) গমনপথ নির্মাণ করেছেন। যেখানে আয়ু দীর্ঘায়িত হয় (আমরা) সেখানে উপস্থিত হয়েছি ।।১৬।।

স্যূমনা বাচ উদিয়র্তি বহ্নিঃ স্তবানো রেভ উষসো বিভাতীঃ ।
অদ্যা তদুচ্ছ গৃণতে মঘোন্যস্মে আয়ুর্নি দিদীহি প্রজাবৎ ॥১৭॥

বাগ্‌ধারার রশ্মি ধারণ করে (হব্য) বাহক, পরুষকণ্ঠ (স্তোতা) (অগ্নি) স্বয়ং স্তুত হতে হতে আলোকময়ী উষাকে উদ্গত করান। হে ধনবতি (উষস্), ইদানীং স্তুতিকারীর (পুরুষের) জন্য প্রকাশিত হও। আমাদের প্রতি সন্তানসমৃদ্ধ জীবৎকাল বিশেষভাবে প্রকাশ কর ।।১৭।।

যা গোমতীরুষসঃ সর্ববীরা ব্যুচ্ছন্তি দাশুষে মর্ত্যায় ।
বায়োরিব সূনৃতানামুদর্কে তা অশ্বদা অশ্নবৎ সোমসুত্বা ॥১৮॥

যে উষাসকল গোধন-সমন্বিত এবং সকল বীর-সমৃদ্ধ, যাঁরা পুণ্যবান (হবিঃ) দানকারী মানুষের জন্য উদ্ভাসিত, যখন শোভন বাক্যাবলীর স্তুতি বায়ুদেবতার (স্তুতির) মতো উচ্চারিত হয়—তার প্রতি, অশ্বদানকারিগণের প্রতি সোমাভিষবকারী (যজমান) উপনীত হয়ে থাকেন ।।১৮।।

মাতা দেবানামদিতেরনীকং যজ্ঞস্য কেতুর্বৃহতী বি ভাহি ।
প্রশস্তিকৃদ্ ব্রহ্মণে নো ব্যুচ্ছা নো জনে জনয় বিশ্ববারে ॥১৯॥

দেবজননী, অদিতির মুখস্বরূপা, যজ্ঞের পতাকারূপিণী মহনীয়া (তুমি) বিশেষভাবে জ্যোতিঃ প্রকাশ কর। স্তুতিনির্মাতা, আমাদের কৃত স্তোত্রের প্রতি প্রকাশিত হও। আমাদের জনগণের মধ্যে আনুকূল্যের সঙ্গে আবির্ভূত হও, হে সকল বরণীয়ের অধীশ্বরি! ।।১৯।।

যচ্চিত্রমপ্ন উষসো বহন্তীজানায় শশমানায় ভদ্রম্ ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥২০॥

যে উজ্জ্বল সম্পদ উষাগণ (হবিঃ) দানকারী যজমানের প্রতি বহন করে আনেন—যে কল্যাণ (দান করেন), যেন মিত্র ও বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌ আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন ।।২০।।

(সূক্ত-১১৪)

রুদ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১১।

ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্র ভরামহে মতীঃ।
যথা শমসদ্ দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্ ॥১॥

এই সকল মননযোগ্য স্তুতি আমরা রুদ্রের প্রতি নিবেদন করছি—রুদ্র, যিনি প্রকৃষ্ট বর্ধিত, জটাধারী, বীর (যোদ্ধা)-দের শাসন করেন। যেহেতু তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদধারী জীবগণের শান্তি (আনয়ন করেন) সেহেতু এই জনস্থানে সকল প্রাণিকুলকে সমৃদ্ধ ও নীরোগ করবেন ॥১॥

মৃলা নো রুদ্রোত নো ময়স্কৃধি ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম তে।
যচ্ছং চ যোশ্চ মনুরায়েজে পিতা তদশ্যাম তব রুদ্র প্রণীতিষু ॥২॥

হে রুদ্র! আমাদের দয়া কর, আমাদের সুখ (দান) কর। যে তুমি বীর (যোদ্ধা)-দের বিনাশকারী, সেই তোমাকে প্রণতির দ্বারা পরিচর্যা করব। যজ্ঞের দ্বারা (আমাদের) পিতা মনু যা -কিছু সৌভাগ্য শান্তি ও আয়ুষ্কাল অর্জন করেছিলেন, হে রুদ্র! তোমার প্রদর্শিত নীতিসমূহ দ্বারা যেন তা লাভ করতে পারি ॥২॥

অশ্যাম তে সুমতিং দেবযজ্যয়া ক্ষয়দ্বীরস্য তব রুদ্র মীঢ্ব।
সুম্নায়ন্নিদ্ বিশো অস্মাকমা চরারিষ্টবীরা জুহবাম তে হবিঃ ॥৩॥

যেন তোমার অনুগ্রহ লাভ করতে পারি দেবযজন দ্বারা, হে কাম্যবস্তুদাতা রুদ্র! তোমার অনুগ্রহ বীর (যোদ্ধা)-গণকে বিনাশ করে। শুধুমাত্র অনুগ্রহ বর্ষণ করেই, আমাদের প্রজাগণের অভিমুখে আগমন কর, অদম্যবীর আমরা তোমাকে হবিঃ অর্পণ করি ॥৩॥

ত্বেষং বয়ং রুদ্রং যজ্ঞসাধং বঙ্কুং কবিমবসে নি হ্বয়ামহে।
আরে অস্মদ্ দৈব্যং হেলো অস্যতু সুমতিমিদ্ বয়মস্যা বৃণীমহে ॥৪॥

উগ্ররূপ রুদ্রকে রক্ষণের জন্য আমরা আবাহন করি, সেই অস্থিরগতি ক্রান্তদর্শী যিনি যজ্ঞকে সম্যক সম্পাদন করেন। আমাদের হতে দূরে তাঁর দৈব্য ক্রোধ যেন প্রেরিত হয়, আমরা শুধু এঁর অনুগ্রহকেই বরণ করি ॥৪॥

দিবো বরাহমরুষং কপর্দিনং ত্বেষং রূপং নমসা নি হ্বয়ামহে।
হস্তে বিভ্রদ্ ভেষজা বার্যাণি শর্ম বর্ম চ্ছর্দিরস্মভ্যং যংসৎ ॥৫॥

আমরা সেই স্বর্গীয় বরাহকে (সায়ণ—বরাহতুল্য দৃঢ় অঙ্গবিশিষ্টকে) (যিনি) সম্যক প্রদীপ্ত, জটাধারী, (তেজে) উগ্ররূপ, (তাঁকে) প্রণতির সঙ্গে একান্তভাবে আহ্বান করি। হস্তে আকাঙ্ক্ষণীয় ওষধিসকল ধারণ করে আমাদের সুখ, সুরক্ষা ও আশ্রয় দান করুন ॥৫॥

ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্ধনম্।
রাস্বা চ নো অমৃত মর্তভোজনং ত্বনে তোকায় তনয়ায় মৃল ॥৬॥

এই বাক্যাবলী (স্তুতি) স্বাদুর চেয়েও রুচিকর, সমৃদ্ধিবর্ধক, (এই সব) মরুৎগণের জনক রুদ্রের উদ্দেশে নিবেদিত হচ্ছে। আমাদের দান কর (যা) মানুষের উপভোগ্য, হে অমৃত (রুদ্র)! আমাদের নিজেদের প্রতি, সন্তানের প্রতি বংশধারার প্রতি সুখ দাও ॥৬॥

মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্।
মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ ॥৭॥

আমাদের মধ্যে প্রবৃদ্ধকে নয়, আবার দুর্বল শিশুকেও নয়, আমাদের মধ্যে বর্ধনশীলকে নয়, আবার বর্ধিতকেও নয়— আমাদের পিতাকে হনন কোরো না এবং মাতাকেও (বধ) কোরো না, আমাদের নিজ নিজ স্নেহপাত্র শরীরের ক্ষতি কোরো না, হে রুদ্র! ॥৭॥

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে ॥৮॥

রুদ্র আমাদের সন্তান ও (ভবিষ্যৎ) প্রজন্মের প্রতি রোষ কোরো না, আমাদের (নিজ) জীবৎকালের প্রতি ও নয়, আমাদের গাভীগুলির প্রতি নয়, আমাদের অশ্বগুলির প্রতি নয়। হে রুদ্র, আমাদের যোদ্ধাগণকে ক্রুদ্ধ হয়ে (যেন) হত্যা কোরো না, আমরা সর্বদা হবিঃ আয়োজন করে তোমাকে আবাহন করি ॥৮॥

উপ তে স্তোমান্ পশুপা ইবাকরং রাস্বা পিতর্মরুতাং সুম্নমস্মে।
ভদ্রা হি তে সুমতির্মৃলযত্তমাথা বয়মব ইৎ তে বৃণীমহে ॥৯॥

পশুপালকের মতো তোমার নিকটে এই সকল স্তুতিমন্ত্রকে নিয়ে এসেছি। হে মরুৎপিতঃ! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ কর। তোমার কল্যাণময়ী মনীষা অতিশয় সুখদায়িনী। সেই হেতু আমরা তোমার রক্ষণকেই বরণ করি ।।৯।।

আরে তে গোঘ্নমুত পূরুষঘ্নং ক্ষয়দ্বীর সুম্নমস্মে তে অস্তু ।
মৃলা চ নো অধি চ ব্রূহি দেবাধা চ নঃ শর্ম যচ্ছ দ্বিবর্হাঃ ॥১০॥

হে শত্রু যোদ্ধানাশক! তোমার গাভীহন্তা পুরুষহন্তা (ক্রোধ) যেন দূরদেশে থাকে। কেবল তোমার আনুকূল্য আমাদের প্রতি যেন থাকে। হে দেব! আমাদের প্রতি সদয় হও, (আমাদের) সপক্ষে বলো, অনন্তর তোমার উভয় লোকবিস্তারী আশ্রয় আমাদের দাও ।।১০।।

অবোচাম নমো অস্মা অবস্যবঃ শৃণোতু নো হবং রুদ্রো মরুত্বান্ ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥১১॥

সহায়তা প্রার্থনায় আমরা এঁকে (রুদ্রকে) প্রণতি জানিয়েছি। যেন মরুৎগণসহ রুদ্র আমাদের আহ্বান শ্রবণ করেন। মিত্র এবং বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী এবং দ্যুলোক আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন ।।১১।।

(সূক্ত-১১৫)

সূর্য দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥১॥

দেবগণের বিস্ময়কর মুখমণ্ডল (অথবা পূজনীয় কিরণসমূহের সমষ্টি) (সূর্য) উদিত হয়েছেন (তিনি) মিত্র, বরুণ এবং অগ্নির চক্ষুঃস্বরূপ। পৃথিবী, দ্যৌ এবং অন্তরিক্ষলোককে (তেজে) পরিপূর্ণ করেছেন, সেই সূর্য চলমান এবং অচল সকল প্রাণীর প্রাণশক্তিস্বরূপ ।।১।।

সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ ।
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্ ॥২॥

সূর্য দীপ্তিময়ী দেবী উষাকে অনুসরণ করেন, যেমন কোন মানুষ কোনও যুবতীকে (করে থাকে)। যেখানে দেবতার (প্রসাদ) অভিলাষী (কালোচিত) মানুষ তাদের সংযোজক (কর্মকে) বিস্তারিত করে (তেমন) কল্যাণ (ফলের) জন্য মঙ্গলময়কে (সূর্যকে আবাহন করে) ।।২।।

ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্যস্য চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ ।
নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ ॥৩॥

সূর্যের অশ্বসকল শুভঙ্কর, পিঙ্গলবর্ণ এবং সমুজ্জ্বল, তারা বিচিত্র বর্ণের; দ্রুতগামী অথবা এতগ্ব নামক এবং সবার স্তুতির যোগ্য। (আমাদের) প্রণতি আকর্ষণ করে, (অশ্বগুলি) দ্যুলোকের উপরিভাগে অবস্থান করে এবং (একই দিনে) তৎক্ষণাৎ দ্যুলোক ও ভূলোকের (সর্বদিকে) পরিভ্রমণ করে ।।৩।।

টীকা— Jamison-এতগ্ব— যারা গাভীসমূহ জয় করে।

তৎ সূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্তোর্বিততং সং জভার ।
যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ ॥৪॥

সূর্যের এই সেই দেবপ্রভাব, সেই ঐশ্বর্য, কর্মজালের মধ্যভাগে বিস্তীর্ণ আলোকে সংবরণ করেন। যে-সময় তিনি হরিৎ নামে (অশ্বগুলিকে) সমানস্থান (রথাগ্রভাগ) হতে বিযুক্ত করেন, অনন্তর রাত্রি তাঁর আবরণ-সকলের জন্য বিস্তারিত করেন। ।।৪।।

টীকা— সায়ণ বলেছেন, সূর্য তাঁর বিস্তৃত রশ্মিজালকে অস্তকালে সংবৃত করেন—সেই কথা এখানে বলা হয়েছে।

তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে ।
অনন্তমন্যদ্ রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সং ভরন্তি ॥৫॥

সূর্য, স্বর্গের ক্রোড়দেশে সেই উদয়সময়ে মিত্র ও বরুণের প্রকাশের জন্য (নিজ) রূপ পরিগ্রহণ করেন। এই (সূর্যের) এক রূপ দীপ্তিমান্, (ও) সীমাহীন কিরণজাল, অপর কৃষ্ণ (বর্ণ) রূপকে পিঙ্গল অথবা হরিৎ নামে অশ্বসকল যুগপৎ বহন করে আনে। ।।৫।।

অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥৬॥

আজ, হে দেবগণ! সূর্যের উদয়কালে পাপ হতে, নিন্দা হতে মুক্তি দাও। মিত্র এবং বরুণ অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী এবং দ্যুলোক আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ।।৬।।

অনুবাক-১৭

(সূক্ত-১১৬)

অশ্বিনদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-২৫।

নাসত্যাভ্যাং বর্হিরিব প্র বৃঞ্জে স্তোমাঁ ইয়র্ম্যভ্রিয়েব বাতঃ ।
যাবর্ভগায় বিমদায়[১] জায়াং সেনাজুবা ন্যূহতূ রথেন ॥১॥

নাসত্য (অশ্বিন) দ্বয়ের জন্য (আমি) কুশে (ছেদনের) ন্যায় প্রকৃষ্টভাবে স্তোত্রগুলিকে সম্পাদন করি যেমন বাতাস জলবাহী মেঘসমূহকে (চালনা করে), যাঁরা উভয়ে বালক বিমর্দের জন্য পত্নীকে শত্রুসেনার পক্ষে দুর্ধর্ষ রথের দ্বারা বহন করে এনেছিলেন ।।১।।

১. রাজপুত্র বিমদ স্বয়ংবরসভায় পত্নীকে জয় করে নিয়ে যখন ফিরছিলেন, তখন অসফল প্রতিদ্বন্দ্বীরা পথে তাঁকে আটকায়, অশ্বিনদ্বয় সেখানে এসে বিমদের পত্নীকে রথে চড়িয়ে তাঁর বাসস্থানে পৌঁছিয়ে দেন। Jamison—সেনাজুবা—অস্ত্রের ন্যায় ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন—দ্বারা।

বীলুপত্মভিরাশুহেমভির্বা দেবানাং বা জূতিভিঃ শাশদানা ।
তদ্ রাসভো নাসত্যা সহস্রমাজা যমস্য প্রধনে জিগায় ॥২॥

দৃঢ়পক্ষযুক্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন (অশ্বদ্বারা) অথবা দেবগণের প্রেরণায় যখন তাঁরা সানন্দে গমন করছিলেন। তখন হে নাসত্যদ্বয়, এক রাসভ যমের ধনপ্রাপ্তির সংগ্রামে সহস্র(গুণ) সম্পদ জয় করেছিল ।।২।।

টীকা— সায়ণ ভাষ্য—প্রজাপতি এই রাসভকে অশ্বীদ্বয়ের বাহনরূপে প্রেরণ করেছিলেন।

তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ ।
তমূহথুর্নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ ॥৩॥

তুগ্র ভুজ্যু (নামে পুত্রকে) জলপূর্ণ মেঘে অথবা সমুদ্রে পরিত্যাগ করেছিলেন। হে অশ্বিনদ্বয়, যেমন কোনও মৃত্যুমুখী মানুষ ধন পরিত্যাগ করে। তাকে, তোমাদের প্রাণবন্ত, অন্তরিক্ষে ভ্রমণক্ষম এবং জল হতে দূর বিচরণকারী নৌ-সমূহ (অশ্ব) দ্বারা বহন করেছিলে ।।৩।।

তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রিরহাতিব্রজদ্ভির্নাসত্যা ভুজ্যুমূহথুঃ পতঙ্গৈঃ ।
সমুদ্রস্য ধন্বন্নার্দ্রস্য পারে ত্রিভী রথৈঃ শতপদ্ভিঃ ষলশ্বৈঃ ॥৪॥

তিন রাত্রি এবং তিন দিন (সময়) ধরে বহু দূর অতিক্রম করে পক্ষযুক্ত রথের দ্বারা, হে নাসত্যদ্বয়! ভুজ্যুকে বহন করেছিলে। সেই শত-পদ (চক্র) এবং ছয়টি অশ্বযুক্ত রথত্রয়ের দ্বারা জলময় সমুদ্রের বহু দূরপারে, জলবর্জিত প্রদেশে (নিয়ে গিয়েছিলে) ।।৪।।

অনারম্ভণে তদবীরয়েথামনাস্থানে অগ্রভণে সমুদ্রে ।
যদশ্বিনা উহথুর্ভুজ্যুমস্তং শতারিত্রাং নাবমাতস্থিবাংসম্ ॥৫॥

আলম্বন-রহিত সমুদ্রে, তোমরা উভয়ে, হে অশ্বিনদ্বয়! যেখানে অবস্থান করা যায় না। কোনও কিছু অবলম্বন করা যায় না। সেইখানে বীরবৎ আচরণ করেছিলে। যখন তোমরা শত দাঁড়যুক্ত নৌকাতে আরোহণ করার পরে ভুজ্যুকে (নিজ) গৃহে বহন করেছিলে ।।৫।।

যমশ্বিনা দদথুঃ শ্বেতমশ্বমঘাশ্বায় শশ্বদিৎ স্বস্তি ।
তদ্ বাং দাত্রং মহি কীর্তেন্যং ভূৎ পৈদ্বো[১] বাজী সদমিদ্ধব্যো অর্যঃ ॥৬॥

হে অশ্বিনদ্বয়! যে শ্বেত অশ্ব তোমরা দান করেছিলে বিগত-অশ্ব (পেদুকে) (সেই অশ্ব) (তাঁর প্রতি) নিয়ত মঙ্গলকর হবার জন্য— তোমাদের সেই উত্তম দান প্রশংসাযোগ্য। পেদুর দ্রুতগামী যুদ্ধোদ্যত অশ্ব সর্বদাই আবাহনের উপযুক্ত ।।৬।।

১. অশ্বিনদ্বয়ের ভক্ত রাজর্ষি পেদুকে অশ্বিনদ্বয় সাদা ঘোড়া দিয়েছিলেন। সেই উত্তম দান অশ্বের সহায়তায় পেদু শত্রুদমনে সমর্থ হতেন।

যুবং নরা স্তুবতে পজ্রিয়ায় কক্ষীবতে অরদতং পুরংধিম্ ।
কারোতরাচ্ছফাদশ্বস্য বৃষ্ণঃ শতং কুম্ভাঁ অসিঞ্চতং সুরায়াঃ ॥৭॥

হে নেতৃদ্বয়! তোমরা উভয়ে স্তবকারী পজ্র-পুত্র কক্ষীবন্তের জন্য প্রাচুর্যের আয়োজন করেছিলে। (তোমাদের) অভীষ্টদাতা (বর্ষণকারী) স্বরূপ অশ্বের ক্ষুর হতে সুরার শত কুম্ভ ক্ষরিত করেছিলে যেমন 'কারোতর' (সুরাপাত্র বিঃ) হতে করা হয় ।।৭।।

হিমেনাগ্নিং ঘ্রংসমবারয়েথাং পিতুমতীমূর্জমস্মা অধত্তম্ ।
ঋবীসে অত্রিমশ্বিনাবনীতমুন্নিন্যথুঃ সর্বগণং স্বস্তি ॥৮॥

তুষারের দ্বারা প্রজ্বলন্ত অগ্নিকে ব্যাহত করেছিলে তোমরা উভয়ে, এঁর (অত্রির) জন্য অন্নের পৌষ্টিকতা আনয়ন করেছিলে। হে অশ্বিনদ্বয়! যে অত্রিকে তাঁর গণসমূহের সঙ্গে ভূমিতে শক্তিহীন অবস্থায় অবনমিত করা হয়েছিল তোমরা তাঁকে কল্যাণে উন্নীত করেছিলে ।।৮।।

টীকা— সায়ণভাষ্যে আখ্যান দেওয়া হয়েছে যে, অত্রি ঋষিকে অসুরগণ অগ্নিবেষ্টিত করে পীড়া-যন্ত্রগৃহে অত্যাচার করছিল। তাঁর দ্বারা স্তুত অশ্বিন দেবতাদ্বয় তাঁকে উদ্ধার করেন।

পরাবতং নাসত্যানুদেথামুচ্চাবুধ্নং চক্রথুর্জিহ্মবারম্ ।
ক্ষরন্নাপো ন পায়নায় রায়ে সহস্রায় তৃষ্যতে গোতমস্য ॥৯।।

হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা বহুদূর একটি কূপ (গোতম ঋষির নিকটে) প্রেরণ করেছিলে; তোমরা এই কূপকে উর্ধ্বমূল এবং তীরদেশকে তির্যক-নমিত অবস্থায় রেখেছিলে, পিপাসাক্লিষ্ট গোতমের পানের জন্য জলধারার মতো যেন (প্রেরণা) প্রবাহিত হয়েছিল, যেন ধনলাভের জন্য আগ্রহী সহস্র (তদ্বংশীয়) গণের প্রতি ।।৯।।

টীকা— সায়ণভাষ্য—মরুদেশে স্তোতা গোতম ঋষির জন্য অশ্বিনদ্বয় একটি কূপ পাঠিয়েছিলেন এবং জললাভের জন্য সেটিকে বিপরীত ভাবে স্থাপন করেছিলেন।

জুজুরুষো নাসত্যোত বব্রিং প্রামুঞ্চতং দ্রাপিমিব চ্যবানাৎ ।
প্রাতিরতং জহিতস্যায়ুর্দস্রাদিৎ পতিমকৃণুতং কনীনাম্ ॥১০।।

হে নাসত্যদ্বয়! জরাজীর্ণ চ্যবন ঋষির (শরীর হতে) আবরক (বার্ধক্য-লোলচর্ম) বস্ত্রের অথবা কবচের মতো মোচন করেছিলে। এবং হে অদ্ভুতকর্মা! (দেব) দ্বয়, পরিত্যক্ত (সেই ঋষির) জীবৎ কাল দীর্ঘ বর্ধিত করেছিলে, অনন্তর তাঁকে তরুণী কন্যাদের স্বামী করেছিলে ।।১০।।

তদ্ বাং নরা শংস্যং রাধ্যং চাভিষ্টিমন্নাসত্যা বরূথম্ ।
যদ্ বিদ্বাংসা নিধিমিবাপগূঢ়মুদ্ দর্শতাদূপথুর্বন্দনায় ॥১১।

হে নরদ্বয়! তোমাদের সেই সুরক্ষার আবরণ প্রশংসার যোগ্য এবং অনুকূলভাবে কামনীয়। হে নাসত্যদ্বয়! যখন তোমরা জ্ঞানিদ্বয়, সংগুপ্ত ধনের মতো (স্থাপিত) বন্দন (ঋষিকে) দর্শনযোগ্য (কূপ) হতে উদ্ধার করেছিলে ।।১১।।

তদ্ বাং নরা সনয়ে দংস উগ্রমাবিষ্কৃণোমি তন্যতুর্ন বৃষ্টিম্ ।
দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ ॥১২।।

হে নরদ্বয়! তোমাদের এই ঘোর বিস্ময়কর কর্ম আমি ধনলাভের জন্য বিবৃত করছি যেমন মেঘগর্জন বৃষ্টিজলকে করে থাকে। অথর্বনপুত্র দধ্যঃ (ঋষি) অশ্বমুণ্ড দ্বারা এই মধু (বিদ্যা) তোমাদের প্রতি প্রকাশ করেছিলেন ।।১২।।

অজোহবীন্নাসত্যা করা বাং মহে যামন্ পুরুভুজা পুরংধিঃ ।
শ্রুতং তচ্ছাসুরিব বধ্রিমত্যা হিরণ্যহস্তমশ্বিনাবদত্তম্ ॥১৩।।

বহু হস্ত অথবা পালনযুক্ত হে নাসত্যদ্বয়! বহুধীসম্পন্না (বধ্রিমতী রাজকন্যা) তোমাদের গমনপথে মহৎ ফললাভের জন্য বারংবার তোমাদের উভয় হস্তকে আহ্বান করেছেন। তোমরা উভয়ে বধ্রিমতীর (আহ্বানকে) শাসনবাক্যের মতো শ্রবণ করে সুবর্ণ বাহুযুক্ত (পুত্র তাঁকে) দান করেছিলে ।।১৩।।

আস্নো বৃকস্য বর্তিকামভীকে যুবং নরা নাসত্যামুমুক্তম্ ।
উতো কবিং পুরুভুজা যুবং হ কৃপমাণমকৃণুতং বিচক্ষে ॥১৪।।

হে নরদ্বয়, নাসত্যদ্বয়! তোমরা উভয়ে বিপদের ক্ষণে নেকড়ের মুখ হতে চটকাকে (পক্ষিণীকে) মুক্ত করেছিলে, এবং বহু হর্ষসমন্বিত তোমরা দুইজন বিলাপরত স্তোতা কবি (ঋষিকে) বিশেষভাবে দর্শনক্ষম করেছিলে ।।১৪।।

চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণমাজা খেলস্য পরিতক্ম্যায়াম্ ।
সদ্যো জঙ্ঘামায়সীং বিশ্‌পলায়ৈ[১] ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম্ ॥১৫।।

যেহেতু তাঁর চরণ পাখির পক্ষের মতো রাত্রিকালে সংকটক্ষণে খেল (রাজার) যুদ্ধে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, তৎকালে ধন জয়ের প্রয়োজনে তোমরা বিশপলার গমন (ক্ষমতা)-র জন্য লৌহজঙ্ঘা নিহিত করেছিলে। ।।১৫।।

১. খেল নামে এক রাজা চলেন। তাঁর পুরোহিত ছিলেন অগস্ত্য। তাঁর প্রার্থনায় ছিন্নচরণ বিশপলাকে নাসৎয়দ্বয় লৌহচরণ দিয়েছিলেন।

শতং মেষান্ বৃক্যে চক্ষদানমৃজ্রাশ্বং তং পিতান্ধং চকার ।
তস্মা অক্ষী নাসত্যা বিচক্ষ আধত্তং দস্রা ভিষজাবনর্বন্ ॥১৬।।

জ্রাশ্ব, যিনি শতসংখ্যক মেষকে (পালিতা) বৃকীর জন্য বধ করেছিলেন, তাঁকে তার পিতা (শাপে) দৃষ্টিহীন করেছিলেন! হে নাসত্যদ্বয়, অদ্ভূত কর্মা নিরাময়কারীদ্বয়, গমনে অক্ষম, দৃষ্টিহীন তাঁকে চক্ষুর্দ্বয় যুক্ত করে বিশেষভাবে দর্শন সমর্থ করে তুলেছিল। ।।১৬।।

আ বাং রথং দুহিতা সূর্যস্য কার্ষ্মেবাতিষ্ঠদর্বতা জয়ন্তী ।
বিশ্বে দেবা অন্বমন্যন্ত হৃদ্ভিঃ সমু শ্রিয়া নাসত্যা সচেথে ॥১৭।।

সূর্যের দুহিতা তোমাদের উভয়ের রথে আরোহণ করেছিলেন। কেউ যেমন দ্রুত অশ্বের অবধিকে সাহায্যে অজয়ের ইচ্ছায় করে কাষ্ঠখণ্ডকে (লক্ষ করে তেমন), দেবগণ অন্তরে (সেকথা) স্বীকার করেছিলেন, এবং নাসত্যদ্বয়, তোমরা উভয়ে (তাঁর) কান্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলে ।।১৭।।

টীকা—আখ্যান—সূর্যকন্যা সূর্যাকে সোমের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য সূর্য ইচ্ছা করেন। সকল দেবতা সূর্যাকে কামনা করলেন। তখন আজি ধাবন—রথ-প্রতিযোগিতার আয়োজন হল। সেই রথের দৌড়ে জিতে অশ্বিনদ্বয় সূর্যাকে জয় করলেন। ঋ ১০.৮৫.৯।

যদযাতং দিবোদাসায় বর্তির্ভরদ্বাজায়াশ্বিনা হয়ন্তা ।
রেবদুবাহ সচনো রথো বাং বৃষভশ্চ শিংশুমারশ্চ যুক্তা ॥১৮।।

(স্তুতি দ্বারা) আহূত হয়ে যখন উভয়ে দিবোদাস এবং ভরদ্বাজের উদ্দেশে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলে হে অশ্বিনদ্বয়! তখন তোমাদের সঙ্গে স্থিত রথ ধন বহন করেছিল; সেই রথে এক বৃষ এবং শিংশুমার (বাহনরূপে) সংযুক্ত ছিল। ।।১৮।।

রয়িং সুক্ষত্রং স্বপত্যমায়ুঃ সুবীর্যং নাসত্যা বহন্তা ।
আ জহ্নাবীং সমনসোপ বাজৈস্ত্রিরহ্নো ভাগং দধতীমযাতম্ ॥১৯।।

হে নাসত্যদ্বয়! (তোমরা) সম্পদ, উত্তম বীর্য অথবা সুশাসন এবং শোভন অপত্যাদিসহ দীর্ঘ আয়ুষ্কাল ও উত্তম জনগণ বহন কর—সমানচিত্তযুক্ত উভয়ে সমৃদ্ধি নিয়ে জহ্নু ঋষির সম্পর্কিত জনগোষ্ঠীর অভিমুখে আগমন করেছ, যাঁরা (তোমাদের জন্য) যজ্ঞভাগ দিবসের তিন ভাগে (বিভক্ত করে) ধারণ করেন ।।১৯।।

টীকা—অহ্নঃ ত্রিধা দিবসের —ইত্যাদি—অহঃ শব্দ দ্বারা সোমযাগ বোঝানো হয়। প্রাতঃ সবনাদি তিনটি সবনে বিভক্ত—সায়ণ ভাষ্য।

পরিবিষ্টং জাহুষং বিশ্বতঃ সীং সুগেভির্নক্তমূহথূ রজোভিঃ ।
বিভিন্দুনা নাসত্যা রথেন বি পর্বতাঁ অজরয়ূ অযাতম্ ॥২০।।

রাত্রিকালে তোমরা চতুর্দিকে বেষ্টিত জাহুষকে সুগমঅন্তরিক্ষ পথে সর্বত্রগামী রথের দ্বারা বহির্গমন করিয়েছিলে। হে চিরনবীন নাসত্যদ্বয়! তোমরা পর্বতপথে গমন করেছিলে ।।২০।।

একস্যা বস্তোরাবতং রণায় বশমশ্বিনা সনয়ে সহস্রা ।
নিরহতং দুচ্ছুনা ইন্দ্রবন্তা পৃথুশ্রবসো বৃষণাবরাতীঃ ॥২১।।

এক (দিবসের) উষাকালে হে অশ্বিনদ্বয়! তোমরা বশ (ঋষিকে) সহস্র (ধন) অথবা গাভী লাভের জন্য যুদ্ধে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়েছিলে। হে কামনাপূরকদ্বয়, ইন্দ্রের সহচর তোমরা উভয়ে পৃথুশ্রবাকে দুর্ভাগ্য ও শত্রুতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলে ।।২১।।

শরস্য চিদার্চৎকস্যাবতাদা নীচাদুচ্চা চক্রথুঃ পাতবে বাঃ ।
শয়বে চিন্নাসত্যা শচীভির্জসুরয়ে স্তর্যং পিপ্যথুর্গাম্ ॥২২।।

ঋচতকপুত্র শরের পান করার জন্য কূপের তলদেশ হতে তোমরা উর্ধ্বমুখে জলকে প্রবাহিত করেছিলে। তদুপরি, ক্লিষ্ট শুযুনোমে ঋষির জন্য হে নাসত্যদ্বয়! তোমাদের ক্ষমতা দ্বারা তোমরা তাঁর নিবৃত্তপ্রসবা গাভীকে (পুনঃ) দুগ্ধপূর্ণা করেছিলে ।।২২।।

অবস্যতে স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় ঋজূয়তে নাসত্যা শচীভিঃ ।
পশুং ন নষ্টমিব দর্শনায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায় ॥২৩।।

তোমাদের সহায়তাপ্রার্থী স্তবনিরত বিশ্বক, কৃষ্ণপুত্র, যিনি ঋজুতার অভিলাষী, হে নাসত্যদ্বয়! (তোমাদের) ক্ষমতার সাহায্যে, পশুর ন্যায় (বিনষ্ট পুত্র) বিষ্ণাপরকে (আবার) দর্শন করতে দিয়েছিলে ।।২৩।।

দশ রাত্রীরশিবেনা নব দ্যূনবনদ্ধং শ্নথিতমপ্স্বন্তঃ ।
বিপ্রুতং রেভমুদনি প্রবৃক্তমুন্নিন্যথুঃ সোমমিব স্রুবেণ ॥২৪।।

দশ রাত্রি নয় দিন ব্যাপী (সময়ে) জলমধ্যে আবদ্ধ এবং অমঙ্গলকর শত্রু দ্বারা হিংসিত, রেভকে জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত, ব্যথিত অবস্থায় তোমরা উর্ধ্বে আনয়ন করেছিলে, যেমন করে স্রুব (যজ্ঞপাত্র) দ্বারা সোমরসকে উন্নীত করা হয় ।।২৪।।

প্র বাং দংসাংস্যশ্বিনাববোচমস্য পতিঃ স্যাং সুগবঃ সুবীরঃ ।
উত পশ্যন্নশ্নুবন্ দীর্ঘমায়ুরস্তমিবেজ্জরিমাণং জগম্যাম্ ॥২৫॥

হে অশ্বিনদ্বয়! তোমাদের বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড আমি বর্ণনা করেছি। উত্তম গাভী এবং শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণের (অধিকারী হয়ে) যেন এই (সম্পদের অথবা রাজ্যের) প্রভু হতে পারি। এবং দীর্ঘায়ত জীবৎকাল দর্শন করে এবং প্রাপ্ত হয়ে যেন আমি জরাকে স্বগৃহে (প্রবেশ করার মতো স্বচ্ছন্দে) উপনীত হই ॥২৫॥

টীকা— সায়ণ বলেন—পশ্যন্ এই শব্দের তাৎপর্য হল, সকল ইন্দ্রিয়ের সক্ষমতায় যেন নিজ নিজ বিষয় দর্শনক্ষম থাকে।

(সূক্ত-১১৭)

অশ্বিনদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-২৫।

মধ্বঃ সোমস্যাশ্বিনা মদায় প্রত্নো হোতা বিবাসতে বাম্ ।
বর্হিষ্মতী রাতির্বিশ্রিতা গীরিষা যাতং নাসত্যোপ বাজৈঃ ॥১॥

হে অশ্বিনদ্বয়! চিরন্তন হোতা সুমিষ্ট অথবা মধুযুক্ত সোমরসের দ্বারা তোমাদের হর্ষোৎপাদনের জন্য উভয়ের পরিচর্যা করেন। বর্হিঃ (কুশ) যুক্ত হয়ে হবিঃ (প্রস্তুত হয়েছে), (আমাদের) স্তুতিবাক্যও প্রস্তুত। হে নাসত্যদ্বয়! (দাতব্য) অন্নের সঙ্গে বিজয় উপহারের সঙ্গে (এই) অভিমুখে আগমন কর ॥১॥

যো বামশ্বিনা মনসো জবীয়ান্ রথঃ স্বশ্বো বিশ আজিগাতি ।
যেন গচ্ছথঃ সুকৃতো দুরোণং তেন নরা বর্তিরস্মভ্যং যাতম্ ॥২॥

হে অশ্বিনদ্বয়! তোমাদের মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী, উত্তম অশ্বসংযুক্ত যে রথ জনগোষ্ঠীর প্রতি আগমন করে, যার দ্বারা উভয়ে শোভন (যজ্ঞ)কারীর গৃহে গমন কর, হে নেতৃদ্বয়! তার দ্বারাই আমাদের উদ্দেশে পথ অতিক্রম কর ॥২॥

টীকা— সায়ণ—বর্তি=গৃহ—অর্থাৎ আমাদের গৃহে এসো।

ঋষিং নরাবংহসঃ পাঞ্চজন্যমৃবীসাদত্রিং মুঞ্চথো গণেন ।
মিনন্তা দস্যোরশিবস্য মায়া অনুপূর্বং বৃষণা চোদয়ন্তা ॥৩॥

হে নেতৃদ্বয়! পঞ্চজনগোষ্ঠীর সম্পর্কিত, অত্রিঋষিকে সংকীর্ণ বিপদ হতে, ভূমিগহ্বর হতে তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে পরিত্রাণ করেছিলে। নির্দয় দস্যুগণের মায়াজালকে বিনষ্ট করে হে কামনাপূরক! (তোমরা) দুজনে যথাক্রমে (শত্রুদের) বিতাড়ন করেছিলে। ॥৩॥

টীকা— সায়ণ একটি আখ্যান বলেছেন— ঋবীসাত এই শব্দ প্রসঙ্গে বলেছেন, অত্রি ঋষিকে অসুরগণ শতদ্বারযুক্ত যন্ত্রগৃহে বন্দী করে তাঁর সামনে তুষের আগুন জ্বালিয়ে পীড়া দিচ্ছিল। অশ্বিনদ্বয় সেই অবস্থা হতে তাঁকে উদ্ধার করেন।
সায়ণ—পঞ্চজনগোষ্ঠী—চতুর্থ বর্ণ এবং নিষাদ পঞ্চম বর্ণ।

অশ্বং ন গূল্হমশ্বিনা দুরেবৈর্ঋষিং নরা বৃষণা রেভমপ্সু ।
সং তং রিণীথো বিপ্রুতং দংসোভির্ন বাং জূর্যন্তি পূর্ব্যা কৃতানি ॥৪॥

হে অশ্বিনদ্বয়! (তোমরা) উভয়ে ফলবর্ষণ কর। হে নেতৃদ্বয়! তোমাদের আশ্চর্যকর ক্ষমতার সাহায্যে তোমরা যুগপৎ ঋষি রেভকে জলমধ্যে (অসুর কর্তৃক) নিহিত অবস্থা হতে, বিচ্ছিন্ন অবয়ব-সংযুক্ত (আহত) অশ্বের মতো তাঁকে সম্যকভাবে সুস্থ শরীর করেছিলে, তোমাদের প্রাক্তন কর্মসকল কখন প্রাচীন হয় না ॥৪॥

সুষুপ্বাংসং ন নির্ঋতেরুপস্থে সূর্যং ন দস্রা তমসি ক্ষিয়ন্তম্ ।
শুভে রুক্মং ন দর্শতং নিখাতমুদূপথুরশ্বিনা বন্দনায় ॥৫॥

হে দর্শনীয় অথবা আশ্চর্যকর্মা অশ্বিনদ্বয়! ধ্বংসের দেবী নিঋতির কোলে নিদ্রিত (ব্যক্তির) মতো, অন্ধকারে বাসকারী সূর্যের মতো, সমাহিত শোভন দর্শন রত্নের মতো নিগূঢ় বন্দন ঋষিকে উদ্ধার করেছিলে ॥৫॥

টীকা— Jamison বলেছেন— এখানে 'বন্দনায়' পদটি এইভাবে অন্বয় হবে—বন্দন ঋষির জন্য, আবার আমাদের দ্বারা কৃত বন্দনা (প্রাপ্তির) জন্য।

তদ্ বাং নরা শংস্যং পজ্রিয়েণ কক্ষীবতা নাসত্যা পরিজ্মন্ ।
শফাদশ্বস্য বাজিনো জনায় শতং কুম্ভাঁ অসিঞ্চতং মধূনাম্ ॥৬॥

হে নেতৃদ্বয়! নাসত্যদ্বয়! তোমাদের সর্বত্র ভ্রমণকারী যাত্রাপথে এই (কৃতকর্ম) পজ্রকুলজাত কক্ষীবনের দ্বারা প্রশংসনীয়। তোমাদের বেগবান অশ্বের খুর হতে নির্গত মধুধারায় মানুষের জন্য শত কুম্ভ পূরিত হয়েছে। ।।৬।।

টীকা— পজ্র—অঙ্গিরস।

যুবং নরা স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায় ।
ঘোষায়ৈ চিৎ পিতৃষদে দুরোণে পতিং জূর্যন্ত্যা অশ্বিনাবদত্তম্ ॥৭॥

হে নেতৃদ্বয়! তোমরা উভয়ে স্তুতিরত কৃষ্ণপুত্র বিশ্বককে বিষ্ণাপ্ব (নামে বিনষ্টপুত্র) দান করেছিলে। এমনকী পিতৃগৃহে নিবাসকারিণী, বয়োভারাক্রান্তা ঘোষাকেও অশ্বিনদ্বয় স্বামী দিয়েছিলে ।।৭।।

টীকা— ঘোষা কাক্ষীবানকন্যা। অশ্বিনরা তাঁর কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করেন।

যুবং শ্যাবায় রুশতীমদত্তং মহঃ ক্ষোণস্যাশ্বিনা কণ্বায় ।
প্রবাচ্যং তদ্ বৃষণা কৃতং বাং যন্নার্ষদায় শ্রবো অধ্যধত্তম্ ॥৮॥

হে অশ্বিনদ্বয়! তোমরা উভয়ে শ্যাব কণ্ব (কৃষ্ণাঙ্গ) ঋষিকে সমুজ্জল (শরীর অথবা পত্নী) দান করেছিলে, দৃষ্টিহীনকে তেজসম্পন্ন (চক্ষু) দিয়েছিলে, হে কামনাপূরকদ্বয়! তোমাদের এই কর্ম প্রকৃষ্টভাবে ঘোষণাযোগ্য যে তোমরা নৃষদপুত্রকে (বধির)-কে শ্রবণশক্তি অথবা যশ দিয়েছিলে ।।৮।।

পুরূ বর্পাংস্যশ্বিনা দধানা নি পেদব ঊহথুরাশুমশ্বম্ ।
সহস্রসাং বাজিনমপ্রতীতমহিহনং শ্রবস্যং তরুত্রম্ ॥৯॥

বহুরূপ ধারণ করে অশ্বিনদ্বয়! তোমরা পেদুর জন্য দ্রুতগতি অশ্বকে নিশ্চিতভাবে প্রাপ্ত করিয়েছিলে। সেই অশ্ব বাধাহীনভাবে বিজয়শীল যা সহস্র সম্পদ জয় করতে পারে, শত্রুবিনাশী এবং পরিত্রাণ করার জন্য প্রশংসার উপযুক্ত ।।৯।।

এতানি বাং শ্রবস্যা সুদানূ ব্রহ্মাঙ্গূষং সদনং রোদস্যোঃ ।
যদ্ বাং পজ্রাসো অশ্বিনা হবন্তে যাতমিষা চ বিদুষে চ বাজম্ ॥১০॥

এই কীর্তনীয় বিষয়সকল তোমাদের জন্য, হে উত্তম দাতৃদ্বয়! এই স্তোত্র যা ঘোষণার যোগ্য, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে নিবেশনস্থান—(সব) তোমাদের। হে অশ্বিনদ্বয়! যখন পজ্রবংশীয়গণ তোমাদের আহ্বান করেন (তখন) অন্নসহ আগমন কর এবং জ্ঞানী ব্যক্তিকে বিজয়োপহার (অন্ন অথবা বল) দান কর ।।১০।।

সূনোর্মানেনাশ্বিনা গৃণানা বাজং বিপ্রায় ভুরণা রদন্তা ।
অগস্ত্যে ব্রহ্মণা বাবৃধানা সং বিশ্পলাং নাসত্যারিণীতম্ ॥১১॥

হে (কর্ম) প্রেরণাদায়ক অশ্বিনদ্বয়! প্রসূত (অগস্ত্য) দ্বারা প্রযুক্ত স্তোত্র কর্তৃক স্তুত হয়ে উভয়ে জ্ঞানী ঋষির জন্য বিজয় অথবা অন্ন নিষ্পাদন করতে করতে তোমরা অগস্ত্যের কৃত স্তোত্র দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে, হে নাসত্যদ্বয়! বিশ পলাকে পুনরায় সম্যকভাবে গতিযুক্ত করেছিলে।।১১।।

টীকা— বিশপলাকে অশ্বিনদ্বয়ের লৌহজঙ্ঘা প্রদান—দ্রঃ-১১৬/১৫।

কুহ যান্তা সুষ্টুতিং কাব্যস্য দিবো নপাতা বৃষণা শযুত্রা ।
হিরণ্যস্যেব কলশং নিখাতমুদূপথুর্দশমে অশ্বিনাহন্ ॥১২॥

কোথায় গমন করছ? (উশনা) কাব্যের উত্তম স্তুতির প্রতি? হে দ্যুলোকের পুত্রদ্বয়! ফলদাতৃদ্বয়! শয়নস্থানের প্রতি? (গমন করছ?) হে অশ্বিনদ্বয়! দশম দিবসে তোমরা স্বর্ণপূরিত কলসের মতো (ভূমিতে) নিহিত (রেভকে) উৎক্ষেপণ করেছিলে। (কূপ হতে) ।।১২।।

টীকা— কাব্য উশনা-কবির পুত্র উশনা।

যুবং চ্যবানমশ্বিনা জরন্তং পুনর্যুবানং চক্রথুঃ শচীভিঃ ।
যুবো রথং দুহিতা সূর্যস্য সহ শ্রিয়া নাসত্যাবৃণীত ॥১৩॥

তোমরা উভয়ে নিজ শক্তি দ্বারা জরাগ্রস্ত চ্যবন (ঋষি)-কে পুনরায় যৌবনপ্রাপ্ত করেছিলে হে অশ্বিনদ্বয়! নাসত্যদ্বয়! সূর্যের কন্যা তোমাদের রথকে তাঁর সৌন্দর্যের সঙ্গে বরণ করেছিলেন ।।১৩।।

যুবং তুগ্রায় পূর্ব্যেভিরেবৈঃ পুনর্মন্যাবভবতং যুবানা ।
যুবং ভুজ্যুমর্ণসো নিঃ সমুদ্রাদ্ বিভিরূহথুর্ঋজ্রেভিরশ্বৈঃ ॥১৪॥

হে যৌবনশক্তি সম্পন্ন (দেবতাদ্বয়)! তোমরা পূর্বকালীন পথগুলির সাহায্যে পুনরায় তুগ্রের প্রতি অনুকূলমনস্ক হয়েছিলে। তোমরা সমুদ্রের গভীর জলরাশি হতে (তুগ্রপুত্র) ভুজ্যুকে গমনশীল নৌকাগুলি দ্বারা, শীঘ্রগামী অশ্বগুলি দ্বারা নির্গমন করতে সাহায্য করেছিলে ॥১৪॥

অজোহবীদশ্বিনা তৌগ্র্যো বাং প্রোল্হঃ সমুদ্রমব্যথির্জগন্বান্ ।
নিষ্টমূহথুঃ সুযুজা রথেন মনোজবসা বৃষণা স্বস্তি ॥১৫॥

তোমাদের উভয়কে তুগ্রপুত্র (ভুজ্যু) সমুদ্রে নিমজ্জমান হয়ে বারংবার স্তুতি দ্বারা আহ্বান করেছিলেন। হে অশ্বিনদ্বয়! অকম্পিতভাবে তোমাকে প্রাপ্ত হয়ে (স্তব করেছিলেন) তাকে মনোবৎ গতিসম্পন্ন শোভনভাবে সংযুক্ত রথের দ্বারা হে কামনাভিবর্ধকদ্বয়! তোমরা কল্যাণের জন্য ভাবে নিশ্চিত উদ্ধার করেছিলে ॥১৫॥

অজোহবীদশ্বিনা বর্তিকা বামাস্নো যৎ সীমমুঞ্চতং বৃকস্য ।
বি জয়ুষা যযথুঃ সান্বদ্রের্জাতং বিষ্বাচো অহতং বিষেণ ॥১৬॥

এক বর্তিকা (চটক-পক্ষিণী) বারংবার তোমাদের আহ্বান করেছিল। হে অশ্বিনদ্বয়! যখন নিশ্চিতভাবে বৃকের মুখ (গহ্বর) থেকে তাকে মুক্ত করেছিলে। তোমাদের জয়শীল (রথ) দ্বারা তোমরা পর্বতের অধিত্যকায় গমন করেছিলে; তোমরা বিষের দ্বারা জাত বিষ্বাচপুত্র (অসুরকে) নিধন করেছিলে ॥১৬॥

টীকা— যাস্ক-নিরুক্ত-৫.২১। বলেছেন— বৃক অথবা নেকড়ে অর্থে সূর্য। সূর্যের গ্রাস থেকে অশ্বিনদ্বয় উষাকে মুক্ত করেন।

শতং মেষান্ বৃক্যে মামহানং তমঃ প্রণীতমশিবেন পিত্রা ।
আক্ষী ঋজ্রাশ্বে অশ্বিনাবধত্তং জ্যোতিরন্ধায় চক্রথুর্বিচক্ষে ॥১৭॥

বৃকী—(বাঘিনী)র জন্য যিনি শতসংখ্যক মেষ সমর্পণ করেছিলেন, যাঁকে তাঁর অমঙ্গলকারী পিতা অন্ধকারের প্রতি চালনা করেছিলেন, সেই ঋজ্রাশ্বকে তোমরা চক্ষুদুটি দান করেছিলে, হে অশ্বিনদ্বয়! তোমরা বিবিধ দর্শনের জন্য দৃষ্টিহীনকে আলোক (চক্ষু) (দান) করেছিলে ॥১৭॥

শুনমন্ধায় ভরমহ্বয়ৎ সা বৃকীরশ্বিনা বৃষণা নরেতি ।
জারঃ কনীন ইব চক্ষদান ঋজ্রাশ্বঃ শতমেকং চ মেষান্ ॥১৮॥

হে কামনার অভিবর্ষকদ্বয়, অশ্বিনদ্বয়! সেই বৃকী (বাঘিনী) অন্ধের প্রতি পোষণ ও সৌভাগ্য (ইচ্ছায়) তোমাদের আবাহন করেছিল। (কারণ) হে নেতৃদ্বয়! কুমারীর প্রতি প্রণয়ীর মতো ঋজ্রাশ্ব তার জন্য একশত এক মেষ নিধন করেছিলেন ॥১৮॥

মহী বামূতিরশ্বিনা ময়োভূরুত স্রামং ধিষ্ণ্যা সং রিণীথঃ ।
অথা যুবামিদহ্বয়ৎ পুরংধিরাগচ্ছতং সীং বৃষণাববোভিঃ ॥১৯॥

হে অশ্বিনদ্বয়! তোমাদের সুখজনক রক্ষণ অতি মহান। হে পবিত্র দেবতাদ্বয়! এমনকী বিকলাঙ্গকেও তোমরা সঙ্গতাবয়ব করে থাক। এবং তাই কেবল তোমাদেরই বহুধীমতী (নারী) আহ্বান করেন, তোমরা কামনাপূরণকারী উভয়ে (তোমাদের) সাহায্যসহ তাঁর অভিমুখে আগমন করে থাক ॥১৯॥

টীকা— সায়ণ— পুরন্ধি— বিদুষী কন্যা।

অধেনুং দস্রা স্তর্যং বিষক্তামপিন্বতং শয়বে অশ্বিনা গাম্ ।
যুবং শচীভির্বিমদায় জায়াং ন্যূহথুঃ পুরুমিত্রস্য যোষাম্ ॥২০॥

হে আশ্চর্যকর্মা/দর্শনীয় অশ্বিনদ্বয়! কৃশতনু, নিবৃত্তপ্রসবা দুগ্ধরহিতা গাভীকেও তোমরা (ঋষি) শয়ুর জন্য দুগ্ধপূরিত করেছিলে। উভয়ে নিজ শক্তিতে পুরুমিত্রের কন্যাকে বিমদের পত্নীরূপে প্রাপিত করেছিলে ॥২০॥

যবং বৃকেণাশ্বিনা বপন্তেষং দুহন্তা মনুষায় দস্রা ।
অভি দস্যুং বকুরেণা ধমন্তোরু জ্যোতিশ্চক্রথুরার্যায় ॥২১॥

হে আশ্চর্যকর্মা/দর্শনীয় অশ্বিনদ্বয়! লাঙ্গল দ্বারা (কৃষ্ট ভূমিতে) যবাদি শস্য বপনরত তোমরা মনুর জাতির (মানুষের) জন্য পোষণ ক্ষরিত করে থাক। শত্রুর প্রতি শিঙ্গা অথবা ভাসমান বজ্রদ্বারা ভয়ংকর শব্দ করে তোমরা বিদ্বানগণের প্রতি বিস্তৃত আলোককে প্রকাশিত করেছ ॥২১॥

আথর্বণায়াশ্বিনা দধীচে ঽশ্ব্যং শিরঃ প্রত্যৈরয়তম্ ।
স বাং মধু প্র বোচদৃতায়ন্ ত্বাষ্ট্রং যদ্ দস্রাবপিকক্ষ্যং বাম্ ॥২২॥

অথর্বপুত্র দধ্যঙ্ক (নামা ঋষির) জন্য হে অশ্বিনদ্বয়! তোমরা এক অশ্বের শির প্রতিবর্তে স্থাপন করেছিলে। তিনি পূর্বে তোমাদের (প্রতি কৃত) সত্য অনুযায়ী আচরণ করে ত্বষ্টা হতে প্রাপ্ত মধু (বিদ্যা) বলেছিলেন, হে দর্শনীয়/অদ্ভুত কর্মাদ্বয়! যে বিদ্যা তোমাদের অপ্রাপ্য ছিল ।।২২।।

সদা কবী সুমতিমা চকে বাং বিশ্বা ধিয়ো অশ্বিনা প্রাবতং মে ।
অস্মে রয়িং নাসত্যা বৃহন্তমপত্যসাচং শ্রুত্যং ররাথাম্ ॥২৩॥

হে মেধাবিদ্বয়! সর্বদা তোমাদের কল্যাণময়ী অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। হে অশ্বিনদ্বয়! আমার সকল জ্ঞানকে রক্ষা কর। হে নাসত্যদ্বয়! আমাদের সন্তানসহ উৎকৃষ্ট প্রশংসার যোগ্য প্রভূত ঐশ্বর্য প্রদান কর ।।২৩।।

হিরণ্যহস্তমশ্বিনা ররাণা পুত্রং নরা বধ্রিমত্যা অদত্তম্ ।
ত্রিধা হ শ্যাবমশ্বিনা বিকস্তমুজ্জীবস ঐরয়তং সুদানূ ॥২৪॥

হে অশ্বিনদ্বয়, শোভন দাতৃদ্বয়! হিরণ্যহস্ত (নামে) পুত্রকে তোমরা বধ্রিমতীকে দান করেছিলে। হে নেতৃদ্বয়! তিন ভাগে বিখণ্ডিত শ্যাব (কৃষ্ণাঙ্গ) ঋষিকে জীবিত করার জন্য তোমরা তাকে (একীভূত করে) উত্থিত করিয়েছিলে ।।২৪।।

এতানি বামশ্বিনা বীর্যাণি প্র পূর্ব্যাণ্যায়বোঽবোচন্ ।
ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো বৃষণা যুবভ্যাং সুবীরাসো বিদথমা বদেম ॥২৫॥

আয়ুর পুত্রগণ, হে অশ্বিনদ্বয়! তোমাদের এই সকল পূর্বতন বীরত্বকথা বাচন করেছেন। হে অভীষ্টবর্ষকদ্বয়! তোমাদের জন্য স্তোত্ররচনা করতে করতে এবং বীরপুত্র— সমন্বিত হয়ে আমরা যজ্ঞবিষয়ে ঘোষণা করব ।।২৫।।

(সূক্ত-১১৮)

অশ্বিনদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১১।

আ বাং রথো অশ্বিনা শ্যেনপত্বা সুমৃলীকঃ স্ববাং যাত্বর্বাঙ্ ।
যো মর্ত্যস্য মনসো জবীয়ান্ ত্রিবন্ধুরো বৃষণা বাতরংহাঃ ॥১॥

অশ্বিনদ্বয়! তোমাদের শ্যেন (পক্ষীর মতো) দ্রুতগামী রথ—যা সুখসম্পদে পূর্ণ, ধনপূর্ণ অথবা সহায়তাপূর্ণ যেন আমাদের অভিমুখে আগমন করে। যা মরণধর্মী (মানুষের) চিন্তা অপেক্ষাও দ্রুতগতি, হে অভীষ্টপূরকদ্বয়! যেখানে তিনটি সারথির আসন আছে, যা বায়ুবেগসম্পন্ন ।।১।।

ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা রথেন ত্রিচক্রেণ সুবৃতা যাতমর্বাক্ ।
পিন্বতং গা জিন্বতমর্বতো নো বর্ধয়তমশ্বিনা বীরমস্মে ॥২॥

আমাদের অভিমুখে আগমন কর সেই সুষ্ঠু আবর্তনশীল রথের দ্বারা যেখানে তিনটি সারথির আসন আছে, তিনটি চক্র এবং যা তিন ভাগে বর্তমান। হে অশ্বিনদ্বয়! গাভীগুলিকে (দুগ্ধে) পূরিত কর, আমাদের অশ্বগুলিকে দ্রুততর কর এবং আমাদের বীর যোদ্ধাগণকে শক্তিশালী কর ।।২।।

প্রবদ্যামনা সুবৃতা রথেন দস্রাবিমং শৃণুতং শ্লোকমদ্রেঃ ।
কিমঙ্গ বাং প্রত্যবর্তিং গমিষ্ঠাহুর্বিপ্রাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ ॥৩॥

হে আশ্চর্যকর অথবা দর্শনীয় দেবদ্বয়! প্রকৃষ্ট ধাবনশীল এবং সুষ্ঠু আবর্তমান রথে (আগমন করে) প্রস্তরের অথবা যজমানের এই স্তুতি শ্রবণ কর। হে অশ্বিনদ্বয়! বহু পূর্বে জাত কবিগণ কি তোমরাই যে উভয়কে বিপদকালে প্রথমতম আগমনকারী (সে কথা) বলেননি? ।।৩।।

টীকা— অদ্রেঃ— Jamison বলেছেন, প্রস্তর—সোমরস নিষ্পেষণের প্রস্তরের শব্দ এখানে স্তুতি।

আ বাং শ্যেনাসো অশ্বিনা বহন্তু রথে যুক্তাস আশবঃ পতঙ্গাঃ ।
যে অপ্তুরো দিব্যাসো ন গৃধ্রা অভি প্রয়ো নাসত্যা বহন্তি ॥৪॥

হে অশ্বিনদ্বয়! রথে সংযুক্ত দ্রুতগামী, উড্ডয়নক্ষম শ্যেনপক্ষীগুলি অথবা অশ্বগুলি যেন তোমাদের এখানে বহন করে আনে— যারা জলরাশি উত্তরণ করে ঊর্ধ্ব আকাশে সঞ্চরমাণ গৃধ্রের মতো তোমাদের (নিবেদিত) হবির প্রতি বহন কর ।।৪।।

আ বাং রথং যুবতিস্তিষ্ঠদত্র জুষ্ট্বী নরা দুহিতা সূর্যস্য ।
পরি বামশ্বা বপুষঃ পতঙ্গা বয়ো বহন্ত্বরুষা অভীকে ॥৫॥

হে নেতৃদ্বয়! হৃষ্টা হয়ে, সূর্যের তরুণী কন্যা এখন এই তোমাদের রথে আরোহণ করেছেন, যেন তোমাদের শোভনবপু, দ্রুতগামী গমনশীল দীপ্তিময় অশ্বগুলি (যজ্ঞ) গৃহসমীপে (রথকে) পরিবহন করে ।।৫।।

উদ্ বন্দনমৈরতং দংসনাভিরুদ্রেভং দস্রা বৃষণা শচীভিঃ ।
নিষ্টৌগ্র্য পারয়থঃ সমুদ্রাৎ পুনশ্চ্যবানং[1] চক্রথুর্যুবানম্ ॥৬॥

তোমাদের আশ্চর্যজনক শক্তির মাধ্যমে বন্দন (ঋষিকে) উর্ধ্বে উন্নীত করেছিলে, হে আশ্চর্যজনক অভীষ্টপূরক (দেবদ্বয়)! ক্ষমতা দ্বারা রেভকে উর্ধ্বে (আনয়ন) করেছিলে। সমুদ্র হতে তুগ্রের পুত্রকে উদ্ধার করেছিলে এবং চ্যবনকে পুনরায় যুবক করেছিলে ।।৬।।

১. জরাগ্রস্ত চ্যবনকে অশ্বিনদ্বয় যুবক করেছিলেন।

যুবমত্রয়েঽবনীতায় তপ্তমূর্জমোমানমশ্বিনাবধত্তম্ ।
যুবং কণ্বায়াপিরিপ্তায় চক্ষুঃ প্রত্যধত্তং সুষ্টুতিং জুজুষাণা ॥৭॥

তোমরা নিম্নস্থানে উত্তপ্ত (অগ্নিমুখে) প্রক্ষিপ্ত অত্রিকে (উদ্ধার করে) তৃপ্তিকর অন্ন দান করেছিলে; উত্তম স্তুতি সেবন করে প্রসন্ন হয়ে তোমরা পরিবর্তে ঋষি কণ্ব যাঁর চক্ষুদ্বয় অবলিপ্ত ও নিরুদ্ধ ছিল তাঁকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করেছিলে ।।৭।।

যুবং ধেনুং শয়বে নাধিতায়াপিন্বতমশ্বিনা পূর্ব্যায় ।
অমুঞ্চতং বর্তিকামংহসো নিঃ প্রতি জঙ্ঘাং বিশ্‌পলায়া অধত্তম্ ॥৮॥

হে অশ্বিনদ্বয়! তোমরা বহু পূর্বকালে সাহায্যপ্রার্থী শয়ুর জন্য গাভীকে (দুগ্ধ) পূরিত করেছিলে, বর্তিকা (পক্ষিণীকে) বিপদ হতে নিঃশেষে রক্ষা করেছিলে। বিশপলার জন্য (কৃত্রিম) জঙ্ঘা প্রতিস্থাপন করেছিলে ।।৮।।

যুবং শ্বেতং পেদব ইন্দ্রজূতমহিহনমশ্বিনাদত্তমশ্বম্ ।
জোহূত্রমর্যো অভিভূতিমুগ্রং সহস্রসাং বৃষণং বীড্বঙ্গম্ ॥৯॥

হে অশ্বিনদ্বয়! তোমরা পেদুকে ইন্দ্রপ্রদত্ত, শত্রুনাশকারী শ্বেতবর্ণ অশ্বপ্রদান করেছিলে, সেই (অশ্ব) অভিভবকারী, শক্তিমান (যুদ্ধে) বারংবার আহূত, দৃঢ়শরীরযুক্ত এবং সহস্র ধন জয়ে সক্ষম ও কামনা পূর্ণকারী ।।৯।।

তা বাং নরা স্ববসে সুজাতা হবামহে অশ্বিনা নাধমানাঃ ।
আ ন উপ বসুমতা রথেন গিরো জুষাণা সুবিতায় যাতম্ ॥১০॥

হে নেতৃদ্বয়! সুষ্ঠুসঞ্জাত তোমাদের উভয়কে সাহায্যের জন্য আহ্বান করছি, আমাদের নিজেদের সহায়তার প্রয়োজনে। আমাদের স্তুতিকে উপভোগ করে তোমাদের ধনপূর্ণ রথের দ্বারা সুষ্ঠু সুখপ্রাপ্ত করার জন্য আমাদের অভিমুখে আগমন কর ।।১০।।

আ শ্যেনস্য জবসা নূতনেনাস্মে যাতং নাসত্যা সজোষাঃ ।
হবে হি বামশ্বিনা রাতহব্যঃ শশ্বত্তমায়া উষসো ব্যুষ্টৌ ॥১১॥

হে নাসত্যদ্বয়! সহমত হয়ে আমাদের প্রতি শ্যেনপক্ষীর নূতন গতিবেগ নিয়ে এইখানে আগমন কর। হে অশ্বিনদ্বয়! তোমাদের প্রতি হবিঃ দান করে এই চিরন্তনী শ্রেষ্ঠা উষার প্রকাশকালে আমি তোমাদের আবাহন করছি ।।১১।।

(সূক্ত-১১৯)

অশ্বিনদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

আ বাং রথং পুরুমায়ং মনোজুবং জীরাশ্বং যজ্ঞিয়ং জীবসে হুবে ।
সহস্রকেতুং বনিনং শতদ্বসুং শ্রুষ্টীবানং বরিবোধামভি প্রয়ঃ ॥১॥

তোমাদের উভয়ের রথকে আমাদের জীবনের জন্য আবাহন করি, যে রথ বহু কৌশলযুক্ত, মনোবৎ দ্রুতগামী, দ্রুতধাবনক্ষম অশ্বসম্পন্ন এবং যজনীয়— সহস্রধ্বজ-শোভিত সেই জয়শীল (রথ), শত সম্পদ আনয়ন করে, সুখসমৃদ্ধ (আজ্ঞাবহ) এবং (আমাদের প্রদত্ত) হবির প্রতি বিস্তৃত স্থান প্রস্তুত করে ।।১।।

টীকা—বরিবোধাম— সায়ণকৃত অর্থ- ধনদাতাকে। এবং —পুরুমায়ম্ —সায়ণ—বহু আশ্চর্যকর্মযুক্ত।

উর্ধ্বা ধীতিঃ প্রত্যস্য প্রয়ামন্যধায়ি শস্মন্ৎসময়ন্ত আ দিশঃ ।
স্বদামি ঘর্মং প্রতি যন্ত্যূতয় আ বামূর্জানী রথমশ্বিনারুহৎ ॥২॥

এই (রথের) গমনকালে (আমাদের) উন্মুখ বুদ্ধি তোমাদের স্তুতিতে নিরত থাকে। (বিবিধ) দিক (হতে তোমাদের প্রতি) সঙ্কত হয়। ঘর্ম (দুগ্ধ বিঃ)— কে আমি স্বাদু করি, প্রতিদানে (তোমাদের) সহায়তা আসে। হে অশ্বিনদ্বয়! ঊর্জানী (সূর্যকন্যা) তোমাদের রথে আরোহণ করেছেন ॥২॥

টীকা—ঘর্ম-প্রবর্গ্য নামক অনুষ্ঠানে নিবেদিত উত্তপ্ত দুগ্ধ। সায়ণ বলছেন—প্রতি যষ্টি উভয়ঃ—অশ্বিদ্বয় রক্ষা করার জন্য ঘর্মের প্রতি গমন করেন।

সং যন্মিথঃ পস্পৃধানাসো অগ্মত শুভে মখা অমিতা জায়বো রণে।
যুবোরহ প্রবণে চেকিতে রথো যদশ্বিনা বহথঃ সূরিমা বরম্ ॥৩॥

যখন পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় মেতে (সেই) অসংখ্য জয়শীল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ঐশ্বর্যের জন্য সংঘর্ষে রত হলেন তখন তোমাদের রথ উজ্জ্বলতর হয়ে অবরোহণকালে দেখা দেয়। অশ্বিনদ্বয়! যখন তোমরা যজমানকে তার ইচ্ছানুসারে ধন অভিমুখে বহন কর। ॥৩॥

টীকা—সূরিম্ আ বরম্—এখানে 'সূর্যাকে তার পতির প্রতি বহন করে নিয়ে যাও'— এই অর্থ হতে পারে —Jamison.

যুবং ভুজ্যুং ভুরমাণং বিভির্গতং স্বযুক্তিভির্নিবহন্তা পিতৃভ্য আ।
যাসিষ্টং বর্তির্বৃষণা বিজেন্যং দিবোদাসায় মহি চেতি বামবঃ ॥৪॥

তোমরা উভয়ে (সমুদ্রে) নিমজ্জমান ভুজ্যুর নিকটে এসেছিলে, তোমাদের স্ব-সংযুক্ত অশ্বের অথবা নৌসমূহের দ্বারা (মৃত) পূর্বপুরুষদের নিকট হতে তাকে প্রত্যাবৃত্ত করে এনেছিলে। হে অভীষ্টপূরকদ্বয়! তোমরা অতি দূর পথ অতিক্রম করেছিলে, দিবোদাসের প্রতি তোমাদের মহান সহায়তা (প্রকট করেছিলে) ॥৪॥

যুবোরশ্বিনা বপুষে যুবাযুজং রথং বাণী যেমতুরস্য শর্ধ্যম্।
আ বাং পতিত্বং সখ্যায় জগ্মুষী যোষাবৃণীত জেন্যা যুবাং পতী ॥৫॥

তোমাদের চমৎকারজনক (রথের) জন্য হে অশ্বিনদ্বয়! তোমাদের দ্বারা সংযুক্ত রথকে দুই প্রশংসনীয় (অশ্ব) পরিচালনা করেছিল এবং তার লক্ষ্য প্রাপ্ত করেছিল। (তখন) বিবাহের জন্য তোমাদের প্রতি সমাগতা মহনীয়া কন্যা বন্ধুত্বের জন্য তোমাদের উভয়কে স্বামিত্বে বরণ করেছিলেন ॥৫॥

যুবং রেভং পরিষূতেরুরুষ্যথো হিমেন ঘর্মং পরিতপ্তমত্রয়ে।
যুবং শয়োরবসং পিপ্যথুর্গবি প্র দীর্ঘেণ বন্দনস্তার্যায়ুষা ॥৬॥

তোমরা রেভকে বিপদের বেষ্টনী হতে বিস্তৃত স্থান দান (রক্ষা) করেছিলে, আর অত্রির জন্য অত্যুত্তপ্ত (অনল) জ্বালাকে শীতলতার দ্বারা (সহনীয়) করেছিলে। শয়ুর গাভী রক্ষণের পোষণ দিয়েছিলে; বন্দন (ঋষিকে), দীর্ঘায়িত জীবনকাল দিয়ে ত্রাণ করেছিলে ॥৬॥

যুবং বন্দনং নির্ঋতং জরণ্যয়া রথং ন দস্রা করণা সমিন্বথঃ।
ক্ষেত্রাদা বিপ্রং জনথো বিপন্যয়া প্র বামত্র বিধতে দংসনা ভুবৎ ॥৭॥

হে অদ্ভুতকর্মাদ্বয়! তোমরা জরাভারে বিধ্বস্ত বন্দনকে কারিগর কর্তৃক রথ (নির্মাণের) মতো সম্যক্ (পুনঃ) নির্মাণ করেছিলে। স্তুতিবশত তোমরা ক্ষেত্র হতে মেধাবী কবির জন্ম দিয়েছ। তোমাদের কৃত রক্ষণ (এই) সেবারত (যজমানের) প্রতি যেন বিদ্যমান থাকে ॥৭॥

অগচ্ছতং কৃপমাণং পরাবতি পিতুঃ স্বস্য ত্যজসা নিবাধিতম্।
স্বর্বতীরিত উতীর্যুবোরহ চিত্রা অভীকে অভবন্নভিষ্টয়ঃ ॥৮॥

বহুদূরে নিজ পিতার পরিত্যাগবশত বিপন্ন কাতর স্তুতিরতের প্রতি তোমরা উভয়ে গমন করেছিলে। তোমাদের ধৈর্যশীল সহায়তা, যা সূর্যালোক আনয়ন করে, তোমাদের নিপুণ সুরক্ষা এই অভিমুখে (সকলের) প্রার্থনীয় হয়ে থাকে ॥৮॥

টীকা— স্তুতিরত—ভুজ্যু

উত স্যা বাং মধুমন্মক্ষিকারপন্মদে সোমস্যৌশিজো হুবন্যতি।
যুবং দধীচো মন আ বিবাসথো ঽথা শিরঃ প্রতি বামশ্ব্যং বদৎ ॥৯॥

তথা এক মধুমক্ষিকা মধুর (ভাষণে) তোমাদের স্তুতি করেছিল। উশিজপুত্র (কক্ষীবান) তোমাদের সোমপানের মত্ততায় আবাহন করছেন—তোমরা উভয়ে দধীচির মন জয় করার প্রচেষ্টা করেছিলে ইদানীং (সেই) অশ্বসংবদ্ধি মস্তক তোমাদের প্রতি উপদেশ দিয়েছে ॥৯॥

টীকা— সায়ণ—হুবন্যতি—নিজের জন্য হবন ইচ্ছা করে। মধুমক্ষিকা—কক্ষীবান, উশিজ পুত্র।

যুবং পেদবে পুরুবারমশ্বিনা স্পৃধাং শ্বেতং তরুতারং দুবস্যথঃ ।
শর্যৈরভিদ্যুং পৃতনাসু দুষ্টরং চর্কৃত্যমিন্দ্রমিব চর্ষণীসহম্ ॥১০॥

হে অশ্বিনদ্বয়! তোমরা পেদুকে (ঐ নামে রাজাকে) বহু উপহার প্রাপ্তিকারী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী-বিজয়কারী শ্বেত (অশ্ব) দিয়েছিলে। যুদ্ধস্থলে শত্রুদ্বারা অথবা তীর দ্বারা দুর্দমনীয় দিব্য (সেই অশ্ব) প্রশংসার যোগ্য, ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যজয়ী মনুষ্যজয়ী ॥১০॥

(সূক্ত-১২০)

অশ্বিনদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১২।

কা রাধদ্ধোত্রাশ্বিনা বাং কো বাং জোষ উভয়োঃ ।
কথা বিধাত্যপ্রচেতাঃ ॥১॥

হে অশ্বিনদ্বয়! তোমাদের প্রতি কোন হবিঃ সাফল্য আনবে? তোমাদের উভয়ের প্রীতিবিধানে কে সক্ষম? কেমন ভাবে পরিচর্যা করবে (কোনও) জ্ঞানহীন (ব্যক্তি)? ॥১॥

বিদ্বাংসাবিদ্ দুরঃ পৃচ্ছেদবিদ্বানিত্থাপরো অচেতাঃ ।
নূ চিন্নু মর্তে অক্রৌ ॥২॥

সর্বজ্ঞ উভয়কে (অশ্বিনদ্বয়কে) অবশ্যই যথার্থ জ্ঞানহীন (ব্যক্তি) এইভাবে দ্বার বিষয়ে প্রশ্ন করবেন, কারণ অপর সকলে ধী-হীন। তাঁরা উভয়ে কখনোই মানুষের প্রতি নিষ্ক্রিয় থাকেন না ॥২॥

টীকা— দুরঃ-দ্বার-অশ্বিনদ্বয় কোনও বিশেষ দ্বারের তত্ত্ব জানেন। সায়ণ বলেন— স্তুতি পরিচর্যার উপায়, Pirart মনে করেন— সম্পদের দ্বার, Geldner— চেতনার দ্বার।

তা বিদ্বাংসা হবামহে বাং তা নো বিদ্বাংসা মন্ম বোচেতমদ্য ।
প্রার্চদ্ দয়মানো যুবাকুঃ ॥৩॥

সর্বজ্ঞ তোমাদের উভয়কে (আমরা) আহ্বান করি। সেইরূপ অভিজ্ঞ তোমরা আমাদের মননীয় বিষয় আজ উপদেশ দাও। (হবিঃ) প্রদান করতে করতে, তোমার (অনুগ্রহ) কামনায় রত (আমি) স্তুতি করছি ॥৩॥

বি পৃচ্ছামি পাক্যা ন দেবান্ বষট্‌কৃতস্যাদ্ভুতস্য দস্রা ।
পাতং চ সহ্যসো যুবং চ রভ্যসো নঃ ॥৪॥

হে অদ্ভুতকর্মা অথবা দর্শনযোগ্য দুই দেবতা! আমি অপরিণতবুদ্ধিবশত বিশেষভাবে তোমাদেরই প্রশ্ন করছি (অপর) দেবগণকে নয়। বষট্‌কার-সহ (আহুত) আশ্চর্যজনক সোমরসের (বিষয়ে)। আমাদের অধিকতর শক্তিধর ভয়ঙ্কর (শত্রু হতে) রক্ষা কর ॥৪॥

টীকা—সায়ণ—পাতং চ- ... ইত্যাদির অর্থ। (সোমরস) পান কর এবং আমাদের অত্যন্ত কর্মোদ্যোগী কর।

প্র যা ঘোষে ভৃগবাণে ন শোভে যয়া বাচা যজতি পজ্রিয়ো বাম্ ।
প্রৈষযুর্ন বিদ্বান্ ॥৫॥

(অথ বাক্ উবাচ) আমি উচ্চরবে ঘোষণা করি যেন ভৃগবাণ (অগ্নি)র প্রতি, যে আমি শোভাসমৃদ্ধ এবং আমি সেই বাক্ যার দ্বারা পজ্রপুত্র (কক্ষীবন্ত) তোমাদের প্রতি যজনা করেন। যেমন অন্ন কামনা করেন অভিজ্ঞ (ব্যক্তি) ॥৫॥

টীকা—সায়ণ কৃত অর্থ—যে বাক্ তোমাদের স্তুতিরূপিণী সেই বাক্ ঘোষাপুত্র ভৃগুর প্রতি শোভা পায়, ইত্যাদি।

শ্রুতং গায়ত্রং তকবানস্যাহং চিদ্ধি রিরেভাশ্বিনা বাম্ ।
আক্ষী শুভস্পতী দন্ ॥৬॥

ক্ষিপ্রকর্মা অথবা তকবান-কৃত স্তোত্র শ্রবণ কর। হে অশ্বিনদ্বয়! আমি যদিও তোমাদের উদ্দেশে সেই স্তুতি গান করেছি। হে মঙ্গলের অধীশ্বরদ্বয়! তোমাদের চক্ষুগুলি (এখানে আমাদের) গৃহের প্রতি স্থাপন কর ॥৬॥

টীকা—সায়ণ—অন্ধ খাজ্রাশ্ব ঋষি=তকবান্। আমার মতো তিনিও স্তুতি করেছেন। তোমাদের প্রদত্ত চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করেছেন ইত্যাদি।

যুবং হ্যাস্তং মহো রন্ যুবং বা যন্নিরততংসতম্ ।
তা নো বসূ সুগোপা স্যাতং পাতং নো বৃকাদঘায়োঃ ॥৭॥

তোমরা উভয়ে বিপুল আনন্দে ছিলে অবশ্যই, (তাই) তোমরা (একে) নিঃশেষে (দূরে) ক্ষেপণ করেছ। হে শুভঙ্করদ্বয়! তোমরা আমাদের শোভন রক্ষক যেন হও, দুষ্টবুদ্ধি নেকড়ের থেকে রক্ষা কর ॥৭॥

টীকা— সায়ণ—তোমরা বিপুল ধনের দাতা (হয়ে) বিদ্যমান (তোমরাই) ধন নিঃশেষ হতে দিয়েছ। ইত্যাদি...।

মা কস্মৈ ধাতমভ্যমিত্রিণে নো মাকুত্রা নো গৃহেভ্যো ধেনবো গুঃ।
স্তনাভুজো অশিশ্বীঃ ॥৮॥

যে আমাদের মিত্র নয় এমন কারও অভিমুখে আমাদের স্থাপন কোরো না। আমাদের গাভীগুলিকে আমাদের গৃহ হতে অগম্য প্রদেশে যেতে দিও না, যে (গাভীগুলি) বৎসরহিত হলেও স্তনদুগ্ধে পালন করে ॥৮॥

দুহীয়ন্ মিত্রধিতয়ে যুবাকু রায়ে চ নো মিমীতং বাজবত্যৈ।
ইষে চ নো মিমীতং ধেনুমত্যৈ ॥৯॥

তোমাদের উভয়ের (সঙ্গে) মৈত্রী স্থাপন করবার জন্য তোমাদের প্রার্থিগণ (ধন) প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। আমাদেরও বিজয়প্রাপ্তির যুক্ত ধন দান কর, গাভীসমন্বিত অন্ন দান কর ॥৯॥

অশ্বিনোরসনং রথমনশ্বং বাজিনীবতোঃ।
তেনাহং ভূরি চাকন ॥১০॥

অন্ন অথবা বলদাতা অশ্বিনদ্বয়ের অশ্বরহিত রথ আমি প্রাপ্ত হয়েছি। তার সাহায্যে আমি সুপ্রচুর (আনন্দ) কামনা করি ॥১০॥

টীকা— Jamison—অনশ্ব রথ= স্তোত্র।

অয়ং সমহ মা তনূহ্যাতে জনাঁ অনু।
সোমপেয়ং সুখো রথঃ ॥১১॥

সর্বতোভাবে এই সুখগামী রথ আমাকে বিস্তৃত কর। (স্তোতৃ) জনের প্রতি, সোমপানের প্রতি (এই রথ) বারংবার বহন করবে ॥১১॥

অধ স্বপ্নস্য নির্বিদে ঽভুঞ্জতশ্চ রেবতঃ।
উভা তা বস্রি নশ্যতঃ ॥১২॥

ইদানীং স্বপ্নের প্রতি অথবা ধনবান হলেও ভোগহীন ব্যক্তির প্রতি আমি আগ্রহহীন। সেই দুই (বিষয়) শীঘ্র বিনষ্ট হোক ॥১২॥

অনুবাক-১৮

(সূক্ত-১২১)

ইন্দ্র দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৫।

কদিত্থা নৄঁঃ পাত্রং দেবয়তাং শ্রবদ্ গিরো অঙ্গিরসাং তুরণ্যন্।
প্র যদানড্বিশ আ হর্ম্যস্যোরু ক্রংসতে অধ্বরে যজত্রঃ ॥১॥

তিনি কি দ্যোতমান (ইন্দ্রকে) লাভ করতে ইচ্ছুক মনুষ্যগণের রক্ষাকর্তার প্রতি (অথবা মনুষ্যপ্রদত্ত হবিপাত্রের প্রতি) দ্রুত আগমন করতে করতে এইভাবে অঙ্গিরসগণের স্তুতিগুলি শ্রবণ করবেন? যখন তিনি গৃহবাসী মনুষ্যগণের প্রতি উপস্থিত হয়েছেন, সেই যজনীয় কি তাদের যজ্ঞস্থলে বারংবার গমন করবেন? ॥১॥

টীকা— উরু—বারংবার অথবা বহুলভাবে।

স্তম্ভীদ্ধ দ্যাং স ধরুণং প্রুষায়দৃভুর্বাজায় দ্রবিণং নরো গোঃ।
অনু স্বজাং মহিষশ্চক্ষত ব্রাং মেনামশ্বস্য পরি মাতরং গোঃ ॥২॥

তিনি স্বর্গকে স্তম্ভের মতো ধারণ করেছেন এবং (জল) সেচন করেছেন (ধারণের) মূলভূতা (পৃথিবীকে), সেই মেধাদীপ্ত (ইন্দ্র) ধনের জন্য মানুষ এবং গাভীকে সম্পদরূপে নির্দিষ্ট করেছেন)। মহানতিনি নিজ (সকাশ) হতে উৎপন্ন (উষাকে) তারপরে দর্শন করলেন, যে কন্যা নিজ (মতানুসারে সঙ্গী) বরণ করেন, যিনি গাভীর জননী অশ্বীকে রূপে (রূপান্তরিত হয়েছিলেন) ॥২॥

টীকা— সায়ণ—ইন্দ্র অশ্বীকে গাভীর মাতা করেন খেলাচ্ছলে।

নক্ষদ্ধবমরুণীঃ পূর্ব্যং রাট্ তুরো বিশামঙ্গিরসামনু দ্যূন্ ।
তক্ষদ্ বজ্রং নিযুতং তস্তম্ভদ্ দ্যাং চতুষ্পদে নর্যায় দ্বিপাদে ॥৩॥

সেই সর্বপ্রধান রাজা অরুণবর্ণার (উষার) জন্য দিনে দিনে পূর্বকালীন (কৃত) অঙ্গিরসগণের গোষ্ঠীগুলির আহ্বান শ্রবণ করুন। তিনি নিজসঙ্গী বজ্রকে নির্মাণ করেছেন; দ্বিপদগণের এবং মানবগণের অধীন চতুষ্পদগণের (হিতের) জন্য দ্যুলোককে স্তম্ভবৎ ধারণ করেছেন ॥৩॥

অস্য মদে স্বর্যং দা ঋতায়াপীবৃতমুস্রিয়াণামনীকম্ ।
যদ্ধ প্রসর্গে ত্রিককুম্নিবর্তদপ দ্রুহো মানুষস্য দুরো বঃ ॥৪॥

এর (সোমপানের) মত্ততায় যজ্ঞের জন্য তুমি শব্দরত, (পূর্বে) লুক্কায়িত উজ্জ্বলবর্ণা (গাভী)-সমূহকে (অঙ্গিরসদের প্রতি) দান করেছ, যখন অগ্রগমন অথবা যুদ্ধ কালে সেই ত্রি-শৃঙ্গ-সমন্বিত (বৃষ) প্রত্যাবৃত্ত হয়েছিল, তুমি বিরোধকে উদ্ঘাটিত করে মানুষের জন্য দ্বারসকল উন্মোচন করেছিলে ॥৪॥

টীকা— ত্রিককুপ—ত্রিশৃঙ্গ যুক্ত।

তুভ্যং পয়ো যৎ পিতরাবনীতাং রাধঃ সুরেতস্তুরণে ভুরণ্যূ ।
শুচি যৎ তে রেক্ণ আযজন্ত সবর্দুঘায়াঃ পয় উস্রিয়ায়াঃ ॥৫॥

তোমার ক্ষিপ্র শ্রেষ্ঠত্ব বিধানের জন্যই পোষণকারী পিতা ও মাতা (দ্যাবাপৃথিবী) সমৃদ্ধিকর ও শোভন রেতস্ক (উৎপাদনক্ষম) এই দুগ্ধ আনয়ন করেছেন। তোমার প্রদীপ্ত অথবা শুদ্ধ এই সম্পদ তাঁরা যজ্ঞের দ্বারা (অর্জন) করেছেন, (এ সেই) দীপ্তিময়ী (গাভীর) দুগ্ধ যিনি দুগ্ধরূপে অমৃত ক্ষরন করেন ॥৫॥

অধ প্র জজ্ঞে তরণির্মমত্তু প্র রোচস্যা উষসো ন সূরঃ ।
ইন্দুর্যেভিরাষ্ট স্বেদুহব্যৈঃ স্রুবেণ সিঞ্চঞ্জরণাভি ধাম ॥৬॥

এবং ইদানীং তিনি (সোম) উৎপাদিত হয়েছেন, সেই অগ্রসরমাণ মাদকতা সঞ্চার করুন। এই উষা হতে তিনি সূর্যের মতো দীপ্তিমান (হয়েছেন)। স্তুতিযোগ্য সোম (ঋত্বিগ্‌গণ) দ্বারা স্বাদু হব্য সমৃদ্ধ স্রুবের দ্বারা আহুত হতে হতে নিজের স্থানে হয়ে অবস্থান করছেন ॥৬॥

টীকা— অগ্রসরমাণ— দ্রুত প্রবাহিত ইন্দু অথবা সোম।

স্বিধ্মা যদ্ বনধিতিরপস্যাৎ সূরো অধ্বরে পরি রোধনা গোঃ ।
যদ্ধ প্রভাসি কৃত্ব্যাঁ অনু দ্যূননর্বিশে পশ্বিষে তুরায় ॥৭॥

যখন উত্তম সমিধযুক্ত কোন কাষ্ঠস্তূপ দূরে বর্তমান থাকে, তখনও সূর্য যজ্ঞকর্মে গোষ্ঠের চতুর্দিকে (আবর্তন করেন)। যখন তুমি (ইন্দ্র) যথাক্রমে করণীয় কর্মের দিনগুলিতে প্রদীপ্ত হয়ে থাক, (তখন) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জন্য (কক্ষীবন্ত?) যাঁর বংশের মানুষেরা পশু সন্ধানের (উদ্দেশে) শকটে আরূঢ় (রয়েছে) ॥৭॥

টীকা—সায়ণ-প্রথম পংক্তির অর্থ—যখন উত্তম সমিধ যুক্ত অরণ্যে (ছেদক) নিজ কর্ম করতে চায়, (তখন) অধ্বর্যু যজ্ঞে পশুকে যূপে নিযুক্ত করতে সক্ষম হয়।

অষ্টা মহো দিব আদো হরী ইহ দ্যুম্নাসাহমভি যোধান উৎসম্ ।
হরিং যৎ তে মন্দিনং দুক্ষন্ বৃধে গোরভসমদ্রিভির্বাতাপ্যম্ ॥৮॥

(তুমি) মহান্ দ্যুলোক হতে প্রাপ্ত হরী (নামে) অশ্বদ্বয়কে এই স্থানে আনয়ন করেছ, যখন স্বর্গীয় দীপ্তিদ্বারা অভিভূতকারী (সোমের) উৎসের জন্য তুমি যুদ্ধরত ছিলে, যখন তোমার শক্তি বৃদ্ধির জন্য উত্তেজক, পিঙ্গলবর্ণ তথা মনোহর দুগ্ধমিশ্রিত এবং বায়ু(তুল্য) দ্রুতকারী (সোমকে) প্রস্তর খণ্ড দ্বারা (রস) নিষ্কাশিত করা হত। ॥৮॥

টীকা—গোরভসম—গো=দুগ্ধ মিশ্রণে বেগবান; রস নিষ্কাশন= দুগ্ধ দোহন; পিঙ্গল বর্ণ-সোমরস।

ত্বমায়সং প্রতি বর্তয়ো গোর্দিবো অশ্মানমুপনীতমৃভ্বা ।
কুৎসায় যত্র পুরুহূত বন্বঞ্ছুষ্ণমনন্তৈঃ পরিযাসি বধৈঃ ॥৯॥

হে মেধাদীপ্ত, দ্যুলোকের যে ধাতব প্রস্তর নিকটে আনীত হয়েছিল তুমি তাকে গাভী থেকে পরাঙ্মুখে আবর্তিত করেছ। হে পুরুহূত! (বারংবার আহূত ইন্দ্রের বিশেষণ) শুষ্ণকে বিধ্বস্ত করে তাকে অসংখ্য ভয়ংকর অস্ত্র দ্বারা আবেষ্টন করেছিলে। ॥৯॥

টীকা— সায়ণ-গো-গমনরত অসুরের জন্য।

পুরা যৎ সূরস্তমসো অপীতেস্তমদ্রিবঃ ফলিগং হেতিমস্য ।
শুষ্ণস্য চিৎ পরিহিতং যদোজো দিবস্পরি সুগ্রথিতং তদাদঃ ॥১০॥

যখন সূর্য অন্ধকারের (আবরণে) প্রবেশ করেন, ঠিক তার পূর্বকালে হে বজ্রধারিন্ তুমি (অসুরের) অস্ত্রের বিপরীতে তোমার অস্ত্র নিক্ষেপ কর। শুষ্ণের যে শক্তি তাকে বেষ্টিত রেখেছিল, সেই সুষ্ঠু আবদ্ধ (শক্তি জালকেও) স্বর্গের উপরিভাগ থেকে তুমি বিদীর্ণ করেছ ॥১০॥

টীকা— অদ্রি—বজ্র, শুষ্ণঃ-অসুর, শোষক তাপ।

অনু ত্বা মহী পাজসী অচক্রে দ্যাবাক্ষামা মদতামিন্দ্র কর্মন্ ।
ত্বং বৃত্রমাশয়ানং সিরাসু মহো বজ্রেণ সিষ্বপো বরাহুম্ ॥১১॥

ইন্দ্র, যারা পরিক্রমণ করে না, (সর্বব্যাপক) তথা চক্রহীন সেই মহান্ লোকদ্বয় দ্যৌ ও পৃথিবী, এই কর্ম (অনুধাবন করে) তোমাকে অভিনন্দিত করেছিলেন, তুমি জলধারার উপরে শায়িত বৃত্রকে সবলে তোমার বজ্র দ্বারা নিদ্রাগত করেছিলে এবং বরাহ (শুষ্ণ)কেও ॥১১॥

টীকা— পাজসী—সায়ণকৃত অর্থ বলবান।

ত্বমিন্দ্র নর্যো যাং অবো নৃন্ তিষ্ঠা বাতস্য সুযুজো বহিষ্ঠান্ ।
যং তে কাব্য উশনা মন্দিনং দাদ্ বৃত্রহণং পার্যং ততক্ষ বজ্রম্ ॥১২॥

হে ইন্দ্র মানুষের কল্যাণকারি! তুমি মানুষের প্রতি সহায়তার জন্য বায়ুবেগ-সম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ বহনকারী, সুষ্ঠু যোজনীয় অশ্বে আরোহণ কর। কাব্য উশনা তোমাকে যে হর্ষোৎপাদক বজ্র দান করেছেন সেই বৃত্রহন্তা, (যুদ্ধ) নির্ণায়ক (বজ্র) তিনি নির্মাণ করেছেন ॥১২॥

ত্বং সূরো হরিতো রাময়ো নৃন্ ভরচ্চক্রমেতশো নায়মিন্দ্র ।
প্রাস্য পারং নবতিং নাব্যানামপি কর্তমবর্তয়োঽযজ্যূন্ ॥১৩॥

ইন্দ্র! তুমি মানুষের জন্য সূর্যের কপিল বর্ণ অশ্বীগুলিকে ক্ষান্তগতি করেছিলে, রথের চক্র ও এতশের ন্যায় বহন করেছিলে। উত্তরণযোগ্য নবতি নদীকূল (অতিক্রম করে) তীরদেশে যজ্ঞহীন (ব্যক্তিদের) ক্ষেপণ করে কর্তব্য সাধন করেছিলে ॥১৩॥

টীকা— হরিৎ অশ্ব—সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মি।
এতশ— একজন যজমান, যিনি ইন্দ্রের প্রতি সোমযাগ করে তাঁর কৃপা লাভ করেন। দ্বিতীয় এতশ— সূর্যের অশ্ব যা তাকে রাত্রিকালে পশ্চিম হতে পূর্বে বহন করে।

ত্বং নো অস্যা ইন্দ্র দুর্হণায়াঃ পাহি বজ্রিবো দুরিতাদভীকে ।
প্র নো বাজান্ রথ্যো অশ্ববুধ্যানিষে যন্ধি শ্রবসে সূনৃতায়ৈ ॥১৪॥

হে বজ্রধারি ইন্দ্র। আমাদের এই দুষ্ট বিরুদ্ধতা এবং সম্মুখযুদ্ধের বিপদ থেকে রক্ষা কর। আমাদের অশ্বমূলী রথ কর্তৃক বাহিত ধনরাশিস্বরূপ অন্ন, যশ এবং শোভন প্রিয় বাক্যাবলী দান কর ॥১৪॥

টীকা— অশ্ববুধ্য— অশ্বই যার ভিত্তি।

মা সা তে অস্মৎ সুমতির্বি দসদ্ বাজপ্রমহঃ সমিয়ো বরন্ত ।
আ নো ভজ মঘবন্ গোষ্বর্যো মংহিষ্ঠাস্তে সধমাদঃ স্যাম ॥১৫॥

হে ভূরি ধনের দাতা (ইন্দ্র)! আমাদের প্রতি তোমার সেই অনুগ্রহ যেন শুষ্ক না হয়, অন্ন (আমাদের) সম্পূর্ণভাবে আবৃত করুক। মঘবন্ (ধনপতি) ইন্দ্র, তুমি শত্রুদের গাভীগুলিকে আমাদের অভিমুখে প্রাপ্ত কর। আমরা যেন শ্রেষ্ঠ ধনশালী হয়ে তোমার আনন্দের সহচারী হতে পারি। ॥১৫॥

দ্বিতীয় অষ্টক

(সূক্ত-১২২)

বিশ্বদেবগণ দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৫।

প্র বঃ পান্তং রঘুমন্যবোঽন্ধো যজ্ঞং রুদ্রায় মীঢুষে ভরধ্বম্ ।
দিবো অস্তোষ্যসুরস্য বীরৈরিষুধ্যেব মরুতো রোদস্যোঃ ॥১॥

হে ক্ষিপ্রকর্মা উদ্যোগিগণ! ফলপ্রদাতা রুদ্রের জন্য তোমাদের পানীয়, অন্ন যজ্ঞ সবকিছু প্রস্তুত কর। আমি স্বর্গের অধিপতির বীরগণকে স্তুতি করেছি, শত্রু (নাশক) মরুৎগণকে দ্যাবা পৃথিবীর (মধ্যে বর্তমান অবস্থায় স্তুতি করেছি) ॥১॥

টীকা—সায়ণ-রঘুমন্যবঃ-লঘুক্রোধাঃ ঋত্বিকগণ। অসুর-অর্থে-দেব তাবা অধীশ্বর হতে পারে অন্ধ-অন্ন-ইষুধ্যাঃ। তীরের-লক্ষ্য-শত্রু।

পত্নীব পূর্বহূতিং বাবৃধধ্যা উষাসানক্তা পুরুধা বিদানে ।
স্তরীর্নাৎকং ব্যুতং বসানা সূর্যস্য শ্রিয়া সুদৃশী হিরণ্যৈঃ ॥২॥

প্রাতঃকালীন আবাহনকে সমৃদ্ধ করার জন্য পত্নীর ন্যায় উষা ও রাত্রি যাঁরা উভয়েই বহুবিধ (স্তোত্রের দ্বারা) বিজ্ঞাত, তাঁদের জন্য (এই স্তুতি) অথবা তাঁরা এখানে (আগমন করুন)। (একজন) বন্ধ্যা নারীর মত বিশেষভাবে আবরণে আচ্ছাদিত (অপরজন) সূর্যের স্বর্ণ বর্ণের ঐশ্বর্যকে (ধারণ করে) শোভনভাবে দৃশ্যমানা ।।২।।

টীকা— পূর্বহূতি- পূর্বকালে কৃত আহ্বান তথা প্রাতঃকালীন আহ্বান।

মমত্তু নঃ পরিজ্মা বসর্হা মমত্তু বাতো অপাং বৃষণ্বান্ ।
শিশীতমিন্দ্রাপর্বতা যুবং নস্তন্নো বিশ্বে বরিবস্যন্তু দেবাঃ ॥৩।।

যেন সর্বত্রগামী (সূর্য? বায়ু?) প্রত্যূষে উত্থিত হয়ে আমাদের সঞ্জীবিত করেন। যেন জলরাশির (পুত্র?) বায়ু বৃষ্টি-উৎপাদক হয়ে আমাদের আনন্দিত করেন।

হে ইন্দ্র এবং পর্বত(বজ্র?)! আমাদের তীক্ষ্ণতর কর। দেবগণ আমাদের জন্য প্রভূত বাসস্থান অথবা অন্ন দান করুন ।।৩।।

উত ত্যা মে যশসা শ্বেতনায়ৈ ব্যন্তা পান্তৌশিজো হুবধ্যৈ ।
প্র বো নপাতমপাং কৃণুধ্বং প্র মাতরা রাস্পিনস্যায়োঃ ॥৪।।।

উশিজ-পুত্র কক্ষীবান (আমি) এই যশস্বী, (হবিঃ) গ্রহণকারী, পানকারী, (দেব)দ্বয়ের প্রতি উজ্জ্বাসনের জন্য (প্রত্যূষকালে) আহ্বান করি। তোমরা (ঋত্বিকগণ) নিজেদের জন্য জলের সন্তান (অগ্নিকে) সম্মুখভাবে স্থাপন কর, শব্দকারীর উভয় মাতাকে দীর্ঘ জীবনের জন্য সম্মুখে স্থাপন কর ।।৪।।

টীকা— রাস্পিন-সায়ণকৃত অর্থ—স্তোত্রকারী অর্থাৎ স্তোতা অথবা প্রবহণশীল শব্দযুক্ত জলের ধারা।

আ বো রুবণ্যুমৌশিজো হুবধ্যৈ ঘোষেব শংসমর্জুনস্য নংশে ।
প্র বঃ পূষ্ণে দাবন আঁ অচ্ছা বোচেয় বসুতাতিমগ্নেঃ ॥৫।।

উশিজপুত্র কক্ষীবান আমি তোমাদের প্রতি আহ্বান করার জন্য উচ্চস্বরে স্তোত্র পাঠ করছি। যেমন ঘোষা তোমাদের প্রতি (নিজ) শ্বেতবর্ণ বিনাশের জন্য (করেছিলেন) অথবা—সেই শ্বেত (পদার্থের -সোমের?) প্রাপ্তি কালে যেমন করা হয়। পূষণকে (তাঁর) দান হেতু মুখ্যভাবে স্তুতি করি, অগ্নি-সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ জনেদের (স্তুতি করি) ।।৫।।

শ্রুতং মে মিত্রাবরুণা হবেমোত শ্রুতং সদনে বিশ্বতঃ সীম্ ।
শ্রোতু নঃ শ্রোতুরাতিঃ সুশ্রোতুঃ সুক্ষেত্রা [১]সিন্ধুরদ্ভিঃ ॥৬।।

হে মিত্র ও বরুণ! আমার এই সকল আহ্বান শ্রবণ কর। সব দিক থেকে (তোমাদের) আসনে তথা যজ্ঞগৃহে শ্রবণ কর। যিনি শ্রবণশক্তি, দান করেন, যিনি (নিজে) সম্যক শ্রবণ করেন আমাদের (স্তোত্র) শ্রবণ করুন। সিন্ধু (জল দেবতার?) জলভার দ্বারা উত্তম ক্ষেত্র (যেন সেচন করেন) ।।৬।।

১. সিন্ধু— জলাভিমানী দেব।

স্তুষে সা বাং বরুণ মিত্র রাতির্গবাং শতা পৃক্ষযামেষু পজ্রে ।
শ্রুতরথে প্রিয়রথে দধানাঃ সদ্যঃ পুষ্টিং নিরুন্ধানাসো অগ্মন্ ॥৭।।

মিত্র এবং বরুণ তোমাদের সেই দানের প্রশংসা করি। যা (কক্ষীবান) পজ্রকে শতসংখ্যক গাভী দিয়েছিল পৃক্ষযামের (অন্ন নিয়ন্ত্রণকারী স্তোত্রসমূহের) কারণে। শ্রুতরথ ও প্রিয়রথ নামে ঋত্বিক কবি) সেইগুলি রচনা করার পর তাৎক্ষণিক দান লাভে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন ।।৭।।

টীকা— সায়ণ—নিরুন্ধানাস:- (পুষ্টি) অবস্থাপন করেছিলেন।

অস্য স্তুষে মহিমঘস্য রাধঃ সচা সনেম নহুষঃ সুবীরাঃ ।
জনো যঃ পজ্রেভ্যো বাজিনীবানশ্বাবতো রথিনো মহ্যং সূরিঃ ॥৮।।

বিপুল ধন(দানকারীর) সম্পদ প্রশংসার যোগ্য; (আমরা) যেন মনুষ্যগণ একত্রে, উত্তম যোদ্ধা সমন্বয়ে নহুষের (ধন) প্রাপ্ত হতে পারি। যিনি দেব পজ্রবংশীয়দের জন্য অন্নসমৃদ্ধ অশ্ব দান করেন ।।৮।।

টীকা— Jamison—আমাকে অশ্ব ও রথযুক্ত ধন দান করেন (তিনি পুষ্টি) দানকারী।

জনো যো মিত্রাবরুণাবভিধ্রুগপো ন বাং সুনোত্যক্ষ্ণয়াধ্রুক্ ।
স্বয়ং স যক্ষ্মং হৃদয়ে নি ধত্ত আপ যদীং হোত্রাভির্ঋতাবা ॥৯।।

হে মিত্র ও বরুণ! যে ব্যক্তি বিরুদ্ধাচরণকারী, কুটিলভাবে বিরোধী, তোমাদের জন্য (সোমরস) জল নিষ্পেষণ করে না, সে নিজেই নিজ হৃদয়ে যক্ষ্মারোগকে স্থাপন করে। যখন সত্যন্বি ব্যক্তি হবি:র মাধ্যমে তাঁর ফল লাভ করেন। ।।৯।।

টীকা— Jamison— অভিধ্রুক্-মিথ্যাবাদী।

স ব্রাধতো নহুষো[1] দংসুজূতঃ শর্ধত্তরো নরাং গূর্তশ্রবাঃ ।
বিসৃষ্টরাতির্যাতি বাড়্হসৃত্বা বিশ্বাসু পৃৎসু সদমিচ্ছূরঃ ॥১০॥

তিনি অদ্ভুত (কর্ম) শক্তি (দ্বারা) অনুপ্রাণিত হয়ে অহংকারী নহুষ (রাজা?) অথবা মানুষের অপেক্ষাও অধিক বলবান হয়ে থাকেন এবং জনগণ তাঁর যশোগান করে থাকে অথবা তিনি ধন বিতরণ করেছেন এবং উৎসাহিত চিত্তে বিচরণ করেন। সকল যুদ্ধে সর্বদা বিজয়ী হন ॥১০॥

১. মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে (৭।৪১) অহংকারী রাজা নহুষের উল্লেখ আছে।
সায়ন বলেছেন-গূর্তশ্রবাঃ শব্দার্থ—উদ্গীর্ণ দীপ্তি অথবা অন্নের অধিপতিরূপে যিনি বিখ্যাত।

অধ গ্মন্তা নহুষো হবং সূরেঃ শ্রোতা রাজানো অমৃতস্য মন্দ্রাঃ ।
নভোজুবো যন্নিরবস্য রাধঃ প্রশস্তয়ে মহিনা রথবতে ॥১১॥

অনন্তর স্তোতা নহুষের (রাজার) অথবা মানুষের আবাহন শ্রবণ করে, হে অমৃতের রাজাদ্বয়, উৎফুল্ল (অবস্থায়) গমন কর। আকাশে গমনশীল (তোমরা) রথযুক্তের নির্গত রব (স্তোতার)সম্পদ মাহাত্ম্যের বশে প্রশংসার জন্য (কামনাকর) ॥১১॥

টীকা— সায়ন—নিরব=নির্গত উচ্চারিত শব্দ যার দ্বারা,—স্তোতা। অমৃতের রাজাদ্বয়—মিত্র ও বরুণ।

এতং শর্ধং ধাম যস্য সূরেরিত্যবোচন্ দশতয়স্য নংশে ।
দ্যুম্নানি যেষু বসুতাতী রারন্ বিশ্বে সন্বন্তু প্রভৃথেষু বাজম্ ॥১২॥

'যে স্তোতার (আমাদের প্রতি অনুগত) তাঁর বলকে প্রতিষ্ঠা করব'— এইরূপ(তাঁরা) বলেছিলেন দশাবয়ব (অনুষ্ঠান) প্রাপ্তিকালে। যে সকল সমুজ্জ্বল ধনরাশিতে দেবসংঘ প্রীত থাকেন, সেই সকল সম্পদ যজ্ঞকালে প্রদান কর। অথবা যুদ্ধকালে তাঁরা জয় করুন ॥১২॥

টীকা—দশাবয়ব... দশ যজ্ঞপাত্রস্থিত সোমরস।

মন্দামহে দশতয়স্য ধাসের্দ্বির্যৎ পঞ্চ বিভ্রতো যন্ত্যন্না ।
কিমিষ্টাশ্ব ইষ্টরশ্মিরেত ঈশানাসস্তরুষ ঋঞ্জতে নৄন্ ॥১৩॥

সোমরসের দশাবয়ব প্রবহণের কালে আমরা হর্ষ অনুভব করি, যখন দ্বি(গুণিত)[1] পঞ্চ (অঙ্গুলি?) অন্নধারণ করে গমন করে। অভিপ্রেত অশ্ব, অভিপ্রেত লাগাম (ইত্যাদির) অধিকারী এই সকল প্রভুগণ জয়ের ইচ্ছায় কি মানুষদের প্রতি স্থিরলক্ষ্যে গমন করছেন? ॥১৩॥

১. অশ্বমেধাদি যজ্ঞকালে সোমরসের সঙ্গে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, জল, শস্যকণা ইত্যাদি দশবিধ (দ্বিগুণিত পঞ্চ) দ্রব্য অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। টীকা দ্রষ্টব্য-H.H.Wilson এর অনুবাদ।

সায়ন—ইষ্টাশ্ব ও ইষ্ট রশ্মি রাজার নাম। এখানে সোমরস সবনের কথা বলা হয়েছে(?)

হিরণ্যকর্ণং মণিগ্রীবমর্ণস্তন্নো বিশ্বে বরিবস্যন্তু দেবাঃ ।
অর্যো গিরঃ সদ্য আ জগ্মুষীরোস্রাশ্চাকন্তূভয়েষ্বস্মে ॥১৪॥

সুবর্ণ (ভূষিত) কর্ণ ও মণি(ভূষিত) কণ্ঠ সমন্বিত সেই সুন্দর রূপযুক্তকে দেবগণ আমাদের প্রতি প্রদান করুন। যেন রক্তিম উষা এইক্ষণেই দীপ্তিময়ী স্তুতি অভিমুখে আগমন করে, (স্তোতা ও যজমানের) উভয়ের মধ্যে আনন্দ লাভ করেন ॥১৪॥

টীকা— Jamison—অর্ণ-অনুবাদ করেছেন 'বন্যা Griffith-সমুদ্র এবং বরিবস্যন্তু- অর্থ করেছেন (দেবগণ যেন) তাকে বিস্তৃততর করেন।

চত্বারো মা মশর্শারস্য শিশ্বস্ত্রয়ো রাজ্ঞ আয়বসস্য জিষ্ণোঃ ।
রথো বাং মিত্রাবরুণা দীর্ঘাপ্সাঃ স্যূমগভস্তিঃ সূরো নাদ্যৌৎ ॥১৫॥

রাজা মশর্শারের চার পুত্র এবং জয়শীল আয়বস রাজার তিন পুত্র আমার নিকট (এসেছে)। হে মিত্র ও বরুণ তোমার দীর্ঘ অগ্রভাগ যুক্ত রথ, যার বাহু সুখদায়ী—সূর্যের মতো শোভা পায় ॥১৫॥

টীকা— Jamison—স্যূমগভস্তি-বাহুদুটি নিয়ন্ত্রক রশ্মিযুক্ত।

(সূক্ত-১২৩)

উষা দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৩।

পৃথূ রথো দক্ষিণায়া অযোজ্যৈনং দেবাসো অমৃতাসো অস্থুঃ ।
কৃষ্ণাদুদস্থাদর্যা বিহায়াশ্চিকিৎসন্তী মানুষায় ক্ষয়ায় ॥১॥

রথ (ঋত্বিকগণের) দক্ষিণার জন্য সংযোজিত হয়েছে। অমৃতধর্মী দেবগণ এখানে আরূঢ়। অন্ধকার থেকে মহতী শক্তিময়ী পূজনীয়া উষা উদ্গতা হয়েছেন, মনুষ্যগণের বাসভূমির জন্য যত্নবতী হয়ে ॥১॥

টীকা—সায়ণ মনে করেন— দক্ষিণা শব্দটি উষারই বিশেষণ, অতএব উষার রথ।

পূর্বা বিশ্বস্মাদ্ ভুবনাদবোধি জয়ন্তী বাজং বৃহতী সনুত্রী।
উচ্চা ব্যখ্যদ্ যুবতিঃ পুনর্ভূরোষা অগন্ প্রথমা পূর্বহূতৌ ॥২॥

সমগ্র জগতের পূর্বে তিনি জাগ্রত হয়েছেন মহিমময়ী, জয়শীলা, (তিনি) সবার জন্য অন্নকে বিভাজন করেন, উর্ধ্বলোকে (তিনি) অবলোকন করেন, সেই যৌবনবতী পুনর্বার আবির্ভূতা হন, পূর্ব (কালীন) আহূতিতে অগ্রগণ্যা উষা আগমন করেছেন ॥২॥

যদদ্য ভাগং বিভজাসি নৃভ্য উষো দেবি মর্ত্যত্রা সুজাতে।
দেবো নো অত্র সবিতা দমূনা অনাগসো বোচতি সূর্যায় ॥৩॥

হে সুষ্ঠু জাতে দেবি উষস! যখন মনুষ্যগণের মধ্যে (উত্তম) নরগণের প্রতি আজ তুমি অংশ বিভাজন করছ, তখন এই স্থানে যেন সবিতৃদেব, গৃহপতি (আমাদের) নিরপরাধ হিসাবে সূর্যের নিকট জ্ঞাপন করেন ॥৩॥

গৃহংগৃহমহনা যাত্যচ্ছা দিবেদিবে অধি নামা দধানা।
সিষাসন্তী দ্যোতনা শশ্বদাগাদগ্রমগ্রমিদ্ ভজতে বসূনাম্ ॥৪॥

গৃহের পরে গৃহ অভিমুখে অহনা (উষা) গমন করেন প্রতিদিন অধিক প্রকাশ কিম্বা (নূতন) নাম ধারণ করেন। জয়াভিলাষিণী তথা (সম্পদ) বিভাজনাভিলাষিণী (তিনি) উদ্ভাসিত করেন। চিরদিন অভিমুখে আগমন করেছেন, সম্পদের অগ্রভাগ ভোগ করেন ॥৪॥

ভগস্য স্বসা বরুণস্য জামিরুষঃ সূনৃতে প্রথমা জরস্ব।
পশ্চা স দঘ্যা যো অঘস্য ধাতা জয়েম তং দক্ষিণয়া রথেন ॥৫॥

হে শোভন বাক্যযুক্তা,/সুষ্ঠু নেত্রি! ভগ (আদিত্যের) ভগ্নী, বরুণের ভগিনীস্থানীয়া, উষস্ প্রথম বোধিত হও। তৎপরে সেই পাপের বিধায়ক যেন গমন করে, আমরা যেন সহায়ক রথের সাহায্যে তাকে জয় করি ॥৫॥

উদীরতাং সূনৃতা উৎ পুরন্ধীরুদগ্নয়ঃ শুশুচানাসো অস্থুঃ।
স্পার্হা বসূনি তমসাপগূহ্লাবিষ্কৃণ্বন্ত্যুষসো বিভাতীঃ ॥৬॥

হে শোভন বাক্ময়ি! তুমি উদ্গত হও। প্রভূত প্রজ্ঞা উন্মেষিত হোক। অত্যন্ত দীপ্তিমান হয়ে অগ্নিসমূহ প্রকৃষ্ট জ্বলে উঠুক। কাম্য সম্পদসকল অন্ধকারে আবৃত (ছিল)। উদ্ভাসিতা উষসসমূহ (তাদের) প্রকাশ করছেন ॥৬॥

অপান্যদেত্যভ্যন্যদেতি বিষুরূপে অহনী সং চরেতে।
পরিক্ষিতোস্তমো অন্যা গুহাকরদ্যৌদুষাঃ শোশুচতা রথেন ॥৭॥

একজন গমন করেন, অন্যেরা আগমন করেন। বিষম (সুস্পষ্ট) রূপে দিবসের উভয় (অর্ধ) যথাক্রমে বিচরণ করেন। সবদিকে পরিভ্রমণ করতে করতে একজন অন্ধকারে গোপন (রেখে) আবৃত করেন; উষা প্রভাময় রথের দ্বারা উদ্ভাসন করেন ॥৭॥

টীকা— দিবসের অর্ধ—দিন ও রাত্রি।

সদৃশীরদ্য সদৃশীরিদু শ্বো দীর্ঘং সচন্তে বরুণস্য ধাম।
অনবদ্যাস্ত্রিংশতং যোজনান্যেকৈকা ক্রতুং পরি যন্তি সদ্যঃ ॥৮॥

আজ সমানরূপা, আগামী দিনেও সমানরূপা, (উষাসমূহ) বরুণের দীর্ঘস্থিত নীতি অথবা স্থান অনুসরণ করেন। অনিন্দিতা তাঁরা এক-একজন ত্রিংশতি যোজন (ব্যাপী চক্র) (মাসের ত্রিশ দিন?) নিজ কর্ম (সাধন করতে করতে) তৎক্ষণে পরিভ্রমণ করেন। ॥৮॥

টীকা—সায়ণ বলেন, যেখানে যেখানে উষার আলো যায়, ত্রিশ যোজন সেই পরিমিত স্থান আলোকিত হয় এবং 'বরুণ' শব্দটির তিনি অর্থ করেছেন সূর্য।

জানত্যহ্নঃ প্রথমস্য নাম শুক্রা কৃষ্ণাদজনিষ্ট শ্বিতীচী।
ঋতস্য যোষা ন মিনাতি ধামাহরহর্নিষ্কৃতমাচরন্তী ॥৯॥

প্রথম দিবসের আগমন অথবা নাম জ্ঞাত হয়ে সেই সমুজ্জ্বলা, শুভ্ররূপা জাত হয়েছিলেন কৃষ্ণবর্ণ(তমঃ) হতে, সেই (উষা) স্ত্রী ঋতের তেজ কিম্বা স্থানসমূহের ব্যতিক্রম করেন না, প্রতিদিনই নির্দিষ্ট স্থানে গমন করেন ॥৯॥

টীকা— সায়ণ—ঋত-সূর্য। Jamison— যোষা নিষ্কৃতমাচরন্তী= যেমন কোন নারী। প্রত্যহ সংকেতিত (মিলন) স্থানে উপস্থিত হয়।

কন্যেব তন্বা শাশদানাঁ এষি দেবি দেবমিয়ক্ষমাণম্ ।
সংস্ময়মানা যুবতিঃ পুরস্তাদাবির্বক্ষাংসি কৃণুষে বিভাতী ॥১০॥

(নিজ) শরীরে আমোদিতা কিশোরীর মত হে দেবি (উষা), প্রতীক্ষারত দেবতার (সূর্যের) অভিমুখে আগমন কর। হাস্যময়ী যৌবনময়ী আলোকময়ী তুমি পূর্ব ভাগে তোমার বক্ষদেশ উন্মোচিত কর ॥১০॥

সুসংকাশা মাতৃমৃষ্টেব যোষাবিস্তন্বং কৃণুষে দৃশে কম্ ।
ভদ্রা ত্বমুষো বিতরং ব্যুচ্ছ ন তৎ তে অন্যা উষসো নশন্ত ॥১১॥

শোভনদর্শনা জননীর দ্বারা প্রশিক্ষিতা তুমি নিজের দেহ দর্শনের জন্য প্রকট কর। হে মঙ্গলময়ি উষস্! বিস্তৃতভাবে বিশেষ উদ্ভাসিত হও। অন্যান্য উষাসকল সেই (প্রকাশ) ব্যাপ্ত করবেন না ॥১১॥

অশ্বাবতীর্গোমতীর্বিশ্ববারা যতমানা রশ্মিভিঃ সূর্যস্য ।
পরা চ যন্তি পুনরা চ যন্তি ভদ্রা নাম বহমানা উষাসঃ ॥১২॥

উষাসমূহ অশ্ব, গো ও সকল কাম্য সম্পদের অধিকারিণী। তাঁরা সূর্যের কিরণজালের সঙ্গে সমান প্রচেষ্টায় (আলোকিত করেন)। তাঁরা গমন করেন আবার অভিমুখে আগমন করেন উষাসকল—এই শুভ নাম ধারণ করেন ॥১২॥

ঋতস্য[১] রশ্মিমনুযচ্ছমানা ভদ্রংভদ্রং ক্রতুমস্মাসু ধেহি ।
উষো নো অদ্য সুহবা ব্যুচ্ছাস্মাসু রায়ো মঘবৎসু চ স্যুঃ ॥১৩॥

ঋত তথা সত্যের নিয়ন্ত্রণকে অনুসরণ করতে করতে, হে উষস্, আমাদের জন্য উত্তরোত্তর কল্যাণকর সম্পদ স্থাপন কর। হে সুষ্ঠু আহবনীয়া, আজ আমাদের জন্য উদ্ভাসিতা হও। আমাদের এবং আমাদের ধনবান (যজমানগণের) জন্য যেন সম্পদ সম্ভাবিত হয় ॥১৩॥

১. এখানে ঋত অর্থে- সূর্য।

(সূক্ত-১২৪)

উষা দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৩।

উষা উচ্ছন্তী সমিধানে অগ্না উদ্যন্‌ৎসূর্য উর্বিয়া জ্যোতিরশ্রেৎ ।
দেবো নো অত্র সবিতা ন্বর্থং প্রাসাবীদ্ দ্বিপৎ প্র চতুষ্পদিত্যৈ ॥১॥

যখন সমিৎ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হচ্ছেন তখন উষা প্রকটমানা, উদীয়মান সূর্য বিস্তারিতভাবে নিজের আলো প্রকাশিত করছেন। সবিতৃদেব এইস্থানে যথাযথভাবে আমাদের দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীকুলকে স্ব স্ব কর্মে প্রেরণ করেছিলেন ॥১॥

অমিনতী দৈব্যানি ব্রতানি প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি ।
ঈয়ুষীণামুপমা শশ্বতীনামায়তীনাং প্রথমোষা ব্যদ্যৌৎ ॥২॥

দেবতা নির্দিষ্ট বিধিসকলকে অমান্য না করে, মানবের (জীবৎ) কালকে ক্ষয় করতে করতে, অতীত কালের চিরন্তনী (যে উষাগণ) চলে গেছেন, (তাঁদের) সদৃশ আগামী (উষাগণের) প্রথমা উষা বিশেষভাবে আলোকিত করেছেন ॥২॥

এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি জ্যোতির্বসানা সমনা পুরস্তাৎ ।
ঋতস্য পন্থামন্বেতি সাধু প্রজানতীব ন দিশো মিনাতি ॥৩॥

স্বর্গের এই কন্যা বিপরীতে আগমন করেছেন। পূর্বদিকে দীপ্তির বসন ধারণ করে, (অন্যদের মত) একই আচরণ করে থাকেন। তিনি ঋজুভাবে সত্যের পথ অনুসরণ করে থাকেন। (পথের বিষয়ে) প্রকৃষ্ট জ্ঞানবতী, তাই দিকসমূহ বিষয়ে ভ্রান্তি থাকে না ॥৩॥

উপো অদর্শি শুন্ধ্যুবো[১] ন বক্ষো নোধা ইবাবিরকৃত প্রিয়াণি ।
অদ্মসন্ন সসতো বোধয়ন্তী শশ্বত্তমাগাৎ পুনরেয়ুষীণাম্ ॥৪॥

উষা সমীপে দৃষ্টা হয়েছিলেন (শ্বেতবর্ণ) শুন্ধ্যু পক্ষীর বক্ষের ন্যায়, নোধার (স্তোতৃবিঃ) (অথবা ঋষিবিঃ) ন্যায় প্রিয় (স্তুতি) সকল প্রকাশ করেছিলেন। নিদ্রিতগণকে জাগরিত করতে করতে যেন মক্ষিকার ন্যায়, পুনরায় এখানে আগমন করেছেন, বারংবার আগতাদের শেষতমার মত ॥৪॥

১. শুন্ধ্যুবঃ— নিরুক্ত গ্রন্থে (৪।১৬) শুন্ধ্যুবঃ অর্থে জল বোঝানো হয়েছে। এখানে সূর্যের প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

টীকা— শুন্ধ্যু- জলচর শ্বেত পাখী (সারস?)

পূর্বে অর্ধে রজসো অপ্ত্যস্য গবাং জনিত্র্যকৃত প্র কেতুম্ ।
ব্যু প্রথতে বিতরং বরীয় ওভা পৃণন্তী পিত্রোরুপস্থা ॥৫॥

বিস্তৃত অন্তরিক্ষলোকের পূর্বার্ধে রশ্মি জালের সৃজনকর্ত্রী তাঁর পতাকা (শোভিত) করেছেন। তিনি ব্যাপকতরভাবে দূরতর স্থানে বিস্তৃত হতে থাকেন তাঁর পিতামাতা উভয়ের ক্রোড়দেশ পরিপূর্ণ করতে করতে ॥৫॥

টীকা— অপ্ত্যস্য- যেখানে উড়ে যাওয়া যায় না-Jamison.

এবেদেষা পুরুতমা দৃশে কং নাজামিং ন পরি বৃণক্তি জামিম্ ।
অরেপসা তন্বা শাশদানা নার্ভাদীষতে ন মহো বিভাতী ॥৬॥

এইভাবে এই অতিবিস্তৃতা (বহুজনের শেষতমা) (উষা) দর্শনযোগ্যা। তিনি আত্মীয়-অনাত্মীয় কাউকেই পরিবর্জন করেন না। নির্মল তনুর দ্বারা হৃষ্টা তিনি জ্যোতি বিকিরণ করেন, ক্ষুদ্র বৃহৎ কারও নিকট থেকেই অপসরণ করেন না ॥৬॥

অভ্রাতেব পুংস এতি প্রতীচী [১]গর্তারুগিব সনয়ে ধনানাম্ ।
জায়েব পত্য উশতী সুবাসা উষা হস্রেব নি রিণীতে অপ্সঃ ॥৭॥

ভ্রাতৃহীনা (রমণীর) ন্যায় (তিনি) পুরুষের প্রতি গমন করেন, যেমন ধনলাভের জন্য কেউ রথের আসনে অথবা উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করে। যেমন সুন্দরবসনা পত্নী পতির জন্য কামনা করে, তেমন হাস্যমুখী উষা সকল জগৎকে বিশেষভাবে প্রকাশ করেন। ॥৭॥

১. গর্ত অর্থে বাসস্থান। নিরুক্তকার বলেছেন (৩।৪।৩)– "গর্ত ইতি গৃহনাম, কৃদরো গর্তঃ"। অথবা লাস্যময়ী উষা নিজ বক্ষকে প্রকাশ করেন-Jamison.

স্বসা স্বস্রে জ্যায়স্যৈ যোনিমারৈগপৈত্যস্যাঃ প্রতিচক্ষ্যেব ।
ব্যুচ্ছন্তী রশ্মিভিঃ সূর্যস্যাঞ্জ্যঙ্ক্তে সমনগা ইব ব্রাঃ ॥৮॥

(এক) ভগিনী তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জন্য (নিজ) জন্ম স্থান ত্যাগ করেছেন। (তিনি) এই কথা তাঁকে জ্ঞাত হতে দিয়ে, ইহার (নিকট) হতে বিপরীত গমন করছেন। সূর্যের আলোকচ্ছটা দ্বারা প্রকাশ হতে হতে তিনি নিজেকে প্রলিপ্ত করেন। তেজ: ব্যাপ্ত করেন বিদ্যুতের মত। ॥৮॥

টীকা— Jamison— অঞ্জি অভক্তে... ইত্যাদির অর্থ তিনি নিজের শরীরে প্রলেপন লিপ্ত করেন। সভায় গমনেচ্ছু (নারীর) মত।

আসাং পূর্বাসামহসু স্বসৃণামপরা পূর্বামভ্যেতি পশ্চাৎ ।
তাঃ প্রত্নবন্নব্যসীর্নূনমস্মে রেবদুচ্ছন্তু সুদিনা উষাসঃ ॥৯॥

পূর্বতনী ভগিনীদের অন্যতমা তথা নব্যতরা প্রতিদিন পশ্চাৎ দিক্ থেকে পূর্বতনীর প্রতি অগ্রসর হয়ে থাকেন; সেই আগামী শোভন-দিনের উষাগণ পুরাতন কালের মত আমাদের প্রতি অবশ্যই ঐশ্বর্যের সঙ্গে প্রকাশিত হবেন ॥৯॥

প্র বোধয়োষঃ পৃণতো মঘোন্যবুধ্যমানাঃ পণয়ঃ সসন্তু ।
রেবদুচ্ছ মঘবদ্ভ্যো মঘোনি রেবৎ স্তোত্রে সূনৃতে জারয়ন্তী ॥১০॥

হে ধনবতি উষস্। (হবি)র্দানকারী (যজমান) গণকে জাগরিত কর। জাগরণহীন হয়ে থাকতে থাকতে পণিগণ যেন নিদ্রিত থাকে। হে ধনবতি! ধনবানদের জন্য সাড়ম্বরে প্রকাশিত হও; হে সুষ্ঠু নেত্রি তথা সুবাক্যের অধিকারিণি, স্তোতৃগণকেও সাড়ম্বরে (তাদের) জাগ্রত কর ॥১০॥

অবেয়মশ্বৈদ্ যুবতিঃ পুরস্তাদ্ যুঙ্ক্তে গবামরুণানামনীকম্ ।
বি নূনমুচ্ছাদসতি প্র কেতুর্গৃহংগৃহমুপ তিষ্ঠাতে অগ্নিঃ ॥১১॥

এই তরুণী (উষা) পূর্বদিক হতে উদ্ভাসিত হয়ে থাকেন। লোহিতবর্ণ গাভীদের (রশ্মিদের) সমূহকে সম্মুখভাবে যোজনা করেন। ইদানীং তিনি অবশ্যই উদ্ভাসিত হবেন, তাঁর ধ্বজ অন্ধকার না থাকায় (শোভিত হবে), অগ্নি গৃহ হতে গৃহে প্রদীপ্ত হবেন ॥১১॥

উৎ তে বয়শ্চিদ্ বসতেরপপ্তন্ নরশ্চ যে পিতুভাজো ব্যুষ্টৌ ।
অমা সতে বহসি ভূরি বামমুষো দেবি দাশুষে মর্ত্যায় ॥১২॥

তোমার আলোক-স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে পাখীরা তাদের আবাস ছেড়ে উর্ধ্বে উড়েছে। অন্নার্থী মানুষেরাও (আবাস থেকে বার হয়েছেন)। গৃহে বাসকারীর (অগ্নির?) প্রতি এবং (হবিঃ) দাতার প্রতি দেবি উষা তুমি প্রচুর ধন বহন কর ॥১২॥

অস্তোঢ্বং স্তোম্যা ব্রহ্মণা মে ঽবীবৃধধ্বমুশতীরুষাসঃ ।
যুষ্মাকং দেবীরবসা সনেম সহস্রিণং চ শতিনং চ বাজম্ ॥১৩॥

স্তুতিযোগ্য তোমরা আমার স্তোত্র দ্বারা প্রশংসিত হয়েছ। হে উষাগণ! আগ্রহান্বিতা তোমরা সমৃদ্ধি লাভ করেছ। দেবিগণ তোমাদের সহায়তায় আমরা যেন সহস্র-সংখ্যক, শত সংখ্যক ধন লাভ করি ॥১৩॥

(সূক্ত-১২৫)

দান দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৭।

প্রাতা রত্নং প্রাতরিত্বা দধাতি তং চিকিত্বান্ প্রতিগৃহ্যা নি ধত্তে ।
তেন প্রজাং বর্ধয়মান আয়ূ রায়স্পোষেণ সচতে সুবীরঃ ॥১॥

(কক্ষীবান্ উবাচ) প্রাতঃকালে (রাজা) প্রত্যুষেই সমাগত হয়ে ধনসম্পদ (যজ্ঞদক্ষিণা) নির্দিষ্ট করেন। সেই সকলকে চেতনাবান্ ব্যক্তি (যজমান) স্বীকার করে নিজেই গ্রহণ করেন। (প্রদত্ত) সেই (ধনের) সহযোগে সন্তানদের ও নিজের জীবনের সমৃদ্ধি সাধন করে উত্তম বীরগণসহ ধনের পুনঃ পুন বৃদ্ধি লাভ করেন ॥১॥

সুগুরসৎ সুহিরণ্যঃ স্বশ্বো বৃহদস্মৈ বয় ইন্দ্রো দধাতি
যস্ত্বায়ন্তং বসুনা প্রাতরিত্বো মুক্ষীজয়েব পদিমুৎসিনাতি ॥২॥

তিনি (রাজা স্বনয় উবাচ) যেন উত্তম গাভী, উত্তম সুবর্ণ উত্তম অশ্ব লাভ করেন। তাঁর জন্য ইন্দ্র প্রভূত অন্ন তথা তেজ দান করুন; যিনি, হে প্রাতঃকালে আগত তোমাকে, পথিককে, ধনাদি দ্বারা অবরুদ্ধ করেছেন যেমন বন্ধনরজ্জু দ্বারা গমনেচ্ছু (মৃগাদিকে) করা হয় ॥২॥

টীকা— সায়ণ—পদি-পথিক-গমনকারী। মুক্ষীজা মৃগপাখী ইত্যাদির জন্য পাশ।

আয়মদ্য সুকৃতং প্রাতরিচ্ছন্নিষ্টেঃ পুত্রং বসুমতা রথেন ।
অংশোঃ সুতং পায়য় মৎসরস্য ক্ষয়দ্বীরং বর্ধয় সূনৃতাভিঃ ॥৩॥

(কক্ষীবান) আজ প্রত্যুষে আমি শোভন (যজ্ঞ) কারীকে, যজ্ঞের পুত্র তথা উত্তমব্রাতাকে (প্রাপ্ত হবার) ইচ্ছায় সম্পদপূর্ণ রথ-সহ উপস্থিত হয়েছি। মাদক লতার (সোমের) নিষ্পেষিত (রস) (ইন্দ্রকে তথা নিজেকে) পান করাও। বীরগণের অধিপতিকে শোভনবাক্য অথবা সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধ কর ॥৩॥

উপ ক্ষরন্তি সিন্ধবো ময়োভুব ঈজানং চ যক্ষ্যমাণং চ ধেনবঃ ।
পৃণন্তং চ পপুরিং চ শ্রবস্যবো ঘৃতস্য ধারা উপ যন্তি বিশ্বতঃ ॥৪॥

সুখের উৎসস্বরূপ নদীগুলি, (দুগ্ধদায়িনী) গাভীকুল সেই যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর প্রতি এবং যিনি ভাবী যজ্ঞানুষ্ঠাতা (তাঁর প্রতিও) প্রবাহিত হয়। যশ কিম্বা অন্ন সমৃদ্ধির কারণরূপী ঘৃতের প্রবাহ সকলদিকে তাঁর উদ্দেশেও উপস্থিত হয়, যিনি (অভীষ্ট) দান করেছেন এবং দান করায় রত আছেন ॥৪॥

নাকস্য পৃষ্ঠে অধি তিষ্ঠতি শ্রিতো যঃ পৃণাতি স হ দেবেষু গচ্ছতি ।
তস্মা আপো ঘৃতমর্ষন্তি সিন্ধবস্তস্মা ইয়ং দক্ষিণা পিন্বতে সদা ॥৫॥

দ্যুলোকের উপরিভাগে তিনি দৃঢ় ভাবে স্থিত, যিনি (দানের মাধ্যমে) প্রীত করেন, তিনি দেবগণের মধ্যে গমন করেন। তাঁর প্রতি প্রবাহিত জলধারা ঘৃত (সারভূততেজ) বহন করে। তাঁর জন্য এই দক্ষিণাতে (প্রাপ্ত) (ভূমি তথা গাভী) সর্বদা তৃপ্ত করে ॥৫॥

দক্ষিণাবতামিদিমানি চিত্রা দক্ষিণাবতাং দিবি সূর্যাসঃ ।
দক্ষিণাবন্তো অমৃতং ভজন্তে দক্ষিণাবন্তঃ প্র তিরন্ত আয়ুঃ ॥৬॥

যাঁরা দক্ষিণা দান করেন, কেবল তাঁদের জন্যই এই সকল বিচিত্র (সম্পদ); যাঁরা দক্ষিণা দান করেন তাঁদের জন্য আকাশে সূর্য সকল (উদিত হয়); যাঁরা দক্ষিণা দান করেন তাঁরা অমরত্বের অংশভাগী; যাঁরা দক্ষিণা দান করেন তাঁদের জীবন দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে ॥৬॥

মা পৃণন্তো দুরিতমেন আরন্ মা জারিষুঃ সূরয়ঃ সুব্রতাসঃ ।
অন্যস্তেষাং পরিধিরস্তু কশ্চিদপৃণন্তমভি সং যন্তু শোকাঃ ॥৭॥

যাঁরা দান করেন তাঁদের যেন দুঃখ বা হিংসা ভোগ না করতে হয়, শোভন কর্মকারিগণ, (স্তোতাগণ) যেন বার্ধক্যগ্রস্ত না হন, তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র আশ্রয়স্থল যেন থাকে, কিন্তু যাঁরা (দান দ্বারা) প্রীত করেন না তাঁদের উদ্দেশে দুঃখ উপস্থিত হোক ॥৭॥

(সূক্ত-১২৬)

১-৫ ঋক্,কক্ষীবান্ ঋষি,রাজা ভাবয়বোর উপলক্ষে। ৬ ঋক্,উক্ত রাজা ঋষি,তাঁর স্ত্রী লোমশার উপলক্ষে। ৭ঋক্,লোমশা ঋষি,তাঁর স্বামীর উপলক্ষে। ত্রিষ্টুপ্,অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৭।

অমন্দান্ স্তোমান্ প্র ভরে মনীষা সিন্ধাবধি ক্ষিয়তো ভাব্যস্য ।
যো মে সহস্রমমিমীত সবানতূর্তো রাজা শ্রব ইচ্ছমানঃ ॥১॥

অকার্যকর নয় এমন স্তোত্রসকলই আমি ধীর সাহায্যে সিন্ধু (দেশ অথবা তীর)-নিবাসী ভাব্য (স্বনয়) রাজার জন্য উত্তমভাবে সম্পাদন করি। যশের অভিলাষী অপরাজেয় রাজা আমার জন্য সহস্র (সোম) সবন নির্মাণ করেছেন ।।১।।

টীকা— পূর্ব সূক্তের রাজা স্বনয়কেই ভাব্য বলা হচ্ছে।

শতং রাজ্ঞো নাধমানস্য নিষ্কাঞ্ছতমশ্বান্ প্রযতান্ ৎসদ্য আদম্ ।
শতং কক্ষীবাঁ অসুরস্য গোনাং দিবি শ্রবোঽজরমা ততান ॥২।।

(যশের) আকাঙ্ক্ষায় রত সেই রাজার (প্রদত্ত) শতসংখ্যক আভরণ বা স্বর্ণখণ্ড এবং শতসংখ্যক অশ্ব প্রদান ক্ষণেই আমি কক্ষীবান গ্রহণ করেছি, সেই রাজার শতসংখ্যক গাভীও (নিয়েছি)। (এখন) তাঁর অক্ষয় কীর্তিকথা দ্যুলোকে বিস্তৃত হয়েছে ।।২।।

উপ মা শ্যাবাঃ স্বনয়েন দত্তা বধূমন্তো দশ রথাসো অস্থুঃ ।
ষষ্টিঃ সহস্রমনু গব্যমাগাৎ সনৎ কক্ষীবাঁ অভিপিত্বে অহ্নাম্ ॥৩।।

স্বনয়-প্রদত্ত পিঙ্গল বর্ণের অশ্বগুলি এবং নারীসমন্বিত দশটি রথ আমার কাছে সমুপস্থিত হয়েছে, এক সহস্র (এবং আরও) ষাটটি গাভী (তাদের) অনুগমন করেছে। কক্ষীবান (আমি) দিবসের এই সন্নিহিত সময়ে (সন্ধ্যায়) এই সকল গ্রহণ করছি ।।৩।।

টীকা— নারী—দাসী বা উপহাররূপিণী নারী।

চত্বারিংশদ্ দশরথস্য শোণাঃ সহস্রস্যাগ্রে শ্রেণিং নয়ন্তি ।
মদচ্যুতঃ কৃশনাবতো অত্যান্ কক্ষীবন্ত উদমৃক্ষন্ত পজ্রাঃ ॥৪।।

চত্বারিংশ সংখ্যক লোহিত বর্ণের (অশ্ব) দশ সংখ্যক রথে যুক্ত হয়ে সহস্র গাভীর শ্রেণীর অগ্রগমন করছে; কক্ষীবানগণ (অঙ্গিরসপুত্রগণ), পজ্র বংশীয়গণ আনন্দদায়ক (উত্তেজনাকারী) অলংকার শোভিত দ্রুতগামী অশ্বগুলিকে মার্জনা করছেন ।।৪।।

পূর্বামনু প্রয়তিমা দদে বস্ত্রীন্ যুক্তাঁ অষ্টাবরিধায়সো গাঃ ।
সুবন্ধবো যে বিশ্যা ইব ব্রা অনস্বন্তঃ শ্রব ঐষন্ত পজ্রাঃ ॥৫।।

পূর্বকৃত দানের অনুসরণে তোমাদের জন্য আমি গ্রহণ করেছি। তিনটি এবং আটটি (অশ্ব) সংযোজিত (রথ) এবং শত্রুদের ধারণযোগ্য/শত্রুদের লেহণকারী (অসংখ্য) গাভী। হে পজ্রবংশীয়গণ, যশোলাভের ইচ্ছায় শোভন মিত্রসংবলিত বংশ হতে জাত (তোমরা) এই সকল শকট প্রাপ্ত হয়ে (নিজ নিজ) বংশের উপযোগ অনুসারে কন্যা অন্বেষণ কর ।।৫।।

আগধিতা পরিগধিতা যা কশীকেব জঙ্গহে ।
দদাতি মহ্যং যাদুরী যাশূনাং ভোজ্যা শতা ॥৬।।

(ভাবয়বৎ উবাচ) সম্ভোগের উপযুক্তা এই যে নারী সম্যকভাবে গৃহীতা এবং সর্বদিকে (অন্তর বাহিরে) গৃহীতা হয়ে বশীকার (স্ত্রী-নকুলের) মত (পরস্পর) সংলগ্ন হয়ে থাকে, (সে) আমাকে শতসংখ্যক সম্ভোগ দান করে ।।৬।।

উপোপ মে পরা মৃশ মা মে দভ্রাণি মন্যথাঃ ।
সর্বাহমস্মি রোমশা গন্ধারীণামিবাবিকা ॥৭।।

(রোমশা) নিকটে উপস্থিত হয়ে আমাকে সম্যক স্পর্শ কর। আমার (অঙ্গকভাবে সকল) স্বল্প মনে কর না। আমি গন্ধার দেশী মেষের ন্যায় রোমশালিনী ।।৭।।

অনুবাক-১৯

(সূক্ত-১২৭)

অগ্নি দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১১।

অগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসুং সূনুং সহসো জাতবেদসং বিপ্রং ন জাতবেদসম্ ।
য উর্ধ্বয়া স্বধ্বরো দেবো দেবাচ্যা কৃপা ।
ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনু বষ্টি শোচিষা ঽঽজুহ্বানস্য সর্পিষঃ ॥১।।

অগ্নিকে বিবেচনা করি হোতৃরূপে, (বর)দানকারী, মঙ্গলময়, বলের পুত্র, জাতবেদস, ঋষির ন্যায় জাতপ্রজ্ঞরূপে। যিনি শোভন যজ্ঞের দেবতা, উন্নত আকৃতিতে তিনি দেবতাগণের অভিমুখী থাকেন, তিনি চতুর্দিকে আহূত হতে হতে প্রবাহিত ঘৃতের বিশেষভাবে দীপ্যমান অবস্থাকে স্বয়ং শিখার দ্বারা কামনা করেন ।।১।।

যজিষ্ঠং ত্বা যজমানা হুবেম জ্যেষ্ঠমঙ্গিরসাং বিপ্র মন্মভির্বিপ্রেভিঃ শুক্র মন্মভিঃ ।
পরিজ্মানমিব দ্যাং হোতারং চর্ষণীনাম্ ।
শোচিষ্কেশং বৃষণং যমিমা বিশঃ প্রাবন্তু জূতয়ে বিশঃ ॥২॥

আমরা যজমানগণ তোমাকে, শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তাকে আহ্বান করি। হে অঙ্গিরসগণের মধ্যে প্রাচীনতম, মেধাবিন্! মননসাধক (এ মন্ত্রসকল) দ্বারা, হে উজ্জ্বল, (তোমাকে আহ্বান করি) ঋত্বিকগণের মাধ্যমে মন্ত্রসকল দ্বারা। সর্বত্র আবেষ্টিত দ্যুলোকের ন্যায়, মনুষ্যগণের হোতৃস্বরূপ শিখা(রূপ) কেশযুক্ত (তথা) বর্ষণকারী যে তোমাকে এইসব জনগোষ্ঠী প্রকৃষ্টভাবে প্রীত করে, এই জনগণ ত্বরাগতির জন্য (যেন প্রীত করতে পারে) ॥২॥

স হি পুরু চিদোজসা বিরুক্মতা দীদ্যানো ভবতি দ্রুহংতরঃ পরশুর্ন দ্রুহংতরঃ ।
বীলু চিদ্ যস্য সমৃতৌ শ্রুবদ্ বনেব যৎ স্থিরম্ ।
নিঃষহমাণো যমতে নায়তে ধন্বাসহা নায়তে ॥৩॥

যেহেতু তিনি তাঁর সমুজ্জ্বল শক্তি দ্বারা অত্যন্ত দীপ্যমান অবস্থায় বিরোধককে উত্তীর্ণ করে থাকেন—বিরোধ অতিক্রম করেন, যেমন কোন কুঠার দৃঢ়ভাবে বৃক্ষাদিকে আঘাতকারী—যাঁর সংঘর্ষে স্থির (বস্তুও) বিধ্বস্ত হয় এবং যা কিছু আছে যেমন বৃক্ষাদি (নষ্ট হয়); জয় করতে উদ্যত হয়ে তিনি নিজ স্থান নিয়ন্ত্রণ করেন, অবিচল থাকেন, কোন দক্ষ ধানুকীর (আক্রমণ) দ্বারাও তিনি বিচলিত হন না ॥৩॥

দৃল্হা চিদস্মা অনু দুর্যথা বিদে তেজিষ্ঠাভিররণিভির্দাষ্ঠ্যবসে ঽগ্নয়ে দাষ্ঠ্যবসে ।
প্র যঃ পুরূণি গাহতে তক্ষদ্ বনেব শোচিষা ।
স্থিরা চিদন্না নি রিণাত্যোজসা নি স্থিরাণি চিদোজসা ॥৪॥

ইঁহার প্রতি স্থির বস্তুসকলও আনুকূল্য করে, যেমন জ্ঞাত হয় (যজমান) অত্যুত্তপ্ত সমিধ কাষ্ঠের দ্বারা পরিচর্যা করেন রক্ষণের জন্য, অগ্নিকে পরিচর্যা করেন রক্ষণের জন্য। যিনি বহু (বিনাশের) মধ্যে প্রবেশ করে (উজ্জ্বল) শিখার দ্বারা বৃক্ষাদির মত নাশ করেন। কঠিন হলেও অন্ন প্রভৃতিকে তেজ দ্বারা দ্রবীভূত করেন, এমন কি কঠিন (দ্রব্যকেও) তেজ দ্বারা (দ্রবীভূত করেন) ॥৪॥

তমস্য পৃক্ষমুপরাসু ধীমহি নক্তং যঃ সুদর্শতরো দিবাতরাদপ্রায়ুষে দিবাতরাৎ ।
আদস্যায়ুর্গ্রভণবদ্ বীলু শর্ম ন সূনবে ।
ভক্তমভক্তমবো ব্যন্তো অজরা অগ্নয়ো ব্যন্তো অজরাঃ ॥৫॥

এঁর শক্তির এই বিবর্ধক ক্ষমতা আমরা পরবর্তী (কালে) লাভ করি, যিনি রাত্রিকালে দিবাভাগ অপেক্ষা অধিকতর দর্শনীয়, দিবাভাগে পরিভ্রমণকারী অপেক্ষা অধিক (সুদৃশ্য) সেই মানুষের জন্য যাঁর আয়ুষ্কাল (এখনও) বর্ধিত নয়। কারণ তাঁর (অগ্নির) আয়ুষ্কাল নিশ্চিত, দৃঢ় আরক্ষা দেয়, যেমন সন্তানের জন্য (কেউ দেয়) স্থির আশ্রয়। তাঁর সাহায্যের অংশ (আমাদের জন্য) অথবা অংশ না হোক, অক্ষয়ভাবে রক্ষণকার্য করে, অক্ষয় অগ্নি সকল রক্ষা করে ॥৫॥

স হি শর্ধো ন মারুতং তুবিষ্বণিরপ্নস্বতীষূর্বরাস্বিষ্টনিরার্তনাস্বিষ্টনিঃ ।
আদদ্ধব্যান্যাদদির্যজ্ঞস্য কেতুরর্হণা ।
অধ স্মাস্য হর্ষতো হৃষীবতো বিশ্বে জুষন্ত পন্থাং নরঃ শুভে ন পন্থাম্ ॥৬॥

তিনি মরুৎসংঘের ন্যায় উচ্চনাদকারী, উর্বর ভূমিতে বিস্তীর্ণভাবে বজ্রের রব করেন, অবিন্যস্ত ভূমিগুলিতে বিস্তীর্ণভাবে বজ্ররব করেন। সেই গ্রহণশীল (অগ্নি) গ্রহণ করেছেন, হব্য সকল ভক্ষণ করেছেন। যা তাঁর প্রাপ্য ছিল, তিনি যজ্ঞের ধ্বজ (স্বরূপ)। অতঃপর যখন তিনি উৎফুল্ল, উত্তেজনায় অধীর, সকলে তাঁর গমন পথে প্রীত হয়ে থাকে, যেমন শ্রেষ্ঠ নরগণ (মরুৎগণ) শোভন মার্গে (প্রীত হয়ে থাকেন) ॥৬॥

দ্বিতা যদীং কীস্তাসো অভিদ্যবো নমস্যন্ত উপবোচন্ত ভৃগবো মথ্নন্তো দাশা ভৃগবঃ ।
অগ্নিরীশে বসূনাং শুচির্যো ধর্ণিরেষাম্ ।
প্রিয়াঁ অপিধীঁর্বনিষীষ্ট মেধির আ বনিষীষ্ট মেধিরঃ ॥৭॥

যখন উভয় প্রকার ইহাকে (অগ্নিকে) দ্যুলোক-বিষয়ে যাঁরা স্তব করেন, সেই ভৃগুবংশীয়গণ প্রণতি জানাতে জানাতে (নিকটে) উপস্থিত হয়ে স্তুতি করেন, (হবিঃ) দান করার জন্য (অরণি) মন্থন করতে করতে ভৃগুবংশীয়গণ—পবিত্রভাবে প্রদীপ্ত অগ্নি, রত্নসমূহের অধিপতি, যিনি পবিত্র এই সব কিছুর ধারক, এই জ্ঞানী (অগ্নি) যেন প্রিয় (বিষয়ের) পরিপূর্ণতা উপভোগ করতে চেষ্টা করেন। সেই মেধাবান এখানে যেন উপভোগ করেন ॥৭॥

টীকা—সায়ণ- উপভোগ করেন-ঘৃতাদি হবিঃ

বিশ্বাসাং ত্বা বিশাং পতিং হবামহে সর্বাসাং সমানং দংপতিং ভুজে সত্যগির্বাহসং ভুজে ।
অতিথিং মানুষাণাং পিতুর্ন যস্যাসয়া ।
অমী চ বিশ্বে অমৃতাস আ বয়ো হব্যা দেবেষ্বা বয়ঃ ॥৮॥

সকল মানবগোষ্ঠীর প্রভু তোমাকে আবাহন করি, সকলের প্রতি তুমি সমানরূপ, গৃহের অধীশ্বর, ভোগের জন্য যথার্থভূত স্তুতিদ্বারা বাহিত তোমাকে ভোগের জন্য (আবাহন করি)। তুমি মানবগণের অতিথিস্বরূপ। পিতার তুল্য যাঁর মুখের সাহায্যে (আমরা) এবং এই সমুপস্থিত সকল অমরণধর্মাগণ তেজ (লাভ করেন) দেবতাগণের মধ্যে হবিঃ এবং তেজ (নিহিত কর।)।।৮।।

ত্বমগ্নে সহসা সহন্তমঃ শুষ্মিন্তমো জায়সে দেবতাতয়ে রয়ির্ন দেবতাতয়ে ।
শুষ্মিন্তমো হি তে মদো দ্যুম্নিন্তম উত ক্রতুঃ ।
অধ স্মা তে পরি চরন্ত্যজর শ্রুষ্টীবানো নাজর ॥৯।।

হে অগ্নি! তুমি বলের দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলবান হয়ে জন্ম লাভ করেছ। দেবতাসংঘের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেজোময়, দেবতাসংঘের মধ্যে সম্পদ-তুল্য। তোমার আনন্দ-উত্তেজনা শ্রেষ্ঠ তেজোময় এবং তোমার কৃতকর্ম সর্বাধিক যশস্কর তথা সমুজ্জ্বল। অনন্তর তোমাকে বেষ্টিত করে তাঁরা সেবা করেন হে জরারহিত, যেন বিনীত (পরিচারক) হে জরারহিত ।।৯।।

প্র বো মহে সহসা সহস্বত উষর্বুধে পশুষে নাগ্নয়ে স্তোমো বভূত্বগ্নয়ে ।
প্রতি যদীং হবিষ্মান্ বিশ্বাসু ক্ষাসু জোগুবে ।
অগ্রে রেভো ন জরত ঋষূণাং জূর্ণির্হোত ঋষূণাম্ ॥১০।।

যিনি বলের দ্বারা বলীয়ান তোমাদের (সম্পর্কিত স্তোত্র) সেই মহৎকে প্রীত যেন করে। প্রত্যূষে অগ্নির জন্য জাগ্রত হয়ে, যেন পশু প্রাপকের জন্য, যেন স্তোত্রসকল অগ্নিকে (প্রীত করে)। যখন হবি: বহন করে কোন (যজমান) এই (অগ্নির) প্রতি সকল স্থানে আহ্বান করেন। (উষার) আলোকসমূহের অগ্রে স্তুতিদক্ষ হোতার ন্যায় তিনি স্তুতি করেন— উচ্চরবে আলোক সমূহের (অগ্রবর্তী হয়ে) তিনি প্রদীপ্ত হোতা ।।১০।।

স নো নেদিষ্ঠং দদৃশান আ ভরাগ্নে দেবেভিঃ সচনাঃ সুচেতুনা মহো রায়ঃ সুচেতুনা ।
মহি শবিষ্ঠ নস্কৃধি সংচক্ষে ভুজে অস্যৈ ।
মহি স্তোতৃভ্যো মঘবন্ ৎসুবীর্যং মথীরুগ্রো ন শবসা ॥১১।।

আমাদের নিকটতম নৈকট্যে দৃশ্যমান হয়ে, হে অগ্নি, আমাদের প্রতি এখানে আনয়ন কর দেবগণের সঙ্গে (মিলিত হয়ে), তোমার সদয় আনুকূল্যের দ্বারা, প্রচুর ধন তোমার সদয় আনুকূল্যের দ্বারা। হে শ্রেষ্ঠ বলবান অগ্নি! আমাদের সম্ভ্রম করার জন্য মহৎ কীর্তি সম্পাদন কর আমাদের উপকারের জন্য। স্তোতৃগণের জন্য হে ধনবান অগ্নি শোভন বলশালী প্রচুর (ধন দাও। হে ঘোররূপ সবলে (শত্রু) নাশ কর ।।১১।।

(সূক্ত-১২৮)

অগ্নি দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৮।

অয়ং জায়ত মনুষো ধরীমণি হোতা যজিষ্ঠ উশিজামনু ব্রতমগ্নিঃ স্বমনু ব্রতম্ ।
বিশ্বশ্রুষ্টিঃ সখীয়তে রয়িরিব শ্রবস্যতে ।
অদব্ধো হোতা নি ষদদিলস্পদে পরিবীত ইলস্পদে ॥১।।

ইনি মনুষ্যের (নিকট থেকে) এখানে, মূলীভূত স্থানে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকারী হোতৃরূপে ঋত্বিকগণের বিধি অনুসারে জন্ম নিয়েছেন। অগ্নি স্বকীয় কর্ম অনুসারে— সকলেই মনোযোগী তাঁর প্রতি, যিনি মিত্রতুল্য আচরণ করেন, যেমন যশোপ্রার্থীর নিকট সম্পদ (মনোযোগের বিষয়)। সেই শত্রুহীন হোতা ভোজ্যের পদ সঞ্চার স্থানে (ভূমিতে) উপবেশন করেছেন, চতুর্দিকে বেষ্টিত অবস্থায় ভোজ্যের পদ সঞ্চার স্থানে ।।১।।

তং যজ্ঞসাধমপি বাতয়ামস্যৃতস্য পথা নমসা হবিষ্মতা দেবতাতা হবিষ্মতা ।
স ন উর্জামুপাভৃত্যয়া কৃপা ন জূর্যতি ।
যং মাতরিশ্বা মনবে পরাবতো দেবং ভাঃ পরাবতঃ ॥২।।

যিনি যজ্ঞকে লক্ষ্যপূরণে সত্যের পথ দ্বারা প্রণোদিত করেন, আমরা হবিঃ প্রদান দ্বারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাঁকে পরিচর্যা করি, দেবগণের সংঘমধ্যে হবি: প্রদান সহ (শ্রদ্ধার দ্বারা)— আমাদের প্রদত্ত পোষণ গ্রহণ করার কারণে তাঁর এই আকৃতি ক্ষীণ হয় না, যাঁকে মাতরিশ্বন বহু দূর (দেশ) হতে মনুর নিকটে (এনেছিলেন), যে দেবতাকে বহুদূর হতে উদ্ভাসিত করেছিলেন ।।২।।

এবেন সদ্যঃ পর্যেতি পার্থিবং মুহুর্গী রেতো বৃষভঃ কনিক্রন্দদ্ দধদ্ রেতঃ কনিক্রদৎ ।
শতং চক্ষাণো অক্ষভির্দেবো বনেষু তুর্বণিঃ ।
সদো দধান উপরেষু সানুষ্বগ্নিঃ পরেষু সানুষু ॥৩॥

গমন পথে তিনি তৎক্ষণে কিম্বা এক দিবসেই পৃথিবী স্থানকে আবেষ্টন করে ভ্রমণ করেন—ক্ষণমাত্রেই গ্রাসকারী, সেই কাম্য ফলের বর্ষণকারী সতত গর্জন করতে করতে বীর্য ধারণ করেন—বীর্য ধারণ করেন গর্জনশীল অবস্থায়— শতচক্ষুর দ্বারা অবেক্ষণ করতে করতে সেই দেবতা বনস্থলসমূহে শীঘ্র গমন করে থাকেন, নিকটস্থিত সানুদেশসমূহে তিনি স্থান গ্রহণ করতে থাকেন—অগ্নি, দূরস্থিত সানুদেশসমূহে (স্থান নিতে থাকেন) ।।৩।।

স সুক্রতুঃ পুরোহিতো দমেদমে হগ্নির্যজ্ঞস্যাধ্বরস্য চেততি ক্রত্বা যজ্ঞস্য চেততি ।
ক্রত্বা বেধা ইষূয়তে বিশ্বা জাতানি পস্পশে ।
যতো ঘৃতশ্রীরতিথিরজায়ত বহ্নির্বেধা অজায়ত ॥৪॥

সেই শোভনকর্মা, প্রতি গৃহের সম্মুখভাগে স্থাপিত অগ্নি যজ্ঞবিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন, অনুষ্ঠানের প্রতি (তাঁর) কর্ম দ্বারা যজ্ঞ বিষয়ে অবহিত। কর্মদ্বারা তিনি জ্ঞানী, তীরের ন্যায় (ঋজু) আচরণ করেন, প্রাণিকুলকে পর্যবেক্ষণ করেন, যে সময় থেকে ঘৃত (যোগে) সৌন্দর্য (লাভ করে) তিনি অতিথিরূপে জন্ম নিয়েছেন। (হব্য) বাহকরূপে তিনি, যজ্ঞবিষয়ে জ্ঞানী, জন্ম নিয়েছেন ।।৪।।

ক্রত্বা যদস্য তবিষীষু পৃঞ্চতে হগ্নেরবেণ মরুতাং ন ভোজ্যেষিরায় ন ভোজ্যা ।
স হি ষ্মা দানমিন্বতি বসূনাং চ মজ্মনা ।
স নস্ত্রাসতে দুরিতাদভিহ্রুতঃ শংসাদঘাদভিহ্রুতঃ ॥৫॥

যখন তাঁর কর্মের মাধ্যমে এবং অগ্নির গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যা মরুৎগর্জনের তুল্য, (হবিঃ রূপ) অন্ন তাঁর শক্তির (শিখাসমূহের) মধ্যে সংমিশ্রিত হয়, যেমন বীর্যবানের উদ্দেশে ভোজ্যসমূহ (হয়ে থাকে)। তখন তিনি (সম্পদ) দানকে প্রসারিত করেন এবং তাঁর বলের দ্বারা সকল সম্পদের (দান ব্যাপ্ত করেন)। তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন পাপ থেকে, বিপথগমন থেকে, নিন্দাবাক্য হতে, বিপথ গমন থেকে ।।৫।।

বিশ্বো বিহায়া অরতির্বসুর্দধে হস্তে দক্ষিণে তরণির্ন শিশ্রথচ্ছ্রবস্যয়া ন শিশ্রথৎ ।
বিশ্বস্মা ইদিষুধ্যতে দেবত্রা হব্যমোহিষে ।
বিশ্বস্মা ইৎ সুকৃতে বারমৃণ্বত্যগ্নির্দ্বারা ব্যৃণ্বতি ॥৬॥

সকল (অগ্নি) বিশেষ ক্ষমতাবান, (যজ্ঞের) অর (যুক্ত) চক্রস্বরূপ তথা অধিপতি কল্যাণকর, দক্ষিণ হস্তে, সম্পদ ধারণ করেন। সেই ত্রাণকর্তা (কোন কিছুকে) শিথিল করেন না। যশ অথবা অন্ন কামনা করে (কিছু) শিথিল করেন না। সকলের জন্য যাঁরা তীরবৎ (ঋজু) অথবা অন্নের ইচ্ছা করেন (হে অগ্নি তুমি) তাঁর (প্রেরিত) হবিঃ সর্বদা বহন কর দেবগণের মধ্যে; সকল শোভনকর্মকারীর প্রতি তিনি তাঁর ইচ্ছা প্রেরিত করেন। অগ্নি উভয় দ্বার উন্মোচন করেন ।।৬।।

স মানুষে বৃজনে শংতমো হিতো হগ্নির্যজ্ঞেষু জেন্যো ন বিশ্‌পতিঃ প্রিয়ো যজ্ঞেষু বিশ্‌পতিঃ।
স হব্যা মানুষাণামিলা কৃতানি পত্যতে ।
স নস্ত্রাসতে বরুণস্য ধূর্তের্মহো দেবস্য ধূর্তেঃ ॥৭॥

তিনি মনুষ্য সম্পর্কিত যজ্ঞীয় পরিমণ্ডলে সর্বাধিক সুখদায়করূপে স্বীকৃত; অগ্নি যজ্ঞসমূহে জয়শীল গোষ্ঠীপতির ন্যায়—যজ্ঞসমূহে (জন) প্রিয় গোষ্ঠীপতি। তিনি মানবগণের হব্যসমূহের অধিপতি—যে সকল হব্য ইলা যোগে প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি বরুণদেবের বিরূপতা থেকে আমাদের রক্ষা করবেন—সেই মহান দেবতার আঘাত থেকে (রক্ষা করবেন) ।।৭।।

অগ্নিং হোতারমীলতে বসুধিতিং প্রিয়ং চেতিষ্ঠমরতিং ন্যেরিরে হব্যবাহং ন্যেরিরে।
বিশ্বায়ুং বিশ্ববেদসং হোতারং যজতং কবিম্ ।
দেবাসো রণ্বমবসে বসূযবো গীর্ভী রণ্বং বসূযবঃ ॥৮॥

হোতা অগ্নিকে স্তুতি করা হয়, যিনি সম্পদ ধারণ করেন, প্রিয়, শ্রেষ্ঠ চেতনাবান, প্রভু তথা (যজ্ঞের) চক্রস্বরূপ যাঁকে স্থাপন করা হয়েছে, হব্যবহনকারী হিসাবে যাঁকে স্থাপন করা হয়েছে, যিনি সকলের আয়ুস্বরূপ, সকল জ্ঞানের আধার, যিনি হোতা, যজনীয়, ঋষি কবি। দেবগণ ধন ইচ্ছা করে রক্ষণের জন্য স্তুতি সকল দ্বারা সেই শব্দায়মানকে (তেজোময়কে) (স্থাপন করেন) ধন কামনায় সেই শব্দায়মানকে তথা তেজোময়কে (স্থাপন করে) ।।৮।।

(সূক্ত-১২৯)

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১১।

যং ত্বং রথমিন্দ্র মেধসাতয়ে ঽপাকা সন্তমিষির প্রণয়সি প্রানবদ্য নয়সি ।
সদ্যশ্চিত্তমভিষ্টয়ে করো বশশ্চ বাজিনম্ ।
সাস্মাকমনবদ্য তূতুজান বেধসামিমাং বাচং ন বেধসাম্ ॥১॥

যে রথকে হে ওজস্বী তথা যজ্ঞগামী ইন্দ্র, তুমি জ্ঞান লাভের জন্য দূরস্থিত হলেও সম্মুখে পরিচালন করছ, হে অনিন্দনীয়, তুমি সম্মুখে প্রণয়ন করছ, মাত্র একদিনেই তুমি যদি ইচ্ছা কর তাকে সম্পদবিজয়ী আধিপত্যের অধিকারী করতে পার। (এই রথ) আমাদের প্রতি, হে অনিন্দনীয়, ত্বরমাণ হয়ে যজ্ঞীয় বিধিসকল (প্রেরণ কর), যেমন এই সকল বাক্য যা নিপুণ যজ্ঞবিধি (প্রেরণ কর) ॥১॥

স শ্রুধি যঃ স্মা পৃতনাসু কাসু চিদ্ দক্ষায্য ইন্দ্র ভরহূতয়ে নৃভিরসি প্রতূর্তয়ে নৃভিঃ ।
যঃ শূরৈঃ স্বঃ সনিতা যো বিপ্রৈর্বাজং তরুতা ।
তমীশানাস ইরধন্ত বাজিনং পৃক্ষমত্যং ন বাজিনম্ ॥২॥

শ্রবণ কর— ইন্দ্র তুমি যাকে যে কোন সংগ্রামে মানুষদের দ্বারা রণহুংকারে তোমার দক্ষতার জন্য আহ্বান করা হয় মানুষের দ্বারা যুদ্ধ কুশলতার জন্য—যে (তুমি) বীরগণের সঙ্গে স্বয়ং বিজয় উপভোগ কর, যে (তুমি) কবি তথা ঋত্বিকগণের সঙ্গে অন্নকে জয় কর, তাকে, প্রভুসুলভ সঙ্গে আচরণকারিগণ, (নিজেদের জন্য) সম্পদজয়ী রূপে পরিচর্যা করেছিলেন। জয়শীল অশ্বের ন্যায় বর্ধনকারী শক্তিকে (পরিচর্যা করেছিলেন) ॥২॥

দস্মো হি ষ্মা বৃষণং পিন্বসি ত্বচং কং চিদ্ যাবীররুরং শূর মর্ত্যং পরিবৃণক্ষি মর্ত্যম্ ।
ইন্দ্রোত তুভ্যং তদ্ দিবে তদ্ রুদ্রায় স্বযশসে ।
মিত্রায় বোচং বরুণায় সপ্রথঃ সুমৃলীকায় সপ্রথঃ ॥৩॥

তুমি অদ্ভুত কর্মারূপে বর্ষণশীল ত্বককে স্ফীত কর—তুমি যে কোন বিপক্ষ মর্ত্যবাসীকে/ মরণধর্মাকে দূরে রাখ, হে বীর তুমি (সেই) মরণধর্মাকে বর্জন কর। ইন্দ্র, তোমার উদ্দেশে এবং দ্যুলোকের উদ্দেশে এই (কর্ম) এই (কর্ম); নিজ যশঃসমৃদ্ধ রুদ্রের উদ্দেশে; মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে সবিস্তারে বলি—অত্যন্ত সুখদায়কের জন্য সবিস্তারে (বলি) ॥৩॥

অস্মাকং ব ইন্দ্রমুশ্মসীষ্টয়ে সখায় বিশ্বায়ুং প্রাসহং যুজং বাজেষু প্রাসহং যুজম্ ।
অস্মাকং ব্রহ্মোতয়ে ঽবা পৃৎসুষু কাসু চিৎ ।
নহি ত্বা শত্রুঃ স্তরতে স্তৃণোষি যং বিশ্বং শত্রুং স্তৃণোষি যম্ ॥৪॥

আমাদের জন্য ইন্দ্রকে আমরা চিরজীবনের মিত্ররূপে আনুকূল্যের সঙ্গে কামনা করি— (তিনি) একজন জয়শীল সাহায্যকারী, সংগ্রামক্ষেত্রে একজন শত্রুনাশক-সহায়ক যে কোন যুদ্ধকালে আমাদের পবিত্র মন্ত্রগুলিকে রক্ষাকার্য করতে সাহায্য কর। কারণ কোন শত্রু যাকে তুমি বিরুদ্ধাচরণ কর, সে তোমাকে অবহেলা করবে না— যে কোন শত্রু যাকে তুমি অবহেলা কর ॥৪॥

নি ষূ নমাতিমতিং কয়স্য চিৎ তেজিষ্ঠাভিররণিভির্নোতিভিরুগ্রাভিরুগ্রোতিভিঃ ।
নেষি ণো যথা পুরাঽনেনাঃ শূর মন্যসে ।
বিশ্বানি পূরোরপ পর্ষি বহ্নিরাসা বহ্নির্নো অচ্ছ ॥৫॥

যে কোন (শত্রুর) ঔদ্ধত্যকে অবনমিত কর তোমার রক্ষণসমূহ দ্বারা, যেমন অত্যুত্তপ্ত অরণিকাষ্ঠসকল দ্বারা—হে ঘোররূপ (তোমার) ঘোর সহায়তা দ্বারা—। আমাদের পূর্বকালের মত পরিচালন কর; হে বীর, তোমাকে অপাপ বোধ করা হয়। মানুষের নিকট থেকে সকল পাপ বিদূরিত কর পুরোহিতের ন্যায়; স্বয়ং পুরোহিতের ন্যায় আমাদের কামনা কর ॥৫॥

প্র তদ্ বোচেয়ং ভব্যায়েন্দবে হব্যো ন য ইষবান্ মন্ম রেজতি রক্ষোহা মন্ম রেজতি ।
স্বয়ং সো অস্মদা নিদো বধৈরজেত দুর্মতিম্ ।
অব স্রবেদঘশংসোঽবতরমব ক্ষুদ্রমিব স্রবেৎ ॥৬॥

প্রকৃষ্টভাবে এই বিষয় ঘোষণা করি, সম্ভাব্য সোমরসের জন্য যে পোষণদায়ী (রস) আহ্বানযোগ্য (ইন্দ্রের) ন্যায়; (সে) আমার চিন্তাকে আলোড়িত করে—সেই রাক্ষসহন্তা আমার চিন্তাকে আলোড়িত করে। তিনি স্বয়ং আমাদের নিকট থেকে কুৎসা এবং দুর্বুদ্ধিকে তাঁর হননকারী অস্ত্রসকলের দ্বারা যেন বিতাড়ন করেন। অপবাদকারী অধোদেশ থেকেও অধঃস্তর দেশে পতিত হোক। ক্ষুদ্র (জল কণার) মত সে অধঃ বিক্ষিপ্ত হোক ॥৬॥

বনেম তদ্ধোত্রয়া চিতন্ত্যা বনেম রয়িং রয়িবঃ সুবীর্যং রণ্বং সন্তং সুবীর্যম্ ।
দুর্মন্মানং সুমন্তুভিরেমিষা পৃচীমহি ।
আ সত্যাভিরিন্দ্রং দ্যুম্নহূতিভির্যজত্রং দ্যুম্নহূতিভিঃ ॥৭॥

তোমার গুণজ্ঞাপক আহূতি (হব্যাদি) দ্বারা আমরা যেন জয় করতে পারি, হে ধনবান্ যেন আমরা সম্পদ জয় করতে পারি এবং বহু শোভন-বীর্য (যোদ্ধাকে) – যা আনন্দদায়ক, এবং বহু উত্তম বীর যোদ্ধাসমন্বিত। (আমাদের প্রতি) তাঁর অপ্রসন্ন মনকে উত্তম মননযোগ্য (স্তোত্র) দ্বারা এবং হব্য দ্বারা সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ করি। যজনীয় ইন্দ্রকে হবিঃর (উদ্দেশ্যে) যথার্থ তেজোদীপ্ত আহ্বান দ্বারা (পরিপূর্ণ করি)— (তেজো) দীপ্ত আহ্বান সকল দ্বারা ॥৭॥

প্রপ্রা বো অস্মে স্বযশোভিরূতী পরিবর্গ ইন্দ্রো দুর্মতীনাং দরীমন্ দুর্মতীনাম্ ।
স্বয়ং সা রিষয়ধ্যৈ যা ন উপেষে অত্রৈঃ ।
হতেমসন্ন বক্ষতি ক্ষিপ্তা জূর্ণির্ন বক্ষতি ॥৮॥

ইন্দ্র আমাদের জন্য, নিজ খ্যাতিযুক্ত সহায়তা দ্বারা দুষ্ট চিন্তাসমূহের পরিবর্জনে যেন উত্তরোত্তর সর্বাগ্রগণ্য (হয়ে থাকেন)—দুষ্ট মনন বিনাশের (বিষয়ে)। সেই (দুষ্ট বুদ্ধি) নিজে ভক্ষকগণের সঙ্গে আমাদের প্রতি হিংসা আচরণের জন্য নিকটে আগত হতে হতে যেন বিপন্ন হয়, সে বিনষ্ট হোক, যেন আমাদের প্রাপ্ত না হয়, সবেগে প্রক্ষিপ্ত উত্তেজক (শক্তির মত) যেন বর্তিত না হয় ॥৮॥

ত্বং ন ইন্দ্র রায়া পরীণসা যাহি পথাঁ অনেহসা পুরো যাহ্যরক্ষসা ।
সচস্ব নঃ পরাক আ সচস্বাস্তমীক আ ।
পাহি নো দূরাদারাদভিষ্টিভিঃ সদা পাহ্যভিষ্টিভিঃ ॥৯॥

ইন্দ্র তুমি আমাদের জন্য সুপ্রচুর ধনসহ, রাক্ষসবর্জিত, পাপহীন পথের দ্বারা অগ্রগমন কর। দূর দেশে আমাদের সহচারী হও; গৃহসমীপে আমাদের সহচারী হও। দূরবর্তী পথ থেকে আমাদের রক্ষা কর, সন্নিহিত লোকে (আমাদের) অভিমুখী আনুকূল্য দ্বারা রক্ষা কর—সর্বদা তোমার অভিমুখী আনুকূল্য দ্বারা রক্ষা কর ॥৯॥

ত্বং ন ইন্দ্র রায়া তরূষসোগ্রং চিৎ ত্বা মহিমা সক্ষদবসে মহে মিত্রং নাবসে ।
ওজিষ্ঠ ত্রাতরবিতা রথং কং চিদমর্ত্য ।
অন্যমস্মদ্ রিরিষেঃ কং চিদদ্রিবো রিরিক্ষন্তং চিদদ্রিবঃ ॥১০॥

ইন্দ্র তুমি আমাদের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট সম্পদ সহ; ভয়ানকরূপী তোমার সঙ্গে (আমাদের) সহায়তার জন্য মহত্ত্ব বিরাজ করে, গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যের জন্য মিত্রের মত (সঙ্গী হয়)। তেজস্বিতম উদ্ধারকর্তা, পরিত্রাতা, হে অমর, তুমি প্রত্যেক রথকে (সাহায্য কর)। আমাদের অপেক্ষা অপর কোন জনকে—যে কোন জনকে তুমি বাধা দিও-হে প্রস্তর (বজ্র?) ধারী, (তাকে) যে হিংসায় রত হে প্রস্তর (বজ্র) ধারিন্ ॥১০॥

পাহি ন ইন্দ্র সুষ্টুত স্রিধো হবযাতা সদমিদ্ দুর্মতীনাং দেবঃ সন্ দুর্মতীনাম্ ।
হন্তা পাপস্য রক্ষসস্ত্রাতা বিপ্রস্য মাবতঃ ।
অধা হি ত্বা জনিতা জীজনদ্ বসো রক্ষোহণং ত্বা জীজনদ্ বসো ॥১১॥

সুষ্ঠু স্তুত ইন্দ্র আমাদের অসাফল্য থেকে রক্ষা কর, (তুমি) সর্বদাই দুষ্টবুদ্ধি সকলের বিতাড়নকারী; হে দেব, মন্দবুদ্ধি সকলের (নাশকারী)। অনিষ্টকারী রাক্ষসগণের বিনাশকর্তা, আমার ন্যায় কবি (মেধাবী)র রক্ষাকর্তা, এই কারণেই তোমাকে স্রষ্টা সৃজন করেছেন—হে উৎকৃষ্ট, রাক্ষসবিনাশক, তোমাকে সৃজন করেছেন হে উত্তম (দেবতা) ॥১১॥

(সূক্ত-১৩০)

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি, দশম-ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

এন্দ্র যাহ্যুপ নঃ পরাবতো নায়মচ্ছা বিদথানীব সৎপতিরস্তং রাজেব সৎপতিঃ ।
হবামহে ত্বা বয়ং প্রযস্বন্তঃ সুতে সচা ।
পুত্রাসো ন পিতরং বাজসাতয়ে মংহিষ্ঠং বাজসাতয়ে ॥১॥

ইন্দ্র, দূর দেশ থেকে আমাদের সমীপে উপস্থিত হও। স্বয়ং এই স্থান অভিমুখে (আগমন কর)। সংভজনীয় অনুষ্ঠানসমূহে যেমন বীরগণের প্রভুরূপে কোন রাজা, মনুষ্যগণের অধিপতি তাঁর গৃহে (আগমন করেন)। তোমাকে প্রীতিকর হবিঃ প্রদান করতে করতে আমরা সমবেতভাবে তোমাকে আবাহন করি, যখন সোমরস অভিষুত হয়ে থাকে। যেমন পুত্রগণ পিতাকে (আবাহন করে) অন্ন অথবা ধন লাভের জন্য (আমরা) মহত্তম তোমাকে অন্ন অথবা ধন লাভের জন্য আহ্বান করি ॥১॥

পিৰা সোমমিন্দ্র সুবানমদ্রিভিঃ কোশেন সিক্তমবতং ন বংসগস্তাতৃষাণো ন বংসগঃ ।
মদায় হর্যতায় তে তুবিষ্টমায় ধায়সে ।
আ ত্বা যচ্ছন্তু হরিতো ন সূর্যমহা বিশ্বেব সূর্যম্ ॥২॥

হে ইন্দ্র, প্রস্তর দ্বারা নিষ্পেষণ করা হচ্ছে যে সোম এবং যা কোশ (পাত্র বি:) দ্বারা পূরিত, (তাকে) পান কর, যেমন কূপ থেকে (পান করে) কোন তৃষ্ণার্ত বৃষভ। তোমার উৎফুল্ল উত্তেজনার জন্য, তোমার প্রভূততম উপভোগের জন্য তোমার (অশ্বদ্বয়) তোমাকে অভিমুখে বহন করুক, যেমন সূর্যকে হরিৎগণ (করে থাকে), যেমন সকল দিনে তারা সূর্যকে (বহন করে) ।।২।।

টীকা— হরিৎ—সূর্যের ঐ নামক অশ্ব।

অবিন্দদ্ দিবো নিহিতং গুহা নিধিং বের্ন গর্ভং পরিবীতমশ্মন্যনন্তে অন্তরশ্মনি ।
ব্রজং বজ্রী গবামিব সিষাসন্নঙ্গিরস্তমঃ ।
অপাবৃণোদিষ ইন্দ্রঃ পরীবৃতা দ্বার ইষঃ পরীবৃতাঃ ॥৩॥

দ্যুলোকের সংন্যস্ত গোপনীয় স্থানে সংরক্ষিত সম্পদ (তিনি) লাভ করেছিলেন। গোপনভাবে প্রস্তরের আবেষ্টনে নিহিত রেখেছিলেন পক্ষিভ্রূণের মত সীমাহীন প্রস্তরের মধ্যে। সেই বজ্রধারণকারী, শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরস ইন্দ্র গাভীবৃন্দের গোশালার ন্যায় (সেইগুলি) জয় করতে ইচ্ছা করে, সর্বতোভাবে আবৃত অন্নকে উদঘাটিত করেছিলেন, (সেই) সর্বতো আবৃত অন্নের দ্বারসকল। সায়ণ মনে করেন, প্রথম ক্ষেত্রে মেঘে আবৃত বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয় স্থানে ভূমিগর্ভে বীজের কথা ।।৩।।

দাদৃহাণো বজ্রমিন্দ্রো গভস্ত্যোঃ ক্ষদ্মেব তিগ্মমসনায় সং শ্যদহিহত্যায় সং শ্যৎ ।
সংবিব্যান ওজসা শবোভিরিন্দ্র মজ্মনা ।
তষ্টেব বৃক্ষং বনিনো নি বৃশ্চসি পরশ্বেব নি বৃশ্চসি ॥৪॥

বজ্রকে দৃঢ়ভাবে উভয় হস্তে ধারণ করে, ইন্দ্র তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় তাকে সম্যকভাবে তীক্ষ্ণ করলেন—ক্ষেপণ করার জন্য —অহিকে হনন করার জন্য সুতীক্ষ্ণ করলেন। হে ইন্দ্র! তেজের দ্বারা, বহু (সৈন্য) বল দ্বারা, শক্তি দ্বারা সম্যকভাবে যুক্ত হয়ে যেমন বন হতে বৃক্ষকে সূত্রধর (করে থাকে), তুমি ছেদন কর (সেই অহিকে) যেন কুঠার দ্বারা তুমি (তাকে) ছেদন কর ।।৪।।

ত্বং বৃথা নদ্য ইন্দ্র সর্তবে হচ্ছা সমুদ্রমসৃজো রথাঁ ইব বাজয়তো রথাঁ ইব ।
ইত উতীরযুঞ্জত সমানমর্থমক্ষিতম্ ।
ধেনূরিব মনবে বিশ্বদোহসো জনায় বিশ্বদোহসঃ ॥৫॥

ইন্দ্র! তুমি চেষ্টা ব্যতীতই নদীগুলিকে সমুদ্রের প্রতি প্রবাহিত হবার জন্য মুক্ত করেছ যেন রথসকল—যেন সম্পদকামী রথসমূহ। গমনশীলা সেই (নদীগুলি) একই অক্ষয় লক্ষ্যে নিজেদের সংযোজিত করেছে, যেমন গাভীগুলি মনুর জন্য সকল (দুগ্ধ) দোহনযোগ্যা হয়। মানুষের জন্য সম্পূর্ণ (ভাবে) দুগ্ধ দোহনযোগ্যা হয় ।।৫।।

ইমাং তে বাচং বসূয়ন্ত আয়বো রথং ন ধীরঃ স্বপা অতক্ষিষুঃ সুম্নায় ত্বামতক্ষিষুঃ ।
শুম্ভন্তো জেন্যং যথা বাজেষু বিপ্র বাজিনম্ ।
অত্যমিব শবসে সাতয়ে ধনা বিশ্বা ধনানি সাতয়ে ॥৬॥

তোমার জন্য ধনাকাঙ্ক্ষী আয়ুগণ (ঋত্বিকগণ—সায়ণ) এই বাক্যাবলী রচনা করেছেন, যেমন করে কোন কুশলী বুদ্ধিমান (কারুশিল্পী) রথকে (নির্মাণ করে), তোমার আনুকূল্যের জন্য নির্মাণ করেছেন, হে কবি তথা মেধাবিন্ (তোমাকে অথবা বাক্ কে) সুদীপ্যমান করে যেমন জয়শীল অশ্বকে সংগ্রামে (পাঠানো হয়), যেমন অশ্বকে বলের জন্য, ধন জয় করার জন্য, সকল ধন প্রাপ্তির জন্য ।।৬।।

ভিনৎ পুরো নবতিমিন্দ্র পূরবে দিবোদাসায় মহি দাশুষে নৃতো বজ্রেণ দাশুষে নৃতো ।
অতিথিগ্বায় শম্বরং গিরেরুগ্রো অবাভরৎ ।
মহো ধনানি দয়মান ওজসা বিশ্বা ধনান্যোজসা ॥৭॥

তুমি ইন্দ্র পুরুর জন্য নবতিসংখ্যক শত্রুনগরী বিধ্বস্ত করেছ। হবিঃ দাতা মহান দিবোদাসের জন্য, তুমি উৎপ্লবন কর— তোমার বজ্র দ্বারা (তাদের নাশ কর) হে প্লবগতি, হবিঃ দাতার জন্য। হে বলবান, তুমি অতিথিদের জন্য শম্বরকে পর্বত হতে অধঃ পাতিত করেছিলে। প্রভূত সম্পদসকল বলের দ্বারা সংবিভক্ত করে সকল ধনাদি (নিজ) বলের দ্বারা (সংবিভক্ত করেছিলে) ।।৭।।

ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্যং প্রাবদ্ বিশ্বেষু শতমূতিরাজিষু স্বর্মীঢ়েষ্বাজিষু ।
মনবে শাসদব্রতান্ ত্বচং [১]কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ ।
দক্ষন্ন বিশ্বং ততৃষাণমোষতি ন্যর্শসানমোষতি ॥৮॥

ইন্দ্র সংগ্রামে আর্য তথা অরণীয় যাগকর্তাকে রক্ষা করেন। সকল যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সহায়তা শতরূপে (লভ্য), যে সকল যুদ্ধে জয় স্বর্গসুখ দায়ক সেই সকল যুদ্ধে— । যাগহীনগণকে দণ্ডদান করতে করতে (ইন্দ্র) মনুর অথবা মনুষ্যের জন্য কৃষ্ণ(বর্ণ)ত্বক (বিশিষ্ট) (মানুষ)দের হনন করেছিলেন, যেমন প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নি শুষ্ক সব কিছুকে দহন করে তিনি তৃষ্ণার্তকে দহন করেন— হতাবশিষ্ট সব কিছুকে নিঃশেষে দগ্ধ করেন ।।৮।।

১. পুরাকাহিনী আছে যে, কৃষ্ণ নামে অসুর তার দশহাজার অনুগামীদের নিয়ে অংশুমতী নদীর তীরে এসে ধ্বংসকার্য করতে থাকে। বৃহস্পতির দ্বারা মরুৎগণের সঙ্গে ইন্দ্র সেখানে প্রেরিত হয়ে ঐ কৃষ্ণবর্ণের অসুরকে পরাজিত করেন ও তার কৃষ্ণবর্ণের ত্বক কেড়ে নেন।

২. অরণীয়- সকলের দ্বারা সম্মানযোগ্য।

সূরশ্চক্রং প্র বৃহজ্জাত ওজসা প্রপিত্বে বাচমরুণো মুষায়তীশান আ মুষায়তি ।
উশনা যৎ পরাবতো হজগন্নূতয়ে কবে ।
সুম্নানি বিশ্বা মনুষেব তুর্বণিরহা বিশ্বেব তুর্বণিঃ ॥৯।।

সূর্যের (রথ) চক্রকে তিনি বলের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে প্রক্ষিপ্ত করেছিলেন, যেমন উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হয়ে (অগ্নি অথবা সূর্য?) নিকটবর্তী (অবস্থায়) বাক্যকে হরণ করে, অধিপতি হয়ে সম্পূর্ণভাবে হরণ করে। হে কবি তথা ক্রান্তদর্শিন্! তুমি দূর স্থান থেকে সহায়তার জন্য উশনার নিকট এসেছিলে। অতএব সকল অনুগ্রহের প্রার্থনা দ্রুত পূরণ করে মনুর (আমাদের) প্রতি যেন সকল দিবসে দ্রুত (আগমন কর)। ।।৯।।

টীকা— প্রপিত্বে বাচম্— সায়ণের অনুবাদে শত্রুর জীবন হরণ করে।
রক্তবর্ণ—অত্যন্ত তেজোময়-সায়ণ।

স নো নব্যেভির্বৃষকর্মন্নুক্থৈঃ পুরাং দর্তঃ পায়ুভিঃ পাহি শগ্মৈঃ ।
দিবোদাসেভিরিন্দ্র স্তবানো বাবৃধীথা অহোভিরিব দ্যৌঃ ॥১০।।

হে কাম্যফলের বর্ষণকারিন্। তুমি নগর বিনাশকারী, তুমি আমাদের নূতন স্তোত্রসকলের কারণে সুখকর অথবা কার্যক্ষম পালনসমূহ দ্বারা (আমাদের) রক্ষা কর। হে ইন্দ্র! দিবোদাসগণের দ্বারা সংস্তুত হয়ে তুমি যেন সমৃদ্ধি লাভ কর, যেমন দ্যুলোক হয় দিবসচক্র দ্বারা। ।।১০।।

টীকা— দিবোদাসগণের—সূক্তদ্রষ্টা দিবোদাস বংশীয় পরুচ্ছেপের দ্বারা।

(সূক্ত-১৩১)

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৭।

ইন্দ্রায় হি দ্যৌরসুরো অনম্নতেন্দ্রায় মহী পৃথিবী বরীমভির্দ্যুম্নসাতা বরীমভিঃ ।
ইন্দ্রং বিশ্বে সজোষসো দেবাসো দধিরে পুরঃ ।
ইন্দ্রায় বিশ্বা সবনানি মানুষা রাতানি সন্তু মানুষা ॥১।।

অত্যুন্নত দ্যুলোক যখন ইন্দ্রের প্রতি আনত হয়েছে এবং বিপুলা পৃথিবী যখন তার বিস্তার সহ ইন্দ্রের প্রতি আনত—যশঃ তথা স্বর্গীয় দীপ্তি লাভের জন্য তার বিস্তার সহ (আনত), সকল দেবগণ সমানমনস্ক হয়ে ইন্দ্রকেই অগ্রভাগে স্থাপন করেছেন, যেমন মনুষ্যসম্বন্ধী সবনসকল ইন্দ্রের জন্যই সম্ভাবিত হয়; সকল দাতব্য (বিষয়) যা মনুষ্যসম্বন্ধী ।।১।।

বিশ্বেষু হি ত্বা সবনেষু তুঞ্জতে সমানমেকং বৃষমণ্যবঃ পৃথক্ স্বঃ সনিষ্যবঃ পৃথক্ ।
তং ত্বা নাবং ন পর্ষণিং শূষস্য ধুরি ধীমহি ।
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈশ্চিতয়ন্ত আয়বঃ স্তোমেভিরিন্দ্রমায়বঃ ॥২।।

যখন সকল সবনকার্যে, তোমার নিকট ফলপ্রাপ্তির যারা আশা করে, (সেই যজমানগণ) অথবা শ্রেষ্ঠ শক্তিমান মানুষেরা তোমাকে সম্মুখে প্রেরণ করেন, পৃথকভাবে (স্ব স্ব কার্যে) এক এবং সমান (তোমাকে প্রেরণ করেন) যাঁরা পৃথকভাবে স্বর্গ জয় করতে ইচ্ছুক—সেইরূপ তোমাকে, (কামনা) পূরক নৌকার ন্যায়, আমরা আমাদের সকল শক্তির রথাগ্রে স্থাপন করব, যেন যে মানুষেরা যজ্ঞের সাহায্যে ইন্দ্রের মনোযোগ জয় করেন, যেমন মানুষেরা স্তুতি দ্বারা ইন্দ্রকে জয় করেন, যেমন আয়ুগণ তাদের স্তোত্র সকল দ্বারা ইন্দ্রকে জয় করেছিলেন ।।২।।

টীকা— সায়ণ—আয়বঃ - যজমানগণ।

বি ত্বা ততস্রে মিথুনা অবস্যবো ব্রজস্য সাতা গব্যস্য নিঃসৃজঃ সক্ষন্ত ইন্দ্র নিঃসৃজঃ।
যদ্ গব্যন্তা দ্বা জনা স্বর্যন্তা সমূহসি ।
আবিষ্করিক্রদ্ বৃষণং সচাভুবং বজ্রমিন্দ্র সচাভুবম্ ॥৩।।

সহায়তা প্রার্থনায় যুগলেরা তোমাকে (ইতস্তত) আকর্ষণ করেন। গাভীযূথের গোষ্ঠ অধিকারের সময়ে যখন তারা (গাভীদের) নির্মুক্ত করে, হে ইন্দ্র, জয়লাভ করে যখন তারা বন্ধন মোচন করে দেয়, যখন তুমি গাভী অনুসন্ধিৎসু এবং স্বর্গ গমনে ইচ্ছুক উভয় জনকে যুগপৎ (গন্তব্য) প্রাপ্ত করাও—যখন তুমি নিয়ত সহ অবস্থানকারী ফলদায়ক বজ্রকে প্রকটিত করতে থাক, হে ইন্দ্র একত্র স্থিত (বজ্রকে) ।।৩।।

টীকা— মিথুন— যজমান ও তৎপত্নী- সায়ণ এবং Griffith.

বিদুষ্টে অস্য বীর্যস্য পূরবঃ পুরো যদিন্দ্র শারদীরবাতিরঃ সাসহানো অবাতিরঃ ।
শাসস্তমিন্দ্র মর্ত্যময়জ্যুং শবসস্পতে ।
মহীমমুষ্ণাঃ পৃথিবীমিমা অপো মন্দসান ইমা অপঃ ।।৪।।

হে ইন্দ্র! পুরুগণ তোমার এই শৌর্যের কথা জানেন যে, তুমি শরৎকালীন পুরী সকল বিনষ্ট করেছিলে, জয়শীল হয়ে তুমি সেগুলির বিনাশ করেছিলে। হে ইন্দ্র! বলের অধিপতি তুমি সেই যাগহীন মানুষকে দণ্ডিত কর। এই বিপুলা পৃথিবীকে, এই জলরাশিকে (তুমি) অপহরণ করেছিলে—মত্ত হয়ে এই সকল জলকে (হরণ করেছিলে) ।।৪।।

আদিৎ তে অস্য বীর্যস্য চর্কিরন্ মদেষু বৃষন্নুশিজো যদাবিথ সখীয়তো যদাবিথ ।
চকর্থ কারমেভ্যঃ পৃতনাসু প্রবন্তবে ।
তে অন্যামন্যাং নদ্যং সনিষ্ণত শ্রবস্যন্তঃ সনিষ্ণত ।।৫।।

সেই সময় থেকে তোমার এই বীরত্বব্যঞ্জক কর্মকে আনন্দোৎসবকালে নিয়ত প্রশস্তি করা হয়, যে হে বলবান্ অভীষ্ট! পুরোহিতগণকে তুমি রক্ষা করেছিল, তুমি (তাদের) মিত্রবৎ আচরণের মাধ্যমে রক্ষা করেছিলে। যুদ্ধকালে তাদের প্রকৃষ্টভাবে জয়লাভের জন্য উচ্চনাদ করেছিলে। তারা ক্রমান্বয়ে এক একটি নদী জয় করে যশোলাভের জন্য জয় করতে থাকে ।।৫।।

উতো নো অস্যা উষসো জুষেত হ্যর্কস্য বোধি হবিষো হবীমভিঃ স্বর্ষাতা হবীমভিঃ ।
যদিন্দ্র হন্তবে মৃধো বৃষা বজ্রিঞ্চিকেতসি ।
আ মে অস্য বেধসো নবীয়সো মন্ম শ্রুধি নবীয়সঃ ।।৬।।

অনন্তর এই উষাকে অবধান কর কারণ এই (উষা) উপভোগ্য। এই অর্চনার সঙ্গে সঙ্গে হবিঃ বিষয়েও সম্যক জ্ঞাত হও। আমাদের আহ্বান অবধান কর আলোককে প্রাপ্তিকালে আমাদের আহ্বান অবধান কর। যখন হে ইন্দ্র, বজ্রধারিন্, ফলবর্ষণকারী রূপে বিরোধিগণকে বধ করার জন্য (তুমি) সচেতন হও, আমার মননযোগ্য নূতন স্তোত্র সম্যকভাবে শ্রবণ কর। আমার নবতর প্রজ্ঞার কথা শ্রবণ কর ।।৬।।

ত্বং তমিন্দ্র বাবৃধানো অস্ময়ুরমিত্রয়ন্তং তুবিজাত মর্ত্যং বজ্রেণ শূর মর্ত্যম্ ।
জহি যো নো অঘায়তি শৃণুষ্ব সুশ্রবস্তমঃ ।
রিষ্টং ন যামন্নপ ভূতু দুর্মতির্বিশ্বাপ ভূতু দুর্মতিঃ ।।৭।।

হে সবলরূপে জাত ইন্দ্র, সমৃদ্ধ হতে হতে তুমি আমাদের প্রতি সদয় হয়ে বৈরিতার আচরণকারী সেই মানুষকে তোমার বজ্রদ্বারা হে বীর, বধ কর। আমাদের প্রতি দুষ্ট চিন্তাকারী সকলকে (বিনাশ কর); শ্রেষ্ঠ শ্রোতার মত আমাদের (কথা)শোন— যেন হিংসা দূরে বর্জিত থাকে, পথস্থিত দুর্ঘটনার ন্যায় যেন হিংসা দূরে থাকে ।।৭।।

(সূক্ত-১৩২)

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

ত্বয়া বয়ং মঘবন্ পূর্ব্যে ধন ইন্দ্রত্বোতাঃ সাসহ্যাম পৃতন্যতো বনুয়াম বনুষ্যতঃ ।
নেদিষ্ঠে অস্মিন্নহন্যধি বোচা নু সুন্বতে ।
অস্মিন্ যজ্ঞে বি চয়েমা ভরে কৃতং বাজয়ন্তো ভরে কৃতম্ ।।১।।

হে ধনবান ইন্দ্র! তোমার সঙ্গে, তোমার সহায়তা লাভ করে, যেন আমরা মুখ্য সম্পদ (লাভের) জন্য যারা যুদ্ধ করে তাদের অতিক্রম করতে পারি—যেন আমরা জয় প্রার্থীদের পরাজিত করতে পারি। এই নিকটতম দিবসে সোমাভিষবরত (যজমানের) পক্ষে কথা বল। এই যজ্ঞে আমরা, প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে যিনি সর্বোত্তম, তাঁকেই বিশেষভাবে নির্বাচন করি—ধনলাভে ইচ্ছুক হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রেষ্ঠকেই(নির্বাচন করি) ।।১।।

স্বর্জেষে ভর আপ্রস্য বক্মন্যুষর্বুধঃ স্বস্মিন্নঞ্জসি ক্রাণস্য স্বস্মিন্নঞ্জসি ।
অহন্নিন্দ্রো যথা বিদে শীর্ষ্ণাশীর্ষ্ণোপবাচ্যঃ ।
অস্মত্রা তে সধ্র্যক্ সন্তু রাতয়ো ভদ্রা ভদ্রস্য রাতয়ঃ ।।২।।

স্বর্গজয়ের প্রতিযোগিতায় (হবিঃ) দাতার আহবানে, যিনি প্রত্যূষে জাগরিত হন, তাঁর (অগ্নির) প্রলেপনকালে (আহুতিকালে), যাঁকে প্রস্তুত করা হচ্ছে (সোম) তাঁর অলংকরণকালে—এই দিবসে ইন্দ্রকে প্রত্যেক শির (জন) আনত করে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্তব্য—সেই সুপরিজ্ঞাত রীতিতে। যেন তোমার সকল বদান্যতা আমাদের জন্য প্রেরিত হয়—কল্যাণকর তোমার কল্যাণময় উপহারসকল ।।২।।

তৎ তু প্রয়ঃ প্রত্নথা তে শুশুক্বনং যস্মিন্ যজ্ঞে বারমকৃণ্বত ক্ষয়মৃতস্য বারসি ক্ষয়ম্ ।
বি তদ্ বোচেরধ দ্বিতাহন্তঃ পশ্যন্তি রশ্মিভিঃ ।
স ঘা বিদে অন্বিন্দ্রো গবেষণো বন্ধুক্ষিদ্ভ্যো গবেষণঃ ॥৩।।

তোমার সেই প্রীতিকর হবিঃ পূর্বকালের মতই প্রদীপ্ত, যখন যজ্ঞকালে (ঋত্বিকগণ) বরণীয় (তোমাকে) নিবাস স্থানে পরিগণিত করে, (তুমি) সত্যের নিবাস স্থান (রূপে পরিগণিত)। সেই কথা বিশেষভাবে বল। এই জন্যই দুই অংশের মধ্যবর্তী (লোকে) কিরণসমূহ দ্বারা তাঁরা দর্শন করেন (উষা?)।এই ইন্দ্র অবশ্যই গাভীসমূহের অন্বেষণকারী রূপে পরিচিত—গাভীর অনুসন্ধানকারী রূপে বন্ধুভাবাপন্ন বসতিগুলির মধ্যে (যজমানগণের) পরিচিত ।।৩।।

টীকা— সায়ণ—দুই অংশের –দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত অন্তরিক্ষ লোকে।

নূ ইত্থা তে পূর্বথা চ প্রবাচ্যং যদঙ্গিরোভ্যোঽবৃণোরপ ব্রজমিন্দ্র শিক্ষন্নপ ব্রজম্ ।
ঐভ্যঃ সমান্যা দিশা ঽস্মভ্যং জেষি যোৎসি চ ।
সুন্বদ্ভ্যো রন্ধয়া কং চিদব্রতং হৃণায়ন্তং চিদব্রতম্ ॥৪।।

ইদানীং এই (বক্ষ্যমাণ) প্রকারে এবং পূর্বকালীন প্রকারে শীঘ্র তোমার বিষয়ে স্তুতি করা উচিত যে, তুমিই অঙ্গিরগণের জন্য (অবরুদ্ধ) স্থানকে উদ্ঘাটন করেছিলে—হে ইন্দ্র, উত্তম প্রচেষ্টায় (গাভীদের) গোষ্ঠকে উদ্ঘাটন করেছিলে। তাদের জন্য যেমন করেছিলে, সেই একই রীতিতে আমাদের জন্যও জয় কর, যুদ্ধ কর। যারা সোম নিষ্পেষণ করেন, তাদের জন্য যারা যাগরহিত তাদের যে কোন জনকে (সকলকে) অধীন করে দাও—যারা (আমাদের প্রতি) রোষ করে সেই যাগরহিত ব্যক্তিদের বাধা দাও ।।৪।।

সং যজ্জনান্ ক্রতুভিঃ শূর ঈক্ষয়দ্ধনে হিতে তরুষন্ত শ্রবস্যবঃ প্র যক্ষন্ত শ্রবস্যবঃ ।
তস্মা আয়ুঃ প্রজাবদিদ্ বাধে অর্চন্ত্যোজসা ।
ইন্দ্র ওক্যং দিধিষন্ত ধীতয়ো দেবাঁ অচ্ছা ন ধীতয়ঃ ॥৫।।

যখন বিক্রান্ত (ইন্দ্র) নিজ প্রজ্ঞাসকল অনুসারে সকল প্রাণিকে সম্যকভাবে দর্শন করান, যশোপ্রার্থী তারা সম্পদ অভিপ্রেত হলে (শত্রুর প্রতি) বিরোধ করে—(সেই জন্য) অন্নলাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রকৃষ্টভাবে (ইন্দ্রের) ভজনা করে। তাঁর প্রতি তারা স্তুতি করে, তিনি যেন সবলে সন্তানযুক্ত (দীর্ঘ) আয়ুষ্কাল (তাদের) প্রদান করেন। ইন্দ্রের মধ্যে (আমাদের) মেধা তাদের আশ্রয় স্থান প্রার্থনা করে, আমাদের চিন্তাসকল যেন দেবতাদের অভিমুখে (গমন করে) ।।৫।।

যুবং তমিন্দ্রাপর্বতা পুরোযুধা যো নঃ পৃতন্যাদপ তংতমিদ্ধতং বজ্রেণ তংতমিদ্ধতম্ ।
দূরে চত্তায় চ্ছন্‌ৎসদ্ গহনং যদিনক্ষৎ ।
অস্মাকং শত্রূন্ পরি শূর বিশ্বতো দর্মা দর্ষীষ্ট বিশ্বতঃ ॥৬।।

তোমরা উভয়ে, ইন্দ্র এবং পর্বত (বজ্র?), যারা যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রগামী, যে কেউ আমাদের সঙ্গে সংগ্রামে উদ্যত সেই সেই (শত্রুকে) বিনাশ কর—বজ্রের দ্বারা সেই জনকে অপসারণ কর। দূর দেশে পলায়িত সেই জনের (নিকট) গহন স্থানও কাম্য—সে গহন স্থানে যেতে ইচ্ছা করবে। হে বীর! আমাদের শত্রুগণকে সর্বত্র আবেষ্টন কর! হে বিদারণকারী! সর্বদিক হতে (তাদের) বিদীর্ণ কর। ।।৬।।

(সূক্ত-১৩৩)

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্,অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৭।

উভে পুনামি রোদসী ঋতেন দ্রুহো দহামি সং মহীরনিন্দ্রাঃ ।
অভিব্লগ্য যত্র হতা অমিত্রা বৈলস্থানং পরি তৃহ্লা অশেরন্ ॥১।।

দ্যাব্যা পৃথিবী উভয়কে আমি ঋতের সাহায্যে শুদ্ধ করি। যে বিপুল বিরোধিতা ইন্দ্রহীন তাকে আমি সমগ্রভাবে দহন করি। যেখানে শত্রুসকল আক্রমণ করে, আমাদের দ্বারা নিহত হয়ে থাকে এবং বিরোধস্থলের চতুর্দিকে বিনষ্ট অবস্থায় শায়িত থাকে ।।১।।

টীকা— সায়ণ—বৈলস্থানম্- বিল অর্থ গর্ত এবং গর্ত শব্দ শ্মশান-বাচী অর্থাৎ নিহত শত্রুরা শ্মশানবৎ ভূমিতে শায়িত।

অভিব্লগ্যা চিদদ্রিবঃ শীর্ষা যাতুমতীনাম্ ।
ছিন্ধি বটূরিণা পদা মহাবটূরিণা পদা ॥২।।

হে পর্বতবান্ (বজ্রী) তুমিও আক্রমণ করে, শত্রু সেনাগণের অথবা রাক্ষসীগণের মস্তক ছেদন কর। তোমার বিপদ উত্তরণকারী পদের দ্বারা—তোমার চরণ দ্বারা যা তীব্র সংকটও অতিক্রম করে ।।২।।

অবাসাং মঘবঞ্জহি শর্ধো যাতুমতীনাম্ ।
বৈলস্থানকে অর্মকে মহাবৈলস্থে অর্মকে ॥৩।।

হে ধনবান, এই সকল (মায়াবিনীর) বল তথা সংঘকে বিচূর্ণ কর। বিরোধস্থানে অধোলোকে (স্থাপন কর)—অধোলোকে মহা বিরোধস্থানে (নিক্ষেপ কর) ।।৩।।

যাসাং তিস্রঃ পঞ্চাশতো হভিব্লঙ্গৈরপাবপঃ ।
তৎ সু তে মনায়তি তকৎ সু তে মনায়তি ॥৪।।

যখন তুমি তোমার সকল আক্রমণ দ্বারা তাদের ত্রিগুণিত পঞ্চাশৎ (সার্ধশত) সংখ্যককে দূরে ছত্রভঙ্গ করেছ, সেই (কর্ম) তোমার উৎসাহকে প্রকট করে তোমার এই ক্ষুদ্র (কর্ম) উদ্দীপনাকে প্রকাশ করে ।।৪।।

পিশঙ্গভৃষ্টিমম্ভৃণং পিশাচিমিন্দ্র সং মৃণ ।
সর্বং রক্ষো নি বর্হয় ॥৫।।

সেই পিঙ্গলকেশ সংযুক্তা, ভয়ংকর শব্দায়মানা পিশাচিকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ কর। ইন্দ্র! প্রত্যেক রাক্ষসকে নিশ্চিতভাবে বিনাশ কর ।।৫।।

অবর্মহ ইন্দ্র দাদৃহি শ্রুধী নঃ শুশোচ হি দ্যৌঃ ক্ষা ন ভীষাং অদ্রিবো ঘৃণান্ন ভীষাং অদ্রিবঃ ।
শুষ্মিন্তমো হি শুষ্মিভির্বধৈরুগ্রেভিরীয়সে ।
অপূরুষঘ্নো অপ্রতীত শূর সত্বভিস্ত্রিসপ্তৈঃ শূর সত্বভিঃ ॥৬।।

ইন্দ্র! বৃহৎ (শত্রুদের) অধোদেশে নিক্ষেপ কর। আমাদের (বাক্য) শ্রবণ কর। কারণ দ্যুলোক ভয়হেতু পৃথিবীর মতই বিশীর্ণ হয়েছে। হে প্রস্তরবান যেন উত্তাপের ভয়হেতু হে প্রস্তরবান।
হে বলবত্তম, তুমি তোমার বলিষ্ঠ ভয়ংকর হননসাধন অস্ত্রসমূহ সহ দ্রুত গমন কর। যারা কিম্পুরুষ তাদের হনন করে, হে অজেয় বীর, তোমার যোদ্ধৃগণ সহ —হে বীর, তোমার ত্রিসপ্ত সংখ্যক যোদ্ধৃগণ সহ। ।।৬।।

টীকা— সায়ণ—ত্রিসপ্ত-তিনজন বা সাতজন অনুচর মরুৎগণ?

বনোতি হি সুন্বন্ ক্ষয়ং পরীণসঃ সুন্বানো হি ষ্মা যজত্যব দ্বিষো দেবানামব দ্বিষঃ ।
সুন্বান ইৎ সিষাসতি সহস্রা বাজ্যবৃতঃ ।
সুন্বানায়েন্দ্রো দদাত্যাভুবং রয়িং দদাত্যাভুবম্ ॥৭।।

সোমভিষব করে (যজমান) প্রাচুর্যের আবাসভূমি জয় করেন। অভিষবক্রিয়মাণ (তিনি) যজ্ঞের মাধ্যমে বিদ্বেষকে অবনমিত করেন— দেবতাগণের প্রতিও বিদ্বেষকে অবনমিত করে থাকেন। সোমরস সবনের মাধ্যমেই তিনি সহস্রসংখ্যক (ধনাদি) অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপে জয় করতে ইচ্ছা করেন, সোমযাগকারীর প্রতি ইন্দ্র সর্বদিকে সঞ্জাত সম্পদ সকল দান করেন। অতি সমৃদ্ধ সম্পদ প্রকৃষ্টভাবে দান করেন ।।৭।।

অনুবাক-২০

(সূক্ত-১৩৪)

বায়ু দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি,অষ্টি ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

আ ত্বা জুবো রারহাণা অভি প্রয়ো বায়ো বহন্ত্বিহ পূর্বপীতয়ে সোমস্য পূর্বপীতয়ে ।
উর্ধ্বা তে অনু সূনৃতা মনস্তিষ্ঠতু জানতী ।
নিযুত্বতা রথেনা যাহি দাবনে বায়ো মখস্য দাবনে ॥১।।

হে বায়ু! দ্রুতগামী (অশ্ব) সকল শীঘ্র গতিতে তোমাকে এই স্থানে প্রীতিকর হবিঃ র উদ্দেশে যেন বহন করে আনে (সোমরস) প্রথম পান করার জন্য, সোমরস পূর্বের মত পান করার জন্য। তোমার ধীকে অনুসরণ করে যেন (আমাদের) শোভনা বাক্ উর্ধ্বোন্নত অবস্থায়, (তোমার বিষয়ে) জ্ঞাত হয়ে অবস্থান করে। (তোমার দল) সংযুক্ত রথের দ্বারা, হে বায়ু, এখানে প্রদত্ত (হবিঃ)র প্রতি আগমন কর—প্রাচুর্য দান করার জন্য (আগমন কর) ।।১।।

টীকা— সায়ণ—নিয়ুতত্বা-নিযুত নামক অশ্বযুক্ত।

মন্দন্তু ত্বা মন্দিনো বায়বিন্দবো হস্মৎ ক্রাণাসঃ সুকৃতা অভিদ্যবো গোভিঃ ক্রাণা অভিদ্যবঃ।
যদ্ধ ক্রাণা ইরধ্যৈ দক্ষং সচন্ত উতয়ঃ ।
সধ্রীচীনা নিযুতো দাবনে ধিয় উপ ব্রুবত ঈং ধিয়ঃ ॥২।।

উত্তেজক (সোমরসের) বিন্দুসকল তোমাকে উৎফুল্ল করুক। বায়ু, যেহেতু সেগুলি আমাদের দ্বারা প্রস্তুত। সুষ্ঠুভাবে কৃত, সম্মুখে দীপ্তিমান স্বর্গের অভিমুখগামী গোদুগ্ধের মিশ্রণে প্রস্তুত এবং স্বর্গের অভিগামী। যখন তাঁর সেই সহায়তা, সাফল্যের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে হতে কর্ম দক্ষতার অপেক্ষা করে, তখন নিযুক্ত (অশ্বগণ)—একই লক্ষ্যে প্রার্থনা পূরণের জন্য আমাদের মনীষা যুগপৎ গমন করে, দানকারীর প্রতি সঙ্গত হয়, আমাদের মনীষা তাঁকেই (বায়ুকে) আবাহন করে (দানের জন্য) ।।২।।

বায়ুর্যুঙ্‌ক্তে রোহিতা বায়ুররুণা বায়ূ রথে অজিরা ধুরি বোল্হবে বহিষ্ঠা ধুরি বোল্হবে ।
প্র বোধয়া পুরংধিং জার আ সসতীমিব ।
প্র চক্ষয় রোদসী বাসয়োষসঃ শ্রবসে বাসয়োষসঃ ॥৩॥

বায়ু তাঁর রক্তাভ (বাদামী) বর্ণের (অশ্ব)দ্বয়কে রথে সংযুক্ত করেন। বায়ু লোহিত বর্ণের (অশ্ব)দ্বয়কে দ্রুতগতি অশ্বদ্বয়কে রথে, রথের অগ্রভাগে বহন করার জন্য, শ্রেষ্ঠ বাহনদ্বয়কে রথের অগ্রভাগে (রথ) বহনের জন্য। বহু প্রজ্ঞাবানকে জাগরিত কর, যেমন অবৈধ প্রেমিক (সুখ)সুপ্তাকে জাগিয়ে তোলে; দ্যৌ ও পৃথিবীকে প্রকাশিত কর, ঊষাকালকে আলোকমণ্ডিত কর যশের জন্য অথবা অন্নের জন্য ঊষাকে অবস্থাপন কর ।।৩।।

তুভ্যমুষাসঃ শুচয়ঃ পরাবতি ভদ্রা বস্ত্রা তন্বতে দংসু রশ্মিষু চিত্রা নব্যেষু রশ্মিষু ।
তুভ্যং ধেনুঃ সবর্দুঘা বিশ্বা বসূনি দোহতে ।
অজনয়ো মরুতো বক্ষণাভ্যো দিব আ বক্ষণাভ্যঃ ॥৪॥

তোমার জন্য দীপ্তিময়ী ঊষাগণ তাঁদের শুভ বসন অতি দূরস্থানে, গৃহসমূহে কিরণজালে প্রসারিত করেন, নূতন আলোকজালে তাঁদের নানাবর্ণে শোভিত (বস্ত্র প্রসারিত করেন।) তোমার জন্য পয়স্বিনী গাভী অমৃত স্যন্দন করে, সকল প্রকার শুভ বস্তু ক্ষরিত করে। মরুৎগণকে প্রবহমান (মেঘ)উদর হতে জন্ম দিয়েছিলে—দ্যুলোকের উদর হতে ।।৪।।

তুভ্যং শুক্রাসঃ শুচয়স্তুরণ্যবো মদেষূগ্রা ইষণন্ত ভুর্বণ্যপামিষন্ত ভুর্বণি ।
ত্বাং ৎসারী দসমানো ভগমীট্টে তক্ববীয়ে ।
ত্বং বিশ্বস্মাদ্ ভুবনাৎ পাসি ধর্মণাসুর্যাৎ পাসি ধর্মণা ॥৫॥

তোমার জন্য সমুজ্জ্বল শুদ্ধ, দ্রুতগতি, উদ্দাততেজ (সোমরস) উৎসবের উল্লাসে কম্পিত হতে থাকে—(যেন) জলের (তরঙ্গসকলের) ন্যায় তারা নিজেদের প্রকম্পিত করে। পূজনীয় তোমাকে অতিসতর্কচারী, ক্লিষ্ট (ব্যাধ) সৌভাগ্যের জন্য শিকারের বিঘ্ন দূর করার জন্য, স্তুতি করে তুমি বিধি-অনুসারে সকল ভুবনের প্রথমে পান কর, তুমি তোমার প্রভুত্বের কারণে বিধি-অনুসারে পান কর ।।৫।।

টীকা— সায়ণ তক্ববীয়ে—যজ্ঞের বিঘ্নসকল দূর করার জন্য।

ত্বং নো বায়বেষামপূর্ব্যঃ সোমানাং প্রথমঃ পীতিমর্হসি সুতানাং পীতিমর্হসি ।
উতো বিহুত্মতীনাং বিশাং ববর্জুষীণাম্ ।
বিশ্বা ইৎ তে ধেনবো দুহ্র আশিরং ঘৃতং দুহ্রত আশিরম্ ॥৬॥

তুমি, বায়ু ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম, সোমরসসমূহ পানের প্রথম যোগ্যতা তোমার, এই সুতরস পান করার অধিকার তোমার। আহ্বানকারী পাপ বর্জনকারী যারা তোমাকে পরাবর্তিত করেছে, (নিজেদের প্রতি) সেই জনগোষ্ঠিগণের (হবিঃ স্বীকার কর)। তাদের সকল ধেনু তোমার জন্য আশ্রয়ণের দুগ্ধ ক্ষরণ করেছে, আশ্রয়ণের ঘৃত ক্ষরণ করেছে ও দুগ্ধ ক্ষরণ করেছে ।।৬।।

টীকা— অথবা উত......ইত্যাদির অনুবাদ এবং পরস্পর প্রতিযোগী হবির্দাতা যারা তোমাকে......ইত্যাদি—Jamison.

(সূক্ত-১৩৫)

বায়ু দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি,৭-৮অষ্টি ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।
এই সূক্তটি তৃচ বা তিন তিনটি করে ঋকের সমাহারে রচিত।

স্তীর্ণং বর্হিরুপ নো যাহি বীতয়ে সহস্রেণ নিযুতা নিযুত্বতে শতিনীভির্নিযুত্বতে ।
তুভ্যং হি পূর্বপীতয়ে দেবা দেবায় যেমিরে ।
প্র তে সুতাসো মধুমন্তো অস্থিরন্ মদায় ক্রত্বে অস্থিরন্ ॥১॥

কুশ (বর্হিঃ) বিস্তৃত করা হয়েছে, আমাদের অভিমুখে উপভোগের জন্য আগমন কর; হবিঃ ভক্ষণের জন্য সহস্রসংখ্যক সঙ্গী নিয়ে, হে নিযুতবান শতসংখ্যক (সঙ্গী নিয়ে) হে নিযুতবান— দেবগণ দ্যুতিমান তোমার জন্যই প্রথম (সোম) পানের (অধিকার) স্বীকার করেছেন। অভিষুত, মধুসংমিশ্রিত (সোম) তোমার উন্মাদনার জন্য প্রকৃষ্টভাবে অবস্থান করছে, তোমার কর্মের জন্য স্থিত রয়েছে ।।১।।

টীকা— সায়ণ—নিযুত—বায়ুর অশ্ব।

তুভ্যায়ং সোমঃ পরিপূতো অদ্রিভিঃ স্পার্হা বসানঃ পরি কোশমর্ষতি শুক্রা বসানো অর্ষতি।
তবায়ং ভাগ আয়ুষু সোমো দেবেষু হূয়তে ।
বহ বায়ো নিযুতো যাহ্যস্মযুর্জুষাণো যাহ্যস্মযুঃ ॥২॥

তোমার জন্য এই সোম সর্বতোভাবে শুদ্ধীকৃত হয়েছে প্রস্তর দ্বারা; আকাঙ্ক্ষণীয় (বসনে) নিজেকে আবৃত করে এই (সোম) গ্রহপাত্রে পূরিত পূর্ণ হয়ে থাকে, উজ্জ্বল বসনে আবৃত হয়ে (সোমরস) প্রবাহিত হয়। তোমার এই অংশ মনুষ্যগণের মধ্যে প্রদত্ত হয়েছে, সোমকে দেবতাদের মধ্যে প্রদান করা হয়েছে। বায়ু (তুমি) প্রবাহিত হও। নিযুত (অশ্বসহ) গমন কর। আমাদের সন্ধানে প্রীত হয়ে গমন কর ।।২।।

টীকা— Jamison—নিযুতঃ বাহি-আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাক।

আ নো নিযুদ্ভিঃ শতিনীভিরধ্বরং সহস্রিণীভিরুপ যাহি বীতয়ে বায়ো হব্যানি বীতয়ে ।
তবায়ং ভাগ ঋত্বিয়ঃ সরশ্মিঃ সূর্যে সচা ।
অধ্বর্যুভির্ভরমাণা অযংসত বায়ো শুক্রা অযংসত ॥৩॥

তোমার শতসংখ্যক সঙ্গীসহ আমাদের যজ্ঞের প্রতি আগমন কর; সহস্রসংখ্যক (সঙ্গী) দ্বারা (অভিপ্রায়) পূরণের জন্য সমীপে (আগমন কর), হে বায়ু হবিঃ সকল গ্রহণ করার জন্য, (আগমন কর)। এই তোমার অংশভূত (সোম) যথাকালে প্রদত্ত, যখন সূর্য উদিত হয় (তখন) রশ্মিসকলের সাহচর্যে অধ্বর্যুগণ কর্তৃক বাহিত হয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। হে বায়ু, সেই অত্যুজ্জ্বল (সোম) সঞ্চালিত হয়ে থাকে ।।৩।।

আ বাং রথো নিযুত্বান্ বক্ষদবসে ঽভি প্রয়াংসি সুধিতানি বীতয়ে বায়ো হব্যানি বীতয়ে ।
পিবতং মধ্বো অন্ধসঃ পূর্বপেয়ং হি বাং হিতম্ ।
বায়বা চন্দ্রেণ রাধসা গতমিন্দ্রশ্চ রাধসা গতম্ ॥৪॥

সেই রথ সঙ্গীসহ তোমাদের উভয়কে সাহায্যের জন্য এইস্থানে বহন করুক। সুষ্ঠুভাবে নিহিত প্রীতিকর হব্যাদি গ্রহণের জন্য, হে বায়ু, হব্যসকল গ্রহণের জন্য। লতার (নিষ্পেষিত) মধুরস পান কর। কারণ তোমাদের উভয়ের জন্যই প্রথম পানের (অধিকার) নির্দিষ্ট হয়েছে। হে বায়ু, উভয়ে আহ্লাদক অথবা উজ্জ্বল সম্পদের সঙ্গে আগমন করেছ, ইন্দ্রও; সম্পদের সঙ্গে উভয়ে আগমন করেছ ।।৪।।

আ বাং ধিয়ো ববৃত্যুরধ্বরাঁ উপেমমিন্দুং মর্মৃজন্ত বাজিনমাশুমত্যং ন বাজিনম্ ।
তেষাং পিবতমস্ময়ূ আ নো গন্তমিহোত্যা ।
ইন্দ্রবায়ূ সুতানামদ্রিভির্যুবং মদায় বাজদা যুবম্ ॥৫॥

আমাদের মনীষা তথা কর্মসকল তোমাদের উভয়কে এখানে যজ্ঞের অভিমুখে যেন প্রবর্তিত করে; এই বলবান সোমবিন্দুগুলি যেন দ্রুতগতি অশ্বের ন্যায়, (অধ্বর্যুগণ) তাদের পরিমার্জন করতে থাকেন সেই অন্নযুক্তকে। আমাদের (সঙ্গ) ইচ্ছা করে সেই (সোম) উভয়ে পান কর, এখানে আমাদের প্রতি সহায়তা নিয়ে আগমন কর। হে ইন্দ্র এবং বায়ু, প্রস্তর দ্বারা অভিষুত সেই (রস পান কর) উভয়ে, উন্মাদনার জন্য তোমরা সম্পদদাতা উভয়ে (পান কর) ।।৫।।

ইমে বাং সোমা অপ্স্বা সুতা ইহাধ্বর্যুভির্ভরমাণা অযংসত বায়ো শুক্রা অযংসত ।
এতে বামভ্যসৃক্ষত তিরঃ পবিত্রমাশবঃ ।
যুবায়বোঽতি রোমাণ্যব্যয়া সোমাসো অত্যব্যয়া ॥৬॥

তোমাদের উভয়ের জন্য এই সোমরস এখানে জলের মধ্যে সবন করা হয়েছে। বাহিত হতে হতে এই (সোম) অধ্বর্যুগণের দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে থাকে— হে বায়ু, এই উজ্জ্বল (সোম) সঞ্চালিত হয়ে থাকে। এই দ্রুতগতি তথা ব্যাপনশীল (সোম) তোমাদের উভয়ের জন্য (দশা) পবিত্রকে (ছাঁকনি) অতিক্রম করে প্রস্তুত হয়েছে। তোমাদের উভয়কে কামনা করে সংবদ্ধ মেষ রোমসমূহকে অতিক্রম করেছে—সোমরসসমূহ অত্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে সংবদ্ধ মেষ রোমসমূহকে অতিক্রম করেছে ।।৬।।

টীকা— দশাপবিত্র-সোমরস শোধনের কাজে ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ড ও মেষরোমের ছাঁকনি।

অতি বায়ো সসতো যাহি শশ্বতো যত্র গ্রাবা বদতি তত্র গচ্ছতং গৃহমিন্দ্রশ্চ গচ্ছতম্ ।
বি সূনৃতা দদৃশে রীয়তে ঘৃতমা পূর্ণয়া নিযুতা যাথো অধ্বরমিন্দ্রশ্চ যাথো অধ্বরম্ ॥৭॥

হে বায়ু, নিদ্রাগত বহু (যজমান)কে একে একে উপেক্ষা করে গমন কর। যেখানে (সবনের) প্রস্তরখণ্ড কথা বলে, সেখানে তোমরা উভয়ে গমন কর—(তুমি) এবং ইন্দ্র সেই গৃহে গমন কর। যেখানে শোভনা বাক বিশেষভাবে দৃষ্ট (শ্রুত) হয়, ঘৃত (ধারা) চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়। সম্পূর্ণ যূথের সঙ্গে তোমরা উভয়ে যজ্ঞস্থলে আগমন কর,—(তুমি), ইন্দ্র ও যজ্ঞস্থলে আগমন কর ।।৭।।

অত্রাহ তদ্ বহেথে মধ্ব আহুতিং যমশ্বত্থমুপতিষ্ঠন্ত জায়বো হস্মে তে সন্তু জায়বঃ ।
সাকং গাবঃ সুবতে পচ্যতে যবো ন তে বায় উপ দস্যন্তি ধেনবো নাপ দস্যন্তি ধেনবঃ ॥৮॥

এই স্থানে এই যজ্ঞে তোমরা উভয়ে মধু-আহুতি ধারণ করেছ। বিজয়িগণ (যজমান কিম্বা মরুৎ) যে পবিত্র অশ্বত্থ বৃক্ষকে ঘিরে উপস্থিত থাকেন—আমাদের সঙ্গে যেন সেই বিজয়িগণ সম্পর্কযুক্ত থাকেন। গাভীবৃন্দ একই সঙ্গে অপত্য প্রসব করে, যবাদি (শস্য) পক্বতা লাভ করে, দুগ্ধবতী গাভীগুলি তোমারই জন্য, হে বায়ু, অবক্ষয়িত হয় না, ধেনুগুলি বিনষ্ট হয় না ।।৮।।

টীকা— সায়ণ-পবিত্রঅশ্বত্থ-সোমরস

ইমে যে তে সু বায়ো বাহ্বোজসো হন্তর্নদী তে পতয়ন্ত্যুক্ষণো মহি ব্রাধন্ত উক্ষণঃ ।
ধন্বঞ্চিদ্ যে অনাশবো জীরাশ্চিদগিরৌকসঃ ।
সূর্যস্যেব রশ্ময়ো দুর্নিয়ন্তবো হস্তয়োর্দুর্নিয়ন্তবঃ ॥৯॥

এই সকল, হে বায়ু, তোমার সেই সব বৃষ, (মরুৎ) (যারা) বাহুদ্বয়ে বলশালী, নদীমধ্যে তারা বিচরণ করে, নবীন বয়স্ক তথা প্রাণশক্তিপূর্ণ অতিপ্রভূতভাবে সমৃদ্ধ এবং প্রাণচঞ্চল। তারা কঠিন ভূমিতে দ্রুতগতি না হলেও পার্বত্য প্রদেশে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন, যদিও গিরিতে আবাস নয়। সূর্যরশ্মির ন্যায় তাদের নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য, হস্তদ্বয় দ্বারা নিয়ন্ত্রণ দুঃসাধ্য ।।৯।।

(সূক্ত-১৩৬)

মিত্রাবরুণ দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি,সপ্তম ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।
ঋক সংখ্যা-৭।

প্র সু জ্যেষ্ঠং নিচিরাভ্যাং বৃহন্নমো হব্যং মতিং ভরতা মৃলয়দ্ভ্যাং স্বাদিষ্ঠং মৃলয়দ্ভ্যাম্ ।
তা সম্রাজা ঘৃতাসুতী যজ্ঞেযজ্ঞ উপস্তুতা ।
অথৈনোঃ ক্ষত্রং ন কুতশ্চনাধৃষে দেবত্বং নূ চিদাধৃষে ॥১॥

প্রকৃষ্ট সমৃদ্ধ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কর সেই উভয় চিরন্তনের মনোযোগীদের প্রতি; হব্য, ধী প্রদান কর উভয় সুখদায়কের প্রতি; স্বাদুতম (হব্য) উভয় সুখদায়কের প্রতি। তাঁরা দুই সম্রাট, ঘৃত তাঁদের নৈবেদ্য, প্রত্যেক যজ্ঞে তাঁদের স্তুতি করা হয় এবং তাই তাঁদের শক্তিকে কারও পক্ষ হতে প্রতিস্পর্ধা করা হয় না। তাঁদের দেবভাব প্রতিস্পর্ধার যোগ্য নয় ।।১।।

অদর্শি গাতুরুরবে বরীয়সী পন্থা ঋতস্য সময়ংস্ত রশ্মিভিশ্চক্ষুর্ভগস্য রশ্মিভিঃ ।
দ্যুক্ষং মিত্রস্য সাদনমর্যম্ণো বরুণস্য চ ।
অথা দধাতে বৃহদুক্থ্যং বয় উপস্তুত্যং বৃহদ্ বয়ঃ ॥২॥

গমন করার (পথ) দৃষ্ট হয়েছে— বিস্তীর্ণ (আলোর) জন্য বিস্তৃততর, সত্যের বল্গাসকল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (সেই পথ), তার চক্ষু (দর্শনশক্তি) ভগের রশ্মিসকল (বল্গার) মাধ্যমে (নিয়ন্ত্রিত)। মিত্র, অর্য্যমন ও বরুণের আবাসস্থান স্বর্গের প্রধানভূত এবং সেই হেতু তাঁরা উভয়ে বিপুল তেজ, যা স্তবের যোগ্য ধারণ করেন—প্রভূত তেজ যা প্রশংসার উপযুক্ত ।।২।।

টীকা— বয়ঃ অন্ন-সায়ণ।

জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়ৎক্ষিতিং স্বর্বতীমা সচেতে দিবেদিবে জাগৃবাংসা দিবেদিবে ।
জ্যোতিষ্মৎ ক্ষত্রমাশাতে আদিত্যা দানুনস্পতী ।
মিত্রস্তয়োর্বরুণো যাতযজ্জনো হর্যমা যাতযজ্জনঃ ॥৩॥

আলোকময়ী, অদিতিকে, সূর্যকিরণে উদ্ভাসিতা পৃথিবীকে তাঁরা (মিত্রাবরুণ) উভয়ে সঙ্গত হয়ে থাকেন প্রতিদিন —জাগ্রত অবস্থায় সকল দিনে। তাঁরা আলোকমণ্ডিত তেজ অধিকার করেন—সেই দুই আদিত্য, দানের অধিপতি। তাদের উভয়ের মধ্যে মিত্র ও বরুণ মানুষকে (যথাকার্যে) নিয়োজিত করেন, অর্যমা মানুষকে যথা কার্যে প্রেরণ করেন ।।৩।।

অয়ং মিত্রায় বরুণায় শংতমঃ সোমো ভূত্ববপানেষ্বাভগো দেবো দেবেষ্বাভগঃ ।
তং দেবাসো জুষেরত বিশ্বে অদ্য সজোষসঃ ।
তথা রাজানা করথো যদীমহ ঋতাবানা যদীমহে ॥৪॥

এই স্থানে এই সোম যেন মিত্র ও বরুণের জন্য শ্রেষ্ঠ সুখকর হয়। পান (করার) স্থানসমূহে সর্বদিক হতে ভজনযোগ্য, যে দেবতা দেবগণের মধ্যেও ভজনার যোগ্য, তাঁকে দেবগণ সকলে আজ একত্রে উপভোগ করছেন সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে। বিরাজমান রাজাগণ সেই প্রকার (কর) যেন করেন যা আমরা প্রার্থনা করি। ঋতবান তথা সত্যসন্ধ দেবগণ (সেইরূপ করুন) যেমন আমরা প্রার্থনা করি ।।৪।।

যো মিত্রায় বরুণায়াবিধজ্জনো হনর্বাণং তং পরি পাতো অংহসো দাশ্বাংসং মর্তমংহসঃ ।
তমর্যমাভি রক্ষত্যৃজূয়ন্তমনু ব্রতম্ ।
উক্থৈর্য এনোঃ পরিভূষতি ব্রতং স্তোমৈরাভূষতি ব্রতম্ ॥৫॥

যিনি মিত্র ও বরুণকে পরিচর্যা করেন, সেই দ্বেষহীন ব্যক্তিকে পাপ থেকে সর্বদিকে রক্ষা কর, (হবিঃ) দানকারী মানবকে বিপর্যয় হতে (রক্ষা কর)। অর্যমা তাকে অনুকূল রক্ষণ দেন যিনি অকুটিল আচরণ করেন, যাগাদিতে রত থাকেন, যিনি শস্ত্রসমূহ দ্বারা এই দুইজনের বিধানসকল অনুসরণ করেন -যিনি স্তোত্রসমূহ দ্বারা (উভয়ের) কর্মকে প্রশস্তি করেন। ॥৫॥

টীকা— শস্ত্র— যে মন্ত্রসমূহ গান করা হয় না।
স্তোত্র— যে মন্ত্রসমূহ সুরযোগে গীত হয়।

নমো দিবে বৃহতে রোদসীভ্যাং মিত্রায় বোচং বরুণায় মীহ্লুষে সুমৃলীকায় মীহ্লুষে ।
ইন্দ্রমগ্নিমুপ স্তুহি দ্যুক্ষমর্যমণং ভগম্ ।
জ্যোগ্‌জীবন্তঃ প্রজয়া সচেমহি সোমস্যোতী সচেমহি ॥৬॥

মহৎ দ্যুলোককে তথা দীপ্ত সূর্যকে প্রণাম জানাই, দ্যৌ ও পৃথিবীকে, মিত্রকে প্রণাম, কাম্যফলদানকারী বরুণকে (প্রণাম), যিনি শোভন সুখদাতা যিনি ফলপ্রদায়ক (তাঁকে প্রণাম)। ইন্দ্র এবং অগ্নির সমীপে (গমন কর), দ্যুলোকের মুখ্যভূত অর্যমন এবং ভগের (প্রতি), স্তুতি কর। দীর্ঘদিন জীবিত থেকে পুত্রাদিসহ (আমরা) যেন সম্মিলিত থাকতে পারি, সোমের সহায়তা দ্বারা (আমরা) যেন সঙ্গত হতে পারি। ॥৬॥

টীকা— সায়ণ-দ্যুক্ষ-দীপ্তিমন্ত

উতী দেবানাং বয়মিন্দ্রবন্তো মংসীমহি স্বযশসো মরুদ্ভিঃ ।
অগ্নির্মিত্রো বরুণঃ শর্ম যংসন্ তদশ্যাম মঘবানো বয়ং চ ॥৭॥

দেবগণের সহায়তায় আমরা ইন্দ্রের সাহচর্যে থেকে এবং মরুৎগণের দ্বারা (অনুগৃহীত হয়ে) যেন নিজেদের যশোমণ্ডিত মনে করি। অগ্নি মিত্র ও বরুণ সুখ দান করতে থাকলে আমরা সেই (দান) ধনবান হয়ে যেন ভোগ করতে পারি ॥৭॥

(সূক্ত-১৩৭)

মিত্রাবরুণ দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অতিশক্করী ছন্দ। **ঋক সংখ্যা-৩।**

সুষুমা যাতমদ্রিভির্গোশ্রীতা মৎসরা ইমে সোমাসো মৎসরা ইমে ।
আ রাজানা দিবিস্পৃশা হস্মত্রা গন্তমুপ নঃ ।
ইমে বাং মিত্রাবরুণা গবাশিরঃ সোমাঃ শুক্রা গবাশিরঃ ॥১॥

প্রস্তর দ্বারা সোমরস সবন করা হয়েছে, তোমরা উভয়ে আগমন কর। এই উল্লাসজনক সোমরস গাভী (দুগ্ধে) সংমিশ্রিত হয়েছে, এই মদকর (সোম)। তোমরা উভয়ে রাজাস্বরূপ বিরাজমান, দ্যুলোকস্পর্শী এখানে আমাদের মধ্যে আগমন কর। হে মিত্রাবরুণ! এই তোমাদের উভয়ের জন্য দুগ্ধমিশ্রিত সোমরস পরিশ্রুত জলসংমিশ্রিত অথবা দুগ্ধমিশ্রিত ॥১॥

টীকা— সায়ন-গো- অর্থে উদক।

ইম আ যাতমিন্দবঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ সুতাসো দধ্যাশিরঃ ।
উত বামুষসো বুধি সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ।
সুতো মিত্রায় বরুণায় পীতয়ে চারুর্ঋতায় পীতয়ে ॥২॥

এইস্থানে তোমরা উভয়ে আগমন কর। সোমরসের বিন্দুসকল দধির দ্বারা সংমিশ্রিত অবস্থায় অভিষবন করা হয়েছে, দধির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে এবং উষার জাগরণকালে তোমাদের উভয়ের জন্য সূর্যের আলোকচ্ছটাসমূহ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সোম অভিষুত হয়েছে। মিত্র ও বরুণের জন্য, (তোমাদের) পানের জন্য; আনন্দকর (সোম) যজ্ঞের জন্য, পান করার জন্য (অভিষুত) হয়েছে ॥২॥

টীকা— সায়ণ-ঋত -যজ্ঞ/সত্য

তাং বাং ধেনুং ন বাসরীমংশুং দুহন্ত্যদ্রিভিঃ সোমং দুহন্ত্যদ্রিভিঃ ।
অস্মত্রা গন্তমুপ নো হর্বাঞ্চা সোমপীতয়ে ।
অযং বাং মিত্রাবরুণা নৃভিঃ সুতঃ সোম আ পীতয়ে সুতঃ ॥৩॥

তোমাদের উভয়ের জন্য গাভীর ন্যায় ক্ষীরযুক্তা এই লতাকে তারা প্রস্তর দ্বারা দোহন করে, সোমকে তারা প্রস্তর দ্বারা দোহন করে। আমাদের মধ্যে আমাদের অভিমুখে উপস্থিত হও, নিকটে এস সোমপানের জন্য। এই (সোম) হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদের উভয়ের জন্য মানুষগণের দ্বারা নিষ্পেষিত, সোম(রস) পানের জন্য অভিষুত (হয়েছে) ॥৩॥

(সূক্ত-১৩৮)

পূষা দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৪।

প্রপ্র পূষ্ণস্তুবিজাতস্য শস্যতে মহিত্বমস্য তবসো ন তন্দতে স্তোত্রমস্য ন তন্দতে।
অর্চামি সুম্নয়ন্নহমন্ত্যূতিং ময়োভুবম্।
বিশ্বস্য যো মন আয়ুযুবে মখো দেব আয়ুযুবে মখঃ ॥১॥

প্রভূত বলের সঙ্গে উৎপন্ন পূষণ দেবতার (মাহাত্ম্য) অধিকতর প্রকর্ষের সঙ্গে স্তুত হয়ে থাকে। তাঁর (সেই) বলশালীর গৌরব, বিরাম লাভ করে না— তাঁর প্রশস্তি বিরত হয় না। তাঁর প্রসন্নতা কামনা করে আমি তাঁর প্রতি প্রার্থনা করি, তাঁর রক্ষণ সন্নিহিত এবং সুখ সম্পাদনকারী। সেই প্রাচুর্যের অধীশ্বর, তাঁর নিজের প্রতি সকলের মনকে আকৃষ্ট করেছেন, সে সর্বপ্রিয় দেবতা (মনকে) আবদ্ধ করেছেন ॥১॥

প্র হি ত্বা পূষন্নজিরং ন যামনি স্তোমেভিঃ কৃণ্ব ঋণবো যথা মৃধ উষ্ট্রো ন পীপরো মৃধঃ।
হুবে যৎ ত্বা ময়োভুবং দেবং সখ্যায় মর্ত্যঃ।
অস্মাকমাঙ্গূষান্ দ্যুম্নিনস্কৃধি বাজেষু দ্যুম্নিনস্কৃধি ॥২॥

অতএব পূষণ! প্রশস্তির মাধ্যমে আমি তোমার প্রকর্ষ বিধান করি। পথে গমনরত শীঘ্রগামী (অশ্বের) ন্যায় যেন তুমি শত্রুগণকে পলায়নে বাধ্য কর, উষ্ট্রের মত তুমি (আমাদের) শত্রুদের থেকে (যুদ্ধে) রক্ষা কর। যখন মরণশীল (মানুষ) আমি তোমাকে, সুখদায়ক দেবতাকে, মৈত্রীর জন্য আহ্বান করি, আমাদের তোমার স্তুতিসমূহকে তেজোযুক্ত কর, সংগ্রামস্থলে তাদের তেজোময় কর ॥২॥

যস্য তে পূষন্ৎসখ্যে বিপন্যবঃ ক্রত্বা চিৎ সন্তোঽবসা বুভুজ্রির ইতি ক্রত্বা বুভুজ্রিরে।
তামনু ত্বা নবীয়সীং নিযুতং রায় ঈমহে।
অহেলমান উরুশংস সরী ভব বাজেবাজে সরী ভব ॥৩॥

পূষণ, তোমার মৈত্রীতে তোমার বিশিষ্ট স্তোতৃবৃন্দ প্রকৃষ্ট কর্মদ্বারা তোমার রক্ষণহেতু সুফল ভোগ করেছেন— এইভাবে কর্ম দ্বারা সকলকে পালন কর। এই অনুসারে নূতনতর প্রভূত ধনের প্রার্থনা করি। ক্রোধরহিত হয়ে তুমি বহুস্তুত হও, (আমাদের নিকট) উপসর্পণীয় হও, প্রত্যেক ধন অথবা অন্নলাভের কালে উপসর্পণীয় হও। ॥৩॥

টীকা— সায়ণ— বাজে বাজে- প্রত্যেক সংগ্রামে।
সরী— যার নিকটে উপস্থিত হওয়া যায়।

অস্যা উ ষু ণ উপ সাতয়ে ভুবো ঽহেলমানো ররিবাঁ অজাশ্ব শ্রবস্যতামজাশ্ব।
ও ষু ত্বা ববৃতীমহি স্তোমেভির্দস্ম সাধুভিঃ।
নহি ত্বা পূষন্নতিমন্য আঘৃণে ন তে সখ্যমপহ্নুবে ॥৪॥

আমাদের এই সম্পদ জয় করার জন্য, অক্রোধিত অবস্থায়, (পরন্তু) দাতা তুমি, অজাশ্ব (অজ যাঁর বাহন অথবা অশ্ব স্বরূপ) তুমি সুষ্ঠুভাবে সমীপে আগমন কর। অন্ন কিম্বা যশোপ্রার্থী আমাদের নিকটে এস) হে অজাশ্ব! অদ্ভুতকর্মা তথা শত্রুনাশক, তোমাকে আমরা প্রীতিকর স্তুতির মাধ্যমে (সকল স্থান থেকে) আমাদের অভিমুখে আবর্তিত করব। হে দীপ্তিময় পূষণ, তোমাকে অনাদর করি না, তোমার মৈত্রীকে অস্বীকারও করি না ॥ ৪॥

(সূক্ত-১৩৯)

বিশ্ব দেবগণ দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি,পঞ্চম বৃহতী,একাদশ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১১।

অস্তু শ্রৌষট্ পুরো অগ্নিং ধিয়া দধ আ নু তচ্ছর্ধো দিব্যং বৃণীমহ ইন্দ্রবায়ূ বৃণীমহে।
যদ্ধ ক্রাণা বিবস্বতি নাভা সংদায়ি নব্যসী।
অধ প্র সূ ন উপ যন্তু ধীতয়ো দেবাঁ অচ্ছা ন ধীতয়ঃ ॥১॥

এইরূপ হোক! আমাদের প্রার্থনা শ্রুত হোক! অগ্নিকে মনীষার মাধ্যমে সম্মুখভাগে স্থাপন করি। সেই স্বর্গীয়গণকে আভিমুখ্যের সঙ্গে আমরা নির্বাচন করি, ইন্দ্র ও বায়ুকে নির্বাচন করি। যে হেতু আমাদের নবতরা (স্তুতি) কার্যকরভাবে দীপ্তিময় (ভূমির অথবা যজ্ঞের) কেন্দ্রস্থলে সম্যক আবদ্ধ হয়েছে, সেহেতু আমাদের মনীষা উত্তমভাবে দেবতাদের অভিমুখে গমন করুক, আমাদের পবিত্র স্তুতিসকল (গমন করুক) ॥১॥

যদ্ধ ত্যন্মিত্রাবরুণাবৃতাদধ্যাদদাথে অনৃতং স্বেন মন্যুনা দক্ষস্য স্বেন মন্যুনা ।
যুবোরিত্থাধি সদ্মস্বপশ্যাম হিরণ্যয়ম্ ।
ধীভিশ্চন মনসা স্বেভিরক্ষভিঃ সোমস্য স্বেভিরক্ষভিঃ ॥২॥

যে হেতু, হে মিত্র ও বরুণ তোমাদের নিজ তেজ দ্বারা অসত্যকে ঋত তথা সত্য থেকে গ্রহণ করেছ—তোমাদের নিজ মননীয় সামর্থ্য দ্বারা—সেহেতু তোমাদের আবাসমূহের মধ্যে আমরা তোমাদের উভয়ের স্বর্ণময় (আসন) দেখেছি, মনীষাসকল দ্বারা, মনের দ্বারা, আমাদের নিজ চক্ষুসকল দ্বারা, সোমের (প্রদত্ত) নিজ চক্ষুসমূহ দ্বারা (দেখেছি) ॥২॥

যুবাং স্তোমেভির্দেবয়ন্তো অশ্বিনাশ্রাবয়ন্ত ইব শ্লোকমায়বো যুবাং হব্যাভ্যায়বঃ ।
যুবোর্বিশ্বা অধি শ্রিয়ঃ পৃক্ষশ্চ বিশ্ববেদসা ।
প্রুষায়ন্তে বাং পবয়ো হিরণ্যয়ে রথে দস্রা হিরণ্যয়ে ॥৩॥

অশ্বিনদ্বয়, দেবতাকে কামনাকারী (মানুষেরা) তাঁদের প্রশস্তি দ্বারা সোচ্চারে তোমাদের প্রতি আহ্বানধ্বনিকে শ্রবণের বিষয়ীভূত করেন, যেন মানুষেরা তোমাদের উভয়কে হব্যবিষয়ে (শ্রবণ করাচ্ছেন)। তোমরা উভয়ে সমগ্র ঐশ্বর্য, সকল সমৃদ্ধির অধিপতি, সকল সম্পদের অধীশ্বরদ্বয়। হে অদ্ভুতকর্মা তথা শত্রুনাশক দেবদ্বয়, তোমাদের দুজনের সুবর্ণময় রথের চক্রনেমিগুলি (মধু) বিন্দু ক্ষরণ করে, তোমাদের সুবর্ণময় রথ থেকে (ক্ষরণ করে) ॥৩॥

অচেতি দস্রা ব্যু নাকমৃণ্বথো যুঞ্জতে বাং রথযুজো দিবিষ্টিষ্বধ্বস্মানো দিবিষ্টিষু ।
অধি বাং স্থাম বন্ধুরে রথে দস্রা হিরণ্যয়ে ।
পথেব যন্তাবনুশাসতা রজো ঽঞ্জসা শাসতা রজঃ ॥৪॥

হে অদ্ভুতকর্মা তথা শক্তিমান দেবদ্বয়। এই সত্য সকলের জ্ঞাত। স্বর্গকে উভয়ে উদ্ঘাটন কর। তোমাদের রথাশ্ব প্রাতর্ভাগে ইষ্টিতে সংযোজিত হয়, অপ্রকাশিত প্রাতঃকালীন ইষ্টিসমূহে (যুক্ত হয়)। হে অদ্ভুতকর্মাদ্বয়, তোমাদের রথের উপরে আসনে স্থাপনা করি, সুবর্ণ রথের উপরে। যেন পথে গমনশীল তোমরা উভয়ে অন্তরিক্ষলোককে শাসন করতে করতে ঋজু গতিতে অন্তরিক্ষের প্রতি বিধান নির্দেশ কর ॥৪॥

টীকা— ইষ্টি— মার্গবিশেষ।

শচীভির্নঃ শচীবসূ দিবা নক্তং দশস্যতম্ ।
মা বাং রাতিরুপ দসৎ কদা চনাস্মদ্ রাতিঃ কদা চন ॥৫॥

তোমার মহান্ শক্তির দ্বারা, হে শক্তিরূপ সম্পদের অধিপতি, দিন ও রাত্রিকালে আমাদের আশীর্বাদ দাও। তোমার দান যেন কখনও বিনষ্ট না হয়, আমাদের (আনীত) হব্যাদি দানও যেন কখনও ক্ষয় না হয় ॥৫॥

বৃষন্নিন্দ্র বৃষপাণাস ইন্দব ইমে সুতা অদ্রিষুতাস উদ্ভিদস্তুভ্যং সুতাস উদ্ভিদঃ ।
তে ত্বা মন্দন্তু দাবনে মহে চিত্রায় রাধসে ।
গীর্ভির্গির্বাহঃ স্তবমান আ গহি সুমৃলীকো ন আ গহি ॥৬॥

হে কামবর্ষক ইন্দ্র! এই সকল সোমবিন্দুসকল অভিষুত হয়েছে ফলবর্ধনকারী (তোমার) পানের জন্য, প্রস্তর দ্বারা নিষ্পিষ্ট এই সোমরস উর্ধ্বগমন করছে— তোমার জন্য এই সুত (সোম) উদ্‌গমন করছে। তারা তোমাকে আনন্দিত করুক প্রভূত বিচিত্র ধন দানকার্যের প্রতি। হে স্তুতিবহনকারী প্রশস্তিসকলের দ্বারা স্তুত হতে হতে এখানে আগমন কর। হে শোভন সুখদায়ক, আমাদের প্রতি আগমন কর ॥৬॥

ও ষূ ণো অগ্নে শৃণুহি ত্বমীলিতো দেবেভ্যো ব্রবসি যজ্ঞিয়েভ্যো রাজভ্যো যজ্ঞিয়েভ্যঃ ।
যদ্ধ ত্যামঙ্গিরোভ্যো ধেনুং দেবা অদত্তন ।
বি তাং দুহ্রে অর্যমা কর্তরী সচাঁ এষ তাং বেদ মে সচা ॥৭॥

হে অগ্নি! তুমি শ্রবণ কর। আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে যজ্ঞের উপযুক্ত দেবগণকে বল অনুকূলভাবে সম্মানযোগ্য রাজগণকে (বল)। যখন দেবগণ তোমরা সেই দোহনযোগ্যা গাভী অঙ্গিরসগণকে দান করেছ, তাঁরা তাকে বিবিধভাবে দোহন করেছেন, অর্যমন (কর্ম)কর্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে (সেই কার্য করেছেন), এই অর্যমা সেই ধেনুকে আমার সঙ্গে জানেন। (আমিও জানি) ॥৭॥

মো ষু বো অস্মদভি তানি পৌংস্যা সনা ভূবন্ দ্যুম্নানি মোত জারিষুরস্মৎ পুরোত জারিষুঃ ।
যদ্ বশ্চিত্রং যুগেযুগে নব্যং ঘোষাদমর্ত্যম্ ।
অস্মাসু তন্মরুতো যচ্চ দুষ্টরং দিধৃতা যচ্চ দুষ্টরম্ ॥৮॥

তোমাদের সেইসকল বীরকর্ম কখনও যেন আমাদের নিকট পুরাতন না হয়, যেন কখনও তোমাদের প্রকাশদীপ্ত খ্যাতি ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, আমাদের সম্মুখে যেন ক্ষয় না হয়, তোমাদের যে সকল বিচিত্র কালে কালে নূতনতর অমরকীর্তি, (সে সকল) উদ্‌ঘোষিত হয়ে থাকে। হে মরুৎগণ! আমাদের প্রতি সেই ধন দৃঢ় স্থাপন কর যা দুষ্প্রাপ্য, যা কিছুর প্রাপ্তি দুষ্কর (তা দাও) ॥৮॥

দধ্যঙ্‌ হ মে জনুষং পূর্বো অঙ্গিরাঃ প্রিয়মেধঃ কণ্বো অত্রির্মনুর্বিদুস্তে মে পূর্বে মনুর্বিদুঃ ।
তেষাং দেবেষ্বায়তিরস্মাকং তেষু নাভয়ঃ ।
তেষাং পদেন মহ্যা নমে গিরেন্দ্রাগ্নী আ নমে গিরা ॥৯॥

পূর্বতন অঙ্গিরস, দধ্যঙ্‌ প্রিয়মেধ, কণ্ব, অত্রি এবং মনু আমার জন্মের বৃত্তান্ত জানেন,এই সকল পূর্বতন(ঋষিগণ) ও মনু (আমাকে) জানেন। তাঁদের দীর্ঘকালীন সম্বন্ধ দেবগণের সঙ্গে; তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক জন্মগত। তাঁদের মহৎ অবস্থানকে আমি স্তুতি দ্বারা প্রণতি জানাই, ইন্দ্র ও অগ্নিকে স্তুতি দ্বারা প্রণাম করি ॥৯॥

হোতা যক্ষদ্‌ বনিনো বন্ত বার্যং বৃহস্পতির্যজতি বেন উক্ষভিঃ পুরুবারেভিরুক্ষভিঃ ।
জগৃভ্মা দূরআদিশং শ্লোকমদ্রেরধ ত্মনা ।
অধারয়দররিন্দানি সুক্রতুঃ পুরূ সদ্মানি সুক্রতুঃ ॥১০॥

যেন হোতা -[১]যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন। তিনি কাষ্ঠনির্মিত (পাত্রের?) (অথবা তাঁরা আগ্রহী হয়ে) বরণীয়কে (হবিঃকে) লাভ করেন। সখা বৃহস্পতি সেচনক্ষম (সোমের) দ্বারা যাগ করেন, প্রভূত গুণসম্পন্ন সেচকসমূহ দ্বারা। ইদানীং (শ্রোত্র দ্বারা) দূরবর্ত্তী স্থানে নির্দেশ প্রেরণকারী অভিষব -গ্রাবের বাক্য (ধ্বনি) (আমরা) স্বয়ং গ্রহণ করছি। মহাবলবান (শোভন যজ্ঞকর্মা) উদকসমূহ ধারণ করেছেন, সেই অতিবলবান (শোভন কর্মা) বহু (বিশ্রামস্থান) ॥১০॥

১. যাজ্যা— যজ্ঞকালে হোতৃবাক্য ঋক্‌ মন্ত্রকে যাজ্যা বলে। হোতা এই মন্ত্র পাঠ করেন।

যে দেবাসো দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ স্থ ।
অপ্সুক্ষিতো মহিনৈকাদশ স্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্‌ ॥১১॥

যে দেবগণ স্বর্গে একাদশসংখ্যায় বিরাজমান, যে একাদশসংখ্যক পৃথিবীতে বিরাজ করছেন, যারা সশক্তিতে, একাদশ সংখ্যায় জলমধ্যে বিরাজ করছেন, সেই দেবগণ এই যজ্ঞকে উপভোগ কর ॥১১॥

অনুবাক-২১

(সূক্ত-১৪০)

অগ্নি দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী, ১২-১৩ ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৩।

বেদিষদে প্রিয়ধামায় সুদ্যুতে ধাসিমিব প্র ভরা যোনিমগ্নয়ে ।
বস্ত্রেণেব বাসয়া মন্মনা শুচিং জ্যোতীরথং শুক্রবর্ণং তমোহনম্‌ ॥১॥

বেদিতে উপবিষ্ট সুন্দর জ্যোতির্ময় অগ্নি, যাঁর বাসস্থান আকাঙ্ক্ষিত, (পোষণের) উৎসের ন্যায় তাঁর উৎপত্তিস্থানকে প্রকৃষ্টভাবে সেবা কর। বস্ত্রের দ্বারা সেইভাবে শুদ্ধ দীপ্তিময়কে মননীয় স্তুতি দ্বারা আচ্ছাদন কর, সেই অন্ধকারবিনাশী যাঁর রথ জ্যোতি (নির্মিত), যাঁর বর্ণ উজ্জ্বল ॥১॥

অভি দ্বিজন্মা ত্রিবৃদন্নমৃজ্যতে সংবৎসরে বাবৃধে জগ্ধমী পুনঃ ।
অন্যস্যাসা জিহ্বয়া জেন্যো বৃষা ন্যন্যেন বনিনো মৃষ্ট বারণঃ ॥২॥

সেই দুইবার জাত (অগ্নি) ত্রিপ্রকার অন্নের অভিমুখে বিস্তৃত হয়ে থাকেন। সংবৎসর (কালমধ্যে) তিনি যা ভক্ষণ করেছেন, সেই (বস্তু) পুনরায় বর্ধিত হয়। তিনি এক (রূপে) মুখ এবং জিহ্বা দ্বারা এক মহৎ বৃষ (বর্ষক)— রূপে প্রবৃদ্ধ হয়ে থাকেন। অন্য রূপে হস্তীর ন্যায় বৃক্ষসকলকে নিঃশেষে পাতিত করেন (বিনাশ করেন) ॥২॥

টীকা— সায়ণ- দ্বিজন্মা- দুই মন্থনকাষ্ঠ হতে উৎপন্ন অগ্নি। ত্রিবৃৎ অন্ন-আজ্য পুরোডাশ ও সোম তিন প্রকার হবিঃ।

কৃষ্ণপ্রুতৌ[১] বেবিজে অস্য সক্ষিতা উভা তরেতে অভি মাতরা শিশুম্‌ ।
প্রাচাজিহ্বং ধ্বসয়ন্তং তৃষুচ্যুতমা সাচ্যং কুপয়ং বর্ধনং পিতুঃ ॥৩॥

এই (অগ্নির) উভয় মাতা, একত্রবাসী যুগল, কৃষ্ণবর্ণলিপ্তা, চলনশীল হয়ে উভয়ে দ্রুত শিশুর প্রতি উপস্থিত হয়–তাঁর প্রতি, তাঁর জিহ্বাসকল পুরোভাগে বিস্তারিত, যিনি ধূম উদ্গীরক (অথবা অন্ধকার বিনাশী) যিনি তৃষ্ণার্তের মত বিচলিত অথবা ক্ষিপ্রভাবে জায়মান, ঈষৎ কম্পিত, রক্ষণ যোগ্য এবং পালকের (যজমানের) সমৃদ্ধিকারক ॥৩॥

১. কৃষ্ণপ্রুতৌ— ধর্ষণে এবং দাহে কৃষ্ণবর্ণ।
অগ্নির মাতা- মন্থন অরণিদ্বয়, শিশু অগ্নি।

মুমুক্ষো মনবে মানবস্যতে রঘুদ্রুবঃ কৃষ্ণসীতাস উ জুবঃ ।
অসমনা অজিরাসো রঘুষ্যদো বাতজূতা উপ যুজ্যন্ত আশবঃ ॥৪॥

মনু এবং মনুর ভাবী সন্তানগণের জন্য তারা সংযোজিত হয়েছে, —সেই বেগবান বন্ধন মুক্তির জন্য ইচ্ছুক (অশ্বগুলি), দ্রুত গমনশীল, কৃষ্ণবর্ণ (পথ) রেখা কর্ষণকারী এবং ক্ষিপ্র, বিবিধ (দিকে গমন)— মনস্ক, সহজ দ্রুত গতিতে ধাবনরত, (ক্রমভঙ্গকারী) বায়ুভরে প্রেরিত এবং নিজ পথ অতিক্রমকারী ॥৪॥

টীকা— কৃষ্ণ সীতাসঃ —সীতা-লাঙ্গল কর্ষণজনিত রেখা। এখানে অগ্নিশিখার রূপক রূপে অশ্বের তুলনা হয়েছে।

আদস্য তে ধ্বসয়ন্তো বৃথেরতে কৃষ্ণমভ্বং মহি বর্পঃ করিক্রতঃ ।
যৎ সীং মহীমবনিং প্রাভি মর্মৃশদভিশ্বসন্ ৎস্তনয়ন্নেতি নানদৎ ॥৫॥

অতঃপর এই (অগ্নির শিখা) সকল, আলোকোজ্জ্বল অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ আতঙ্ক দ্বারা (পথকে) অভিভূত করতে করতে বিপুল আকৃতি ধারণ করতে থাকে। যখন বিপুলা পৃথিবীকে গমনকালে সর্বদিক থেকে ব্যাপ্ত করে চতুর্দিকে (সঘন) শ্বাস নিতে নিতে তারা উচ্চ রবে গর্জন করে ॥৫॥

ভূষন্ ন যোঽধি বভ্রূষু নম্নতে বৃষেব পত্নীরভ্যেতি রোরুবৎ ।
ওজায়মানস্তন্বশ্চ শুম্ভতে ভীমো ন শৃঙ্গা দবিধাব দুর্গৃভিঃ ॥৬॥

যিনি ব্যস্ত পরিচর্যাকারীর মত বাদামী বর্ণের (লতা)-গুলির উপরে আনত হতে থাকেন, তিনি তাদের প্রতি নিয়ত গর্জন সহ গমন করেন, যেমন কোন বৃষভ তার পত্নীসকলের প্রতি। এবং তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন, তাদের দেহগুলি দীপ্ত করেন যেন কোন ভয়ংকর (বৃষ) এবং শৃঙ্গগুলি প্রকম্পিত করতে থাকেন, (যার ফলে) ধারণ করা দুষ্কর ॥৬॥

স সংস্তিরো বিষ্টিরঃ সং গৃভায়তি জানন্নেব জানতীর্নিত্য আ শয়ে ।
পুনর্বর্ধন্তে অপি যন্তি দেব্যমন্যদ্ বর্পঃ পিত্রোঃ কৃণ্বতে সচা ॥৭॥

(যা কিছু) আচ্ছাদিত আছে, (আবার) যা বিস্তারিত হয়ে আছে, সব কিছু জ্ঞাত হয়ে তিনি একত্র সংমিশ্রিত করেন এবং যারা তাঁকে (সম্যক্) জ্ঞাত আছে অবিচ্ছিন্নভাবে তাদের আশ্রয় করেন। তারা পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, দেবোচিত (ক্ষমতা) প্রাপ্ত হয়, মাতাপিতার (রূপ) হতে ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে যদিও (তাদের) সাহচর্য্যে থাকে ॥৭॥

তমগ্রুবঃ কেশিনীঃ সং হি রেভির উর্ধ্বাস্তস্থুর্মম্রুষীঃ প্রায়বে পুনঃ।
তাসাং জরাং প্রমুঞ্চন্নেতি নানদদসুং পরং জনয়ঞ্জীবমস্তৃতম্ ॥৮॥

তাঁকে কেশিনী কন্যাগণ (অগ্নিশিখা) আলিঙ্গন করে, মৃতা হলেও তারা উর্ধ্বমুখে অবস্থান করে পুনরায় জীবিতের (সঙ্গে সম্মিলিত হবার) জন্য। তাদের জীর্নতা অপসারিত করে সঘোষে তিনি আগমন করেন, এক নূতন প্রাণশক্তি, অদম্য জীবনকে উজ্জীবিত করেন ॥৮॥

অধীবাসং পরি মাতূ রিহন্নহ তুবিগ্রেভিঃ সত্বভির্যাতি বি জ্রয়ঃ ।
বয়ো দধৎ পদ্বতে রেরিহৎ সদাঽনু শ্যেনী সচতে বর্তনীরহ ॥৯॥

মাতার (ভূমির) আবরণবস্ত্র সর্বদিকে লেহন করে, তিনি শক্তিমান তেজোময় তথা প্রভূতগমনশীল সঙ্গিগণের সঙ্গে দ্রুত গতিতে সবিস্তারে গমন করেন। পদযুক্ত প্রাণিকুলের জন্য খাদ্যের আয়োজন করে চতুর্দিক বারংবার লেহন করে তিনি যেখানেই গমন করেন, এক কৃষ্ণবর্ণ পথ তাঁর অনু (গমন) করে ॥৯॥

টীকা— অগ্নিশিখার লেহনের ফলে সব দগ্ধ চিহ্ন রেখে যায়।

অস্মাকমগ্নে মঘবৎসু দীদিহ্যধ শ্বসীবান্ বৃষভো দমূনাঃ ।
অবাস্যা শিশুমতীরদীদের্বর্মেব যুৎসু পরিজর্ভুরাণঃ ॥১০॥

হে অগ্নি! আমাদের ধনবান (যজমানগণের) প্রতি প্রদীপ্ত হও। অনন্তর শ্বসনকারী বৃষভের ন্যায় গৃহের অথবা দানের প্রতি মনোযোগী হও। তোমার শিশুযুক্ত নারীদের (শিখা) পরিত্যাগ করে অত্যুজ্জ্বল হয়ে থাক, যুদ্ধক্ষেত্রে বর্মের মত আবৃত কর এবং দীপ্তি বিচ্ছুরণ কর। ॥১০॥

ইদমগ্নে সুধিতং দুর্ধিতাদধি প্রিয়াদু চিন্মন্মনঃ প্রেয়ো অস্তু তে ।
যৎ তে শুক্রং তন্বো রোচতে শুচি তেনাস্মভ্যং বনসে রত্নমা ত্বম্ ॥১১॥

হে অগ্নি! এই শোভনভাবে রচিত (স্তুতি অথবা হবিঃ) যেন তোমার নিকট অপকৃষ্টভাবে স্থাপিত (স্তুতি অথবা হবিঃ) অপেক্ষা রুচিকর হয়, তোমার স্বকীয় হৃদ্য (স্তুতি) অপেক্ষা ও যেন অভীষ্ট হয়। তোমার শরীরের নির্মল উজ্জ্বল যে (তেজ) উদ্ভাসিত হয়, তার দ্বারা রমণীয় ধন আমাদের জন্য জয় কর ॥১১॥

রথায় নাবমুত নো গৃহায় নিত্যারিত্রাং পদ্বতীং রাস্যগ্নে ।
অস্মাকং বীরাঁ উত নো মঘোনো জনাংশ্চ যা পারয়াচ্ছর্ম যা চ ॥১২॥

আমাদের রথের জন্য এবং আমাদের গৃহের জন্য, হে অগ্নি, (এমন) একটি নৌকা দাও যা নিয়ত ক্ষেপণী সমৃদ্ধ এবং পাদবতী, যা আমাদের বীরগণকে ধনবান করবে এবং আমাদের জনগণকে দূর তীরে নিয়ে যাবে, যা আশ্রয় হবে ।।১২।।

টীকা— ক্ষেপণী- নৌকার দাঁড়

অভী নো অগ্ন উক্থমিজ্জুগুর্যা দ্যাবাক্ষামা সিন্ধবশ্চ স্বগূর্তাঃ ।
গব্যং যব্যং যন্তো দীর্ঘাহেষং বরমরুণ্যো বরন্ত ॥১৩॥

আমাদের স্তুতিকে অনুকূলভাবে স্বীকার কর অগ্নি, যেন স্বর্গ, পৃথিবী এবং স্বচ্ছন্দগতি নদীগুলি আমাদের গাভী সম্পদ, শস্যসম্পদ, দীর্ঘ দিন ধরে প্রাপ্ত করায়। যেন অরুণবর্ণ (উষাসকল) আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ অন্ন প্রাপ্ত করায় ।।১৩।।

(সূক্ত-১৪১)

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৩।

বলিত্থা তদ্ বপুষে ধায়ি দর্শতং দেবস্য ভর্গঃ সহসো যতো জনি ।
যদীমুপ হ্বরতে সাধতে মতির্ঋতস্য ধেনা অনয়ন্ত সস্রুতঃ ॥১॥

সত্যই এইরূপ। দেবতার দর্শনযোগ্য রূপশোভা যশ-এর জন্য সংস্থাপন করা হয়েছে, যখন তিনি শক্তি হতে জাত হয়েছেন। যখন তিনি এর প্রতি নত হয়ে পড়েন, তখনই (আমাদের) ধী সার্থক হয়, সত্যের তথা বাক্যাবলী— ধারা যুগপৎ প্রবাহিত হয়ে (তাঁকে) আনয়ন করে ।।১।।

পৃক্ষো বপুঃ পিতুমান্ নিত্য আ শয়ে দ্বিতীয়মা সপ্তশিবাসু মাতৃষু ।
তৃতীয়মস্য বৃষভস্য দোহসে দশপ্রমতিং জনয়ন্ত যোষণঃ ॥২॥

প্রচুর অন্নপুষ্ট হয়ে তিনি স্বীয় (স্থানে) চিরন্তন এবং আশ্চর্যকর পোষণের আকৃতিতে শায়িত থাকেন। তাঁর দ্বিতীয় রূপ (অবস্থান করে) সপ্ত কল্যাণময়ী মাতৃরূপার মধ্যে, তৃতীয়ত তাঁরা এই বৃষভের (সম্পদ) যা দোহনযোগ্য, কন্যাগণ (দশদিকসমূহ) দশ প্রকৃষ্ট মতিসম্পন্নকে উৎপাদন করে থাকে ।।২।।

টীকা— সপ্তম তথা— মন্থনকালে দশ অঙ্গুলি দ্বারা উৎপন্ন অগ্নি ত্রিলোকে দশ দিকে ব্যাপ্ত করেন।

নির্যদীং বুধ্নান্মহিষস্য বর্পস ঈশানাসঃ শবসা ক্রন্ত সূরয়ঃ ।
যদীমনু প্রদিবো মধ্ব আধবে গুহা সন্তং মাতরিশ্বা মথায়তি ॥৩॥

এই অগ্নিকে যেহেতু মেধাবিগণ (ঋত্বিক) (নিজ) তেজ দ্বারা সামর্থ্য প্রকাশ করে তাঁকে মূলদেশ হতে সবল আকৃতি সিদ্ধির জন্য নিষ্কাষিত করেন, যখন মাতরিশ্বন্ (বায়ু) তাঁকে মন্থন করেন, যিনি পুরাকাল থেকে মধুর মিশ্রণপাত্রে গোপনে থাকেন।

Wilson— সায়ণের অনুকরণে শেষ ছত্রের অনুবাদ করেছেন -'যেমন ভাবে বায়ু পুরাকালের মতই হব্য আহুতি দেবার জন্য তাকে গোপন স্থান মন্থন করে উত্থিত করেন' ।।৩।।

প্র যৎ পিতুঃ পরমান্নীয়তে পর্যা পৃক্ষুধো বীরুধো দংসু রোহতি ।
উভা যদস্য জনুষং যদিন্বত আদিদ্ যবিষ্ঠো অভবদ্ ঘৃণা শুচিঃ ॥৪॥

যখন সর্বোত্তম পিতার থেকে তাঁকে নিকটে আনয়ন করা হয়, তিনি গৃহগুলির মধ্যে চতুর্দিকে পুষ্টিদায়িনী লতাগুলিতে অনুপ্রবেশ করেন। যখন উভয়ে তাঁর জন্মকে সংসাধিত করতে থাকে, তৎপরক্ষণেই কনিষ্ঠতম (অগ্নি) দীপ্তির সঙ্গে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে ।।৪।।

আদিন্মাতৃরাবিশদ্ যাস্বা শুচিরহিংস্যমান উর্বিয়া বি বাবৃধে ।
অনু যৎ পূর্বা অরুহৎ সনাজুবো নি নব্যসীষ্ববরাসু ধাবতে ॥৫॥

অনন্তর তিনি মাতৃগণের অন্তরে প্রবেশ করেন যাঁদের মধ্যে সেই উজ্জ্বল (অগ্নি) দ্বেষরহিত অবস্থায় প্রভূতভাবে বৃদ্ধিলাভ করেন, যেমনভাবে পূর্বতন সকলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিলেন যাঁরা তাঁকে প্রাক্তন হতে আবার প্রাণশক্তি সম্পন্ন করেন। পরবর্তী নূতনগণের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে ধাবিত হন ।।৫।।

আদিদ্ধোতারং বৃণতে দিবিষ্টিষু ভগমিব পপৃচানাস ঋঞ্জতে ।
দেবান্ যৎ ক্রত্বা মজ্‌মনা পুরুষ্টুতো মর্তং শংসং বিশ্বধা বেতি ধায়সে ॥৬॥

অনন্তর (তাঁকে) প্রাতঃকালীন যাগাদিতে হোতৃরূপে বরণ করা হয়, যেমন সৌভাগ্যের জন্য (তাঁর জন্যও) সবন সম্পাদন করতে করতে আহুতি দেওয়া হয়। বহুধা প্রশংসিত হয়ে তিনি কর্মদ্বারা এবং শক্তি দ্বারা দেবগণের প্রতি এবং মর্তবাসিগণের স্তুতির প্রতি সর্বদা পোষণের জন্য গমন করেন ।।৬।।

বি যদস্থাদ্ যজতো বাতচোদিতো হ্বারো ন বক্বা জরণা অনাকৃতঃ ।
তস্য পত্মন্ দক্ষুষঃ কৃষ্ণজংহসঃ শুচিজন্মনো রজ আ ব্যধ্বনঃ ॥৭॥

যখন যজ্ঞার্হ (অগ্নি) বায়ুতাড়িত হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত হন, বক্র (সর্পের) ন্যায় শুষ্ক তৃণাদির মধ্যে অবাধে অবঘূর্ণিত গতিতে (গমন করেন), তখন সবকিছু দহনকারী সেই কৃষ্ণবর্ত্মা এবং পূতজন্মা বিবিধ ধূলিবিস্তৃত পথে গমন করেন অথবা তাঁর গমন-পথ অন্তরিক্ষ লোকে বিস্তৃত থাকে ॥৭॥

রথো ন যাতঃ শিক্বভিঃ কৃতো দ্যামঙ্গেভিররুষেভিরীয়তে ।
আদস্য তে কৃষ্ণাসো দক্ষি সূরয়ঃ শূরস্যেব ত্বেষথাদীষতে বয়ঃ ॥৮॥

নিজ বিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তিগণের দ্বারা নির্মিত রথের ন্যায় তিনি তাঁর রক্তবর্ণ অঙ্গসকল সহ স্বর্গের প্রতি ধাবিত হন। অতঃপর ইঁহার অনুগামিগণ (দহনের জন্য) কৃষ্ণবর্ণ (প্রাপ্ত হয়ে পড়েন), তাঁর প্রজ্বলন্ত তেজের সম্মুখ থেকে পলায়ন করেন, যেমন কোন বীরের (নিকট থেকে); যেমন পক্ষীপ্রভৃতি সূর্যের (তেজ) থেকে করে থাকে ॥৮॥

ত্বয়া হ্যগ্নে বরুণো ধৃতব্রতো মিত্রঃ শাশদ্রে অর্যমা সুদানবঃ ।
যৎ সীমনু ক্রতুনা বিশ্বথা বিভূররান্ন নেমিঃ পরিভূরজায়থাঃ ॥৯॥

হে অগ্নি! তোমার দ্বারা বরুণ যিনি নীতিকে ধারণ করেন, মিত্র এবং অর্য্যমন্, শোভন দানের অধিকারী (সেই দেবগণ) হর্ষোৎফুল্ল হয়েছেন, কারণ যেমন চক্রনেমি তার অর (দণ্ডগুলিকে ব্যাপ্ত করে থাকে, তেমনি তোমার কর্ম অনুসারে বিশ্বাত্মকরূপে সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে ক্ষমতাবান তুমি জন্মগ্রহণ করেছ ॥৯॥

ত্বমগ্নে শশমানায় সুন্বতে রত্নং যবিষ্ঠ দেবতাতিমিন্বসি ।
তং ত্বা নু নব্যং সহসো যুবন্ বয়ং ভগং ন কারে মহিরত্ন ধীমহি ॥১০॥

হে অগ্নি, হে কনিষ্ঠ! শ্রমনিরত সবনকারীর প্রতি সম্পদ দান কর এবং দেবসংঘকে প্রেরণ কর। সেই তোমাকে, কর্তব্যকালে সৌভাগ্যের ন্যায়, শক্তির নবীন পুত্রকে আমরা নূতন ভাবে স্তোত্রের দ্বারা স্থাপন করব, যে তুমি প্রভূত ধনবান ॥১০॥

অস্মে রয়িং ন স্বর্থং দমূনসং ভগং দক্ষং ন পপৃচাসি ধর্ণসিম্ ।
রশ্মীঁরিব যো যমতি জন্মনী উভে দেবানাং শংসমৃত আ চ সুক্রতুঃ ॥১১॥

আমাদের প্রতি সুষ্ঠু প্রয়োজন সাধন করার সম্পদ দাও, গৃহগত সৌভাগ্য এবং স্থায়ী দক্ষতা প্রদান কর। যা (সম্পদ) বল্গার ন্যায় উভয় জাতিকে (দেবতা ও মানব?) নিয়ন্ত্রণ করে এবং দেবগণের স্তুতিকে ও (যা স্বয়ং) শোভন কর্মসম্পন্ন ও সত্যে সংপৃক্ত ॥১১॥

টীকা— সায়ণ ভাষ্য—শেষ ছত্রে যঃ—এখানে অগ্নির কথা বলা হয়েছে।

উত নঃ সুদ্যোত্মা জীরাশ্বো হোতা মন্দ্রঃ শৃণবচ্চন্দ্ররথঃ ।
স নো নেষন্নেষতমৈরমূরো ঽগ্নির্বামং সুবিতং বস্যো অচ্ছ ॥১২॥

যেন সেই শোভন জ্যোতির্ময় হোতা আনন্দময় হয়ে আমাদের (আবাহন) শ্রবণ করেন। যিনি দ্রুতগামী অশ্ব ও দীপ্তিমান্ রথের অধিকারী, সেই ভ্রান্তিহীন অগ্নি শ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব দ্বারা আমাদের আনয়ন করবেন কাম্য এবং কল্যাণময় পথের প্রতি এবং সর্বোত্তম আনন্দের অভিমুখে ॥১২॥

অস্তাব্যগ্নিঃ শিমীবদ্ভিরর্কৈঃ সাম্রাজ্যায় প্রতরং দধানঃ ।
অমী চ যে মঘবানো বয়ং চ মিহং ন সূরো অতি নিষ্টতন্যুঃ ॥১৩॥

আমাদের উৎসাহময় স্তোত্রসকল দ্বারা অগ্নিকে স্তুতি করা হয়েছে, যখন সার্বভৌম রাজশক্তির জন্য অধিকতরভাবে তাকে স্থাপন করা হচ্ছিল (তখন)। ইদানীং এই সকল ধনশালী এবং আমরা উভয়েই অধিকতর বিস্তারিত হব, যেমনভাবে কুয়াশা অতিক্রম করে সূর্য (বিস্তৃত হয়) ॥১৩॥

(সূক্ত-১৪২)

আপ্রী (১) দেবতা, শেষ শ্লোকে ইন্দ্র দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।
ঋক সংখ্যা-১৩।

সমিদ্ধো অগ্ন আ বহ দেবাঁ অদ্য যতস্রুচে ।
তন্তুং তনুষ্ব পূর্ব্যং সুতসোমায় দাশুষে ॥১॥

হে সমিদ্ধ (সম্যকভাবে প্রজ্বলিত) অগ্নি! আজ দেবগণকে (ঋত্বিকের) অভিমুখে বহন করে আন, যিনি স্রুক্‌কে উদ্যত করেছেন, যে (যজমান) সোমরস অভিষুত করেছেন, (হবিঃ) দান করে থাকেন, তাঁর জন্য পূর্বকালীন সূত্রজাল বিস্তার কর ॥১॥

টীকা— সায়ণ-তন্তু=যজ্ঞ

ঘৃতবন্তমুপ মাসি মধুমন্তং তনূনপাৎ ।
যজ্ঞং বিপ্রস্য মাবতঃ শশমানস্য দাশুষঃ ।।২।।

হে তনূনপাৎ (অগ্নির নাম)! ঘৃতসমৃদ্ধ মধুসমৃদ্ধ যজ্ঞের প্রতি উপস্থিত হয়ে পরিমাপ কর, যা আমার ন্যায় স্তুতিরত তথা শ্রমনিরত হবিঃদাতা মেধাবী কবির দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে ।।২।।

শুচিঃ পাবকো অদ্ভুতো মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষতি ।
নরাশংসস্ত্রিরা দিবো দেবো দেবেষু যজ্ঞিয়ঃ ।।৩।।

নারাশংস—সমুজ্জ্বল, শুদ্ধিকারী, বিস্ময়কর, নারাশংস (অগ্নি) মধুর দ্বারা যজ্ঞকে দিবসে তিনবার সিঞ্চন করেন, দ্যুলোক থেকে আগত সেই দেব দেবগণের মধ্যে যজ্ঞার্হ ।।৩।।

ঈলিতো অগ্ন আ বহেন্দ্রং চিত্রমিহ প্রিয়ম্ ।
ইয়ং হি ত্বা মতির্মমাচ্ছা সুজিহ্ব বচ্যতে ।।৪।।

ঈলিত (নামবিশেষ) (আহূত) অগ্নি! দীপ্তিমান এবং প্রিয় (সখা) ইন্দ্রকে এই (যজ্ঞ) অভিমুখে আনয়ন কর। কারণ আমার এই প্রশস্তিহে শোভনজিহ্বাধারী (সুন্দর শিখাবিশিষ্ট), তোমার অভিমুখে উচ্চারিত হয় ।।৪।।

স্তৃণানাসো যতস্রুচো বর্হির্যজ্ঞে স্বধ্বরে ।
বৃঞ্জে দেবব্যচস্তমমিন্দ্রায় শর্ম সপ্রথঃ ।।৫।।

স্তৃণানাসঃ—সুষ্ঠু পর্যায়সম্পন্ন যজ্ঞে (ঋত্বিক্)গণ স্রুক্ উত্তোলন করে, দর্ভসমূহ আস্তীর্ণ করতে করতে, ইন্দ্রের জন্য সুপ্রসর এবং দেবগণের (উপভোগের) উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ গৃহ সম্পাদন করেন ।।৫।।

বি শ্রয়ন্তামৃতাবৃধঃ প্রয়ৈ দেবেভ্যো মহীঃ ।
পাবকাসঃ পুরুস্পৃহো দ্বারো দেবীরসশ্চতঃ ।।৬।।

দেবীদ্বার (অগ্নির নাম) দ্বয় উদ্ঘাটিত হোক। যে মহৎ (দ্বার) দ্বয় সত্যকে সমৃদ্ধ করে, দেবগণের প্রাপ্তির জন্য—এবং যা শুদ্ধিকারী সমৃদ্ধ ও একান্ত (ভাবে) আকাঙ্ক্ষিত, যা অক্ষয় ।।৬।।

আ ভন্দমানে উপাকে নক্তোষাসা সুপেশসা ।
যহ্বী ঋতস্য মাতরা সীদতাং বর্হিরা সুমৎ ।।৭।।

নক্তোষসা—(অগ্নির নাম) যেন সুদর্শনা রাত্রি ও দিবা স্তুতিসকল দ্বারা স্তুত হতে হতে, পরস্পর সন্নিহিত হয়ে, উভয় নবযৌবনা, সত্যের মাতৃরূপিণীদ্বয় দর্ভের উপর একত্রে উপবেশন করেন ।।৭।।

টীকা— যহ্বী-যৌবনবতী-সায়ণ বলেন প্রতিদিন জন্ম নেয় বলে দিবা ও রাত্রির এই নবীনতা।

মন্দ্রজিহ্বা জুগুর্বণী হোতারা দৈব্যা কবী ।
যজ্ঞং নো যক্ষতামিমং সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশম্ ।।৮।।

দৈব্য হোতা—যেন উভয় দৈব হোতা- ক্রান্তদর্শী-দ্বয়, যাঁর উৎফুল্লকর শিখার (জিহ্বার) অধিকারী এবং স্বাগত করেন যাঁরা স্তবপ্রিয়; আমাদের এই যজ্ঞকে আজ সম্পাদন করেন, যেন (এই যজ্ঞ) আজ ফলপ্রসূ হয় এবং স্বর্গকে স্পর্শ করে (উপনীত হয়) ।।৮।।

শুচির্দেবেষ্বর্পিতা হোত্রা মরুৎসু ভারতী ।
ইলা সরস্বতী মহী বর্হিঃ সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ ।।৯।।

যেন পবিত্র হোত্রা ভারতী (ভরত বংশীয়গণের হবিঃ) দেবগণের মধ্যে তথা মরুৎগণের মধ্যে আস্থিতা হয়ে এবং ইলা ও মহিমময়ী সরস্বতী, সকলেই যজনীয়া, তাঁরা কুশের উপরে উপবেশন করেন ।।৯।।

টীকা— হোত্রা-ভারতী-সায়ণ বলেন হোমনিষ্পাদিকা ভরত বংশীয়গণের দ্যুস্থনা বাক্।

তন্নস্তুরীপমদ্ভুতং পুরু বারং পুরু ত্মনা ।
ত্বষ্টা পোষায় বি ষ্যতু রায়ে নাভা নো অস্ময়ুঃ ।।১০।।

ত্বষ্টা—অগ্নির নাম। যেন ত্বষ্টা আমাদের জন্য আনুকূল্যে ব্যাপনকারী সদ্য সৃষ্ট এবং প্রভূত (সৃজনে) সমর্থ, স্বয়ং প্রাচুর্যসম্পন্ন (বীর্য) আমাদের সমৃদ্ধির জন্য এবং ধনের জন্য নাভিস্থানে বিবিধভাবে প্রেরণ করুন ।।১০।।

অবসৃজন্নুপ ত্মনা দেবান্ যক্ষি বনস্পতে ।
অগ্নির্হব্যা সুষূদতি দেবো দেবেষু মেধিরঃ ।।১১।।

হে বনস্পতি (অগ্নি), নিজেকে উপলভ্য করে দেবগণকে আহ্বান করে স্বয়ং যজ্ঞ কর। অগ্নি, যিনি দেবগণের মধ্যে জ্ঞানবান, আমাদের হব্যকে তিনি যেন শীঘ্র দেবতাদের নিকট প্রেরণ করেন, অথবা অগ্নি যেন হব্যগুলি সুস্বাদু করেন ।।১১।।

পূষণ্বতে মরুত্বতে বিশ্বদেবায় বায়বে ।
স্বাহা গায়ত্রবেপসে হব্যমিন্দ্রায় কর্তন ॥১২॥

পূষণের সহচারী বায়ুর প্রতি এবং মরুৎগণের প্রতি বিশ্ব দেবগণের প্রতি, এবং যিনি স্তোত্র সকল জনিত উত্তেজনায় কম্পমান, সেই ইন্দ্রের প্রতি হবিঃ প্রদান কর স্বাহাকারের সঙ্গে ॥১২॥

স্বাহাকৃতান্যা গহ্যুপ হব্যানি বীতয়ে ।
ইন্দ্রা গহি শ্রুধী হবং ত্বাং হবন্তে অধ্বরে ॥১৩॥

স্বাহাকারের সঙ্গে কৃত হব্য সকলের প্রতি আগমন কর (সেগুলি) উপভোগের জন্য। হে ইন্দ্র! তাদের আহ্বান শ্রবণ কর। তোমাকে যজ্ঞে আহ্বান করা হচ্ছে ॥১৩॥

(সূক্ত-১৪৩)

অগ্নি দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৮।

প্র তব্যসীং নব্যসীং ধীতিমগ্নয়ে বাচো মতিং সহসঃ সূনবে ভরে ।
অপাং নপাদ্ যো বসুভিঃ সহ প্রিয়ো হোতা পৃথিব্যাং ন্যসীদদৃত্বিয়ঃ ॥১॥

অগ্নির জন্য আমি বর্ধনকারিণী নবতরা স্তুতি উত্তমভাবে সৃজন করি। (আমার) বাক্যাবলীর চিন্তা বলের পুত্রের উদ্দেশে আনয়ন করি। যিনি জলরাশির সন্তান, মূল্যবান বস্তুসকল ধারণ করে যিনি যথাকালে সকলের প্রিয় হোতৃরূপে পৃথিবীর উপরে উপবেশন করেন ॥১॥

স জায়মানঃ পরমে ব্যোমন্যাবিরগ্নিরভবন্মাতরিশ্বনে ।
অস্য ক্রত্বা সমিধানস্য মজ্মনা প্র দ্যাবা শোচিঃ পৃথিবী অরোচয়ৎ ॥২॥

উচ্চতম দূর আকাশে যখন তিনি জন্মগ্রহণ করছিলেন (তখন) মাতরিশ্বনের নিকট আবির্ভূত হয়েছিলেন। যখন তাকে সমিধযোগে প্রজ্বলিত হলেন, তাঁর শক্তি এবং মহিমার কারণে তাঁর দীপ্তি দ্যুলোক ও ভূলোককে আলোকোজ্জ্বল করেছিল ॥২॥

অস্য ত্বেষা অজরা অস্য ভানবঃ সুসংদৃশঃ সুপ্রতীকস্য সুদ্যুতঃ ।
ভাত্বক্ষসো অত্যক্তুর্ন সিন্ধবো ঽগ্নে রেজন্তে অসসন্তো অজরাঃ ॥৩॥

এঁর জ্যোতি অম্লান, এঁর আলোক সকল শোভনভাবে দর্শনযোগ্য, এঁর মুখ সুন্দর, প্রভা ভাস্বর। অগ্নির রশ্মিসকল, তাদের দীপ্তির শক্তিতে, রাত্রিকালে যেন নদীর মত পরিব্যাপ্ত হতে থাকে, নিদ্রাহীন, ক্ষয়হীন অবিরতভাবে উজ্জ্বল হয়ে থাকে ॥৩॥

যমেরিরে ভৃগবো বিশ্ববেদসং নাভা পৃথিব্যা ভুবনস্য মজ্মনা ।
অগ্নিং তং গীর্ভির্হিনুহি স্ব আ দমে য একো বস্বো বরুণো ন রাজতি ॥৪॥

সকল সম্পদের যে ঈশ্বরকে ভৃগুবংশীয়গণ মহিমাবশত পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে, জগতের (মূল কেন্দ্রে) উপস্থাপন করেছেন, সেই অগ্নিকে স্তুতিসমূহের দ্বারা নিজগৃহাভিমুখে প্রেরণ কর, যে (অগ্নি) সম্পদের অদ্বিতীয় অধিপতি, বরুণের অনুরূপ ॥ ৪॥

ন যো বরায় মরুতামিব স্বনঃ সেনেব সৃষ্টা দিব্যা যথাশনিঃ ।
অগ্নির্জম্ভৈস্তিগিতৈরত্তি ভর্বতি যোধো ন শত্রূন্ ৎস বনা ন্যৃঞ্জতে ॥৫॥

যে অগ্নি প্রতিরোধের জন্য নয়, (যা) মরুৎগণের গর্জনের ন্যায় (অরোধ্য), (বন্ধন) মুক্ত সৈন্যদলের দ্যুলোক (চ্যুত) বজ্রের ন্যায়, সেই (অগ্নি) তীক্ষ্ণীকৃত দন্তসকল দ্বারা ভক্ষণ করেন, গ্রাস করেন, যেমন কোন যোদ্ধা তার শত্রুগণকে (করে থাকে) তিনি বৃক্ষসকলকে নিঃশেষে দগ্ধ করেন ॥৫॥

কুবিন্নো অগ্নিরুচথস্য বীরসদ্ বসুষ্কুবিদ্ বসুভিঃ কামমাবরৎ ।
চোদঃ কুবিৎ তুতুজ্যাৎ সাতয়ে ধিয়ঃ শুচিপ্রতীকং তময়া ধিয়া গৃণে ॥৬॥

অগ্নি কি অবশ্যই আমাদের প্রশস্তির সারগ্রাহী হবেন? সেই শ্রেষ্ঠ কি অবশ্যই সম্পদ দ্বারা প্রার্থনা পূর্ণ করবেন? সেই প্রেরয়িতা কি আমাদের মনীষাকে বিজয়ের জন্য ত্বরান্বিত করবেন? সেই উজ্জ্বল রূপময়কে এই স্তোত্রের দ্বারা স্তব করছি ॥৬॥

ঘৃতপ্রতীকং ব ঋতস্য ধূর্ষদমগ্নিং মিত্রং ন সমিধান ঋঞ্জতে ।
ইন্ধানো অক্রো বিদথেষু দীদ্যচ্ছুক্রবর্ণামুদু নো যংসতে ধিয়ম্ ॥৭॥

যিনি তাঁকে সমিধ দ্বারা প্রদীপ্ত করেছেন তিনি অগ্নিকে মিত্ররূপে জয় করেন, যে (অগ্নি) ঘৃতসিক্ত মুখাবয়ব এবং সত্যের রথাগ্রে উপবিষ্ট। সম্যক দীপ্যমান অহিংসিত এবং যজ্ঞসমূহে উদ্ভাসিত, তিনি আমাদের নির্মলা প্রজ্ঞাকে উন্নীত করবেন ॥৭॥

অপ্রযুচ্ছন্নপ্রযুচ্ছভিরগ্নে শিবেভির্নঃ পায়ুভিঃ পাহি শগ্মৈঃ ।
অদব্ধেভিরদৃপিতেভিরিষ্টে হনিমিষদ্ভিঃ পরি পাহি নো জাঃ ॥৮॥

আমাদের প্রতি নিকটস্থিতভাবে রক্ষণ দাও, হে অগ্নি, মঙ্গলময় সুখকর রক্ষণ দ্বারা (রক্ষা কর)। তোমার অপ্রতিহত সদা সতর্ক, অতন্দ্র (রক্ষা দ্বারা) হে প্রার্থিত (অগ্নি) আমাদের সন্তানদের সর্বতোভাবে রক্ষা কর ॥৮॥

(সূক্ত-১৪৪)

অগ্নি দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৭।

এতি প্র হোতা ব্রতমস্য মায়য়োর্ধ্বাং দধানঃ শুচিপেশসং ধিয়ম্ ।
অভি স্রুচঃ ক্রমতে দক্ষিণাবৃতো যা অস্য ধাম প্রথমং হ নিংসতে ॥১॥

হোতা তাঁর কর্মের (যজ্ঞের) অভিমুখে গমন করছেন, তাঁর আশ্চর্যশক্তির দ্বারা উজ্জ্বল রূপসম্পন্ন প্রজ্ঞাকে উর্ধ্বে উন্নীত করেছেন। তিনি আনুক্রমিক ভাবে দক্ষিণ মুখে আবর্তন করে স্রুক্ পাত্রগুলির অভিমুখে গমন করেন, যে পাত্রগুলি তাঁর স্থান প্রথমে স্পর্শ করে ॥১॥

অভীমৃতস্য দোহনা অনূষত যোনৌ দেবস্য সদনে পরীবৃতাঃ ।
অপামুপস্থে বিভৃতো যদাবসদধ স্বধা অধয়দ্ যাভিরীয়তে ॥২॥

তাঁর প্রতি সত্যের (ঘৃতের?) প্রবাহগুলি, যা দেবতার জন্মস্থানে এবং উপবেশন-স্থানে সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত, (তারা) (স্তব) গান করেছিল, তিনি জলরাশির ক্রোড়ে যখন বাস করেছিলেন, তারপর সেই দিব্য শক্তি, যার দ্বারা এখন তিনি গতিসম্পন্ন, তাকে পান করেছিলেন ॥২॥

যুযূষতঃ সবয়সা তদিদ্ বপুঃ সমানমর্থং বিতরিত্রতা মিথঃ ।
আদীং ভগো ন হব্যঃ সমস্মদা বোহ্লুর্ন রশ্মীন্ ৎসময়ংস্ত সারথিঃ ॥৩॥

একই সামর্থ্যোপেত উভয়ে সেই শোভন আকৃতিকে আয়ত্ত করার জন্য সক্রিয়, নিয়ত পরস্পরকে ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করে একই লক্ষ্যের প্রতি (গমন করে)। ভগের ন্যায় তাঁকেও অবশ্যই যথাযথভাবে আমাদের আহ্বান করতে হবে, যেমন করে কোন সারথি বাহকগণের বল্গাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ॥৩॥

যমীং দ্বা সবয়সা সপর্যতঃ সমানে যোনা মিথুনা সমোকসা ।
দিবা ন নক্তং পলিতো যুবাজনি পুরু চরন্নজরো মানুষা যুগা ॥৪॥

যাঁকে সমান সামর্থ্যসম্পন্ন উভয়ে পরিচর্যা করে, (সেই উভয় যাঁরা) একই উৎপত্তিস্থান থেকে (জাত), সমস্থাননিবাসী, যেমন দিবাভাগে তেমনি রাত্রিকালে সেই বয়োজীর্ণ জন্ম নিয়ে থাকেন নবীন রূপে, যিনি মানুষের বহু প্রজন্ম ব্যেপে জরাহীন হয়ে বিচরণ করেন ॥৪॥

তমীং হিন্বন্তি ধীতয়ো দশ ব্রিশো দেবং মর্তাস উতয়ে হবামহে ।
ধনোরধি প্রবত আ স ঋণ্বত্যভিব্রজদ্ভির্বয়ুনা নবাধিত ॥৫॥

আমাদের মনীষা এবং আমাদের দশ অঙ্গুলি তাঁকেই প্রীত করে, আমরা মর্ত্যবাসীরা সেই দেবতাকে রক্ষার জন্য আহ্বান করি। উর্ধ্বভূমি হতে ক্রমনিম্নে তিনি প্রকৃষ্ট বেগে আগমন করেন, সঞ্চরমান (শিখা?) দ্বারা তিনি নূতন প্রজ্ঞা অথবা কর্ম বিস্তার করেন ॥৫॥

ত্বং হ্যগ্নে দিব্যস্য রাজসি ত্বং পার্থিবস্য পশুপা ইব ত্মনা ।
এনী ত এতে বৃহতী অভিশ্রিয়া হিরণ্যয়ী বক্করী বর্হিরাশাতে ॥৬॥

হে অগ্নি! তুমি তোমার স্বকীয় সামর্থ্য দ্বারা স্বর্গীয় এবং পার্থিব লোকে কোন পশুপালকের ন্যায় শাসন কর। এবং এই দুই মহতী, সমুজ্জ্বল, অত্যন্ত সৌন্দর্যময়ী সুবর্ণবর্ণা, গতিসম্পন্না (দিবা রাত্রি?) তোমার দর্ভের উপর উপস্থিত হয়েছেন ॥৬॥

অগ্নে জুষস্ব প্রতি হর্য তদ্ বচো মন্দ্র স্বধাব ঋতজাত সুক্রতো ।
যো বিশ্বতঃ প্রত্যঙ্ঙসি দর্শতো রণ্বঃ সংদৃষ্টৌ পিতুমাঁ ইব ক্ষয়ঃ ॥৭॥

অগ্নি! সানন্দে গ্রহণ কর, আমাদের প্রার্থনাতে হৃষ্ট হও, হে আনন্দদায়ক, স্বকীয় শক্তিমান, সত্যজাত, শোভনকর্মা তুমি সর্বদিকে অভিমুখী থাক, শোভনদর্শন, খাদ্যসমৃদ্ধ আবাসস্থানের ন্যায় তুমি নয়নের আনন্দজনক ॥৭॥

(সূক্ত-১৪৫)

অগ্নি দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী, পঞ্চম ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

তং পৃচ্ছতা স জগামা স বেদ স চিকিত্বাঁ ঈয়তে সা ন্বীয়তে।
তস্মিন্ ৎসন্তি প্রশিষস্তস্মিন্নিষ্টয়ঃ স বাজস্য শবসঃ শুষ্মিণস্পতিঃ ॥১॥

তাঁকে প্রশ্ন কর, তিনি আগমন করেছেন, তিনি জ্ঞানবান। তিনি চেতনাসম্পন্ন তাঁর, প্রতি (প্রার্থনা) করা হয় তিনি শীঘ্র এখানে সেবিত হয়ে থাকেন। তাঁর মধ্যে সকল অনুশাসন (বর্তমান) তাঁর মধ্যেই যাগাদি এবং প্রার্থনার (আধার), তিনি অন্নের, শক্তির এবং বিজয় সম্পদের প্রভু ॥১॥

টীকা— বাজ-অন্ন/ধন

তমিৎ পৃচ্ছন্তি ন সিমো বি পৃচ্ছতি স্বেনেব ধীরো মনসা যদগ্রভীৎ।
ন মৃষ্যতে প্রথমং নাপরং বচো হস্য ক্রত্বা সচতে অপ্রদৃপিতঃ ॥২॥

তাঁকেই সকলে প্রশ্ন করে, তিনি স্বয়ং প্রতিপক্ষে কোন প্রশ্ন করেন না যেহেতু বুদ্ধিমান (তিনি) নিজের মনে (বিষয়) অবধারণ করেছেন। বাক্যের প্রথম এবং পরস্থিত (শব্দ) বিস্মৃত হন না, অবিচলিতভাবে তিনি স্বীয় কর্মের সঙ্গে বিরাজ করেন ॥২॥

তমিদ্ গচ্ছন্তি জুহ্বস্তমর্বতীর্বিশ্বান্যেকঃ শৃণবদ্ বচাংসি মে।
পুরুপ্রৈষস্ততুরির্যজ্ঞসাধনো হচ্ছিদ্রোতিঃ শিশুরাদত্ত সং রভঃ ॥৩॥

জুহূসকল তাঁর প্রতি গমন করে, তাঁর প্রতি স্তুতিগুলি (গমন করে), একমাত্র তিনি আমার সকল বাক্য শ্রবণ করবেন। বহু প্রৈষের উপভোক্তা, বিজয়ী, যজ্ঞের সম্পাদক, যিনি শিশু (হলেও) অবিচ্ছিন্নভাবে সহায়তা করেন, তিনি সম্যকভাবে ভয়ংকর তেজ আয়ত্ত করেছেন ॥৩॥

টীকা— জুহূ-যজ্ঞীয় কাষ্ঠনির্মিত আহুতি পাত্র-ঘৃত বা সোমরসের আহুতিকে বোঝাচ্ছে।
প্রৈষ-অধ্বর্যু কর্তৃক আহ্বান। অধ্বর্যু আহুতি দানের সময় হোতার উদ্দেশে নির্দিষ্ট দেবতার উল্লেখ করে তাঁর প্রতি মন্ত্র পাঠের নির্দেশ দেন। এই নির্দেশকে প্রৈষ বলা হয়।

উপস্থায়ং চরতি যৎ সমারত সদ্যো জাতস্তৎসার যুজ্যেভিঃ।
অভি শ্বান্তং মৃশতে নান্দ্যে মুদে যদীং গচ্ছন্ত্যুশতীরপিষ্ঠিতম্ ॥৪॥

যা কিছু সম্মুখে আসে তিনি আত্মস্থ করেন এবং তৎপরে অগ্রসর হতে থাকেন এবং সরল গতিতে সদ্যোজাত তিনি স্বজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সঞ্চরণ করেন। তিনি ক্লিষ্টকে মথিত করেন আনন্দ ও উত্তেজনার জন্য, যখন সেখানে অধিষ্ঠিত তাঁর প্রতি বাসনাবতী (আহুতিসকল) উপস্থিত হয় ॥৪॥

টীকা— শ্বান্ত-সায়ণ শ্রান্ত-যজমান

স ঈং মৃগো অপ্যো বনর্গুরুপ ত্বচ্যুপমস্যাং নি ধায়ি।
ব্যব্রবীদ্ বয়ুনা মর্ত্যেভ্যো হগ্নির্বিদ্বাঁ ঋতচিদ্ধি সত্যঃ ॥৫॥

এই সেই জলের পশু যে বনভূমিতে বিচরণ করে। (তাঁকে) উর্ধ্বতম ত্বকে (লোকে) প্রস্থাপিত করা হয়েছে। তিনি মরণশীলগণের প্রতি (যজ্ঞীয়) বিধিসকল বিবৃত করেছেন। সেই জ্ঞানী অগ্নি, তিনিই প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা নীতিজ্ঞ ॥৫॥

(সূক্ত-১৪৬)

অগ্নি দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

ত্রিমূর্ধানং[১] সপ্তরশ্মিং গৃণীষে হনূনমগ্নিং পিত্রোরুপস্থে।
নিষত্তমস্য চরতো ধ্রুবস্য বিশ্বা দিবো রোচনাপপ্রিবাংসম্ ॥১॥

আমি সেই ত্রিশিরসম্পন্ন, সপ্তকিরণ অথবা বল্গাযুক্ত অগ্নিকে স্তুতি করি যিনি ত্রুটিরহিত, পিতামাতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট। (তাঁদের) একজন নিশ্চল এবং এক বিচরণশীল–(অগ্নি) তিনি স্বর্গের সকল আলোকোজ্জ্বল স্তরকে পূরণ করেছেন ॥১॥

১. ত্রিমূর্ধ— অগ্নি। দিনে তিনবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান।

উক্ষা মহাঁ অভি ববক্ষ এনে অজরস্তস্থাবিতউতির্ঋষ্বঃ।
উর্ব্যাঃ পদো নি দধাতি সানৌ রিহন্ত্যূধো অরুষাসো অস্য ॥২॥

সেই মহান্ বৃষভ তিনি উভয়কে ব্যাপ্ত করে বর্ধিত হয়েছেন। ক্ষয়রহিত এবং প্রাপ্তরক্ষণ তিনি সদা নবীন হয়ে অধিষ্ঠান করেন। বিস্তৃত (ভূমির) অধিত্যকাতে তিনি পদস্থাপন করেন, তাঁর রক্তবর্ণ (শিখাগুলি) পয়োধর (অন্তরিক্ষ?) লেহন করে ।।২।।

সমানং বৎসমভি সংচরন্তী বিম্বগ্ধেনূ বি চরতঃ সুমেকে ।
অনপবৃজ্যাঁ অধ্বনো মিমানে বিশ্বান্ কেতাঁ অধি মহো দধানে ॥৩॥

একই শিশুর প্রতি একত্রে আগমনরত দুই শোভনকর্মা গাভী তাদের পৃথক পৃথক পথে বিচরণ করে। অবশ্যগন্তব্য অনন্ত পথের পরিমাপ করতে করতে, সেই মহানের সকল প্রজ্ঞান অবধারণ করতে করতে (তারা বিচরণ করে) ।।৩।।

ধীরাসঃ পদং কবয়ো নয়ন্তি নানা হৃদা রক্ষমাণা অজুর্যম্ ।
সিষাসন্তঃ পর্যপশ্যন্ত সিন্ধুমাবিরেভ্যো অভবৎ সূর্যো নৃন্ ॥৪॥

প্রজ্ঞাবান কবিগণ (ঋষিগণ) জরারহিতকে (অগ্নিকে) বিবিধ নৈপুণ্যসহ রক্ষা করতে করতে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। (তাঁকে) কামনারত তাঁরা নদীকে ও সম্যক অবেক্ষণ করেছেন, তিনি তাঁদের অভিমুখে প্রকাশিত হয়েছেন, যেমন মানুষের প্রতি সূর্য ।।৪।।

দিদৃক্ষেণ্যঃ পরি কাষ্ঠাসু জেন্য ঈলেন্যো মহো অর্ভায় জীবসে ।
পুরুত্রা যদভবৎ সূরহৈভ্যো গর্ভেভ্যো মঘবা বিশ্বদর্শতঃ ॥৫॥

(সকলের) দর্শনের জন্য অভিলষিত, দিকসমূহে সেই প্রাদুর্ভাবরত (অগ্নি) জীবনলাভের জন্য বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সকলের নিকট স্তবযোগ্য। এই প্রাচুর্যবান নিজেকে বহু স্থানে বিস্তৃত করেছেন, তিনি এই গর্ভস্থসকলের উৎপাদয়িতা, সকলের পক্ষে দর্শনযোগ্য ।।৫।।

(সূক্ত-১৪৭)

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

কথা তে অগ্নে শুচয়ন্ত আয়োর্দদাশুর্বাজেভিরাশুষাণাঃ ।
উভে যৎ তোকে তনয়ে দধানা ঋতস্য সামন্ রণয়ন্ত দেবাঃ ॥১॥

অগ্নি কেমন করে তোমার উদ্ভাসনরত (আলোকচ্ছটা) প্রবল আগ্রহের সঙ্গে অন্ন তথা সম্পদের দ্বারা জীবৎকালের উৎসাহ দান করে? যখন পুত্রপৌত্রাদি উভয়কে ধারণ করে দেবতাগণ ঋতের স্তোত্র দ্বারা আনন্দ উপভোগ করেন ।।১।।

বোধা মে অস্য বচসো যবিষ্ঠ মংহিষ্ঠস্য প্রভৃতস্য স্বধাবঃ ।
পীয়তি ত্বো অনু ত্বো গৃণাতি বন্দারুস্তে তন্বং বন্দে অগ্নে ॥২॥

হে নবীনতম এবং হবিঃসম্পন্ন (অগ্নি)! আমার এই মহত্তম এবং উত্তমভাবে সম্পাদিত স্তোত্র গ্রহণ কর। তোমাকে (কেউ) অসম্ভ্রম করে অপর কেউ অনু (রাগের সঙ্গে) স্তব করে, হে অগ্নি, বন্দনাকারী আমি তোমার আকৃতিকে বন্দনা করি ।।২।।

যে পায়বো মামতেয়ং তে অগ্নে পশ্যন্তো অন্ধং দুরিতাদরক্ষন্ ।
ররক্ষ তান্ ৎসুকৃতো বিশ্ববেদা দিপ্সন্ত ইদ্ রিপবো নাহ দেভুঃ ॥৩॥

তোমার যে আরক্ষক (রশ্মি) সকল, হে অগ্নি, অন্ধ মামতেয়কে (মমতার পুত্র দীর্ঘতমস্) দেখে দুর্গতি থেকে উদ্ধার করেছিল, সকল সম্পদের অধীশ্বর (অগ্নি) সেই সব শোভন কর্মাগণকে রক্ষা করেন। নিগ্রহে অভিলাষী দুষ্ট শত্রুগণ অপকার (করতে) সক্ষম হয়নি ।।৩।।

যো নো অগ্নে অররিবাঁ অঘায়ুররাতীবা মর্চয়তি দ্বয়েন ।
মন্ত্রো গুরুঃ পুনরস্তু সো অস্মা অনু মৃক্ষীষ্ট তন্বং দুরুক্তৈঃ ॥৪॥

হে অগ্নি! যাগহীন আমাদের বধেচ্ছুক যে শত্রু স্বয়ং দান করে না, সে দ্বিচারিতার মাধ্যমে আমাদের ক্ষতি করে, এই ঘোর মন্ত্র তার প্রতি পুনরাবৃত্ত হোক, সে যেন তার দুষ্ট বাক্যসমূহের মাধ্যমে নিজদেহের দুর্গতি সাধন করে ।।৪।।

উত বা যঃ সহস্য প্রবিদ্বান্ মর্তো মর্তং মর্চয়তি দ্বয়েন ।
অতঃ পাহি স্তবমান স্তুবন্তমগ্নে মাকির্নো দুরিতায় ধায়ীঃ ॥৫॥

অথবা, হে বিজয়ী, যে মানুষ সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে তার দ্বিচারিতার মাধ্যমে কোন মানবের অপকার করে, তার নিকট থেকে তোমার স্তুতিকারীকে রক্ষা কর। হে স্তুত্য অগ্নি! আমাদের যেন দুর্দশাগ্রস্ত করতে দিও না ।।৫।।

(সূক্ত-১৪৮)

অগ্নি দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

মথীদ্ যদীং বিষ্টো মাতরিশ্বা হোতারং বিশ্বাপ্সুং বিশ্বদেব্যম্ ।
নি যং দধুর্মনুষ্যাসু বিক্ষু স্বর্ণ চিত্রং বপুষে বিভাবম্ ॥১॥

যেহেতু মাতরিশ্বন্ তাঁর অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে ঘর্ষণ দ্বারা বর্ধিত করেছিলেন, সেই হোতাকে, বিবিধ রূপবানকে, সকল দেবতার সঙ্গে সম্পর্কিতকে তাঁরা সকল মানুষের গোষ্ঠী মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। (হোতা) সেই সূর্যসম প্রভাযুক্ত এবং বিবিধ প্রকাশসমন্বিত ।।১।।

দদানমিন্ন দদভন্ত মন্মাগ্নির্বরূথং মম তস্য চাকন্ ।
জুষন্ত বিশ্বান্যস্য কর্মোপস্তুতিং ভরমাণস্য কারোঃ ॥২॥

যিনি মননীয় (স্তুতি) প্রদানকারী নিশ্চিতভাবে তারা তাঁর অপকার করতে পারে না। এই প্রকার আমার সহায়তা (অগ্নি) স্বীকার করেন। সেই স্তোত্রকারীর ক্রিয়মাণ স্তুতি, আমার সকল কর্ম তাঁরা সকলে সানন্দে স্বীকার করেন ।।২।।

নিত্যে চিন্নু যং সদনে জগৃভ্রে প্রশস্তিভির্দধিরে যজ্ঞিয়াসঃ ।
প্র সূ নয়ন্ত গৃভয়ন্ত ইষ্টাবশ্বাসো ন রথ্যো রারহাণাঃ ॥৩॥

যাঁকে এখন সেই সকল যজ্ঞে কুশল জনগণ তাঁর নিয়ত আসনে শীঘ্র গ্রহণ করেছে এবং স্তুতি দ্বারা অধিষ্ঠিত করেছে। সম্যকভাবে তাঁকে প্রার্থনা অনুসারে অগ্রে নীত করা হয়, যেমন দ্রুত বেগে গমনশীল অশ্বগুলি রথে সংযোজিত (করা হয়) ।।৩।।

পুরূণি দস্মো নি রিণাতি জম্ভৈরাদ্ রোচতে বন আ বিভাবা ।
আদস্য বাতো অনু বাতি শোচিরস্তুর্ন শর্যামসনামনু দ্যূন্ ॥৪॥

অদ্ভুতকর্মা তিনি দন্তসকল দ্বারা বহু দ্রব্য বিধ্বস্ত করেন, অনন্তর বনভূমিতে বিস্তৃত দীপ্তির সঙ্গে প্রকাশিত হন। অতঃপর বায়ু তাঁর জ্বলন্ত শিখাসমূহের অনুকূলে প্রবাহিত হয়। তাদের তীরন্দাজের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ তীরের ন্যায় চালিত করতে থাকে ।।৪।।

ন যং রিপবো ন রিষণ্যবো গর্ভে সন্তং রেষণা রেষয়ন্তি ।
অন্ধা অপশ্যা ন দভন্নভিখ্যা নিত্যাস ঈং প্রেতারো অরক্ষন্ ॥৫॥

তাঁকে, যাঁকে গর্ভস্থিতাবস্থাতেও শত্রুগণ বা প্রতারকগণ তাদের বৈরিতা দ্বারা ক্ষতিসাধন করতে পারে না, অন্ধ, দর্শনে অক্ষম ব্যক্তি তাঁর জ্যোতিঃ ভেদ করে হিংসা করতে পারে না, তাঁর চিরকালীন প্রীতিকর জনেরা তাঁকে রক্ষা করেছে ।।৫।।

(সূক্ত-১৪৯)

অগ্নি দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। বিরাট্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

মহঃ স রায় এষতে পতির্দন্নিন ইনস্য বসুনঃ পদ আ ।
উপ ধ্রজন্তমদ্রয়ো বিধন্নিৎ ॥১॥

মহান ধনের অধীশ্বর, প্রভুগণেরও ঈশ্বরস্বরূপ তিনি প্রদান করতে ইচ্ছুক হয়ে সম্পদের আধার স্থানের অভিমুখে গমন করেন, (আমাদের) নিকটে আগমনশীল তাঁকে (অভিষব) প্রস্তর সকল অবশ্যই পরিচর্যা করে ।।১।।

টীকা— সায়ণ- বসুনঃ পদে-বেদিস্থানে যেখানে আহুতি দ্রব্যাদিও ধনাদি রাখা হয়।

স যো বৃষা নরাং ন রোদস্যোঃ শ্রবোভিরস্তি জীবপীতসর্গঃ ।
প্র যঃ সস্রাণঃ শিশ্রীত যোনৌ ॥২॥

সেইরূপ যিনি (অগ্নি) মানবগণের কাম্যফলবর্ষী এবং অনুরূপভাবে দ্যাবাপৃথিবীরও (বৃষস্বরূপ) তাঁর খ্যাতির দ্বারা, যাঁর প্রবাহ জীবিত প্রাণিকুল পান করেছে, যিনি সম্মুখে সরণশীল হতে হতে তাঁর গর্ভাশয়ে (বেদিস্থানে) আশ্রয় করে থাকেন ।।২।।

টীকা— জীবপীত সর্গ—সায়ণ ভাষ্য— অগ্নি আদিত্যরূপে জল শোষণ করে, মেঘ থেকে বৃষ্টি সৃজন করেন। প্রাণিবর্গ সেই জল পান করে।

আ যঃ পুরং নার্মিণীমদীদেদত্যঃ কবির্নভন্যো নার্বা ।
সূরো ন রুরুক্বাঞ্ছতাত্মা ॥৩॥

যিনি নার্মিণী নামে পুরীকে অথবা নিদ্রিত অধিষ্ঠাতাকে পুরীর মত আলোকোজ্জ্বল করেছেন, যিনি বলিষ্ঠ অশ্ব (তুল্য) জ্ঞানী, যিনি বিদ্যমান বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত, সূর্যের ন্যায় যিনি ভাস্বর এবং শত সংখ্যক অস্থির যাঁর—(তিনি অগ্নি) ॥৩॥

টীকা— সরন অত্যা— নভস্বান্ অর্থাৎ আকাশে বিদ্যমান, নভস্বান্—বায়ুর মত। শত আত্মা=যজমান গৃহে গৃহে এবং আহবনীয় গার্হপত্য ইত্যাদি বহু রূপে অগ্নির স্থিত হেতু অগণ্যসংখ্যক।

অভি দ্বিজন্মা ত্রী রোচনানি বিশ্বা রজাংসি শুশুচানো অস্থাৎ।
হোতা যজিষ্ঠো অপাং সধস্থে ॥৪॥

সেই দুইবার জাত, (অগ্নি) আলোকোজ্জ্বল লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করে সকল অন্তরিক্ষকে দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে শ্রেষ্ঠ যাগকারী হোতৃরূপে পুঞ্জীভূত জলরাশির আশ্রয়স্থানে বর্তমান থাকেন ॥৪॥

টীকা—দ্বিজন্মা—প্রথমে অরণিকাষ্ঠ ঘর্ষণে দ্বিতীয় অগ্নিসংস্কারে জাত।
অপাং সধস্থে-সায়ন বলেন, যজ্ঞস্থলে যেখানে জল যজ্ঞীয় প্রয়োজনে সংগৃহীত থাকে। কিন্তু Griffith মনে করেন, আকাশে মেঘের জলরাশির মধ্যে বিদ্যুৎ ও বজ্ররূপে অগ্নির উপস্থিতির কথা বলা হচ্ছে।

অয়ং স হোতা যো দ্বিজন্মা বিশ্বা দধে বার্যাণি শ্রবস্যা।
মর্তো যো অস্মৈ সুতুকো দদাশ ॥৫॥

এই সেই হোতা যিনি দ্বিজ, যিনি ব্যক্তির প্রতি প্রীতি বশতঃ সকল কাম্য বিষয় ধারণ করেন। যে মানব তাঁর প্রতি হবিঃ দান করে সে শোভন পুত্র লাভ করে ॥৫॥

(সূক্ত-১৫০)

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৩।

পুরু ত্বা দাশ্বান্ বোচেঽরিরগ্নে তব স্বিদা।
তোদস্যেব শরণ আ মহস্য ॥১॥

হে অগ্নি, তোমাকে বহু(হব্যাদি) দানকারী আমি (নিজেকে) অনুগতভাবে তোমারই সেবক বলি, যেমন মহান্ প্রভুর রক্ষণে নিয়ত বর্তমান (অবস্থান) ॥১॥

ব্যনিনস্য ধনিনঃ প্রহোষে চিদররুষঃ।
কদা চন প্রজিগতো অদেবয়োঃ ॥২॥

(তোমার প্রতি) আনুগত্যহীন ধনীর, যে প্রকৃষ্ট হবনকালেও কোনরূপ দান করে না, দেবতাবিরহিত, (তাই) কদাপি কোন স্তুতি করেনা—(তাদের যেন অনুগ্রহ না কর) ॥২॥

স চন্দ্রো[১] বিপ্র মর্ত্যো মহো ব্রাধন্তমো দিবি।
প্রপ্রেৎ তে অগ্নে বনুষঃ স্যাম ॥৩॥

হে মেধাবিন্ (অগ্নি)! সেই মানব দীপ্তিমান, যিনি স্বর্গে মহানদের মধ্যেও সমৃদ্ধতম, হে অগ্নি, তোমার জন্য প্রোৎসাহী আমরা যেন সর্বাগ্রগণ্য হতে পারি ॥৩॥

১. স চন্দ্রঃ— অগ্নি চন্দ্রের মতো সকলের আনন্দদায়ক হন।
টীকা— মর্ত্য অর্থাৎ সেই যজমান যিনি স্তুতি করেন।

(সূক্ত-১৫১)

মিত্রাবরুণ দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

মিত্রং ন যং শিম্যা গোষু গব্যবঃ স্বাধ্যো বিদথে অপ্সু জীজনন্।
অরেজেতাং রোদসী পাজসা গিরা প্রতি প্রিয়ং যজতং জনুষামবঃ ॥১॥

যাঁকে (অগ্নিকে) মিত্রের ন্যায় সেই নিবিষ্টমনা (স্তোতাগণ) গাভীর অভিলাষী (হয়ে) গাভীগুলির মধ্যে শক্তির সাহায্যে জলমধ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানে উৎপাদন করেছেন, যিনি জনগণের সহায়তাকারী এবং যজনীয়, তাঁর বিরোধিতা করে, তাঁর ক্ষমতার কারণে ও গর্জনে দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত হয়েছিল ॥১॥

যদ্ধ ত্যদ্ বাং পুরুমীলহস্য সোমিনঃ প্র মিত্রাসো ন দধিরে স্বাভুবঃ।
অধ ক্রতুং বিদতং গাতুমর্চত উত শ্রুতং বৃষণা পস্ত্যাবতঃ ॥২॥

যে হেতু এখন সোমবান (সোমদাতা) পুরুমীলেহর সঙ্গিবৃন্দ, (ঋত্বিকগণ), মিত্রের ন্যায় তোমাদের উভয়কে নিজ-সামর্থ্যে প্রকর্ষের সঙ্গে ধারণ করেছেন, অনন্তর স্তুতিকারীর জন্য কর্তব্য এবং গমনপথ নির্ধারণ কর এবং হে বৃষদ্বয় (ফলদাতা অথবা শক্তিমান) তোমরা গৃহপতির অভিমুখে শ্রবণ কর ।।২।।

টীকা— বৃষদ্বয়—মিত্র ও বরুণ।

আ বাং ভূষন্ ক্ষিতয়ো জন্ম রোদস্যোঃ প্রবাচ্যং বৃষণা দক্ষসে মহে ।
যদীমৃতায় ভরথো যদর্বতে প্র হোত্রয়া শিম্যা বীথো অধ্বরম্ ॥৩।।

হে কামবর্ষণকারিদ্বয় (মিত্র ও বরুণ)! মানুষেরা দ্যুলোক ও ভূলোক থেকে তোমাদের উৎপত্তিকে সর্বভাবে প্রশস্তি করেছে, প্রভূত কুশলতার জন্য (সেই উৎপত্তি)স্তুতির যোগ্য, তোমরা যখন যজ্ঞের প্রতি, স্তোতার প্রতি(সামর্থ্য) আনয়ন কর, (তখন) হবিঃ সহ সোৎসাহে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ উপভোগ কর। ।।৩।।

টীকা— অথবা- হে বৃষদ্বয়! মানুষেরা (তাঁর) উৎপত্তিকে সম্মান জানিয়েছে, প্রভূত কুশলতার জন্য (সেই উৎপত্তি) দ্যুলোকে ও ভূলোকে স্তুতির যোগ্য......ইত্যাদি।

প্র সা ক্ষিতিরসুর যা মহি প্রিয় ঋতাবানাবৃতমা ঘোষথো বৃহৎ ।
যুবং দিবো বৃহতো দক্ষমাভুবং গাং ন ধুর্যুপ যুঞ্জাথে অপঃ ॥৪।।

হে অসুরদ্বয়—(অমর দেবদ্বয়)! যে মানুষেরা (তোমাদের) অত্যন্ত প্রিয় তারা প্রকর্ষ লাভ করে! তোমরা সত্যাশ্রয়ী, সোচ্চারে সত্যকে আঘোষিত কর, তোমরা উভয়ে মহৎ দ্যুলোক থেকে সামর্থ্য (সঞ্চয় করে)সর্বত্র বিদ্যমান জলরাশিকে কর্মে যুক্ত কর, যেমন ধুরার সঙ্গে বৃষকে যুক্ত করা হয় ।।৪।।

মহী অত্র মহিনা বারমৃণ্বথো ঽরেণবস্তুজ আ সদ্মন্ ধেনবঃ ।
স্বরন্তি তা উপরতাতি সূর্যমা নিম্রুচ উষসস্তক্ববীরিব ॥৫।।

উভয়ে এই বৃহতী (দ্যৌ ও পৃথিবীতে) কাম্য সম্পদকে সবলে প্রেরণ কর; ধেনুগুলি ইতস্তত বিচরণ (করেও) ধূলিতে আকীর্ণ না করে গোষ্ঠের (গৃহের) দিকে আগমন করছে। তারা রেভণ (হাম্বারব) করছে (গগনের) মূর্ধাস্থিত সূর্যের প্রতি, তার অস্তগমন অবধি (এবং) উষাকালেও যেন দ্রুতগতি পাখীর তীক্ষ্ণ রব। ।।৫।।

টীকা— সায়ণ ভাষ্য—উপর তাতি—মেঘাচ্ছন্ন আকাশে।

আ বামৃতায় কেশিনীরনূষত মিত্র যত্র বরুণ গাতুমর্চথঃ ।
অব ত্মনা সৃজতং পিন্বতং ধিয়ো যুবং বিপ্রস্য মন্মনামিরজ্যথঃ ॥৬।।

সত্যের জন্য কেশবতী নারীগণ (শিখাসমূহ) তোমাদের উভয়ের প্রতি (স্তোত্র) পাঠ করেছিল, যেখানে (যজ্ঞবেদিতে) তোমরা, হে মিত্র হে বরুণ, স্তুতির জন্য অর্চনা কর। তোমরা স্বেচ্ছায় অধোদেশে প্রেরণ কর, আমাদের মতিকে সমৃদ্ধ কর, তোমরা কবির প্রশস্তিসকল নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী ।।৬।।

যো বাং যজ্ঞৈঃ শশমানো হ দাশতি কবির্হোতা যজতি মন্মসাধনঃ ।
উপাহ তং গচ্ছথো বীথো অধ্বরমচ্ছা গিরঃ সুমতিং গন্তমস্ময়ূ ॥৭।।

তোমাদের প্রতি যে (যজমান) যাগকার্যে শ্রমরত, অবশ্যই সে (হবিঃ প্রভৃতি) দান করে, সেই জ্ঞানবান হোতা যজ্ঞানুষ্ঠান করে এবং মনস্কামনা পূরণ করে—তোমরা সেই শোভনপ্রজ্ঞের সমীপে আগমন কর, (তাঁর) যজ্ঞ উপভোগ কর এবং আমাদের কামনা করে এখানে আমাদের স্তুতিকে এবং শোভনা বুদ্ধিকে লক্ষ্য করে আগমন কর ।।৭।।

যুবাং যজ্ঞৈঃ প্রথমা গোভিরঞ্জত ঋতাবানা মনসো ন প্রযুক্তিষু ।
ভরন্তি বাং মন্মনা সংযতা গিরো ঽদৃপ্যতা মনসা রেবদাশাথে ॥৮।।

যজ্ঞের দ্বারা এবং গো(দুগ্ধ) দ্বারা তারা প্রথমে তোমাদের লিপ্ত করে, হে সত্যাশ্রয়িদ্বয়, যেন মনের প্রয়োগ শক্তির মাধ্যমে। তারা সম্মিলিতা ধী দ্বারা তাদের প্রশস্তিসকল তোমাদের প্রতি আনয়ন করে, যখন তোমরাও একাগ্রচিত্তে যশোযুক্ত অথবা প্রাচুর্যযুক্ত হয়ে থাক ।।৮।।

রেবদ্ বয়ো দধাথে রেবদাশাথে নরা মায়াভিরিতউতি মাহিনম্ ।
ন বাং দ্যাবোঽহভির্নোত সিন্ধবো ন দেবত্বং পণয়ো নানশুর্মঘম্ ॥৯।।

তোমরা সুপ্রচুর উৎসাহ তথা জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয়েছ। তোমরা এই সমৃদ্ধি তোমাদের প্রজ্ঞা দ্বারা লাভ করেছ যা প্রচুর, মহৎ এবং সুরক্ষিত। রাত্রির সঙ্গে বিগত দিনগুলি অথবা নদীগুলি তোমাদের দেবত্ব প্রাপ্ত হয় নি, এমন কি পণিরাও তোমাদের সম্পদ (হরণ করে নি) ।।৯ ।।

টীকা— সায়ণ বলেন এখানে যেহেতু দ্যৌ শব্দ দ্বারা দিনকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেহেতু অহঃ বলতে রাত্রি বোঝাচ্ছে।

(সূক্ত-১৫২)

মিত্রাবরুণ দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৭।

যুবং বস্ত্রাণি পীবসে বসাথে যুবোরচ্ছিদ্রা মন্তবো হ সর্গাঃ ।
অবাতিরতমনৃতানি বিশ্ব ঋতেন মিত্রাবরুণা সচেথে ॥১॥

তোমাদের আচ্ছাদক বস্ত্র মেদবহুল তথা অচ্ছিন্ন। তোমাদের অনুধ্যান এক নিরন্তর প্রবাহ অথবা পথ। হে মিত্র ও বরুণ! সর্বপ্রকার মিথ্যা বিনাশ কর, (তোমরা) সত্যের সঙ্গে (বিদ্যমান) থাক ।।১।।

এতচ্চন ত্বো বি চিকেতদেষাং সত্যো মন্ত্রঃ কবিশস্ত ঋঘাবান্ ।
ত্রিরশ্রিং হন্তি চতুরশ্রিরুগ্রো দেবনিদো হ প্রথমা অজূর্যন্ ॥২॥

ইহাদের মধ্যে কেবল (কোনও) একজন এই (কর্মবিশেষ) অবগত হয়। কবিদের ঘোষিত বিনাশকারী মন্ত্র (কিন্তু) সত্য হয়। সেই ভয়ংকর চতুষ্পার্শ্বযুক্ত (অস্ত্র) ত্রি-পার্শ্বযুক্তকে বিনাশ করে, দেবনিন্দাকারিগণই প্রথমে বিধ্বস্ত হয়ে থাকে ।।২।।

অপাদেতি প্রথমা পদ্বতীনাং কস্তদ্ বাং মিত্রাবরুণা চিকেত ।
গর্ভো ভারং ভরত্যা চিদস্য ঋতং পিপর্ত্যনৃতং নি তারীৎ ॥৩॥

পদহীনা (উষা) পদযুক্তগণের পূর্বে প্রথম গমন করেন। হে মিত্র হে বরুণ! তোমাদের সেই (কর্ম) কে সম্যক জানে? অজাত (শিশু) এই (জগতের) দায়িত্ব সম্যক বহন করে, সত্যকে পূরণ করে এবং অসত্যকে দমন করে ।।৩।।

টীকা— সায়ণ—গর্ভস্থ শিশু=আদিত্য।

প্রযন্তমিৎ পরি জারং কনীনাং পশ্যামসি নোপনিপদ্যমানম্ ।
অনবপৃগ্ণা বিততা বসানং প্রিয়ং মিত্রস্য বরুণস্য ধাম ॥৪॥

আমরা উর্ধ্বদৃষ্টিতে তাঁকে, সেই কুমারীগণের প্রিয়তমকে দর্শন করি, কেবলমাত্র যখন তিনি অগ্রগামী, নিম্নে পতনশীলকে নয়। (তিনি) সর্বদা অবিচ্ছেদ্য বিস্তৃত আচ্ছাদন ধারণ করেন, মিত্র ও বরুণের অভিমত বিধানকে (অনুসরণ করেন) কুমারীগণ—উষা সকলের ।।৪।।

অনশ্বো জাতো অনভীশুরর্বা কনিক্রদৎ পতয়দূর্ধ্বসানুঃ ।
অচিত্তং ব্রহ্ম জুজুষুর্যুবানঃ প্র মিত্রে ধাম বরুণে গৃণন্তঃ ॥৫॥

অশ্বহীন হয়ে (তিনি) জন্ম নিয়েছেন, (যেন) এক বল্গাহীন অশ্ব, শব্দায়মান তিনি পৃষ্ঠদেশ উর্ধ্বে রেখে উড্ডয়ন করেছেন। মননের বিষয়ীভূত না হলেও নবীনেরা সেই স্তোত্র অনুমোদন করে, যখন মিত্র ও বরুণের প্রতি তাঁদের বিধানের প্রশস্তি করা হয় ।।৫।।

আ ধেনবো মামতেয়মবন্তীর্ব্রহ্মপ্রিয়ং পীপয়ন্ ৎসস্মিন্নূধন্ ।
পিত্বো ভিক্ষেত বয়ুনানি বিদ্বানাসাবিবাসন্নদিতিমুরুষ্যেৎ ॥৬॥

মামতেয়কে সহায়তাকারিণী গাভীগুলি যেন স্তোত্র অথবা কর্মের অনুরাগীকে নিজ স্তনের (ধারায়) আপ্যায়িত করে। (যজ্ঞীয়) কর্মবিধিসকল জ্ঞাত হয়ে তিনি মুখ দ্বারা অন্ন প্রার্থনা করতে পারেন এবং (তোমাদের) পরিচর্য্যা করতে করতে মুখ দ্বারা অদিতিকে (আহ্বান করে) বিস্তৃততর করতে পারেন ।।৬।।

আ বাং মিত্রাবরুণা হব্যজুষ্টিং নমসা দেবাববসা ববৃত্যাম্ ।
অস্মাকং ব্রহ্ম পৃতনাসু সহ্যা অস্মাকং বৃষ্টির্দিব্যা সুপারা ॥৭॥

হে মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়! তোমাদের উভয়কে যেন আমি প্রণতি করি এবং তোমাদের সহায়তা দ্বারা এখানে হবিঃ উপভোগের জন্য আবর্তিত করতে পারি। আমাদের স্তোত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যেন বিজয় আনে, আমাদের স্বর্গীয় বৃষ্টি যেন সমৃদ্ধি আনে ।।৭।।

(সূক্ত-১৫৩)

মিত্রাবরুণ দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৪।

যজামহে বাং মহঃ সজোষা হব্যেভির্মিত্রাবরুণা নমোভিঃ ।
ঘৃতৈর্ঘৃতস্নূ অধ যদ্ বামস্মে অধ্বর্যবো ন ধীতিভির্ভরন্তি ॥১॥

যুগপৎ তোমাদের উভয়ের প্রতি, হে মহনীয় মিত্র ও বরুণ, আমাদের প্রণতি এবং হবিঃ সহযোগে যজনা করি এবং হে ঘৃতসম্পৃক্ত (শরীর) তোমাদের উভয়কে ঘৃতের দ্বারাও, যখন আমাদের সঙ্গী অধ্বর্যুগণ স্তুতি দ্বারা পরিচর্যা করেন ॥১॥

প্রস্তুতির্বাং ধাম ন প্রযুক্তিরয়ামি মিত্রাবরুণা সুবৃক্তিঃ ।
অনক্তি যদ্ বাং বিদথেষু হোতা সুম্নং বাং সূরির্বৃষণাবিয়ক্ষন্ ॥২॥

তোমাদের প্রতি শোভননির্মিত স্তুতির প্রস্তাবনা, (রথে) সংযোজনের ন্যায় উপস্থাপিত হচ্ছে, হে মিত্রাবরুণ (তোমাদের) বিধি অনুসারে। যখন যজ্ঞস্থলে হোতা তোমাদের, হে বৃষভরূপ (বলিষ্ঠ অথবা ফলদাত্রী) উভয়, প্রলেপনযুক্ত করেন, যজমান প্রচেষ্টা করেন তোমাদের অনুগ্রহ লাভ করতে ॥২॥

পীপায় ধেনুরদিতির্ঋতায় জনায় মিত্রাবরুণা হবির্দে ।
হিনোতি যদ্ বাং বিদথে সপর্যন্ স রাতহব্যো মানুষো ন হোতা ॥৩॥

হে মিত্র, হে বরুণ! (দুগ্ধদাত্রী) গাভীরূপিণী অদিতি যজ্ঞের জন্য, হবির্দাতা ব্যক্তির (যজমানের) জন্য (দুগ্ধ) ক্ষরিত করেন। যখন তোমাদের যজ্ঞানুষ্ঠানে পরিচর্যা করা হয়, তখন যাঁর প্রতি আহুতি প্রদান করা হয় মানব হোতার অনুরূপভাবে তিনি তোমাদের নিয়মন করেন ॥৩॥

টীকা— সায়ণ—রাতহব্য—এই নামে রাজা।

উত বাং বিক্ষু মদ্যাস্বন্ধো গাব আপশ্চ পীপয়ন্ত দেবীঃ ।
উতো নো অস্য পূর্ব্যঃ পতির্দন্ বীতং পাতং পয়স উস্রিয়ায়াঃ ॥৪॥

অনন্তর যখন সকল মানুষকে হর্ষোৎফুল্ল করার উদ্দেশ্যে গাভীগুলি এবং স্বর্গীয় জলরাশি তোমাদের প্রতি সুমিষ্ট পানীয় প্রদান করে এবং এই প্রাচীন অথচ মুখ্য গৃহপতি যেন আমাদের (প্রতি) দাতা হয়ে থাকেন, উপভোগ কর, লোহিতবর্ণ গাভীগুলির দুগ্ধ পান কর ॥৪॥

(সূক্ত-১৫৪)

বিষ্ণু দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্র বোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি ।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ ॥১॥

এখন আমি বিষ্ণুর বীরকর্মসকল শীঘ্র বর্ণনা করব, যে (বিষ্ণু) পৃথিবী সম্পর্কিত অঞ্চলসমূহ বিশেষভাবে নির্মাণ করেছেন, যিনি সহাবস্থানের উচ্চতম আসনকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন, তিনবার পদক্ষেপ করতে করতে (যিনি) বিস্তীর্ণ স্থানে গমন করেন ॥১॥

প্র তদ্ বিষ্ণু স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা ॥২॥

সেই বিষ্ণু তাঁর বীর্য(সূচক কর্মহেতু) স্তুত হয়ে থাকেন; (তিনি) যেন কোন বন্য ভয়ংকর পশু, দুর্গম স্থানে বিচরণশীল এবং পর্বতে স্থিত, যাঁর তিনটি বিস্তীর্ণ পদবিক্ষেপে সকল জীবিত প্রাণী নিবাস করে ॥২॥

প্র বিষ্ণবে শূষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগায়ায় বৃষ্ণে ।
য ইদং দীর্ঘং প্রযতং সধস্থমেকো বিমমে ত্রিভিরিৎ পদেভিঃ ॥৩॥

বিষ্ণুর প্রতি বলবর্ধক এই চিন্তা গমন করুক; যে বৃষভ (ফলবর্ষণকারী), পর্বতবাসী, পরিব্যাপ্ত(স্থানে) ভ্রমণকারী সেই বিষ্ণু, যিনি এককভাবে তিনটিমাত্র পদক্ষেপ দ্বারা এই দীর্ঘ, অতিবিস্তৃত সকলের বাসস্থান বিশেষভাবে পরিমাপ করেছেন ॥ ৩॥

যস্য ত্রী পূর্ণা মধুনা পদান্যক্ষীয়মাণা স্বধয়া মদন্তি ।
য উ ত্রিধাতু পৃথিবীমুত দ্যামেকো দাধার ভুবনানি বিশ্বা ॥৪॥

যাঁর তিনটি পদক্ষেপ মাধুর্য্য পূর্ণ, অজর এবং নিজ বলে উৎফুল্ল হয়ে থাকে; যিনি একাকী ত্রিপ্রকার অবয়ববিশিষ্ট দ্যুলোক ও ভূলোক এবং সকল প্রাণিজগৎকে ধারণ করে রাখেন ॥৪॥

টীকা— ত্রিধাতু—সায়ণ পৃথিবী জল ও তেজ—তিনধাতু।

তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবয়বো মদন্তি ।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ ॥৫॥

আমি যেন এঁর অভিমত গৃহে উপস্থিত হতে পারি, যেখানে দেবতার অনুগ্রহপ্রার্থী মানুষ আনন্দিত হয়, যেহেতু সেই ব্যাপক পরিক্রমাকারী বিষ্ণুর সর্বোত্তম স্থানে পদক্ষেপেই মধুর উৎসস্থান, এইভাবে তিনিই হিতকর মিত্র ॥ ৫॥

টীকা— মধ্বঃ—অমৃত/মধু।

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমব ভাতি ভূরি ॥৬॥

আমরা তোমাদের উভয়ের বাসস্থানে গমন করতে ইচ্ছা করি, যেখানে বহুশৃঙ্গযুক্ত শীঘ্রকর্মা গাভীগুলি(বর্তমান), যেহেতু এখানেই সেই বিস্তীর্ণ ভ্রমণকারীর,ফলবর্ষণকারীর সর্বোত্তম স্থান প্রভূত দীপ্তি বিকিরণ করে। ॥৬॥

টীকা— অয়াস—সায়ণ=গমনকারী, গাবঃ—রশ্মিসকল—Griffith বলেন, এখানে নক্ষত্রগুলির কথা বলা হয়েছে।

(সূক্ত-১৫৫)

ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতা। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

প্র বঃ পান্তমন্ধসো ধিয়ায়তে মহে শূরায় বিষ্ণবে চার্চত ।
যা সানুনি পর্বতানামদাভ্যা মহস্তস্থতুরর্বতেব সাধুনা ॥১॥

যিনি মনীষাকে অনুপ্রেরিত করেন, সেই মহান বীর (ইন্দ্রের) প্রতি এবং বিষ্ণুর প্রতি সোচ্চারে তোমাদের (সোম) রসের বিন্দুগুলিকে স্তুতি কর, সেই দুই অপরাজেয় মহান্ দেবতা, যাঁরা পর্বতের পৃষ্ঠোপরি সবলে অধিষ্ঠান করেন, যেন অশ্বপৃষ্ঠে লক্ষ্যাভিমুখী (আরোহী)। ॥১॥

টীকা— সায়ণ—ধিয়ায়তে—যিনি স্তুতি কামনা করেন।

ত্বেষমিত্থা সমরণং শিমীবতোরিন্দ্রাবিষ্ণূ সুতপা বামুরুষ্যতি ।
যা মর্ত্যায় প্রতিধীয়মানমিৎ কৃশানোরস্তুরসনামুরুষ্যথঃ ॥২॥

হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমাদের উভয় বলবানের এইভাবে ভয়াল যুগপৎ আগমন থেকে সুত (সোম) পানকারী (যজমান) দূরে থাকেন, মর্ত্য(বাসী)র জন্য লক্ষীকৃত ধনুর্ধর কৃশানুর তীরকে তোমরা বহুদূরে আবৃত্ত কর ॥ ২॥

টীকা— কৃশানু—সোমের একজন রক্ষক সম্ভবত খরা তথা শুষ্কতার অসুর, যে মানুষকে প্রাণদায়ী বৃষ্টি ভোগ করতে বাধা দেয়।

তা ঈং বর্ধন্তি মহ্যস্য পৌংস্যং নি মাতরা নয়তি রেতসে ভুজে ।
দধাতি পুত্রোঽবরং পরং পিতুর্নাম তৃতীয়মধি রোচনে দিবঃ ॥৩॥

এই সকল (আহুতি) তার প্রগাঢ় পৌরুষশক্তিকে সমৃদ্ধ করে, তিনি তার উভয় মাতাকে অথবা মাতা পিতাকে জনন সামর্থ্য উপভোগের জন্য বিশেষভাবে আনয়ন করেন, পুত্র হয়ে তিনি পিতার নিকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট নামকে যথাস্থানে ধারণ করেন এবং তৃতীয় নামকে স্বর্গের আলোকিত স্তরে রাখেন ॥৩॥

টীকা— সায়ণ—নিকৃষ্ট নাম—পৌত্র উৎকৃষ্ট পুত্র
তৃতীয়—পিতা
রেতস্—জননসামর্থ্য—Griffith—আহুতির ঘৃত ধারা Griffith—মনে করেন এখানে বিষ্ণু যজ্ঞে তাঁর পিতা দ্যৌ অপেক্ষা উচ্চতর স্থান পেয়ে থাকেন এবং তৃতীয় হলেন অগ্নি।

তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসীনস্য ত্রাতুরবৃকস্য মীলহুষঃ ।
যঃ পার্থিবানি ত্রিভিরিদ্ বিগামভিরুরু ক্রমিষ্টোরুগায়ায় জীবসে ॥৪॥

আমরা তাঁর সেই সেই বিশেষ পৌরুষ-শক্তির স্তুতি করি—সেই মহাশক্তিধর রক্ষাকর্তা যিনি শত্রুর বিনাশক এবং ফলদানকারী। যিনি তিনটি মাত্র পদক্ষেপ দ্বারা পৃথিবী লোকসমূহ পরিব্যাপকভাবে অতিক্রম করেছিলেন বিস্তৃততর জীবনের জন্য ॥৪॥

দ্বে ইদস্য ক্রমণে স্বর্দৃশো ঽভিখ্যায় মর্ত্যো ভুরণ্যতি ।
তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চন পতয়ন্তঃ পতত্রিণঃ[১] ॥৫॥

এর সূর্যতুল্য রূপের দুটি মাত্র পদক্ষেপ অবলোকন করে যে কোন মানুষ বিস্ময়াহত হয়। কিন্তু তাঁর তৃতীয় (পদক্ষেপ) কেউ (দেখতে) স্পর্ধা করে না, বায়ুলোকে উড্ডীয়মান পক্ষীরাও নয় ॥৫॥

১. পতত্রিণঃ— সায়ণ অর্থ করেছেন- মরুদ্গণ, গরুড় বা অন্যান্য পক্ষী অথবা বায়ু।

চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীঁরবীবিপৎ ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্বভির্যুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবম্ ॥৬॥

আবর্তিত চক্রের ন্যায়, তিনি চতুঃসংখ্যকের সঙ্গে একত্রে আরও নবতি (চতুর্নবতি) ধাবমান (অশ্ব)— কে দ্রুত গতিতে ধাবিত করেছেন। বিপুলদেহী তিনি, স্তোত্রগানের দ্বারা (লোকসমূহকে) পরিমাপ করতে করতে, কিশোররূপে নয়, এক যুবকরূপে আমাদের আহ্বানের প্রতি আগমন করেন ॥৬॥

(সূক্ত-১৫৬)

বিষ্ণু দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

ভবা মিত্রো ন শেব্যো ঘৃতাসুতির্বিভূতদ্যুম্ন এবয়া উ সপ্রথাঃ ।
অধা তে বিষ্ণো বিদুষা চিদর্ধ্য স্তোমো যজ্ঞশ্চ[১] রাধ্যো হবিষ্মতা ॥১॥

সখার মত সহায়কারী হও (অথবা মিত্রের)- (দেবতার মত)। ঘৃত তোমার পানীয়, (তুমি) প্রভূত দ্যুতিমান অথবা অন্নবান তোমার (খ্যাতি) বিস্তৃত, তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর। সেই হেতু, হে বিষ্ণু, তোমার স্তুতি (কেবল) জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বারাই বর্ধনের যোগ্য এবং যজ্ঞ (কেবল) হবির্দাতা (যজমান) দ্বারাই আরাধনীয় ॥১॥

১. যজ্ঞঃ— বিষ্ণুই যজ্ঞ স্বরূপ— যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ-১।১।২।১৩)

যঃ পূর্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি ।
যো জাতমস্য মহতো মহি ব্রবৎ সেদু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদভ্যসৎ ॥২॥

যিনি প্রাচীন যজ্ঞবিধিজ্ঞকে এবং নূতনতরকে, স্বয়ম্ভব বিষ্ণুর প্রতি এবং যুগপৎ (তাঁর) পত্নীর প্রতি (হবিঃ) দান করেন, যিনি তাঁর মহিমময়ের পূজনীয় জন্ম (বৃত্তান্ত) নিশ্চিতভাবেই বলেন, তিনি খ্যাতিতে তাঁর সঙ্গে যুক্তের—অভিমুখে গমন করবেন ॥ ২ ॥

তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথা বিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন ।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥৩॥

হে স্তোতৃগণ! তাঁকে, সেই পূর্বকালীন (বিষ্ণুকে) যেমনভাবে জান, সেইভাবে যিনি জন্মের দ্বারাই সত্যের বীজস্বরূপ (তাঁকে) যেমনভাবে জান সেইভাবে প্রীত কর। তোমরা তাঁর নাম সম্যক জেনে তা সংকীর্তিত কর, যেন (আমরা), হে বিষ্ণু, মহিমময় তোমার আনুকূল্য উপভোগ করতে পারি ॥৩॥

তমস্য রাজা বরুণস্তমশ্বিনা ক্রতুং সচন্ত মারুতস্য বেধসঃ ।
দাধার দক্ষমুত্তমমহর্বিদং ব্রজং চ বিষ্ণুঃ সখিবাঁ অপোর্ণুতে ॥৪॥

রাজা বরুণ এবং অশ্বিনদ্বয় তাঁর, সেই যজ্ঞবিধির বিষয়ে অভিজ্ঞ, যিনি মরুৎগণের সঙ্গী তাঁর বিধি অনুগমন করেন। বিষ্ণু সেই শ্রেষ্ঠ দক্ষতার অধিকারী, যার সাহায্যে দিনগুলিকে জানা যায়, যখন তাঁর সহচরদের সঙ্গে তিনি (গাভীগুলির) গোষ্ঠকে উদ্ঘাটিত করেন ॥৪॥

টীকা— সখিবাঁ অপোর্ণুতে— ইন্দ্রের সঙ্গে মেঘ থেকে বৃষ্টিকে বা আলোকচ্ছটাকে মুক্ত করেন।

আ যো বিবায় সচথায় দৈব্য ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্তরঃ ।
বেধা অজিন্বৎ ত্রিষধস্থ আর্যমৃতস্য ভাগে যজমানমাভজৎ ॥৫॥

সেই স্বর্গীয় জন, বিষ্ণু, যিনি মৈত্রীর জন্য আগমন করেছেন, ইন্দ্রের প্রতি, শোভনকর্মার প্রতি শোভনতর কর্মকৃৎ, সেই বিধিবিৎ, ত্রিভুবনে যাঁর আসন, আর্যগণের সহায়ক এবং যিনি সত্যের অংশ যজমানকে প্রদান করেন ॥৫॥

টীকা— সত্যের অংশ—যজ্ঞফলের অংশ।

অনুবাক-২২

(সূক্ত-১৫৭)

অশ্বিনদ্বয় দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

অবোধ্যগ্নিজ্‌র্ম উদেতি সূর্যো ব্যুষাশ্চন্দ্রা মহ্যাবো অর্চিষা।
আয়ুক্ষাতামশ্বিনা যাতবে রথং প্রাসাবীদ্ দেবঃ সবিতা জগৎ পৃথক্ ॥১॥

অগ্নি জাগরিত হয়েছেন, ভূমিতল থেকে সূর্য উদিত হয়েছেন, মহিমময়ী, দ্যুতিময়ী উষা তাঁর আলোক দ্বারা বিস্তৃতভাবে প্রতিভাত হয়েছেন, অশ্বিনদ্বয় গমনের উদ্দেশ্যে তাঁদের রথ সংযোজিত করেছেন, দেব সবিতা প্রাণিকুলকে বিবিধ লক্ষে অনুপ্রেরিত করেছেন ॥ ১ ॥

যদ্ যুঞ্জাথে বৃষণমশ্বিনা রথং ঘৃতেন নো মধুনা ক্ষত্রমুক্ষতম্।
অস্মাকং ব্রহ্ম পৃতনাসু জিম্বতং বয়ং ধনা শূরসাতা ভজেমহি ॥২॥

হে অশ্বিনদ্বয়! যখন তোমরা উভয়ে তোমাদের অতীব শক্তিসম্পন্ন রথকে অভিযোজিত কর, আমাদের সামর্থ্যকে তখন ঘৃত ও মধু দ্বারা সিঞ্চিত কর। সংগ্রামকালে আমাদের স্তোত্রকে (শক্তি দ্বারা) উজ্জীবিত কর, আমরা যেন বীরগণের বিজয়ে ধন বিভাজন করতে পারি ॥ ২ ॥

অর্বাঙ্ ত্রিচক্রো মধুবাহনো রথো জীরাশ্বো অশ্বিনোর্যাতু সুষ্টুতঃ।
ত্রিবন্ধুরো মঘবা বিশ্বসৌভগঃ শং ন আ বক্ষদ্ দ্বিপদে চতুষ্পদে ॥৩॥

অশ্বিনদ্বয়ের ত্রিচক্রযুক্ত, মধুবহনকারী শোভনস্তুত রথ তার দ্রুতগামী অশ্বসহযোগে (আমাদের) নিকট আসে। তিনটি আসনযুক্ত সেই, সম্পদশালী (রথ) সকল সৌভাগ্য বহন করে আনে, এখানে দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সম্পন্ন সবার অভিমুখে তা শান্তি অথবা সুখ আনবে ॥৩॥

আ ন ঊর্জং বহতমশ্বিনা যুবং মধুমত্যা নঃ কশয়া মিমিক্ষতম্।
প্রায়ুস্তারিষ্টং নী রপাংসি মৃক্ষতং সেধতং দ্বেষো ভবতং সচাভুবা ॥৪॥

হে অশ্বিনদ্বয়! আমাদের প্রতি (প্রাণদায়ী) পোষণ আনয়ন কর, তোমরা উভয়ে আমাদের মাধুর্য্যোপেত কশা দ্বারা সংমিশ্রিত কর। আয়ুষ্কাল বর্ধিত কর, পাপব্যাধি বিদূরিত কর, বিদ্বেষ বিনাশ কর এবং আমাদের সঙ্গী হও ॥৪॥

যুবং হ গর্ভং জগতীষু ধত্থো যুবং বিশ্বেষু ভুবনেষ্বন্তঃ।
যুবমগ্নিং চ বৃষণাবপশ্চ বনস্পতীঁরশ্বিনাবৈরয়েথাম্ ॥৫॥

তোমরা স্ত্রীজাতীয়া (চেতনাযুক্ত) গণের মধ্যে প্রাণবীজ স্থাপন কর; তোমরা সকল জগতের মধ্যে (তাঁকে) স্থাপন কর। তোমরা উভয়ে, হে অশ্বিনদ্বয়, শক্তিমান অথবা ফলদাতাদ্বয়, অগ্নি এবং জলকে বৃক্ষসমূহের অন্তরে প্রেরণ করেছ ॥৫॥

যুবং হ স্থো ভিষজা ভেষজেভিরথো হ স্থো রথ্যা রাথ্যেভিঃ।
অথো হ ক্ষত্রমধি ধত্থ উগ্রা যো বাং হবিষ্মান্ মনসা দদাশ ॥৬॥

তোমরা উভয়ে ঔষধের সাহায্যে নিরাময়কারী অথবা ভিষক এবং তোমরা রথচালনার দক্ষতাবশতঃ সারথি এবং আরও, হে অধিক বলোপেত (অশ্বিনদ্বয়), তোমাদের প্রতি যে হবিঃ দান করে এবং ধীসহযোগে (সেবা করে), তাকে (তোমরা অনুগ্রহ কর) ॥৬॥

(সূক্ত-১৫৮)

অশ্বিনদ্বয় দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্,অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

বসূ রুদ্রা পুরুমন্তূ বৃধন্তা দশস্যতং নো বৃষণাবভিষ্টৌ।
দস্রা হ যদ্ রেক্ণ ঔচথ্যো বাং প্র যৎ সস্রাথে অকবাভিরূতী ॥১॥

হে বসুদ্বয় অথবা ধনবানদ্বয়, হে বিবিধ প্রজ্ঞ, বলবর্ধক শক্তিমান্ (অশ্বিনদ্বয়) আভিমুখ্যের সঙ্গে (আমাদের) অনুগ্রহ কর। যেহেতু উচথ্যের পুত্র (দীর্ঘতমা) তোমাদের প্রতি ধনের প্রার্থনা (অথবা পরম্পরাক্রমে আগত সম্পদের মত) করেন। হে অদ্ভূত কর্মাদ্বয়, তোমরা অকৃপণ সহায়তার মাধ্যমে (তার) প্রতি প্রসারিত হয়েছ ॥১॥

কো বাং দাশৎ সুমতয়ে চিদস্যৈ বসূ যদ্ ধেথে নমসা পদে গোঃ।
জিগৃতমস্মে রেবতীঃ পুরংধীঃ কামপ্রেণেব মনসা চরন্তা ॥২॥

হে বসুদ্বয়! তোমাদের এই অনুগ্রহের জন্য কে তোমাদের উভয়কে দানাদি দ্বারা সেবা করবে? যখন তোমরা উভয়ে গাভীগুলির (বাস) স্থানকে তার অর্চনা দ্বারা ধারণ কর (অথবা গাভীগুলির [গমন] পথে স্থান গ্রহণ কর)। আমাদের জন্য ধনসমৃদ্ধ সুপ্রচুর বুদ্ধি দান কর, কামনাপূর্ণ করার অনুরূপ বুদ্ধি সহ উভয়ে বিচরণ(আগমন) কর ।।২।।

যুক্তো হ যদ্ বাং তৌগ্র্যায় পেরুর্বি মধ্যে অর্ণসো ধায়ি পজ্রঃ ।
উপ বামবঃ শরণং গমেয়ং শূরো নাজ্ম পতয়দ্ভিরেবৈঃ ॥৩॥

যেহেতু তোমাদের সংযুক্ত (রথ)—উত্তরণকুশল, বলসমৃদ্ধ (অবস্থায়) সমুদ্রের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল তুগ্রপুত্র (ভুজ্যুর) জন্য, আমি তোমাদের আশ্রয়দায়ী সহায়তার অভিমুখে আগমন করব, যেমন করে কোন বীর অশ্বদ্বারা দ্রুত গতিতে আগমন করে ।।৩।।

উপস্তুতিরৌচথ্যমুরুষ্যেন্মা মামিমে পতত্রিণী বি দুগ্ধাম্ ।
মা মামেধো দশতয়শ্চিতো ধাক্ প্র যদ্ বাং বদ্ধস্ত্মনি খাদতি ক্ষাম্ ॥৪॥

এই আমার স্তুতি যেন (আমাকে) উচথ্য পুত্রকে রক্ষা করে। যেন এই দুই পক্ষবিশিষ্টা (দিবা ও রাত্রি) আমাকে দোহন (বিনাশ) না করে। যেন দশগুণ স্তূপীকৃত কাষ্ঠখণ্ডসকল আমাকে দহন না করে, যেহেতু তোমাদের জন্য আবদ্ধ অবস্থায় এই (অগ্নি) নিজের (অবস্থান স্থল) ভূমিকে ভক্ষণ করে ।।৪।।

ন মা গরন্ নদ্যো মাতৃতমা দাসা যদীং সুসমুব্ধমবাধুঃ ।
শিরো যদস্য ত্রৈতনো বিতক্ষৎ স্বয়ং দাসা উরো অংসাবপি গ্ধ ॥৫॥

শ্রেষ্ঠ জননীরূপিণী নদীকুল আমাকে গ্রাস করে না, যখন দাসগণ দৃঢ়বদ্ধ অবস্থায় আমাকে নিমজ্জিত করেছিল। যখন ত্রৈতন (আমার) মস্তক ছেদন করেছিল, দাস স্বয়ং (তার) বক্ষ ও স্কন্ধদেশে আঘাত করেছিল ।।৫।।

দীর্ঘতমা মামতেয়ো জুজুর্বান্ দশমে যুগে ।
অপামর্থং যতীনাং ব্রহ্মা ভবতি সারথিঃ ॥৬॥

মমতার পুত্র দীর্ঘতমা (জীবনের) দশম পর্যায়ে জরাজীর্ণ অবস্থায় (তখন) জলের সারথি হয়েছিলেন, যখন তারা স্ব স্ব লক্ষ এবং প্রয়োজন সিদ্ধ করার চেষ্টায় (সত্যের) নিয়ামক অভিমুখে (গমন করছিলেন) ।।৬।।

(সূক্ত-১৫৯)

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

প্র দ্যাবা যজ্ঞৈঃ পৃথিবী ঋতাবৃধা মহী স্তুষে বিদথেষু প্রচেতসা ।
দেবেভির্যে দেবপুত্রে সুদংসসেত্থা ধিয়া বার্যাণি প্রভূষতঃ ॥১॥

আমি যজ্ঞসমূহের সঙ্গে সঙ্গে দ্যুলোক ও পৃথিবীর প্রশস্তি করি, যে দুই মহনীয় সত্যের দ্বারা বর্ধিত হয়ে থাকেন। যাঁরা উৎসবে অথবা যজ্ঞে জ্ঞানবান, দেবগণ যাঁদের পুত্র এবং দেবগণের সাহচর্যে যাঁরা অপূর্ব কর্মক্ষমতা দ্বারা এইভাবে মনীষার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সম্পদ (মানুষের জন্য) যথার্থ ভাবে প্রদান করেন ।।১।।

উত মন্যে পিতুরদ্রুহো মনো মাতুর্মহি স্বতবস্তদ্ধবীমভিঃ ।
সুরেতসা পিতরা ভূম চক্রতুরুরু প্রজায়া অমৃতং বরীমভিঃ ॥২॥

আমি আমার মনকে আধারিত করি সেই বিরোধরহিত পিতার মনে এবং মাতার নিজশক্তিসম্পন্ন মহৎ চিত্তে। প্রকৃষ্ট জননক্ষম সেই পিতামাতা পৃথিবীকে সন্তানগণের জন্য বিস্তীর্ণ করেছেন এবং (তাদের জন্য) রক্ষণবিশেষ দ্বারা বহুতর অমরত্বকে পরিব্যাপ্ত করেছেন ।।২।।

তে সূনবঃ স্বপসঃ সুদংসসো মহী জজ্ঞুর্মাতরা পূর্বচিত্তয়ে ।
স্থাতুশ্চ সত্যং জগতশ্চ ধর্মণি পুত্রস্য পাথঃ পদমদ্বয়াবিনঃ ॥৩॥

তাঁদের সেই পুত্রগণ, শোভন কর্মকুশল, চমৎকারী ক্ষমতাসম্পন্ন, তাঁরা সকলের প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা সেই দুই মহতী মাতাকে উৎপন্ন করেছিলেন, তোমরা উভয়ে যা কিছু স্থাবর ও (যা কিছু) জঙ্গম তাদের ধারণ করে সত্যকে রক্ষা কর এবং তোমাদের অ-দ্বৈতচারী পুত্রের পদক্ষেপের স্থানকে তোমরা রক্ষা কর ।।৩।।

টীকা— অ-দ্বয়াবিন—সায়ণ—মার্গদ্বয়রহিত, Griffith—কপটতাহীন।

তে মায়িনো মমিরে সুপ্রচেতসো জামী সযোনী মিথুনা সমোকসা ।
নব্যংনব্যং তন্তুমা তন্বতে দিবি সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ঃ সুদীতয়ঃ ॥৪॥

মায়াবিদ্বয় অথবা প্রাজ্ঞদ্বয়, শোভনক্ষমতাসম্পন্ন তাঁরা সেই যমককে পরিমাপ করেছেন, যাঁরা সমান জন্মসম্পন্ন এবং সেই দম্পতি যাঁরা সমান গৃহসম্পন্ন। তাঁরা এক চিরনবীন তন্তুকে আকাশের প্রতি এবং সমুদ্রের মধ্যে বিস্তারিত করেন—সেই অতি মেধাবান কবি ঋষিগণ ।।৪।।

টীকা— Griffith—সমুদ্র—অন্তরিক্ষলোক।

তদ্ রাধো অদ্য সবিতুর্বরেণ্যং বয়ং দেবস্য প্রসবে মনামহে ।
অস্মভ্যং দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা রয়িং ধত্তং বসুমন্তং শতগ্বিনম্ ॥৫।।

আজ সবিতৃদেবের সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমরা দেবতার অনুপ্রেরণায় বিচিন্তন করব। আমাদের প্রতি দ্যাবাপৃথিবী সানুগ্রহে যেন ধনবর্ষণ করে, যে ধন বিচিত্র এবং শতসংখ্যক ধেনুসম্পন্ন ।।৫।।

(সূক্ত-১৬০)

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

তে হি দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বশংভুব ঋতাবরী রজসো ধারয়ৎকবী ।
সুজন্মনী ধিষণে অন্তরীয়তে দেবো দেবী ধর্মণা সূর্যঃ শুচিঃ ॥১।।

সেই দ্যৌ ও পৃথিবী, সকলের কল্যাণের আকর, সত্যের ধারক, তাঁরা মনীষিদ্বয় অন্তরিক্ষলোককে ধারণ করেন, শোভন জন্মের উভয় আধারের মধ্যে, দ্যোতমানদ্বয়ের মধ্যে, সেই প্রদীপ্ত সূর্যদেবতা, তিনি নিজ গতিতে বিচরণ করেন ।।১।।

উরুব্যচসা মহিনী অসশ্চতা পিতা মাতা চ ভুবনানি রক্ষতঃ ।
সুধৃষ্টমে বপুষ্যে ন রোদসী পিতা যৎ সীমভি রূপৈরবাসয়ৎ ॥২।।

প্রভূতবিস্তীর্ণ এবং বিপুল, ক্ষয়ের অযোগ্য, পিতা এবং মাতা সকল প্রাণীকে রক্ষা করেন। সেই দুই দ্যৌ ও পৃথিবী, তেজোময়, শোভনরূপময় যেন সকলভাবে পিতা-মাতা তাদের আকৃতিকে সজ্জিত করেছেন ।।২।।

স বহ্নিঃ পুত্রঃ পিত্রোঃ পবিত্রবান্ পুনাতি ধীরো ভুবনানি মায়য়া ।
ধেনুং চ পৃশ্নিং বৃষভং সুরেতসং বিশ্বাহা শুক্রং পয়ো অস্য দুক্ষত ॥৩।।

এই পিতামাতার পুত্র, (ফল)বাহক, মনীষী, শুদ্ধীকরণের সামর্থ্যোপেত, তিনি তাঁর প্রজ্ঞা অথবা বলের দ্বারা সকল জগতকে পবিত্র করে থাকেন। বিচিত্রবর্ণা গাভী এবং সেচনক্ষম বৃষভের থেকে তিনি সর্বদিবসে (কালে ইত্যর্থ) এই (দ্যুলোকের) প্রদীপ্ত দুগ্ধ দোহন করে থাকেন ।।৩।।

টীকা— Griffith শুক্রং পয়ঃ—পৃথিবী থেকে শিশির এবং আকাশ থেকে আলো দোহন করে।

অয়ং দেবানামপসামপস্তমো যো জজান রোদসী বিশ্বশংভুবা ।
বি যো মমে রজসী সুক্রতূয়য়া হজরেভিঃ স্কম্ভনেভিঃ সমানৃচে ॥৪।।

ইনি দক্ষকর্মকৃৎ দেবগণের মধ্যে দক্ষতম, যিনি সকলের কল্যাণকর দ্যাবাপৃথিবীকে উৎপাদন করেছেন, যিনি উভয় অন্তরিক্ষলোককে তাঁর শোভনপ্রজ্ঞা অথবা কর্মদ্বারা বিশেষভাবে পরিমাণন করেছেন এবং ক্ষয়হীন স্তম্ভসকল দ্বারা তাদের সুস্থিত করেছেন ।।৪।।

তে নো গৃণানে মহিনী মহি শ্রবঃ ক্ষত্রং দ্যাবাপৃথিবী ধাসথো বৃহৎ ।
যেনাভি কৃষ্টীস্ততনাম বিশ্বহা পনায্যমোজো অস্মে সমিন্বতম্ ॥৫।।

হে দ্যাবাপৃথিবী! স্তুতি দ্বারা প্রশংসিত হয়ে মহিমময়দ্বয় তোমরা আমাদের জন্য প্রভূত যশ এবং উত্তম শক্তি প্রদান কর। যার দ্বারা আমরা সকল জনতাকে অভিভূত করে সর্বদা বিস্তার লাভ করব এবং আমাদের সেই ক্ষমতা বর্ধিত কর যা খ্যাতির যোগ্য ।।৫।।

(সূক্ত-১৬১)

ঋভব দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৪।

কিমু শ্রেষ্ঠঃ কিং যবিষ্ঠো ন আজগন্ কিমীয়তে দূত্যং কদ্ যদূচিম ।
ন নিন্দিম চমসং যো মহাকুলো হগ্নে ভ্রাতর্দ্রুণ ইদ্ ভূতিমূদিম ॥১।।

একজন (ঋভু) বলেন 'জল সর্বোত্তম' এবং অপরজন বলেন 'অগ্নিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'। (তৃতীয়) একজন বলেছেন 'বহুজনের মধ্যে অস্ত্র শোভিতই (বজ্রগর্ভ মেঘই) সর্বোৎকৃষ্ট'। সত্য বাচন করতে করতে তোমরা চমসপাত্রগুলি নির্মাণ করেছিলে ।।৯।।

শ্রোণামেক উদকং গামবাজতি মাংসমেকঃ পিংশতি সূনয়াভৃতম্ ।
আ নিম্রুচঃ শকৃদেকো অপাভরৎ কিং স্বিৎ পুত্রেভ্যঃ পিতরা উপাবতুঃ ॥১০॥

একজন জলের প্রতি নিম্নাভিমুখে বিকলাঙ্গ গাভীকে আনয়ন করেন। অপর একজন আধারে বাহিত মাংসকে খণ্ডিত করেন। সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত একজন গোময়াদি অপসারণ করেন। পিতামাতা কি তাঁদের পুত্রদের সহায়তা করেছেন? পশুবলির বর্ণনা ।।১০।।

উদ্বৎস্বস্মা অকৃণোতনা তৃণং নিবৎস্বপঃ স্বপস্যয়া নরঃ ।
অগোহ্যস্য যদসস্তনা গৃহে তদদ্যেদমৃভবো নানু গচ্ছথ ॥১১॥

হে নরগণ! তোমরা তাঁর জন্য উচ্চস্থানগুলিতে তৃণাদি (আয়োজন) করেছ এবং উপত্যকাগুলিতে তোমাদের নৈপুণ্যযুক্ত কর্ম দ্বারা জলের আয়োজন করেছ। হে ঋভুগণ! তোমরা যে অ-গোপনীয়ের আবাসস্থানে নিদ্রিত ছিলে, সেইরূপ আজ এইখানে অনুকরণ করতে পার না ।।১১।।

টীকা— অ-গোহ্য— অ-গোপনীয়—আদিত্য। তাঁর গৃহ অর্থাৎ সূর্যমণ্ডল। সায়ণের মতে, মন্ত্র ১১,১২-তে ঋভুগণকে সূর্যের রশ্মি বলা হয়েছে।

সংমীল্য যদ্ ভুবনা পর্যসর্পত ক্ক স্বিৎ তাত্যা পিতরা ব আসতুঃ ।
অশপত যঃ করস্নং ব আদদে যঃ প্রাব্রবীৎ প্রো তস্মা অব্রবীতন ॥১২॥

যখন নিমীলিতচক্ষে অথবা জগৎ আচ্ছাদিত করে তোমরা সকল ভুবন পরিব্যাপ্ত করে বিচরণ করছিলে, তোমাদের স্নেহময় পিতামাতা কোথায় ছিলেন? তোমরা তাঁকে অভিসম্পাত করেছিলে যিনি তোমাদের প্রতি বাহু উত্তোলন করেছিলেন, যিনি তোমাদের প্রতি সোচ্চারে কথা বলেছিলেন তাঁর প্রতিও তোমরা - বলেছিলে ।।১২।।

সুষুপ্বাংস ঋভবস্তদপৃচ্ছতাগোহ্য ক ইদং নো অবূবুধৎ ।
শ্বানং বস্তো বোধয়িতারমব্রবীৎ সংবৎসর ইদমদ্যা ব্যখ্যত ॥১৩॥

সুষ্ঠু নিদ্রার পরে, হে ঋভুগণ, তোমরা সেই প্রশ্ন করেছিলে 'হে অ-গোপনীয় (আদিত্য)! কে আমাদের এইস্থানে জাগরিত করেছে?'

সেই বাসয়িতা (মেষ) কুকুরকে তোমাদের বোধয়িতারূপে ঘোষণা করেন। সেই দিনে, পূর্ণ বৎসরের মধ্যে তোমরা প্রথম চক্ষু উন্মীলিত করেছিলে ।।১৩।।

টীকা— বাসয়িতা— আবাস করান যিনি। শ্বানং ইত্যাদি— সূর্য উত্তর দিলেন বায়ু সেই বোধয়িতা—সায়ণ। Wilson বলেছেন—ইদমদ্য—ইত্যাদির অর্থ—বর্ষা শেষ হবার পর সূর্য ও চন্দ্রের আলো আবার দেখা যাচ্ছে।

দিবা যান্তি মরুতো ভূম্যাঽগ্নিরয়ং বাতো অন্তরিক্ষেণ যাতি ।
অদ্ভির্যাতি বরুণঃ সমুদ্রৈর্যুষ্মাঁ ইচ্ছন্তঃ শবসো নপাতঃ ।।১৪।।

মরুৎগণ আকাশমার্গে গমন করেন। অগ্নি ভূমিপথে (গমন করেন), এই বায়ু গমন করেন অন্তরিক্ষমার্গে। বরুণ গমন করেন জলপথে এবং সমুদ্র পথে—হে বলের পুত্রগণ, তোমাদের (উপস্থিতি) কামনা করেন ।।১৪।।

টীকা— বলের পুত্র —ঋভুগণ।

(সূক্ত-১৬২)

অশ্ব দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-২২।

মা নো মিত্রো বরুণো অর্যমায়ুরিন্দ্র ঋভুক্ষা মরুতঃ পরি খ্যন্ ।
যদ্ বাজিনো দেবজাতস্য সপ্তেঃ প্রবক্ষ্যামো বিদথে বীর্যাণি ।।১।।

ঋগ্বেদে একমাত্র এই দুই সূক্তেই অশ্বমেধ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নিত্র, বরুণ, অর্য্যমন, আয়ু, ঋভুগণের অধিপতি ইন্দ্র এবং মরুৎগণ যেন আমাদের অপবাদ না দেন, যখন আমরা যজ্ঞকালে সেই বলিষ্ঠ দেবতা থেকে উৎপন্ন দ্রুতগামী অশ্বের ক্ষমতাসকল বর্ণনা করব ।।১।।

টীকা— ঋভুক্ষা—মহৎ—সায়ণ ভাষ্য।

যন্নির্ণিজা রেক্ণসা প্রাবৃতস্য রাতিং গৃভীতাং মুখতো নয়ন্তি ।
সুপ্রাঙজো মেম্যদ্ বিশ্বরূপ ইন্দ্রাপূষ্ণোঃ প্রিয়মপ্যেতি পাথঃ ।।২।।

যেহেতু (ঋত্বিকগণ) দর্শনীয় ধন এবং আবরণ দ্বারা সুসজ্জিত (অশ্বের) অগ্রভাগে ধৃত দাতব্য (অজকে) গ্রহণ করে নিয়ে যান, সেই বিচিত্ররূপী মেষ সম্মুখদিকে স্থিত অবস্থায় চিৎকাররত ইন্দ্র ও পূষণের অভিমত স্থানে গমন করে ।।২।।

টীকা— রতিম্—অশ্বের প্রতি দাতব্য হবিঃ। সায়ণ বলেছেন, এখানে অগ্নির স্থানে পূষণ বলা হয়েছে।

এষ চ্ছাগঃ পুরো অশ্বেন বাজিনা পূষ্ণো ভাগো নীয়তে বিশ্বদেব্যঃ ।
অভিপ্রিয়ং যৎ পুরোলাশমর্বতা ত্বষ্টেদেনং সৌশ্রবসায় জিন্বতি ॥৩॥

এই মেষ, সকল দেবতার প্রতি উৎসর্গিত এবং শক্তিমান অশ্বের সঙ্গে পূষণের অংশরূপে তাকে অগ্রভাগে আনয়ন করা হয়, যখন পরিতুষ্টিসাধক প্রথম (দাতব্য) আহুতির জন্য ত্বষ্টা স্বয়ং তাকে অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতির জন্য অনুপ্রেরিত করেন ।।৩।।

যদ্ধবিষ্যমৃতুশো দেবযানং ত্রির্মানুষাঃ পর্যশ্বং নয়ন্তি ।
অত্রা পূষ্ণঃ প্রথমো ভাগ এতি যজ্ঞং দেবেভ্যঃ প্রতিবেদয়ন্নজঃ ॥৪॥

যখন মানুষেরা (ঋত্বিকগণ) এই দেব(গণের প্রতি) গমনকারী (পথে) হবির্যোগ্য অশ্বকে তিনবার যথাক্রমে প্রদক্ষিণ করেন, তখন সেই মেষ, যা পূষণের অংশ, প্রথমে গমন করে এবং দেবগণের প্রতি যজ্ঞকে বিজ্ঞাপিত করে ।।৪।।

হোতাধ্বর্যুরাবয়া অগ্নিমিন্ধো গ্রাবগ্রাভ উত শংস্তা সুবিপ্রঃ ।
তেন যজ্ঞেন স্বরংকৃতেন স্বিষ্টেন বক্ষণা আ পৃণধ্বম্ ॥৫॥

হোতা, অধ্বর্যু, হবিঃ সম্পাদক অথবা প্রতিপ্রস্থাতা, অগ্নি প্রজ্বালক (অগ্নীত), গ্রাবস্তুৎ (প্রস্তর স্তুতিকারী) এবং প্রশস্তা ও শোভন মেধাসম্পন্ন ব্রহ্মা—এই শোভনভাবে আয়োজিত এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত যজ্ঞের মাধ্যমে তোমাদের প্রবহমান নদীগুলিকে পরিপূর্ণ কর। ।।৫।।

টীকা— প্রতিপ্রস্থাতা—যজুর্বেদী ঋত্বিক; প্রশস্তা—ঋগ্বেদী ঋত্বিক; ব্রহ্মা—ঋক্ যজুঃ ও সাম তিন বেদে অভিজ্ঞ ঋত্বিক। Jamison—বক্ষণাঃ—উদরগহ্বর।

যূপব্রস্কা উত যে যূপবাহাশ্চষালং যে অশ্বযূপায় তক্ষতি ।
যে চার্বতে পচনং সংভরন্ত্যতো তেষামভিগূর্তির্ন ইন্বতু ॥৬॥

যূপকাষ্ঠের ছেদনকারিগণ এবং যূপবাহকগণ, যাঁরা অশ্বের জন্য যূপকাষ্ঠের অগ্রভাগ নির্মাণ করে থাকেন এবং যাঁরা অশ্বকে রন্ধনের জন্য পাত্রাদি আয়োজন করেন— তাঁদের আনুকূল্য যেন আমাদের (প্রতি) প্রসারিত হয় ।।৬।।

উপ প্রাগাৎ সুমন্মেঽধায়ি মন্ম দেবানামাশা উপ বীতপৃষ্ঠঃ ।
অন্বেনং বিপ্রা ঋষয়ো মদন্তি দেবানাং পুষ্টে চকৃমা সুবন্ধুম্ ॥৭॥

(সে যখন) সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিল, সেইক্ষণে আমার মনীষা স্বয়ং আধারিত হয়েছিল। সেই রমণীয় পৃষ্ঠদেশ-শোভিত (অশ্ব) দেবগণের অভিমুখে গমন করেছিল, ক্রান্তদর্শী কবিগণ তার প্রতি উল্লাসধ্বনি করেছিলেন, তাকে দেবগণের পোষণের জন্য সুসম্পর্কিত অথবা সুষ্ঠুভাবে বদ্ধ করেছি ।।৭।।

যদ্ বাজিনো দাম সংদানমর্বতো যা শীর্ষণ্যা রশনা রজ্জুরস্য ।
যদ্ বা ঘাস্য প্রভৃতমাস্যে তৃণং সর্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু ॥৮॥

দ্রুতগামী অশ্বের যে বল্গা, যে পাদবন্ধন রজ্জু, যা তার মস্তক-কটিদেশে আবদ্ধ রজ্জুসকল, অথবা তার মুখে গৃহীত যে তৃণ, (হে অশ্ব), তোমার সেই সকল বিষয় দেবগণের মধ্যে নিহিত হোক ।।৮।।

টীকা— সায়ণ—দেবেষু অস্তু—দেবত্ব প্রাপ্ত হোক।

যদশ্বস্য ক্রবিষো মক্ষিকাশ যদ্ বা স্বরৌ স্বধিতৌ রিপ্তমস্তি ।
যদ্ধস্তয়োঃ শমিতুর্যন্নখেষু সর্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু ॥৯॥

অশ্বের মাংসের যে (অংশ) মক্ষিকা ভক্ষণ করেছিল অথবা যা (পশুকে) লিপ্ত করার সময় যূপে লিপ্ত হয়েছে অথবা কুঠারে, অথবা ছেদকের হস্তদ্বয়ে বা নখগুলিতে (লিপ্ত হয়েছে), তোমার সেই সকল দেবগণের মধ্যে নিহিত হোক ।।৯।।

যদূবধ্যমুদরস্যাপবাতি য আমস্য ক্রবিষো গন্ধো অস্তি ।
সুকৃতা তচ্ছমিতারঃ কৃণ্বন্তূত মেধং শৃতপাকং পচন্তু ॥১০॥

তার উদরের অংশত জীর্ণ যে (তৃণাদি) ধূমায়িত হয়, অপক্ক মাংসের যে গন্ধ থাকে, সেগুলিকে ছেদনকর্তা-গণ দোষমুক্ত করুন এবং যজ্ঞের হবিঃ কে (পশুকে) যোগ্য পাকসম্পন্ন করে রন্ধন করুন ।।১০।।

যৎ তে গাত্রাদগ্নিনা পচ্যমানাদভি শূলং নিহতস্যাবধাবতি ।
মা তদ্ ভূম্যামা শ্রিষন্মা তৃণেষু দেবেভ্যস্তদুশদ্ভ্যো রাতমস্তু ॥১১॥

(হে অশ্ব) অগ্নিদ্বারা অধিশ্রয়ণকালে নিহত তোমার অঙ্গ থেকে যা কিছু শূলের প্রতি নিঃসৃত হয়, তা যেন ভূতলে অবলিপ্ত না হয়, দর্ভের উপরেও (লিপ্ত) না হয়, আকাঙ্ক্ষাকারী দেবগণের প্রতি যেন প্রদত্ত হয় ॥১১॥

যে বাজিনং পরিপশ্যন্তি পক্বং য ঈমাহুঃ সুরভির্নির্হরেতি ।
যে চার্বতো মাংসভিক্ষামুপাসত উতো তেষামভিগূর্তির্ন ইন্বতু ॥১২॥

যাঁরা রন্ধিত অশ্ব (শরীর) পর্যবেক্ষণ করেন, যাঁরা এই বিষয়ে 'উত্তমগন্ধ(বহ);(অতএব) (অগ্নি থেকে) অপসারণ কর' এইরূপ বলেন, যাঁরা অশ্বের মাংসভাগী হবার আশায় নিকটে আগমন করেন, তাঁদের আনুকূল্য যেন আমাদের অভিমুখে প্রসারিত হয় ॥১২॥

যন্নীক্ষণং মাংস্পচন্যা উখায়া যা পাত্রাণি যূষ্ণ আসেচনানি ।
উষ্মণ্যাপিধানা চরূণামঙ্কাঃ সূনাঃ পরি ভূষন্ত্যশ্বম্ ॥১৩॥

মাংসরন্ধনের পাত্রের জন্য যে নীক্ষণ (পাক পরীক্ষার জন্য কাষ্ঠখণ্ড খোন্তা), সূপ পরিবেশনের যোগ্য যে পাত্রসকল এবং উত্তাপসাধক পাত্রাদি, পাত্রের আবরকসকল, (ছেদনের) ছুরিকা খড়্গাদি—এই সব কিছু অশ্বের চতুর্দিকে সমুপস্থিত থাকে ॥১৩॥

নিক্রমণং নিষদনং বিবর্তনং যচ্চ পড্বীশমর্বতঃ ।
যচ্চ পপৌ যচ্চ ঘাসিং জঘাস সর্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু ॥১৪॥

সেই অশ্বের উৎক্রমণের (প্রারম্ভ) স্থান, বিশ্রামস্থান এবং ইতস্ততো পরিভ্রমণ ও পাদবন্ধনের রজ্জু এবং যা সে পান করেছিল, যা কিছু খাদ্য ভক্ষণ করেছিল, সেই সবকিছু যেন দেবগণের মধ্যে, হে অশ্ব, তোমার প্রতি বর্তমান থাকে ॥১৪॥

মা ত্বাগ্নির্ধ্বনয়ীদ্ ধূমগন্ধির্মোখা ভ্রাজন্ত্যভি বিক্ত জঘ্রিঃ ।
ইষ্টং বীতমভিগূর্তং বষট্কৃতং তং দেবাসঃ প্রতি গৃভ্ণন্ত্যশ্বম্ ॥১৫॥

ধূমগন্ধযুক্ত অগ্নি যেন তোমাকে শব্দায়িত না করে। উত্তাপে দীপ্ত (রন্ধন) পাত্র যেন গন্ধ না (সৃষ্টি) করে অথবা বিদারিত না হয়, আহুতির জন্য অভিমত, নির্বাচিত এবং প্রদানে উদ্যত 'বষট্কার' সহ সংস্কারকৃত সেইরূপ অশ্বকে দেবগণ সম্যক্ গ্রহণ করে থাকেন ॥১৫॥

টীকা— 'বষট্'— দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য প্রদানের মন্ত্র, যেমন— ইন্দ্রায় বষট্। মা ধ্বনয়ৎ—সায়ণ—অশ্বের শব্দ হলে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত।

যদশ্বায় বাস উপস্তৃণন্ত্যধীবাসং যা হিরণ্যান্যস্মৈ ।
সংদানমর্বন্তং পড্বীশং প্রিয়া দেবেষ্বা যাময়ন্তি ॥১৬॥

অশ্বের জন্য যে আচ্ছাদক বস্ত্র উপরে বিস্তারিত করা হয়, যে স্বর্ণময় (বন্ধনরজ্জু) তাঁর জন্য (নির্দিষ্ট করা হয়),অশ্বের যে শিরোবন্ধন এবং পাদবন্ধন, সেই সকল প্রিয় বস্তু দেবগণের অভিমুখে তাঁরা আহুতি দেন অথবা দেবগণের মধ্যে (অশ্বকে) সম্যকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন ॥১৬॥

যৎ তে সাদে মহসা শূকৃতস্য পার্ষ্ণ্যা বা কশয়া বা তুতোদ ।
স্রুচেব তা হবিষো অধ্বরেষু সর্বা তা তে ব্রহ্মণা সূদয়ামি ॥১৭॥

যদি তোমাতে আরোহণ করে, কেউ অত্যধিক আগ্রহ সহ তার পাদমূল দ্বারা অথবা কশা (চাবুক) দ্বারা আঘাত করে, তোমার সেই সকল (কষ্ট) আমি অপনয়ন করি ব্রহ্মস্তোত্রের সাহায্যে, যেমনভাবে যজ্ঞকালে স্রুক দ্বারা হবিঃসকল (নিবেদন করা হয়) ॥১৭॥

টীকা— সায়ণ—সূদয়ামি—আহুতিরূপে নিবেদন করি শূকৃতস্য-শব্দানুকরণকৃত।

চতুস্ত্রিংশদ্ বাজিনো দেববন্ধোর্বঙ্ক্রীরশ্বস্য স্বধিতিঃ সমেতি ।
অচ্ছিদ্রা গাত্রা বয়ুনা কৃণোত পরুষ্পরুরনুঘুষ্যা বি শস্ত ॥১৮॥

সেই দ্রুতগতি দেবতাদের প্রিয় অশ্বের চতুস্ত্রিংশ পঞ্জরে স্বধিতি (এই নামক ছুরিকা অথবা খড়্গ) সুষ্ঠুভাবে ভেদ করে নিপুণতার সঙ্গে (তোমরা) অঙ্গসকল নির্দোষভাবে ছেদন কর এবং যথাক্রমে ঘোষণা করতে করতে প্রতিটি পর্বকে খণ্ডিত কর ॥১৮॥

একস্ত্বষ্টুরশ্বস্যা বিশস্তা দ্বা যন্তারা ভবতস্তথ ঋতুঃ ।
যা তে গাত্রাণামৃতুথা কৃণোমি তাতা পিণ্ডানাং প্র জুহোম্যগ্নৌ ॥১৯॥

ত্বষ্টার অশ্বের জন্য একজন ছেদক আছেন এবং দুইজন তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করেন— এইরূপই বিধি। তোমার অবয়বসকল যা আমি যথাবিধি বিভাজন করি, সেই পিণ্ডগুলির মধ্যে আমি একে একে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে থাকি ।।১৯।।

টীকা— পিণ্ড—মাংসপিণ্ড।

মা ত্বা তপৎ প্রিয় আত্মাপিয়ন্তং মা স্বধিতিস্তন্ব আ তিষ্ঠিপৎ তে ।
মা তে গৃধ্নুরবিশস্তাতিহায় ছিদ্রা গাত্রাণ্যসিনা মিথূ কঃ ॥২০॥

গমনরত তোমাকে যেন তোমার প্রিয় আত্মা তাপিত না করে, যেন খড়্গ তোমার অঙ্গসমূহে দীর্ঘকাল অবস্থান না করে। যেন কোন (মাংস) লোভী ব্যক্তি যে ছেদনে অদক্ষ, (পর্বগুলি) অতিক্রম করে ছুরিকা দ্বারা ব্যর্থভাবে তোমার অবয়ব ছিন্ন না করে ।।২০।।

ন বা উ এতন্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবাঁ ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ ।
হরী তে যুঞ্জা পৃষতী অভূতামুপাস্থাদ্ বাজী ধুরি রাসভস্য ॥২১॥

যথার্থই এইভাবে তুমি মৃত হও না বা আহত হও না, সহজে গমন-যোগ্য পথের দ্বারা দেবগণের প্রতি গমন কর। উভয় পিঙ্গল অশ্ব (ইন্দ্রের) এবং (মরুৎগণের) বিচিত্রিত উভয় (অশ্বী) তোমার সঙ্গে এখন সংযোজিত হয়েছে এবং সেই অশ্ব (অশ্বিনদ্বয়ের) রাসভের স্থান গ্রহণ করেছে ।।২১।।

সুগব্যং নো বাজী স্বশ্ব্যং পুংসঃ পুত্রাঁ উত বিশ্বাপুষং রয়িম্ ।
অনাগাস্ত্বং নো অদিতিঃ কৃণোতু ক্ষত্রং নো অশ্বো বনতাং হবিষ্মান্ ॥২২॥

এখন যেন সেই অশ্ব আমাদের প্রতি শোভন গাভী সমৃদ্ধ এবং শোভন-অশ্বযুক্ত, পুত্রসন্তান এবং সকলের বৃদ্ধি-সম্পাদক সম্পদ জয় করে। অদিতি যেন আমাদের অপরাধহীনতা সম্পাদন করেন; এই অশ্ব যেন হবিঃযুক্ত হয়ে আমাদের জন্য প্রভুত্ব আনয়ন করে ।।২২।।

(সূক্ত-১৬৩)

অশ্ব দেবতা। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৩।

যদক্রন্দঃ প্রথমং জায়মান উদ্যন্ ৎসমুদ্রাদুত বা পুরীষাৎ ।
শ্যেনস্য পক্ষা হরিণস্য বাহূ উপস্তুত্যং মহি জাতং তে অর্বন্ ॥১॥

যখন প্রথম জন্ম নিতে নিতে প্রবল হুংকার করেছিলে, সমুদ্র থেকে অথবা উর্বরা ভূমি তথা জল তল থেকে উত্থিত হবার কালে, ঈগলে (পাখী)র দুই পক্ষের ন্যায়, হরিণের দুই বাহুর (সম্মুখের পদদ্বয়) ন্যায় (দ্রুত বেগশালীরূপে), হে অশ্ব, তোমার মহান জন্ম প্রশংসার যোগ্য ছিল ।।১।।

টীকা— এখানে যজ্ঞের অশ্বকে সূর্যরূপে কল্পনা করা হচ্ছে।

যমেন দত্তং ত্রিত এনমায়ুনগিন্দ্র এণং প্রথমো অধ্যতিষ্ঠৎ ।
গন্ধর্বো অস্য রশনামগৃভ্ণাৎ সূরাদশ্বং বসবো নিরতষ্ট ॥২॥

ত্রিত এই অশ্বকে, যম কর্তৃক প্রদত্তকে সংযোজিত করেছেন এবং সর্বপ্রথমে ইন্দ্র তাতে আরোহণ করেছেন। গন্ধর্ব তার কটিবন্ধ ধারণ করেছেন, হে বসুগণ, তোমরা এই অশ্বকে সূর্য থেকে নির্মাণ করেছ ।।২।।

অসি যমো অস্যাদিত্যো অর্বন্নসি ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন ।
অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি ॥৩॥

হে অশ্ব! তুমি যম, তুমিই আদিত্য, তোমার সংগোপন কর্মের মাধ্যমে তুমিই ত্রিত। তুমি সোম থেকে সম্যকভাবে বিযুক্ত। বলা হয়ে থাকে, তোমার স্বর্গে তিনটি বন্ধন (সম্পর্ক) আছে ।।৩।।

টীকা— সায়ণ— ত্রীনি বন্ধনানি—উৎপত্তির তিনটি কারণ বসুগণ আদিত্য ও স্বর্গ।

ত্রীণি ত আহুর্দিবি বন্ধনানি ত্রীণ্যপ্সু ত্রীণ্যন্তঃ সমুদ্রে ।
উতেব মে বরুণশ্ছন্ৎস্যর্বন্ যত্রা ত আহুঃ পরমং জনিত্রম্ ॥৪॥

বলা হয়ে থাকে, দ্যুলোকে তিনটি বন্ধন রয়েছে— জলমধ্যে তিনটি এবং তিনটি সমুদ্রের অভ্যন্তরে। হে অশ্ব! আমার প্রতি তুমি বরুণরূপে প্রতীত হও সেখানে, যাকে তোমার শ্রেষ্ঠ জন্মস্থান বলা হয়ে থাকে ।।৪।।

ইমা তে বাজিন্নবমার্জনানীমা শফানাং সনিতুর্নিধানা ।
অত্রা তে ভদ্রা রশনা অপশ্যমৃতস্য যা অভিরক্ষন্তি গোপাঃ ॥৫॥

হে অশ্ব! এই সকল (স্থান?) তোমার জন্য অঙ্গশোধক এবং এই স্থান সেই বিজেতার খুরসকল নিক্ষেপযোগ্য। এখানে আমি তোমার সেই কল্যাণকর প্রগ্রহসকল দেখেছি, যা সত্যের পালকগণ রক্ষা করে থাকেন ॥৫॥

আত্মানং তে মনসারাদজানামবো দিবা পতয়ন্তং পতঙ্গম্ ।
শিরো অপশ্যং পথিভিঃ সুগেভিররেণুভির্জেহমানং পতত্রি ॥৬॥

তোমার জীবনশক্তিকে আমি অতি দূর থেকেই মনে মনে পরিজ্ঞাত আছি, (যেন) আকাশের নীচে উড্ডীয়মান এক পাখী। আমি তোমার ক্রমশ উর্ধ্বগামী মস্তককে শীঘ্র গতিতে ধূলিরহিত, শোভনগম্য পথে পথে (গমন করতে) দেখেছি ॥৬॥

অত্রা তে রূপমুত্তমমপশ্যং জিগীষমাণমিষ আ পদে গোঃ ।
যদা তে মর্তো অনু ভোগমানলাদিদ্ গ্রসিষ্ঠ ওষধীরজীগঃ ॥৭॥

এখানে তোমার শ্রেষ্ঠ রূপ দেখেছি যা গাভীর অথবা ভূমির (আশ্রয়) স্থানে অন্ন বিজয় করতে আগ্রহী! যখনই মানুষ তোমার থেকে উপকার ভোগ করে, তারপরে ওষধীসকলের বরিষ্ঠ ভক্ষক হয়ে (তুমি) গ্রাস কর ॥৭॥

অনু ত্বা রথো অনু মর্যো অর্বন্ননু গাবোঽনু ভগঃ কনীনাম্ ।
অনু ব্রাতাসস্তব সখ্যমীয়ুরনু দেবা মমিরে বীর্যং তে ॥৮॥

তোমাকে অনুসরণ করে, হে অশ্ব, রথ গমন করে, যুবা (মানুষ) তোমার অনুগমন করে, তোমার পশ্চাতে গাভীগণ যায়, তোমাকে অনুসরণ করা কুমারীদের সৌভাগ্য। তোমার মৈত্রীকে (জন) গোষ্ঠীগুলি অনুসরণ করে। দেবগণ তোমার শক্তিকে অনুকরণ করে নিজেদের পরিমাপ করেছেন ॥৮॥

হিরণ্যশৃঙ্গোঽয়ো অস্য পাদা মনোজবা অবর ইন্দ্র আসীৎ ।
দেবা ইদস্য হবিরদ্যমায়ন্ যো অর্বন্তং প্রথমো অধ্যতিষ্ঠৎ ॥৯॥

এর শৃঙ্গ সুবর্ণময়, পদসকল লৌহনির্মিত অথবা তাম্রময়, (এই অশ্ব) মনের ন্যায় দ্রুতগামী, নিম্ন (লোকের) ইন্দ্রতুল্য, অথবা মনের ন্যায় দ্রুতগামী (অশ্বের) তুলনায় ইন্দ্র নিকৃষ্ট। স্বয়ং দেবগণ, যিনি প্রথম এই অশ্বে আরোহণ করেন, তাঁর হবিরূপ খাদ্য গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন ॥৯॥

টীকা— শৃঙ্গ— এখানে কেশর। কেশর স্বর্ণময়।

ঈর্মান্তাসঃ সিলিকমধ্যমাসঃ সং শূরণাসো দিব্যাসো অত্যাঃ ।
হংসা ইব শ্রেণিশো যতন্তে যদাক্ষিষুর্দিব্যমজ্মমশ্বাঃ ॥১০॥

দিব্য অশ্বসকল হংসের তুল্য সারিবদ্ধ অবস্থায় স্থান গ্রহণ করে, যেন (সারির) শেষাংশ পদের ন্যায় বিরলভাবে ন্যস্ত, মধ্যমভাগ গহ্বরতুল্য পৃথুল এবং বীরের ন্যায় তেজস্বী—সেই অশ্বসকল যখন দিব্য মার্গে গমন করতে থাকে ॥১০॥

তব শরীরং পতয়িষ্ণ্বর্বন্ তব চিত্তং বাত ইব ধ্রজীমান্ ।
তব শৃঙ্গাণি বিষ্ঠিতা পুরুত্রারণ্যেষু জর্ভুরাণা চরন্তি ॥১১॥

হে অশ্ব! তোমার শরীর উড্ডয়নযোগ্য, তোমার চেতনা বায়ুর ন্যায় দ্রুত ধাবনযোগ্য। তোমার শৃঙ্গগুলি (রশ্মিজাল?) বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত, বনভূমিসমূহে বিকিরণ করতে করতে (তারা) বিচরণ করে ॥১১॥

উপ প্রাগাচ্ছসনং বাজ্যর্বা দেবদ্রীচা মনসা দীধ্যানঃ ।
অজঃ পুরো নীয়তে নাভিরস্যানু পশ্চাৎ কবয়ো যন্তি রেভাঃ ॥১২॥

সেই বলিষ্ঠ অশ্ব হননের প্রতি অগ্রসর হয়ে এসেছে, দেবাভিমুখী চিত্তে সে মনসংযোগে নিরত। তার আত্মজন মেষ ও সম্মুখভাগে আনীত হয়েছে, কবি ঋষিগণ এবং স্তোতৃবৃন্দ তার পশ্চাতে গমন করছেন ॥১২॥

উপ প্রাগাৎ পরমং যৎ সধস্থমর্বাঁ অচ্ছা পিতরং মাতরং চ ।
অদ্যা দেবাঞ্জুষ্টতমো হি গম্যা অথা শাস্তে দাশুষে বার্যাণি[১] ॥১৩॥

সেই অশ্ব শ্রেষ্ঠ স্থানে আগমন করেছে, তার পিতা ও মাতার প্রতি (আগমন করেছে)। আজ সে দেবগণের সমীপে গমন করবে। অনন্তর হবির্দাতাকে বরণীয় সম্পদ সর্বতোভাবে দান করবে ।।১৩।।

টীকা— H.H.Wilson তাঁর অনুবাদে অশ্বটির পিতা হল- স্বর্গ, আর মাতা হল পৃথিবী- এই কল্পনা করেছেন।

১. বার্যাণি— আশীর্বাদ। দাতাকে (যজ্ঞকারীকে) অশ্ব যেন আশীর্বাদ দান করে।

(সূক্ত-১৬৪)

১-৪১ ঋক্ পর্যন্ত বিশ্বদেবগণ। ৪২ঋকের প্রথমার্ধের দেবতা বাক্। ঐ ঋকের দ্বিতীয়ার্ধের দেবতা অপ্। ৪৩ ঋকের প্রথমার্ধের দেবতা শকধুম। ঐ ঋকের দ্বিতীয়ার্ধের দেবতা সোম। ৪৪ ঋকের দেবতা অগ্নি, সূর্য ও বায়ু। ৪৫ ঋকের দেবতা বাক্। ৪৬ এবং ৪৭ ঋকের দেবতা সূর্য। ৪৮ঋকের দেবতা সম্বৎসররূপ কাল। ৪৯ ঋকের দেবতা সরস্বতী। ৫০ ঋকের দেবতা সাধ্যায়। ৫১ ঋকের দেবতা সূর্য,প্রজাপতি কিম্বা অগ্নি। ৫২ ঋকের দেবতা সূর্য। ঔচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫২।

অস্য বামস্য পলিতস্য হোতুস্তস্য ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্যশ্নঃ ।
তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠো অস্যাত্রাপশ্যং বিশ্পতিং সপ্তপুত্রম্ ॥১॥

এই উপকারী শুভ্র, পালনকারী হোতা, তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সর্বব্যাপী এবং তৃতীয় ভ্রাতা ঘৃতলিপ্ত পৃষ্ঠধারী তাঁর মধ্যে আমি তাঁর সপ্তপুত্র সহ গোষ্ঠীপতিকে দেখেছি ।।১।।

টীকা— অশ্নঃ -Jamison -অতি ক্ষুধার্ত, সায়ণ বলেন এখানে উদ্দিষ্ট তিন ভ্রাতা -যথাক্রমে সূর্য বায়ু এবং অগ্নি। Griffth—যথাক্রমে— সূর্য বিদ্যুৎ এবং গার্হপত্য অগ্নি। Geldner— আহবনীয় অগ্নি, দক্ষিণাগ্নি এবং গার্হপত্য অগ্নি। সপ্তপুত্র ও গোষ্ঠীপতি- যজমান এবং সাতজন ঋত্বিক অথবা সূর্য ও সপ্তর্ষিমণ্ডল।

সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা ।
ত্রিনাভি চক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ ॥২॥

সাতজন রথকে সংযুক্ত করেন একটি(মাত্র) চক্র (সূর্য) দ্বারা; সাতটি নামধারী একই অশ্ব তাকে বহন করে। সেই ক্ষয়হীন, দৃঢ়গঠিত চক্র, তিনটি মধ্যবিন্দুসমন্বিত (তিন ঋতু)যার উপরে এই সকল জীবজগৎ অধিষ্ঠান করে ।।২।।

টীকা— ত্রিনাভি-গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত

ইমং রথমধি যে সপ্ত তস্থুঃ সপ্তচক্রং সপ্ত বহন্ত্যশ্বাঃ ।
সপ্ত স্বসারো অভি সং নবন্তে যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নাম ॥৩॥

এই সপ্তচক্রবিশিষ্ট রথের উপর যে সাতজন অধিষ্ঠান করেন (যখন) সাতটি অশ্ব তাদের বহন করে নিয়ে যায়, (তখন) সাতজন ভগিনী যুগপৎ প্রশস্তি গান করেন, যার মধ্যে সপ্ত গাভীর নাম অভিহিত আছে ।।৩।।

টীকা— গাভী-বাণী, সপ্তসুর/ সায়ণ-সাতজন-সূর্যের সপ্তরশ্মি।- Jamison- সাতজন ঋত্বিক্ এবং সাতজন ভগিনী- ঋত্বিগ্নণের কণ্ঠস্বর।

কো দদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি ।
ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক্ব স্বিৎ কো বিদ্বাংসমুপ গাৎ প্রষ্টুমেতৎ ॥৪॥

কে সেই আদি ভূতকে উদ্ভবকালে দর্শন করেছেন? (দেখেছেন) সেই অস্থিসমন্বিত (শরীরকে) কেমন করে অস্থিবিহীনা (অবয়বরহিতা) ধারণ করেন? পৃথিবীর প্রাণ, রক্ত বা চেতনা কোথায় বর্তমান? কে এই প্রশ্ন করার জন্য জ্ঞানবানের প্রতি গমন করবে?।।৪।।

টীকা— অস্থিরহিতা- জলরাশি? অস্থিযুক্ত- জীবজগৎ অথবা -অস্থিরহিতা- প্রকৃতি এবং অস্থিযুক্ত-দৃশ্যমান বস্তুজগৎ।

পাকঃ পৃচ্ছামি মনসাবিজানন্ দেবানামেনা নিহিতা পদানি ।
বৎেস বষ্কয়েঽধি সপ্ত তন্তূন্ বি তত্নিরে কবয় ওতবা উ ॥৫॥

অপরিণতবুদ্ধি আমি মনের অজ্ঞানতাবশে এই সকল দেবতাদের গূঢ় প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি। একহায়ন গোবৎসের উপরিভাগে ঋষিগণ বয়ন করার জন্য তাঁদের সপ্তসূত্রকে বিস্তারিত করেছেন। ।।৫।।

টীকা— একহায়ন—একবৎসর বয়স্ক। এখানে বৎস— সূর্য তথা অগ্নি সপ্ততন্তু-সায়ণ-সোমযাগের সাতটি সংস্থা অথবা বৈদিক সপ্ত ছন্দ।

অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্ ।
বি যস্তস্তম্ভ ষলিমা রজাংস্যজস্য রূপে কিমপি স্বিদেকম্ ॥৬॥

জ্ঞানহীন আমি বিদ্বান্ মেধাবিগণকে এই বিষয়ে উপলব্ধি লাভের জন্য প্রশ্ন করি কারণ আমি জানি না— সেই অদ্বিতীয় কী যিনি অজাতরূপে এই ছয় লোককে দৃঢ়ভাবে স্থির করেছেন?।।৬।।

টীকা— সায়ণ-অজস্য রূপে- মেষরূপে, অজ একপাদ বা সূর্য।

ইহ ব্রবীতু য ঈমঙ্গ বেদাস্য বামস্য নিহিতং পদং বেঃ ।
শীর্ষ্ণঃ ক্ষীরং দুহ্রতে গাবো অস্য বব্রিং বসানা উদকং পদাপুঃ ॥৭॥

ইদানীং এই (তত্ত্ব) (তিনি) শীঘ্র বিবৃত করুন, যিনি এই বরণীয় পাখীর নির্ধারিত গোপন পথ জানেন, গাভীগুলি তাঁর মস্তক থেকে দুগ্ধ দোহন করে এবং আবরক বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে তারা পদদ্বারা জলপান করেছে ।।৭।।

টীকা— পাখী—সূর্য, মস্তক থেকে দুগ্ধ.... ইত্যাদি সূর্য হতে জল বা বৃষ্টিকে মেঘ (গাভী) নীচে ক্ষরিত করে আবার পদ-সূর্যরশ্মি দ্বারা জল শোষণ করে।

মাতা পিতরমৃত আ ৰভাজ ধীত্যগ্রে মনসা সং হি জগ্মে ।
সা ৰীভৎসুর্গর্ভরসা নিবিদ্ধা নমস্বন্ত ইদুপবাকমীয়ুঃ ॥৮॥

মাতা (পৃথিবী) পিতাকে (দ্যুলোক অথবা সূর্য) সত্যের অংশভাগী করেছিলেন, কারণ পূর্বকালে চেতনার মাধ্যমে তিনি মনের দ্বারা (তাঁর সঙ্গে) সম্মিলিত হয়েছিলেন। সেই (মাতা) সংকুচিতা অপত্যেচ্ছায় গর্ভ (উৎপাদক) উদকের দ্বারা অত্যন্ত সিক্তা হয়েছিলেন; শ্রদ্ধার সঙ্গে মানুষেরা তাঁকে স্তুতি করার জন্য নিকটে যায় ।।৮।।

টীকা— নমস্বন্তঃ -সায়ণ-হবিঃ রূপ অন্নসহ।
গর্ভরস— প্রাণসঞ্চারক বৃষ্টি যা আকাশ হতে আসে।

যুক্তা মাতাসীদ্ ধুরি দক্ষিণায়া অতিষ্ঠদ্ গর্ভো বৃজনীষ্বন্তঃ ।
অমীমেদ্ বৎসো অনু গামপশ্যদ্ বিশ্বরূপ্যং ত্রিষু যোজনেষু ॥৯॥

মাতা (পৃথিবী) সংযোজিত হয়েছিলেন দক্ষিণা (গাভীর) নির্বহণে। তাঁর বৎস আর্দ্র গোষ্ঠমধ্যে অবস্থিত ছিল। সেই শিশু রেভণ করেছিল এবং তিন যোজনে (স্থিতা) বিচিত্র রূপিণী গাভীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিল ।।৯।।

টীকা— অমিমেৎ-ইত্যাদি—মেঘ সগর্জনে পৃথিবীতে বর্ষণ করেছে। বৃজনী—মেঘপুঞ্জ
তিন যোজন— স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী।

তিস্রো মাতৃস্ত্রীন্ পিতৄন্ ৰিভ্রদেক উর্ধ্বস্তস্থৌ নেমব গ্লাপয়ন্তি ।
মন্ত্রয়ন্তে দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠে বিশ্ববিদং বাচমবিশ্বমিন্বাম্ ॥১০॥

একাকী (সূর্য) তিন জননী (পৃথিবী) ও তিন জনক (স্বর্গ)কে ধারণ করে উন্নত হয়ে অবস্থান করেন, এঁকে (তাঁরা) ক্লিষ্ট করেন না, এই দ্যুলোকের উপরিভাগে (তাঁরা) সর্বজ্ঞ ভাষাতে আলোচনা করেন কিন্তু (সে ভাষা) সকলকে অনুপ্রাণিত করে না ।।১০।।

দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্বর্তি চক্রং পরি দ্যামৃতস্য।
আ পুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ ॥১১॥

সত্যের দ্বাদশসংখ্যক অক্ষদণ্ডযুক্ত চক্র (সূর্য) চিরদিন দ্যুলোককে বেষ্টন করে আবর্তিত হয়— কিন্তু তা জীর্ণ হয় না। হে অগ্নি! এখানে যুগলে সাতশত বিংশ পুত্র সম্যক অবস্থান করে। দ্বাদশারচক্র-সংবৎসর এবং বারমাস, সাতশতবিংশপুত্র অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি, তিনশত ষাট সংখ্যায় এক এক ।।১১।।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্ ।
অথেমে অন্য উপরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রে ষলর আহুরর্পিতম্ ॥১২॥

দ্যুলোকের উপরার্ধে তাঁরা পঞ্চপদযুক্ত ও দ্বাদশরূপ সমন্বিত, প্রভূতজলসম্পন্ন পিতার (বিষয়) বলে থাকেন। কিন্তু এই অপর জনেরা বলেন, সেই (প্রভু) দূর থেকে দৃষ্টিপাত করেন এবং সন্নিকৃষ্ট অর্ধে সপ্তচক্রযুক্ত ছয় অরদণ্ডসমন্বিত (রথে) স্থিত ।।১২।।

টীকা— পঞ্চপদ— সায়ণ বলেন পঞ্চঋতু, দ্বাদশরূপ-বারমাস। পিতা-চন্দ্র। অপর জন সূর্য-সপ্তচক্র=সপ্তরশ্মি, ছয় অর- ছয় ঋতু।

পঞ্চারে চক্রে পরিবর্তমানে তস্মিন্না তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা ।
তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনাদেব ন শীর্যতে সনাভিঃ ॥১৩॥

আবর্তমান পঞ্চ অক্ষদণ্ডযুক্তে চক্রের (সংবৎসরে) মধ্যে সকল জীবিত প্রাণী আবস্থান করে। তার অক্ষ উত্তপ্ত হয় না যদিও গুরুভার (বহন করে)। কোনও দিন তার মূলকেন্দ্র সহ তা ভগ্ন হয় না ।।১৩।।

সনেমি চক্রমজরং বি বাবৃত উত্তানায়াং দশ যুক্তা বহন্তি ।
সূর্যস্য চক্ষূ রজসৈত্যাবৃতং তস্মিন্নার্পিতা ভুবনানি বিশ্বা ॥১৪॥

এই ক্ষয়হীন চক্র তার পরিধিসহ বিশেষভাবে আবর্তিত হতে থাকে; উর্ধ্ববিস্তৃত (ধুরায়) সংযুক্ত দশ (অশ্ব) তাকে বহন করে। সূর্যের চক্ষু সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে অন্তরিক্ষ লোকের প্রতি গমন করে, সকল ভূতজাতা তার অধীন রূপে বর্তমান ।।১৪।।

সাকংজানাং সপ্তথমাহুরেকজং ষলিদ্ যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি ।
তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ ॥১৫॥

সহোৎপন্নগণের মধ্যে সপ্তমকে তাঁরা এককজাত বলে থাকেন, যেহেতু যমক, ঋষিগণ (যাঁরা) দেবতা থেকে জাত, তাঁরা কেবলমাত্র ছয় (সংখ্যক)। তাঁদের অভিমত (স্থান) স্তর অনুসারে নির্দিষ্ট। যখন (এককজন) স্থির অবস্থান করে, বিবিধ রূপযুক্ত (অন্যেরা) চলমান ।।১৫।।

টীকা—সায়ণ— ছয়জন যমক— দ্বাদশ মাস, একক অতিরিক্ত ত্রয়োদশ মাস এবং Janison— স্থির একজন ধ্রুবতারা অন্যরা সপ্তর্ষিমণ্ডল।

স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাঁ উ মে পুংস আহুঃ পশ্যদক্ষণ্বান্ন বি চেতদন্ধঃ ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ঈমা চিকেত যস্তা বিজানাৎ স পিতুষ্পিতাসৎ ॥১৬॥

যদিও তাঁরা স্ত্রীজাতীয়া তবু তাঁরা আমাকে বলেছেন, তাঁরা পুরুষ। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দর্শন করতে পারে, অন্ধ বিভেদ উপলব্ধি করে না। যে ব্যক্তি ঋষি, যে পুত্র সে এই বিষয় উপলব্ধি করেছে। এই তত্ত্ব যে বিশেষরূপে জ্ঞাত, সে তার পিতার পিতা ।।১৬।।

টীকা—শ্লোকার্থ দুর্বোধ্য।

অবঃ পরেণ পর এনাবরেণ পদা বৎসং বিভ্রতী গৌরুদস্থাৎ ।
সা কদ্রীচী কং স্বিদর্ধং পরাগাৎ ক্ব স্বিৎ সূতে নহি যূথে অন্তঃ ॥১৭॥

উর্ধ্বলোকের নীচে, এই অধোলোকের উপরিভাগে এইখানে (দিগন্তরেখায়) শিশুকে ধারণ করে, সেই গাভী পদ নির্ভর করে উত্থিতা হয়েছে, সে কোন দিক অভিমুখী, কোন স্থানে সে গমন করেছে? কোথায় সে প্রসব করেছে? এই গাভী যূথের মধ্যে নয় ।।১৭।।

টীকা— গাভী-উষা, বৎস-নবোদিত সূর্য। এই গাভীযূথ-দৃশ্যমান।

অবঃ পরেণ পিতরং যো অস্যানুবেদ পর এনাবরেণ ।
কবীয়মানঃ ক ইহ প্র বোচদ্ দেবং মনঃ কুতো অধি প্রজাতম্ ॥১৮॥

উর্ধ্বলোকের নীচে, অধোলোকের উপরিভাগে এই জগৎ স্থানে (তিনি আছেন) যিনি তাঁর পিতাকে সম্যক জানেন। কবির ন্যায় আচরণ করতে করতে কে এখানে বিবৃত করবেন কোথা থেকে দিব্য ধী আবির্ভূত হয়েছে ।।১৮।।

টীকা— উষা এখানে মাতা কিন্তু সূর্যের পিতা কে তা অজ্ঞাত।

যে অর্বাঞ্চস্তাঁ উ পরাচ আহুর্যে পরাঞ্চস্তাঁ উ অর্বাচ আহুঃ ।
ইন্দ্রশ্চ যা চক্রথুঃ সোম তানি ধুরা ন যুক্তা রজসো বহন্তি ॥১৯॥

যে-সকল (রথ) নিকটবর্তী হয় সেগুলিকেই বিপরীতগামী (রথ) বলেন (তাঁরা), যা সব বিপরীতগামী সেই সকলকেই অভিমুখী বলেন। হে সোম এবং ইন্দ্র! তোমরা উভয়ে যে কর্ম করেছ, সেই সকল অন্তরিক্ষের রথাগ্রভাগে সংযুক্ত অশ্বের মত বহন করে ।।১৯।।

টীকা— Griffth— এখানে সম্ভবত গ্রহগুলির কথা বলা হয়েছে যারা আবর্তনের সময় স্থান পরিবর্তন করে।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরি ষস্বজাতে ।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি ॥২০॥

শোভন পক্ষযুক্ত পক্ষিদ্বয়, সখ্যের বন্ধনে সমানভাবে যুক্ত, একই বৃক্ষে আশ্রয় নিয়েছে। উভয়ের একজন সুমিষ্ট পিপ্পল ফল ভক্ষণ করে; অপর (জন) বিনা আহারে অবেক্ষণ করে ।।২০।।

টীকা— সায়ণ— একটি পাখী জীবাত্মা, অন্যটি পরমাত্মা যা একই দেহকে আশ্রয় করে। জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় দর্শক।

যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগমনিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি ।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকমত্রা বিবেশ ॥২১॥

যেখানে শোভনপক্ষ (পক্ষী) দ্বয়, অবিরতভাবে অমৃতের অংশ জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ করতে থাকে, এই সকল ভূতজাতের রক্ষক ও প্রভু, সেই ধীমান (তিনি) অনভিজ্ঞ আমার মধ্যে প্রবেশ করেছেন ।।২১।।

যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ সুপর্ণা নিবিশন্তে সুবতে চাধি বিশ্বে ।
তস্যেদাহুঃ পিপ্পলং স্বাদ্বগ্রে তন্নোন্নশদ্যঃ পিতরং ন বেদ ॥২২॥

যে বৃক্ষের উপরে সকল মধুভক্ষণকারী, শোভন পক্ষবিশিষ্ট (পাখীরা) বিশ্রাম করে এবং প্রজনন করে, বলা হয় তারই অগ্রভাগে স্বাদু পিপ্পল আছে। যে পিতাকে জানে না, সে তা (সেই ফল) লাভ করে না ।।২২।।

টীকা—সায়ণভাষ্য- সুপর্ণা-সূর্যরশ্মি।

যদ্ গায়ত্রে অধি গায়ত্রমাহিতং ত্রৈষ্টুভাদ্ বা ত্রৈষ্টুভং নিরতক্ষত ।
যদ্ বা জগজ্জগত্যাহিতং পদং য ইৎ তদ্ বিদুস্তে অমৃতত্বমানশুঃ ॥২৩॥

কেমনভাবে গায়ত্রী নির্ভর করে থাকে গায়ত্রী (স্তোত্রের) উপরে, কীভাবে ত্রিষ্টুভ (স্তোত্র) থেকে ত্রিষ্টুভকে নির্মাণ করা হয় অথবা কী ভাবে জগৎ স্তোত্রের মধ্যে নিহিত থাকে, জগৎ-পদে এই সকল (তত্ত্ব) যাঁরা জানেন, তাঁরাই কেবল অমরত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন ।।২৩।।

টীকা— সায়ম ভাষ্য— গায়ত্র—পৃথিবীতে অগ্নির স্থানে, ত্রৈষ্টুভ অন্তরিক্ষ থেকে বায়ুর স্থান এবং জগতী-দ্যুলোকে সূর্যের স্থান।

গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেণ সাম ত্রৈষ্টুভেন বাকম্ ।
বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদা ঽক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণীঃ ॥২৪॥

(গায়ত্রী ছন্দ দ্বারা অর্কমন্ত্র) নির্মিত হয়। অর্ক দ্বারা সাম (গান), ত্রিষ্টুপ দ্বারা স্তুতি (তৃচ ইত্যাদি); দ্বিপদ বা চতুষ্পদ (মন্ত্রাদি) দ্বারা স্তুতি পরিমাপ করা হয় এবং অক্ষরের দ্বারা সপ্তচ্ছন্দ নির্মাণ করা হয় ।।২৪।।

জগতা সিন্ধুং দিব্যস্তভায়দ্ রথংতরে সূর্যং পর্যপশ্যৎ ।
গায়ত্রস্য সমিধস্তিস্র আহুস্ততো মহ্না প্র রিরিচে মহিত্বা ॥২৫॥

জগতী দ্বারা দ্যুলোকে নদী থেকে সমুদ্রকে স্থিত করেছেন, রথান্তর সাম দ্বারা সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বলা হয়ে থাকে গায়ত্রীর সমিধ তিনটি (বর্তমান), অতএব সেই মহিমা দ্বারা সে (অপর সকলকে) মাহাত্ম্যে অতিক্রম করেছে ।।২৫।।

টীকা— সমিধস্তিস্র-গায়ত্রী ছন্দের তিনটি চরণ।

উপ হ্বয়ে সুদুঘাং ধেনুমেতাং সুহস্তো গোধুগুত দোহদেনাম্ ।
শ্রেষ্ঠং সবং সবিতা সাবিষন্নো ঽভীদ্ধো ঘর্মস্তদু ষু প্র বোচম্ ॥২৬॥

এই উত্তম দোহনযোগ্যা গাভীকে সমীপে আবাহন করি। যেন এই কুশলহস্ত দোহনকর্তা তাঁকে দোহন করেন। সবিতৃদেব আমাদের সর্বোত্তম অনুপ্রেরণা দান করুন। আমি ঘোষণা করব যে, ঘর্ম (প্রবর্গ্য অনুষ্ঠানের) পাত্র উত্তপ্ত করা হয়েছে ।।২৬।।

টীকা—প্রবর্গ্য অনুষ্ঠান- সোমযাগের দ্বিতীয় দিনে কৃত প্রবর্গ্য অনুষ্ঠান। এই সময় আজ্যমিশ্রিত উত্তপ্ত দুগ্ধ, যাকে বলা হয় 'ঘর্ম', তার সঙ্গে অন্যান্য দ্রব্য পুরোডাশ দধি ইত্যাদি আহুতি দেওয়া হয়।

হিঙ্কৃণ্বতী বসুপত্নী বসূনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যাগাৎ ।
দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো অঘ্নেয়ং সা বর্ধতাং মহতে সৌভগায় ॥২৭॥

'হিঙ্' এইরূপ শব্দ করতে করতে, সকল সম্পদের পালয়িত্রী, বৎসকে সন্ধানচিন্তায় নিরতা হয়ে নিকটে আগমন করেছেন। এই অবধ্যা গাভী যেন অশ্বিনদের দুগ্ধ দান করেন। আমাদের প্রভূত সৌভাগ্যের জন্য যেন এই তিনি সমৃদ্ধি লাভ করেন ।।২৭।।

টীকা— Janison— এখানে গাভী বলতে ঘর্ম উত্তপ্ত করার ও ঢালার দুগ্ধপাত্রকে বোঝানো হয়েছে, পাত্র উত্তপ্ত হয়ে শব্দ করে। সায়ণের মতে গাভী হল মেঘ, যা বর্ষণের পূর্বে গর্জন করে।

গৌরমীমেদনু বৎসং মিষন্তং মূর্ধানং হিঙ্ঙকৃণোন্মাতবা উ ।
সৃক্বাণং ঘর্মমভি বাবশানা মিমাতি মায়ুং পয়তে পয়োভিঃ ॥২৮॥

সেই গাভী তার নিমীলিতনেত্র বৎসের প্রতি শব্দ করেছেন। তাঁর শিরোদেশের (নিকটে) রেভণের জন্য 'হিঙ্' শব্দ করেছেন। (বৎসের) মুখপ্রান্ত (নিজের) আতপ্ত দুগ্ধধারের প্রতি আনয়ন করতে করতে শব্দ করতে থাকেন এবং দুগ্ধধারায় আপ্যায়িত করেন ।।২৮।।

টীকা— Janison—দুগ্ধপূর্ণ পাত্রকে গাভী কল্পনা করা হচ্ছে। বৎস সম্ভবত অগ্নি।

অয়ং স শিঙ্ক্তে যেন গৌরভীবৃতা মিমাতি মায়ুং ধ্বসনাবধি শ্রিতা ।
সা চিত্তিভির্নি হি চকার মর্ত্যং বিদ্যুদ্ ভবন্তী প্রতি বব্রিমৌহত ॥২৯॥

এই সে (বৎস) অব্যক্ত শব্দ করে। যার দ্বারা গাভী মাতা সর্বদিকে বেষ্টিত থাকেন এবং ধূমাচ্ছন্ন (মেঘলোকে অথবা অগ্নিতে) আশ্রয় করে শব্দ করতে থাকেন। তীক্ষ্ণ ধ্বনি দ্বারা মানুষকে তিনি অবদমিত করেছেন, বিদ্যুৎরূপে নিজের নির্মোক অপসারিত করেছেন ।।২৯।।

অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবমেজদ্ ধ্রুবং মধ্য আ পস্ত্যানাম্ ।
জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভিরমর্ত্যো মর্ত্যেনা সয়োনিঃ ॥৩০॥

যা শ্বসন করে, দ্রুতগতি এবং জীবিত, তা বসতিসমূহের মধ্যে অবিচলভাবে সঞ্চরণ কর। যে প্রাণবান মৃতের প্রতি মনীষা দ্বারা সঞ্চরণ করেন। যিনি মরণহীন, তিনিও মরণধর্মীর সঙ্গে সমান উৎপত্তিস্থান (ভোগ করেন) ।।৩০।।

টীকা— স্বধাভিঃ- সায়ণ- মৃতের প্রতি প্রদত্ত আহুতি।
Griffith- প্রথমার্ধের দেবতা অগ্নি, দ্বিতীয়ার্ধের সম্ভবত চন্দ্র।

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্ ।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আ বরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তঃ ॥৩১॥

আমি সেই গোপালকে(রক্ষককে) দেখেছি, যিনি কখনই বিশ্রাম করেন না। নিকটে ও দূরে পথে-পথে সঞ্চরণ করেন, সংহত ও বিচ্ছুরিত (বসন) পরিধান করে তিনি জীবকুলের মধ্যে নিয়ত ইতস্তত পরিভ্রমণ করেন ।।৩১।।

টীকা— গোপাঃ— সূর্য

য ঈং চকার ন সো অস্য বেদ য ঈং দদর্শ হিরুগিন্নু তস্মাৎ ।
স মাতুর্যোনা পরিবীতো অন্তর্বহুপ্রজা নির্ঋতিমা বিবেশ ॥৩২॥

যিনি এঁকে (নির্মাণ) করেছেন, তিনি তাঁর (তত্ত্ব) জানেন না। যিনি এঁকে দর্শন করেছেন, তাঁর নিকট থেকে (তিনি) নিশ্চিত সংগোপনে (আছেন)। তিনি মাতৃগর্ভের মধ্যে সর্বতোভাবে বেষ্টিত (আছেন)। বহু জীবনের উৎসভূত (তিনি) বিনাশের অভিমুখে নিবিষ্ট হয়েছেন ।।৩২।।

দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্ ।
উত্তানয়োশ্চম্বোর্যোনিরন্তরত্রা পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ ॥৩৩॥

আমার পিতা, জনক হলেন দ্যুলোক। এইখানে আমার মূলকেন্দ্র এই বিপুলা পৃথিবী আমার জননী, আমার আত্মজন। ঊর্ধ্বমুখী দুই পাত্রের মধ্যস্থলে উৎপত্তিস্থান এখানে আমার পিতা তাঁর কন্যার (উষার) সন্তানকে স্থাপন করেছিলেন। (সূর্যকে) ।।৩৩।।

পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ ।
পৃচ্ছামি ত্বা বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম ॥৩৪॥

আমি তোমাকে পৃথিবীর অন্তিম সীমা (বিষয়ে) প্রশ্ন করছি। আমি জানতে চাই কোথায় জগতের কেন্দ্রবিন্দু। আমি তোমার নিকট প্রশ্ন করছি বৃষভ (তুল্য) অথবা দানকারী অশ্বের বীর্য (বিষয়ে)। আমি জানতে চাই সেই সর্বোচ্চ স্বর্গের কথা (যেখানে) বাণীর (নিবাস) ।।৩৪।।

ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ ।
অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম ॥৩৫॥

এই বেদি পৃথিবীর দূরতম সীমা। এই যজ্ঞ জগতের কেন্দ্রবিন্দু। এই সোম বৃষভ(বৎ) অথবা দাতা অশ্বের বীর্য(স্বরূপ)। এই ব্রহ্মা (ঋত্বিক) বাক্যের সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রয় ।।৩৫।।

সপ্তার্ধগর্ভা ভুবনস্য রেতো বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তি প্রদিশা বিধর্মণি ।
তে ধীতিভির্মনসা তে বিপশ্চিতঃ পরিভুবঃ পরি ভবন্তি বিশ্বতঃ ॥৩৬॥

সপ্তসংখ্যক (ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অন্তরিক্ষে গর্ভরূপে বর্তমান), জগৎ-অর্ধের সন্তান অথবা (বর্ধমান বিস্তারের মধ্যে স্থান গ্রহণ করেন)। জীবজগতের বীজস্বরূপ, তাঁরা বিষ্ণুর (সূর্যের) নির্দেশ অনুসারে নিজ কর্মসকল আচরণ করেন।তাঁদের মনীষা দ্বারা এবং চেতনা দ্বারা এই সকল বিদ্বান সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকেন এবং সমস্ত জগৎকে প্রাপ্ত হন ।।৩৬।।

ন বি জানামি যদিবেদমস্মি নিণ্যঃ সংনদ্ধো মনসা চরামি ।
যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্ বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ ॥৩৭॥

আমি (বিশদভাবে) জানি না যে আমি যথার্থত কীরূপ! আবদ্ধ হলেও সংগোপনে আমি মানস বিচরণ করে থাকি। যখন সত্যের আদিতম জাতক আমার অভিমুখে আগমন করেছিল, কেবলমাত্র সেই সময়েই আমি এই বাক্যের অংশ প্রাপ্ত হয়েছি ॥ ৩৭॥

অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতো ঽমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ ।
তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তা ন্যন্যং চিক্যুর্ন নি চিক্যুরন্যম্ ॥৩৮॥

তিনি অন্তর্মুখে (আবার) বহির্মুখে গমন করেন, নিজ মেধার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, (তিনি) সেই অমরধর্মা, (যিনি) মরণশীলের সাথে সমান স্থানে উদ্ভূত। চিরদিন তাঁরা উভয়ে বিপরীত পথে পৃথকভাবে গমন করেন, একজনকে লক্ষ করা হয় অপরজনকে লক্ষ করা হয় না ॥৩৮॥

টীকা— সূর্যের গতি যা দিনে দৃশ্যমান, রাত্রে নয়।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইৎ তদ্ বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥৩৯॥

ঋক (মন্ত্রের) অক্ষর সর্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোকে (অধিষ্ঠিত), যেখানে দেবগণ অধিষ্ঠান করেন। যিনি এই (অক্ষরতত্ত্ব) জানেন না, তিনি ঋকমন্ত্র দ্বারা কী করবেন? কেবলমাত্র যাঁরা এই (তত্ত্ব) জানেন, তাঁরা এইখানে সম্মিলিত হয়ে উপবেশন করেন ॥৩৯॥

টীকা— অক্ষর- প্রণবধ্বনি?

সূযবসাদ্ ভগবতী হি ভূয়া অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম ।
অদ্ধি তৃণমঘ্ন্যে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী ॥৪০॥

তুমি শোভন তৃণাদি ভক্ষণ করে সৌভাগ্যবতী হবে। অনন্তর আমরাও যেন প্রভূত ধনশালী হতে পারি। হে অবধ্যা (গাভী)! তৃণাদি ভক্ষণ কর সকল ঋতুতে (সময়ে) এবং সম্মুখে আগমন করে নির্মল জল পান কর ॥৪০॥

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী ।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ ॥৪১॥

সেই গাভী রেভণ করেছেন, জলরাশি নির্মাণ করেছেন, একপদা বা দ্বিপদা তিনি চতুষ্পদযুক্তা। অষ্টপদযুক্তা বা নবপদযুক্তা হয়ে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট দ্যুলোকে সহস্রাক্ষরসমন্বিতা হয়ে থাকেন ॥৪১॥

টীকা— রেভণ- হাম্বারব।
গৌরী সায়ণভাষ্য মতে বাক্ স্বর্গীয় বাণী।

তস্যাঃ সমুদ্রা অধি বি ক্ষরন্তি তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ ।
ততঃ ক্ষরত্যক্ষরং তদ্ বিশ্বমুপ জীবতি ॥৪২॥

তাঁর (নিকট) থেকে সমুদ্র সকল দিকে বিবিধভাবে ক্ষরিত হয়। তাঁর দ্বারা চতুর্দিক জীবনধারণ করে। তাঁর থেকে অক্ষর প্রবাহিত হয় (অথবা অবিনশ্বর জলরাশি প্রবাহিত হয়), অতঃপর তাকে জীবজগৎ আশ্রয় করে বাঁচে ॥৪২॥

শকময়ং ধূমমারাদপশ্যং বিষূবতা পর এনাবরেণ ।
উক্ষাণং পৃশ্নিমপচন্ত বীরাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্ ॥৪৩॥

অনতিদূরে আমি শুষ্কইন্ধন-সম্ভূত ধূম দেখেছি। এই নিকটস্থ(অগ্নির) পরে তা ব্যাপ্তিমান। এই শক্তিমানগণ বিবিধবর্ণ বৃষভকে পাক করেছেন। সেই বিষয়সকল ছিল (যজ্ঞের) প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানসমূহ ॥৪৩॥

টীকা— সায়ণ-বীরাঃ-ঋত্বিকগণ। পৃশ্নি-সোমলতা। শকময়- গোময়।

ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বি চক্ষতে সংবৎসরে বপত এক এষাম্ ।
বিশ্বমেকো অভি চষ্টে শচীভির্ধ্রাজিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্ ॥৪৪॥

(দীর্ঘ)কেশী তিনজন কালানুসারে পর্যবেক্ষণ করেন। এক বৎসরের মধ্যে এঁদের একজন ছেদন করেন। অপরজন (নিজ) তেজসমূহের দ্বারা ভুবনকে অবেক্ষণ করেন, অন্য একজনের গতি দেখা যায়, আকৃতি নয় ॥৪৪॥

টীকা— কেশী-সায়ণ, রশ্মিযুক্ত। এখানে যথাক্রমে দাহকারী অগ্নি, সূর্য ও বায়ুর কথা বলা হয়েছে।

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥৪৫॥

বাক্যকে চারি পদে (ভাগে) নির্ধারণ করা হয়। ধীমন্ত বিপ্রগণ সে তত্ত্ব জানেন। গোপনভাবে অথবা গুহ্যমধ্যে স্থাপিত তিনটি বিষয় চঞ্চল হয় না। বাক্যের চরম চতুর্থ পর্যায় মানবগণ বলে থাকে ॥৪৫॥

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্ ।
একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥৪৬॥

তাঁরা এঁকে বলেন ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি এবং তিনিই স্বর্গীয় শোভনপক্ষযুক্ত গরুত্মান (সূর্য)। একই অস্তিত্বকে কবিগণ নানাভাবে বর্ণনা করেন, বলেন (তিনি) অগ্নি, যম এবং মাতরিশ্বন্ ॥৪৬॥

কৃষ্ণং নিয়ানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিবমুৎপতন্তি ।
ত আববৃত্রন্ ৎসদনাদৃতস্যাদিদ্ ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে ॥৪৭॥

কৃষ্ণবর্ণ গমনপথ ধরে পীতাভ-রক্তিম বর্ণের শোভনপক্ষ পাখীরা (অগ্নিশিখা?) জলের আবরণ ধারণ করে স্বর্গের প্রতি উড়ে যাচ্ছে। সত্যের তথা নীতির আসন থেকে তারা পুনরায় এখানে অবতরণ করেছে (বৃষ্টিরূপে)। মাত্র তখনই পৃথিবী ঘৃতে সিক্তা হয়েছে ॥৪৭॥

দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং[1] ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত ।
তস্মিন্ ৎসাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবো ঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচলাসঃ ॥৪৮॥

দ্বাদশসংখ্যক নেমি এবং চক্র একটি; ত্রিসংখ্যক কেন্দ্রবিন্দুকে এই (তত্ত্ব) জ্ঞাত আছে? তন্মধ্যে শঙ্কু শলাকার মত তিনশত এবং ষাট্‌সংখ্যক একত্রে সংযুক্ত রয়েছে যারা নিয়ত চলমান ॥৪৮॥

১. একচক্র— দ্বাদশ সাম হল চক্রনেমি, ত্রিসংখ্যক কেন্দ্রবিন্দু- তিন ঋতু- গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত। ৩৬০ দিন নিয়ে সংবৎসর।

যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি ।
যো রত্নধা বসুবিদ্ যঃ সুদত্রঃ সরস্বতি তমিহ ধাতবে কঃ ॥৪৯॥

তোমার যে স্তন সদাপূর্ণ, যা সুখদায়ক, যার দ্বারা সকল কাম্য (ধনকে) সমৃদ্ধ কর, যা ধনাদি ধারণ করে এবং সম্পদের কথা জানে, যা শোভনভাবে দান করে, হে সরস্বতি, তাকে ইদানীং (আমাদের প্রতি) পোষণের জন্য (আনয়ন) কর ॥৪৯॥

যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্ ।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥৫০॥

দেবগণ যজ্ঞের দ্বারাই (নিজেদের) যজ্ঞকে সম্পন্ন করেছিলেন, সেই অনুষ্ঠানগুলিই ছিল প্রারম্ভিক। সেই সকল মহিমময় স্বর্লোককে সঙ্গত হয়েছিলেন যেখানে পুরাকালীন সাধ্যগণ ও দেবগণ বাস করেন ॥৫০॥

সমানমেতদুদকমুচ্চৈত্যব চাহভিঃ ।
ভূমিং পর্জন্যা জিন্বন্তি দিবং জিন্বন্ত্যগ্নয়ঃ ॥৫১॥

এই জল একইরূপে দিনে দিনে ঊর্ধ্বে গমন করে এবং নিম্নে পতিত হয়। ঝড়ের মেঘ (পর্জন্য) পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করে এবং অগ্নিসকল স্বর্গকে সঞ্জীবিত করে ॥৫১॥

দিব্যং সুপর্ণং বায়সং বৃহন্তমপাং গর্ভং দর্শতমোষধীনাম্ ।
অভীপতো বৃষ্টিভিস্তর্পযন্তং সরস্বন্তমবসে জোহবীমি ॥৫২॥

শোভনপক্ষ সেই স্বর্গীয় মহান পক্ষী, যা জলের বীজস্বরূপ, যা ওষধিসকলের দর্শনযোগ্য (বীজরূপ), যে আমাদের যথাকালে বর্ষণের সাহায্যে আনন্দিত করে, (সেই) সরস্বান্ কে রক্ষণের জন্য আহ্বান করি ॥৫২॥

অনুবাক-২৩

(সূক্ত-১৬৫)

ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৫।

কয়া শুভা সবয়সঃ সনীলাঃ সমান্যা মরুতঃ সং মিমিক্ষুঃ ।
কয়া মতী কুত এতাস এতে ঽর্চন্তি শুষ্মং বৃষণো বসূয়া ॥১॥

(ইন্দ্র) কোন একরূপ শোভার দ্বারা মরুৎ গণ—যাঁরা সকলে সমানবয়স্ক, সকলে একই স্থানে (বাসকারী) পরস্পর সম্মিলিত থাকেন? কী তাদের চিন্তা? কোথা থেকে এঁরা আগমন করেছেন? উৎকৃষ্ট ধনের কামনায় এই বর্ষণকারিগণ অথবা বীরগণ বলের (জন্য) স্তুতি করেন ।।১।।

কস্য ব্রহ্মাণি জুজুষুর্যুবানঃ কো অধ্বরে মরুত আ ববর্ত ।
শ্যেনাঁ ইব ধ্রজতো অন্তরিক্ষে কেন মহা মনসা রীরমাম ॥২।।

কার ব্রহ্ম (স্তোত্র) দ্বারা এই নিত্যযুবাগণ, আনন্দিত হয়ে থাকেন? কে মরুৎগণকে যজ্ঞের প্রতি পরাবর্তিত করেছেন? কোন মহান চিন্তার সাহায্যে (তাঁদের) বিশ্রামের জন্য বিরত করব, যাঁরা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় (দ্রুতগতিতে) আকাশপথে গমন করেন ।।২।।

কুতস্ত্বমিন্দ্র মাহিনঃ সন্নেকো যাসি সৎপতে কিং ত ইত্থা ।
সং পৃচ্ছসে সমরাণঃ শুভানৈর্বোচেস্তন্নো হরিবো যৎ তে অস্মে ॥৩।।

[মরুৎগণ] হে ইন্দ্র! সৎ (ব্যক্তিগণের) অথবা বসতিসমূহের পালক তুমি পূজনীয়, কেন তুমি একাকী বিচরণ করছ? তোমার এইরূপ (আচরণ) কেন? শোভমান আমাদের সম্মুখীন হলে তুমি কি সম্ভাষণ করতে উদ্যত? হে পিঙ্গল অশ্বযুক্ত (ইন্দ্র)! সে কথা আমাদের বল যা তোমার আমাদের প্রতি (বক্তব্য) ।।৩।।

ব্রহ্মাণি মে মতয়ঃ শং সুতাসঃ শুষ্ম ইয়র্তি প্রভৃতো মে অদ্রিঃ ।
আ শাসতে প্রতি হর্যন্ত্যুক্থেমা হরী বহতস্তা নো অচ্ছ ॥৪।।

[ইন্দ্র] ব্রহ্ম (স্তোত্র) সকল, ধী, অভিষুত সোমসকল আমার নিকট সুখ(দায়ক)। (আমার) বলবান বজ্র প্রকৃষ্টভাবে প্রেরিত হয়ে (সতেজে) গমন করে। উক্থ (স্তোত্র)-গুলি আমাকেই সানন্দে স্তুতি করে গ্রহণ করে। এই উভয় পিঙ্গল অশ্ব তাদের প্রতি বহন করে নিয়ে যায় ।।৪।।

অতো বয়মন্তমেভির্যুজানাঃ স্বক্ষত্রেভিস্তন্বঃ শুম্ভমানাঃ ।
মহোভিরেতাঁ উপ যুজ্মহে ন্বিন্দ্র স্বধামনু হি নো বভূথ ॥৫।।

[মরুৎগণ] সেই জন্যই নিজেদের বলসম্পন্ন নিকটতম(সঙ্গীদের) সঙ্গে একত্রে, আমরা সুশোভিত শরীরে (অশ্ব) যোজনা করেছি। ইদানীং এই সকল ক্ষিপ্র চিত্রমৃগকেও শক্তির সঙ্গে যোজনা করি। হে ইন্দ্র! আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে তুমি অনুভব করেছ ।।৫।।

ক্ব স্যা বো মরুতঃ স্বধাসীদ্ যন্মামেকং সমধত্তাহিহত্যে ।
অহং হ্যুগ্রস্তবিষস্তুবিষ্মান্ বিশ্বস্য শত্রোরনমং বধস্নৈঃ ॥৬।।

[ইন্দ্র] মরূৎগণ! তোমাদের এই স্বতন্ত্র ভাব কোথায় ছিল যখন একাকী আমাকে সর্প হত্যার কার্য দিয়েছিলে? যথাযথভাবে ভয়ঙ্কর, শক্তিমান, দৃঢ়সামর্থ্য, সকল শত্রুকে বধসাধন (অস্ত্র) দ্বারা (আমি) নত করে থাকি ।।৬।।

ভূরি চকর্থ যুজ্যেভিরস্মে সমানেভির্বৃষভ পৌংস্যেভিঃ ।
ভূরীণি হি কৃণবামা শবিষ্ঠেন্দ্র ক্রত্বা মরুতো যদ্ বশাম ॥৭।।

[মরুৎগণ] হে বৃষভ, বহু (কর্ম) করেছ (যখন) আমাদের সম্মিলিত, প্রযোজ্য পৌরুষ সামর্থ্য দ্বারা যুক্ত হয়েছ। আমরা আরও প্রভূত (কর্ম) সম্পাদন করব, হে সর্বাধিক বলবান, হে ইন্দ্র, আমাদের সামর্থ্যের দ্বারা যখন আমরা, মরুৎগণ, ইচ্ছা করব ।।৭।।

বধীং বৃত্রং মরুত ইন্দ্রিয়েণ স্বেন ভামেন তবিষো বভূবান্ ।
অহমেতা মনবে বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ সুগা অপশ্চকর বজ্রবাহুঃ ॥৮।।

[ইন্দ্র] হে মরুৎগণ! আমি আমার নিজ ক্রোধহেতু বলবান হয়ে আমার ইন্দ্রোচিত ক্ষমতার দ্বারা বৃত্রকে হনন করেছি। আমার বজ্রকে নিজ হস্তে ধারণ করে আমি এই আহ্লাদক তথা সমুজ্জ্বল জলধারাকে মানুষের প্রতি স্বচ্ছন্দগামিনী করেছি ।।৮।।

অনুত্তমা তে মঘবন্নকির্নু ন ত্বাবাঁ অস্তি দেবতা বিদানঃ ।
ন জায়মানো নশতে ন জাতো যানি করিষ্যা কৃণুহি প্রবৃদ্ধ ॥৯।।

[মরুৎগণ] হে মঘবন্ (ধনবান), তোমার (নিকট) কিছুই অ-কৃত নয়, তোমার সদৃশ কেউ দেবতাদের মধ্যে পরিজ্ঞাত নন। যে জন্মলাভ করেছে অথবা যে জন্মলাভ করেছিল, এমন কেউ (তোমাকে) ব্যাপ্ত করতে পারে না। হে অতিবলবান! যা তোমার কর্তব্য তা সম্পাদন কর ।।৯।।

টীকা— সায়ণ– অনুত্তমা তে— ইত্যাদির অর্থ 'যা কিছু তুমি বলে থাক সকল সত্য'।

একস্য চিন্মে বিভ্বস্ত্বোজো যা নু দধৃষ্বান্ কৃণবৈ মনীষা ।
অহং হ্যুগ্রো মরুতো বিদানো যানি চ্যবমিন্দ্র ইদীশ এষাম্ ॥১০।।

[ইন্দ্র] একাকী হলেও আমার তেজ ব্যাপ্তিলাভ করুক যা আমার অনুপ্রেরণা অনুসারে দুর্ধর্ষ। আমি শীঘ্র (অভীপ্সিত) কর্ম করতে পারি, কারণ আমি মহাশক্তিধররূপে পরিজ্ঞাত। হে মরুৎগণ! যা কিছু চালনা করি, (আমি) ইন্দ্র এই সকলের প্রতি আধিপত্য করি ।।১০।।

অমন্দন্মা মরুতঃ স্তোমো অত্র যন্মে নরঃ শ্রুত্যং ব্রহ্ম চক্র ।
ইন্দ্রায় বৃষ্ণে সুমখায় মহ্যং সখ্যে সখায়স্তন্বে তনূভিঃ ॥১১।।

ইদানীং এই স্তুতি-গান আমাকে উৎফুল্ল করেছে, হে মরুৎগণ, যে শ্রাব্য ব্রহ্মস্তোত্র আমার জন্য রচনা করেছ, হে নরগণ! ইন্দ্রের জন্য, যিনি দাতা ও শক্তিমান যোদ্ধা, (সেইরূপ) আমার জন্য, (তোমাদের) বন্ধুর জন্য, হে বন্ধুগণ, বিচিত্র শরীরোপেত (আমার) জন্য তোমরা স্বয়ং (নির্মাণ) করেছ ।।১১।।

এবেদেতে প্রতি মা রোচমানা অনেদ্যঃ শ্রব এষো দধানাঃ ।
সংচক্ষ্যা মরুতশ্চন্দ্রবর্ণা অচ্ছান্ত মে ছদয়াথা চ নূনম্ ॥১২।।

এইরূপই সত্য যে, আমার প্রতি (আরোপিত গৌরবের) ঔজ্জ্বল্য বহন করতে করতে এবং খ্যাতি ও প্রাণশক্তি (পোষণ) ধারণ করে আমার অনিন্দ্য (সঙ্গীগণরূপে) তোমরা, হে মরুৎগণ, যারা সর্বত্র উজ্জ্বল রূপের সঙ্গে দর্শনীয়, আমাকে প্রসন্ন করেছ এবং এখনও নিশ্চয় প্রসন্ন করবে ।।১২।।

কো ন্বত্র মরুতো মামহে বঃ প্র যাতন সখীঁরচ্ছা সখায়ঃ ।
মন্মানি চিত্রা অপিবাতয়ন্ত এষাং ভূত নবেদা ম ঋতানাম্ ॥১৩।।

[কথক]হে মরুৎগণ! এখানে কে তোমাদের অর্চনা করে? তোমরা এখানে তোমাদের সখাগণের প্রতি গমন কর। হে সখাগণ! হে দীপ্তিময় (মরুৎগণ) আমাদের মতিসকল সম্যক জ্ঞাত হতে হতে আমাদের এই সত্য তথা যজ্ঞ সম্পর্কে অবহিত হও ।।১৩।।

আ যদ্ দুবস্যাদ্ দুবসে ন কারুরস্মাঞ্চক্রে মান্যস্য মেধা ।
ও যু বর্ত্ত মরুতো বিপ্রমচ্ছেমা ব্রহ্মাণি জরিতা বো অর্চৎ ॥১৪।।

[ইন্দ্র] যে হেতু স্তুতিকুশল কবি এখানে যেন বন্ধুর প্রতি (তোমাদের প্রতি) বন্ধুত্ব ইচ্ছা করেন, মানের পুত্র (মান্যের, অগস্ত্যের) জ্ঞান আমাদের প্রতি সমাগত হয়েছে, (সেহেতু) শীঘ্র এখানে কবির প্রতি পরাবর্তিত হও, হে মরুৎগণ, তোমাদের জন্যই স্তোতা এই সকল স্তুতি করেছেন ।।১৪।।

এষ বঃ স্তোমো মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্যস্য মান্যস্য কারোঃ ।
এষা যাসীষ্ট তন্বে বয়াং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥১৫।।

[অগস্ত্য] হে মরুৎগণ! এই তোমাদের উদ্দেশে স্তোম (স্তুতি)। এই বাক্যাবলী মানের পুত্র মান্দার্য (নামে) স্তোতার। এই ইচ্ছা অথবা হবিঃ দ্বারা তিনি নিজের জন্য (তোমাদের) আগমন প্রার্থনা করেন। আমরা যেন অন্ন, বল ও প্রাচুর্য প্রাপ্ত হই ।।১৫।।

(সূক্ত-১৬৬)

মরুদ্‌গণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৫।

তন্নু বোচাম রভসায় জন্মনে পূর্বং মহিত্বং বৃষভস্য কেতবে।
ঐধেব যামন্ মরুতস্তুবিষ্বণো যুধেব শক্রাস্তবিষাণি কর্তন ॥১।।

হে মরুৎগণ! সেই প্রবল (বলশালী) প্রজাতিকে সেই প্রসিদ্ধ পূর্বতন মাহাত্ম্যের কথা বিবৃত করব—সেই বলবানের প্রজ্ঞানের জন্য। যেন তোমাদের পথে অগ্নিপ্রজ্বালন দ্বারা, হে উচ্চরবকারী (মরুৎগণ), যেন যুদ্ধকালে কর্মক্ষম (তোমরা) বলকর্মসকল সম্পাদন কর ।।১।।

নিত্যং ন সূনুং মধু বিভ্রত উপ ক্রীলন্তি ক্রীলা বিদথেষু ঘৃষ্বয়ঃ ।
নক্ষন্তি রুদ্রা অবসা নমস্বিনং ন মর্ধন্তি স্বতবসো হবিষ্কৃতম্ ॥২।।

প্রতিনিয়ত (নিজ) পুত্রের মত মধুকে সমীপে ধারণ করে ক্রীড়নশীল দুর্ধর্ষগণ অথবা হৃষ্ট (মরুৎ) গণ যজ্ঞসমূহে বিহার করেন। রুদ্র (মরুৎ)-গণ শ্রদ্ধাশীল (যজমানকে) রক্ষণের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন। নিজ সামর্থ্যে শক্তিমান তাঁরা হবিঃ দাতা (যজমানকে) ক্লিষ্ট করেন না ।।২।।

যস্মা উমাসো অমৃতা অরাসত রায়স্পোষং চ হবিষা দদাশুষে ।
উক্ষন্ত্যস্মৈ মরুতো হিতা ইব পুরূ রজাংসি পয়সা ময়োভুবঃ ॥৩।।

যাকে অমরণধর্মা সহায়কগণ সম্পদ ও সমৃদ্ধি দান করেছেন— হবিঃ দ্বারা দানকারীকে (যজমানকে), তাঁর জন্য মরুৎগণ অনুপ্রেরিতের ন্যায় সুখপ্রদায়ক হয়ে লোকসমূহকে দুগ্ধ দ্বারা প্রভূতভাবে সিঞ্চিত করেন ।।৩।।

টীকা— দুগ্ধ-বৃষ্টি।

আ যে রজাংসি তবিষীভিরব্যত প্র ব এবাসঃ স্বযতাসো অধ্রজন্ ।
ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনানি হর্ম্যা চিত্রো বো যামঃ প্রয়তাস্বৃষ্টিষু ॥৪॥

তোমরা যারা নিজবলের দ্বারা লোকসমূহকে আবৃত করেছ/উৎক্ষিপ্ত করেছ, তোমাদের স্বনিয়ন্ত্রিত অশ্বসকল দ্রুত গমন করে। সকল প্রাণীজগৎ ও বসবাসকারিগণ ভীত হয়। যখন আয়ুধসকল উদ্যত হয়, তোমাদের গমন পথ সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে ॥৪॥

যৎ ত্বেষযামা নদয়ন্ত পর্বতান্ দিবো বা পৃষ্ঠং নর্যা অচুচ্যবুঃ ।
বিশ্বো বো অজ্মন্ ভয়তে বনস্পতী রথীয়ন্তীব প্র জিহীত ওষধিঃ ॥৫॥

সেই পুরুষোচিত (নায়কেরা) বলিষ্ঠ গমনের মাধ্যমে পর্বতসমূহকে যখন গর্জনমুখর করে তোলে এবং তাদের বীর্যের দ্বারা দ্যুলোকের উপরিতলকে কম্পিত করে, প্রতি বৃক্ষ তোমাদের (নিকট) আগমনকে ভয় করে, প্রতি ওষধি /লতাগুল্ম আনত হয় যেন রথ চালনা করছে ॥৫॥

যূয়ং ন উগ্রা মরুতঃ সুচেতুনা অরিষ্টগ্রামাঃ সুমতিং পিপর্তন ।
যত্রা বো দিদ্যুদ্ রদতি ক্রিবির্দতী রিণাতি পশ্বঃ সুধিতেব বর্হণা ॥৬॥

হে ঘোররূপ মরুৎগণ! তোমরা অপরাজেয় সংঘস্বরূপ, অনুকূলচিত্তে আমাদের প্রতি শোভন বুদ্ধি দান কর। যেখানে তোমাদের সুতীক্ষ্ণদন্তযুক্ত আয়ুধ খননকরে, সবলে পশুগণকে আহত করে যেন সুনিক্ষিপ্ত তীর ॥৬॥

প্র স্কম্ভদেষ্ণা অনবভ্ররাধসো ঽলাতৃণাসো বিদথেষু সুষ্টুতাঃ ।
অর্চন্ত্যর্কং মদিরস্য পীতয়ে বিদুর্বীরস্য প্রথমানি পৌংস্যা ॥৭॥

যাদের দানশীলতা স্তম্ভের ন্যায় (অবিচল) যাদের দত্ত ধন ভ্রষ্ট হয় না, যাঁরা দুর্বাসনা রহিত, যজ্ঞানুষ্ঠানে সম্যক স্তুত, তারা মন্ত্রোচ্চারণ করেন মত্ততাসাধক (সোমরস) পানের জন্য, তাঁরা বীর (ইন্দ্রের) পূর্বতন বীরত্বের সকল কথা জানেন ॥৭॥

শতভুজিভিস্তমভিহ্রুতেরঘাৎ পূর্ভী রক্ষতা মরুতো যমাবত ।
জনং যমুগ্রাস্তবসো বিরপ্শিনঃ পাথনা শংসাৎ তনয়স্য পুষ্টিষু ॥৮॥

শতরক্ষসমন্বিত নগরসমূহের দ্বারা হে মরুৎগণ, সেই (জনকে) ধ্বংস হতে পাপ হতে রক্ষা কর যাকে (পূর্বকালে) সহায়তা করেছিলে; হে ঘোররূপ, শক্তিমান এবং বিবিধ দানকারিগণ! যাকে তোমরা তার সন্তানকে পোষণদানের মাধ্যমে দুর্বাক্য হতে ত্রাণ কর ॥৮॥

বিশ্বানি ভদ্রা মরুতো রথেষু বো মিথস্পৃধ্যেব তবিষাণ্যাহিতা ।
অংসেষ্বা বঃ প্রপথেষু খাদয়োঽক্ষো বশ্চক্রা সময়া বি বাবৃতে ॥৯॥

সর্বপ্রকার কল্যাণকর (বস্তু) তোমাদের রথে (স্থাপিত) হে মরুৎগণ! প্রতিস্পর্ধীরূপে যেন ক্ষমতা সকল অবস্থান করছে। তোমাদের স্কন্ধদেশে যাত্রাকালে অলঙ্কার সম্যক (শোভিত), তোমাদের রথের অক্ষ উভয় চক্রকে পৃথকভাবে কিন্তু একই সময়ে আবর্তিত করছে ॥৯॥

ভূরীণি ভদ্রা নর্যেষু বাহুষু বক্ষঃসু রুক্মা রভসাসো অঞ্জয়ঃ ।
অংসেষ্বেতাঃ পবিষু ক্ষুরা অধি বয়ো ন পক্ষান্ ব্যনু শ্রিয়ো ধিরে ॥১০॥

তোমাদের পুরুষোচিত বাহুদ্বয়ে ধৃত বহু কল্যাণ, বক্ষঃস্থলে সুবর্ণনির্মিত সমুজ্জ্বল অলংকার সকল; (তোমাদের) স্কন্ধদেশে মৃগ(চর্ম), শুভ্রবর্ণ মালা, অস্ত্রসকলে/ চক্রনেমিতে ক্ষুরধার, পাখি যেমন পক্ষদ্বয়, তোমাদের শোভাসমূহ বিস্তারিত হয়েছে ॥১০॥

মহান্তো মহ্না বিভ্বো বিভূতয়ো দূরেদৃশো যে দিব্যা ইব স্তৃভিঃ ।
মন্দ্রাঃ সুজিহ্বাঃ স্বরিতার আসভিঃ সংমিশ্লা ইন্দ্রে মরুতঃ পরিষ্টুভঃ ॥১১॥

মহিমার দ্বারা মহিমময়, পরিব্যাপ্ত, বিবিধ ঐশ্বর্যসমন্বিত, দূর হতে তারকাশোভিত স্বর্গীয় (মণ্ডলের) ন্যায় দর্শনীয়, আনন্দদায়ক, শোভনজিহ্ব, মুখদ্বারা সুগায়ক, এই মরুৎগণ ইন্দ্রসহ সর্বত্র স্তুতিযুক্ত হয়েছিলেন ॥১১॥

তদ্ বঃ সুজাতা মরুতো মহিত্বনং দীর্ঘং বো দাত্রমদিতেরিব ব্রতম্ ।
ইন্দ্রশ্চন ত্যজসা বি হ্রুণাতি তজ্জনায় যস্মৈ সুকৃতে অরাধ্বম্ ॥১২॥

হে, সুজন্মা মরুৎগণ! এ তোমাদের মহনীয়তা যে অদিতির নিয়মনের মতোই তোমাদের দান বহুদূর অবধি বিস্তৃত হয়। যে শোভনকর্মার (যজমানের) প্রতি তোমরা দান করেছ ইন্দ্রও কদাপি তা অননুমোদন দ্বারা বিপরীত করেন না ॥১২॥

তদ্ বো জামিত্বং মরুতঃ পরে যুগে পুরূ যচ্ছংসমমৃতাস আবত ।
অয়া ধিয়া মনবে শ্রুষ্টিমাব্যা সাকং নরো দংসনৈরা চিকিত্রিরে ॥১৩॥

এ তোমাদের পূর্ব আত্মীয়ভাব হে মরুৎগণ! যে অমরণধর্মা তোমরা পূর্বকালেও প্রায়শ আমাদের স্তুতিকে অনুমোদন করেছ। এই স্তুতির দ্বারা মানুষের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক শ্রবণ করে সেই শ্রেষ্ঠ নরগণ (মরুৎগণ) অদ্ভুত কর্ম দ্বারা নিজেদের ক্ষমতা প্রকাশ করছিলেন ॥১৩॥

যেন দীর্ঘং মরুতঃ শূশবাম যুষ্মাকেন পরীণসা তুরাসঃ।
আ যৎ ততনন্ বৃজনে জনাস এভির্যজ্ঞেভিস্তদভীষ্টিমশ্যাম্ ॥১৪॥

যেন তোমাদের সুপ্রচুর ধন দ্বারা আমরা চিরকাল প্রবৃদ্ধ হতে পারি। হে দ্রুতবেগবান মরুৎগণ! যেন আমাদের জনগণ সংগ্রামে বিস্তার লাভ করে, যেন আমি এই যজ্ঞ এই সকল আহুতি সহ সুসম্পূর্ণ করতে পারি ॥১৪॥

এষ বঃ স্তোমো মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্যস্য মান্যস্য কারোঃ।
এষা যাসীষ্ট তন্বে বয়াং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥১৫॥

তোমাদের জন্য এই স্তোম (স্তুতি), এই গান, হে মরুৎগণ মানের পুত্র মান্দার্য কবির নির্মাণ। বাণের সঙ্গে তিনি নিজের জন্য বৃদ্ধি প্রার্থনা করেন। যেন আমরাও সুপ্রচুর অন্ন ও বল এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করি ॥১৫॥

(সূক্ত-১৬৭)

১ম ঋকের দেবতা ইন্দ্র, অবশিষ্টের মরুৎ। অগস্ত্য ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১১।

সহস্রং ত ইন্দ্রোতয়ো নঃ সহস্রমিষো হরিবো গূর্ততমাঃ।
সহস্রং রায়ো মাদয়ধ্যৈ সহস্রিণ উপ নো যন্তু বাজাঃ ॥১॥

তোমার আমাদের অভিমুখী সহায়তা সহস্র প্রকার। হে ইন্দ্র! তোমার (প্রদত্ত) বরণীয় অন্ন সহস্ররূপ; হে পিঙ্গল (হরি) অশ্বের অধিপতি! আমাদের আসক্ত করার জন্য সহস্র (অসংখ্য) প্রকার সম্পদ, যেন তোমার (অপরিমিত) সহস্র শক্তি আমাদের প্রতি আগমন করে ॥১॥

আ নোঽবোভির্মরুতো যান্ত্বচ্ছা জ্যেষ্ঠেভির্বা বৃহদ্ দিবৈঃ সুমায়াঃ।
অধ যদেষাং নিযুতঃ পরমাঃ সমুদ্রস্য চিদ্ ধনয়ন্ত পারে ॥২॥

যেন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মরুৎগণ (প্রদত্ত) রক্ষণসহ, অথবা মহান স্বর্গ হতে আনীত প্রশস্য (উপহার) সহ আমাদের অভিমুখে আগমন করেন। এমনকি যখন তাঁরা দূরতম (স্থানে) তাঁদের গণ (তখনও) সমুদ্রের দূরবর্তী তীরে ধাবন করতে থাকে ॥২॥

মিম্যক্ষ যেষু সুধিতা ঘৃতাচী হিরণ্যনির্ণিগুপরা ন ঋষ্টিঃ।
গুহা চরন্তী মনুষো ন যোষা সভাবতী বিদথ্যেব সং বাক্ ॥৩॥

তাঁদের নিকটে সঙ্গত হয়ে থাকেন সুষ্ঠু স্থিতা, ঘৃতসিক্তা স্বর্ণমণ্ডিতা, যেন তাঁদের নিজ পত্নীর মতো (একজন) যিনি গোপনে বিচরণকারিণী, যেমন কোনও মনুষ্যের পত্নী জনসংঘের প্রতি আগমন করেন, যেন যজ্ঞস্থলে বাক্ ॥৩॥

পরা শুভ্রা অয়াসো যব্যা সাধারণ্যেব মরুতো মিমিক্ষুঃ।
ন রোদসী অপ নুদন্ত ঘোরা জুষন্ত বৃধং সখ্যায় দেবাঃ ॥৪॥

দীপ্তবর্ণ অপ্রতিরোধ্য মরুৎগণ বহুদূরে সেই তরুণীর সঙ্গে সঙ্গত হয়ে থাকেন যেন সাধারণী নায়িকার সঙ্গে। সেই উগ্র দেবগণ দ্যাবাপৃথিবীকে অপসারিত করেন নি বরং দেবগণ মৈত্রীর উদ্দেশে (তাকে) বর্ধিত করার আনন্দ পেয়েছেন ॥৪॥

জোষদ্ যদীমসুর্যা সচধ্যৈ বিষিতস্তুকা রোদসী নৃমণাঃ।
আ সূর্যেব বিধতো রথং গাৎ ত্বেষপ্রতীকা নভসো নেত্যা ॥৫॥

যখন এই স্ত্রী (বিদ্যুৎ) এদের সাহচর্যে আনন্দলাভ করেন— বিস্রস্তকেশা দীপ্তাবয়বা রোদসী তার মনকে নরগণের প্রতি স্থির করেছেন। সূর্যের ন্যায় তিনিও সেবকের রথে আরোহণ করেছেন যেন মেঘের মতো (দ্রুত) গতিতে ॥৫॥

আস্থাপয়ন্ত যুবতিং যুবানঃ শুভে নিমিশ্লাং বিদথেষু পজ্রাম্।
অর্কো যদ্ বো মরুতো হবিষ্মান্ গায়দ্ গাথং সুতসোমো দুবস্যন্ ॥৬॥

নিত্যতরুণ (মরুৎগণ) সেই তরুণীকে, দীপ্তির সঙ্গে সংযোজিতাকে (রথে) স্থাপন করেছিলেন, তিনি যজ্ঞস্থলসমূহে (তাঁদের সঙ্গে) সম্মিলিতা, হে মরুৎগণ! তোমাদের জন্য হবিঃর সঙ্গে অর্ক (স্তোত্র)সংমিশ্রিত হয়ে থাকে এবং সোমরস অভিষবন করে (ঋত্বিক) সখ্যের উদ্দেশে স্তুতি করেন ॥৬॥

প্র তং বিবক্মি বক্ম্যো য এষাং মরুতাং মহিমা সত্যো অস্তি।
সচা যদীং বৃষমণা অহংযুঃ স্থিরা চিজ্জনীর্বহতে সুভাগাঃ ॥৭॥

এই মরুৎগণের মহিমা আমি বিবৃত করি, যা বিবরণ যোগ্য, তাঁদের যথার্থ মাহাত্ম্য, যে হেতু তাঁদের সাহচর্যে সেই স্ত্রী, যদিও স্থিরস্বভাবা দৃঢ় চিত্তের অধিকারিণী, অহংকারিণী, সৌভাগ্যবতী (দেব) পত্নীগণের সঙ্গে বিচরণ করেন ।।৭।।

পান্তি মিত্রাবরুণাববদ্যাচ্চয়ত ঈমর্যমো অপ্রশস্তান্ ।
উত চ্যবন্তে অচ্যুতা ধ্রুবাণি বাবৃধ ঈং মরুতো দাতিবারঃ ॥৮॥

মিত্র এবং বরুণ নিন্দা হতে রক্ষা করেন। অর্য্যমন স্তুতিহীন/কর্মহীন (মানুষকে) নির্দিষ্ট করে থাকেন এবং কম্পনহীন অবিচল (বস্তু)সকল বিচলিত হতে থাকে। হে মরুৎগণ ইচ্ছাপূরণকারী (ক্ষমতা) যখন বর্ধিত হয়ে থাকে ।।৮।।

টীকা— অবদ্য- বর্ণনার অযোগ্য দোষ।

নহী নু বো মরুতো অন্ত্যস্মে আরাত্তাচ্চিচ্ছবসো অন্তমাপুঃ ।
তে ধৃষ্ণুনা শবসা শূশুবাংসো হর্ণো ন দ্বেষো ধৃষতা পরি ষ্ঠুঃ ॥৯॥

তোমাদের শক্তির সীমাকে, হে মরুৎগণ! আমাদের নিকটে বা দূরে কেউ নিশ্চিতই প্রাপ্ত হয়নি। তাঁরা দুর্ধর্ষ বলের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হতে হতে পরাভবকারী (সামর্থ্যের) দ্বারা শত্রুগণকে সমুদ্রের ন্যায় আবেষ্টিত করেছেন ।।৯।।

বয়মদ্যেন্দ্রস্য প্রেষ্ঠা বয়ং শ্বো বোচেমহি সমর্যে ।
বয়ং পুরা মহি চ নো অনু দ্যূন্ তন্ন ঋভুক্ষা নরামনু ষ্যাৎ ॥১০॥

যেন এই দিনে আমরা ইন্দ্রের প্রিয়তম বন্ধু (হতে পারি)। আগামী কালেও যেন (ইন্দ্রের বন্ধু) ঘোষণা করতে পারি যুদ্ধক্ষেত্রে। আমরা পূর্বকালে (এইরূপ করেছি) এবং অনুক্রমিক দিনগুলিতে আমাদের এইরূপ মহৎ (বল যেন থাকে)। সেই হেতু যেন ঋভুক্ষন (মহান ইন্দ্র) শ্রেষ্ঠ মনুষ্য (মরুৎ)গণের সঙ্গে আমাদের অভিমুখে থাকেন ।।১০।।

এষ বঃ স্তোমো মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্যস্য মান্যস্য কারোঃ ।
এষা যাসীষ্ট তন্বে বয়াং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥১১॥

হে মরুৎগণ! এই স্তোম (স্তুতি) তোমাদের জন্য। মানের পুত্র মান্দার্যের স্তোতার (কৃত) এই গান। তিনি নিজেদের জন্য খাদ্যের সঙ্গে বৃদ্ধি প্রার্থনা করেন। যেন আমরা সুপ্রচুর অন্ন ও বল এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করি ।।১১।।

(সূক্ত-১৬৮)

মরুৎগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

যজ্ঞাযজ্ঞা বঃ সমনা তুতুর্বণির্ধিয়ংধিয়ং বো দেবয়া উ দধিধ্বে ।
আ বোঽর্বাচঃ সুবিতায় রোদস্যোর্মহে ববৃত্যামবসে সুবৃক্তিভিঃ ॥১॥

প্রতি যজ্ঞে তোমাদের প্রতি একই ভাবে যজনা করে আমি দ্রুত ফললাভ করেছি। প্রতি প্রশস্তি যা দেবতার প্রতি গমন করে তোমরা গ্রহণ করেছ। অতএব যেন আমি তোমাদের সুষ্ঠু প্রশস্তির দ্বারা আমাদের অভিমুখে বিবর্তিত করতে পারি দ্যাবাপৃথিবীর প্রভূত উপকারের জন্য, যথাযথ রক্ষণের জন্য ।।১।।

বব্রাসো ন যে স্বজাঃ স্বতবস ইষং স্বরভিজায়ন্ত ধূতয়ঃ ।
সহস্রিয়াসো অপাং নোর্ময় আসা গাবো বন্দ্যাসো নোক্ষণঃ ॥২॥

যাঁরা দর্শনীয়, স্বয়ংজাত এবং নিজ-তেজসম্পন্ন সেই কম্পনশীল (মরুৎগণ) অন্নকে, সূর্যকে (আলোককে) লক্ষ্য করে প্রাদুর্ভূত হয়ে থাকেন। জলের সহস্র সংখ্যক তরঙ্গমালার মতো, স্তুতিযোগ্য, সমীপস্থিত গাভী ও বৃষগণের মতো ।।২।।

টীকা— সায়ণ-গাবো ন উক্ষণঃ- গাভীগুলির মত (দুগ্ধ) সেচক।

সোমাসো ন যে সুতাস্তৃপ্তাংশবো হৃৎসু পীতাসো দুবসো নাসতে ।
ঐষামংসেষু রম্ভিণীব রারভে হস্তেষু খাদিশ্চ কৃতিশ্চ সং দধে ॥৩॥

যে পরিপুষ্ট সোমলতাকে অভিষবন (পেষণ) করা হয়েছে, যাঁরা সেই সোমের ন্যায় পীত হয়ে অন্তরে মিত্রবৎ অবস্থান করেন, তারা মরুৎগণের স্কন্ধসমূহে আলম্বিনী (নারীর) মতো (অস্ত্র) সংযুক্ত হয়ে থাকে এবং হস্তসমূহে অলংকার ও ছুরিকা যুগপৎ ধৃত থাকে ।।৩।।

অব স্বযুক্তা দিব আ বৃথা যযুরমর্ত্যাঃ কশয়া চোদত ত্মনা ।
অরেণবস্তুবিজাতা অচুচ্যবুর্দৃহ্লানি চিন্মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ ॥৪॥

স্বয়ং সংযোজিত হয়ে (তাদের অশ্বগুলি) স্বচ্ছন্দে স্বর্গ হতে অবতরণ করছে। হে অমরণ-ধর্মা (মরুৎ)গণ! নিজ শ্বসনের সাহায্যে তাদের অনুপ্রেরিত কর। যেন কশাঘাতে ধূলিহীন, বারংবার প্রাদুর্ভূত মরুৎগণ তাদেরই প্রদীপ্ত আয়ুধ দ্বারা স্থির (বস্তু)সকলকেও প্রকম্পিত করে থাকেন ।।৪।।

কো বোঽন্তর্মরুত ঋষ্টিবিদ্যুতো রেজতি ত্মনা হন্বেব জিহ্বয়া ।
ধন্বচ্যুত ইষাং ন যামনি পুরুপ্রৈষা অহন্যো নৈতশঃ ॥৫॥

হে মরুৎগণ! বিদ্যুৎ(রূপ) অস্ত্রধারিগণ! তোমাদের মধ্যে কে স্বয়ং শ্বসন দ্বারা (স্থির বস্তুকেও) প্রকাশিত করেন যেমন ভাবে জিহ্বা দ্বারা হনু দুটিকে(চালনা করা হয়)? (তোমরা) যারা গমনপথে বন্ধ্যাভূমিকেও প্রকম্পিত কর যেন অম্বকে (বৃষ্টিকে) চালনা করছ, (তোমরা যারা) বহুবিধ ফল ইচ্ছা কর, যেন দিবসে (বিচরণরত) সূর্যাশ্ব ।।৫।।

ক্ব স্বিদস্য রজসো মহস্পরং ক্বাবরং মরুতো যস্মিন্নায়য় ।
যচ্চ্যাবয়থ বিথুরেব সংহিতং ব্যদ্রিণা পতথ ত্বেষমর্ণবম্ ॥৬॥

এই সুবিস্তৃত অন্তরিক্ষলোকের সীমা কোথায়, কোথায় নিকটবর্তী (সীমা)? হে মরুৎগণ যেখানে (তোমরা) আগমন করেছ। যখন দৃঢ়বদ্ধতাকে শিথিল খণ্ডসকলের মতো বিচলিত কর,এবং পর্বত হতে প্রদীপ্ত জলরাশিকে প্রেরণ কর ।।৬।।

টীকা— সায়ণ- বি-অদ্রিণা =বজ্র দ্বারা মেঘকে বিদারণ কর।

সাতির্ন বোঽমবতী স্বর্বতী ত্বেষা বিপাকা মরুতঃ পিপিষ্বতী ।
ভদ্রা বো রাতিঃ পৃণতো ন দক্ষিণা পৃথুজ্রয়ী অসুর্যেব জঞ্জতী ॥৭॥

তোমাদের বিজয় যেমন বলিষ্ঠ তথা স্বর্গীয় আলোয় প্রদীপ্ত, তেজঃযুক্ত অথচ পরিণত ফলদায়ী এবং প্রাচুর্যময়, হে মরুৎগণ! তোমাদের দান যেন দাতার প্রদত্ত দক্ষিণার (গাভীর) ন্যায় কল্যাণময়, জয়শীল, বহুব্যাপক; যেন অমর দেবগণের (প্রদত্ত) ।।৭।।

টীকা— সায়ণ-পৃথুজ্রয়ী ইত্যাদি শীঘ্রগামিনী দেবগণের সর্বজয়ী শক্তির মত।

প্রতি ষ্টোভন্তি সিন্ধবঃ পবিভ্যো যদভ্রিয়াং বাচমুদীরয়ন্তি ।
অব স্ময়ন্ত বিদ্যুতঃ পৃথিব্যাং যদী ঘৃতং মরুতঃ প্রুষ্ণুবন্তি ॥৮॥

তোমাদের (রথ) চক্রনেমির প্রতি নদীগুলি শব্দ করতে থাকে, যখন তারা (ঝড়ের) মেঘ হতে সঞ্জাত বাক্যগুলি উচ্চারণ করে। পৃথিবীর প্রতি বিদ্যুৎ অবনত হয়ে হাস্য করে যখন মরুৎগণ ঘৃত অভিষিঞ্চিত করেন ।।৮।।

অসূত পৃশ্নির্মহতে রণায় ত্বেষময়াসাং মরুতামনীকম্ ।
তে সপ্সরাসোঽজনয়ন্তাভ্বমাদিৎ স্বধামিষিরাং পর্যপশ্যন্ ॥৯॥

প্রধান যুদ্ধের জন্য/প্রভূত আনন্দের জন্য পৃশ্নি বিচিত্রবর্ণা (মরুৎ মাতা) অস্থির মরুৎগণের জ্যোতির্ময় সংঘকে আনয়ন করেছিলেন। তারা যুগপৎ বর্ধিত হয়ে /আনন্দের সঙ্গে আকারহীন (দৈত্য/মেঘ)কে জন্ম দিয়েছিলেন এবং অতঃপর নিজেদের শক্তি বর্ধক অন্নের জন্য সন্ধান করেছিলেন ।।৯।।

এষ বঃ স্তোমো মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্যস্য মান্যস্য কারোঃ ।
এষা যাসীষ্ট তন্বে বয়াং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥১০॥

হে মরুৎগণ! এই স্তোম ..... ইত্যাদি পূর্ব সূক্তে অন্তিমশ্লোকবৎ ।।১০।।

(সূক্ত-১৬৯)

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্,চতুষ্পদী বিরাট্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৮।

মহশ্চিৎ ত্বমিন্দ্র যত এতান্ মহশ্চিদসি ত্যজসো বরূতা ।
স নো বেধো মরুতাং চিকিত্বান্ ৎসুম্না বনুষ্ব তব হি প্রেষ্ঠা ॥১॥

যেহেতু তুমি মহান (মরুৎ)গণেরও গমনের (পূর্বে) গমন কর, তুমিই প্রবল বিনাশের থেকে রক্ষা কর। হে বিধি নিয়ামক! চেতনাবানরূপে আমাদের জন্য মরুৎগণের অনুগ্রহ আনয়ন কর, কারণ তারা তোমারই প্রিয়তম ।।১।।

অযুজ্রন্ত ইন্দ্র বিশ্বকৃষ্টীর্বিদানাসো নিষ্ষিধো মর্ত্যত্রা ।
মরুতাং পৃৎসুতির্হাসমানা স্বর্মীহ্লস্য প্রধনস্য সাতৌ ॥২॥

হে ইন্দ্র! তাঁরা (মরুৎগণ) তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সকল মানব গোষ্ঠী হতে উদ্ভূত বিবিধকর্মসমূহ তাঁরা নিজেদের মতো জ্ঞাত আছেন; মরুৎ সেনার সংঘ উৎফুল্লভাবে অগ্রসর হচ্ছে যুদ্ধের আলোকদায়ী ফল জয় করার জন্য ।।২।।

অম্যক্ সা ত ইন্দ্র ঋষ্টিরস্মে সনেম্যভ্বং মরুতো জুনন্তি ।
অগ্নিশ্চিদ্ধি ষ্মাতসে শুশুক্বানাপো ন দ্বীপং দধতি প্রয়াংসি ॥৩॥

তোমার সেই আয়ুধ আমাদের প্রতি দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে, হে ইন্দ্র! মরুৎগণ নিরাকার (মেঘ) পুঞ্জকে সতেজে চালনা করেছে। অগ্নিও কাষ্ঠাদিতে দীপ্যমান হয়ে বিরাজ করে হবিঃ ধারণ করেছেন যেমন জল দ্বীপকে ধারণ করে থাকে ।।৩।।

টীকা— Jamision—অভ্র আকৃতিহীন (মেঘ) পুঞ্জ।

ত্বং তূ ন ইন্দ্র তং রয়িং দা ওজিষ্ঠয়া দক্ষিণয়েব রাতিম্ ।
স্তুতশ্চ যাস্তে চকনন্ত বায়োঃ স্তনং ন মধ্বঃ পীপয়ন্ত বাজৈঃ ॥৪॥

হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের অবশ্যই সেই ধন দান কর যা দুর্দমনীয় দক্ষিণারূপে প্রাপ্ত সম্পদের মতো। এবং যে সকল প্রশস্তি তোমার এবং বায়ুর আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে (সেগুলি) হবিঃরূপ অন্ন দ্বারা পূরিত হবে যেমন (গাভীর) স্তন মধু দ্বারা (হয়ে থাকে) ।।৪।।

টীকা— মধু=দুগ্ধ।

ত্বে রায় ইন্দ্র তোশতমাঃ প্রণেতারঃ কস্য চিদৃতায়োঃ ।
তে ষু ণো মরুতো মৃলয়ন্তু যে স্মা পুরা গাতূয়ন্তীব দেবাঃ ॥৫॥

তোমাতে ইন্দ্র, সর্বোত্তম প্রাচুর্যময় সম্পদ (বর্তমান), যা সত্যসন্ধ কোনও ব্যক্তিকে পরিচালিত করে। যেন মরুৎগণ আমাদের প্রতি সুষ্ঠুভাবে অনুগ্রহ করেন। পুরাকালের মতো যে দেবতাগণ অদ্যাবধি সর্বদা আমাদের সহায়তাকার্যে গমন করেছেন ।।৫।।

প্রতি প্র যাহীন্দ্র মীহ্লুষো নৃন্ মহঃ পার্থিবে সদনে যতস্ব ।
অধ যদেষাং পৃথুবুধ্নাস এতাস্তীর্থে নার্যঃ পৌংস্যানি তস্থুঃ ॥৬॥

সুখদাতা নরগণকে (মরুৎগণ) অভিমুখে আনয়ন কর, হে ইন্দ্র! মহান লোকের পার্থিব আসনে উপবেশন কর, এখন যখন তাদের বহু পরিভ্রমণকারী বিচিত্রবর্ণ মৃগগুলি (অশ্ব/হরিণ) স্থির অবস্থান করছে, যেন যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো শত্রুর পৌরুষ ।।৬।।

প্রতি ঘোরাণামেতানাময়াসাং মরুতাং শৃণ্ব আয়তামুপব্দিঃ ।
যে মর্ত্যং পৃতনায়ন্তমূমৈর্ঋণাবানং ন পতয়ন্ত সর্গৈঃ ॥৭॥

উগ্ররূপ দ্যুতিমান এবং দ্রুতগতি মরুৎগণের অগ্রগমনের পদশব্দ বিপরীত দিক হতে শোনা যাচ্ছে, যাঁরা তাঁদের সঙ্গীগণ সহ সদলে যুদ্ধকামী মানবগণের প্রতি দ্রুত আগমন করেন যেমন কোনও অধম ঋণগ্রস্তের প্রতি করা হয় ।।৭।।

ত্বং মানেভ্য ইন্দ্র বিশ্বজন্যা রদা মরুদ্ভিঃ শুরুধো গোঅগ্রাঃ ।
স্তবানেভিঃ স্তবসে দেব দেবৈর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥৮॥

হে ইন্দ্র! মরুৎগণ সহ তুমি, মানের জন্য সর্বজনীন, প্রবর্ধক এবং গাভীপ্রধান সম্পদ দান কর। হে দেব! যে সকল দেবতা স্তুত হচ্ছেন তাঁদের দ্বারা তুমি স্তুত হবে, আমরা যেন প্রভূত অন্ন ও বল এবং দীর্ঘজীবন লাভ করি ।।৮।।

(সূক্ত-১৭০)

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। বৃহতী,অনুষ্টুপ্,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

ন নূনমস্তি নো শ্বঃ কস্তদ্ বেদ যদদ্ভুতম্ ।
অন্যস্য চিত্তমভি সংচরেণ্যমুতাধীতং বি নশ্যতি ॥১॥

[ইন্দ্র] (আজ) নিশ্চিতভাবেই কিছু নেই? আগামী কালও নয়? কে এই তত্ত্ব জানে যা রহস্যময়? অপরের চিন্তার প্রতি গমন করা উচিত (উপলব্ধি করা উচিত) এবং (পূর্ব) কৃত উপলব্ধিও বিনষ্ট হচ্ছে ।।১।।

কিং ন ইন্দ্র জিঘাংসসি ভ্রাতরো মরুতস্তব ।
তেভিঃ কল্পস্ব সাধুয়া মা নঃ সমরণে বধীঃ ॥২॥

[অগস্ত্য] আপনি কি আমাদের বধ করবেন, ইন্দ্র? মরুৎগণ আপনার ভ্রাতা। তাদের সঙ্গে সদিচ্ছা যোগে (সম্পর্ক) নির্মাণ করুন। আপনার (মরুৎগণের সঙ্গে) বিবাদে আমাদের হত্যা করবেন না ।।২।।

কিং নো ভ্রাতরগস্ত্য সখা সন্নতি মন্যসে ।
বিদ্মা হি তে যথা মনো ঽস্মভ্যমিন্ন দিৎসসি ॥৩॥

[ইন্দ্র] ভ্রাতা অগস্ত্য, কেন তুমি আমাদের মিত্র হয়েও অবহেলা করেছ? তোমার যেরূপ চিন্তা সে কথা জানি। কেবলমাত্র আমাদেরই তুমি (হবিঃ) দান করতে ইচ্ছা কর না ।।৩।।

অরং কৃণ্বন্তু বেদিং সমগ্নিমিন্ধতাং পুরঃ ।
তত্রামৃতস্য চেতনং যজ্ঞং তে তনবাবহৈ ॥৪॥

[অগস্ত্য] (ঋত্বিকগণ!) বেদি সজ্জিত/আয়োজিত কর, সম্মুখভাগে অগ্নিকে সমিধযোগে প্রজ্বালন কর, সেখানে অমৃতের প্রজ্ঞাপক যজ্ঞকে আপনার জন্য আমরা উভয়ে বিস্তার করব ।।৪।।

ত্বমীশিষে বসুপতে বসূনাং ত্বং মিত্রাণাং মিত্রপতে ধেষ্ঠঃ ।
ইন্দ্র ত্বং মরুদ্ভিঃ সং বদস্বাধ প্রাশান ঋতুথা হবীংষি ॥৫॥

আপনি সম্পদের অধীশ্বর এবং সকল ধনের প্রতি প্রভুত্ব করেন। হে মিত্রগণের প্রভু! আপনি সখাদের মুখ্য ধারণকর্তা। হে ইন্দ্র! মরুৎগণের সঙ্গে সদয় হয়ে (কথা) বলুন এবং যথাকালে হবিঃসকল প্রকৃষ্টভাবে উপভোগ করুন ।।৫।।

(সূক্ত-১৭১)

মরুৎগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

প্রতি ব এনা নমসাহমেমি সূক্তেন ভিক্ষে সুমতিং তুরাণাম্ ।
ররাণতা মরুতো বেদ্যাভির্নি হেলো ধত্ত বি মুচধ্বমশ্বান্ ॥১॥

[অগস্ত্য] তোমাদের প্রতি আমি এই শ্রদ্ধা সহ আগমন করছি এবং আমার স্তুতি দ্বারা শক্তিধরগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। হে মরুৎগণ! স্তুতিসকলের /ঔদার্যের কারণে প্রীত হয়ে তোমাদের ক্রোধ দমন কর, অশ্বগুলিকে বিযুক্ত কর ।।১।।

এষ বঃ স্তোমো মরুতো নমস্বান্ হৃদা তষ্টো মনসা ধায়ি দেবাঃ ।
উপেমা যাত মনসা জুষাণা যূয়ং হি ষ্ঠা নমস ইদ্ বৃধাসঃ ॥২॥

হে মরুৎগণ! তোমাদের (উদ্দেশে) এই স্তোম, আমার সশ্রদ্ধ হৃদয় ও মন সংযোগে যা রচিত, হে দেবগণ, (আমি) নিবেদন করছি। এই অভিমুখে, মনে মনে প্রীত হয়ে, আগমন কর, তোমরাই প্রশস্তিকে সমৃদ্ধ করে থাক ।।২।।

স্তুতাসো নো মরুতো মৃলয়ন্তূত স্তুতো মঘবা শংভবিষ্ঠঃ ।
ঊর্ধ্বা নঃ সন্তু কোম্যা বনান্যহানি বিশ্বা মরুতো জিগীষা ॥৩॥

অভিস্তুত সেই মরুৎগণ আমাদের প্রতি যেন অনুকূল হয়ে থাকেন এবং স্তুত হয়ে সেই ধনবান/দয়াশীল দেবতা (ইন্দ্র) শ্রেষ্ঠ সুখ-সম্পাদক (হয়ে থাকেন)। হে মরুৎগণ! যেন আমাদের আগামী সকল ভোজ্যদিন সমুন্নত, স্পৃহনীয় এবং জয়শীল হয় ।।৩।।

টীকা— অথবা যেন আমাদের কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র সকল আগামী সব দিনে উর্ধ্বোন্নত থাকে আমাদের জয়েচ্ছার অনুসারে।

অস্মাদহং তবিষাদীষমাণ ইন্দ্রাদ্ ভিয়া মরুতো রেজমানঃ ।
যুষ্মভ্যং হব্যা নিশিতান্যাসন্ তান্যারে চকৃমা মৃলতা নঃ ॥৪॥

প্রসিদ্ধ বলবান ইন্দ্রের নিকট হতে আমি, হে মরুৎগণ! ভয়ে কম্পমান হয়ে পলায়ন রত (ছিলাম), এই সকল হবিঃ তোমাদের উদ্দেশে সংস্কৃত করা হয়েছিল (কিন্তু) সেইসকল দূরে (প্রেরিত) করেছিলাম, আমাদের দয়া কর ।।৪।।

যেন মানাসশ্চিতয়ন্ত উস্রা ব্যুষ্টিষু শবসা শশ্বতীনাম্ ।
স নো মরুদ্ভির্বৃষভ শ্রবো ধা উগ্র উগ্রেভিঃ স্থবিরঃ সহোদাঃ ॥৫॥

যে শক্তি দ্বারা মানের পুত্রগণ সমুজ্জ্বল (উষাকালে) প্রজ্ঞাপন করবেন, চিরকালীন (উষাগণের) প্রকাশকালে, হে বর্ষণকারী মরুৎগণ সহ (তুমি) আমাদের (সেই) যশ দান কর, হে ভয়ংকর ভয়ংকরগণের সঙ্গে একত্রে, তুমি বলবান, জয়দাতা ।।৫।।

টীকা— সায়ণ-স্থবির-পুরাতন

ত্বং পাহীন্দ্র সহীয়সো নৄন্ ভবা মরুদ্ভিরবযাতহেলাঃ ।
সুপ্রকেতেভিঃ সাসহির্দধানো বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥৬॥

ইন্দ্র! তুমি জয়শীল বীরগণের রক্ষা কর। মরুৎগণের প্রতি বীতক্রোধ হও। (তাদের) শোভন চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাত হয়ে বলবানরূপে প্রতিষ্ঠিত হও। (অথবা সায়ণ—মরুৎগণের সঙ্গে (শোভনকারী জয়শীল এবং প্রভূত ধনের দাতা রূপে জ্ঞাত হও)। যেন আমরা প্রচুর অন্ন ও বল এবং দীর্ঘজীবন লাভ করি ।।৬।।

(সূক্ত-১৭২)

মরুৎগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৩।

চিত্রো বোঽস্তু যামশ্চিত্র ঊতী সুদানবঃ। মরুতো অহিভানবঃ ॥১॥

তোমাদের গতিপথ উজ্জ্বল হোক হে শোভন দাতাগণ! তোমাদের সহায়তা পূজনীয়। হে মরুৎগণ! (তোমরা) সর্পের ন্যায় দীপ্তিমান ॥১॥

টীকা— অহি-ভানবঃ— বিদ্যুৎকে দীপ্তিমান সর্প বলা হয়েছে।

আরে সা বঃ সুদানবো মরুত ঋঞ্জতী শরুঃ। আরে অশ্মা যমস্যথ ॥২॥

হে শোভনদানশীল মরুৎগণ! তোমাদের ঋজুগামী সেই তীর যেন (আমাদের নিকট হতে) দূরে থাকে, দূরে থাকে সেই প্রস্তর যাকে ক্ষেপণ কর ॥২॥

তৃণস্কন্দস্য নু বিশঃ পরি বৃঙ্ক্ত সুদানবঃ। ঊর্ধ্বান্ নঃ কর্ত জীবসে ॥৩॥

তৃণস্কন্দের স্বজনগণকে পরিত্যাগ কর, হে শোভন দানশীলগণ! জীবনের জন্য আমাদের ঋজুভাবে স্থিত কর ॥৩॥

টীকা— সায়ন- তৃণস্কন্দ-তৃণের ন্যায় তুচ্ছজীবী

(সূক্ত-১৭৩)

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৩।

গায়ৎ সাম নভন্যং যথা বের্চাম তদ্ বাবৃধানং স্বর্বৎ।
গাবো ধেনবো বর্হিষ্যদব্ধা আ যৎ সদ্মানং দিব্যং বিবাসান্ ॥১॥

তিনি সামগান করেন আকাশচারী (পক্ষীর) মত উচ্চস্বরে; আমরা সেই স্তুতি করি যা স্বর্গীয় (আলোকের) মত প্রবর্ধমান হয়; দোহনযোগ্য গাভীসকল নিরুদ্বিগ্নভাবে যেমন বর্হির উপরে অতিথি স্বর্গীয় (ইন্দ্রকে) পরিচর্যা করে (তেমন ভাবে অর্চনা করি) ॥১॥

অর্চদ্ বৃষা বৃষভিঃ স্বেদুহব্যৈর্মৃগো নাশ্নো অতি যজ্জুগুর্য়াৎ।
প্র মন্দর্মনাং গূর্ত হোতা ভরতে মর্যো মিথুনা যজত্রঃ ॥২॥

এই বৃষ (হবির্দাতা), হব্যই যাদের শ্রম, সেই বৃষগণের সঙ্গে স্তুতি করুন আহাররত বন্য পশু যেমন ঘোর রব করে (সেইভাবে)। হে অভিস্তুত (ইন্দ্র)! আনন্দিত হোতা সোৎসাহে স্তুতি করেন, যাগনিষ্পাদক মানব (ঋত্বিক) যুগ্মরূপে (অর্চনা করেন) ॥২॥

নক্ষদ্ধোতা পরি সদ্ম মিতা যন্ ভরদ্ গর্ভমা শরদঃ পৃথিব্যাঃ।
ক্রন্দদশ্বো নয়মানো রুবদ্ গৌরন্তর্দূতো ন রোদসী চরদ্ বাক্ ॥৩॥

হোতা নির্দিষ্ট আসনসকল আবেষ্টন করে গমন করতে করতে অগ্রসর হয়ে থাকেন। পৃথিবীর সংবৎসরের জাত (অন্নাদি) বহন করেন। নিকটে আনয়মান অশ্ব আর্তনাদ করতে থাকে, গাভী রেভন করতে থাকে, দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে বাণী যেন দূতের ন্যায় পরিভ্রমণ করেন ॥৩॥

তা কর্মাষতরাস্মৈ প্র চ্যৌত্নানি দেবয়ন্তো ভরন্তে।
জুজোষদিন্দ্রো দস্মবর্চা নাসত্যেব সুগ্ম্যো রথেষ্ঠাঃ ॥৪॥

সেই সকল ব্যাপকতর যজ্ঞকর্ম তাঁর জন্য করা হয়। দেবতাকে প্রত্যাশী (যজমান)গণ শক্তিবর্ধক কর্ম/ স্তোত্রাদি প্রকৃষ্টভাবে সম্পাদন করেন। বিস্ময়কর তেজঃসম্পন্ন ইন্দ্র সেসকল যেন উপভোগ করেন —তিনি রথারূঢ় এবং নাসত্যদ্বয়ের ন্যায় স্বচ্ছন্দগামী ॥৪॥

তমু ষ্টুহীন্দ্রং যো হ সত্বা যঃ শূরো মঘবা যো রথেষ্ঠাঃ।
প্রতীচশ্চিদ্ যোধীয়ান্ বৃষণ্বান্ ববব্রুষশ্চিত্তমসো বিহন্তা ॥৫॥

সেই ইন্দ্রকে অবশ্যই স্তুতি কর যিনি যথার্থত শক্তিধর, যিনি বীর, মঘবন্ (ধনবান), রথে অধিষ্ঠিত। বিরোধী অপেক্ষাও যুদ্ধে কুশল, বলিষ্ঠ অশ্ববাহিত /বৃষবান তিনি, (ঘনীভূত) অন্ধকার বিনাশ করেন ॥৫॥

প্র যদিত্থা মহিনা নৃভ্যো অস্ত্যরং রোদসী কক্ষ্যে নাস্মৈ।
সং বিব্য ইন্দ্রো বৃজনং ন ভূমা ভর্তি স্বধাবাঁ ওপশমিব দ্যাম্ ॥৬॥

যেহেতু এইভাবে তিনি স্বমহিমায় (অপর) নরগণকে অতিক্রম করেন, দ্যৌ ও পৃথিবী যেন কটিবন্ধের ন্যায় তাঁকে শোভিত করে। ইন্দ্র নিজেকে যেন ভূমিরূপ আবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছেন। সেই স্বরাট দেবতা (যেন) স্বর্গকে শিরোভূষণ করে ধারণ করেন ।।৬।।

টীকা— সায়ণ-স্বধাবান্-অন্নবান্।

সমৎসু ত্বা শূর সতামুরাণং প্রপথিন্তমং পরিতংসয়ধ্যৈ ।
সজোষস ইন্দ্রং মদে ক্ষোণীঃ সূরিং চিদ্ যে অনুমদন্তি বাজৈঃ ॥৭॥

হে বীর! তুমি যুদ্ধসমূহে ব্যাপৃত (যোদ্ধাগণের) বলবর্ধক, তুমি সেনার পুরোগামী, তোমাকে নিকটে আকর্ষণ করার জন্য (বিরোধীরা চেষ্টা করে); ইন্দ্রের প্রতি পরিজনগণ (মরুৎ) যুগপৎ উন্মাদনা প্রকাশ করে, যারা তোমার প্রদত্ত বলের/অন্নের হেতুতেও (তোমাকে) প্রভুকে যজমানরূপে হৃষ্ট করে ।।৭।।

এবা হি তে শং সবনা সমুদ্র আপো যৎ ত আসু মদন্তি দেবীঃ ।
বিশ্বা তে অনু জোষ্যা ভূদ্ গৌঃ সূরীঁশ্চিদ্ যদি ধিষা বেষি জনান্ ॥৮॥

এইভাবে যেহেতু সমুদ্রে (কৃত) সকল তোমার নিকট সুখকর; যখন দ্যোতমানা জলরাশি তোমার জন্য এই সকল (মিশ্রিত দুগ্ধে) হর্ষ সৃষ্টি করে, সকল গাভী (বাক্) ক্রমানুসারে তোমারই প্রীতি উৎপাদয়িত্রী হয়ে থাকেন। যদি তুমি স্তোতৃজনকে এবং (অপর) মানবগণকে প্রজ্ঞার দ্বারা (সমৃদ্ধ করতে) অভিলাষ কর ।।৮।।

টীকা— সায়ণ-সমুদ্রে-অন্তরিক্ষে, Jamison -সমুদ্রে-জল ও সোমের মিশ্রণে।

অসাম যথা সুষখায় এন স্বভিষ্টয়ো নরাং ন শংসৈঃ ।
অসদ্ যথা ন ইন্দ্রো বন্দনেষ্ঠাস্তুরো ন কর্ম নয়মান উক্‌থা ॥৯॥

অতএব আমরা যেন ইঁহার মাধ্যমে প্রকৃষ্ট সহায় সমৃদ্ধ হতে পারি (তথা) উৎকৃষ্ট অভীপ্সিত ফল লাভ করি যেমন রাজা প্রভৃতির (ক্ষেত্রে) প্রশস্তির দ্বারা (হয়ে থাকে)। যেমন ইন্দ্র আমাদের স্তুতিতে অধিষ্ঠান করেন, আমাদের স্তোত্রগুলিকে (অভিমুখে) পরিচালিত করে যেমন কোন শক্তিমান কর্মকে পরিচালনা করেন ।।৯।।

টীকা— ইঁহার -এন- ইন্দ্রের।

বিষ্পর্ধসো নরাং ন শংসৈরস্মাকাসদিন্দ্রো বজ্রহস্তঃ ।
মিত্রায়ুবো ন পূর্পতিং সুশিষ্টৌ মধ্যায়ুব উপ শিক্ষন্তি যজ্ঞৈঃ ॥১০॥

যেমন নেতৃগণকে প্রশস্তি করার জন্য (মানুষ) পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে (তেমনি) 'বজ্রহস্ত ইন্দ্র আমাদের (মিত্র) হয়ে যেন থাকেন'। কোনও নগরস্বামীর সুশাসনে বিদ্যমান হয়ে তাঁর মৈত্রী অভিলাষিগণের ন্যায় তাঁরাও নিজেদের মধ্যে (ইন্দ্রকে) কামনা করে তাঁকে যজ্ঞসমূহ দ্বারা জয় করতে চেষ্টা করেন ।।১০।।

যজ্ঞো হি ষ্মেন্দ্রং কশ্চিদৃন্ধঞ্জুহুরাণশ্চিন্মনসা পরিয়ন্ ।
তীর্থে[১] নাচ্ছা তাতৃষাণমোকো দীর্ঘো ন সিধ্রমা কৃণোত্যধ্বা ॥১১॥

যেহেতু প্রতি যজ্ঞই ইন্দ্রকে সমৃদ্ধতর করে যখন তিনি মনে মনে বিক্ষুব্ধ হয়ে পরিভ্রমণ করেন, যেমন তৃষ্ণার্তকে নিকটস্থিত (জলের) তীরভাগ প্রীত করে, যেমন কোন দীর্ঘ পথ অভীষ্টপ্রাপ্ত পুরুষকে গৃহের প্রতি আনয়ন করে ।।১১।।

১. তীর্থ— জলধারা উত্তরণের ঘাট

মো ষূ ণ ইন্দ্রাত্র পৃৎসু দেবৈরস্তি হি ষ্মা তে শুষ্মিন্নবয়াঃ ।
মহশ্চিদ্ যস্য মীহ্লুষো যব্যা হবিষ্মতো মরুতো বন্দতে গীঃ ॥১২॥

হে ইন্দ্র! এইখানে দেবগণের (মহৎগণের) সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের (সংপৃক্ত) কোরো না। হে বলবান! এখানে তোমার যজ্ঞভাগ বর্তমান আছে সেই হবির্দাতার নিকট হতে যার জলধারার ন্যায় স্তুতি, মঙ্গলকারী মহান মরুৎগণকেও অবশ্যই বন্দনা করে ।।১২।।

এষ স্তোম ইন্দ্র তুভ্যমস্মে এতেন গাতুং হরিবো বিদো নঃ ।
আ নো ববৃত্যাঃ সুবিতায় দেব বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥১৩॥

হে ইন্দ্র! তোমার উদ্দেশে আমাদের এই স্তোত্র (স্তোম)। এর দ্বারা, হে হরীবান্ (পিঙ্গল অশ্ববান) আমাদের প্রতি আগমনের (পথ) জ্ঞাত হও। হে দেব! আমাদের শোভন গমনের জন্য (আমাদের প্রতি) আবর্তিত হও। যেন আমরা প্রভূত অন্ন, বল ও দীর্ঘজীবন লাভ করি ।।১৩।।

(সূক্ত-১৭৪)

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

ত্বং রাজেন্দ্র যে চ দেবা রক্ষা নৃন্ পাহ্যসুর ত্বমস্মান্।
ত্বং সৎপতির্মঘবা নস্তরুত্রস্ত্বং সত্যো বসবানঃ সহোদাঃ ॥১॥

হে ইন্দ্র! তুমি সকল দেবগণের অধিপতি। শ্রেষ্ঠ নরগণকে, আমাদের পালন কর। হে প্রভু, (অসুর/শত্রুনাশক) আমাদের রক্ষা কর। হে সম্পদের অধীশ্বর, তুমি বীরগণের নেতা, আমাদের উদ্ধারকর্তা, তুমি বিশ্বসনীয়, প্রভূত ধনবান এবং বিজয়দাতা ।।১।।

দনো বিশ ইন্দ্র মৃধ্রবাচঃ সপ্ত যৎ পুরঃ শর্ম শারদীর্দর্ৎ।
ঋণোরপো অনবদ্যার্ণা যূনে বৃত্রং পুরুকুৎসায় রন্ধীঃ ॥২॥

তুমি সেই সকল কটুভাষী জনগোষ্ঠীকে দমন করেছিলে ইন্দ্র, যখন তুমি তাদের সুখের আশ্রয় সপ্ত শারদ দুর্গকে বিধ্বস্ত করেছিলে। হে অনিন্দ্য! তুমি বন্যার/সমুদ্রের জলকে বিশেষভাবে প্রবাহিত করেছিলে, যুবক পুরুকুৎস-এর জন্য বৃত্রকে হনন করেছিলে ।।২।।

অজা বৃত ইন্দ্র শূরপত্নীর্দ্যাং চ যেভিঃ পুরুহূত নূনম্।
রক্ষো অগ্নিমশুষং তূর্বযাণং সিংহো ন দমে অপাংসি বস্তোঃ ॥৩॥

যে সেনাবাহিনীর অধিপতিগণ বীর সেই (সকল) বাহিনীকে পরিচালিত কর এবং তাদের (মরুৎগণকেও) ইন্দ্র, হে পুরুহূত যাদের সঙ্গে এখন স্বর্গ (জয় কর), তাদেরই সঙ্গে, অশান্ত, দ্রুতগমনশীল সিংহের ন্যায় অগ্নিকে রক্ষা কর, তাঁর কর্মসমূহকে উষাকালে গৃহে গৃহে (রক্ষা কর) ।।৩।।

শেষন্ নু ত ইন্দ্র সস্মিন্ যোনৌ প্রশস্তয়ে পবীরবস্য মহ্না।
সৃজদর্ণাংস্যব যদ্ যুধা গাস্তিষ্ঠদ্ধরী ধৃষতা মৃষ্ট বাজান্ ॥৪॥

হে ইন্দ্র! তোমার (শত্রুগণ) তীক্ষ্ণ অস্ত্রের গৌরব হেতুতে একই স্থানে/অন্তরীক্ষে ক্ষিপ্রভাবে তোমার প্রশংসার জন্য শায়িত থাকবে। যখন যুদ্ধের কারণে তিনি জলস্ফীতি সৃষ্টি করেছিলেন, গাভীগুলি নিম্নাভিমুখে স্থিত ছিল, পিঙ্গল অশ্বদ্বয়ে আরোহণ করে সবলে তিনি সম্পদ জয় করেছিলেন ।।৪।।

টীকা— পবীরব—ধাতব তীক্ষ্ণাস্ত্র, সায়ণ —গাঃ —গমন কর।

বহ কুৎসমিন্দ্র যস্মিঞ্চাকন্ৎস্যূমন্যূ ঋজ্রা বাতস্যাশ্বা।
প্র সূরশ্চক্রং বৃহতাদভীকে ঽভি স্পৃধো যাসিষদ্ বজ্রবাহুঃ ॥৫॥

কুৎসকে বহন করে আন হে ইন্দ্র, যার প্রতি তুমি প্রসন্নমনা। বায়ুর ঋজুগতি অশ্বদ্বয়কে স্থাপন কর। অতঃপর যুদ্ধে সূর্যের চক্রকে উর্ধ্বে প্রকাশিত কর। বজ্র-হস্ত (ইন্দ্র) বিরোধিগণের প্রতি আক্রমণ করেন ।।৫।।

জঘন্বাঁ ইন্দ্র মিত্রেরূঞ্চোদপ্রবৃদ্ধো হরিবো অদাশূন্।
প্র যে পশ্যন্নর্যমণং সচায়োস্ত্বয়া শূর্তা বহমানা অপত্যম্ ॥৬॥

হে ইন্দ্র! হে হরীঅশ্বদ্বয়যুক্ত! তুমি মিত্রদের যারা শত্রু তাদের বধ করেছিলে, প্রেরণার দ্বারা অধিক বলশালী হয়ে, অ(হবিঃ)দাতা (যাগহীন) কে বিনাশ করেছিলে। যাঁরা পূর্বে অর্যমনকে এই দুইজনের (মিত্র ও বরুণের) সঙ্গে দেখেছিলেন তাঁরা তোমার দ্বারা সসন্তান অপসারিত হয়েছিলেন ।।৬।।

টীকা— সায়ণ—চোদ-স্তোত্র, আয়োঃ সচা—মিত্রা বরুণের সঙ্গে।

রপৎ কবিরিন্দ্রার্কসাতৌ ক্ষাং দাসায়োপবর্হণীং কঃ।
করৎ তিস্রো মঘবা দানুচিত্রা নি দুর্যোণে কুযবাচং মৃধি শ্রেৎ ॥৭॥

ইন্দ্র! ঋষি কবি (উশনা কাব্য?) অন্নের জন্য (সূর্যালোকলাভের জন্য) স্তুতি করেছিলেন। তিনি দাসের জন্য ভূমিকে শয্যা/ আচ্ছাদনে পরিণত করেছিলেন। সেই ধনবান (মঘবা) তিন (ভুবনকে?) দানের দ্বারা সমুজ্জ্বল করেছেন এবং কুযবাচ (নামে রাজাকে)/অপভাষীকে দুঃখজনক স্থানে যুদ্ধ দ্বারা হনন করেছেন ।।৭।।

সনা তা ত ইন্দ্র নব্যা আগুঃ সহো নভোঽবিরণায় পূর্বীঃ।
ভিনৎ পুরো ন ভিদো অদেবীর্ননমো বধরদেবস্য পীয়োঃ ॥৮॥

ইন্দ্র! তোমার সেই সকল (কর্ম) প্রাক্তন, নূতনতর (স্তোতৃগণ) আগমন করেছেন/(সেকথা) গান করেছেন। তুমি জয় করেছ এবং বহু (পুরী) কে চিরদিনের জন্য (দেবহীনদের) আনন্দ দূর করার জন্য বিনাশ করেছ। দুর্গসকলের মতো তুমি দেবহীন জনগোষ্ঠীগুলিকে ধ্বস্ত করেছ, এবং দেবহীন নিন্দুকের অস্ত্রসকলকে আনত করেছ ।।৮।।

ত্বং ধুনিরিন্দ্র ধুনিমতীর্ঋণোরপঃ সীরা ন স্রবন্তীঃ।
প্র যৎ সমুদ্রমতি শূর পর্ষি পারয়া তুর্বশং যদুং স্বস্তি ॥৯॥

তুমি প্রকম্পনকারী, ইন্দ্র! তুমি আলোড়িত জলরাশিকে সরণশীল করেছ যেন নদীর মতো প্রবাহিত। হে বীর! যখন তুমি সমুদ্র উত্তরণ করবে, তুর্বশকে ও যদুকে মঙ্গলের জন্য পালন কোরো ॥৯॥

ত্বমস্মাকমিন্দ্র বিশ্বধ স্যা অবৃকতমো নরাং নৃপাতা।
স নো বিশ্বাসাং স্পৃধাং সহোদা বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥১০॥

ইন্দ্র তুমি আমাদের প্রতি সকল সময়ে/সর্বপ্রকারে যেন হিংস্র পশুকে দূরে রাখ (শ্রেষ্ঠ নেতা হয়ে থাক)। আমাদের নিকটজনের সর্বদা রক্ষাকারী হও। তুমি সকল যোদ্ধার প্রতি জয়শীল বল দাও। আমরা যেন প্রভূত ..... ইত্যাদি ॥১০॥ পূর্ব শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(সূক্ত-১৭৫)

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। অনুষ্টুপ্,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

মৎস্যপায়ি তে মহঃ পাত্রস্যেব হরিবো মৎসরো মদঃ।
বৃষা তে বৃষ্ণ ইন্দুর্বাজী সহস্রসাতমঃ ॥১॥

উৎফুল্ল হও, হে হরি, (পিঙ্গল) অশ্বদ্বয়ের অধিপতি। তোমার শক্তি/যশ (সোম) পাত্রের মদিরতাদায়ক নেশার মতোই (তোমার দ্বারা) পীত হয়েছে। হে শক্তিমান/বর্ষয়িতা তোমার জন্য শক্তি সঞ্চারক/আহ্লাদক (পানীয়) বিন্দু, যা অন্নবান এবং সহস্র (বিষয়) জয়ে শ্রেষ্ঠ ॥১॥

আ নস্তে গন্তু মৎসরো বৃষা মদো বরেণ্যঃ।
সহাবাঁ ইন্দ্র সানসিঃ পৃতনাষাড়মর্ত্যঃ ॥২॥

আমাদের মাদকতাদায়ক, শ্রেষ্ঠ (বল) বর্ষয়িতা মত্ততা, যা গ্রহণীয় তা তোমার প্রতি আগমন করুক। হে ইন্দ্র! তা বলবান, সম্ভোগ্য, যুদ্ধে জয়শীল এবং অক্ষয় ॥২॥

ত্বং হি শূরঃ সনিতা চোদয়ো মনুষো রথম্।
সহাবান্ দস্যুমব্রতমোষঃ পাত্রং ন শোচিষা ॥৩॥

(কারণ) তুমি বীর, যুদ্ধ জয়ী, মানুষের রথকে গতিসম্পন্ন কর, হে বলবান যাগহীন দস্যুকে (অগ্নি) শিখার দ্বারা পাত্রবিশেষের মতো দহন কর ॥৩॥

মুষায় সূর্যং কবে চক্রমীশান ওজসা।
বহ শুষ্ণায় বধং কুৎসং বাতস্যাশ্বৈঃ ॥৪॥

তোমার (নিজ) বলে সমর্থ হয়ে হে ক্রান্তদর্শিন্ তুমি সূর্যের চক্র হরণ করেছ। শুষ্ণের প্রতি বায়ুর অশ্বগুলির দ্বারা কুৎসকে, তার মৃত্যুরূপে বহন কর ॥৪॥

শুষ্মিন্তমো হি তে মদো দ্যুম্নিন্তম উত ক্রতুঃ।
বৃত্রঘ্না বরিবোবিদা মংসীষ্ঠা অশ্বসাতমঃ ॥৫॥

তোমার মত্ত হর্ষ বলবত্তম এবং কর্মক্ষমতা সর্বাধিক উজ্জ্বল। এই হেতুতে শত্রু (বৃত্র) হন্তা, ব্যাপক কর্মকৃৎ/ ধনপ্রাপক(তুমি) শ্রেষ্ঠ অশ্ব বিজেতারূপে জ্ঞাত হয়ে থাক ॥৫॥

যথা পূর্বেভ্যো জরিতৃভ্য ইন্দ্র ময় ইবাপো ন তৃষ্যতে ৰভূথ।
তামনু ত্বা নিবিদং জোহবীমি বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥৬॥

যেমনভাবে পূর্বতন স্তোতৃগণের প্রতি হে ইন্দ্র, সর্বদা তৃষ্ণার্তের প্রতি জলের মতো তৃপ্তিকর হয়েছিলে সেইভাবে তোমার প্রতি সেই নিবিদ (স্তুতি বিঃ) বারংবার পাঠ করি। আমরা যেন প্রভূত অন্ন, বল ও দীর্ঘজীবন লাভ করি ॥৬॥

(সূক্ত-১৭৬)

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। অনুষ্টুপ্,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

মৎসি নো বস্য ইষ্টয় ইন্দ্রমিন্দো বৃষা বিশ।
ঋঘায়মাণ ইন্বসি শত্রুমন্তি ন বিন্দসি ॥১॥

উৎফুল্ল হও। আমাদের জন্য কল্যাণ অন্বেষণের উদ্দেশে হে ইন্দু (সোমরস) (কাম্য) বর্ষয়িতারূপে ইন্দ্রে আবিষ্ট হও। (শত্রুগণকে) হিংসা করতে করতে তুমি কম্পিত হও, এবং কোনও শত্রুকে সম্মুখবর্তীরূপে প্রাপ্ত হও না ॥১॥

তস্মিন্না বেশয়া গিরো য একশ্চর্ষণীনাম্ ।
অনু স্বধা যমুপ্যতে যবং ন চর্কৃষদ্ বৃষা ॥২॥

তাঁতে আমাদের স্তুতিগুলি সন্নিবেশিত হোক, যিনি মনুষ্যগণের অদ্বিতীয় (নেতা), যাঁর প্রতি স্বতন্ত্র ক্ষমতা/ (হবিরূপ) অন্ন প্রদান করা হয় যেমন করে বর্ষক (কৃষক) যবসকল কর্ষণ করে থাকে ॥২॥

যস্য বিশ্বানি হস্তয়োঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাং বসু ।
স্পাশয়স্ব যো অস্মধ্রুগ্দিব্যেবাশনির্জহি ॥৩॥

যার হস্তদ্বয়ে পঞ্চজনগোষ্ঠীর সকল সম্পদ (নিহিত), যে আমাদের প্রতি আঘাত করে, তাকে নির্দেশিত কর। আকাশ হতে আগত বজ্রের মতো, তাকে হত্যা কর ॥৩॥

টীকা— সায়ণ—পঞ্চজনগোষ্ঠী ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ ও নিষাদগোষ্ঠী।

অসুন্বন্তং সমং জহি দূণাশং যো ন তে ময়ঃ ।
অস্মভ্যমস্য বেদনং দদ্ধি সূরিশ্চিদোহতে ॥৪॥

যে সোমাভিষবন করছে না তাকে নির্বিশেষে হত্যা কর। যাকে বিনাশ করা কঠিন, যে তোমাকে আনন্দ দেয় না তার সম্পদ আমাদেরও দাও, যদ্যপি সে নিজেকে যজমান রূপে জ্ঞাপন করে ॥৪॥

টীকা— সায়ণ— সোমাভিষবন করছে না-যাগহীন।

আবো যস্য দ্বিবর্হসো ঽর্কেষু সানুষগসৎ ।
আজাবিন্দ্রস্যেন্দো প্রাবো বাজেষু বাজিনম্ ॥৫॥

হে ইন্দু! (সোম) তুমি তাকে সহায়তা করেছিলে, দ্বিবিধ কর্মযুক্ত যার স্তোত্রসমূহ অবিরত গীত হয়েছিল, যখন ইন্দ্রের (কৃত) যুদ্ধকালে তুমি সেই শক্তিমানকে প্রকৃষ্টভাবে রক্ষা/সহায়তা করেছিলে ॥৫॥

যথা পূর্বেভ্যো জরিতৃভ্য ইন্দ্র ময় ইবাপো ন তৃষ্যতে বভূথ ।
তামনু ত্বা নিবিদং জোহবীমি বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥৬॥

পূর্ব স্তোত্রের অন্তিম শ্লোকে অনূদিত ॥৬॥

(সূক্ত-১৭৭)

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

আ চর্ষণিপ্রা বৃষভো জনানাং রাজা কৃষ্টীনাং পুরুহূত ইন্দ্রঃ ।
স্তুতঃ শ্রবস্যন্নবসোপ মদ্রিগ্যুক্ত্বা হরী বৃষণা যাহ্যর্বাঙ্ ॥১॥

মানবসকলের প্রীতিকর, সকলজনের কামনাপূরক/নেতা, বিবিধ জাতিগণের অধীশ্বর বারংবার আহূত ইন্দ্র (আমাদের) অভিমুখে (বিরাজিত)। অভিস্তুত হয়ে, যশের অভিলাষ করে, আমার প্রতি সহায়তার সঙ্গে উভয় বলশালী পিঙ্গল অশ্বকে সংযুক্ত করে এই দিকে আগমন করুন ॥১॥

যে তে বৃষণো বৃষভাস ইন্দ্র ব্রহ্মযুজো বৃষরথাসো অত্যাঃ ।
তাঁ আ তিষ্ঠ তেভিরা যাহ্যর্বাঙ্ হবামহে ত্বা সুত ইন্দ্র সোমে ॥২॥

তোমার বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অশ্বদ্বয়, যা ব্রহ্ম(স্তুতি)দ্বারা সংযোজিত, হে ইন্দ্র! যা কামনাপূর্ণকারী রথের সঙ্গে নিযুক্ত, সেই দুটিতে আরোহণ কর, তাদের সাহায্যে এই দিকে এস। আমরা সোমরস অভিষবন করে তোমাকে আহ্বান করছি ॥২॥

আ তিষ্ঠ রথং বৃষণং বৃষা তে সুতঃ সোমঃ পরিষিক্তা মধূনি ।
যুক্ত্বা বৃষভ্যাং বৃষভ ক্ষিতীনাং হরিভ্যাং যাহি প্রবতোপ মদ্রিক্ ॥৩॥

শক্তিমান রথে আরোহণ কর। তোমার জন্য কামনাবর্ষক সোমষবন করা হয়েছে (তথা) মধু চতুর্দিকে সিঞ্চিত হয়েছে। বলশালী দুই পিঙ্গল অশ্বযোগে দ্রুতগতি (পথে) আমার মতো একজনের অভিমুখে অবতরণ কর, হে মনুষ্যগণের বলবান নেতা ॥৩॥

অয়ং যজ্ঞো দেবয়া অয়ং মিয়েধ ইমা ব্রহ্মাণ্যয়মিন্দ্র সোমঃ ।
স্তীর্ণং বর্হিরা তু শক্র প্র যাহি পিবা নিষদ্য বি মুচা হরী ইহ ॥৪॥

এই যজ্ঞ দেবতাভিমুখী। এই (যজ্ঞের) পশু, এই সকল পবিত্রমন্ত্র (ব্রহ্ম), এই সোমরস (রক্ষিত)। হে ইন্দ্র! বর্হি বিস্তৃত করা হয়েছে। হে সক্ষম ইন্দ্র, তুমি আগমন কর, এইখানে উপবেশন করে সোমপান কর। তোমার পিঙ্গল অশ্ব দুটিকে এখানে মুক্ত করে দাও ॥৪॥

আ সংস্তুত ইন্দ্র যাহ্যর্বাঙুপ ব্রহ্মাণি মান্যস্য কারোঃ ।
বিদ্যাম বস্তোরবসা গৃণন্তো বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥৫॥

হে যথাযথ স্তুত ইন্দ্র! স্তোতা মান্যের মন্ত্রের প্রতি এই স্থানে আগমন কর। আমরা উষাকালে স্তুতিরত হয়ে তোমার সহায়তা দ্বারা যেন জ্ঞাত হই— যেন আমরা প্রভূত বল ও অন্ন এবং দীর্ঘজীবন লাভ করি ॥৫॥

(সূক্ত-১৭৮)

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৫।

যদ্ধ স্যা ত ইন্দ্র শ্রুষ্টিরস্তি যয়া বভূথ জরিতৃভ্য ঊতী ।
মা নঃ কামং মহয়ন্তমা ধগ্বিশ্বা তে অশ্যাং পর্যাপ আয়োঃ ॥১॥

ইন্দ্র, যেহেতু তোমার সেই অভিনিবেশ অবধান অদ্যাপি বর্তমান যার কারণে তুমি (পূর্বজ) স্তোতৃগণের সহায়তা সাধন করেছ। (তোমার) মহিমব্যঞ্জক আমাদের প্রার্থনাকে অপূর্ণ রেখো না। তোমার (অনুগ্রহে) সকল মানুষের প্রাপ্তব্য বিষয় যেন লাভ করতে পারি ॥১॥

ন ঘা রাজেন্দ্র আ দভন্নো যা নু স্বসারা কৃণবন্ত যোনৌ ।
আপশ্চিদস্মৈ সুতুকা অবেষন্ গমন্ন ইন্দ্রঃ সখ্যা বয়শ্চ ॥২॥

যেন রাজা ইন্দ্র আমাদের হতাশ না করেন; যে সকল কর্ম ভগিনীদ্বয় (দিবা ও রাত্রি?) তাঁদের নিজ স্থানে সম্পাদন করবেন (সেই বিষয়ে)। এর জন্য সুষ্ঠুভাবে উৎসারিত জলরাশি ব্যাপ্ত হয়েছে। ইন্দ্র যেন আমাদের উদ্দেশে বন্ধুত্ব ও দীর্ঘ জীবনকাল সহ আগমন করেন ॥২॥

জেতা নৃভিরিন্দ্রঃ পৃৎসু শূরঃ শ্রোতা হবং নাধমানস্য কারোঃ ।
প্রভর্তা রথং দাশুষ উপাক উদ্যন্তা গিরো যদি চ ত্মনা ভূৎ ॥৩॥

যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী (যোদ্ধা) ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ নরগণের সঙ্গে বিজয় করেন, তিনি প্রার্থনারত স্তোতার আহ্বান শোনেন। তাঁর রথকে তিনি (হবিঃ) দাতার সমীপে আনয়ন করেন, এবং যখন স্তোতা অনন্যপ্রেরিত হয়ে স্তুতিসমূহ উদ্ ঘোষণা করেন (তখনও সমীপে আসেন) ॥৩॥

এবা নৃভিরিন্দ্রঃ সুশ্রবস্যা প্রখাদঃ পৃক্ষো অভি মিত্রিণো ভূৎ ।
সমর্য ইষঃ স্তবতে বিবাচি সত্রাকরো যজমানস্য শংসঃ ॥৪॥

এইভাবে ইন্দ্র তাঁর উৎকৃষ্ট নরগণের সঙ্গে, শোভন খ্যাতির অভিলাষ করে। বলবর্ধক এবং মিত্রগণের প্রদত্ত পবিত্র অন্ন প্রকর্ষের সঙ্গে ভক্ষণ করেন। যজমানের নিয়ত বলবর্ধক প্রশস্তি যুদ্ধকালে বিবিধ বাক্যের কোলাহলের মধ্যেও স্তুত হয়ে থাকে ॥৪॥

টীকা— অথবা অন্নের জন্য যুদ্ধকালে এবং বিবাদকালে সর্বভাবে সক্রিয় রূপে তিনি যজমানের প্রশস্তি দ্বারা স্তুত হয়ে থাকেন।

ত্বয়া বয়ং মঘবন্নিন্দ্র শত্রূনভি ষ্যাম মহতো মন্যমানান্ ।
ত্বং ত্রাতা ত্বমু নো বৃধে ভূর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥৫॥

হে মঘবন্ (ধনবান) ইন্দ্র! তোমার সহায়তা দ্বারা আমরা যেন সেইসব শত্রুকে দমন করতে পারি যারা নিজেদের শক্তিধর/মহান মনে করে। তুমি আমাদের উদ্ধারকর্তা, এবং আমাদের সমৃদ্ধির জন্য বর্তমান থাকো। অবশিষ্ট পূর্বশ্লোক অনূদিত ॥৫॥

(সূক্ত-১৭৯)

লোপামুদ্রা ১-২, অগস্ত্য ৩, ৪ শিষ্য ৫, ৬ (অনুক্রমণী অনুযায়ী দেবতা-রতি। ছন্দ-ত্রিষ্টুভ-বৃহতী-৫)। ঋক সংখ্যা-৬।

পূর্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষা বস্তোরুষসো জরয়ন্তীঃ ।
মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনামপ্যূ নু পত্নীর্বৃষণো জগম্যুঃ ॥১॥

[লোপামুদ্রা] আমি বিগত শরৎ ঋতুগুলি ধরে পরিশ্রম করছি, রাত্রি ও দিবাকালে, জীর্ণকারিণী উষাকালগুলিতে। বয়োবৃদ্ধি দেহের সৌন্দর্যকে ক্ষয় করে। এখনও পুরুষের পত্নীর প্রতি গমন করা সংগত ॥১॥

যে চিদ্ধি পূর্ব ঋতসাপ আসন্ ৎসাকং দেবেভিরবদন্নৃতানি ।
তে চিদবাসুর্নহ্যন্তমাপুঃ সমূ নু পত্নীর্বৃষভির্জগম্যুঃ ॥২॥

[লোপামুদ্রা] পূর্বকালে যে সকল সত্যসন্ধ (মহর্ষিগণ) ছিলেন, যাঁরা দেবগণের সঙ্গে চিরন্তন বিধিসকল ঘোষণা করেছেন, তাঁরাও সংকল্প করেছেন কিন্তু অন্তভাগ সম্পাদন করেন নি। অতএব এখন পত্নীগণই পুরুষের সঙ্গে যেন সঙ্গমন করে ।।২।।

ন মৃষা শ্রান্তং যদবন্তি দেবা বিশ্বা ইৎ স্পৃধো অভ্যশ্নবাব ।
জযাবেদত্র শতনীথমাজিং যৎ সম্যঞ্চা মিথুনাবভ্যজাব ॥৩॥

[অগস্ত্য] যাকে দেবগণ সহায়তা করেন সেই পূর্বকৃত শ্রম ব্যর্থ নয়। আমরা উভয়ে সকল প্রতিস্পর্ধীকে অতিক্রম করব। আমরা উভয়ে অসংখ্য উপায়সাধক এই দ্বন্দ্বকে জয় করব যখন সুষ্ঠুভাবে পরস্পর সংবদ্ধ দম্পতিরূপে (আমরা) সম্ভোগ সম্পাদন করব ।।৩।।

নদস্য মা রুধতঃ কাম আগন্নিত আজাতো অমুতঃ কুতশ্চিৎ ।
লোপামুদ্রা বৃষণং নী রিণাতি ধীরমধীরা ধয়তি শ্বসন্তম্ ॥৪॥

[অগস্ত্য] সঙ্গমেচ্ছুক বৃষভের কামনা আমাতে সমাগত হয়েছে; এখান হতে, ওখান হতে সর্বস্থান হতে সঞ্জাত(কামনা)। লোপামুদ্রা শ্রেষ্ঠ/বলিষ্ঠ (আমার) প্রতি বিশেষভাবে আগমন কর। ধীমন্ত, শ্বসনরত/মহাবলকে চঞ্চলা স্ত্রী উপভোগ করেন ।।৪।।

ইমং নু সোমমন্তিতো হৃৎসু পীতমুপ ব্রুবে ।
যৎ সীমাগশ্চকৃমা তৎ সু মৃলতু পুলুকামো হি মর্ত্যঃ ॥৫॥

(শিষ্য) এই আমার অন্তরস্থ (সদ্যঃ) পীত সোমরসকে আমি নিবেদন করছি, আমাদের কৃত যে কোনও পাপ (তুমি) ক্ষমা কোরো; কারণ পার্থিব মানুষ বহু কামনায় (আবদ্ধ) ।।৫।।

অগস্ত্যঃ খনমানঃ খনিত্রৈঃ প্রজামপত্যং বলমিচ্ছমানঃ ।
উভৌ বর্ণাবৃষিরুগ্রঃ পুপোষ সত্যা দেবেষ্বাশিষো জগাম ॥৬॥

এইভাবে অগস্ত্য খননযন্ত্রের সাহায্যে উৎখননরত হয়ে কঠোর উদ্যমে শ্রম করতে করতে বংশধর, সন্তান এবং ক্ষমতার অভিলাষ করে, সেই শক্তিমান ঋষি দুই বর্ণকে (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়?) পোষণ করেছিলেন এবং দেবগণের মধ্যে তাঁর কামনার পূর্তি যথার্থ হয়েছিল ।।৬।।

টীকা— সায়ণ ও Jamison উভৌ বর্ণৌ—কামনা এবং তপস্যা।

অনুবাক-২৪

(সূক্ত-১৮০)

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১০।

যুবো রজাংসি সুযমাসো অশ্বা রথো যদ্ বাং পর্যর্ণাংসি দীয়ৎ ।
হিরণ্যয়া বাং পবয়ঃ প্রুষায়ন্ মধ্বঃ পিবন্তা উষসঃ সচেথে ॥১॥

তোমাদের অশ্বদ্বয় সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রিত হয়ে লোকে লোকে (ভ্রমণ করে) যখন তোমাদের রথ সমুদ্র-সকলের চারিদিকে গমন করে। তোমাদের স্বর্ণময় (চক্র) নেমি সকল (মধু?) সিঞ্চন করে, মধু পান করে তোমরা উষাকালে একত্র সমাগত হও ।।১।।

যুবমত্যস্যাব নক্ষথো যদ্ বিপত্মনো নর্যস্য প্রযজ্যোঃ ।
স্বসা যদ্ বাং বিশ্বগূর্তী ভরাতি বাজায়েট্টে মধুপাবিষে চ ॥২॥

তোমরা উভয়ে ব্যাপক গমনকারী এবং মনুয্যের উপকারী, প্রকৃষ্টভাবে পূজনীয় অশ্বের গমনের দ্বারা অবতরণ কর। হে সকলের দ্বারা স্তুত, মধু পানকারী (দেব)দ্বয়, তোমাদের ভগিনী (উষা) যখন তোমাদের বহন করে আনেন, এবং (যজমান) তোমাদের একান্তভাবে স্তুতি করেন বলের জন্য ও অন্নের জন্য ।।২।।

যুবং পয় উস্রিয়ায়ামধত্তং পক্বমামায়ামব পূর্ব্যং গোঃ ।
অন্তর্যদ্ বনিনো বামৃতপ্সূ হ্বারো ন শুচির্যজতে হবিষ্মান্ ॥৩॥

তোমরা রক্তিমবর্ণা (গাভী) তে দুগ্ধ পূরিত করেছ—অপক্কের মধ্যে পরিপক্ককে, গাভীর (মধ্যে) পূর্বোৎপন্ন (দুগ্ধকে) পৃথক্ করেছ। যে (দুগ্ধ) কাষ্ঠপাত্রে তোমাদের প্রতি প্রদত্ত হয়েছে যেন কোনও বৃক্ষাদি মধ্যে দীপ্যমান কুটিলগতি সর্প, হে সত্য স্বরূপ (অশ্বিন) দ্বয় । হবিঃ সহ যজমান যজ্ঞ করছেন ।।৩।।

যুবং হ ঘর্মং মধুমন্তমত্রয়ে ঽপো ন ক্ষোদোঽবৃণীতমেষে ।
তদ্ বাং নরাবশ্বিনা পশ্বইষ্টী রথ্যেব চক্রা প্রতি যন্তি মধ্বঃ ॥৪॥

তোমরা উভয়ে অত্রির জন্য তাঁর ইচ্ছায়, উত্তপ্ত পানীয়কে মধুর আস্বাদী করে এখানে জলের প্রবাহের ন্যায় প্রেরণ করার জন্য প্রযত্ন করেছিলে। ইদানীং হে নেতৃদ্বয়, অশ্বিনদ্বয়, তোমাদের রথের চক্রসকল যেন পশুর অন্বেষণে রত এবং মধুর (পানীয়) তোমাদের প্রতি গমন করছে ।।৪।।

আ বাং দানায় ববৃতীয় দস্রা গোরোহেণ তৌগ্র্যো ন জিব্রিঃ ।
অপঃ ক্ষোণী সচতে মাহিনা বাং জূর্ণো বামক্ষুরংহসো যজত্রা ।।৫।।

তুগ্রের কালজীর্ণ পুত্রের ন্যায় আমি যেন, হে অদ্ভুতকর্মাদ্বয়, গাভী দান করার জন্য তোমাদের এই অভিমুখে পরাবর্তিত করতে পারি। হে মহানদ্বয়, জলরাশির (ন্যায়) এক উচ্চ রব তোমাদের সঙ্গে বিদ্যমান; হে যজ্ঞার্হদ্বয়, তোমাদের (প্রসাদে) জরাগ্রস্ত (যজমান) (আমি) যেন দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করি ।।৫।।

নি যদ্ যুবেথে নিযুতঃ সুদানূ উপ স্বধাভিঃ সৃজথঃ পুরংধিম্ ।
প্রেষদ্ বেষদ্ বাতো ন সূরিরা মহে দদে সুব্রতো ন বাজম্ ।।৬।।

হে শোভনদাতা দ্বয়, যখন তোমাদের নিযুক্ত (অশ্বগুলি) চালনা কর, স্বতন্ত্র শক্তির বলে সমীপদেশে প্রভূত (সম্পদ) প্রেরণ কর; স্তোতা বায়ুর ন্যায় ক্ষিপ্রভাবে (তোমাদের প্রতি) পরিচর্যা প্রেরণ করেন এবং তৃপ্তি বিধান করেন। শোভন কর্মোপেত ব্যক্তির ন্যায় তিনি সমৃদ্ধির জন্য অন্ন লাভ করেন ।।৬।।

বয়ং চিদ্ধি বাং জরিতারঃ সত্যা বিপন্যামহে বি পণির্হিতাবান্ ।
অধা চিদ্ধি ষ্মাশ্বিনাবনিন্দ্যা পাথো হি ষ্মা বৃষণাবন্তিদেবম্ ।।৭।।

যখন আমরা, তোমাদের যথার্থ স্তোতৃবৃন্দ, বিবিধ ভাবে স্তুতি করছি, পণি (যাগহীন বণিক্) সংঘ যেন দূরে বিযুক্ত থাকে। ইদানীং হে দোষহীন অশ্বিনদ্বয়, বলবান্ তোমরা দেবতার নিকটস্থিত জনকে অবশ্যই রক্ষা কর ।।৭।।

যুবাং চিদ্ধি ষ্মাশ্বিনাবনু দ্যূন্ বিরুদ্রস্য প্রস্রবণস্য সাতৌ ।
অগস্ত্যো নরাং নৃষু প্রশস্তঃ কারাধুনীব চিতয়ৎ সহস্রৈঃ ।।৮।।

অশ্বিনদ্বয়! তোমরা উভয়ে, যেহেতু, অবশ্যই প্রতিদিন, রুদ্রগণ (মরুৎ?) ব্যতীত (আহুত সোমরস) প্রথম উৎসারণের বিজয়ে আহুত হয়ে থাক। অগস্ত্য, যিনি মানবগণের মধ্যে প্রখ্যাত, যেন (মন্ত্রজনিত) শব্দের তুমুল রব দ্বারা সহস্র (স্তোত্রের) সঙ্গে মননে রত হয়েছিলেন ।।৮।।

প্র যদ্ বহেথে মহিনা রথস্য প্র স্পন্দ্রা যাথো মনুষো ন হোতা ।
ধত্তং সূরিভ্য উত বা স্বশ্ব্যং নাসত্যা রয়িষাচঃ স্যাম ।।৯।।

যখন তোমাদের রথের মহত্ত্বের সঙ্গে তোমরা সম্মুখ দিকে বাহিত হয়ে থাক, তখন তোমরা মানব হোতার ন্যায় (অগ্রে) গমন কর। হে স্যন্দনশীল (দ্রুতগামী)দ্বয়, আমাদের যজমানগণের জন্য প্রভূত অশ্ব দান কর। যেন আমরা, হে নাসত্যদ্বয়, আমাদের ধনের অংশ লাভ করি ।।৯।।

তং বাং রথং বয়মদ্যা হুবেম স্তোমৈরশ্বিনা সুবিতায় নব্যম্ ।
অরিষ্টনেমিং পরি দ্যামিয়ানং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ।।১০।।

অদ্য, হে অশ্বিনদ্বয়! আমরা তোমাদের রথকে এখানে প্রশস্তিসহ নূতনতর সুস্থিতির জন্য আবাহন করব। যে (রথ) সদা ক্ষয়হীন নেমিসম্পন্ন, যা স্বর্গকে পরিভ্রমণ করে—যেন আমরা প্রভূত......পূর্ব শ্লোক অনূদিত ।।১০।।

(সূক্ত-১৮১)

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৯।

কদু প্রেষ্ঠাবিষাং রয়ীণামধ্বর্যন্তা যদুন্নিনীথো অপাম্ ।
অয়ং বাং যজ্ঞো অকৃত প্রশস্তিং বসুধিতী অবিতারা জনানাম্ ।।১।।

হে প্রিয়তম (দেবতাদ্বয়)! এ কোন শক্তির এবং সম্পদের (অংশ) যা তোমরা, অধ্বর্যুর আচরণ করে, জল হতে উত্তোলন করছ? এই যজ্ঞ তোমাদের খ্যাতিসাধন করেছে, হে সম্পদের দানকর্তা, জনগণের সহায়কারী ।।১।।

আ বামশ্বাসঃ শুচয়ঃ পয়স্পা বাতরংহসো দিব্যাসো অত্যাঃ ।
মনোজুবো বৃষণো বীতপৃষ্ঠা এহ স্বরাজো অশ্বিনা বহন্তু ।।২।।

হে অশ্বিনদ্বয়! উজ্জ্বলবর্ণ, পবিত্র বৃষ্টি-পানকারী অশ্বগুলি, বায়ুবেগ, দিব্য অশ্বসকল তোমাদের এই স্থানের অভিমুখে যেন বহন করে। সেই সকল মনের ন্যায় দ্রুতগতি, কান্তপৃষ্ঠ-সমন্বিত, বলিষ্ঠ (অশ্ব) স্বয়ং দীপ্তিমান ।।২।।

আ বাং রথোঽবনির্ন প্রবত্বান্ ৎসৃপ্রবন্ধুরঃ সুবিতায় গম্যাঃ ।
বৃষ্ণঃ স্থাতারা মনসো জবীয়ানহংপূর্বো যজতো ধিষ্ণ্যা যঃ ॥৩।।

তোমাদের রথ, যা বিস্তীর্ণ পুরোভাগযুক্ত, সুস্থিতির জন্য অভিগামী জলপ্রবাহের ন্যায় যেন এই স্থানে আগমন করে। (সেই রথ) যজনীয় এবং মনের অপেক্ষা দ্রুতবেগ, সর্বদা অগ্রবর্তী এবং বলসম্পন্ন, যে রথে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত তোমরা আরোহণ করেছ ।।৩।।

ইহেহ জাতা সমবাবশীতামরেপসা তন্বা নামভিঃ স্বৈঃ ।
জিষ্ণুর্বামন্যঃ সুমখস্য সূরির্দিবো অন্যঃ সুভগঃ পুত্র উহে ॥৪।।

এই এই স্থানে সম্ভূত উভয়ে সর্বদা কলঙ্কশূন্য শরীরে, নিজ নিজ নামসহ যুগপৎ স্তুতি করেছেন। তোমাদের একজন উত্তম যুদ্ধের জয়শীল নেতা, অপর(জন) স্বর্গের পুত্র, সৌভাগ্য ধারণ করেন ।।৪।।

টীকা— সায়ণ-সুমখ-শোভন যজ্ঞ।

প্র বাং নিচেরুঃ ককুহো বশাঁ অনু পিশঙ্গরূপঃ সদনানি গম্যাঃ ।
হরী অন্যস্য পীপয়ন্ত বাজৈর্মথ্রা রজাংস্যশ্বিনা বি ঘোষৈঃ ॥৫।।

যেন তোমাদের নিশ্চিত বিচরণকারী শ্রেষ্ঠ হিরণ্যরূপ (অশ্ব) তোমাদের ইচ্ছানুসারে (যজ্ঞ) সদনে আগমন করে (যেমন) অপরের পিঙ্গল অশ্বদ্বয় (ইন্দ্রের?)। খাদ্যযোগে আপ্যায়িত হতে হতে, হে অশ্বিদ্বয়, উচ্চস্বরে তারা অন্তরিক্ষলোককে আলোড়িত করবে ।।৫।।

প্র বাং শরদ্বান্ বৃষভো ন নিষ্ষাট্ পূর্বীরিষশ্চরতি মধ্ব ইষ্ণন্ ।
এবৈরন্যস্য পীপয়ন্ত বাজৈর্বেষন্তীরূর্ধ্বা নদ্যো ন আগুঃ ॥৬।।

তোমাদের শরৎকালীন (মেঘের) ন্যায় বিজয়েচ্ছায় নির্গত বলিষ্ঠ (অশ্ব), এবং প্রচুর মধুস্বাদযুক্ত খাদ্য প্রেরণ করে, অপরের (গমন)পথে অগ্রে গমন করে। খাদ্য সহ আপ্যায়িত হতে হতে ব্যাপনশীলা উত্তাল নদীর ন্যায় তারা আমাদের প্রতি আগমন করেছে ।।৬।।

অসর্জি বাং স্থবিরা বেধসা গীর্বাল্হে অশ্বিনা ত্রেধা ক্ষরন্তী ।
উপস্তুতাববতং নাধমানং যামন্নয়ামঞ্ছৃণুতং হবং মে ॥৭।।

তোমাদের প্রতি নিয়ত-কৃত স্তুতি প্রেরিত হয়েছে। হে বিধিনিয়ামক/প্রাজ্ঞ অশ্বিনদ্বয়! (সেই স্তুতি) তিন ভাগে (তৃণ?) বিস্তারের প্রতি প্রবাহিত হয়। যখন তোমাদের প্রতি প্রশস্তি সহ অভিগমন করা হয়, তখন প্রার্থীকে ত্রাণ কর, তোমাদের যাত্রাপথে বা অপথে আমার আহ্বান শ্রবণ কর ।।৭।।

উত স্যা বাং রুশতো বপ্সসো গীস্ত্রিবর্হিষি সদসি পিন্বতে নৄন্ ।
বৃষা বাং মেঘো বৃষণা পীপায় গোর্ন সেকে মনুষো দশস্যন্ ॥৮।।

তোমাদের জন্য এই দ্যুতিময় রূপের (যজ্ঞাগ্নি?) স্তুতি মানুষের (যজ্ঞ)সদনে, যেখানে ত্রিস্তরে দর্ভ বিস্তারিত, সেখানে ব্যাপ্তি লাভ করছে। হে বলিষ্ঠ (দেবদ্বয়)! তোমাদের বর্ষণকারী মেঘ স্ফীত হয়েছে মনুষ্যগণকে আনুকূল্য দেওয়ার জন্য যেন (দুগ্ধ) নিঃসরণের জন্য গাভী ।।৮।।

যুবাং পূষেবাশ্বিনা পুরংধিরগ্নিমুষাং ন জরতে হবিষ্মান্ ।
হুবে যদ্ বাং বরিবস্যা গৃণানো বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥৯।।

হে অশ্বিনদ্বয়! বহুপ্রজ্ঞাশীল হবির্দাতা (যজমান) পূষণের ন্যায় তোমাদের স্তুতি করেন (যেমনভাবে তিনি) অগ্নিকে, উষাকে (স্তুতি করেন)। যখন পরিচর্যায় রত তিনি স্তুতির দ্বারা তোমাদের আহ্বান করেন যেন আমরা প্রভূত......ইত্যাদি ।।৯।। পূর্ব শ্লোক দ্রঃ।

টীকা— Jamison- বরীবস্যা—বিস্তৃত স্থান লাভের ইচ্ছায়

(সূক্ত-১৮২)

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৮।

অভূদিদং বয়ুনমো ষু ভূষতা রথো বৃষণ্বান্ মদতা মনীষিণঃ ।
ধিয়ংজিন্বা ধিষ্ণ্যা বিশ্পলাবসূ দিবো নপাতা সুকৃতে শুচিব্রতা ॥১।।

এই প্রজ্ঞান/যজ্ঞায়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এর জন্য উপস্থিত হও। হে জ্ঞানীগণ, এই রথ শক্তিমান অশ্ব/বৃষ সংযুক্ত। আনন্দিত হও। এঁরা পূজনীয়, বুদ্ধির অনুপ্রেরণা দাতা, বিশ্পলার রক্ষক, স্বর্গের সন্তান দ্বয়, শোভনকর্মার জন্য যাঁদের (নির্দেশিত) বিধি পবিত্র ।।১।।

টীকা— সায়ণ- বিশপলাবসূ= বিশ্ বা প্রজাগণের পালন করার জন্য যাঁদের সম্পদ। বিশ্পলা- রাণী- যাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে জঙ্ঘা ছিন্ন হবার ফলে অশ্বিনদ্বয় লৌহজঙ্ঘা দিয়েছিলেন। দ্রঃ১.১১৬.১৫।

ইন্দ্রতমা হি ধিষ্ণ্যা মরুত্তমা দস্রা দংসিষ্ঠা রথ্যা রথীতমা ।
পূর্ণং রথং বহেথে মধ্ব আচিতং তেন দাশ্বাংসমুপ যাথো অশ্বিনা ॥২॥

যেহেতু তোমরা উভয়ে পূজনীয়, ইন্দ্র (গণের মধ্যে) শ্রেষ্ঠ, মরুৎ-শ্রেষ্ঠ, অদ্ভুত কর্মসকলের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠাতা, এবং রথিগণের মধ্যে সর্বোত্তম রথচালক, মধু পরিপূর্ণ তোমাদের রথকে এইদিকে আনয়ন কর। তার দ্বারা হে অশ্বিনদ্বয়! দাতা (যজমানে)র প্রতি গমন কর ।।২।।

কিমত্র দস্রা কৃণুথঃ কিমাসাথে জনো যঃ কশ্চিদহবির্মহীয়তে ।
অতি ক্রমিষ্টং জুরতং পণেরসুং জ্যোতির্বিপ্রায় কৃণুতং বচস্যবে ॥৩॥

হে অদ্ভুতকর্মা/বলিষ্ঠদ্বয় এখানে কোন কর্মে রত আছ? কেন অবস্থান কর সেই জনের (সঙ্গে) যে হবিঃবিহীন হয়েও পূজিত হয়ে থাকে। তাকে পরিহার কর, পণির জীবনকে বিনাশ কর। মেধাবী কবির জন্য আলোক সৃষ্টি কর ।।৩।।

টীকা— পণি-যাগহীন ভিন্ন গোষ্ঠীর লোক, বিদেশী বণিক্।

জম্ভয়তমভিতো রায়তঃ শুনো হতং মৃধো বিদথুস্তান্যশ্বিনা ।
বাচংবাচং জরিতূ রত্নিনীং কৃতমুভা শংসং নাসত্যাবতং মম ॥৪॥

চিৎকাররত কুকুরগুলিকে সর্বদিক হতে বিনাশ কর। শত্রুগণকে বধ কর। হে অশ্বিনদ্বয়! সেই সকল কর্ম (তোমরা) জান। স্তোতার প্রতিটি বাক্যকে (স্তবকে) রমণীয়/সফল কর। তোমরা উভয়ে, হে নাসত্যদ্বয়! আমার প্রশস্তিকে রক্ষা কর ।।৪।।

যুবমেতং চক্রথুঃ সিন্ধুষু প্লবমাত্মন্বন্তং পক্ষিণং তৌগ্র্যায় কম্ ।
যেন দেবত্রা মনসা নিরূহথুঃ সুপপ্তনী পেতথুঃ ক্ষোদসো মহঃ ॥৫॥

তোমরা তুগ্রর পুত্রের জন্য নদীর বা জলরাশির মধ্যে সেই দৃঢ় নির্মিত, পক্ষসমন্বিত নৌকা (নির্মাণ) করেছিলে, যার সাহায্যে তোমরা দেবগণের অভিগামী চিন্তাসহ তাকে নির্গত করেছিলে এবং সুষ্ঠুভাবে উড্ডয়ন করে প্রবল জলোচ্ছ্বাস হতে উত্তীর্ণ হয়েছিল ।।৫।।

টীকা— তুগ্রপুত্র-ভুজ্যু-দ্রঃ ১,১১৬,৩,৪।

অববিদ্ধং তৌগ্র্যমপ্স্বন্তরনারম্ভণে তমসি প্রবিদ্ধম্ ।
চতস্রো নাবো জঠলস্য জুষ্টা উদশ্বিভ্যামিষিতাঃ পারয়ন্তি ॥৬॥

তুগ্রের পুত্র, জলরাশির মধ্যে অধঃপাতিত (অবস্থায়) আলম্বনহীন হয়ে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত (হলে) চারিটি নৌকা, যা উদরের ন্যায় (আকৃতিসম্পন্ন), অশ্বিনদ্বয় প্রেরিত, (সেইগুলি) (বিপদ) উত্তীর্ণ করেছিল ।।৬।।

টীকা— সায়ণ-জঠল-উদর, যা উদক ধারণ করে

কঃ স্বিদ্ বৃক্ষো নিষ্ঠিতো মধ্যে অর্ণসো যং তৌগ্র্যো নাধিতঃ পর্যষস্বজৎ ।
পর্ণা মৃগস্য পতরোরিবারভ উদশ্বিনা ঊহথুঃ শ্রোমতায় কম্ ॥৭॥

কোন বৃক্ষ (কাষ্ঠনির্মিত রথ?) সমুদ্র মধ্যে নিশ্চল হয়ে বর্তমান ছিল যার প্রতি তুগ্রপুত্র দুরবস্থায় সংলগ্ন হয়েছিলেন। যেন পর্ণসকল, ধাবনশীল পক্ষযুক্ত প্রাণী যাকে আলম্বন করতে পারে। হে অশ্বিনদ্বয়, (সবকিছু) শ্রুতিগোচর করার কারণে তাকে উর্ধ্বদেশে বহন করেছিলে ।।৭।।

তদ্ বাং নরা নাসত্যাবনু ষ্যাদ্ যদ্ বাং মানাস উচথমবোচন্ ।
অস্মাদদ্য সদসঃ সোম্যাদা বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥৮॥

হে শ্রেষ্ঠ নেতৃদ্বয়, নাসত্যদ্বয়, তোমাদের উভয়ের প্রতি মানের পুত্রগণ (তদ্বংশীয়) আজ এই সোমের অধিষ্ঠানস্থান হতে যে উক্থ (মন্ত্র) উচ্চারণ করেছেন তা যেন তোমাদের অনুগমন করে আমরা যেন......ইত্যাদি ।।৮।। পূর্ব শ্লোক দ্রঃ।

(সূক্ত-১৮৩)

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

তং যুঞ্জাথাং মনসো যো জবীয়ান্ ত্রিবন্ধুরো বৃষণা যস্ত্রিচক্রঃ ।
যেনোপযাথঃ সুকৃতো দুরোণং ত্রিধাতুনা পতথো বির্ন পর্ণৈঃ ॥১॥

হে (কাম্যফল) বর্ষণকারীদ্বয়, সেই (রথকে) যোজনা কর যা মন অপেক্ষা দ্রুতগতি। যা তিন প্রকার আসনবিশিষ্ট এবং তিনটি চক্র শোভিত। ত্রিস্তরবিশিষ্ট (যে রথ) দ্বারা শোভন কর্মকারীর গৃহের প্রতি (তোমরা) গমন কর, যেমন করে পক্ষবিশিষ্ট পক্ষীরা উড়ে যায় ।।১।।

সুবৃদ্ রথো বর্ততে যন্নভি ক্ষাং য তিষ্ঠথঃ ক্রতুমন্তানু পৃক্ষে ।
বপুর্বপুষ্যা সচতামিয়ং গীর্দিবো দুহিত্রোষসা সচেথে ॥২॥

শোভন আবর্তনকারী সেই রথ পৃথিবীর প্রতি গমন করতে থাকে, যখন তার উপর তোমরা (আমাদের প্রতি) অন্ন দান করার সংকল্পযুক্ত হয়ে বিরাজ কর। এই স্তোত্র অদ্ভুত শোভাসম্পন্ন হয়ে তোমাদের দীপ্তির সাহচর্যলাভ করে। দ্যুলোকের কন্যা উষার সঙ্গে তোমরা বিদ্যমান থাক ।।২।।

আ তিষ্ঠতং সুবৃতং যো রথো বামনু ব্রতানি বর্ততে হবিষ্মান্ ।
যেন নরা নাসত্যেষয়ধ্যৈ বর্তির্যাথস্তনয়ায় ত্মনে চ ॥৩॥

তোমাদের সুষ্ঠু বর্তনকারী রথে অবস্থান কর, যে হবিঃসম্পন্ন (রথ) তোমাদের নির্দেশ অনুসারে সঞ্চরণ করে। যার সাহায্যে তোমরা হে নাসত্যদ্বয়, নেতৃদ্বয়, (আমাদের) পুত্রগণের এবং আমাদের সমৃদ্ধির জন্য (নির্দিষ্ট) পথে গৃহে গমন কর ।।৩।।

সায়ণ-যো রথো বাম......ইত্যাদি -যে রথ হবিঃসম্পন্ন যজমানের কর্মসকলকে অনুসরণ করে বর্তমান থাকে।

মা বাং বৃকো মা বৃকীরা দধর্ষীন্মা পরি বর্ক্তমুত মাতি ধক্তম্ ।
অয়ং বাং ভাগো নিহিত ইয়ং গীর্দস্রাবিমে বাং নিধয়ো মধূনাম্ ॥৪॥

যেন বৃক অথবা বৃকী তোমাদের উভয়কে বিরোধ না করে। তোমরা যেন আমাকে পরিত্যাগ না কর, অথবা যেন আমাকে (অপরের স্বার্থে) অতিক্রম না কর। এই তোমাদের অংশ (হবিঃ) সংরক্ষিত, এই (তোমাদের) স্তুতি, হে শক্তিধরদ্বয়! এই সকল মধুপূর্ণ পাত্র তোমাদের (জন্য) ।।৪।।

টীকা— বৃক-বৃকী-বন্য কুকুর/নেকড়ে।

যুবাং গোতমঃ পুরুমীল্হো অত্রির্দস্রা হবতেঽবসে হবিষ্মান্ ।
দিশং ন দিষ্টামৃজূয়েব যন্তা মে হবং নাসত্যোপ যাতম্ ॥৫॥

গোতম, পুরুমীল্হ, অত্রি (সকলে) হবিঃসম্পন্ন (হয়ে) সহায়তার জন্য তোমাদের উভয়কে আবাহন করেন। হে শক্তিধর দ্বয়, সরল গতিতে নির্দিষ্ট দিকে গমন রত ব্যক্তির ন্যায়, হে নাসত্যদ্বয়, আমার আহ্বানের প্রতি আগমন কর ।।৫।।

অতারিষ্ম তমসস্পারমস্য প্রতি বাং স্তোমো অশ্বিনাবধায়ি ।
এহ যাতং পথিভির্দেবযানৈর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥৬॥

আমরা এই অন্ধকারের সীমাকে উত্তরণ করেছি। হে অশ্বিনদ্বয়! তোমাদের প্রতি স্তোম নিবেদন করেছি। এই স্থানে দেবগণের (অভিমুখী) পথে আগমন কর ।।৬।।

টীকা— অন্তিম পংক্তি পূর্বে অনুদিত।

(সূক্ত-১৮৪)

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৬।

তা বামদ্য তাবপরং হুবেমোচ্ছন্ত্যামুষসি বহ্নিরুক্থৈঃ ।
নাসত্যা কুহ চিৎ সন্তাবর্যো দিবো নপাতা সুদাস্তরায় ॥১॥

আমরা তোমাদের উভয়কে এই দিনে আহ্বান করি, পরবর্তী দিনেও (আহ্বান করি)। উষার উদ্ভাসনকালে (স্তুতি) বাহক (ঋত্বিক) উক্থসমূহ দ্বারা (আহ্বান করেন)। হে নাসত্যদ্বয়, স্বর্গের পুত্রদ্বয়, যে খানেই (অবস্থান কর) শত্রুর অপেক্ষা অধিক (হবিঃ)দাতা (যজমানের জন্য) (আহ্বান করি) ।।১।।

টীকা— অর্যঃ-যজ্ঞহীনের

অস্মে উ ষু বৃষণা মাদয়েথামুৎ পণীঁর্হতমূর্ম্যা মদন্তা ।
শ্রুতং মে অচ্ছোক্তিভির্মতীনামেষ্টা নরা নিচেতারা চ কর্ণৈঃ ॥২॥

আমাদের সঙ্গে হে শক্তিমান বর্ষকদ্বয় মত্ততা অনুভব কর। (সোমের) প্রবাহে মত্ত হয়ে পণিগণকে বধ কর। হে নেতৃদ্বয়, (তোমাদের) কর্ণ দ্বারা অনুকূলভাবে আমার কৃত স্তোত্র-সকলের এবং আমার মননের আবাহন শ্রবণ কর ।।২।।

শ্রিয়ে পূষন্নিষুকৃতেব দেবা নাসত্যা বহতুং সূর্যায়াঃ ।
বচ্যন্তে বাং ককুহা অপ্সু জাতা যুগা জূর্ণেব বরুণস্য ভূরেঃ ॥৩॥

হে পূষণ! নাসত্য দেবতাদ্বয়! তোমরা শ্রেয়ের/যশ-এর জন্য (শীঘ্র ঋজুগতিতে) তীরের ন্যায় স্থাপিত হয়ে যেন সূর্যাকে বহন করার উদ্দেশে (প্রস্তুত হয়েছিলে)। তোমাদের প্রধান অশ্বগুলি জল হতে উৎপন্ন হয়ে ইতস্তত সঞ্চরণ করে, যেন শক্তিমান বরুণের জীর্ন (উপরিভাগে) ।।৩।।

টীকা— অথবা নিরন্তর (প্রবাহিত) বরুণের বিগতকালের ন্যায় (একইরূপে)।
বরুণ-এখানে কি সমুদ্র? যুগ=জলতল?

অস্মে সা বাং মাধ্বী রাতিরস্তু স্তোমং হিনোতং মান্যস্য কারোঃ ।
অনু যদ্ বাং শ্রবস্যা সুদানূ সুবীর্যায় চর্ষণয়ো মদন্তি ॥৪॥

হে মধুময় অশ্বিনদ্বয়, তোমাদের প্রসিদ্ধ আনুকূল্য যেন আমাদের হয়। মানের পুত্র (এই) স্তোতার স্তুতিতে প্রসন্ন হও, যখন তোমাদের খ্যাতিসমৃদ্ধ (কর্মের) প্রতি অপর মানুষেরা শোভন বীর্য্যলাভের জন্য সানন্দে আনুগত্য (প্রকাশ করে), হে প্রভূত দাতৃদ্বয়! ।।৪।।

এষ বাং স্তোমো অশ্বিনাবকারি মানেভির্মঘবানা সুবৃক্তি ।
যাতং বর্তিস্তনয়ায় ত্মনে চাগস্ত্যে নাসত্যা মদন্তা ॥৫॥

হে ধনাধিকারিদ্বয়, অশ্বিনদ্বয়! এই শোভন অলংকৃত স্তোম (স্তুতি) তোমাদের উদ্দেশে মানের পুত্রগণের দ্বারা রচিত হয়েছে। আমাদের পুত্রগণের এবং আমাদের জন্য এই পথে আগমন কর। হে নাসত্যদ্বয়, অগস্ত্যের সাহচর্যে আনন্দ অনুভব কর ।।৫।।

অতারিষ্ম তমসম্পারমস্য প্রতি বাং স্তোমো অশ্বিনাবধায়ি ।
এহ যাতং পথিভির্দেবযানৈর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥৬॥

পূর্ব সূক্তের অন্তিম শ্লোকে অনূদিত ।।৬।।

(সূক্ত-১৮৫)

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১১।

কতরা পূর্বা কতরাপরায়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কো বি বেদ ।
বিশ্বং ত্মনা বিভৃতো যদ্ধ নাম বি বর্তেতে অহনী চক্রিয়েব ॥১॥

এই দুজনের মধ্যে কে পূর্বজা কে পরে জাতা কেমন ভাবে তাঁরা উৎপন্না হয়েছিলেন? হে কবিগণ! (এ তত্ত্ব) কে বিশেষভাবে জানেন? যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে তাঁরা সেই সবকিছুকে স্বয়ং ধারণ করেন; দিবা এবং রাত্রি যেন চক্র-যোগে আবর্তিত হতে থাকে ।।১।।

ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে ।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥২॥

উভয়ে গতিহীনা এবং চরণহীনা হয়েও এক বিস্তৃত/বহুতর সঞ্চরমাণ ও পদযুক্ত গর্ভকে ধারণ করেন পিতামাতার ক্রোড়ে বর্তমান নিজ শিশুর ন্যায়। হে দ্যাবাপৃথিবী আমাদের ভয়ানক বিপদ হতে ত্রাণ কর ।।২।।

অনেহো দাত্রমদিতেরনর্বং হুবে স্বর্বদবধং নমস্বৎ ।
তদ্ রোদসী জনয়তং জরিত্রে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥৩॥

আমি অদিতির (নিকট) সেই দান প্রার্থনা করি যা দোষরহিত, দ্বন্দ্বরহিত, বধহীন এবং দিব্য/ আলোক ও শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত। হে দ্যাবাপৃথিবী, স্তোতার জন্য সেই (দান) উৎপাদন কর, হে দ্যাবাপৃথিবী, আমাদের ভয়ানক বিপদ হতে ত্রাণ কর ।।৩।।

টীকা— অদিতি এখানে অন্তরিক্ষ। অভ্ব=অত্যন্ত বিপদ/আকৃতিহীন বিপদ

অতপ্যমানে অবসাবন্তী অনু ষ্যাম রোদসী দেবপুত্রে ।
উভে দেবানামুভয়েভিরহ্নাং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥৪॥

আমরা যেন সেই দ্যাবাপৃথিবীকে অনুসরণ করি যাঁরা ক্লেশ অননুভূয়মানা, (যাঁরা) সাহায্যের দ্বারা রক্ষা করছেন, দেবগণ যাঁদের পুত্র, যাঁরা উভয়ে দিবসসকলের মধ্যে যুগ্ম হবার সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের মধ্যেও যুগ্মরূপ। সেই দ্যৌ ও পৃথিবী আমাদের......ইত্যাদি ।।৪।।

সংগচ্ছমানে যুবতী সমন্তে স্বসারা জামী পিত্রোরুপস্থে ।
অভিজিঘ্রন্তী ভুবনস্য নাভিং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥৫॥

দুই যুবতী, ভগিনী, আত্মজন (দিবা ও রাত্রি?) অন্ত-সমন্বিতা, পিতামাতার ক্রোড়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে জগতের কেন্দ্রবিন্দুকে যুগপৎ স্পর্শ করছে। হে দ্যাবাপৃথিবী, আমাদের যেন......ইত্যাদি ॥৫॥

উর্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্রী ।
দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥৬॥

যথাবিধি আমি দুই প্রসারিত ও গরিমময় আসন (স্বরূপ)কে তাঁদের রক্ষণ সহ আহ্বান করি, যারা দেবগণের জনয়িতা, যাঁরা শোভন রূপময় এবং অমৃতকে ধারণ করেন;—হে দ্যাবাপৃথিবী ......ইত্যাদি ॥৬॥

উর্বী পৃথ্বী বহুলে দূরেঅন্তে উপ ব্রুবে নমসা যজ্ঞে অস্মিন্ ।
দধাতে যে সুভগে সুপ্রতূর্তী দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥৭॥

সেই দুজনকে, প্রসারিত এবং বিশাল, বিবিধরূপধারী, যাঁদের সীমা বহুদূরে (বিস্তৃত), তাদের প্রতি আমি এই যজ্ঞে প্রণতির সঙ্গে বলছি (স্তুতি করছি), যাঁরা সৌভাগ্যযুক্ত যুগল এবং শোভন জয়শীল, যাঁরা (সকলকে) ধারণ করেন। হে দ্যাবাপৃথিবী, আমাদের যেন...ইত্যাদি ॥৭॥

দেবান্ বা যচ্চকৃমা কচ্চিদাগঃ সখায়ং বা সদমিজ্জাস্পতিং বা ।
ইয়ং ধীর্ভূয়া অবযানমেষাং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥৮॥

দেবতাদের প্রতি যা-কিছু অপরাধ কোনও সময় করে থাকি, (আমাদের) বন্ধুর প্রতি অথবা গৃহস্বামীর প্রতি, এই স্তুতি যেন সেই সকলের অপনোদন করে। হে দ্যাবাপৃথিবী, আমাদের যেন...ইত্যাদি ॥৮॥

উভা শংসা নর্যা মামবিষ্টামুভে মামূতী অবসা সচেতাম্ ।
ভূরি চিদর্যঃ সুদাস্তরায়েষা মদন্ত ইষয়েম দেবাঃ ॥৯॥

যেন মানুষের (কৃত) দুই স্তুতি আমাকে আশীর্বাদ করে। দুই (দ্যৌ ও পৃথিবী?) আমাকে রক্ষণের দ্বারা, সাহায্য দ্বারা সঙ্গত হয়ে থাকেন। হে দেবগণ! তাকেই সমৃদ্ধতর কর যে শত্রুর/যজ্ঞহীনের অপেক্ষা অধিকতর দান করে। অন্নের/সোমের দ্বারা উৎফুল্ল হয়ে আমরা (প্রভূত ধন) ইচ্ছা করি ।।৯।।

ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা অভিশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ ।
পাতামবদ্যাদ্ দুরিতাদভীকে পিতা মাতা চ রক্ষতামবোভিঃ ॥১০॥

শোভনপ্রজ্ঞ আমি দ্যৌ ও পৃথিবীর প্রতি প্রথম শ্রবণের জন্য এই সত্য কথন করেছি। তাঁরা যেন উভয়ে সমীপে স্থিত হয়ে পাপ ও বিপদ হতে রক্ষা করেন। পিতা ও মাতা যেন তাঁদের সহায়তার দ্বারা পালন করেন ।।১০।।

ইদং দ্যাবাপৃথিবী সত্যমস্তু পিতর্মাতর্যদিহোপব্রুবে বাম্ ।
ভূতং দেবানামবমে অবোভির্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥১১॥

হে দ্যৌ ও পৃথিবী, এই যেন সত্য হয় যখন আমি, হে পিতা ও মাতা, তোমাদের প্রতি উপস্থিত হয়ে এই নিবেদন করি, যেন তোমাদের সহায়তায় দেবগণের নিকটতম হতে পারি। আমাদের যেন...পূর্বে অনূদিত ।।১১।।

(সূক্ত-১৮৬)

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১১।

আ ন ইলাভির্বিদথে সুশস্তি বিশ্বানরঃ সবিতা দেব এতু ।
অপি যথা যুবানো মৎসথা নো বিশ্বং জগদভিপিত্বে মনীষা ॥১॥

যেন সকল প্রাণীর (হিতকর) সবিতৃদেব সুষ্ঠু স্তুতিসকল দ্বারা (স্তুত হয়ে) হবিঃ সহ এই যজ্ঞে আমাদের প্রতি আগমন করেন। যেন, হে যুবাগণ (দেবগণ), তোমরা আমাদের এই (সায়ং সবনে) যজ্ঞে ধী-সহ (আগমন করে) উৎফুল্ল হতে পার, সমগ্র জগতের ন্যায় আমাদেরও (আনন্দিত কর) ।।১।।

আ নো বিশ্ব আস্ক্রা গমন্তু দেবা মিত্রো অর্যমা বরুণঃ সজোষাঃ ।
ভুবন্ যথা নো বিশ্বে বৃধাসঃ করন্ৎসুষাহা বিথুরং ন শবঃ ॥২॥

আমাদের প্রতি সকল দেবগণ একত্রিত হয়ে এখানে যেন আগমন করেন। মিত্র, অর্যমন্ বরুণ সমচিত্তে (যেন আগমন করেন)। যেন সকল দেবতা আমাদের (সমৃদ্ধি) বর্ধন করেন এবং (শত্রুর) পরাভব যেন ব্যাহত ক্ষমতার মত সহজসাধ্য করে তোলেন ।।২।।

প্রেষ্ঠং বো অতিথিং গৃণীষে হগ্নিং শস্তিভিস্তুর্বণিঃ সজোষাঃ ।
অসদ্ যথা নো বরুণঃ সুকীর্তিরিষশ্চ পর্ষদরিগূর্তঃ সূরিঃ ॥৩॥

আমি তোমাদের জন্য প্রিয়তম অতিথিকে, অগ্নিকে আমার প্রশস্তি-সকলের সাহায্যে স্তুতি করি, সেই বিজেতা (অগ্নি) (তোমাদের প্রতি) মৈত্রীভাবাপন্ন/সমমনা। যেভাবে আমাদের বরুণদেব শোভন কীর্তিমান ছিলেন; তিনি অন্ন দান করবেন যেমন কোনও বীর নায়ক শত্রুর দ্বারা স্তুত হয়ে দিয়ে থাকেন ।।৩।।

উপ ব এষে নমসা জিগীষোষাসানক্তা সুদুঘেব ধেনুঃ ।
সমানে অহন্ বিমিমানো অর্কং বিষুরূপে পয়সি সস্মিন্নূধন্ ॥৪॥

তোমার প্রতি আমি (ধন)/পাপ জয়ের ইচ্ছায় উষা এবং রাত্রির প্রতি নমস্কার সহ, ক্ষিপ্র উপস্থিত হই, যারা সহজ (দুগ্ধ) দোহনযোগ্যা গাভীর ন্যায়। যেমন একই দিনে আমি একই পয়োধরে উৎপন্ন বিবিধ বর্ণের দুগ্ধ দ্বারা স্তোত্র (বা হবিঃ) বিনির্মাণ করি ।।৪।।

উত নোঽহির্বুধ্ন্যো ময়স্কঃ শিশুং ন পিপ্যুষীব বেতি সিন্ধুঃ ।
যেন নপাতমপাং জুনাম মনোজুবো বৃষণো যং বহন্তি ॥৫॥

এবং অহি বুধ্ন্য যেন আমাদের জন্য সুখ (দান) করেন। যেমন করে শিশুকে (জননী) পান করাতে ইচ্ছা করে, সিন্ধু নদী (সেইভাবে) আগমন করে। যার দ্বারা জলের পুত্রকে সঞ্চালিত করব/সম্মিলিত করব, যাকে মনোবেগসম্পন্ন বলিষ্ঠ বাহনদ্বয় বহন করে ।।৫।।

টীকা— অহিবুধ্ন্য-অন্তরিক্ষবাসী দেবতা।

উত ন ঈং ত্বষ্টা গন্ত্বচ্ছা স্মৎ সূরিভিরভিপিত্বে সজোষাঃ ।
আ বৃত্রহেন্দ্রশ্চর্ষণিপ্রাস্তুবিষ্টমো নরাং ন ইহ গম্যাঃ ॥৬॥

ত্বষ্টা দেব যেন আমাদের প্রতি এই যজ্ঞস্থানে আগমন করেন, ঋত্বিকগণের সঙ্গে সমানপ্রীতিযুক্ত হয়ে। তথা বৃত্রহন্তা, মনুষ্যগণের প্রিয়, বলবত্তম ইন্দ্র এখানে আমাদের মনুষ্যগণের প্রতি যেন আগমন করেন ।।৬।।

উত ন ঈং মতয়োঽশ্বযোগাঃ শিশুং ন গাবস্তরুণং রিহন্তি ।
তমীং গিরো জনয়ো ন পত্নীঃ সুরভিষ্টমং নরাং নসন্ত ।।৭।।

তাঁকেও আমাদের স্তোত্রগুলি, যেগুলি অশ্বকে সংযোজিত করে, (তারা আনন্দিত করে) যেমন ধেনুগুলি তরুণ বৎসকে লেহন করে। বিশেষত তাঁর প্রতি আমাদের স্তুতিগুলি ব্যাপ্ত হয়, পুরুষের নিকট সর্বাধিক আনন্দদায়ক, বিবাহিতা পত্নীগণের ন্যায় ।।৭।।

উত ন ঈং মরুতো বৃদ্ধসেনাঃ স্মদ্ রোদসী সমনসঃ সদন্তু ।
পৃষদশ্বাসোঽবনয়ো ন রথা রিশাদসো মিত্রযুজো ন দেবাঃ ।।৮।।

অতএব যেন, প্রবৃদ্ধবল হয়ে, সমানমনস্ক মরুৎগণ, এখানে আমাদের জন্য স্বর্গে এবং পৃথিবীতে উপবেশন করেন। যেন দেবগণ, যাঁদের রথ বিচিত্র বর্ণের অশ্ব-সংযুক্ত, এবং দ্রুতগতি, যাঁরা শত্রুসংহারক এবং মৈত্রীর সম্বন্ধে আবদ্ধ ।।৮।।

প্র নু যদেষাং মহিনা চিকিত্রে প্র যুঞ্জতে প্রযুজস্তে সুবৃক্তি ।
অধ যদেষাং সুদিনে ন শরুর্বিশ্বমেরিণং প্রুষায়ন্ত সেনাঃ ।।৯।।

এঁদের গরিমা যেহেতু সুপরিজ্ঞাত তাই তাঁরা সুষ্ঠুনির্মিত (স্তুতি) দ্বারা কর্মপ্রয়োগকে ব্যবহার করে থাকেন। অনন্তর যখন কোনও নির্মল দিবসে আপতিত বজ্রের ন্যায় তাঁদের অস্ত্র সকল উষর ভূমিকে সিঞ্চিত করে ।।৯।।

টীকা— সায়ণ—মরুৎগণের মহিমা বৃষ্টি।

প্রো অশ্বিনাববসে কৃণুধ্বং প্র পূষণং স্বতবসো হি সন্তি ।
অদ্বেষো বিষ্ণুর্বাত ঋভুক্ষা অচ্ছা সুম্নায় ববৃতীয় দেবান্ ।।১০।।

অশ্বিনদ্বয়কে সহায়তার জন্য পুরোভাগে আনয়ন কর। পূষণকে অগ্রভাগে আন (তাঁরা) স্বভাবত ক্ষমতাধর। (যেমন) দ্বেষরহিত বিষ্ণু, বায়ু এবং ঋভুক্ষন (ইন্দ্র)। আমি যেন আনুকূল্যের জন্য দেবগণকে এই স্থানের প্রতি ব্যাবৃত্ত করতে পারি ।।১০।।

ইয়ং সা বো অস্মে দীধিতির্যজত্রা অপিপ্রাণী চ সদনী চ ভূয়াঃ ।
নি যা দেবেষু যততে বসূয়ুর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥১১॥

হে যজনীয় দেবগণ, এই সেই তোমাদের সম্পর্কিত প্রসিদ্ধা দীপ্তি (স্তুতি), তোমাদের এই স্তুতি যেন অনুপ্রাণিত করে, আমাদের মধ্যে আসন দেয়, যা দেবগণকে সন্ধান করে এবং বস্তু কামনা করে। যেন আমরা প্রভূত......ইত্যাদি ॥১১॥

(সূক্ত-১৮৭)

পিতু(অন্ন) দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। অনুষ্টুপ্,গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১১।

পিতুং নু স্তোষং মহো ধর্মাণং তবিষীম্ ।
যস্য ত্রিতো ব্যোজসা বৃত্রং বিপর্বমর্দয়ৎ ॥১॥

ইদানীং (আমি) অন্নের জয়োগান করছি, যা মহৎ সামর্থ্যকে ধারণ করে। যার বল দ্বারা ত্রিত বৃত্রকে বিদীর্ণ (অঙ্গ)সন্ধি করে নাশ করেছিলেন ॥১॥

টীকা— ত্রিত-ইন্দ্র

স্বাদো পিতো মধো পিতো বয়ং ত্বা ববৃমহে ।
অস্মাকমবিতা ভব ॥২॥

হে উপভোগ্য খাদ্য, মধুযুক্ত খাদ্য, আমরা তোমাকে সেবা করি। আমাদের সহায়ক হও ॥২॥

উপ নঃ পিতবা চর শিবঃ শিবাভিরূতিভিঃ ।
ময়োভুরদ্বিষেণ্যঃ সখা সুশেবো অদ্বয়াঃ ॥৩॥

হে অন্ন, কল্যাণকর, আমাদের সমীপে আগমন কর, তোমার কল্যাণকর রক্ষণ সহ। তুমি সুখ সম্পাদক, দ্বেষভাজন নও, দয়াবান সঙ্গী এবং দ্বিচারণা রহিত ॥৩॥

তব ত্যে পিতো রসা রজাংস্যনু বিষ্ঠিতাঃ ।
দিবি বাতা ইব শ্রিতাঃ ॥৪॥

হে অন্ন, তোমার সেই সকল নির্যাস লোকসমূহের মধ্যে নিহিত, বায়ুর ন্যায় তারাও স্বর্গলোক আশ্রয় করেছে ।।৪।।

তব ত্যে পিতো দদতস্তব স্বাদিষ্ঠ তে পিতো ।
প্র স্বাদ্মানো রসানাং তুবিগ্রীবা ইবেরতে ॥৫॥

হে অন্ন, সেই সকল (নির্যাস) তোমার, দানকারীর (স্বভূত)। হে উপাদেয়তম অন্ন! তোমার রসসকলের ভোক্তাগণ, দৃঢ়-কণ্ঠযুক্ত (বৃষের) ন্যায় বিচরণ করে ।।৫।।

ত্বে পিতো মহানাং দেবানাং মনো হিতম্ ।
অকারি চারু কেতুনা তবাহিমবসাবধীৎ ॥৬॥

তোমার মধ্যে, অন্ন, মহান দেবগণের চিত্ত আস্থিত। তোমার পতাকা অথবা ইঙ্গিত দ্বারা প্রিয় (কার্য), সম্পাদিত হয়েছিল, অহিকে (তোমার) সাহায্যে (ইন্দ্র) বধ করেছিলেন ।।৬।।

যদদো পিতো অজগন্ বিবস্ব পর্বতানাম্ ।
অত্রা চিন্নো মধো পিতো ঽরং ভক্ষায় গম্যাঃ ॥৭॥

হে অন্ন, যখন পর্বতসকলের (মেঘের) এই উষাকালীন আলোক সমীপে প্রকাশিত হয়েছে তবে হে মধুমান খাদ্য, আমাদের ভোজনের জন্য প্রস্তুত তুমি, এই স্থানে আগমন কর ।।৭।।

যদপামোষধীনাং পরিংশমারিশামহে ।
বাতাপে পীব ইদ্ ভব ॥৮॥

আমরা যখন জলের এবং ওষধী সকলের যা কিছু অংশ ও আস্বাদন করি, হে বায়ুর মিত্র, তখন কায়স্ফীতিতে পরিণত হও ।।৮।।

যৎ তে সোম গবাশিরো যবাশিরো ভজামহে ।
বাতাপে পীব ইদ্ ভব ॥৯॥

হে সোম, তোমার কোন়ও অংশ যখন দুগ্ধমিশ্রিত অথবা যবমিশ্রিত রূপে আমরা ভোগ করি, হে বায়ুর মিত্র, তুমি কায়স্ফীতিতে পরিণত হও ।।৯।।

করম্ভ ওষধে ভব পীবো বৃক্ক উদারথিঃ।
বাতাপে পীব ইদ্ ভব ॥১০॥

হে সক্তুপিণ্ড, হে উদ্ভিদ, মেদযুক্ত হও, ব্যাধিনাশক এবং বলকারক হও, হে বায়ুর মিত্র, তুমি কায়স্ফীতিতে পরিণত হও ॥১০॥

তং ত্বা বয়ং পিতো বচোভির্গাবো ন হব্যা সুষূদিম।
দেবেভ্যস্ত্বা সধমাদমস্মভ্যং ত্বা সধমাদম্ ॥১১॥

হে অন্ন, আমরা বাক্যদ্বারা সেইরূপ তোমাকে স্বাদযুক্ত করেছি যেমন ভাবে গাভীগুলি হব্য কে (করে থাকে), তুমি দেবগণের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ কর, আমাদের সঙ্গেও আনন্দ উপভোগ কর ॥১১॥

টীকা— বাতাপি-সাত্ত্ব-শরীর, Jamison-বায়ুর মিত্র, griffith-সংমিশ্রিত সোম।

(সূক্ত-১৮৮)

আপ্রী(১)দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১১।

সমিদ্ধো অদ্য রাজসি দেবো দেবৈঃ সহস্রজিৎ। দূতো হব্যা কবির্বহ ॥১॥

সমিদ্ধ অগ্নি- সম্যক প্রজ্জ্বলিত হয়ে আজ তুমি দেবগণের সঙ্গে দেবতারূপে বিরাজ করছ। হে সহস্র জনের বিজেতা! দূত এবং কবিরূপে হব্য বহন কর ॥১॥

তনূনপাদৃতং যতে মধ্বা যজ্ঞঃ সমজ্যতে। দধৎ সহস্রিণীরিষঃ ॥২॥

তনূনপাৎ অগ্নি— হে (যজ্ঞ) শরীরের সন্তান! সত্যাশ্রীর জন্য সহস্রসংখ্যক অন্ন দানকারী যজ্ঞকে মধু দ্বারা সংমিশ্রিত করা হয়েছে ॥২॥

আজুহ্বানো ন ঈড্যো দেবাঁ আ বক্ষি যজ্ঞিয়ান্। অগ্নে সহস্রসা অসি ॥৩॥

ঈড়া অগ্নি— আহূয়মান হে অগ্নি! স্তুতির যোগ্য তুমি আমাদের প্রতি যজনযোগ্য দেবগণকে বহন করে আন। (হে অগ্নি!) তুমি সহস্রদাতা ॥৩॥

প্রাচীনং বর্হিরোজসা সহস্রবীরমস্তৃণন্। যত্রাদিত্যা বিরাজথ ॥৪॥

বর্হিঃ অগ্নি— পূর্বদিকমুখে সহস্রসংখ্যক বীরের জন্য (ঋত্বিকগণ) তেজো সহযোগে দর্ভ আচ্ছাদিত করেছেন যেখানে, হে আদিত্যগণ, তোমরা বিশেষভাবে শোভিত হও ॥৪॥

বিরাট্ সম্রাড়্বিভ্বীঃ প্রভ্বীর্বহ্বীশ্চ ভূয়সীশ্চ যাঃ। দুরো ঘৃতান্যক্ষরন্ ॥৫॥

দ্বারসংজ্ঞক অগ্নি— যে বিস্তৃত প্রদেশে বিরাজিত, স্বরাট, বিবিধভাবে বর্তমান, প্রকৃষ্ট, যাঁরা বহুসংখ্যক এবং যাঁরা তদধিকসংখ্যক, সেই দ্বারগুলি ঘৃতধারা প্রবাহিত করেছেন ॥৫॥

সুরুক্মে হি সুপেশসাধি শ্রিয়া বিরাজতঃ। উষাসাবেহ সীদতাম্ ॥৬।

নক্তোষস্ অগ্নি— শোভন দ্যুতিময় অলংকার (ধারণ করে), সুদর্শন (উভয়ে) অধিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে শোভা পেয়ে থাকেন, উষাদ্বয় (রাত্রি এবং উষা) এই স্থানে যেন উপবেশন করেন ॥৬॥

প্রথমা হি সুবাচসা হোতারা দৈব্যা কবী। যজ্ঞং নো যক্ষতামিমম্ ॥৭॥

দৈব্যা হোতারা অগ্নি— যেহেতু তারা উভয়ে মুখ্য, প্রসিদ্ধ দৈবী হোতৃদ্বয় এবং ঋষি ও সুষ্ঠু বক্তা, আমাদের এই যজ্ঞ যেন তাঁরা সম্পাদন করেন ॥৭॥

ভারতীলে সরস্বতি যা বঃ সর্বা উপব্রুবে। তা নশ্চোদয়ত শ্রিয়ে ॥৮॥

ইলা, ভারতী ইত্যাদি অগ্নি— হে ভারতি, ইলা ও সরস্বতি! তোমাদের সকলকে যাদের অভিমুখে আমি স্তুতি করছি, তোমরা আমাদের সমৃদ্ধির প্রতি প্রেরণ কর ॥৮॥

ত্বষ্টা রূপাণি হি প্রভুঃ পশূন্ বিশ্বান্ৎসমানজে। তেষাং নঃ স্ফাতিমা যজ ॥৯॥

ত্বষ্টৃ নামক অগ্নি— যেহেতু ত্বষ্টা আকৃতিসকল নির্মাণে অতিদক্ষ অথবা অধীশ্বর, সকল পশুকে প্রকট করেছেন, আমাদের জন্য তাদের সর্বভাবে বৃদ্ধি কর ॥৯॥

উপ ত্মন্যা বনস্পতে পাথো দেবেভ্যঃ সৃজ। অগ্নির্হব্যানি সিষ্বদৎ ॥১০॥

বনস্পতি অগ্নি— হে বনস্পতি (যূপকাষ্ঠের অধিষ্ঠাতৃ)! তুমি স্বয়ং দেবগণের প্রতি (যজ্ঞীয়) পশুসকল প্রেরণ কর। হব্যসকলকে অগ্নি যেন স্বাদযুক্ত করেন ॥১০॥

পুরোগা অগ্নির্দেবানাং গায়ত্রেণ সমজ্যতে। স্বাহাকৃতীষু রোচতে ॥১১॥

স্বাহাকৃত অগ্নি— অগ্নি দেবগণের অগ্রগামী, গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা সম্যক স্তুত হন, (তিনি) স্বাহাকারের দ্বারা দীপ্ত হয়ে থাকেন ॥১১॥

(সূক্ত-১৮৯)

অগ্নি দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৮।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥১॥

হে অগ্নি, সুগম পথের মাধ্যমে আমাদের সম্পদের অভিমুখে পরিচালনা কর। হে দেব, তুমি সকল (যজ্ঞীয়) বিধি অবগত আছ, আমাদের থেকে কুটিলগামী পাপকে বিদূরিত কর; আমরা তোমার প্রতি বহুল শ্রদ্ধার প্রকাশ করব ॥১॥

অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্ ৎস্বস্তিভিরতি দুর্গাণি বিশ্বা।
পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্বী ভবা তোকায় তনয়ায় শং য়োঃ ॥২॥

হে অগ্নি! তুমি আমাদের সকল দুর্গতিকে উত্তরণ করিয়ে নূতনভাবে কল্যাণের সঙ্গে (যুক্ত কর)। এবং আমাদের প্রতি এক সুবিস্তৃত, বহুতর অথবা স্থূলাকৃতি এবং ব্যাপ্ত দুর্গ হও, আমাদের পুত্রগণ এবং বংশধরগণের জন্য আশীর্বাদ ও সমৃদ্ধি স্বরূপ হও ॥২॥

অগ্নে ত্বমস্মদ্ যুযোধ্যমীবা অনগ্নিত্রা অভ্যমন্ত কৃষ্টীঃ।
পুনরস্মভ্যং সুবিতায় দেব ক্ষাং বিশ্বেভিরমৃতেভির্যজত্র ॥৩॥

হে অগ্নি! তুমি আমাদের নিকট থেকে সকল ব্যাধিকে বিদূরিত কর, যেন অগ্নির সুরক্ষা বঞ্চিত জনগণকে তারা অভিভূত করে। পুনরায় আমাদের জন্য, হে যজনীয় দেবতা, পৃথিবীকে শোভন গমনযোগ্য কর, সকল অমৃতধর্মী দেবগণের সঙ্গে (যুক্ত কর) ॥৩॥

পাহি নো অগ্নে পায়ুভিরজস্রৈরুত প্রিয়ে সদন আ শুশুক্বান্।
মা তে ভয়ং জরিতারং যবিষ্ঠ নূনং বিদন্মাপরং সহস্বঃ ॥৪॥

অগ্নি আমাদের অসংখ্য রক্ষণের দ্বারা রক্ষা কর এবং তোমার প্রিয় (যজ্ঞ) গৃহে তুমি যখন সর্বভাবে দীপ্তিমান হয়ে থাক। হে বলবান, তরুণতম! তোমার স্তোতাকে যেন কোনও ভয় আজ বা আগামীকাল সন্ধান করতে না পারে ॥৪॥

মা নো অগ্নেঽব সৃজো অঘায়া ঽবিষ্যবে রিপবে দুচ্ছুনায়ৈ।
মা দত্বতে দশতে মাদতে নো মা রীষতে সহসাবন্ পরা দাঃ ॥৫॥

আমাদের যেন পাপের অথবা হিংসার সমীপে, লোভীর, প্রতারকের অথবা বিপদের সমীপে পরিত্যাগ কোর না। হে অগ্নি! আমাদের যেন দংশনকারী দন্তরের প্রতি অথবা দন্তহীনের প্রতি (সমর্পণ কোর না), হে বলবান, বিদ্বেষকারীর প্রতিও পরিহার কোরো না ॥৫॥

বি ঘ ত্বাবাঁ ঋতজাত যংসদ্ গৃণানো অগ্নে তন্বে বরূথম্।
বিশ্বাদ্ রিরিক্ষোরুত বা নিনিৎসোরভিহ্রুতামসি হি দেব বিষ্পট্ ॥৬॥

তোমার সদৃশ জন, হে অগ্নি, সত্য তথা যজ্ঞ থেকে উদ্ভূত, যখন স্তুত হতে থাকেন (আমাদের) দেহের জন্য (রক্ষা) কবচ প্রসারিত করে থাকেন, (সেই রক্ষা) সকল হিংসুক অথবা অপবাদকারীর নিকট থেকে, কারণ হে দেব, তুমি কুচক্রীদের সর্বদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য কর ॥৬॥

ত্বং তাঁ অগ্ন উভয়ান্ বি বিদ্বান্ বেষি প্রপিত্বে মনুষো যজত্র।
অভিপিত্বে মনবে শাস্যো ভূর্মর্মৃজেন্য উশিগ্ভির্নাক্রঃ ॥৭॥

তুমি, হে অগ্নি এই দুইয়ের মধ্যে (যজ্ঞকারী এবং যাগহীন?) বিবেচনার সঙ্গে জ্ঞাত হয়ে প্রত্যূষকালে মনুষ্যগণের সমীপে আগমন কর, হে যজনীয়। সায়ং-সবন-কালে তুমি মনুর (মানুষের) জন্য কার্যাধীন হয়ে থাক, ঋত্বিকগণ দ্বারা পরিমার্জনাকামী অতি আগ্রহীর (অশ্বের) ন্যায় ॥৭॥

টীকা— অক্র-ঋগ্বেদে অগ্নির প্রতি এই বিশেষণটি আগ্রহী, তীব্র, ভয়ংকর এই সকল অর্থে ব্যবহৃত।

অবোচাম নিবচনান্যস্মিন্ মানস্য সূনুঃ সহসানে অগ্নৌ।
বয়ং সহস্রমৃষিভিঃ সনেম বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥৮॥

আমরা তাঁর সমক্ষে নিবচন (প্রহেলিকাময়) স্তোত্রসকল পাঠ করেছি, আমি মানের পুত্র,—শক্তিধর অগ্নির উপস্থিতিতে, ঋষিগণের সঙ্গে আমরা ও যেন সহস্র (অসংখ্য) সম্পদ একত্রে লাভ করি। যেন আমরা ......পূর্বে অনুদিত ॥৮॥

(সূক্ত-১৯০)

বৃহস্পতি দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক সংখ্যা-৮।

অনর্বাণং বৃষভং মন্দ্রজিহ্বং বৃহস্পতিং বর্ধয়া নব্যমর্কৈঃ ।
গাথান্যঃ সুরুচো যস্য দেবা আশৃণ্বন্তি নবমানস্য মর্তাঃ ॥১॥

মন্ত্রসকল দ্বারা নূতনতরভাবে (সেই) অদম্য, অভীষ্ট বর্ষয়িতা, যাঁর ভাষণ আহ্লাদকারী, সেই বৃহস্পতিকে প্রশংসা কর। যিনি শোভনদ্যুতিময়, গাথার অধিপতি, যাঁর প্রতি স্তুতি হতে থাকলে দেবতা তথা মনুষ্যগণ শ্রবণ করতে থাকেন ।।১।।

তমৃত্বিয়া উপ বাচঃ সচন্তে সর্গো ন যো দেবয়তামসর্জি ।
বৃহস্পতিঃ স হ্যঞ্জো বরাংসি বিভ্বাভবৎ সমৃতে মাতরিশ্বা ॥২॥

বাক্যাবলী ক্রমানুসারে তাঁর সমীপে অপেক্ষা করে, যেন দেবতাপ্রার্থী (যজমানগণের) প্রেরিত উচ্ছ্বাসসকল। কারণ বৃহস্পতি, তিনি বহুবিস্তৃত (লোকসমূহকে) ঋজুভাবে পরিব্যাপ্ত করে সত্যের বিষয়ে স্থানে মাতরিশ্বা সদৃশ হয়ে ছিলেন ।।২।।

টীকা— অঞ্জঃ বরাংসি- আকাশ ও পৃথিবীর ব্যাপ্তিকে তিনি বিস্তৃত করেছেন।

উপস্তুতিং নমস উদ্যতিং চ শ্লোকং যংসৎ সবিতেব প্র বাহূ ।
অস্য ক্রত্বাহন্যো যো অস্তি মৃগো ন ভীমো অরক্ষসস্তুবিষ্মান্ ॥৩॥

বৃহস্পতি তাঁর প্রতি স্তুতি, সশ্রদ্ধ আহুতি এবং মন্ত্রবিশেষকে প্রকৃষ্টভাবে স্বীকার করতে থাকেন যেমন সূর্য তাঁর বাহুদ্বয় (দ্বারা করেন); প্রত্যহ তাঁর প্রজ্ঞানের জন্য (আহ্বান করা হয়) (সেই আহ্বান) অ-দানবীয়; এবং কোন ভয়ংকর বন্য পশুর ন্যায় শক্তিধর। ।।৩।।

টীকা— সায়ণ-অরক্ষসঃ-রাক্ষসের বিরোধরহিত। এখানে বলা হয়েছে, সূর্যের প্রাত্যহিক উদয় বৃহস্পতির প্রজ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

অস্য শ্লোকো দিবীয়তে পৃথিব্যামত্যো ন যংসদ্ যক্ষভৃদ্ বিচেতাঃ ।
মৃগাণাং ন হেতয়ো যন্তি চেমা বৃহস্পতেরহিমায়াঁ অভি দ্যূন্ ॥৪॥

তাঁর (কীর্তিমূলক) স্তুতি যেন অশ্বের মত দ্রুত গতিতে স্বর্গ ও পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করে। যেন বিশিষ্ট জ্ঞানবান্ (বৃহস্পতি?) যজ্ঞীয় (হবিঃ) ধারয়িতা (সব কিছুর) নিয়ন্ত্রণ করছেন। (অথবা যেন বিশিষ্ট প্রজ্ঞাবান যজমান অশ্বের মত সেই যজ্ঞফলকে বহন করেন)।

বন্যপশুগণের (জন্য নিক্ষিপ্ত) অস্ত্রসকলের মতো এই বৃহস্পতির সকল (স্তুতি বাক্য) সেই আকাশের অভিমুখে যায়, যা সর্পের (সৃষ্ট) বিভ্রমের ন্যায় ।।৪।।

টীকা— অহি=সর্প অথবা বৃত্র উভয়কেই বোঝায়।

যে ত্বা দেবোস্রিকং মন্যমানাঃ পাপা ভদ্রমুপজীবন্তি পজ্রাঃ ।
ন দূঢ্যে অনু দদাসি বামং বৃহস্পতে চয়স ইৎ পিয়ারুম্ ॥৫॥

হে দেব, দুষ্ট এবং শক্তিমান মানুষেরা তোমাকে, মঙ্গলময়কেও অক্ষম বৃষের ন্যায় মনে করতে থাকে, তারা (তোমাকেই) নির্ভর করে জীবিত থাকে। এই সকল মন্দবুদ্ধির প্রতি তুমি কোন অনুগ্রহ দান কোর না। হে বৃহস্পতি, তুমি অবশ্যই ঘৃণাকারীকে শাস্তি দাও ।।৫।।

সুপ্রৈতুঃ সূযবসো ন পন্থা দুর্নিয়ন্তুঃ পরিপ্রীতো ন মিত্রঃ ।
অনর্বাণো অভি যে চক্ষতে নো হপীবৃতা অপোর্ণুবন্তো অস্থুঃ ॥৬॥

সুষ্ঠুভাবে গমনের জন্য (তুমি) শস্যসমৃদ্ধ ভূমির অভিমুখে গত পথের মত এবং দুষ্টকে নিয়ন্ত্রণকারীর পক্ষে পরিতৃপ্ত বন্ধুর মতো। যারা আমাদের নিন্দা করে এবং সুরক্ষায় আবৃত থাকে, তারা যেন সেই রক্ষার আবরণ মুক্ত হয় ।।৬।।

সং যং স্তুভোহবনয়ো ন যন্তি সমুদ্রং ন স্রবতো রোধচক্রাঃ ।
স বিদ্বাঁ উভয়ং চষ্টে অন্তর্বৃহস্পতিস্তর আপশ্চ গৃধ্রঃ ॥৭॥

যাঁর প্রতি স্তুতিসকল যেন ঝর্ণার মত সম্মিলিত হয়, যেমন সেই সব নদী যারা কূলে কূলে ঘূর্ণি সৃষ্টি করে, তারা সমুদ্রে (মিলিত হয়), প্রাজ্ঞ সেই বৃহস্পতি, সাগ্রহে জল এবং তরণ স্থান উভয়ের অন্তর্বর্তী (স্থানে বিদ্যমান) শিকারী পাখীর মতো পর্যবেক্ষণ করেন ।।৭।।

এবা মহস্তুবিজাতস্তুবিষ্মান্ বৃহস্পতির্বৃষভো ধায়ি দেবঃ ।
স নঃ স্তুতো বীরবদ্ ধাতু গোমদ্ বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥৮॥

এইভাবে মহান, সবলে উদ্ভূত, বলবান বৃহস্পতি যিনি অভীষ্টবর্ষক, দেবতা এই স্থানে সন্নিহিত হয়েছেন। এইভাবে সম্যক স্তুত হয়ে তিনি যেন আমাদের বীরসমৃদ্ধ এবং গাভীসমৃদ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। যেন আমরা......ইত্যাদি ।।৮।। পূর্বে অনূদিত।

(সূক্ত-১৯১)

জল,তৃণ ও সূর্য দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। অনুষ্টুপ্,মহাপংক্তি ছন্দ। ঋক সংখ্যা-১৬।

কঙ্কতো ন কঙ্কতো হথো সতীনকঙ্কতঃ ।
দ্বাবিতি প্লুষী ইতি ন্যদৃষ্টা অলিপ্সত ॥১॥

অল্প বিষধর এবং যথার্থ বিষধর অথবা জলচারী বিষধর (কৃমি-কীটাদি)— এই উভয়বিধ শোষক অনবেক্ষিতভাবে আমাকে বিশেষভাবে সংলিপ্ত করেছে। (অজ্ঞাতে বিষজর্জর করেছে) ।।১।।

অদৃষ্টান্ হন্ত্যায়ত্যথো হন্তি পরায়তী ।
অথো অবঘ্নতী হন্ত্যথো পিনষ্টি পিংষতী ॥২॥

আগমন কালে সে অলক্ষিত সকলকে বিনাশ করে এবং প্রত্যাগমন কালেও তাদের বিনাশ করে। যখন সেই সব (বিষধরকে) বারবার আঘাত করে, তখন তাদের বিনাশ করে এবং নিষ্পেষণ করে তাদের চূর্ণ করে ।।২।।

টীকা— বিষের প্রতিষেধক ওষধি বিষধরকে ও বিষকে নাশ করে।

শরাসঃ কুশরাসো দর্ভাসঃ সৈর্যা উত ।
মৌঞ্জা অদৃষ্টা বৈরিণাঃ সর্বে সাকং ন্যলিপ্সত ॥৩॥

শর ঘাস, কুশর ঘাস (মধ্যে ছিদ্রযুক্ত), দর্ভ (কুশ) এবং সৈর্য্য, মুঞ্জ ও বীরণ ঘাসে (স্থিত) কীটসকল অদৃশ্যমান অবস্থায় সকলে মিলে আমাকে লিপ্ত করেছে ।।৩।।

টীকা— কু-শর-কুৎসিত শর, সৈর্য- ঘোড়ার ঘাস।

নি গাবো গোষ্ঠে অসদন্ নি মৃগাসো অবিক্ষত ।
নি কেতবো জনানাং ন্যদৃষ্টা অলিপ্সত ॥৪॥

গাভীগুলি (তাদের) বিশ্রামস্থানে উপবেশন করেছিল, বন্য পশু সকল আশ্রয়ের সন্ধান করেছে। মানুষগণের আলোক নির্বাপিত— যখন অনবেক্ষিত কীটাদি আমাকে (বিষ) লিপ্ত করেছে ।।৪।।

এত উ ত্যে প্রত্যদৃশ্রন্ প্রদোষং তস্করা ইব ।
অদৃষ্টা বিশ্বদৃষ্টাঃ প্রতিবুদ্ধা অভূতন ॥৫॥

অথবা এই সকল (সরীসৃপাদি) সন্ধ্যাকালে তস্কর প্রভৃতির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। সকলকে প্রত্যক্ষ করে, নিজেরা অপ্রত্যক্ষ থাকে, তাই অত্যন্ত সতর্ক থাক। অথবা তোমরা অপ্রত্যক্ষ (প্রাণীরা) সকলের দ্বারা দৃষ্ট, তোমরা পরিজ্ঞাত হয়েছ ।।৫।।

দ্যৌর্বঃ পিতা পৃথিবী মাতা সোমো ভ্রাতাদিতিঃ স্বসা ।
অদৃষ্টা বিশ্বদৃষ্টাস্তিষ্ঠতেলয়তা সু কম্ ॥৬॥

দ্যুলোক তোমাদের পিতা, পৃথিবী মাতা, তোমাদের ভ্রাতা সোম (চন্দ্র) আর তোমাদের ভগিনী অদিতি, অপ্রত্যক্ষী ভূত, সকলকে প্রত্যক্ষ করে স্থিরভাবে অবস্থান কর। স্বচ্ছন্দ বিশ্রাম কর ।।৬।।

যে অংস্যা যে অঙ্গ্যাঃ সূচীকা যে প্রকঙ্কতাঃ ।
অদৃষ্টাঃ কিং চনেহ বঃ সর্বে সাকং নি জস্যত ॥৭॥

যারা স্কন্ধদেশে (স্থিত), যারা অঙ্গসমূহে, সূচীমুখ (শূলযুক্ত) যারা প্রকৃষ্ট বিষদিগ্ধ— সকলের দৃষ্টি-বহির্ভূত (তোমরা)। এই স্থানে তোমাদের জন্য কিছুই নয়, সকলে যুগপৎ (এখান থেকে) বিদূরিত হও ।।৭।।

উৎ পুরস্তাৎ সূর্য এতি বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা ।
অদৃষ্টান্ ৎসর্বাঞ্জম্ভয়ন্ ৎসর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥৮॥

পূর্বদিকে সূর্য উদিত হন। তিনি সকলের দৃষ্টিগোচর এবং সকলের অপ্রত্যক্ষকৃত (বিষধরগণের) বিনাশক। সকল অপ্রত্যক্ষ বিষয়কে এবং সকল (রাত্রির) কুহককে বিধ্বস্ত করেন ।।৮।।

উদপপ্তদসৌ সূর্যঃ পুরু বিশ্বানি জূর্বন্ ।
আদিত্যঃ পর্বতেভ্যো বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা ॥৯॥

এই (সম্মুখস্থ) সূর্য ঊর্ধ্বগমন করেছেন, যিনি বিবিধ (অশুভকে) বারংবার দহন করেন। পর্বতসমূহ থেকে উপরে আদিত্যসকলের দ্বারা দৃষ্ট হয়ে অপ্রত্যক্ষ (প্রাণীদের) বধ করেন ॥৯॥

সূর্যে বিষমা সজামি দৃতিং সুরাবতো গৃহে ।
সো চিন্নু ন মরাতি নো বয়ং মরামাংঽরে অস্য যোজনং হরিষ্ঠা মধু ত্বা মধুলা চকার ॥১০॥

সূর্যের প্রতি আমি বিষকে সংসক্ত করে রাখছি যেমন সুরাবান ব্যক্তির (ইন্দ্রের?) গৃহে চর্মপাত্র (সুরা থাকে)। সে এখন মৃত্যু বরণ করবে না, আমরাও না। পিঙ্গল অশ্বের আরোহী তার (বিষের) পথকে বহু দূরে (নির্দেশ) করেছেন। মধুময়ী (বিদ্যা) তোমাকে মধু করেছে ॥১০॥

টীকা— সোচিৎ নু-সায়ণ-সেই পূজ্য সূর্য।

ইয়ত্তিকা শকুন্তিকা[১] সকা জঘাস তে বিষম্ ।
সো চিন্নু ন মরাতি নো বয়ং মরামাংঽরে অস্য যোজনং হরিষ্ঠা মধু ত্বা মধুলা চকার ॥১১॥

অতি ক্ষুদ্র এক পক্ষিণী, সেই ক্ষুদ্রা তোমার বিষ ভক্ষণ করেছে, এখনও সেই (পক্ষিণী) মৃত্যু বরণ করবে না, আমরাও মৃত হব না। পিঙ্গল অশ্বের......ইত্যাদি। পূর্ব শ্লোকে অনুদিত ॥১১॥

১. স্ত্রী কপিঞ্জল পাখী বিষ হরণ করতে পারে (বিষহর্ত্রী) শোনা যায়।

ত্রিঃ সপ্ত বিস্পুলিঙ্গকা বিষস্য পুষ্যমক্কন্ ।
তশ্চিন্নু ন মরন্তি নো বয়ং মরামাংঽরে অস্য যোজনং হরিষ্ঠা মধু ত্বা মধুলা চকার ॥১২॥

ত্রিগুণিত সপ্তসংখ্যক বিচিত্র (উজ্জ্বল) স্ফুলিঙ্গ সকল (ক্ষুদ্র পক্ষিকুল?) বিষের শক্তি গ্রাস করেছে। তারা কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় না এবং আমাদেরও মৃত্যু হবে না। পিঙ্গল অশ্বের......ইত্যাদি। পূর্ব শ্লোকে অনুদিত ॥১২॥

টীকা— সায়ণ-বিষ্ফুলিঙ্গকা-অগ্নির সপ্তশিখা ত্রিগুণিত অথবা একুশ প্রকার অন্যান্য ক্ষুদ্র পক্ষী যাদের উপর বিষ ক্রিয়া করে না।

নবানাং নবতীনাং বিষস্য রোপুষীণাম্ ।
সর্বাসামগ্রভং নামাংঽরে অস্য যোজনং হরিষ্ঠা মধু ত্বা মধুলা চকার ॥১৩॥

নবনবতি-সংখ্যক (নদীগুলির) বিষ নাশকের সকলের নাম আমি উল্লেখ করেছি। পিঙ্গল অশ্বের......ইত্যাদি। পূর্ব শ্লোকে অনূদিত ॥১৩॥

টীকা— সকল নদী

ত্রিঃ সপ্ত ময়ূর্যঃ সপ্ত স্বসারো অগ্রুবঃ ।
তাস্তে বিষং বি জভ্রির উদকং কুম্ভিনীরিব ॥১৪॥

ত্রিগুণিত সপ্ত (একবিংশতি)-সংখ্যক ময়ূরী কুল, সপ্ত অনূঢ়া ভগিনীগণ (সাত প্রসিদ্ধা নারী)— তারা তোমার বিষকে বিশেষভাবে বিদূরিত করেছে, কুম্ভবতী (নারীরা) যেমন জল (বহন করে) ॥১৪॥

ইয়ত্তকঃ কুষুম্ভকস্তকং ভিনদ্ম্যশ্মনা ।
ততো বিষং প্র বাবৃতে পরাচীরনু সংবতঃ ॥১৫॥

অতিক্ষুদ্র কুসুম্ভ-কীটাণু, সেই কুৎসিতকে প্রস্তর দ্বারা ধ্বস্ত করি। অনন্তর বিষকে পরাবর্তিত করি, দূরগামী স্থানের প্রতি সংবিভক্ত করি ॥১৫॥

টীকা— কুসুম্ভক-বিষাক্ত ক্ষুদ্র কীট।

কুষুম্ভকস্তদব্রবীদ্ গিরেঃ প্রবর্তমানকঃ ।
বৃশ্চিকস্যারসং বিষমরসং বৃশ্চিক তে বিষম্ ॥১৬॥

সেই ক্ষুদ্র কুসুম্ভক সেই পর্বতের নিকট থেকে দ্রুত আগমন করে বলেছিল— 'বৃশ্চিকের বিষ অসার অথবা শক্তিহীন, হে বৃশ্চিক, তোমার বিষ সারহীন অথবা শক্তিহীন' ॥১৬॥

প্রথম মণ্ডল সমাপ্ত

ভূমিকা

ঋগ্বেদ-রচনাকাল

ঋগ্বেদ-সংহিতার মন্ত্ররাশি কখন ঋষিকবিগণের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছিল আর তারপরে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মৌখিকভাবে প্রচলিত থাকতে থাকতে কখন লিপিবদ্ধ হতে শুরু করেছে, সে-বিষয়ে সঠিক সময় নির্ণয় করা সম্ভব নয়, কারণ বৈদিক সূক্ত রচনার স্থান বা কাল বিষয়ে কোনও অভ্রান্ত প্রমাণ নেই। বিষয়টি নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভেদে পণ্ডিতমহল বিতর্ক করেই চলেছেন। ঋগ্বেদ রচনার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কালসীমা নিয়ে গবেষকদের মতপার্থক্য আছে। Max Muller সেই ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বলেছেন Whether the Vedic hymns were composed in 1000 or 1500 or 2000 or 3000 years B.C., no power on earth will ever determine. সেই কথা আজও অনস্বীকার্য।

ঊনবিংশ শতকের পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদের সময় নির্ধারণ করেছেন অনেক বেশি প্রাচীনকালে। ঋগ্বেদের সময় নক্ষত্রমণ্ডলীর অবস্থান বিচার করে লোকমান্য তিলক ঋগ্বেদের কাল নির্ধারণ করেন খ্রিঃ পূঃ ৬,০০০ অব্দে। Tacobi বলেছেন, এর সময় খ্রিঃ পূঃ ৪,৫০০ অব্দ। Winterisitz বলেছেন খ্রিঃ পূঃ ২,০০০ অব্দ। ভাষাবিদ T. Burrow-র মতে, প্রাচীনতর বৈদিক সাহিত্য (অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রথম থেকে নবম মণ্ডল পর্যন্ত) ১২০০ থেকে ১০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়ে গিয়েছিল। আর উত্তর বৈদিক সাহিত্য (ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল থেকে উপনিষদ্) ১০০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিচারে বৈদিক ভাষার তুলনায় প্রাচীন ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরের (৭০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ)। তাই এই দুটি ভাষার আদি উৎস ইন্দো-ইরাণীয় সাহিত্যের আদিপর্ব ১৪০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে ধরা হয়। অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক সুকুমার সেন উভয়েরই মত, ঋগ্বেদ খ্রিস্ট পূর্ব একাদশ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল। সাধারণভাবে ভারতীয় এবং বিদেশি পণ্ডিতদের অভিমত এটাই যে, ঋগ্বেদ রচনা আনুমানিক ১২০০ থেকে ১০০০/৯০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মধ্যে হয়েছিল।

প্রথম নয়টি মণ্ডল থেকে দশম মণ্ডলের কালগত ব্যবধান প্রায় দুই শতক। ভাষার বিচারে যেমন শব্দনিচয়, ব্যঞ্জনবর্ণের রূপ, বাক্যগঠনের রীতি, ক্রিয়াপদের গঠন, ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য—সবকিছুই দশম মণ্ডলে ভিন্নরূপে দেখা দেয়। এমনকী দেবতা-কল্পনা, প্রত্নকথা, ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ও দর্শনের তত্ত্ব সবকিছুর বিচারেই দশম মণ্ডলকে পরবর্তী বলে বোঝা যায়।

ঋগ্বেদের যুগে লৌহের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়া মহাদেশের উত্তর—পশ্চিমে অর্থাৎ ঋগ্বেদের ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে লৌহের ব্যবহার শুরু হয় খ্রিঃ পূঃ ১২০০-১০০০ শতকে। অতএব ঋগ্বেদ তার পূর্ববর্তী সময়ের রচনা। Jamison এবং Witzel এই মতকে সমর্থন করেছেন। তাঁরা আরও বলেছেন, ঋগ্বেদে উপলব্ধ রাজা এবং কবিদের নামের তালিকা বিচার করে ঋগ্বেদকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয় ভাগে রচিত বলাই যুক্তিযুক্ত। সূক্তগুলি যেহেতু মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, সেহেতু তাদের প্রকৃত রচনাকাল আরও অনেক পূর্ববর্তী।

ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ—এই চার বেদের প্রত্যেকটিই চারটি অংশে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। অথর্ববেদ ব্যতীত প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে একাধিক ব্রাহ্মণ যুক্ত আছে। ঋগ্বেদের ক্ষেত্রে দুটি ব্রাহ্মণের সন্ধান পাওয়া যায়—ঐতরেয় এবং কৌষীতকী। ঋগ্বেদ-সংহিতার দুটি পাঠক্রম বা শাখা হল—শাকল শাখা ও বাষ্কল শাখা। ঐতিহ্যগতভাবে ঋগ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। এই মণ্ডলগুলি আবার 'অনুবাক'-এ বিভক্ত। অনুবাকগুলি বিভিন্ন সূক্তের সমাহার এবং সূক্তগুলিতে আছে এক বা ততোধিক মন্ত্র। এইভাবে মণ্ডলক্রমে বিভাগকে শাকল শাখা অনুসরণ করেছে। এবং টীকাকার সায়নাচার্যও এই শাখাকেই অনুসরণ করেছেন তুলনায় বাষ্কল শাখার বিভাগপদ্ধতি যান্ত্রিকতর। ঋগ্বেদ-সংহিতার এই দশটি মণ্ডলে সহস্রাধিক সূক্তের সংকলন আছে।

ঋগ্বেদীয় মণ্ডলগুলির মধ্যে তিনটি মুখ্য পর্যায় লক্ষণীয়। প্রাচীনতম বা মূল পর্যায় পারিবারিক মণ্ডল রূপে পরিচিত। এখানে আছে দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল। যথাক্রমে গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ ও বশিষ্ঠ—এই কয়টি ঋষি-পরিবারের কবিরা এই ছয়টি মণ্ডলের রচয়িতা। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে অষ্টম মণ্ডল যা মূলত কাণ্ব-পরিবারের ঋষি-কবিদের রচনা এবং প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ সূক্ত ৫১ থেকে ১৯১তম সূক্ত—এখানে পরবর্তী কালের বিভিন্ন কবি রচয়িতা। তৃতীয় পর্যায়টি সোম মণ্ডল বা নবম মণ্ডল। সোমদেবতার উদ্দেশে রচিত সমস্ত সূক্ত এখানে পৃথকভাবে সংকলিত, সম্ভবত পরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত। চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে রয়েছে দশম মণ্ডল যেখানে বিবিধ কবির রচনা পাই এবং প্রথম মণ্ডলের প্রথমার্ধ (১-৫০ সূক্ত)। পূর্ববর্তী মণ্ডলগুলির থেকে দশম মণ্ডলের রচনাকাল অন্তত দুই শতাব্দী পরে বলে মনে করা হয়।

ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম মৌখিক রচনার নিদর্শন। এই সমগ্র সাহিত্য-ভাণ্ডার বহু শতাব্দী ধরে মৌখিকভাবে প্রচলিত থেকেছে, কারণ বৈদিক সাহিত্যকে ঐশ্বরিক, অপৌরুষেয় মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাই এই বৈদিক সাহিত্যের শব্দরূপ অপরিবর্তনীয় এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে

উচ্চারিত শব্দকে অপরিমেয় তাৎপর্যপূর্ণরূপে সাবধানে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যাতে কোনোভাবেই পাঠভেদ না হয়ে যায়। সেইজন্য তৎকালীন পণ্ডিতেরা আট প্রকার পাঠক্রমের উদ্ভাবন করেছিলেন—জটাপাঠ, মালাপাঠ, ঘনপাঠ শিখাপাঠ ইত্যাদি। এই পদ্ধতির সাহায্যে বৈদিক মন্ত্রসকলের স্বরূপ অপরিবর্তিত থাকত।

ঋষি-কবিদের বলা হয়ে থাকে বেদমন্ত্রের 'দ্রষ্টারঃ ন তু কর্তারঃ।' বেদ অপৌরুষেয়, ঐশ্বরিক বোধিলব্ধ। প্রকৃতপক্ষে কবিরা সত্য দ্রষ্টা কারণ অন্তর্দৃষ্টি ও দৈব প্রেরণার সাহায্যে উপলব্ধিকে যথাযোগ্য ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা সকলের থাকে না। যে স্বল্প কয়েকজনের থাকে তাঁরাই 'ক্রান্তদর্শী', 'মেধাবী' ও 'কবি'রূপে সম্মান পেয়েছেন। তাই মন্ত্র যেন প্রত্যাদেশ আর ঋষি-কবি দ্রষ্টা। ঋগ্বেদের প্রত্যেকটি সূক্তেই ছন্দ, দেবতা ও যজ্ঞ বিষয়ে বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ঋষি-কবির নামও উল্লেখিত হয়েছে। যে-সব কবি অনেক শ্লোক রচনা করেছিলেন তাঁদের বলা হয়েছে 'বহ্বৃচ' (বহু + ঋচ্)। পূর্বোল্লেখিত ঋষি-পরিবারগুলি ছাড়া বেশ কয়েকজন নারী-কবিরও উল্লেখ পাই—যেমন লোপামুদ্রা (১:১৭৯); অপালা, মৈত্রেয়ী (৮:৯১); যমী (১০:১০); কাক্ষীবৎকন্যা ঘোষা (১০:৩৯-৪০); অম্ভৃণ-কন্যা বাক্ (১০:১২৫); পৌলোমী শচী (১০:১৫৯)। বৈদিক সমাজের নারী-জগতের একটি পরিচয় তাঁদের রচনার মাধ্যমে ফুটে উঠে। অনেক সূক্তে আবার একাধিক কবির নাম পাওয়া যায়।

বিষয়-বৈচিত্র

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি প্রায় সবই স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। প্রায় সব ক্ষেত্রেই একটি ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিশ্র ছন্দের ব্যবহার আছে। সূক্তগুলির বিষয়-বৈচিত্র বৈদিক আর্যদের জীবনবোধের পরিচয় দেয়। সভ্যতার সেই উষালগ্নে বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তির অভিঘাত সহ্য করে তাঁরা নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে স্থাপনা করেছিলেন। এবং প্রতিকূলতাকে জয় করার জন্য কোনও অলক্ষ্য শক্তির সহায়তা তাঁরা প্রার্থনা করেছেন বারংবার। নিজেদের চতুষ্পার্শ্বে জল-স্থল-অন্তরিক্ষে অলক্ষ্য নিয়ন্ত্রণ-কর্তার অনিবার্য ক্ষমতার রহস্য তাঁরা অনুভব করেছেন এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অদৃশ্য শক্তিকেই ঐশী শক্তিরূপে বিভিন্ন রূপে তাঁর প্রকাশ উপলব্ধি করেছেন। তাই বৈদিক সূক্তগুলির মধ্যে বিভিন্ন দেবতার প্রশস্তি এবং প্রার্থনা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। বলা যায় সমগ্র সংহিতাটি মূলত একটি স্তোত্র-সংগ্রহ।

অগ্নি-সূর্য সোম ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাকে ঋষি-কবিরা কল্পনা করেছেন মানুষেরই মতো অর্থাৎ নিজেদেরই অনুরূপ আকৃতি, পোশাক, আভূষণ, রথ অশ্ব অস্ত্র সহযোগে। যাস্কের ভাষায়—পুরুষবিধাঃ সুরিত্যেকম্ পৌরুষবিধিকৈরঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্তে নিরুক্ত—৭.৬.৮,২,৫ 'অর্থাৎ

দেবগণ মানুষেরই মতো আকারবিশিষ্ট। মানুষের মতো অঙ্গাদি দ্বারা স্তুত হন।' ঋগ্বেদের সূক্তগুলির এক বৃহদংশ জুড়ে আছে এই সব দেববর্ণনা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেবতার মাহাত্ম্য ও নানা প্রকার কীর্তির আখ্যান, যে-সকল মহিমাময় কীর্তির গৌরবে কবিরা দেবতার সম্মুখে নত হয়েছেন।

বৈদিক সূক্তগুলিতে প্রশস্তি অংশের পরে এসেছে প্রার্থনা। যে শক্তিকে কবিগণ উপলব্ধি করেছেন এই মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রকরূপে, তার বিরাট বিপুল ক্ষমতার কাছে তাঁরা সভয়ে নতজানু হয়েছেন তাঁদের যা কিছু প্রার্থিত বস্তু তার জন্য ও সেই সঙ্গে নির্বিঘ্ন দীর্ঘ জীবনের জন্য। তাঁরা সৌর দেবতাদের কাছে আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন জীবনীশক্তি, পরমায়ু, স্বাস্থ্য, আরোগ্য, শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য, গবাদি পশু, সন্তান, যুদ্ধ জয় প্রভৃতির জন্য। মৃত্তিকার উর্বরতা, বিপদে সুরক্ষার জন্য। আবার দেবতার প্রসন্নতা ও শান্তি কামনাও তাঁদের লক্ষ্য ছিল।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলির বিষয়-বৈচিত্রে এক প্রাণবন্ত জনসমাজের জীবনমুখী বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনের চাওয়া-পাওয়াকেও তাঁরা সমান মর্যাদা দিয়েছেন—বিচিত্র গীতিকাব্য, বীরত্বগাথা সম্মোহন ও ইন্দ্রজালের বর্ণনা, বিবাহগীতি, প্রেমগাথা, জুয়াড়ির আক্ষেপ, নিসর্গ-চিত্রণ (রাত্রিসূক্ত, অরণ্যানীসূক্ত), দানস্তুতি প্রভৃতি ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে অনায়াসে স্থান পেয়েছে। রক্ত-মাংসের মানুষের সমাজে এই জীবনের স্পন্দন সেখানে ব্রাত্য হয়ে থাকে নি। এবং বিশেষ করে কিছু কিছু ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের পরিচয়ের ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। যেমন একদিকে ইন্দ্র-চরিত্রের মধ্যে পণ্ডিতেরা মনে করেন এক বা একাধিক আর্য সেনাপতির চরিত্রের ছায়া পড়েছে, আবার তিনি বলবান, যোদ্ধা জাতির কাছে শ্রেষ্ঠ বলশালী দেবতা—'যা চ কা চ বলকৃতি ইন্দ্র কর্মৈব তৎ'—নিরুক্ত ৭.১০.২। বারবার ইন্দ্রের বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা, তাঁর দ্বারা শত্রুদের দুর্গপ্রতিরোধ ভগ্ন করা এবং অবরুদ্ধ জলরাশিকে মুক্ত করার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার অন্যদিকে বৃত্র, অহি, নমুচি, ধুনি, শম্বর ইত্যাদি দানবের নামের মধ্যে প্রাগার্য গোষ্ঠী-পতিদের পরিচয় লুকিয়ে আছে। দাগরাজ্ঞ বা দশরাজা বা গোষ্ঠীপতির যুদ্ধ হয়েছিল যমুনা নদীর তীরে। এই রাজাদের নামে প্রাগার্য পরিচয় আছে। যেমন ভলানঃ, অলিন, পক্‌থ ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ইন্দ্রের বজ্র, যা তাঁর যুদ্ধজয়ের প্রধান অস্ত্র ছিল, সম্ভবত সেটিই ভারতবর্ষে ব্যবহৃত প্রথম লৌহনির্মিত অস্ত্র। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় লৌহধাতুর ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে এদেশে লৌহের ব্যবহার শুরু হয়। যাই হোক, এইভাবে যুদ্ধগীতি এবং ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিতবাহী হওয়ার ফলে বেশ কিছু সূক্ত এখানে আখ্যান-কাব্যের সাদৃশ্য বহন করে। যদিও ঋগ্বেদের অধিকাংশ রচনা ধর্মীয় চেতনা থেকেই উদ্ভূত, তবু ধর্মীয় সাহিত্যের প্রেক্ষাপটেও জগৎ ও জীবন

সম্পর্কে এক তীব্র আকর্ষণ ও বিস্ময়বোধ-সমন্বিত মানবিক আবেগ দেখা যায়। সেই ঋষিকবিরা বারংবার প্রার্থনা করেছেন 'জ্যোক্ সূর্যং দৃশে জোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্' (ঋ. ১০.৫৯.৬)—উদয়সূর্যকে আমরা আবার দেখব—এই তাঁদের কাছে নবজীবন লাভের প্রতীক। তাঁরা বলেছেন—'জীবং ব্রাতং সচেমহি'(ঋ.১০.৫৮.৫)—'এই পৃথিবীতে আমরা জন্ম নিতে চাই।' দীর্ঘ জীবন লাভের আশায়, প্রতিদিন সূর্যকে দেখার আশায় তাই তাঁরা দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেছেন—'পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্ সুখিনঃ স্যাম শরদঃ শতম্'—'শত শরৎ ঋতু বেঁচে থেকে আমরা আনন্দ উপভোগ করব।' তাই ঋগ্বেদের প্রখ্যাত মধুসূক্তে দেখা যায় জল, বায়ু, নদী, ধেনু, বৃক্ষ এমনকী পৃথিবীর ধূলিকেও মহিমান্বিত করা হয়েছে, আশীর্বাদ করা হয়েছে—এমনই ছিল তাঁদের জীবনমুখী আনন্দময়তা।

বিবিধ দেবতা

দেবী উষার প্রতি নিবেদিত বিখ্যাত সূক্তগুলিতে যেমন একদিকে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ঋষির বিস্ময়বোধের প্রকাশ, অন্যদিকে দেবীর প্রতি সসম্ভ্রম আনুগত্য ফুটে উঠেছে। আবার সেই সঙ্গে এই তত্ত্বও কবি উপলব্ধি করেছেন যে, এক-একটি করে উষাকাল মানুষকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেয়। যেমন করে ব্যাধপত্নী পাখীর ডানা ছেদন করে তেমন করে দিনগুলি জীবনের অবসান বয়ে আনে। কিন্তু উষা নিজে থাকেন অপরিবর্তিত চিরনবীনা। মরুৎসূক্তে বিজয়ী সৈন্য-বাহিনীর অভিযান একদিকে যেমন বাস্তব হয়ে ওঠে, অন্যদিকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নিসর্গের দৃশ্য সেই বর্ণনার মধ্যে অনুভূত হয়। মরুৎগণ সিংহের মতো গর্জন করেন, তাঁরা উত্তর দেশের অধিবাসী, রুদ্র তাঁদের পিতা, পৃশ্নি (বিচিত্রবর্ণা পৃথিবী) তাঁদের মাতা, ইন্দ্র তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বজ্র ও বিদ্যুৎ তাঁদের অস্ত্র, তীক্ষ্ণ বৃষ্টিধারা যেন লৌহনির্মিত দন্তসারি। সৈন্যদল যেমন শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করে, তেমনই মরুৎগণ পর্বত ও বৃক্ষশ্রেণিকে ছিন্নভিন্ন করেন। আবার অগ্নি যখন দাবানলরূপে বনে বনে গর্জন করেন, তখন ঋষিকবির মনে হয় যেন মত্ত কোনও বৃষভ দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বিচরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে গাভী অথবা বৃষ আর অশ্ব যেহেতু বৈদিক আর্যদের জীবনযাপনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল, সেজন্যই এই সব পশুসংক্রান্ত উপমা বৈদিক সাহিত্যে বারংবার ফিরে এসেছে। 'বৃষভ' শব্দটি 'বলিষ্ঠ' অর্থে তাঁরা ব্যবহার করেছেন, আবার 'বৃষভ'—যিনি বর্ষণ করেন, কামনা পূর্ণকারীর প্রতীক। এই পশুপালনের সঙ্গে অপরিহার্য পরম্পরাতেই 'পূষণ' দেবের রূপ কল্পনা করেছেন বৈদিক যুগের আর্যরা। এই পূষণ আর্য-সভ্যতার যাযাবরস্তরে গো-সম্পদের রক্ষাকর্তা। তিনি সূর্যেরই রূপান্তর। পথভ্রষ্ট পশুপালকে তিনি পুনরুদ্ধার করেন, পথিককে পথপ্রদর্শন করেন। পূষণ পথের দেবতা। এমনকী মরণোত্তর লোকেও তিনি প্রয়াত

আত্মার পথনির্দেশ করে থাকেন। এই দেবতার রূপকল্পনাতেও কিছু আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য আছে কারণ তিনি রথের পরিবর্তে ছাগবাহন, তাঁর চুল বেণীবদ্ধ, তাঁর খাদ্য 'করম্ভ'—যবচূর্ণ-মিশ্রিত। এখানে কি ভারতবর্ষে আগন্তুক আর্যরা মঙ্গোলিয়ার মধ্য দিয়ে যখন এসেছিলেন, তখন সেখানকার কোনও দেবতার রূপের ছায়া পড়েছে? এ প্রশ্ন পণ্ডিতদের।

ঋগ্বেদীয় সংহিতার দেবতাদের খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত তাত্ত্বিক ও নিরুক্তকার যাস্ক তাঁদের বাসস্থান অনুসারে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন—পৃথিবী-নিবাসী, অন্তরীক্ষ-নিবাসী ও দ্যুলোক-নিবাসী। পৃথিবী-নিবাসী দেবতা অগ্নি; বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষ-নিবাসী এবং সূর্য দ্যুলোক-নিবাসী। বৈদিক আর্যরা ইন্দো ইওরোপীয় ঐতিহ্য থেকে কোনও কোনও দেবতাতত্ত্ব অনুসরণ করেছিলেন। ভারতে উপনীত হবার পথ পরিক্রমা করার সময় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এবং এই উপমহাদেশে বসতি স্থাপনের পরে প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে অন্যান্য দেবতাও তাঁদের উপাস্য দেবতামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। সুকুমারী ভট্টাচার্যের বক্তব্য হল—প্রথম স্তরে যেহেতু আর্যদের জীবন ছিল মূলত পশুচারী তাই তাদের অধিকাংশ দেবতা ছিলেন পশুপালনের সঙ্গে সম্পর্কিত আকাশ দেবতা ও প্রাচীনতর সৌরদেব। এর পরের স্তরে পিতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর যখন তাঁদের যাত্রা উপমহাদেশ-অভিমুখে, তখন জীবন ছিল মূলত যাযাবর এবং সংগ্রাম বহুল। এই কয়েকশত বছরে তাঁরা বর্ষণ ও বজ্রের দেবতাকে, যুদ্ধের দেবতাকে গ্রহণ করেছিলেন। আর তারও পরবর্তী পর্যায়ে যখন আর্যরা প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর প্রভাবে ধীরে ধীরে কৃষিচারী হয়ে উঠলেন, তখন এলেন শস্যের ও পাতালের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ, যদিও প্রাচীনতর পর্যায়েও তাঁদের ক্ষীণ উপস্থিতি ছিল। এবং এই অন্তিম পর্যায়ে ভূমির অধিষ্ঠাতা দেবতা ও পরলোক বিষয়ক দেবতা তথা পিতৃপুরুষগণের এক নূতনতর তাৎপর্য দেখা দিয়েছিল। কারণ তাঁরা কৃষির জন্য উপযোগী ভূমির উর্বরতা, সন্তানবৃদ্ধি ও পশু, প্রজনন নিশ্চিত করবেন। ভট্টাচার্য আরও মনে করেন যে, কৃষিজীবী-স্তরে আর্যরা নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল থাকতেন এবং আবহাওয়াজনিত অপরাপর বিঘ্ন দূর করাও তাঁদের প্রয়োজন ছিল। বিশেষভাবে উদ্ভিদ জগতের অধিষ্ঠাতা সৌরদেবতা যাঁরা মেঘ ও বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় উত্তাপ দেবেন তাঁরা ছিলেন অপরিহার্য।

ঋগ্বেদের যে-সকল দেবতা ইন্দো-ইওরোপীয় ঐতিহ্যসম্ভূত তাঁরা হলেন দ্যৌঃ, সূর্য, মিত্র, বরুণ, সবিতা, উষা, যম, ভগ, দক্ষ, অর্যমা, বিবস্বান, অদিতি প্রভৃতি। এখানে মুখ্যতম সূর্যদেব দীর্ঘায়ু, সু-স্বাস্থ্য ও উর্বরতার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। বরুণ নৈশ আকাশের অধিষ্ঠাতা, নক্ষত্রপুঞ্জ তাঁর চোখ। সেই চোখের সাহায্যে তিনি সদা জাগ্রতভাবে মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন এবং অনৈতিক আচরণের শাস্তি বিধান করেন। তিনি

নীতিবিধাতা, বিচারক, বর্ষণের দেবতা, ধৃতব্রত ও ভীতির পাত্র। প্রায়শ মিত্রদেবের সঙ্গে দ্বৈতরূপে তিনি দিবা ও রাত্রির আকাশের অধিষ্ঠাতা। তিনি নিয়মভঙ্গকারীকে পাশবদ্ধ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি ধীরে ধীরে আকাশের কল্পিত জলরাশির অধিষ্ঠাতা এবং আরও পরে সমুদ্রের অধি দেবতা হয়ে ওঠেন।

সৌর দেবতাদের মধ্যে দ্যৌঃ বা আকাশ হলেন আদি পিতা এবং অদিতি আদি মাতা। দ্যৌঃ নামটি গ্রীক দেবতা জিউসকে মনে করিয়ে দেয়। এই রূপকল্পনার মধ্যেও ইন্দো-ইওরোপীয় পরম্পরা দেখা যায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য তথ্য হল যে, পরবর্তী কালে মৃত্যুর দেবতারূপে যমের যে ভয়ংকর ভাবমূর্তি, তা কিন্তু ঋগ্বেদে অনুপস্থিত। এখানে তাঁর একটি প্রসন্ন রূপ দেখা যায় এবং বলা হয়েছে তিনিই প্রথম মানুষ যিনি মৃত্যুলোকে গমন করেছেন। অশ্বীদ্বয় দুই যমজ দেবতা, যাঁদের নামান্তর হল নাসত্য এবং দস্র। সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে, নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করে মনে হয় আর্যদের মধ্যে তাঁরা প্রাচীনতম বিখ্যাত অশ্বারোহী। যাস্ক বলেন, এই যুগলদেবতা দিন ও রাত্রি, আকাশ ও পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের প্রতিনিধি। আবার একথাও তিনি বলেছেন যে তাঁরা 'পুণ্যরুৎ নৃপতি'— অর্থাৎ জনকল্যাণকারী ঐতিহাসিক রাজাদের পরিচয়ে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই দেবতাদ্বয় রোগ নিরাময় করে থাকেন এবং বিভিন্ন অশ্বিন সূক্তে বর্ণনা করা হয়েছে যে কীভাবে বিভিন্ন বিপদে, যুদ্ধকালে, অগ্নিকাণ্ডে, জলনিমজ্জনে তাঁরা সক্রিয়ভাবে মানুষকে সাহায্য করেছেন।

অন্তরীক্ষে অধিষ্ঠাতা দেবতাদের মধ্যে প্রধান ইন্দ্র। পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি আর্যসেনাপতির দেবরূপ। তাঁর সহায়ক বাতাস, ঝড় ও বজ্রবিদ্যুৎ। বাতাস ও ঝড়ের দেবরূপ বায়ু বাতাঃ এবং পর্জন্য। আরও আছেন রুদ্র ও মরুৎগণ। ঋগ্বেদের একচতুর্থাংশেরও বেশি সূক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে নিবেদিত। এর থেকেই বোঝা যায় বৈদিক দেবসঙ্ঘের মধ্যে তাঁর বিশেষ গুরুত্ব। অসংখ্য যুদ্ধে তিনি সফল এবং তাঁর শত্রুদের মধ্যে বহু সুনির্দিষ্ট ইতিহাসসম্মত নাম পাওয়া যায়। এতেই বোঝা যায় যে ইন্দ্রের বিজয়ী যোদ্ধা ভাবমূর্তির একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল। তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রু ছিল 'বৃত্র', তাকে কখনও বলা হয়েছে অনাবৃষ্টি বা অন্ধকারের অসুর। তাকে হনন করে ইন্দ্র অবরুদ্ধ জলরাশিকে বা আলোকধারাকে মুক্ত করেছেন। হয়তো পরাজিত গোষ্ঠীপতির গোধন বা সম্পদ অধিকার করার আভাসও এই সব কাহিনীতে আছে। এ ছাড়াও তাঁর শত্রুরূপে নাম পাওয়া যায় অহি (গ্রীক 'অফিস'—সর্প?), পিপ্রু, উরণ, শুষ্ণ প্রভৃতি অসুরের। এরা হয়তো প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর নেতা। ইন্দ্র এদের সকলকেই পরাজিত ও নিহত করেছিলেন। ঋগ্বেদের যুগের ইন্দ্রের বিজয়গৌরব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে আর্যজনগোষ্ঠী আদিবাসভূমি হতে দীর্ঘশতাব্দীব্যাপী ভ্রমণের

পথে বহু দূরে এসেছিলেন তাঁদের কাছে নিশ্চিন্ত বসতি স্থাপন অতি প্রয়োজন ছিল। ইন্দ্রের জয় তাঁদের শান্তি ও ঐশ্বর্যকে নির্বিঘ্ন করেছিল। তাই তিনি প্রধান দেবতা।

পৃথিবীস্থানের মুখ্য দেবতা অগ্নি। ঋগ্বেদের সূচনা ও সমাপ্তি হয়েছে অগ্নিবিষয়ক সূক্ত দিয়ে। গুরুত্বের নির্ণয়ে ইন্দ্রের ঠিক পরেই তাঁর স্থান। অগ্নিকে বলা হয়েছে দূত। তিনি মানুষের প্রতিভূরূপে দেবতাদের যজ্ঞে আহ্বান করে আনেন আবার অন্যদিকে যজ্ঞের নিবেদিত অর্ঘ্য দেবতার উদ্দেশে বহন করে নিয়ে যান। তিনি পুরোহিত এবং তাঁকে বলা হয়েছে 'দ্বিজ'—দুইবার জাত। কারণ ইন্ধনের মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন এবং ঘর্ষণের দ্বারা দ্বিতীয়বার জন্মলাভ করেন। তিনি প্রতিদিন জন্ম নিয়ে থাকেন বলে 'নবীনতম'। ঋত্বিকের দশটি অঙ্গুলিকে তাঁর 'দশমাতা' বলা হয়েছে। বলা হয়েছে তিনি যজ্ঞকালের 'পুরোহিত', কারণ যজ্ঞে তাঁকেই পুরোভাগে স্থাপন করা হয়। তাঁর মাধ্যমেই যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। তিনি শ্রেষ্ঠ দাতা (রত্নধাতম) এবং খাদ্য ও সম্পদের অধিকর্তা (বাজস্বৎ, অশ্বৎ, বসুমৎ)। এখানে 'দাতা শ্রেষ্ঠ' এবং সম্পদের অধিকারী এই বিশেষণ দুটি সুকুমারী ভট্টাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে যে, প্রাথমিকভাবে অগ্নিদহনের মাধ্যমেই আর্যরা আরণ্যভূমি এবং অকর্ষিত ক্ষেত্রকে কৃষির উপযোগী করে তুলতেন, সেই সঙ্গে অগ্নিসংযোগের দ্বারা ভূমি জয় ছিল যুদ্ধকৌশল। এর সপক্ষে উদ্ধৃত করা যায় শতপথ ব্রাহ্মণের কাহিনী (১/২/১/১৪) যেখানে বলা হয়েছে আর্যরাজা ও 'বিদেঘ মাঠব' ও তাঁর পুরোহিত গৌতম—অগ্নিকে অকর্ষিত ভূমিতে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন 'সদানীরা' নদীর তীর পর্যন্ত। এইভাবে তাঁরা নূতন ভূমি অধিকার করে সম্পদ লাভ করতেন। তাই সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে অর্থাৎ আর্যদের বিস্তারপর্বে অগ্নি তাঁদের প্রধান ধনদাতা দেবতা।

অন্যদিকে রাত্রির অন্ধকারে অগ্নি আলো দিতেন ও নিরাপত্তা বিধান করতেন তাই তিনি অশুভ শক্তির প্রতিরোধের সঙ্গে সম্পর্কিত—দানব-বিনাশকারী। এই সঙ্গে তিনি পশু-সম্পদেরও রক্ষাকর্তা। আর্যদের কৃষিজীবী জীবন শুরু হবার পরও তিনি সেই সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে গোধনের নিরাপত্তা বিধায়করূপে, গৃহের রক্ষাকর্তারূপে মুখ্য দেবতা ছিলেন। তিনি রাত্রিকালে সূর্যের বিকল্প, প্রতীকস্বরূপ এবং গৃহের অভিভাবক—'গৃহপতি'। কিন্তু অগ্নির একটি বিপরীত রূপকেও আর্যরা লক্ষ করেছেন। তিনি শবদেহ গ্রাস করেন তাই তিনি 'ক্রব্যাদ'। মৃত্যুর বা দাহকার্যের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ। দশম মণ্ডলে তাঁকে পিতৃপুরুষগণের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি পিতৃলোকে আহুতি বহন করে নিয়ে যান, তখন তাঁর প্রতি আহুতি মন্ত্রে 'স্বাহার' পরিবর্তে 'স্বধা' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

এই অগ্নি যখন উচ্চতম স্বর্গে থাকেন তখন তাঁকেই বলা হয় 'মাতরিশ্বা', আকাশে তিনি বিদ্যুৎ, পৃথিবীর সমিধ্‌সমূহে 'তনূনপাৎ' এবং জল-মধ্যে তাঁর নাম 'বাড়ব'।

অগ্নির পরে পৃথিবীস্থান দেবতাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব সোমদেবের। সমস্ত সোমসূক্তগুলি একত্রিত করে ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলটি সংকলিত হয়েছে। সোমদেবতার পরিচয় এই যথোক্ত মণ্ডল আলোচনার সময় আলোচিত হবে।

ঋগ্বেদে দেবতা- বিষয়ক কিছু নূতন ধারণার দেখা পাওয়া যায়— যেমন 'বিশ্বে দেবাঃ'। প্রাথমিকভাবে এখানে সমস্ত দেবগোষ্ঠীকে একত্রে বোঝানো হয়েছে। বেশ কিছু সূক্ত 'বিশ্বে দেবাঃ' এই নামের উদ্দেশে গ্রথিত হয়েছে। কিন্তু ক্রমশ এই নামের দ্বারা একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বের রূপ বোঝানো হয়েছে। এবং তার মধ্যে অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনাও উপলব্ধি করা যায়।

কিছু কিছু নদী যেমন সিন্ধু, বিপাশ, শতুদ্রী সরস্বতী প্রভৃতি দেবীরূপ পেয়েছে। পৃথিবীও অরণ্যানীর উদ্দেশে সূক্ত রচিত হয়েছে। তবে ইলা বা ভারতী বিমূর্ত দেবতা। দেবতাদের দ্বারা গৃহীত হবার পর আকৃতির যে অবস্থা তাই হল ইলা। অবশ্য ঋগ্বেদে নারী-দেবতার অস্তিত্ব গৌণ, ঋগ্বেদ রচনার অন্তিম পর্যায়ে অর্ধবিমূর্ত দেহভাবনার বেশ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়— প্রজাপতি, ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, হিরণ্যগর্ভ, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি। এঁদের পরিচয়ও যথাস্থানে যথাসাধ্য দেবার চেষ্টা করা হবে।

দশম মণ্ডলে কয়েকটি সূক্ত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে নিবেদিত। পিতৃ-উপাসনা একটি প্রাচীন এবং বিশ্বজনীন প্রথা, আর্য জনগোষ্ঠীও এ-বিষয়ে ব্যতিক্রমী ছিলেন না। অন্যান্য প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মতোই তাঁরাও মনে করতেন, জীবিত মানুষের পৃথিবী প্রায়ই মৃত পূর্বজগণের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। অথবা মৃত আত্মারা তাঁদের বংশধরদের প্রতি প্রসন্ন হলে তাদের সমৃদ্ধি দান করে থাকেন।

একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে, পরবর্তী পর্যায়ের ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতায় যে ত্রয়ী দেবভাবনা—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকেন, ঋগ্বেদের যুগে কিন্তু তাঁদের সে গুরুত্ব ছিল না। ব্রহ্মা বা প্রজাপতির ভাবনা এসেছে অন্তিম পর্যায়ে। বিষ্ণু সৌর দেবতা। তাঁর তিনটি পদক্ষেপে সূর্যের দিবসপরিক্রমার তিনটি স্তর আভাসিত হয়েছে অথবা প্রাচীন শব্দতাত্ত্বিক শাকপুণির মতে, বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপ বিশ্বের তিনটি স্থানকে বোঝায়— উচ্চতম স্বর্গ—আকাশ এবং পৃথিবী। কিন্তু পর্বতনিবাসী বিষ্ণু ঋগ্বেদে এক গৌণ দেবতা। তাঁর প্রতি মাত্র তিনটি সূক্ত নিবেদন করা হয়েছে। এবং তাঁর অন্য কোনও বিশেষত্বের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

রুদ্রও একজন গৌণ দেবতা যাঁর, উদ্দেশে ঐ তিনটিই সূক্ত রচিত হয়েছে। তিনি অন্তরীক্ষস্থানের দেবতা, বীর যোদ্ধা ও শত্রু বিজয়ী, রথারূঢ় এবং ধনুর্বাণধারী। যজমানের সন্তান, স্বজন ও পশুসম্পদের যেন ক্ষতি না হয় তার জন্য রুদ্রের কাছে আর্ত মিনতি করা হয় এবং সেই সঙ্গে শত্রুদের ধ্বংস করার জন্যও অনুরোধ করা হয়। পরবর্তী যুগে বৈদিক সাহিত্য তথা মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে একাধারে ভয়ংকর ও বরদ রুদ্র-শিব দেবভাবনা এই ঋগ্বেদীয় রুদ্র-রূপের কল্পনা থেকেই গড়ে উঠেছে। এই রুদ্র মরুৎগণের জনক। ঝড়ের মেঘের মতো রক্তাভ রুদ্রের থেকেই নির্মম শক্তিশালী বজ্রবিদ্যুৎ-সমন্বিত মরুৎসৈন্যের উৎপত্তি। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত। ভাল-মন্দ দুই-ই করতে পারেন। তিনি 'ভিষগ্‌তমা' শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। সামাজিক অবস্থা ও মানসিকতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের মধ্যে মর্যাদার উন্নয়ন ও অবনয়ন ঘটেছে। ঋগ্বেদে যে ইন্দ্র বা অগ্নি তথা বরুণ ছিলেন প্রধান প্রধান দেবতা তাঁদের গুরুত্ব হারিয়েছেন আর্যদের উপনিবেশ বিস্তার ও সামাজিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের ফলে। এবং দেবতামণ্ডলে নূতনতর দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে।

বিষয়বৈচিত্র

ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে প্রধানত দেখা যায় কোনও দেবতাকে সম্বোধন করে তাঁর প্রীতি উৎপাদন করার জন্য স্তুতি করা হচ্ছে। নানাভাবে উদ্দিষ্ট দেবতাকে প্রশস্তি করা হয় এবং তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয়ের প্রার্থনা করা হয়। যজ্ঞের সবচেয়ে প্রীতিকর উপকরণই মন্ত্র। বলা হয়েছে— 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্' (আপস্তম্ব সূত্র)। কিন্তু কোনও কোনও সময়ে আবার এই মন্ত্রগুলির মধ্যে দেবতার প্রশস্তি ও প্রার্থনা ছাড়াও বিচিত্রতর বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়।

সংবাদসূক্ত

ঋগ্বেদে প্রায় কুড়িটি সংলাপসূক্ত বা সংবাদসূক্ত রয়েছে। এই সূক্তগুলিতে একাধিক বক্তা যেন নাটকীয় সংলাপের মতো প্রকাশরীতিতে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। সূক্তগুলি পড়ে মনে হয় যেন সেগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যেন প্রচলিত পাঠ থেকে ব্যাখ্যামূলক গদ্যাংশ লুপ্ত হয়ে গেছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, এগুলি আখ্যান-ধর্মী কাব্য, কেউ বলেন, এগুলি নাটকের সূচনা। এই সূক্তগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু ঋগ্বেদের প্রথামতো ঋষি, ছন্দ দেবতা এবং যজ্ঞীয় বিনিয়োগ উল্লেখ করা হয়নি।

এই সংবাদসূক্তগুলির মধ্যে আছে উর্বশী ও রাজা পুরুরবার সংলাপ (১০:৯৫); যম ও যমীর সংলাপ (১০:১০); অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার সংবাদ (১:১৭৯); ইন্দ্র ও অগস্ত্যের সংবাদ (১:১৭০) এবং সরমা ও পণিদের সংলাপ (১০:১০৮)। অধিকাংশ সংলাপসূক্তই আছে প্রথম ও দশম মণ্ডলে।

দানস্তুতি

ঋগ্বেদে বেশ কিছু সূক্ত দেখা যায় যেখানে, প্রাচীনকালের রাজাদের দ্বারা যজ্ঞ-নির্বাহক পুরোহিতদের যখন পর্যাপ্ত দক্ষিণা দেওয়া হত, সেই সব দানসামগ্রীর বিশদ ও ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এইগুলিকে বলা হয় দানস্তুতি। পূর্বদাতাদের দানের প্রশংসায় যেন সমকালীন রাজা অনুরূপ দক্ষিণা দিতে অনুপ্রেরিত হন সেই উদ্দেশে এখানে আছে।

আপ্রীসূক্ত

ঋগ্বেদে মোট দশটি 'আপ্রীসূক্ত' দেখা যায়। 'আপ্রী'—অর্থাৎ সকলের তুষ্টি সম্পাদক। (আ=সমন্তাৎ, প্রীণয়ন্তি ইতি আপ্রী)। যজ্ঞে আহুতি দেবার পূর্বে আপ্রীসূক্তগুলি গীত হত। এই সূক্তগুলিতে যজ্ঞের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা অগ্নিকে প্রীত করার জন্য তাঁর বিভিন্ন নাম—যেমন সমিদ্ধ, ইধ্ম, নারাশংস, তনূনপাৎ প্রভৃতি ঘোষণা করে প্রশংসা করা হয়।

টীকা—ঋগ্বেদের বর্তমান খণ্ডে উপলভ্য এই সকল ব্যতিক্রমী সূক্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে পাঠকের সুবিধার্থে দেওয়া হল। ঋগ্বেদের পরবর্তী খণ্ডগুলিতে সেই সেই অংশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিচয় দেওয়া হবে।

কিছু নিবেদন

বৈদিক সাহিত্যের সম্ভার কেবলমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম পরিচয়কে বহন করে না, ইন্দো-ইওরোপীয় জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় এবং সাহিত্যগত ইতিহাসের সূচনাপর্বও এর মধ্যে বিধৃত আছে। তাই এই সাহিত্যসম্ভার আমাদের গৌরবময় উত্তরাধিকার। ভারততত্ত্বকে যথাযথভাবে শিক্ষা করার জন্য বেদের বক্তব্যকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার আপাতদুরূহতার জন্য সাধারণ মানুষের অর্থাৎ সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ মানুষের কাছে তা সহজগম্য নয়। স্বামী বিবেকানন্দের একদা-লালিত ইচ্ছা অনুসারে বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার বৈদিক সাহিত্যসম্ভারকে মানুষের উপলভ্য করার উদ্যোগ করেছেন। বেদগ্রন্থমালা বাংলা ভাষাতে অনূদিত হচ্ছে। এই সঙ্গে আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতা।

এই বিপুল এবং দুরূহ কর্মের ভার বাস্তবায়িত করা সহজ নয়। কিন্তু সংকল্পবদ্ধ সঙ্ঘের ঐকান্তিক আগ্রহে কোনও বাধাই অলঙ্ঘ্য থাকে না। এই উদ্যোগের রূপায়ণে জ্ঞানার্থী বৃহত্তর বাঙালি বিদ্বৎ-মণ্ডলী কৃতার্থ হলেন। বেদবাণী তাঁদের কাছে সহজগম্য হল। ইনস্টিটিউটের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজকে তাঁর এই উদ্যোগের জন্য আন্তরিক প্রণতি জানাই। সেই সঙ্গে প্রণতি জানাই স্বামী চিদ্রূপানন্দ ও স্বামী যাদবেন্দ্রানন্দ মহারাজকে, যাঁদের সহাস্য এবং অক্লান্ত আগ্রহ এই কঠিন কাজ করতে ভরসা দিয়ে এসেছে। সহায়তা করেছে।

এই বিপুল কর্মযজ্ঞে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ঋগ্বেদ-সংহিতার বঙ্গানুবাদ করার জন্য। ফলে যা অবস্থা তা প্রকাশ করতে গেলেও মহাজন-বাক্যের শরণ নিয়ে বলতে হয়—কোথায় সূর্যপ্রভব রঘুবংশের কীর্তিকাহিনী, কোথায় বা আমার অল্প বুদ্ধি! তুচ্ছ ভেলায় করে অধম আমি কোন দুঃসাহসে সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে চাইছি!

বৈদিক সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে লৌকিক সংস্কৃতের পার্থক্য অনেক। বহু শতাব্দী ধরে বৈদিক সাহিত্য রচনা চলেছিল। ফলে রচনা, সম্পাদনা ও ভৌগোলিক অঞ্চলগত তারতম্যের জন্য সংহিতাগুলির মধ্যেই ভাষাগত পার্থক্য দেখা যায়। এবং এই সময়ে ঘটতে থাকা জাতিগত ও সংস্কৃতিগত সংমিশ্রণের ফলে বিভিন্ন উপভাষার শব্দরাশির সমন্বয় হতে থাকে। পরবর্তী কালে বহু বৈদিক শব্দ বা বাক্যাংশ অব্যবহারের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আবার নূতনতর শব্দ ভাষায় সংযোজিত হয়েছে। ফলে কয়েক শত বছরের ব্যবধানেই খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকেই ভাষাবিদ্ যাস্ক যখন তাঁর নিরুক্ত বা কোষগ্রন্থ সংকলন করছেন তখনই বহু বৈদিক শব্দ বা শ্লোক দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। সুতরাং ঋগ্বেদের অর্থ উপলব্ধির জন্য কেবল সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান পর্যাপ্ত নয়। পূর্বাহ্ণে বজ্রসমুৎকীর্ণ অর্থাৎ মণিকারকৃত ছিদ্রযুক্ত রত্নের ছিদ্র মধ্যে গতায়াত করে সূত্র যেমন মালা গাঁথে তেমনই পূজনীয় পূর্বসুরিদের অনুবাদের ভিত্তিতেই দিগ্‌দর্শন করতে হয়েছে।

সায়নাচার্যের কৃত চতুর্দশ শতকীয় ঋগ্বেদ-ভাষ্যটি সর্বজনমান্য। কিন্তু মীমাংসাবাদী সায়নের ব্যাখ্যা মূলত যাজ্ঞিক পক্ষে। কিন্তু বেদ গবেষণার আধুনিক ধারা তো কেবল যাজ্ঞিক প্রস্থানকে মেনে নিয়ে ক্ষান্ত হয় না। তাঁদের বক্তব্য ঋগ্বেদ রচনা হয়েছে আগে, পরে হয়েছে মন্ত্রগুলির যজ্ঞীয় প্রয়োগ। অতএব যজ্ঞের প্রয়োগ অনুসারে ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত নয়। বৈদিক সূক্তের অর্থ উপলব্ধি করার জন্য ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রেক্ষাপটও বিচার করতে হবে। সুতরাং সায়নভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে শব্দার্থকে যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

বিদেশি পণ্ডিতদের করা জার্মান ও ইংরাজি ভাষায় বেদের অনুবাদ রয়েছে একাধিক। ম্যাক্সমূলারের সময় থেকেই এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে। এগুলির মধ্যে থেকে Ralph T.H. Griffith (1973 edi), Wilson (1866 edi) এবং S.W. Jamison ও J.P. Brereton (2014)— কৃত ইংরাজি অনুবাদ অনুসরণ করেছি। শেষোক্ত বইটি দেখার সুযোগ বহু যত্নে করে দিয়েছেন মিশনের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ। তাঁদের কাছে ঋণ অসীম।

বাংলা ভাষায় ঋগ্বেদ অনূদিত হয়েছিল বহু পূর্বেই যখন রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৮৫ সালে এই অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ইদানীং সেটি অপ্রাপণীয়। হরফ প্রকাশনীর প্রচেষ্টায় অবশ্য ঐ অনুবাদের অনুকরণেই হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত একটি ঋগ্বেদের অনুবাদ-সংস্করণ প্রকাশ করা হয় ১৯৭৬ সালে। সেগুলি থেকে সাহায্য নিয়েছি। (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদটির প্রথমে একটি অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে।) সংস্কৃত তৎসম শব্দগুলিকে এবং ঋগ্বেদের জটিল বাক্যগঠন-প্রণালীকে সহজবোধ্য বাংলায় অনুবাদ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তবু সেকালের চিন্তা ও পারিপার্শ্বিকের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা যেহেতু পাওয়া যায় না, কোনও কোনও ক্ষেত্রে শ্লোকার্থ জটিল থেকে গেছে। এই অক্ষমতার জন্য স্বল্পবুদ্ধি আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রথমে একটি ঋগ্বেদ-পরিচিতি দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কারণ বেদ-গবেষকদের কাছে বহুল পরিচিত হলেও সকল সাধারণ পাঠকের কাছে ঋগ্বেদের সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় না থাকতে পারে। তাঁদের অর্থ উপলব্ধির সহায়তা করতে সূক্তগুলির প্রেক্ষাপট জানার প্রয়োজন আছে। সু উক্ত=সূক্ত—শোভনভাবে যা বলা হয়েছে। তারও আবার কয়েকটি বিশেষ শ্রেণি পাঠকের অপরিচিত ধরে নিয়ে (যেমন আপ্রীসূক্ত) সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রথমে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনমতো বৈদিক শব্দ বা পরিভাষাকে পাদটীকা অংশে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। যদি অনবধানে কিছু বাদ পড়ে যায় তা একান্তই আমার ত্রুটি।

আরও একটি কথা, সহস্রাধিক সূক্তের সংকলন একাধিক খণ্ডে করা হবে বলে সম্পাদকমণ্ডলী স্থির করেছেন। তাই প্রথম খণ্ডের ভূমিকা অংশকে দীর্ঘায়িত না করে ঋগ্বেদের আনুষঙ্গিক আরও কিছু পরিচয় পরবর্তী খণ্ডগুলির জন্য বাকি রইল। খণ্ডগুলির বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিচয় বিন্যাস করা হবে। মনে হয়েছে তাতেই পাঠকের উপলব্ধি সহজতর এবং অনায়াস হবে।

এই অনুবাদকর্মে সাহস দিয়েছেন বেদবিদ অধ্যাপক সমীরণ চন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর আশীর্বাদ আর উৎসাহ ব্যতীত এই কাজ আমার সাধ্য হত না। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই সুযোগে। একদা সমগ্র ঋগ্বেদ পাঠে প্রেরণা দিয়েছিলেন আমার শিক্ষাগুরু সুকুমারী ভট্টাচার্য। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী। প্রতিনিয়ত এই অনুবাদ কর্মে তাঁর অলক্ষ্য আশীর্বাদ আমার পাথেয় হয়েছে।

ইনস্টিটিউট অব কালচারের বেদ গবেষণা বিভাগের কর্মী শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই। যে অপরিসীম ধৈর্য ও দক্ষতার সঙ্গে তাঁরা আমার দুর্বোধ্য এবং সংশোধন-কন্টকিত পাণ্ডুলিপিকে পরিচ্ছন্ন পাঠযোগ্য করে তুলেছেন সেই ধৈর্য অতুলনীয়। তাঁদের সহায়তা অমূল্য। আমি সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এই জটিল ও দুঃসাধ্য অনুবাদকর্ম তাঁদের অকুণ্ঠ এবং সহাস্য সহযোগিতা ভিন্ন অসম্ভব ছিল।

পরিশেষে আশা রাখি, সর্ববিদ্যাস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা ও ধর্মসংস্থাপক শ্রীরামকৃষ্ণের অভয়হস্তের কল্যাণে এই অক্ষম প্রচেষ্টা সুধী পাঠকের প্রয়োজনসিদ্ধি করবে।

ওম্ রামকৃষ্ণায় বিদ্মহে
গদাধরায় ধীমহি
তন্নো দেবঃ প্রচোদয়াৎ

— ইতি

পয়লা বৈশাখ ১৪২৩
১৪ এপ্রিল ২০১৬

নীলাঞ্জনা সিকদারদত্ত
প্রাক্তন অধ্যাপিকা, দম দম মতিঝিল কলেজ
কলকাতা -৭০০০৭৪

বেদগ্রন্থমালা (বাংলা অনুবাদ)

ঋগ্বেদ	সংহিতা	ঋগ্বেদ-সংহিতা	প্রথম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
সামবেদ	সংহিতা	সামবেদ-সংহিতা	দ্বিতীয় খণ্ড	
শুক্লযজুর্বেদ	সংহিতা	মাধ্যন্দিন-সংহিতা	তৃতীয় খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
কৃষ্ণযজুর্বেদ	সংহিতা	তৈত্তিরীয়-সংহিতা	চতুর্থ খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
		মৈত্রায়ণী-সংহিতা	পঞ্চম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
		কাঠক-সংহিতা	ষষ্ঠ খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
অথর্ববেদ	সংহিতা	অথর্ববেদ-সংহিতা	সপ্তম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
ঋগ্বেদ	ব্রাহ্মণ	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	অষ্টম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
সামবেদ	ব্রাহ্মণ	আর্ষেয় ব্রাহ্মণ	নবম খণ্ড	
		জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ	দশম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
		পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ	একাদশ খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
		ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ	দ্বাদশ খণ্ড	
শুক্লযজুর্বেদ	ব্রাহ্মণ	শতপথ ব্রাহ্মণ	ত্রয়োদশ খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
কৃষ্ণযজুর্বেদ	ব্রাহ্মণ	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ	চতুর্দশ খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
অথর্ববেদ	ব্রাহ্মণ	গোপথ ব্রাহ্মণ	পঞ্চদশ খণ্ড	
ঋগ্বেদ	আরণ্যক	ঐতরেয় আরণ্যক	ষোড়শ খণ্ড	
কৃষ্ণযজুর্বেদ	আরণ্যক	তৈত্তিরীয় আরণ্যক	সপ্তদশ খণ্ড	
		মৈত্রায়ণী আরণ্যক	অষ্টাদশ খণ্ড	
প্রধান উপনিষৎসমূহ			ঊনবিংশ খণ্ড	
অপ্রধান উপনিষৎসমূহ			বিংশ খণ্ড	